হিন্দুদের দেবদেবী

উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ

তৃতীয় পর্ব

ডঃ হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য
এম.এ. (ট্রিপল) পি-এইচ্.ডি.,
কাব্যপুরাণতীর্থ, সাহিত্যভারতী বিদ্যার্ণব।

ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড
কলকাতা

নিবেদন

"হিন্দুদের দেবদেবী" তৃতীয় পর্ব বা অন্তিম পর্ব প্রকাশিত হওয়ায় আমার বহু-বৎসরের চিন্তা-ভাবনা ও বিপুল শ্রমের ফসল লোকচক্ষুর গোচরে উপস্থিত করতে পেরে সকল আয়াসের সফলতা-জনিত আনন্দ উপভোগ করছি। এই পর্বে পৌরাণিক ও আধুনিক যুগে অর্চিত স্ত্রীদেবতাসমূহ এবং কিছু গৌণ পুরুষ দেবতার কথা আলোচিত হয়েছে। এঁদের মধ্যেই অনেকেই বৈদিক যুগ থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত কালোচিত রূপান্তরের মধ্য দিয়ে পূজিত হচ্ছেন, কেউ কেউ অন্যান্য একাধিক দেবতার আকার প্রকার নিয়ে পুরাণোত্তর যুগে নতুন বেশে দেখা দিয়েছেন। দৈবতকুলের বিচিত্র কৌতূহলোদ্দীপক ইতিবৃত্ত ভারতীয় দেবতাদের সম্বন্ধে অনেক ভ্রান্ত ধারণার অবসান ঘটাবে বলেই আমার বিশ্বাস। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে যে অনেক দেবতাকেই অনার্যকুলসম্ভূত বা বৈদেশিক দেবকল্পনার প্রভাবসৃষ্ট বলে যে সহজ মন্তব্য, তা যে যথার্থ সত্যোদ্‌ঘাটন নয়, আমার গ্রন্থের তিন পর্বে দৈবতকুলের বিবরণ কিঞ্চিৎ পরিমাণেও তা প্রতিপাদনে সক্ষম হবে মনে করি। এই পর্বে পূর্ববর্তী পর্বদ্বয় অপেক্ষা বৈদেশিক দেবতা সমূহের আকার প্রকারের বিবরণ অধিকতর বিস্তৃত ভাবে সন্নিবেশিত করেছি সমভাবাপন্ন ভারতীয় দেবতার সঙ্গে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য দেখিয়ে জাতীয় দেবকল্পনার স্বাতন্ত্র্যকে প্রস্ফুট করার অভিপ্রায়ে। সাদৃশ্য যেখানে প্রকট বা প্রবলতর সেখানেও ভারতের দেবকল্পনা বৈদেশিক বা আর্যেতর দেবকল্পনার দ্বারা প্রভাবিত, এমন সিদ্ধান্ত মেনে নিতে হবে কেন? উপযুক্ত প্রমাণের অভাব সত্ত্বেও বিপরীত ব্যাপারটাই বা অসম্ভব কেন? যথাযথ একরূপতা স্বাদেশিক বা বৈদেশিক দেবতাবর্গের তুলনামূলক আলোচনাতেও লভ্য নয়। পর্যাপ্ত প্রমাণের অভাবে চূড়ান্ত রায় দিতে অবশ্যই থমকে ভাবতে হবে।

লোকমুখে শোনা যায়, হিন্দুর দেবতার সংখ্যা তেত্রিশ কোটি। সম্ভবতঃ সংখ্যার বিশালতা বোঝাতেই এইরূপ উক্তি করা হয়ে থাকে। বেদে উল্লিখিত তেত্রিশ সংখ্যক দেবতার ক্রমবর্ধমান রূপ তেত্রিশ কোটি। অবশ্য সমগ্র ভারতবর্ষে নগরে গ্রামে অরণ্যে কান্তারে পর্বতে যে সংখ্যাতীত দেববিগ্রহ বা দেবপ্রতীক বিচিত্র নামে ও রূপে ভক্তি ও পূজার অধিকারী হয়ে রয়েছেন, তাঁদের যদিও তিন পর্বে আলোচিত দৈবতকুলের মধ্যেই অধিকাংশ বা সকলকেই অন্তর্ভুক্ত করা যাবে বলে আমার বিশ্বাস, তথাপি তাঁদের নাম, ধাম, পরিচয়, বিগ্রহ ও পূজার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কিত বিবরণ সংগ্রহ আয়াস ও ব্যয় সাপেক্ষ হওয়ায় তাঁদের প্রসঙ্গ অনালোচিত রয়ে গেল। নূতনতর তথ্য সংগ্রহ সম্ভব হলে তাঁদের পরবর্তী পর্বে বিন্যস্ত করা যাবে।

নিছক আমোদ প্রমোদ নৃত্যগীত দেবপ্রতিমাকে উপলক্ষ্য করে বর্তমানে যা সচরাচর দৃষ্ট হচ্ছে তা যে ভারতীয় ব্রাহ্মণ্যধর্মের পরিপোষক নয়, বরঞ্চ বিরোধী —এ সত্য মন্ত্রচিত দেবদেবীর ইতিবৃত্ত ও স্বরূপ আলোচনা থেকে স্পষ্ট হবে, আশা করি। ভারতের সনাতন ধর্মে দেবতার সাকার মূর্তি পরিকল্পনা অসীম নিরাকারকে সসীম ইন্দ্রিয়গোচর করে প্রতীকের মধ্য দিয়ে নিরাকার ঈশ্বরের আরাধনায় ভক্তিনত চিত্তে আত্মসমর্পণের উদ্দেশ্যে। তাই সীমার মধ্য দিয়ে অসীমের অনুভূতি ভারতীয় দেবারাধনায় চিরন্তন অভীষ্ট হয়ে রয়েছে। আর সমস্ত দৈব ধারণার মূলে রয়েছেন প্রত্যক্ষ দেবতা চরাচরের আত্মভূত সহস্রাংশু সূর্য যাঁর অনন্ত অসীম রশ্মিসম্পাত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অস্তিত্বের মূলে।

এই গ্রন্থের প্রথম দুই পর্ব সুধীজন কর্তৃক অভিনন্দিত এবং প্রশংসিত হওয়ায় এবং প্রথম পর্বের দ্বিতীয় সংস্করণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেওয়ায় আমি আনন্দিত পরিতৃপ্ত। আশা করছি তৃতীয় পর্বটি অপর পর্বদ্বয়ের মতই সমাদৃত হবে।

স্বল্পকালের মধ্যে তিনটি পর্বে সমাপ্ত এই বিপুলায়তন গ্রন্থের সুপরিচ্ছন্ন প্রকাশের জন্য ফার্মা কেএলএম্ এর শ্রীযুক্ত কানাইলাল মুখোপাধ্যায়ের ঐকান্তিক আগ্রহ, কর্মিবৃন্দের সহযোগিতা এবং মর্মবাণী প্রেসের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ জানার আন্তরিক প্রচেষ্টাকে অভিনন্দন জানাই।

এই পর্বে সন্নিবেশিত চিত্রগুলি আমার কনিষ্ঠ পুত্র কিশোর শিল্পী শ্রীমান কণাদ ভট্টাচার্য অংকন করেছে। দু একটি চিত্র এঁকেছে কণাদের বন্ধু শ্রীমান অমরেশ সাহা। এই দুই কিশোর শিল্পীকে আশীর্বাদ করি তাদের চিত্রাংকন বিদ্যার ক্রমোৎকর্ষ কামনা করে।

শ্রীহংসনারায়ণ ভট্টাচার্য

রাধাবাজার
নবদ্বীপ
রাসপূর্ণিমা
১৩৮৬

সূচীপত্র

ইড়া-ভারতী-সরস্বতী

বেদে পুরুষ দেবতার প্রাধান্য এবং সংখ্যাধিক্য। পুরুষ দেবতার তুলন নারী দেবতার সংখ্যা যেমন স্বল্প, প্রাধান্যও তেমনি কম। স্বল্পসংখ্যক না দেবতার মধ্যে অপেক্ষাকৃত প্রাধান্য লাভ করেছেন অদিতি, উষা ও সরস্বতী সরস্বতীর সঙ্গে ইড়া ও ভারতী নাম্নী দুই দেবতার নাম অনেকবার সংশ্লি হয়েছে। অনেক সময়েই এই তিন দেবতাকে একত্রে আহ্বান বা স্তুতি ক হয়েছে।

ভারতীড়ে সরস্বতী যাবঃ সর্বা উপব্রুবে।
তা নশ্চোদয়ত শ্রিয়ে।[১]

—হে (অগ্নিরূপ) ভারতী, সরস্বতী ও ইলা! আমি তোমাদিগের সকলে আহ্বান করিতেছি। যাহাতে সম্পত্তিশালী হইতে পারি তাহা কর।[২]

সরস্বতী সাধয়ন্তী ধিয়ং ন ইলা দেবী ভারতী বিশ্বতূর্তিঃ।
তিস্রো দেবীঃ স্বধয়া বর্হিরেদমচ্ছিদ্রং পান্তু শরণং নিষদ্য॥[৩]

—আমাদিগের যজ্ঞনিষ্পাদিকা (অগ্নিরূপ) সরস্বতী, ইলা এবং সর্বব্যাপি ভারতী দেবী তিনজনে যজ্ঞগৃহ আশ্রয় করতঃ হব্যলাভের জন্য আমাদিগের য পালন করুন।[৪]

আ নো যজ্ঞং ভারতী তূয়মেত্বিলা মনুষ্বদিহ চেতয়ন্তী।
তিস্রো দেবীর্বর্হিরেদং স্যোনং সরস্বতী স্বপসঃ সদন্তু॥[৫]

—ভারতীদেবী শীঘ্র আমাদিগের যজ্ঞে আগমন করুন। ইলাদেবী এ যজ্ঞের বিষয় স্মরণপূর্বক মনুষ্যের ন্যায় আগমন করুন। তাঁহারা দুজন এব সরস্বতী এই তিন চমৎকার কর্মকারিণী দেবী পুরোবর্তী সুখকর কুশাসনে আসিয় উপবেশন করুন।[৬]

আ ভারতী ভারতীভিঃ সজোষা ইড়া দেবৈর্মনুষ্যেভিরগ্নিঃ।
সরস্বতী সারস্বতেভির্বাক্ তিস্রো দেবীর্বর্হিরেদং সদন্তু॥[৭]

—ভারতীগণের সহিত সংগতা (অগ্নিরূপ) ভারতী আগমন করুন, দেবত ও মনুষ্যগণের সহিত (অগ্নিরূপ) ইলা আগমন করুন। সারস্বতগণের সহিত (অগ্নিরূপ) সরস্বতীও আগমন করুন। দেবীত্রয় আগমন করিয়া সম্মুখে (স্থিত) এই কুশে উপবেশন করুন।[৮]

---

১ ঋগ্বেদ—১।১৮৮।৮
২ অনুবাদ—তদেব
৩ ঋগ্বেদ—২।৩।৮
৪ অনুবাদ—তদেব
৫ ঋগ্বেদ—১০।১১০।৮
৬ অনুবাদ—তদেব
৭ ঋগ্বেদ—৩।৪।৮
৮ অনুবাদ—তদেব

এই ভাবে ঋগ্বেদে ৫।৫।৮, ৭।২।৮, ৯।৫।৮ এবং ১০।৭০।৮ ঋকে ইলা, ভারতী ও সরস্বতী একত্রে স্তুতা হয়েছেন। এই সূক্তগুলিকে আপ্রী সূক্ত বলা হয়। কোন কোন ঋকে ইড়া, সরস্বতী ও মহী এই তিন দেবতা একত্রে স্তুতা হয়েছেন।

ইড়া সরস্বতী মহী তিস্রো দেবীর্ময়োভুবঃ।
বর্হিঃ সীদন্ত্বস্রিধঃ।[১]

—ইলা, সরস্বতী ও মহী এই দেবীত্রয় এই কুশে উপবেশন করুন।[২]

আচার্য সায়নের মতে এখানে মহী শব্দ ভারতীর পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়েছে—"অত্র মহীশব্দো মহত্ত্বগুণযুক্তাং ভারতীমাচষ্টেঽন্যেষ্বাপ্রীসূক্তেষু সদৃশেষ্বিড়া সরস্বতী-ভ্যামাম্নাতত্বাৎ।"—অন্যান্য আপ্রীসূক্তের সাদৃশ্যে ইড়া সরস্বতীর সঙ্গে উল্লিখিত হওয়ায় এখানে মহী শব্দে মহত্তর গুণযুক্ত ভারতীকে বোঝানো হয়েছে।

আর একটি ঋকেও মহীর উল্লেখ পাই—

শুচির্দেবেষ্বর্পিতা হোত্রা মরুৎসু ভারতী।
ইলা সরস্বতী মহী বর্হিঃ সীদন্তু যজ্ঞিয়াঃ॥[৩]

—শুচি এবং দেবগণের মধ্যস্থা, হোমনিষ্পাদিকা ভারতী, ইলা এবং মহতী (অগ্নির মূর্তিত্রয়) যজ্ঞের উপযুক্ত হইয়া কুশের উপরে উপবেশন করুন।[৪]

মহীশব্দকে এখানে অনুবাদক রমেশচন্দ্র দত্ত সায়নাচার্যের দৃষ্টান্তে সরস্বতীর বিশেষণরূপে গ্রহণ করেছেন। যজুর্বেদেও এই ত্রয়ী দেবতার একত্র উল্লেখ ও আবাহন দৃষ্ট হয়।

তিস্রো দেবীর্বর্হিরেদং সদন্ত্বিড়া সরস্বতী ভারতী॥[৫]

—ইড়া, ভারতী ও সরস্বতী এই দিন দেবী যজ্ঞে আগমন করুন।

এই দেবীত্রয় ইন্দ্রেরও সেবা করেন—

তিস্রো দেবীর্হবিষা বর্ধমানা ইন্দ্রং জুষাণা জনয়োন পত্নীঃ।
অচ্ছিন্নং তন্তুং পয়সা সরস্বতীড়া দেবী ভারতী বিশ্বতূর্তি॥[৬]

—ইড়া, ভারতী ও সরস্বতী—সর্বত্রগামিনী এই তিন দেবী পত্নীর মত ইন্দ্রের সেবা করে আমাদের যজ্ঞ হবিদ্বারা বর্ধমান এবং বিঘ্নরহিত করুন।

শুক্ল যজুর্বেদ আর এক স্থানে ইন্দ্রকে তিনদেবীর পতিরূপে উল্লেখ করেছেন—"দেবীস্তিস্রস্তিস্রো দেবী পতিমিন্দ্রমবর্ধয়ন্"।[৭] অবশ্য ভাষ্যকার মহীধর এখানে পতি শব্দের অর্থ করেছেন পালক। শুক্ল যজুর্বেদেই অন্যত্র ইড়া, ভারতী ও সরস্বতী অশ্বিদ্বয়ের সঙ্গে পরিশ্রুত সোমদ্বারা ইন্দ্রের সেবা করেন।[৮]

ইড়া, ভারতী ও সরস্বতী এই দেবীত্রয়কে একত্রে আহ্বান করা হলেও এঁদের কোন গুণকর্মের পরিচয় মন্ত্রে নেই। তবে যজ্ঞে এঁদের আগমন ও অবস্থান এবং এঁদের দ্বারা যজ্ঞরক্ষার বারংবার উল্লেখ থেকে এই তিন দেবীকে যজ্ঞাগ্নিরূপেই

---

১ ঋগ্বেদ—১।১৩।৯ ২ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৩ ঋগ্বেদ—১।১৪২।৯
৪ অনুবাদ—তদেব ৫ কৃষ্ণযজুর্বেদ—৪।৪।১।৮ ৬ শুক্লযজুর্বেদ—২০।৪৩
৭ শুক্লযজুর্বেদ—১৮।১৮ ৮ শুক্লযজুর্বেদ—২০।৬৩

প্রতীতি জন্মে। রমেশচন্দ্র দত্ত এঁদের যজ্ঞাগ্নিরূপা বলেই অনুবাদে উল্লেখ করেছেন। আচার্য সায়ন, আচার্য মহীধর, আচার্য যাস্ক প্রমুখ বেদের সুপ্রসিদ্ধ ভাষ্যকারগণ এই দেবীত্রয়কে অগ্নি বা আদিত্যরূপে গ্রহণ করেছেন। সায়নাচার্য ১।১৮৮।৮ ঋকের ভাষ্যে এই দেবীত্রয়কে দ্যুলোক, ভূলোক ও অন্তরিক্ষলোকস্থিত অগ্নি, অর্থাৎ সূর্য, অগ্নি ও বিদ্যুৎ—অগ্নির এই তিনটি রূপ বলে ব্যাখ্যা করেছেন—"ভরতঃ আদিত্যঃ তস্য সম্বন্ধিনী ভারতী, তাদৃশি দ্যুলোকদেবতে। হে ইড়ে ভূদেবি! হে সরস্বতি, সরো বা উদকং বা তদ্বত্যন্তরিক্ষদেবতে তাদৃশি দেবি! এতাঃ ক্ষিত্যাদি দেবতাঃ এতা তিস্র আদিত্যপ্রভাববিশেষরূপা ইত্যাহুঃ।"—ভরত আদিত্যের নাম। তাঁর সঙ্গে সম্পর্কান্বিতা দ্যুলোকস্থিতা দেবতা ভারতী। ইড়া ভূদেবী। সরস্বতী সর বা জলসমন্বিত অন্তরিক্ষ দেবতা। এই তিন ক্ষিতি প্রভৃতি দেবতা আদিত্য প্রভাবিত দেবী—এইরূপ বলা হয়।

সায়নাচার্য ৩।৪।৮ ঋকের ভাষ্যে ইড়া, ভারতী সরস্বতীকে ত্রিস্থানস্থিত সূর্যাগ্নি সম্পর্কিতা বাক্‌রূপেও ব্যাখ্যা করেছেন। ইড়া ভূমিস্থিতা বাক্, আর সরস্বতী মধ্যমস্থানস্থিতা মাধ্যমিকা বাক্।

আচার্য মহীধর শুক্লযজুর্বেদের ২০।৬৩ মন্ত্রের ভাষ্যে লিখেছেন, "সরস্বতী মধ্যস্থানা, ভারতী দ্যুস্থানা, ইড়া পৃথিবীস্থানা।" উক্ত বেদের ২৮।১৮ মন্ত্রের ভাষ্যে মহীধর বলেছেন, ভরত শব্দের অর্থ রবি—রবির কান্তি বা জ্যোতিই ভারতী—"ভরতো রবিস্তৎকান্তির্ভারতী।" কৃষ্ণযজুর্বেদের ৪।৪।১।৮ ভাষ্যে সায়নাচার্য বলেছেন, ইড়া, ভারতী ও সরস্বতী অগ্নির তিন মূর্তি—"তিস্রঃ দেব্যোঽগ্নিমূর্তয়ঃ।" রমেশচন্দ্র দত্তের মতে ইলা, ভারতী প্রভৃতি যজ্ঞের অংশবিশেষ—"ইলা, ভারতী, মহী, হোত্রা, বরুত্রী, ধিষণা সকলেই ঋগ্বেদের দেবী, কিন্তু ইহাদিগের নামের অর্থ হইতে উপলব্ধি হয় যে ইহারা যজ্ঞের বিশেষ বিশেষ অংশবাচক স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ ছিলেন, ক্রমে দেবীরূপে পরিগণিত হইলেন।"[১] উক্ত দেবীত্রয়ের আহ্বান বা স্তুতি আছে যে সূক্তগুলিতে সেই সূক্তগুলি আপ্রীসূক্ত নামে প্রসিদ্ধ। পশুযাগে ব্যবহৃত মন্ত্র আপ্রীসূক্ত নামে পরিচিত।[২]

যাস্ক লিখেছেনঃ "ভরত আদিত্যস্তস্য ভা ইলা মনুষ্যবদিহ চেতয়মানা।"[৩] —(অর্থাৎ) ভরত শব্দের অর্থ আদিত্য, তাঁর ভা বা জ্যোতি ভারতী এবং ইলা মনুষ্যতুল্য এখানে চৈতন্যময়ীরূপে বর্ণিতা।

এই প্রসঙ্গে ডঃ অমরেশ্বর ঠাকুর লিখেছেন "ভারতী, ইলা এবং সরস্বতী—ইহারা ক্রমান্বয়ে দ্যুস্থান দেবতা সূর্যজ্যোতি, পৃথিবীস্থান দেবতা অগ্নি এবং মধ্যমস্থান দেবতা বিদ্যুৎ। এই তিনই অগ্নি—কাজেই তিস্রো দেবীঃ পৃথিবীস্থানা বলিয়া গঠিত।"[৪]

---

১ ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ, ১ম, ১।১৩।৯ ঋকের টীকা—পৃঃ ২৭-২৮

২ তদেব—১।১৩ সূক্তের টীকা—পৃঃ ২৬

৩ নিরুক্ত—৮।১৩।২

৪ নিরুক্ত (ক. বি.)—পৃঃ ১৭৩

ভরত অর্থে সূর্যকে বোঝায়। ভরত অগ্নিরও নাম।[১] আচার্য যোগেশচন্দ্র রায়ের মতে তিন দেবী তিন ঋতুর যজ্ঞাগ্নি—"ইড়া বর্ষাঋতুর, ভারতী শরৎ ঋতুর এবং সরস্বতী শীত ঋতুর যজ্ঞরূপা তিন দেবী।"[২] আচার্য রায় মনে করেন যে ভরত রুদ্রের নামান্তর। সুতরাং শরৎ ঋতুর আরম্ভে যে রুদ্র যজ্ঞানুষ্ঠান হোত, "সেই যজ্ঞ, যজ্ঞাগ্নি ও যজ্ঞের দেবীর নাম ভারতী ছিল।"[৩] তাঁর মতে "ইড়া ইন্দ্রযজ্ঞ ও ইন্দ্র যজ্ঞাগ্নি।"[৪]

ইড়া প্রভৃতি তিন দেবী যে যজ্ঞাগ্নির নাম, তাতে সন্দেহ নেই—তা সে যে যজ্ঞই হোক না কেন। সায়নও ১।১৩।৯ ঋকের ভাষ্যে লিখেছেন, "ইড়াদি শব্দাভিধেয়া বহ্নিমূর্তয়স্তিস্রো দেবীঃ।" দুর্গাদাস লাহিড়ীও একই অভিমত পোষণ করেছেন—"ইড়া সরস্বতী মহী জ্ঞানরূপ অগ্নির ত্রিবিধ মূর্তি বলিয়া মনে করিতে পারি।"[৫]

তিন দেবী একাত্ম বলেই অথর্ববেদে তিনজনকেই তিন সরস্বতী বলা হয়েছে—"ত্রিস্রঃ সরস্বতীরদুঃ।"[৬]—তিন সরস্বতী দান করুন। ভাষ্যকার সায়ন বলেছেন, ইড়া, ভারতী ও সরস্বতীর একত্র অবস্থানহেতু তিনজনকে একত্রে তিন সরস্বতী বলা হয়েছে—"ইড়া সরস্বতী ভারতীতি দেব্যঃ সাহচর্য্যাৎ সরস্বত্য উচ্যন্তে।"

যজ্ঞাগ্নিরূপা তিন দেবী যেমন অভিন্না, তেমনি সূর্যাগ্নির অভিন্নতাহেতু এঁরা সূর্যেরও তেজ বা জ্যোতি। সেইজন্যই এঁরা সূর্যরূপী ইন্দ্রের পত্নী। পরবর্তীকালে পুরাণে সরস্বতী ব্রহ্মা বা সূর্য-বিষ্ণুর পত্নীতে পরিণত হয়েছেন। আচার্য রায় বলেছেন, "ইড়া হইতে পুরাণে লক্ষ্মী, ভারতী হইতে অম্বিকা এবং সরস্বতী হইতে আমাদের পূজনীয়া সরস্বতী আসিয়াছেন।"[৭]

ইলা, ভারতী ও সরস্বতী থেকে লক্ষ্মী, অম্বিকা-দুর্গা ও সরস্বতীতে পরিণতির বিবর্তনধারা স্পষ্ট নয়। বরঞ্চ এই তিন দেবীকে এক অভিন্ন যজ্ঞরূপা বা সূর্যাগ্নির তেজোরূপা বলে গ্রহণ করাই শ্রেয়ঃ। পুরাণে সরস্বতীই ভারতী। একালেও সরস্বতীকেই ভারতী বলা হয়।

কিন্তু এই দেবীত্রয়কে ত্রিস্থানস্থিত বাক্‌রূপেও ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এখানে বাক অর্থে যজ্ঞীয় মন্ত্র হতে পারে। আবার বাক্ সূর্যাগ্নির প্রকাশ বা তেজও হতে পারে। আচার্য শৌনক বলেছেন,—

তিস্রস্তু দেব্যো যাঃ প্রোক্তাস্ত্রিস্থানানিবেহ সা তু বাক্।
ত্রিবিধেনোচ্যতে নাম্না জ্যোতিঃষু ত্রিষুবর্তিনী ॥
অগ্নিমেবান্বাগেড়া তু মধ্যে ত্বৈন্দ্রী সরস্বতী।
অমুং স্থিতাধিলোকস্তু ভারতী ভারতীহসৌ ॥

---

১ ঋগ্বেদ—২।৭।১ ২ বেদের দেবতা ও কৃষ্টিকাল—পৃঃ ২১ ৩ তদেব
৪ তদেব ৫ দুর্গাদাস সম্পাদিত ঋগ্বেদ, ১ম, ১।১৩।৯ ঋকের ব্যাখ্যা—পৃঃ ৭২৭
৬ অথর্ব—৬।১০।১০০।১ ৭ বেদের দেবতা ও কৃষ্টিকাল—পৃঃ ১১

সৈষা তু ত্রিবিধা বৈ বাগ্ দিবি চ ব্যোম্নি চেহ চ।
ব্যস্তা চৈব সমস্তা চ ভজতেঽগ্নীনিমানপি ॥[১]

—যে তিন দেবতার কথা বলা হয়েছে তাঁরা তিন স্থানে অবস্থিতা—তিন বাক্। তিন প্রকারে তিন নামে তিনি কথিত হন,—তিন জ্যোতিতে বর্তমান থাকেন। ইড়া অগ্নির সম্পর্কান্বিতা, সরস্বতী মধ্যস্থানা ঐন্দ্রী,—ভারতী দ্যুলোকাশ্রিতা,—দ্যুলোকই ভারতী। সেই ত্রিবিধা বাক্ দ্যুলোকে, আকাশে বা অন্তরীক্ষে এবং পৃথিবীতে পৃথকভাবে এবং সমগ্রভাবে এদের অগ্নিরূপে ভজনা করা হয়।

অগ্নি, ইন্দ্র ও সূর্যের উদ্দেশ্যে প্রজ্বলিত অগ্নির শব্দ বা প্রজ্বলিত যজ্ঞাগ্নিতে হবিদানের মন্ত্র হিসাবে ইলা, ভারতী, সরস্বতী বাক্‌রূপা। তিন দেবতা সাযুজ্য এবং সাধর্ম্যবশতঃ তিন সরস্বতী—পরবর্তীকালে এক বাগাধিষ্ঠাত্রী সরস্বতীতে পরিণত হলেন। একটি ঋকে ভারতী, বরূত্রী এবং ধিষণাকে আহ্বান করা হয়েছে—

আ গ্না অগ্ন ইহাবসে হোত্রাং যবিষ্ঠ ভারতীং
বরূত্রীং ধিষণাং বহ ॥[২]

—হে অগ্নি, আমাদের রক্ষার নিমিত্ত দেবপত্নীগণকে এখানে আনয়ন কর। হে কনিষ্ঠ অগ্নি, হোম নিষ্পাদিকা ভারতী বরূত্রী এবং ধিষণাকে এখানে নিয়ে এস।

সায়নাচার্য এখানে বলেছেন, ভারতী ভরত নামক আদিত্যের পত্নী, বরূত্রী শব্দের অর্থ বরণীয়া এবং ধিষণা অর্থে বাগ্দেবী—"হোমনিষ্পাদকাগ্নিপত্নীং ভারতীং ভরতনামকস্য আদিত্যস্য পত্নীং বরূত্রীং বরণীয়াং ধিষণাং বাগ্দেবীং চাবহ।" সায়ন ধিষণার ব্যাখ্যায় বাজসনেয়ীদের মত উল্লেখ করে বলেছেন—বাক্‌ই ধিষণা—"বাগ্বৈ ধিষণেতি বাজসনেয়কম্।"[৩]

বরূত্রী ও ধিষণা, ইলা প্রভৃতি দেবীত্রয়ের সঙ্গে অভিন্না। এই সকল বিভিন্ন যজ্ঞাগ্নির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বিসর্জন দিয়ে সরস্বতীতেই লীন হয়েছেন।

এ বিষয়ে পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ লিখেছেন, "ইড়া, ভারতী, সরস্বতী ক্রমশঃ অভিন্ন হইয়া পড়িলেন। ক্রমে দেবী সরস্বতীতে সকলের গুণ আরোপিত হইল। দেবী সরস্বতী প্রধানা হইলেন।"[৩]

১ বৃহদ্দেবতা -৩।১২-১৪ ২ ঋগ্বেদ—১।২২।১০ ৩ সরস্বতী—পৃঃ ৬৫

সরস্বতী

যজ্ঞরূপা সরস্বতী: ইলা, ভারতী ও সরস্বতী প্রসঙ্গ আলোচনায় দেখা গেছে যে সরস্বতী স্বরূপতঃ যজ্ঞাগ্নি। ইলা ও ভারতীর সঙ্গে তিনি অভিন্না। ভারতীর সঙ্গে অভিন্নতা-হেতু সরস্বতী ভরতাদিত্যের পত্নী অর্থাৎ সূর্যের শক্তি বা তেজ। সম্ভবতঃ ঋগ্বেদের যুগে ভরত নামক সুপ্রসিদ্ধ জাতির (tribe) উপাস্য সূর্য এবং ভরতগণের দ্বারা অনুষ্ঠিত যজ্ঞীয়াগ্নি ভরত নামে প্রসিদ্ধ হয়েছিলেন। সরস্বতী যে যজ্ঞরূপা, ঋগ্বেদ থেকে কয়েকটি ঋক্ উদ্ধার করলেই তা সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে।

সরস্বতীং দেবয়ন্তো হবন্তে সরস্বতীমধ্বরে তায়মানে।
সরস্বতীং সুকৃতো আহ্বয়ন্ত সরস্বতী দাশুষে বার্যং দাৎ॥
সরস্বতি যা সরথ যযাথ স্বধাভির্দেবি পিতৃভির্মদন্তী।
আসদ্যাস্মিন্বর্হিষি মাদয়স্বানমীবা ইষ আ ধেহ্যস্মে॥
সরস্বতীং যাং পিতরো হবংতে দক্ষিণা যজ্ঞমভিনক্ষমানাঃ।
সহস্রার্ঘমিলো অত্র ভাগং রায়স্পোষং যজমানেষু ধেহি॥[১]

যাহারা দেবতার উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করে তাহারা সরস্বতীকে আরাধনার জন্য আহ্বান করিতেছে, দেবতার যজ্ঞ যখন বিস্তারিতরূপে আরম্ভ হইল, তখন সুকৃতি লোকে সরস্বতীকে আহ্বান করিল। সেই সরস্বতী যেন দাতা ব্যক্তির অভিলাষ পূর্ণ করেন।

হে সরস্বতি! তুমি পিতৃলোকদিগের সহিত একরথে গমন কর, তুমি তাঁহাদিগের সঙ্গে আমোদসহকারে যজ্ঞের দ্রব্য সমস্ত ভোগ কর। এস এই যজ্ঞে আহ্লাদ কর, আমাদিগকে আরোগ্য ও অন্নদান কর।

হে সরস্বতী! পিতৃলোকগণ দক্ষিণ পার্শ্বে আসিয়া যজ্ঞস্থান আকীর্ণ করিয়া তোমাকে আহ্বান করিতেছেন। তুমি যজ্ঞকর্তা ব্যক্তিকে বহুমূল্য ও চমৎকার অন্নরাশি ও প্রচুর অর্থ উৎপাদন করিয়া দাও।"[২]

পাবকাঃ নঃ সরস্বতী বাজেভির্বাজিনীবতী।
যজ্ঞং বষ্টু ধিয়াবসুঃ।
চোদয়িত্রী সূনৃতানাং চেতন্তী সুমতীনাং
যজ্ঞং দধে সরস্বতী॥[৩]

—পবিত্রা, অন্নযুক্তবিশিষ্টা ও যজ্ঞফলরূপ ধনদাত্রী সরস্বতী আমাদিগের জন্য অন্নবিশিষ্ট যজ্ঞ কামনা করুন।

---

১ ঋগ্বেদ—১০।১৭।৭-৯ ২ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত
৩ ঋগ্বেদ—১।৩।১০-১১ ; শুক্লযজুর্বেদ—২০।৮৪-৮৫

সুনৃত বাক্যের উৎপাদয়িত্রী, সুমতি লোকদিগের শিক্ষয়িত্রী সরস্বতী আমাদিগের যজ্ঞ গ্রহণ করিয়াছেন।[১]

উতস্যা নঃ সরস্বতী জুষাণোপ শ্রবৎসুভগা যজ্ঞে অস্মিন্।
মিতজ্ঞুভির্নমস্যৈ রিয়ানা রায়া যুজা চিদুত্তরা সখিভ্যঃ॥
ইমা জুহবানা যুষ্মদা নমোভিঃ প্রতি স্তোমং সরস্বতী জুষস্ব।
তব শর্মন্ প্রিয়তমে দধানা উপ স্থেয়াম শরণং ন বৃক্ষম্॥
অয়মু তে সরস্বতি বসিষ্ঠো দ্বারাবৃতস্য সুভগে ব্যাবঃ।
বর্ধ শুভ্রে স্তুবতে বাজানৃয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ॥[২]

—সুভগা সরস্বতী প্রীতা হইয়া আমাদের এই যজ্ঞে স্তুতি শ্রবণ করুন। অর্চনীয় (দেবগণ) নতজানু হইয়া তাঁহার নিকট গমন করে, তিনি নিত্যধন-বিশিষ্টা এবং সখাগণের প্রতি অত্যন্ত দয়াবতী।

হে সরস্বতি! আমরা এই (হব্য) হোম করতঃ নমস্কার দ্বারা তোমার নিকট হইতে (ধন প্রাপ্ত হইব) আমাদিগের স্তোম সেবা কর, আমরা তোমার অতি প্রিয়, গৃহে অবস্থিতি করতঃ আশ্রয়ভূত বৃক্ষের ন্যায় তোমার সহিত মিলিত হইব।

হে সুভগে সরস্বতি! এই বশিষ্ঠ তোমার জন্য যজ্ঞের দ্বার উন্মুক্ত করিতেছেন। হে শুভ্রবর্ণা দেবী! বর্ধিত হও, স্তুতিকারীকে অন্ন দান কর। তোমরা সর্বদা আমাদিগকে স্তুতি দ্বারা পালন কর।[৩]

যে দেবী যজ্ঞধারণ করেন (যজ্ঞং দধে সরস্বতী), যিনি যজ্ঞে হব্য ও স্তুতি গ্রহণ করেন, বশিষ্ঠ যাঁর জন্য যজ্ঞের দ্বার উন্মুক্ত করেন, যজ্ঞকারীকে যিনি যজ্ঞের ফল দান করেন তিনি অবশ্যই যজ্ঞাগ্নিরূপা।

সূর্যকিরণময়ী সরস্বতী: কিন্তু কোন কোন ঋকে সরস্বতী দ্যাবাপৃথিবী ব্যাপ্ত করে থাকেন; তিনি দীপ্তি দ্বারা স্বর্গ-মর্ত পূর্ণ করেন।

আপপ্রুষী পার্থিবান্যুরু রজো অন্তরীক্ষং
সরস্বতী নিদস্পাতু॥
ত্রিষধস্থা সপ্তধাতুঃ পঞ্চজাতা বর্ধয়ন্তী
বাজে বাজে হব্যা ভূৎ॥[৪]

—পৃথিবী ও স্বর্গের বিস্তীর্ণ প্রদেশসকলকে যিনি নিজ দীপ্তি দ্বারা পূর্ণ করিয়াছেন, সেই সরস্বতী দেবী যেন নিন্দক হইতে আমাদিগকে রক্ষা করেন।

ত্রিলোকব্যাপিনী সপ্তাবয়বা পঞ্চশ্রেণীর (পঞ্চজাতি) সমৃদ্ধি বিধায়িনী সরস্বতী দেবী যেন প্রতি যুদ্ধে লোকের আহ্বানযোগ্যা হন।[৫]

কৃষ্ণযজুর্বেদের একটি মন্ত্রে আছে, "আ নো দিবো বৃহতঃ পর্বতাদা সরস্বতী যজতা গন্তু যজ্ঞম্"।[৬] এই মন্ত্রটির ব্যাখ্যায় সায়ন বলেছেন, "যজতা যষ্টব্যা সরস্বতী

১ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত
২ ঋগ্বেদ—৭।৯৫।৪-৬
৩ অনুবাদ—তদেব
৪ ঋগ্বেদ—৬।৬১।১১-১২
৫ অনুবাদ তদেব
৬ কৃষ্ণযজুর্বেদ—১।১।৮।২২

নোঽস্মাকং যজ্ঞং প্রতি দিবঃ সকাশাদাগত্যাগচ্ছতু। বৃহতঃ পর্বতাদাগচ্ছতু যদ্যপ্যেষা দ্যুলোকে মেরৌ বা তিষ্ঠতি তথাঽপ্যবশ্যমাগচ্ছত্বিত্যর্থঃ।"—(অস্যার্থঃ) যজ্ঞে যজনীয়া সরস্বতী আমাদের যজ্ঞে আকাশ থেকে আগমন করুন। বৃহৎ পর্বত থেকে আসুন। যদি তিনি দ্যুলোকে বা মেরুতে থাকেন তথাপি অবশ্যই আগমন করুন।

স্বর্গ, মর্ত ও অন্তরীক্ষ—এই ত্রিলোক যিনি দীপ্তি দ্বারা পূর্ণ করেন, তিনি অবশ্যই সূর্য বা সূর্যের কিরণ। সুতরাং সরস্বতী কেবল অগ্নি নন, তিনি সূর্যের তেজই। অতএব বৈদিক সরস্বতী সূর্যাগ্নির তেজ বা শক্তি ভিন্ন অন্য কিছুই নয়। ব্রাহ্মণের একটি উপাখ্যানে সরস্বতীর সঙ্গে আদিত্যের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে—"সরস্বত্যা বৈ দেবা আদিত্যমস্তভ্নুবন্ সা নাঽযচ্ছৎ সাঽভ্যলীয়ত তস্মাৎ সা কুব্জিকামতীব তং বৃহত্যাঽস্তভ্নুবন্…।"[১]

—দেবগণ ভূলোকস্থিত আদিত্যকে দ্যুলোকে স্তম্ভিত করতে ইচ্ছা করেছিলেন সরস্বতীর সাহায্যে। কিন্তু সরস্বতী সক্ষম ছিলেন না। তিনি কুব্জা অর্থাৎ বক্র হয়ে গেলেন। তাঁকে (সূর্যকে) বৃহতের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

সরস্বতীর বক্রতা সূর্যরশ্মির সর্বত্রগামিতা প্রকাশিত করে। মর্তের আদিত্য অগ্নিকে স্বর্গে বা দ্যুলোকে প্রতিষ্ঠিত করতে সরস্বতী হলেন বক্র। এখানে জ্যোতির্ময়ী সরস্বতীর নদীরূপতা প্রাপ্তির ইঙ্গিতও থাকতে পারে। দেবী ভাগবতে ও ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে যাজ্ঞবল্ক্য বাগ্‌দেবতা সরস্বতীর স্তব প্রসঙ্গে বলেছিলেন,— ব্রহ্মস্বরূপা পরমা জ্যোতীরূপা সনাতনী।
সর্ববিদ্যাধিদেবী যা তস্যৈ বাণ্যৈ নমো নমঃ ॥[২]

যাজ্ঞবল্ক্যের স্তবে প্রীতা বাণী জ্যোতিরূপেই আবির্ভূতা হয়ে বর দান করেছিলেন—"জ্যোতীরূপা মহামায়া তেন দৃষ্টাপ্যুবাচ তম্।"[৩]

দেবী ভাগবতে সরস্বতী জ্যোতীরূপা। ভৃগ্বুপনিষদে জ্যোতির্ময়ী সরস্বতী ও জলময়ী সরস্বতীর সমীকরণ হয়েছে—অপ্‌সু জ্যোতিঃ প্রতিষ্ঠিতম্। জ্যোতিষ্যাপঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ।[৪]—জলে জ্যোতি প্রতিষ্ঠিত, জ্যোতিতে জল প্রতিষ্ঠিত। জ্যোতির্ময়ী সরস্বতীর আবির্ভাব বর্ণনা করেছেন কবি বিহারীলাল চক্রবর্তী সারদামঙ্গল কাব্যে। আদি কবি বাল্মীকি যখন ক্রৌঞ্চহননের শোকে বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন সেই সময়ে জ্যোতির্ময়ী সরস্বতী বাল্মীকির ললাটে বিদ্যুৎরেখার মতো প্রকাশিত হয়েছিলেন—

সহসা ললাটভাগে
জ্যোতির্ময়ী কন্যা জাগে
জাগিল বিজলী যেন নীলনবঘনে।

* * *

১ তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণ—২৫।১০।১১ ২ দেবীভাগবত—৯।৫।৯, ব্রহ্মবৈবর্ত, প্রকৃতিখণ্ড—৫।৯-১০
৩ তদেব—৯।৫।৩০ ৪ ভৃগ্বুপনিষৎ—৯

কিরণমণ্ডলে বসি
জ্যোতির্ময়ী স্বরূপসী
যোগীর ধ্যানের ধন ললাটিকা মেয়ে ॥

স্বামী নির্মলানন্দ সরস্বতী শব্দের অর্থ প্রসঙ্গে লিখেছেন, " 'সরস্' শব্দের প্রকৃত অর্থই জ্যোতিঃ, তদুত্তরে অস্ত্যর্থে বতু এবং স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্ প্রত্যয় করে নিষ্পন্ন হয়েছে 'সরস্বতী' শব্দটি। আলোকময়ী বলেই তিনি সর্বশুক্লা।"[১]

সরস্বতী ও মরুদ্গণ: সরস্বতী যে সূর্যাগ্নির জ্যোতি তা আর একটি বিষয় থেকেও প্রতীত হয়। সরস্বতীর সঙ্গে যেমন ইন্দ্রের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তেমনি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক মরুৎ ও অশ্বিদ্বয়ের। একটি ঋকে সরস্বতী মরুদ্গণের সখা—

সা নো বোধ্যবিত্রী মরুৎসখা চোদ রাধো মঘোনাং
ভদ্রামিদ্ ভদ্রা কৃণবৎ সরস্বত্যকবারী চেততি বাজিনীবতী।[২]

—হে শুভ্রবর্ণা সরস্বতি! তোমার মহিমা দ্বারা মনুষ্যগণ উভয়বিধ অন্ন প্রাপ্ত হয়। তুমি রক্ষাকারিণী হইয়া আমাদিগকে অবগত হও, মরুদ্গণের সখা হইয়া তুমি হবিষ্মানদিগের নিকট ধন প্রেরণ কর।[৩]

আর একটি ঋকে সরস্বতীর নামই মরুত্বতী অর্থাৎ মরুৎসমন্বিতা—

সরস্বতি ত্বমস্মাঁ অবিড্ঢি মরুত্বতী ধৃষতী জেষিশত্রূন্।[৪]

—হে সরস্বতি! তুমি আমাদিগকে রক্ষা কর, মরুদ্গণের সহিত একত্রিত হইয়া দৃঢ়তা সহকারে শত্রুদিগকে জয় কর।[৫]

অপর একটি ঋকে মরুদ্গণ ও সরস্বতী একত্রে স্তুত হয়েছেন।[৬] ঝঞ্ঝা সৃজনকারী সূর্যাগ্নির কিরণসমূহ মরুদ্গণের সখিত্ব ও সাহচর্য স্বাভাবিক ও সঙ্গত।

সরস্বতী ও ইন্দ্র: সরস্বতী কি কেবল ঝঞ্ঝার অধিদেবতা মরুদ্গণের সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট? তিনি বৃষ্টির দেবতা ইন্দ্রের পত্নী। শুধু তাই নয়। তিনি নিজেও বর্ষণ করে থাকেন।

আ নো দিবো—বৃহতঃ পর্বতাদা সরস্বতী যজতা গন্তু যজ্ঞং
হবং দেবী জুজুষানা ঘৃতাচী শগ্মাং নো বাচমুশতী শৃণোতু॥[৭]

—দেবী সরস্বতী স্বর্গ অথবা সবিস্তীর্ণ অন্তরীক্ষ হইতে যজ্ঞস্থলে অবতীর্ণ হউন এবং জলবর্ষণ করিয়াও আমাদিগের স্তবে প্রসন্ন হইয়া স্বেচ্ছাপূর্বক আমাদিগের এই সকল সুখকর স্তোত্র শ্রবণ করুন।[৮]

যস্যা অনন্তো অহ্রুতস্ত্বেষশ্চরিষ্ণুরর্ণবঃ।
অমশ্চরতি রোরুবৎ।[৯]

---

১ দেবদেবী ও তাঁদের বাহন—পৃঃ ৪০ ২ ঋগ্বেদ—৭।৯৬।২ ৩ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত
৪ ঋগ্বেদ—২।৩০।৮ ৫ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত
৬ হিন্দুদের দেবদেবী ১ম পর্ব, মরুৎগণ দ্রষ্টব্য ৭ ঋগ্বেদ—৫।৪৩।১১
৮ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৯ ঋগ্বেদ—৬।৬১।৮

—যাঁহার অপরিমিত অকুটিল অপ্রতিহতগতি জলবর্ষী বেগ প্রচণ্ড শব্দ করিয়া বিচরণ করে।[১]

ইন্দ্রের মত সরস্বতীও স্বয়ং বৃত্রহন্ত্রী—তিনি বৃত্রঘ্নী।[২]

সরস্বতী ও অশ্বিদ্বয় : শুক্ল যজুর্বেদে সরস্বতী স্বয়ং ভিষক্ অর্থাৎ চিকিৎসক এবং দেববৈদ্য অশ্বিদ্বয়ের পত্নী।

সরস্বতী যোন্যাং গর্ভমন্তরশ্বিভ্যাং পত্নী সুকৃতং বিভর্তি।[৩]

—সরস্বতী অশ্বিদ্বয়ের দ্বারা অশ্বিদ্বয়ের পত্নীরূপে গর্ভে ইন্দ্ররূপ শোভন পুত্র ধারণ করেছিলেন।

অশ্বিদ্বয়ের সাহায্যে সরস্বতী নমুচি নামক অসুরের কাছ থেকে ইন্দ্রের জন্য সোম নিয়ে আসেন—

অশ্বিনা নমুচেঃ সুতং সোমং শুক্রং পরিস্রুতা।
সরস্বতী তমাভরদ্বর্হিষেন্দ্রায় পাতবে॥[৪]

—অশ্বিদ্বয়ের সাহায্যে সরস্বতী নমুচির কাছ থেকে অভিসূত পরিস্রুত সোম ইন্দ্রের পানের নিমিত্ত আহরণ করুন।

অশ্বিদ্বয় ও সরস্বতীর কাছে ঋষির প্রার্থনা,—হে অশ্বিদ্বয়, তোমরা আমাদের দিনে রক্ষা কর, হে সরস্বতি, তুমি আমাদের রাত্রিতে রক্ষা কর—

পাতং নো অশ্বিনা দিবা পাহি নক্তং সরস্বতী।[৫]

শুক্ল যজুর্বেদ আরও বলেছেন,—

সরস্বতী মনসা পেশলং বসু নাসত্যাভ্যাং বয়তি দর্শতং বঃ।[৬]

—সরস্বতী অশ্বিদ্বয়ের সঙ্গে (ইন্দ্রের) দেহ এবং সুবর্ণরূপ ধন সৃষ্টি করেছেন।

অশ্বিদ্বয় ত প্রভাতসূর্য ও প্রাতঃকালীন যজ্ঞাগ্নি।[৭] সুতরাং সূর্যাগ্নির জ্যোতীরূপা সরস্বতী সূর্যাগ্নিরূপী অশ্বিদ্বয়ের পত্নীরূপে বর্ণিত হলে বিস্ময়ের কিছু নেই। একই রীতিতে সরস্বতী ইন্দ্রপত্নী। কিন্তু এখানে তিনি ইন্দ্রের মাতা অন্যান্য দেবতাদের মত এখানেও সরস্বতী ও ইন্দ্রের বিরুদ্ধ সম্পর্কের তাৎপর্য সহজবোধ্য। এইরূপ বর্ণনা বেদে অত্যন্ত সুলভ। ইন্দ্রের রক্ষাকার্যে বা ইন্দ্রের শক্তি আধানে সরস্বতী অশ্বিদ্বয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট—

পুত্রমিব পিতরাবশ্বিনোভেন্দ্রাবথুঃ কাব্যৈর্দংশনাদিভিঃ।
যৎ সুরামং ব্যপিবঃ শচীভিঃ সরস্বতী ত্বা মঘবন্নভিষ্ণক্॥[৮]

—হে অশ্বিদ্বয়, পিতামাতা যেমন পুত্রকে রক্ষা করেন, তেমনি তোমরা অদ্ভুতকার্যের দ্বারা উৎকৃষ্ট সোমপান করে ইন্দ্রকে রক্ষা করেছিলে। হে শচীবান্ ইন্দ্র, তোমাকে সরস্বতী অভিষিক্ত করুন।

---

১ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ২ ঋগ্বেদ—৬।৬১।৭ ৩ শুক্লযজুঃ—১৯।৯৪
৪ শুক্লযজুঃ—২০।৫৯ ৫ শুক্লযজুঃ—২০।৬২ ৬ শুক্লযজুঃ—১৯।৮০
৭ হিন্দুদের দেবদেবী—১ম পর্ব, অশ্বিদ্বয় প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য ৮ ঋগ্বেদ—১০।১৩১।৫

ঋগ্বেদে সরস্বতী রুদ্র ও অশ্বিদ্বয়ের মত রোগারোগ্যকারিণী। শুক্লযজুর্বেদে সরস্বতী ভিষক্‌রূপে দেববৈদ্য অশ্বিদ্বয়ের সঙ্গে একত্রে ইন্দ্রকে তেজস্বী করেছিলেন, "দেবা যজ্ঞমতন্বত ভেষজং ভিষজাশ্বিনা। বাচা সরস্বতী ভিষগিন্দ্রায়েন্দ্রিয়াণি দধতঃ॥"[১] —দেবগণ ইন্দ্রের ঔষধস্বরূপ সৌত্রামণি নামক যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেছিলেন। সেখানে অশ্বিদ্বয় বৈদ্যরূপে উপস্থিত ছিলেন। অশ্বিদ্বয় ও সরস্বতী ইন্দ্রকে তেজ বা শক্তি দান করেছিলেন।

আচার্য মহীধর এই মন্ত্রটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে একটি আখ্যায়িকার উল্লেখ করেছেন। ইন্দ্র অনুপহূত সোমপান করে বলহীন হলে নমুচি অসুর তাঁর বীর্য পান করে। সুতরাং দেবগণ ইন্দ্রের চিকিৎসা করালেন; অশ্বিদ্বয় এবং সরস্বতী হলেন চিকিৎসক এবং সৌত্রামণি যজ্ঞ হোল ঔষধ। সরস্বতী ও অশ্বিদ্বয় যজ্ঞ পূর্ণ করলেন সৌত্রামণি ভেষজের নিমিত্ত। সেই ঔষধের দ্বারা সরস্বতী ইন্দ্রকে অভিষিক্ত করলেন। ইন্দ্র হলেন দেবতাদের শ্রেষ্ঠতম।

সরস্বতীর রোগনিরাময় শক্তির কথা পরবর্তীকালেও জনস্মৃতিতে বিরাজিত ছিল। কথাসরিৎসাগরে সোমদেব (খ্রীঃ ১১শ শতাব্দী) জানিয়েছেন যে পাটলিপুত্রের নারীরা রুগ্ন ব্যক্তির চিকিৎসার জন্য সরস্বতীর ঔষধ ব্যবহার করতেন।[২]

সরস্বান্ ও সরস্বতী : ঋগ্বেদে কয়েকটি ঋকে সরস্বান্ নামে এক পুরুষ দেবতার স্তুতি করা হয়েছে—

স বাবৃধে নর্যো যোষণাসু বৃষা শিশুর্বৃষভো যজ্ঞিয়াসু।[৩]

—মনুষ্যগণের মধ্যে হিতকর সেচনসমর্থ শিশু ও অভীষ্টবর্ষী (সরস্বান্) যজ্ঞার্হ যোষিৎগণের মধ্যে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলেন।[৪]

জনীয়ন্তো ন্বগ্রবঃ পুত্রীয়ন্তঃ সুদানবঃ।
সরস্বন্তং হবামহে॥
যে তে সরস্ব ঊর্ময়ো মধুমন্তো ঘৃতশ্চুতঃ।
তেভির্নোঽবিতা ভব॥
পাপিবাংসং সরস্বতঃ স্তনং যো বিশ্বদর্শতঃ।
ভক্ষীমহি প্রজামিষম্॥[৫]

—আমরা জয়াভিলাষী, পুত্রাভিলাষী, সুদানযুক্ত স্তোতা, আমরা সরস্বান দেবকে স্তব করি।

হে সরস্বান্! তোমার যে জলসমূহ রসবান্ এবং ঘৃতক্ষারী, সেই জলসমূহদ্বারা আমাদের রক্ষক হও।

প্রবৃদ্ধ সরস্বান্ দেবের স্তব যেন আমরা প্রাপ্ত হই তিনি মেঘসকলের দর্শনীয়। আমরা যেন প্রজা ও অন্ন লাভ করি।[৬]

---

১ শুক্লযজুঃ—১৯।১২ ২ কথাসরিৎসাগর—১০।১৩।৩৩-৩৯ ৩ ঋগ্বেদ—৭।৯৫।৩
৪ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৫ ঋগ্বেদ—৭।৯৬।৪-৬ ৬ অনুবাদ—তদেব

দশম মণ্ডলের ৬৬/৫ ঋকে বরুণ, পূষা, বিষ্ণু, বায়ু, অশ্বিদ্বয় প্রভৃতি দেবগণের সঙ্গে সরস্বান্ দেবও আহূত হয়েছেন।

সরস্বান্ সম্পর্কে রমেশচন্দ্র দত্ত বলেন, "সরস্বতী শব্দকে পুংলিঙ্গ করিয়া একটি দেবস্বরূপ কোন কোন স্থানে অর্চনা করা হইয়াছে।"[১] কিন্তু উমেশচন্দ্র বটব্যালের মতে সরস্ শব্দের আদিম অর্থ জ্যোতিঃ, সেইজন্যই সরস্বান্ শব্দে সূর্যকে বোঝায়। সুতরাং সরস্বতী জ্যোতির্ময়ী দেবতা।[২] শ্রীশঙ্করনাথ ভট্টাচার্য লিখেছেন, "ঋগ্বেদে সরস্বান্ শব্দের অর্থ সূর্য। আর সরস্ শব্দের অর্থ জ্যোতিঃ। সরস+বতী=সরস্বতী। সরস্বতী শব্দের আসল অর্থ জ্যোতির্ময়ী। তাই তাঁর জ্যোতিঃ শুভ্র। সরস্বতী সাধনা জ্যোতিরই সাধনা। এখানে সূর্য স্ত্রী আকারে প্রকাশমান। মাতৃভাব তাঁর।"[৩]

ঋগ্বেদে একটি মন্ত্রে সরস্বান্ সূর্যরূপেই বর্ণিত—

দিব্যং সুপর্ণং বায়সং বৃহন্তমপাং গর্ভং দর্শতমোষধীনাং
অভীপতো বৃষ্টিভিস্তর্পয়ন্তং সরস্বন্তমবসে জোহবীমি ॥[৪]

—(সূর্যদেব) স্বর্গীয়, সুন্দর, গতিবিশিষ্ট, গমনশীল, প্রকাণ্ড জলের গর্ভ সমুৎপাদক এবং ওষধিসমূহের প্রকাশক। তিনি বৃষ্টিদ্বারা জলাশয়কে তৃপ্ত করেন এবং নদীকে পালন করেন। রক্ষার্থ তাঁহাকে আহ্বান করি।[৫]

এই সূক্তটি সম্পূর্ণই সূর্যসূক্ত। এখানে সূর্যই দিব্য সুপর্ণ, তিনিই সরস্বান, তিনিই বৃষ্টিদাতা, ওষধিসমূহের পুষ্টিকর্তা। সুতরাং সরস্বান্ সূর্য। সরস্বান্ পুরুষ এবং স্ত্রীলিঙ্গে সরস্বতী। গত্যর্থক সৃ ধাতুর সঙ্গে অসুন্ প্রত্যয় যোগে সরস্ শব্দ নিষ্পন্ন। সরস্ শব্দের অর্থ গতিশীল সূর্যরশ্মি—গতিশীল ত্রিলোকব্যাপী রশ্মি যার আছে এই অর্থে সরস্ শব্দের উত্তর মতুপ্ প্রত্যয় করলে সরস্বান্ শব্দ হয়। সরস্বৎ শব্দে স্ত্রীলিঙ্গে ঙীপ্ প্রত্যয় করলে হয় সরস্বতী। সুতরাং গতিশীল তেজোরূপী সূর্যকিরণ সরস্বান্ এবং স্ত্রীরূপ সরস্বতী—সূর্যাগ্নির দীপ্তি বা জ্যোতি। ১২৬০ খ্রীষ্টাব্দে কাকতীয়রাজ গণপতিদেবের গরবপদু লিপিতে (Garavapadu grant) সরস্বতীকে সারস্বত তেজ বলে বর্ণনা করা হয়েছে—তেজস্ সারস্বতাখ্যম্।[৬]

সপ্তস্বসা

সরস্বতীকে সপ্তস্বসা বা সপ্তভগিনীযুক্তা[৭] ত্রিলোকস্থিতা সপ্তাবয়বা[৮] বলে বর্ণনা করা হয়েছে। আমরা জানি যে সূর্যরশ্মি—সূর্যের সপ্ত অশ্ব। এই সাতবর্ণের সূর্যরশ্মিই সপ্তস্বসা। সেই জন্য সপ্তাবয়বা সরস্বতী।

১ ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ, ২য়—পৃঃ ১০০৬ ; ৭।৯৫।৩ ঋকের টীকা
২ সাহিত্য পত্রিকা ৫ম বর্ষ (১৩০১)—পৃঃ ৭০৬ —
৩ সরস্বতী বিভিন্ন ভূমিকায়—দৈনিক বসুমতী, ২৯শে মাঘ, ১৩৮৫ ৪ ঋগ্বেদ—১।১৬৪।৫২
৫ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৬ Epigraphia Indica, vol. XVIII—page 350
৭ ঋগ্বেদ—৬।৬১।১০ ৮ ঋগ্বেদ—৬।৬১।১২

দ্বিবিধা সরস্বতী : কিন্তু ঋগ্বেদ থেকে দুই প্রকার সরস্বতীর ধারণা স্পষ্ট হয় : এক সরস্বতী ত্রিলোকব্যাপিনী সূর্যাগ্নির দ্যুতি, আর এক সরস্বতী নদী। দ্যাবাপৃথিবীতে বর্তমানা সরস্বতীর স্তুতি করেছেন ঋগ্বেদের ঋষি—

সরস্বতীমিন্মহয়া সুবৃক্তিভিঃ স্তোমৈর্বশিষ্ঠ রোদসী।[১]

—দ্যাবাপৃথিবীতে বর্তমানা সরস্বতীকেই দোষবর্জিত স্তোত্র দ্বারা পূজা কর।[২]

কিন্তু যোগেশচন্দ্র রায়ের মতে সরস্ বা জল সমন্বিত মর্তের নদী সরস্বতীর সাদৃশ্যে আকাশের ছায়াপথ বা Milky Way-কে দিব্য সরস্বতী বা জ্যোতির্ময়ী সরস্বতী কল্পনা করা হয়েছে। এই ছায়াপথই সরস্বতী, স্বর্গগঙ্গা, আকাশগঙ্গা, মন্দাকিনী।[৩] কেবলমাত্র রাত্রিতে দৃশ্য (তাও সকল রাত্রিতে নয়) আকাশের নক্ষত্রপুঞ্জকে দিব্য সরস্বতী ও স্বর্গগঙ্গা কল্পনা করে স্তুতি করা ও যজ্ঞে হবিঃ অর্পণ করা অস্বাভাবিক নয় কি ? ত্রিলোকব্যাপিনী জ্যোতির্ময়ী দিব্য সরস্বতী যে সূর্যাগ্নির ত্রিলোকব্যাপিনী দ্যুতি, পূর্বের আলোচনায় তা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত।

ঋগ্বেদে দ্বিতীয় সরস্বতী নদী-সরস্বতী। নদী-সরস্বতী আর্যভূমির অন্যতম প্রধান নদীরূপে বহুবার উল্লিখিত এবং স্তুত হয়েছে। সাতটি সিন্ধু বা নদীবাহিত আর্যভূমি সপ্তসিন্ধু নামে পরিচিত। সপ্তসিন্ধুর উল্লেখ ঋগ্বেদে বারংবার পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ সরস্বতী, সিন্ধু ও তার পাঁচটি উপনদী নিয়ে সপ্তসিন্ধু। ঋগ্বেদের সুপ্রসিদ্ধ নদীস্তুতিতে বৈদিক আর্যভূমির প্রধান প্রধান নদীগুলির উল্লেখ আছে। নদীস্তুতিটি উদ্ধৃত করছি :

নদী-সরস্বতী

ইমং মে গঙ্গে যমুনে সরস্বতি শুতুদ্রি স্তোমং সচতা পরুষ্ণ্যা।
অসিক্ন্যা মরুদ্বৃধে বিতস্তয়ার্জীকীয়ে শৃণুহ্যা সুষোময়া॥
তৃষ্টাময়া প্রথমং যাতবে সজূঃ সুসর্ত্বা রসয়া শ্বেত্যাত্যা।
ত্বং সিন্ধো কুভয়া গোমতীং ক্রুমুং মেহৎন্বা সরথং যাভিরীয়সে॥[৪]

—হে গঙ্গা, হে যমুনা ও সরস্বতী ও শতদ্রু ও পরুষ্ণি ! আমার এই স্তবগুলি তোমরা ভাগ করিয়া লও। হে অসিক্নি-সংগত মরুদ্বৃধা নদী ! হে বিতস্তা ও সুসোমা-সঙ্গত আর্জীকীয়া নদী ! তোমরা শ্রবণ কর। হে সিন্ধু ! তুমি প্রথমে তৃষ্টামা নদীর সঙ্গে মিলিত হইয়া চলিলে। পরে সুসর্তু ও রসা ও শ্বেতীর সহিত মিলিলে। তুমি ক্রুমু ও গোমতীকে কুভা ও মেহত্নুর সহিত মিলিত করিলে। এই সকল নদীর সঙ্গে তুমি এক রথে অর্থাৎ একত্র হইয়া যাও।[৫]

সরস্বতী সরযুঃ সিন্ধুরূর্মিভির্মহো মহীরবসা যন্তু রক্ষণী।[৬]

—সরস্বতী, সরযু এবং সিন্ধু এই সকল মহাতরঙ্গশালিনী নদী রক্ষা করিতে আসুন।[৭]

১ ঋগ্বেদ—৭।৯৬।১ ২ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৩ বেদের দেবতা ও কৃষ্টিকাল—পৃঃ ১১
৪ ঋগ্বেদ—১০।৭৫।৫-৬ ৫ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৬ ঋগ্বেদ—১০।৬৪।৯
৭ অনুবাদ—তদেব

ঋগ্বেদের যুগে গঙ্গা ও যমুনা নিতান্তই অপ্রধান নদী ছিল। সেইজন্যই পৌরাণিক ও আধুনিক যুগের এই প্রধান নদীদ্বয়ের উল্লেখ ঋগ্বেদে অত্যন্ত স্বল্প। কিন্তু সরস্বতী ও সিন্ধু নদীর পুনঃ পুনঃ উল্লেখ থেকে এই দুই নদীর প্রাধান্য অনস্বীকার্য হয়ে পড়ে। এই দুই নদীর মধ্যেও সরস্বতী সর্বাধিকভাবে স্তুতা। তাই সরস্বতী আর্যভূমি সপ্তসিন্ধুর সর্বপ্রধান নদী ছিল, এ সত্যটি অস্বীকার করার উপায় নেই। সরস্বতী সম্বন্ধে ঋষি বলছেন—

বৃহদু গায়িষে বচোঽসুর্যা নদীনাম্।[১]

—(হে বশিষ্ঠ) তুমি নদীগণের মধ্যে বলবতী সরস্বতীর উদ্দেশ্যে বৃহৎ স্তোত্র গান কর।[২]

সরস্বতী নদীশ্রেষ্ঠা—দেবীশ্রেষ্ঠা—জননীশ্রেষ্ঠা,—অম্বিতমে নদীতমে দেবিতমে সরস্বতী।[৩]

সরস্বতী নদীর তীরে প্রসিদ্ধ রাজারা বাস করতেন।[৪] এখানে প্রসিদ্ধ পঞ্চজাতিও বাস করতেন। সরস্বতী তাঁদের সমৃদ্ধিপ্রধান করেছিলেন।[৫]

একসময়ে নদী সরস্বতী হিমালয় থেকে উৎপন্ন হয়ে স্বাধীনভাবে সাগরে পতিত হোত—

একা চেত্তৎ সরস্বতী নদীনাং শুচির্যতী গিরিভ্য আ সমুদ্রাৎ।[৬]

—নদীগণের মধ্যে শুদ্ধা গিরি অবধি সমুদ্র পর্যন্ত গমনশীলা একা সরস্বতী নদী আগত হইয়াছিলেন।[৭]

যাস্ক বলেছেন, সরস্বতী শব্দের অর্থ, যাতে জল আছে, স্থ ধাতু নিষ্পন্ন সর শব্দের অর্থ জল; জল আছে যাতে তাই সরস্বতী। কিন্তু গতিশীল কেবল জল নয়, সূর্যও গতিশীল। সরস্বতী কেবল জলময়ী প্রবহনশীলা নদী হলে যজ্ঞরূপা বা যজ্ঞাগ্নি হবে কেমন করে?

যাই হোক নদী সরস্বতী কেবল যে বৈদিক যুগে প্রসিদ্ধ ছিল তা নয়, পরবর্তীকালে মহাভারতে, পুরাণে, কাব্যে সরস্বতী পূতসলিলা নদীরূপে কীর্তিতা হয়েছেন। সরস্বতী নদীর উৎপত্তিস্থল হিমালয়ের অন্তর্গত সিমুর পর্বতে, এখান থেকে পাঞ্জাবের আম্বালা জেলার আদবদ্রী নামক স্থানে সমভূমিতে অবতরণ করে। যে প্রস্রবণ থেকে এই নদীর উৎপত্তি সেটা ছিল একটা প্লক্ষবৃক্ষের নিকটে—তাই একে বলা হোত—প্লক্ষপ্রস্রবণ বা প্লক্ষাবতরণ। এটি হিন্দুদের প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান।

সেকালে সরস্বতী ছিল সর্বপ্রধান এবং সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় নদী। সরস্বতী তীরে তীরে ছিল প্রসিদ্ধ তীর্থক্ষেত্র। সরস্বতী ও দৃষদ্বতীর মধ্যবর্তী স্থান দেবনির্মিত প্রসিদ্ধ স্থান হিসাবে গণ্য ছিল।

---

১ ঋগ্বেদ—৭।৯৬।১ ২ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৩ ঋগ্বেদ—২।৪১।১৬ ৪ ঋগ্বেদ—৮।২১।১৮
৫ ঋগ্বেদ—৬।৬১।১২ ৬ ঋগ্বেদ—৭।৯৫।২৮ ৭ অনুবাদ—তদেব

সরস্বতী দৃষদ্বত্যোর্দেবনদ্যোর্যদনন্তরম্ ।
তদ্দেব নির্মিতং দেশং ব্রহ্মাবর্ত্তং বিদুর্বুধাঃ ॥[১]
দক্ষিণেন সরস্বত্যা দৃষদ্বত্যুত্তরেণ চ।
যে বসন্তি কুরুক্ষেত্রে তে বসন্তি ত্রিপিষ্টপে ॥[২]

—সরস্বতীর দক্ষিণে এবং দৃষদ্বতীর উত্তরে যে বাস করে সে স্বর্গে বাস করে।

ব্রাহ্মণগ্রন্থসমূহে, মহাভারতে সরস্বতী মহিমা ও সরস্বতী তীরে যজ্ঞানুষ্ঠানের উল্লেখ ভূরি ভূরি পাওয়া যায়। সরস্বতীতীরে অনুষ্ঠিত যজ্ঞের নাম সারস্বত যজ্ঞ।

অত্র সারস্বতৈর্যজ্ঞৈরীজানাঃ পরমর্ষয়ঃ।[৩]
সারস্বতৈর্যজ্ঞৈরিষ্টবন্তঃ সুরর্ষয়ঃ [৪]

সরস্বতী জলে পিতৃতর্পণ বিহিত ছিল—

সরস্বতীং সমাসাদ্য তর্পয়েৎ পিতৃদেবতাঃ।[৫]

মহাভারতে শল্যপর্বে গদাযুদ্ধপর্বের অন্তর্গত বলদেবতীর্থযাত্রা অধ্যায়ে বলদেব তীর্থযাত্রা করে সরস্বতীর উৎপত্তিস্থল প্লক্ষপ্রস্রবণ পর্বতে আরোহণ করেছিলেন এবং পর্বত থেকে অবতরণ করে সরস্বতীর মহিমা প্রত্যক্ষ করেছিলেন। বলদেব তখন বলছেন, সরস্বতীতীরে বাসের মত সুখ কোথাও নেই—সরস্বতীতীরে বাসের মত গুণও কোথাও নেই।

সরস্বতীবাসসমা কুতো রতিঃ।
সরস্বতীবাসসমা কুতো গুণাঃ ॥

কিন্তু মহাভারতের পূর্বেই সরস্বতী অদৃশ্য হয়ে গেছে। মহাভারতে সরস্বতী অদর্শনের উল্লেখ বারংবার পাওয়া যায়। রাজপুতনার মরুভূমিতে সরস্বতী গতি-ধারা হারিয়ে ফেলেছিল। কিন্তু সরস্বতীর সমগ্র স্রোতোধারা তখনও বিলুপ্ত হয়ে যায়নি। অন্ততঃ তিনটি স্থানে সরস্বতীর খাত ছিল। এই তিনটি স্থানের নাম চমসোদ্ভেদ, শিবোদ্ভেদ ও নাগোদ্ভেদ।

গচ্ছত্যন্তর্হিতা যত্র মরুপৃষ্ঠে সরস্বতী।
চমসেঽথ শিবোদ্ভেদে নাগোদ্ভেদে চ দৃশ্যতে ॥[৬]
এষ বৈ চমসোদ্ভেদো যত্র দৃশ্যা সরস্বতী[৭]

রাজস্থানের মরুভূমির বালুকার মধ্যে চলুর গ্রামের নিকটে সরস্বতী অদৃশ্য হয়ে যায় এবং ভবানীপুর নামক স্থানে পুনরায় দৃশ্য হয়, আবার বলিচ্ছপর নামক স্থানে পুনরায় অদৃশ্য হয়ে যায় এবং বরখের নামক স্থানে পুনরায় দৃষ্টিগোচর হয়।[৮] তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণে সরস্বতীর উৎপত্তিস্থল প্লক্ষপ্রস্রবণ ও বিনাশস্থল বিনশনের

---

১ মনুসংহিতা—২।১৭ ২ মহাভারত বনপর্ব—৮৩।৪ ৩ তদেব—১২৮।১৪
৪ তদেব—১২৮।২১ ৫ তদেব—৮৪।৬৬ ৬ মহাঃ, বনপর্ব—৮৩।১১১-১২
৭ তদেব—১৩০।৩
৮ Geographical Dictionary of Ancient & Mediaeval India—Nandalal Dey

উল্লেখ দৃষ্ট হয়—"চতুশ্চত্বারিংশদাশ্বিনানি সরস্বত্যা বিনশনাৎ প্লক্ষপ্রস্রবণঃ।"[১] —সরস্বতীর বিনশন থেকে প্লক্ষপ্রস্রবণ পর্যন্ত চুয়াল্লিশটি আশ্বিন শস্ত্র (অশ্বিদ্বয় সম্পর্কিত যাগ) অনুষ্ঠান করতে হবে।

যে স্থানে সরস্বতী বিলুপ্ত হয়েছে সেই স্থানের নাম বিনশন। মহাভারতে এক স্থানে সরস্বতীর বিনাশের কারণ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, সরস্বতী শূদ্র ও আভীরদের প্রতি বিদ্বেষবশে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল।

তেতা বিনশনং দৃষ্ট্বা রাজন্ জগামাথ হলায়ুধঃ।
শূদ্রাভীরান্ প্রতি দ্বেষাত্তত্র নষ্টা সরস্বতী ॥
যস্মাৎ সা ভরতশ্রেষ্ঠ দ্বেষ্টান্নষ্টা সরস্বতী।
তস্মাত্তদৃষয়ো নিত্যং প্রাহুর্বিনশনেতি হি ॥[২]

মহাভারতেই আর একস্থানে বিনশন নিষাদ রাষ্ট্রের দ্বার, নিষাদদের দোষেই সরস্বতী পৃথিবীতে প্রবেশ করেছিলেন—

এতদ্বিনশনং নাম সরস্বত্যা বিশাম্পতে।
দ্বারং নিষাদরাষ্ট্রস্য যেষাং দোষাৎ সরস্বতী ॥
প্রবিষ্টা পৃথিবীং ধীর মা নিষাদা হি মাং বিদুঃ।[৩]

বর্তমান উদয়পুর মেবাড় ও রাজপুতনার পশ্চিম প্রান্তে মরু অঞ্চলে সিরসা অতিক্রম করে ভট্নোর মরুভূমিতে সরস্বতীর বিলোপ স্থান বিনশন।[৪] এই বিনশন তীর্থই মধ্যদেশ, অন্তর্বেদী ব্রহ্মাবর্ত এবং কুরুক্ষেত্রের পশ্চিম সীমা।

হিমবদ্ বিন্ধ্যয়োর্মধ্যং যৎ প্রাগ্ বিনশনাদপি।
প্রত্যগেব প্রয়াগাচ্চ মধ্যদেশঃ প্রকীর্তিতঃ ॥[৫]
বিনশনপ্রয়াগয়োর্গঙ্গাযমুনয়োশ্চান্তরমন্তর্বেদী।[৬]

কাত্যায়নের শ্রৌতসূত্রে, লাট্যায়নের শ্রৌতসূত্রেও বিনশনের উল্লেখ পাওয়া যায়। কাত্যায়ন বলেছেন, সরস্বতী বিনশনে শুক্লা সপ্তমীতে দীক্ষা গ্রহণ করতে হবে—'শুক্লপক্ষ সপ্তম্যাং দীক্ষা সরস্বতী বিনশনে'। লাট্যায়নের শ্রৌতসূত্রে সরস্বতী নদীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আছে—"সরস্বতী নাম নদী প্রত্যক্স্রোতা প্রবহতি, তস্যাঃ প্রাগপরভাগৌ সর্বলোক প্রত্যক্ষৌ, মধ্যমস্তু ভাগঃ ভূম্যস্তু নিমগ্নঃ প্রবহতি, নাস্যৌ কেনচিদ্ দৃশ্যতে তদ্‌বিনশনমুচ্যতে।"[৭] —সরস্বতী নামক নদী পশ্চিমমুখে প্রবাহিত, তার প্রথম এবং শেষভাগ সর্বলোকের প্রত্যক্ষগোচর—মধ্যভাগ ভূমিতে নিমগ্ন হয়ে প্রবাহিত, সেই অংশ কেউ দেখতে পায় না, তাকেই বিনশন বলা হয়।

মহাভারতে সরস্বতী সরাসরি সমুদ্রে পতিত হয়েছে—

ততো গত্বা সরস্বত্যাঃ সাগরস্য চ সঙ্গমম্।[৮]

---

১ তাণ্ড্য মহাঃ,—২৫।১০।১৩ ২ মহাঃ, শল্যপর্ব ৩ মহাঃ, বনপর্ব—১৩০।৩-৪
৪ সরস্বতী—অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ—পৃঃ ৫৪ ৫ মনুসংহিতা—২।২১
৬ কাব্যমীমাংসা—রাজশেখর ১৭ অঃ ৭ শ্রৌত—১০।১৫।১ ৮ মহাঃ, বনপর্ব—৮২।৬০

বৈদিক সরস্বতীর লুপ্তাবশেষ আজও "কচ্ছ ও দ্বারকার নিকটে সমুদ্রের খাড়িতে গিয়া মিলিত হইয়াছে।"[১] সরস্বতী নদীর বিনাশ ঘটেছিল অবশ্যই বৈদিক যুগের শেষ ভাগে—যোগেশচন্দ্র রায়ের মতে "খৃষ্টের দেড় হাজার বৎসরেরও পূর্বে।"[২] ইরাণেও সরস্বতী নদীর অস্তিত্ব ছিল বলে পণ্ডিতরা মনে করেন।[৩]

কিন্তু নদী সরস্বতীর মহিমা ভারতবাসীর মনের এত গভীরে যে পরবর্তীকালে গঙ্গা সরস্বতীর স্থান গ্রহণ করলেও সরস্বতীর নব নব আবির্ভাব কল্পনাও অপ্রতিহত ছিল। প্রয়াগে অন্তঃসলিলারূপে গুপ্তভাবে গঙ্গা-যমুনার সঙ্গে সরস্বতীর সঙ্গম, পশ্চিমবঙ্গে হুগলী জেলায় ত্রিবেণীতে গঙ্গার স্রোতোধারা থেকে সরস্বতীর মুক্তি হিন্দুদের প্রিয় এবং পবিত্র বিশ্বাস। এছাড়া পুষ্কর, গয়া, উত্তরকোশল, কুরুক্ষেত্র প্রভৃতি বিভিন্ন হিন্দুতীর্থে সরস্বতীর আবির্ভাব কল্পনা করা হয়েছে বামন পুরাণে (৪০ অঃ)।

বামন পুরাণে নদী সরস্বতী সর্বময়ী জলরূপাই শুধু নন, তিনিই সর্বময়ী মহাশক্তি রূপা। ঋষি বশিষ্ঠ সরস্বতীর স্তব প্রসঙ্গে বলেছিলেন,—

পিতামহস্য সরসঃ প্রবৃত্তাসি সরস্বতি।
ব্যাপ্তং ত্বয়া জগৎ সর্বং তবৈবাম্ভোভিরুত্তমৈঃ॥
ত্বমেব কামগা দেবী মেঘেষু সৃজসে পয়ঃ।
সর্বাস্থাপ ত্বমেবেতি ত্বত্তো বয়ং মহামহে॥
পুষ্টির্ধৃতিস্তথা কীর্তিঃ সিদ্ধিঃ কান্তিঃ ক্ষমা তথা।
স্বধা স্বাহা তথা বাণী তবায়ত্তমিদং জগৎ॥
ত্বমেব সর্বভূতেষু বাণীরূপেণ সংস্থিতা।[৪]

—সরস্বতি! তুমি ব্রহ্মার সরোবর থেকে আবির্ভূত হয়েছ। তুমি তোমার উৎকৃষ্ট জলের দ্বারা সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত করে আছ। দেবি! তুমি কাম-চারিণী হয়ে মেঘে জল সৃষ্টি কর। সমস্ত জলেই তুমি। তোমা হতেই আমরা মহিমান্বিত। তুমি পুষ্টি, ধৃতি, কীর্তি, সিদ্ধি, কান্তি, ক্ষমা, স্বধা, স্বাহা ও বাণী, সমস্ত জগৎ তোমার বশীভূত। তুমি সকল জীবে বাণীরূপে অবস্থিতা।

বৈদিক সরস্বতীর দ্বিবিধরূপ অত্যন্ত স্পষ্টরূপে প্রতিভাত। সূর্যাগ্নির যে দীপ্তি আকাশ ব্যাপ্ত করে প্রভাতকালে তাকে নদীরূপে অথবা সাগররূপে কল্পনা করা সহজ। তাই সরণবতী গতিশীলা জ্যোতির্ময়ী স্বর্গনদীর সাদৃশ্যে বৈদিক যুগে

---

১ সরস্বতী—অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, পৃঃ ৫৭ ২ বেদের দেবতা ও কৃষ্টিকাল—পৃঃ ১৩

৩ There was in Eastern Iran (Afganistan) a river named after it, and from the inscription of Darius we gather that the province through which the river Sarasvati ran was named accordingly Harxuvatis (rendered as Arachosia in Greek). —The great goddesses in Indic Tradition,—Sukumar Sen, p. 20.

৪ বামন পুরাণ—৪০।১৩-১৬

ভারতীয় মানবগোষ্ঠীর সব থেকে উপকারী নদীটিরও নামকরণ হয়েছিল সরস্বতী। যাস্ক দুই প্রকার সরস্বতীর উল্লেখ করেছেন,—"তত্র সরস্বতীত্যেতস্য নদীবদ্দেবতাবচ্চ নিগমা ভবন্তি।"[১] —সরস্বতী এই শব্দ নদী অর্থে এবং দেবতা অর্থে ব্যবহৃত হয়।

১।৩।১২ ঋকের ভাষ্য প্রসঙ্গে আচার্য সায়ন লিখেছেন—"দ্বিবিধা হি সরস্বতী বিগ্রহবদ্দেবতা নদীরূপা চ।"—সরস্বতী দুই প্রকার, মূর্তিমতী দেবতা ও নদীরূপা।

ঋগ্বেদের যুগে মূর্তিপূজার প্রচলন ছিল না। বিগ্রহবদ্দেবতা বলতে সায়ন সম্ভবতঃ মন্ত্রময় বিগ্রহসম্পন্না জ্যোতির্ময়ী সরস্বতীকেই বোঝাতে চেয়েছেন। সুতরাং জ্যোতীরূপা সরস্বতী ও নদীরূপা সরস্বতী—এই দুই সরস্বতীর ধারণা বৈদিক যুগে বর্তমান ছিল। এই দুই সরস্বতী মিলে মিশে একাকার হয়ে এক সরস্বতী দেবতার আকার পরিগ্রহ করেছিল।

অন্নদাত্রী সরস্বতী : দেবী সরস্বতীর অন্যতম গুণ, তিনি ধনদাত্রী—অন্নদাত্রী—অন্নময়ী—বাজিনীবতী।

পাবকা নঃ সরস্বতী বাজেভিঃ বাজিনীবতী।[২]

ভদ্রমিদ্‌ভদ্রা কৃণবৎ সরস্বত্যকবারী চেততি বাজিনীবতী।[৩]

—কল্যাণী সরস্বতী কেবল কল্যাণই করুন, সুন্দরগমনা ও অন্নবতী হইয়া আমাদের প্রজ্ঞা উৎপাদন করুন।[৪]

প্রণো দেবী সরস্বতী বাজেভির্বাজিনীবতী।
ধীনামবিত্র্যবতু।[৫]

—দানশালিনী অন্নসম্পন্না স্তোতৃবর্গের রক্ষাকারিণী সরস্বতী যেন অন্নদ্বারা সম্যকরূপে আমাদিগের তৃপ্তি সাধন করেন।[৬]

ত্বং দেবী সরস্বত্য বা বাজেষু বাজিনি।
রদা পূষেব নঃ সনিম্‌॥[৭]

—হে অন্নশালিনী দেবি সরস্বতি! তুমি সংগ্রামে আমাদিগকে রক্ষা করিও এবং পূষার ন্যায় আমাদিগকে ভোগযোগ্য ধন দান করিও।[৮]

সরস্বতীর নিকট ঋষির পৌনঃপুনিক প্রার্থনা—দেবি, তুমি আমাদের ধন দাও।

সরস্বত্যভি নো নেষি বস্যো···।[৯]

—হে সরস্বতি! তুমি আমাদের প্রশস্ত ধনে লইয়া যাও।[১০]

এবা ধনস্য মে স্ফাতিমা দধাতু সরস্বতী।[১১]

—সরস্বতী আমার ধনের স্ফীতি বিধান করুন।

---

১ নিরুক্ত—২।২৩।৩ ২ ঋগ্বেদ—১।৩।১০, শুক্ল যজুঃ—২০।৮৪ ৩ ঋগ্বেদ—৭।৯৬।৩
৪ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৫ ঋগ্বেদ—৬।৬১।৪ ৬ অনুবাদ—তদেব
৭ ঋগ্বেদ—৬।৬১।৬ ৮ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৯ ঋগ্বেদ—৬।৬১।১৪
১০ অনুবাদ—তদেব ১১ অথর্ববেদ—১৯।৪।৩১।৯

আ ম ধনং সরস্বতী পয়স্ফাতিং চ ধান্যম্ ।[১]

—সরস্বতী আমার ধন, জল (দুধ) এবং ধ্যান্তের স্ফীতি প্রদান করুন ।

সরস্বতী প্রেদভব সুভগে বাজিনীবতী ।[২]

—অন্নবতি, সৌভাগ্যবতী সরস্বতী ! তুমি অনুকূল হও । শতপথ ব্রাহ্মণেও সরস্বতী ধনদাত্রী—তিনি যজ্ঞকর্তাকে ধন দান করেন, যজ্ঞের হবি গ্রহণ করে যজমানকে সম্পদ প্রদান করে থাকেন ।[৩]

সরস্বতীর এই ধনদাতৃত্বের হেতু কি ? বেদে অগ্নি ধন দান করেন । পূষা ইন্দ্র মরুদ্‌গণ প্রভৃতিও ধনদাতা । এমন কি, প্রভাত-সৌরকরময়ী উষাও বাজিনীবতী অর্থাৎ অন্নময়ী ।

উষস্তচ্চিত্রমা ভরাস্মভ্যং বাজিনীবতি
যেন তোকং চ তনয়ং চ ধামহে ॥[৪]

—অন্নবতী উষা, আমাদের বিচিত্র ধন প্রদান কর, যাহা দ্বারা আমরা পুত্র পৌত্রকে পালন করতে পারি ।

উষা ও সরস্বতী অভিন্ন,—কারণ উভয়েই জ্যোতির্ময়ী । সূর্যাগ্নির দীপ্তিময় কিরণ মেঘরূপে বৃষ্টি প্রদান করে—কৃষি ও পশুবৃদ্ধির সহায়ক হয় । সেইজন্যই উষা ও সরস্বতী অন্নময়ী—অন্নদাত্রী । যজ্ঞরূপা সরস্বতীও মেঘ সৃষ্টির সহায়িকারূপে অন্নপ্রদাত্রী । অপর দিকে নদী সরস্বতী বৈদিক যুগের মানুষের অন্ন ও সম্পদের হেতু হয়েছিল । সরস্বতী নদীর তটবর্তী ভূভাগ সরস্বতীর জলে ও পলিতে প্রচুর শস্যের উৎসরূপে কৃষিবৃদ্ধির দ্বারা আর্যমানবের জীবিকা ও সম্পদের হেতু হওয়ায় নদী সরস্বতী অন্নময়ী—অন্নদাত্রীরূপে স্তুতা হলেন । বৈদিক যুগে সরস্বতীই ধনের দেবতা । অন্য কোন ধনদেব বা ধনদেবীর আবির্ভাব হয় নি । পরবর্তী কালেও সরস্বতীর ধনদাতৃত্বের ধারণা একেবারে বিলুপ্ত হয়নি । তন্ত্রশাস্ত্রে উদ্ধৃত ধ্যানমন্ত্রে সরস্বতী দেবীর কাছে সকল বিভবসিদ্ধি কামনা করা হয়েছে—সকল-বিভবসিদ্ধৈ পাতু বাগ্দেবতা নঃ ।

দানবদলনী সরস্বতী : সরস্বতী কেবল অন্ন, ধন ও সম্পদদায়িনী নন, তিনি সম্পদের রক্ষাকর্ত্রীও । তিনি বৃত্র ও অন্যান্য মায়াবী দানব বধ করেছেন ।

উতস্যা নঃ সরস্বতী ঘোরা হিরণ্যবর্তনিঃ ।
বৃত্রঘ্নী বষ্টি সুষ্টুতিম্ ॥[৫]

—ভীষণা হিরণ্ময় রথে আরূঢ়া শত্রুঘাতিনী সেই সরস্বতী যেন আমাদিগের মনোহর স্তোত্র কামনা করেন ।[৬]

সরস্বতী দেবনিদো নিবর্হয় প্রজাং বিশ্বস্য বিসয়স্য মায়িনঃ ।[৭]

---

১ অথর্ববেদ—১৯।৪।৩১।১০ ২ বৌধায়ন গৃহ্যসূত্র—১।৪।১, পারস্কর গৃহ্য—৭।২
৩ শতপথ—১১।৪।৩।৭, ১১।৪।৩।১৬ ৪ ঋগ্বেদ—১।৯২।১৩, শুক্ল যজুঃ—৩৪।৩৩
৫ ঋগ্বেদ—৬।৬১।৭ ৬ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৭ ঋগ্বেদ—৬।৬১।৩

—হে সরস্বতি! তুমি দেবনিন্দকগণকে বধ করিয়াছ, এবং সর্বব্যাপী মায়াবী বৃষয়ের পুত্রকে সংহার করিয়াছ।[১]

যস্ত্বা দেবি সরস্বত্যুপব্রূতে ধনে হিতে।
ইন্দ্রং ন বৃত্রতূর্যে।[২]

—হে দেবি সরস্বতি! যে ব্যক্তি তোমাকে ইন্দ্রের ন্যায় স্তব করে, সে-ই যখন ধনলাভার্থ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, তুমি তখন তাহাকে রক্ষা করিও। সরস্বতী শুধু বীরাঙ্গনা নন, তিনি বীরপত্নীও—সরস্বতী বীরপত্নী ধিয়ং ধাৎ।[৩]

সরস্বতী কর্তৃক বৃত্র বা অন্যান্য দানববধ অবশ্যই সূর্যরূপী ইন্দ্রের দানববধ কাহিনী থেকে সংক্রমিত। বৃত্রবধে মরুদ্‌গণ ইন্দ্রের সখা। সূর্যাগ্নির তেজোরূপা সরস্বতী সূর্য বা ইন্দ্রের মতই অন্ধকার, বর্ষণ-প্রতিরোধক মেঘ অথবা অন্য কোন প্রাকৃতিক দুষ্ট শক্তির হন্ত্রী। সুতরাং একই বৃত্র সূর্য, ইন্দ্র, বিষ্ণু, সরস্বতী প্রভৃতি দেবশক্তির দ্বারা হত বলে বর্ণনা করায় কোন অসঙ্গতি হয় না।

তবে এ প্রসঙ্গে আরও একটা কথা মনে আসে। বিপুলকায়া খরস্রোতা সরস্বতী সপ্তসিন্ধু নামে কথিত আর্যভূমির স্বাভাবিক প্রহরীরূপে বিরাজ করায় সরস্বতী নদী শত্রুঘাতিনীরূপে স্তুতা হতে পারেন, কিন্তু ইন্দ্রের কর্মও কিছুটা সরস্বতীতে সংক্রমিত হয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই। জ্যোতির্ময়ী সরস্বতী ও নদী সরস্বতী অভিন্নারূপে প্রতিপাদিত হওয়ায় ইন্দ্রশক্তি সরস্বতী দানবদলনী সরস্বতীতে পরিণত হয়েছেন।

বাগ্‌দেবী সরস্বতী : পুরাণে ও পুরাণোত্তর আধুনিককালে সরস্বতী বাক্য বা শব্দের অধিষ্ঠাত্রী বাগ্দেবীরূপে প্রসিদ্ধা। পরবর্তীকালে বৈদিক সরস্বতীর অন্য পরিচয় বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ায় তিনি কেবলমাত্র বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপেই সুপ্রতিষ্ঠিতা হয়েছেন। বৈদিক সরস্বতী বাগাধিষ্ঠাত্রী বা বাগ্দেবীরূপেও বর্ণিতা হয়েছেন। ঋগ্বেদে সরস্বতীর সঙ্গে বিদ্যাধিষ্ঠাতৃত্বের কোন সম্পর্ক না থাকলেও অথর্ববেদে এবং ব্রাহ্মণে সরস্বতী বাগ্‌রূপা।

ইয়ং যা পরমেষ্ঠিনী বাগ্‌দেবী ব্রহ্মসংশিতা।
যয়ৈব সংসৃজে ঘোরং তয়ৈব শান্তিরস্তু নঃ॥[৪]

—পরমেষ্ঠিনী (পরমেষ্ঠী ব্রহ্মার পত্নী?) ব্রহ্মা (ঋত্বিক্) দ্বারা প্রশংসিতা বাগ্দেবী—যিনি ভীষণতার (শাপাদিরূপ) স্রষ্ট্রী, তিনি আমাদের শান্তি প্রদান করুন।

সরস্বতী যে পরমেষ্ঠী বা ব্রহ্মার পত্নী তার ইঙ্গিত এখানে পাচ্ছি। অবশ্য সৃষ্টি-কর্তা ব্রহ্মার আবির্ভাব এখনও হয় নি। কিন্তু এখানে বাগ্দেবী ও সরস্বতীর অভিন্নতা স্পষ্ট নয়। ব্রাহ্মণে স্পষ্টভাবেই সরস্বতীকে বাক্ বা বাক্যদেবী বলা হয়েছে—

বাগ্বৈ সরস্বতী বাচমেব তৎ প্রীণাতি।[৫]

—বাকই সরস্বতী, ইহা (যজ্ঞ) বাক্‌কে প্রীত করে।

১ অনুবাদ—তদেব ২ ঋগ্বেদ—৬।৬১।৫ ৩ কৃষ্ণ যজুঃ—৪।৪।১।১১
৪ অথর্ববেদ—১৯।৯।৩ ৫ সাংখ্যায়ন ব্রাঃ, ৫ম অঃ

বাগ্বৈ সরস্বতী, বাগ্ যজ্ঞঃ।[১]

বাক্ এখানে সরস্বতী এবং যজ্ঞরূপা।

সরস্বত্যাস্তৃতীয়া ভবতি বাক্ তু সরস্বতী।[২]

বাক্ হি সরস্বতী।[৩]

বাক্ বৈ সরস্বতী।[৪]

রামায়ণে বাণী-সরস্বতীও বাগ্দেবতা; ব্রহ্মা সরস্বতীকে বলেছিলেন,—বাণি ত্বং রাক্ষসেন্দ্রস্য ভব বাগ্দেবতেপ্সিতা।[৫] বাক্ ও সরস্বতীর অভিন্নতা ব্রাহ্মণগুলিতে পুনঃ পুনঃ ঘোষিত হয়েছে।

বাগ্বৈ সরস্বতী বাগ্বৈ রূপং বৈরূপমেবাস্মৈ তথা যুনক্তি।[৬]—বাক্যই সরস্বতী বাক্ সুরূপ এবং বিরূপ তাহাতে সংযুক্ত করেন।

বাক্ বা সরস্বতী এখানে রূপস্রষ্ট্রী। সুরূপ এবং কুরূপ প্রকাশ পায় সূর্যের আলোকেই।

তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণ অনুসারে বাকই যজ্ঞ—

বাগ্বা এষা প্রততা যদ্দ্বাদশাহঃ···।[৭]

কখনও বাক্ গাভীরূপে বর্ণিতা—

বাগ্বৈ শবলী তস্যা ত্রিরাত্রো বৎস ত্রিরাত্রো বা এতাং প্রদাপয়তি।[৮]—বাক্ কামধেনু, ত্রিরাত্র যাগ তাঁর বৎসস্থানীয়, ত্রিরাত্র তাঁকে (যজ্ঞফলরূপী দুগ্ধ) প্রদান করায়।

প্রজাপতিই বাক্‌কে সৃষ্টি করেছিলেন এবং তিন ভাগেও বিভক্ত করেছিলেন, প্রজাপতির্বা ইদমেকাক্ষরাং সতীং ত্রেধা ব্যকরোত্ত ইমে লোকা অভবন্।[৯] —প্রজাপতি একাক্ষরা বাক্‌কে তিন ভাগে ভাগ করেছিলেন, তার দ্বারা এই লোকসমূহ সৃষ্ট হয়েছিল।

বাগ্বৈ সরস্বতী। তস্মাৎ প্রাণানাং বাগুত্তমা।[১০]

—বাকই সরস্বতী। সেইজন্য তিনি প্রাণিগণের উত্তম বস্তু।

প্রজাপতি বাকের সৃষ্টিকর্তা। তিনি বাক্‌কে পার্থিব, অন্তরীক্ষস্থ এবং দ্যুলোকস্থ অর্থাৎ অগ্নি, বিদ্যুৎ ও সূর্যরূপে তিনভাগে বিভক্ত করেছিলেন। পরবর্তীকালে পৌরাণিক উপাখ্যানে সরস্বতী প্রজাপতি ব্রহ্মার কন্যা, কখনও পত্নী। শুক্ল যজুর্বেদে ইন্দ্র বা বৃহস্পতি বাক্‌পতি—বৃহস্পতিরিন্দ্রঃ বাগ্বৈ বৃহতী তস্যা এব পতিঃ ব্যাকরণকর্তৃত্বাদিন্দ্রস্য বাক্‌পতিত্বম্।[১১]—ইন্দ্র বৃহস্পতি, বাক্‌ই বৃহতী (বহুবিস্তৃত, বিশাল), তাঁরই পতি, ব্যাকরণ সৃষ্টির জন্য ইন্দ্রের বাক্‌পতিত্ব।

১ শতপথ ব্রাহ্মণ—১।১।৪ ২ ঐতরেয় ব্রাহ্মণ—৩।১ ৩ ঐতরেয় ব্রাহ্মণ—৩।২
৪ ঐতরেয় ব্রাহ্মণ—৩।১৩ ৫ রামাঃ উত্তরখণ্ড—১০।৪৩ ৬ তাণ্ড্য মহাব্রাঃ—১৬।৫।১৬
৭ তাণ্ড্য মহাব্রাঃ—৫।১০ ৮ তাণ্ড্য মহাব্রাঃ—২১।৩।১ ৯ তাণ্ড্য মহাব্রাঃ—২০।১৪।৫
১০ কৃষ্ণ যজুঃ—১।১।৭৭ ১১ শুক্ল যজুঃ—১৭।৩৬

গুণকর্মভেদে সূর্যই ইন্দ্র নামে আখ্যাত হওয়ায় এবং স্বরূপতঃ বৃহস্পতির সঙ্গে অভিন্ন হওয়ায় বৃহস্পতি-ইন্দ্রের বাক্‌পতিত্ব সহজবোধ্য। মহো অর্ণঃ সরস্বতী ইত্যাদি ঋকের (১।৩।১২) ভাষ্যে যাস্ক বলেছেন,—বাগর্থেষু বিধীয়তে তস্মান্মাধ্যমিকাং বাচং মন্যন্তে।[১]—(অর্থাৎ) বাগর্থের দেবতা সরস্বতীকে মাধ্যমিকা বাক্ (মধ্যস্থানবর্তিনী—জ্যোতীরূপা) বলা হয়।

জ্যোতীরূপা নদীরূপা সরস্বতী বাগ্দেবী বা বিদ্যাদেবী হলেন কিভাবে? সরস্বতীর বাক্যাধিষ্ঠাতৃত্ব বা বিদ্যাধিষ্ঠাতৃত্ব ঋগ্বেদেই দৃষ্ট হয়।

চোদয়িত্রী সূনৃতানাং চেতন্তী সুমতীনাম্।[২]

—সূনৃত (সত্য) বাক্যের উৎপাদয়িত্রী, সুমতিসম্পন্ন ব্যক্তিদের জ্ঞানদাত্রী।

ধিয়ো বিশ্বা বিরাজতি।[৩]—(সরস্বতী) সকল জ্ঞান উদ্দীপ্ত করেন।

তিনি জ্ঞানীদের দ্বারা স্তুত হন,—উপস্তুত্যাচিকিতুষা সরস্বতী।[৪]

সরস্বতীর বিবর্তন : বৃহস্পতি জ্ঞানের দেবতা,[৫] তিনিও বাক্‌পতি। ইন্দ্রও বাক্‌পতি। বৃহস্পতি-পত্নী (পরবর্তীকালে ব্রহ্মার পত্নী) সরস্বতীও জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী। সকল জ্ঞানের ভাণ্ডার ত সূর্যাগ্নিরূপী ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর। তাঁদেরই শক্তি জ্যোতীরূপা সরস্বতী জ্ঞানের দেবী। সরস্বতী-তীরে যজ্ঞাগ্নি প্রজ্বলিত হয়েছিল, এখানেই ঋষি লাভ করেছিলেন বেদ,—ঋগ্‌মন্ত্র ঋষির কণ্ঠ থেকে নির্গত হয়েছিল,—সামমন্ত্র গীত হয়েছিল। সুতরাং সরস্বতী জ্ঞানের বা বাক্যের অধিষ্ঠাত্রী হয়েছিলেন। সরস্বতী নদীর তীরে প্রজ্বলিত যজ্ঞাগ্নিতে হবিঃপ্রদান কালে বৈদিক মন্ত্র উচ্চারিত হওয়ায় সরস্বতী হলেন বিদ্যারূপা বা বাগ্‌রূপা—জ্ঞানের উদ্দীপনকারিণী।

ত্রিলোকে বিচরণশীলা জ্যোতির্ময়ী সরস্বতী প্রবহমানা জলময়ী মর্তসরস্বতীতে অবতীর্ণা হলেন,—জলময়ী নদী সরস্বতী জ্ঞানের উদ্দীপনকারিণী হওয়ায় তিনি হলেন বাগ্দেবী বা বিদ্যাদেবী। ক্রমে সরস্বতী তাঁর অন্য বৈশিষ্ট্যগুলি বিসর্জন দিয়ে কেবলমাত্র বিদ্যাদেবী—জ্ঞানবিদ্যার অধীশ্বরীতে পরিণত হলেন।

পণ্ডিতরা অনেকেই মনে করেন যে সরস্বতী প্রথমে ছিলেন নদী, পরে হলেন দেবতা। রমেশচন্দ্র দত্ত লিখেছেন, "আর্য্যাবর্তে সরস্বতী নামে যে নদী আছে, তাহাই প্রথমে দেবী বলিয়া পূজিত হইয়াছিলেন। এক্ষণে গঙ্গা যেরূপ হিন্দুদিগের উপাস্যদেবী প্রথম হিন্দুদিগের পক্ষে সরস্বতী নদী সেইরূপ ছিলেন। অচিরে সরস্বতী বাগ্দেবীও হইলেন।"[৬]

Muir লিখেছেন, "When once the river had acquired a divine character, it was quite natural that she should be regarded as the patroness of the ceremonies which were celebrated on the

---

১ নিরুক্ত—১১।২।৩ ২ ঋগ্বেদ—১।৩।১১ ৩ ঋগ্বেদ—১।৩।১২

৪ ঋগ্বেদ—৬।৬১।১৩ ৫ হিন্দুদের দেবদেবী ১ম, বৃহস্পতি ও ব্রহ্মণস্পতি দ্রষ্টব্য।

৬ ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ—১ম, ১।৩।১০ ঋকের টীকা—পৃঃ ৯-১০

margin of her holy waters, and that her direction and blessing should be invoked as essential to their proper performance and success. The connection into which she was thus brought with sacred rites may have led to the further step of imagining her to have an influence on the composition of the hymns which formed also important a part of the proceedings and identifying her with Vāch, the goddess of speech."[১]

কিন্তু সরস্বতীর প্রকৃত তাৎপর্য নিহিত রয়েছে সূর্যাগ্নির জ্যোতিতে। সূর্যাগ্নির তেজ তাপ ও চৈতন্যরূপে জীবদেহে বিরাজ করায় চেতনা, বোধ বা জ্ঞানের প্রকৃত কর্ত্রী ত দিব্যসরস্বতী। দিব্যসরস্বতীর রূপান্তর হয়েছে মর্তাবতার নদীরূপে এবং দিব্যসরস্বতীই অগ্নি-ইন্দ্র-মরুৎ অশ্বিদ্বয়ের সংস্পর্শে শত্রুঘাতিনী, ধনদাত্রী এবং রোগারোগ্যবিধায়িনীরূপে মন্ত্রাধিষ্ঠাতা। বৃহস্পতি-ব্রহ্মণস্পতির বিদ্যাবত্তার সংযোগে নদী সরস্বতীর সঙ্গে অভিন্নরূপে সরস্বতী তীরে উচ্চারিত বৈদিক মন্ত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে পুরাণে বিদ্যা ও জ্ঞান ভিন্ন অপর গুণগুলি অন্যত্র স্থাপন করে হলেন একেশ্বরী বিদ্যাধিষ্ঠাত্রী সর্ববিদ্যার অধীশ্বরী দেবী। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে গোলোকে বিষ্ণুর তিন পত্নী—লক্ষ্মী, সরস্বতী ও গঙ্গার মধ্যে বিবাদের ফলে গঙ্গার শাপে সরস্বতীর মর্তে নদীরূপতাপ্রাপ্তির তাৎপর্যই হচ্ছে দিব্যসরস্বতীর মর্তে সরস্বতী নদী ও সরস্বতী দেবীরূপে প্রতিষ্ঠিতা হওয়ার তত্ত্ব।[২]

সরস্বতীর মূর্তি কল্পনা : বৈদিক মন্ত্রে সরস্বতীর গুণকর্মের বিবরণ থাকলেও তাঁর আকৃতির কোন স্পষ্ট বর্ণনা পাই না। কেবলমাত্র তাঁর শুভ্র বর্ণের উল্লেখ কয়েকবার পাই ঋগ্বেদে : বর্ধ শুভ্রে···।[৩] —হে শুভ্রে তুমি বর্ধিত হও। উভে যত্তে মহিমা শুভ্রে···।[৪] —হে শুভ্রে তোমার যে দুইপ্রকার মহিমা।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণ বলেন সত্য ও মিথ্যা বাক্য সরস্বতীর দুটি স্তন—বাচো বাব তৌ স্তনৌ সত্যানৃতে।[৫]

শুক্ল যজুর্বেদে সরস্বতীর স্তন্য দুগ্ধ সুখকর ধনদ ও বিশ্বপালক—

যস্তে স্তনঃ শশয়ো যো ময়োভূর্য্যো রত্নধা বসুবিত্তঃ সুদত্রঃ।
যেন বিশ্বা পুষ্যসি বার্য্যাণি সরস্বতী তামিহ ধাতবেহকঃ॥[৬]

—হে সরস্বতি! তোমার সেই স্তন আমার পানের জন্য প্রদান কর, যে স্তন গুহাহিত, সুখকর, রত্নধারণকারী, ধনদাতা, উৎকৃষ্ট বস্তুদাতা,—যে স্তনের দ্বারা তুমি বিশ্বভুবন পালন কর।

সর্বসুখসৌভাগ্যদ সরস্বতীর স্তনদুগ্ধ হয় আকাশের বৃষ্টিধারা, নয়ত নদী সরস্বতীর পবিত্র জলপ্রবাহ। কিন্তু সরস্বতীর নারীমূর্তি কল্পনার আভাস মাত্র

১ Classical Dictionary of Hindu Mythology, page—284.
২ প্রকৃতিখণ্ড—৬ অঃ ৩ ঋগ্বেদ – ৭।৯৫।৬ ৪ ঋগ্বেদ – ৭।৯৬।২
৫ ঐত ব্রাঃ – ৪।১।১ ৬ শুক্ল যজুঃ—৩৮।৫

এখানে পাই, রূপকল্পনা পাই না। প্রসিদ্ধ অলংকারশাস্ত্রকার রাজশেখর (খ্রীঃ ৯ম শতাব্দী) তাঁর রচিত কাব্যমীমাংসায় লিখেছেন সরস্বতীর পুত্রলাভ প্রসঙ্গে,—"পুরা পুত্রীয়ন্তী সরস্বতী তুষারগিরৌ তপস্যমাস। প্রীতেন মনসা তাং বিরিঞ্চিঃ প্রোবাচ পুত্রং তে সৃজামীতি। অথৈষা কাব্যপুরুষং সুষুবে।···শব্দার্থৌ তে শরীরং, সংস্কৃতং মুখম্, প্রাকৃতং বাহুঃ জঘনমপভ্রংশঃ, পৈশাচং পাদৌ, উরো মিশ্রম্।···রস আত্মা রোমাণি ছন্দাংসি···অনুপ্রাসোপমাদয়শ্চ ত্বামলংকুর্বন্তি।"[১] —(অস্যার্থঃ) সরস্বতী পুত্র কামনা করে তুষারপর্বতে তপস্যা করেছিলেন। তপস্যায় তুষ্ট ব্রহ্মা তাঁকে বললেন, তোমায় পুত্র দান করবো। তারপর তিনি কাব্যপুরুষকে প্রসব করলেন।···তোমার (কাব্যপুরুষের) শরীর শব্দ ও অর্থ দিয়ে গঠিত, সংস্কৃত ভাষা তাঁর মুখ, প্রাকৃত ভাষা তাঁর বাহু, অপভ্রংশ ভাষা জঘনদেশ, পৈশাচীভাষা তাঁর পদদ্বয় এবং তাঁর উরু মিশ্রভাষা। ···রস তাঁর আত্মা, রোম তাঁর ছন্দ··· অনুপ্রাসাদি তাঁর অলংকার।

সরস্বতী এবং সরস্বতীনন্দন কাব্যপুরুষ অবশ্যই অভিন্নরূপে কবির কল্পনায় ধরা পড়েছে। রাজশেখর সরস্বতীর কোন রূপ বর্ণনা করেন নি। সরস্বতীর শুভ্রতার বর্ণনা বৈদিক যুগ থেকে আধুনিককাল পর্যন্ত চলে আসছে। আচার্য দণ্ডী (খ্রীঃ ১১শ শতাব্দী) সরস্বতীকে 'সর্বশুক্লা' বলে বন্দনা করেছেন কাব্যাদর্শের সূচনায়। বাঙ্গালী কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত সরস্বতী বন্দনায় লিখেছেন—বন্দি চরণারবিন্দ, ডাকি আমি আবার তোমায় শ্বেতভুজে ভারতী।[২] সরস্বতীর এই শুভ্রতা বৈদিক সরস্বতী থেকে সমাগত। সূর্যাগ্নির সর্বব্যাপী শুভ্র কিরণ সরস্বতীর গাত্রবর্ণ নিরূপণ করেছে। অবশ্য এ ক্ষেত্রেও স্বচ্ছসলিলা শুভ্রতোয়া সরস্বতীর বিমল সলিলের সাদৃশ্য ও বর্ণকল্পনায় প্রভাব বিস্তার করতে পারে। প্রবন্ধকার পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, "মা আমার বর্ণাত্মিকা, সপ্তবর্ণসমন্বয়কারিণী; তাই মা শ্বেতাম্বরা, শ্বেতবর্ণা, বালেন্দু নিভাননা।"[৩] স্বামীনির্মলানন্দ দুই সরস্বতীর গুণ সমন্বয়ে দেবী সরস্বতীর বর্ণকল্পনার কথাই বলেছেন, "দেবী সরস্বতীর জ্যোতিঃ বিভূতি এবং নদী সরস্বতীর নিষ্কলুষ স্বচ্ছতা—এতদুভয়ের সমন্বয়ে দেবী হন শ্বেতবর্ণা – তাঁর বসন ভূষণ বাহনেও ঐ রঙ্ লেগে যায়, তিনি হন সর্বশুক্লা।"[৪] নির্মল জ্ঞানের দেবতা—অজ্ঞাননাশিনী—মালিন্যমুক্তা—তাই তিনি শুভ্রা—এরূপ ব্যাখ্যাও করা চলে। দিব্য ও মর্ত সরস্বতীর সাদৃশ্যেই বিদ্যা-দেবী সরস্বতীর বর্ণকল্পনা,—এতে সন্দেহ নেই।

মৎস্যপুরাণের প্রতিমাবর্ণনা অধ্যায়ে, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে (খ্রীঃ পূঃ ৪র্থ শতাব্দী) ও বরাহমিহিরের বৃহৎ সংহিতায় (খ্রীষ্টীয় ৫ম শতাব্দী) প্রতিমালক্ষণ অধ্যায়ে সরস্বতী প্রতিমার অনুল্লেখহেতু যোগেশচন্দ্র রায় মনে করেন, "ষষ্ঠ কিম্বা সপ্তম শতাব্দীর পরে সরস্বতী প্রতিমা কল্পিত হইয়াছিল।"[৫] কিন্তু খ্রীঃ পূঃ প্রথম/

১ কাব্যমীমাংসা—৩ অঃ ২ মেঘনাদবধ কাব্য -১ম সর্গ

৩ শ্রীশ্রীসরস্বতীপূজা—বাঙ্গালীর পূজাপার্বণ—(ক. বি.) পৃঃ ৮০

৪ দেবদেবী ও তাঁদের বাহন—পৃঃ ৪৬ ৫ পূজাপার্বণ, যোগেশচন্দ্র রায়—পৃঃ ৩৯

দ্বিতীয় শতাব্দীতে শুঙ্গযুগে নির্মিত ভারুত স্তূপে রেলিং স্তম্ভে বীণাবাদনরতা সরস্বতী মূর্তি আছে। এইটি সরস্বতীর প্রাচীনতম মূর্তি।[১] খ্রীঃ পূঃ শতাব্দীতেও সরস্বতীর মূর্তি পরিকল্পিত হয়েছিল, প্রমাণিত হয়। মথুরায় প্রাপ্ত ৫৪ শকাব্দে অর্থাৎ ১৩২ খ্রীষ্টাব্দে এক জৈন ধর্মাবলম্বী একটি সরস্বতী মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই মূর্তিটিও সরস্বতীর অন্যতম প্রাচীন মূর্তি।[২] মৎস্যপুরাণ ও বৃহৎ সংহিতায় অনুল্লেখ থেকে মনে হয় খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে সরস্বতীর মূর্তিপূজা জনপ্রিয়তা লাভ করে নি।

সরস্বতীর মূর্তি বর্ণনা অর্বাচীন পুরাণে, হিন্দু ও বৌদ্ধতন্ত্রে প্রচুর পাওয়া যায়। তুলনামূলকভাবে লক্ষ্মীর মূর্তির বর্ণনা পুরাণে অনেক বেশী মেলে। প্রাচীনকাল (খ্রীঃ পূঃ ২য় শতাব্দী) থেকে অনেক পরবর্তীকাল পর্যন্ত লক্ষ্মীর মূর্তি ভাস্কর্যে এবং মুদ্রায় বিপুল পরিমাণে লভ্য। ভারুত স্তূপে সরস্বতীর সঙ্গে লক্ষ্মীর মূর্তিও আছে। সুতরাং মূর্তিতত্ত্বের হিসাবে সরস্বতী ও লক্ষ্মীর মধ্যে কার মূর্তি আগে পরিকল্পিত হয়েছিল এবং কে কার মূর্তিতে প্রভাব সঞ্চার করেছেন বলা কঠিন। তবে সরস্বতী যেহেতু লক্ষ্মীর অগ্রজা—উভয়ের মূর্তিকল্পনাতেও সাদৃশ্য আছে—বীণা ও পুস্তকধারিণী লক্ষ্মী মূর্তি ও লক্ষ্মী মূর্তির বিবরণ প্রচুর লভ্য হওয়ায় সরস্বতীর প্রভাবে লক্ষ্মী প্রতিমার কল্পনা অনুমিত হয়।

সরস্বতী মূর্তির বিবরণ : খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে বিখ্যাত স্মৃতিশাস্ত্র প্রণেতা রঘুনন্দন ভট্টাচার্য সারদাতিলক তন্ত্র থেকে সরস্বতীর যে ধ্যানমন্ত্র উদ্ধৃত করেছেন, সেটি বহুল প্রচলিত :

তরুণশকলমিন্দোর্বিভ্রতী শুভ্রকান্তিঃ।
কুচভরনমিতাঙ্গী সন্নিসন্না সিতাব্জে॥
নিজকরকমলোদ্যল্লেখনী পুস্তকশ্রীঃ।
সকলবিভবসিদ্ধ্যৈ পাতু বাগ্দেবতা নঃ॥[৩]

—যাঁর ললাটে বিরাজিত তরুণ শশিকলা, যিনি শুভ্রবর্ণা, কুচভারাবনতা, শ্বেতপদ্মে আসীনা, যাঁর এক হস্তে উদ্যত লেখনী ও অপর হস্তে পুস্তক শোভা পায়, সেই বাগ্‌দেবতা সকল বিভব সিদ্ধির নিমিত্ত আমাদের রক্ষা করুন।

নবদ্বীপের সুবিখ্যাত তান্ত্রিক কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ তন্ত্রসারে সরস্বতীর যে পাঁচ প্রকার ধ্যানমন্ত্র উদ্ধৃত করেছেন তন্মধ্যে পূর্বোদ্ধৃত মন্ত্রটি অন্যতম। দ্বিতীয় মন্ত্রটি নিম্নরূপ :

শুভ্রাং স্বচ্ছবিলেপমাল্যবসনাং শীতাংশুখণ্ডোজ্জ্বলাং
ব্যাখ্যামক্ষগুণং সুধাঢ্যকলসং বিদ্যাঞ্চ হস্তাম্বুজৈঃ।

১ Age of Imperial Kanauj—page 314.
২ Jainism in Early Ins. of Mathura, K. Bajpayi, Religion and Culture of the Jains Ed. D. C. Sircar—page 41.
৩ তন্ত্রসার (বঙ্গবাসী সং)—পৃঃ ১৯৭

বিভ্রাণাং কমলাসনাং বাগ্দেবতাং সস্মিতাং
বন্দে বাগ্বিভবপ্রদাং ত্রিনয়নাং সৌভাগ্যসম্পৎকরীম্ ॥[১]

—যিনি শ্বেতাঙ্গী, শ্বেতচন্দন, শ্বেতমালা ও শ্বেতবসন পরিধান করিয়া চারিটি হস্তপদ্মে জ্ঞানমুদ্রা, রুদ্রাক্ষমালা, সুধাপূর্ণকলস ও বিদ্যা ধারণ করিতেছেন, যাঁহার ললাটদেশে চন্দ্রকলা শোভা পাইতেছে, কুচভারে অবনতা হইয়া যিনি সহাস্যবদনে শ্বেতকমলে অবস্থিতি করিতেছেন, যিনি ভক্তগণকে বাক্ সম্পত্তি ও সর্বপ্রকার সৌভাগ্য সম্পদ প্রদান করিয়া থাকেন, সেই ত্রিনয়না বাগ্দেবীকে প্রণাম করি।[২]

তৃতীয় ধ্যানমন্ত্র :

বাণীং পূর্ণনিশাকরোজ্জ্বলমুখীং কর্পূরকুন্দপ্রভাং
অর্ধচন্দ্রাঙ্কিতমস্তকাং নিজকরৈঃ সংবিভ্রতীমাদরাৎ।
বীণামক্ষগুণং সুধাঢ্যকলসং বিদ্যাঞ্চ তুঙ্গস্তনীং
দিব্যৈরাভরণৈর্বিভূষিততনুং হংসাধিরূঢ়াং ভজে ॥[৩]

—যাঁহার বদনমণ্ডল পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় সমুজ্জ্বল, কর্পূর ও কুন্দপুষ্পের ন্যায় যাঁহার শ্বেতকান্তি, শিরোদেশে অর্ধচন্দ্র বিরাজমান, যিনি চারিহস্তে বীণা, রুদ্রাক্ষমালা, সুধাপূর্ণকলস ও পুস্তক ধারণ করিতেছেন, যিনি দিব্য আভরণে বিভূষিতা হইয়া হংসোপরি সমাসীনা রহিয়াছেন, সেই উন্নতস্তনী বাগ্দেবীকে ভজনা করি।[৪]

চতুর্থ ধ্যানমন্ত্র :

আসীনা কমলে করৈর্জপবটীং পদ্মদ্বয়ং পুস্তকং
বিভ্রাণা তরুণেন্দুবদ্ধমুকুটা মুক্তেন্দুকুন্দপ্রভা।
ভালোন্মীলিতলোচনা কুচভারক্লান্ত্যা ভবদ্ভূতয়ে
ভূয়াদ্বাগধিদেবতা মুনিগণৈরাসেব্যমানানিশম্ ॥[৫]

—যিনি পদ্মের উপর সমাসীনা, চারিহস্তের এক হস্তে জপমালা, দুইটি পদ্ম ও পুস্তক ধারণ করিতেছেন, মস্তকে চন্দ্রকলার মুকুট ধারণ করিয়াছেন; যাঁহার দেহকান্তি মুক্তা, চন্দ্র ও কুন্দ পুষ্পের ন্যায় শুভ্র, যাঁহার ললাটদেশেও অপর একটি লোচন বিরাজিত, মুনিগণ সর্বদা যাঁহার সেবা করিয়া থাকেন, সেই কুচভার-নতা বাগ্দেবী তোমাদের কল্যাণ করুন।[৬]

পঞ্চম ধ্যানমন্ত্র :

মুক্তাহারাবদাতাং শিরসি শশিকলালংকৃতাং বাহুভিঃ
স্বৈর্ব্যাখ্যাং বর্ণাখ্যমালাং মণিময়কলসং পুস্তকঞ্চোদ্বহন্তীম্।
আপীনোত্তুঙ্গবক্ষোরুহভরবিলসন্মধ্যদেশামধীশাং
বাচমীড়ে চিরায় ত্রিভুবননমিতাং পুণ্ডরীকে নিষণ্নাম্ ॥[৭]

---

১ তন্ত্রসার (বঙ্গবাসী-সং)—পৃঃ ১৯৮-৯৯ ২ অনুবাদ—পঞ্চানন তর্করত্ন ৩ তন্ত্রসার—১৯৮-৯৯
৪ অনুবাদ—পঞ্চানন তর্করত্ন ৫ তন্ত্রসার—পৃঃ ২০১, সাঃ তিঃ—৭।১৮
৬ অনুবাদ—তদেব ৭ তন্ত্রসার—পৃঃ ২০৩, সাঃ তিঃ—৭।১০১

—মুক্তাহারের ন্যায় যাঁহার শুভ্রকান্তি, মস্তকে চন্দ্রকলা বিরাজিত, চারিহস্তে ব্যাখ্যামুদ্রা, মাতৃকাবর্ণমালা, মণিময় কলস ও পুস্তক ধারণ করিতেছেন, পীনোত্তুঙ্গ স্তনভারে যাঁহার মধ্যভাগ অবনত, শ্বেতপদ্মে সমাসীনা ত্রিলোকে পূজিতা সেই বাগ্দেবীকে আমি সর্বদা পূজা করি।[১]

তন্ত্রসারে সরস্বতীর আর একটি ধ্যানমন্ত্র প্রপঞ্চসার তন্ত্র থেকে উদ্ধৃত হয়েছে। মন্ত্রটি এইরূপ :

হংসারূঢ়া হরহসিতহারেন্দু কুন্দাবদাতা
বাণী মন্দস্মিততরমুখী মৌলিবদ্ধেন্দুলেখা।
বিদ্যা বীণামৃতময়ঘটাক্ষস্রজাদীপ্তহস্তা
শ্বেতাব্জস্থা ভবদভিমত প্রাপ্তয়ে ভারতী স্যাৎ।[২]

—যিনি হংসোপরি উপবিষ্টা, শিবহাস্য, হার, চন্দ্র ও কুন্দপুষ্পের ন্যায় যিনি শ্বেতবর্ণা, যাঁহার বদনে সর্বদা মন্দহাস্য ও কপালে অর্ধচন্দ্র বিরাজমান, হস্তে পুস্তক, বীণা, অমৃতকুম্ভ এবং রুদ্রাক্ষমালা শোভা পাইতেছে, সেই শ্বেতকমলবাসিনী ভারতী তোমাদিগের অভীষ্ট সিদ্ধি করুন।[৩]

এই ছয়টি ধ্যানমন্ত্রে সরস্বতীর নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ্য করা যায় :— ১। দেবী শুভ্রবর্ণা, ২। চতুর্ভুজা, ৩। পর্যায়ক্রমে তাঁর হাতে পদ্ম, বীণা, পুস্তক, অক্ষমালা, সুধাকলস ও ব্যাখ্যানমুদ্রা, ৪। দেবী ত্রিনয়না, ৫। তাঁর ললাটে শশিকলা, ৬। তিনি শ্বেতপদ্মাসীনা, ৭। তৃতীয় এবং ষষ্ঠমন্ত্রে তিনি হংসারূঢ়া, ৮। প্রথম, দ্বিতীয় এবং চতুর্থ মন্ত্রে তিনি সৌভাগ্য ও সম্পদ্‌দাত্রী।

প্রপঞ্চসারতন্ত্রে বাগ্দেবীর স্তবে দেবী শুভ্রদেহা, পুস্তক, জপমালা, বর ও অভয়মুদ্রাসমন্বিতহস্তা।[৪] তন্ত্রশাস্ত্রে সরস্বতীর আরও বহুবিধ মূর্তি দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে সারদা তিলকের একটি মন্ত্রে বাগীশ্বরী সরস্বতী মদ্যপানে বিহ্বলা এবং চতুর্ভুজের একটি ভুজে পানপাত্র নরকপাল—

চন্দ্রার্ধাঙ্কিতমস্তকাং মধুমদালোলনেত্রত্রয়াম্।
বিভ্রাণামনিশং বরং জপবটীং বিদ্যাং কপালং করৈঃ···।[৫]

—মস্তকে অর্ধচন্দ্র, মদ্যপানজনিত চঞ্চল ত্রিনয়ন, দিবারাত্র বরমুদ্রা, জপমালা, বিদ্যা ও নরকপাল চতুর্হস্তে ধারণ করেছেন।

কালীবিলাসতন্ত্রে সরস্বতী শুক্লবসনা নারায়ণ প্রিয়া[৬], শঙ্খ ও কুন্দকুসুমতুল্য শুভ্রা, দ্বিভুজা বাক্যরূপা।[৭] তন্ত্রের আর একটি ধ্যানমন্ত্রে দেবীর দেহ পঞ্চাশ বর্ণের দ্বারা নির্মিত, ললাটে চন্দ্র; (বরদ) মুদ্রা, অক্ষমালা, সুধাকলস ও বিদ্যা চারিহস্তে; শুভ্র জ্যোতিসম্পন্না ও ত্রিনয়না।[৮] প্রপঞ্চসারতন্ত্রের আর একটি মন্ত্রে সরস্বতী দ্বিভুজা—লেখনী ও পুস্তকধারিণী, চন্দ্রশেখরা, কুন্দমন্দারগৌরী।

---

১ অনুবাদ—পঞ্চানন তর্করত্ন ২ তন্ত্রসার—পৃঃ ২০৪-৫, প্রপঞ্চ—৮।৪১
৩ অনুবাদ—তদেব ৪ প্রপঞ্চ—৮।৫৩ ৫ সাঃ তিঃ—৬।১৫
৬ কাঃ বিঃ—২০।৩ ৭ কাঃ বিঃ—২০।৭-৮ ৮ সাঃ তিঃ—৬।৪, মহানির্বাণ—৫।১১২

এখানে সরস্বতীর নাম ভারতী।[১] কিন্তু আর একটি মন্ত্রে ভারতী-সরস্বতীর মুখ, বাহু, পাদ, কুক্ষি ও বক্ষ পঞ্চাশ বর্ণদ্বারা নির্মিত, তিনি চন্দ্রকলাশোভিতা, কুন্দশুভ্রা, অক্ষমালা, কুম্ভ, চিন্তা ও পুস্তকধারিণী।[২]

সরস্বতীর আর এক নাম বর্ণেশ্বরী। বর্ণেশ্বরী চতুর্ভুজা, মৃগশাবক তাঁর একটি হাতে—দেবীর বর্ণ সিন্দুরতুল্য রক্ত।

সিন্দুরকান্তিমমিতাভরণাং ত্রিনেত্রাং
বিদ্যাক্ষসূত্রমৃগপোতবরং দধানম্।[৩]

—সিন্দুরতুল্য বর্ণ বিশিষ্টা, অমিত অলংকারশোভিতা ত্রিনেত্রা বিদ্যা অক্ষসূত্র এবং মৃগশিশুধারিণী।

বর্ণেশ্বরীর আর একটি বর্ণনা:

অক্ষস্রজং হরিণপোতমুদগ্রটঙ্কং
বিদ্যাং করৈরবিরতং দধতীং ত্রিনেত্রাম্।
অর্ধেন্দুমৌলিমরুণামরবিন্দবাসাং
বর্ণেশ্বরীং প্রণমতস্তনভারনম্রাম্॥[৪]

—অক্ষমালা, হরিণশিশু, তীক্ষ্নটংক এবং বিদ্যা অবিরত ধারণকারিণী, ত্রিনেত্রা, মস্তকে অর্ধচন্দ্রশোভিতা পদ্মবাসিনী স্তনভারনম্রা বর্ণেশ্বরীকে প্রণাম কর।

সরস্বতীর আর এক নাম শারদা (বা সারদা)। কলা তাঁর আত্মা, তিনি বর্ণজননী।

কলাত্মা বর্ণজননী দেবতা শারদা স্মৃতা।[৫]

শারদার আকৃতি সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকার। তিনি পঞ্চাননী দশভুজা। এখানে পঞ্চানন শিব এবং দশভুজা দুর্গার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত। শারদার হাতে পদ্ম, চক্র, পাশ, হরিণ, পুস্তক, বর্ণমালা, টংক (খড়্গাদিশেষ), শুভ্রকপাল, অমৃতনিঃসান্দী হেমকুম্ভ। মুক্তা, বিদ্যুৎ, মেঘ, স্ফটিক প্রস্ফুটিত জবা-বর্ণের পঞ্চ বদন, দেবী ত্রিনয়না, স্তনভারনম্রা, খণ্ডচন্দ্রশোভিতা[৬]

শারদা

সরস্বতীর নামান্তর সারদা। সরস্বতীবন্দনামূলক কাব্যের নাম দিয়েছেন কবি বিহারীলাল চক্রবর্তী সারদামঙ্গল। আবার দেবী দুর্গাকে বলা হয় শারদা, কারণ তিনি শরৎকালে পূজিতা। কিন্তু সারদা ও শারদা একাত্ম হয়ে গেছেন তন্ত্রের সারদা মূর্তিতে। দ্বিজমাধব রচিত চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের (ক. বি. প্রকাশিত মঙ্গলচণ্ডীর গীত) নাম কবি দিয়েছেন সারদা চরিত। এখানে সারদা দুর্গা-চণ্ডীর নাম হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে।

১ প্রপঞ্চ - ৮।২৯ ২ প্রপঞ্চ - ৭।৩ ৩ সাঃ তিঃ—৬।৩০
৪ সাঃ তিঃ—৬।৩৩ ৫ সাঃ তিঃ—৬।৩৬ ৬ সাঃ তিঃ—৬।৩৭

বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণে সরস্বতীর একটি বামহস্তে পদ্মের পরিবর্তে কমণ্ডলু, দক্ষিণহস্তে ব্যাখ্যানমুদ্রার সঙ্গে বীণা। সরস্বতীর হাতে কমণ্ডলু ব্রহ্মা বা ব্রহ্মা-শক্তি ব্রহ্মাণীর কাছ থেকে আগত। স্কন্দপুরাণের সূতসংহিতায় সরস্বতীর মস্তকে জটা মুকুট, মুকুটে চন্দ্রকলা, তিনি ত্রিনয়না ও নীলগ্রীবা। এখানেও সরস্বতী শিবশক্তি। অগ্নিপুরাণে (৫০ অঃ) সরস্বতী পুস্তক, অক্ষ-মালিকা ও বীণাহস্তা—চতুর্ভুজা। উক্ত পুরাণেই অন্যত্র (৩১৯ অঃ) বাগীশ্বরীর ধ্যানে সরস্বতী চতুর্ভুজা, ত্রিলোচনা, পুস্তক, অক্ষমালা, বর ও অভয়মুদ্রাধারিণী।

পুরাণে সরস্বতী প্রতিমা

বৃহদ্ধর্মপুরাণে দেবী শুক্লবর্ণা, ত্রিনেত্রা, শশিশেখরা, চতুর্ভুজা, সুধাকলশ, বিদ্যা (পুস্তক), (বরদ) মুদ্রা এবং অক্ষমালাধারিণী—

ততঃ সরস্বতী জাতা শুক্লাবর্ণাক্ষরাত্মিকা॥
নানালংকারভূষাঢ্যা ত্রিনেত্রা শশিমৌলিনী।
চতুর্ভুজা সুধাবিদ্যামুদ্রাক্ষগুণধারিণী॥[১]

শিবপুরাণে (বায়বীয় সংহিতা) পঞ্চাক্ষরী বিদ্যা সরস্বতী শিব-শক্তি দুর্গার সদৃশা।

তপ্তচামীকরপ্রখ্যা পীনোন্নত পয়োধরা।
চতুর্ভুজা ত্রিনয়না বালেন্দুকৃতশেখরা॥
পদ্মোৎপলকরী সৌম্যা বরদাভয়পাণিকা।
সর্বলক্ষণ সম্পন্না সর্বাভরণভূষিতা।
সিতপদ্মাসনাসীনা নীলকুঞ্চিতমূর্ধজা॥[২]

—তপ্তকাঞ্চনবর্ণা, পীনোন্নতস্তনী, চতুর্ভুজা, ত্রিনয়না, শিরে চন্দ্রকলা শোভিতা, পদ্ম (শ্বেতপদ্ম), উৎপল (নীলপদ্ম), বর ও অভয়মুদ্রা শোভিতহস্তা, সর্বলক্ষণ সম্পন্না সকল অলংকারে ভূষিতা, শ্বেতপদ্মে উপবিষ্টা নীলকুঞ্চিত কেশ-শোভিতা।

কালিকাপুরাণে সরস্বতী :

সরস্বতী তু যা দেবী বীণাপুস্তকধারিণী।
স্রক্কমণ্ডলুহস্তা চ দক্ষিণে শুক্লবর্ণিকা॥
মহাচলস্য পৃষ্ঠস্থা সিতপদ্মোপরিস্থিতা।
শুক্লবর্ণা শুক্লবস্ত্রা শুক্লাভরণভূষিতা॥[৩]

—যে দেবী সরস্বতী নামে পরিচিতা, তাঁর বাম হস্তে বীণা ও পুস্তক এবং দক্ষিণে হস্তে মালা ও কমণ্ডলু, শুক্লবর্ণধারিণী, মহাচলের পৃষ্ঠে স্থিতা, শ্বেতপদ্মের উপরে উপবিষ্টা, শুক্লবর্ণা, শুক্লবস্ত্রা ও শুভ্র অলংকারে ভূষিতা।

১ বৃহদ্ধর্ম, পূর্বখণ্ড—২৫।৩৯-৪০ ২ শিব বায়ু, উত্তরভাগ—১২।৮৩-৮৪
৩ কালিকাপুরাণ—৭৫।৮১-৮২

এখানে সরস্বতী মহাচলে অবস্থিতা। মহাচল অবশ্যই হিমাচল বা হিমালয়। মহাচলে অবস্থান পার্বতীর সঙ্গে সরস্বতীর সগোত্রতা প্রতিপাদন করে। উক্ত পুরাণেই বাক্‌রূপা সরস্বতী বরদ ও অভয়মুদ্রা, জপমালা ও পুস্তকধারিণী এবং শ্বেতপদ্মে উপবিষ্টা।[১]

বায়ুপুরাণে সরস্বতী চতুর্ভুজা হংসারূঢ়া। দক্ষিণের একটি হাতে জপমালা ও অপর হাতে বরদমুদ্রা, বামের একটি হাতে গ্রন্থ ও অপর হাতে বরদমুদ্রা। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে সরস্বতী চতুর্ভুজা, অলংকৃতা, পীতবসনা, বীণাপুস্তক ব্যাখ্যামুদ্রা ও বরদমুদ্রাধারিণী।[২]

অগ্নিপুরাণেই অষ্টভুজা সরস্বতীর বিবরণ আছে, অষ্টভুজার আটহাতে থাকে বাণ, গদা, পাশ, বীণা, চক্র, শঙ্খ, মুষল ও অংকুশ। দেবী প্রতিমালক্ষণম্ গ্রন্থে সরস্বতী স্কন্দপুরাণের মতই নীলকণ্ঠী : "নীলকণ্ঠী শ্বেতভুজা, শ্বেতাঙ্গী, চন্দ্রশেখরা"।[৩] নীলকণ্ঠী চন্দ্রশেখরা সরস্বতী শিবশক্তি শিবানী।

মহানীল সরস্বতী

তন্ত্রশাস্ত্রে নীল সরস্বতী ও মহানীল সরস্বতী নামে সরস্বতীর আরও দুটি প্রকার দেখা যায়। নীল সরস্বতীর আরাধনায় তর্ক আগমপুরাণ কাব্য প্রভৃতির অধীশ্বর হওয়া যায়।[৪] মহানীল সরস্বতী তারার রূপভেদ কুল্লুকাদেবীর সঙ্গে অভিন্না—"তারয়া কুল্লুকাদেবী মহানীল সরস্বতী।"[৫]

"তারাস্ত্ররহিতা ত্র্যর্ণা মহানীল সরস্বতী।
কুল্লুকেয়ং সমাখ্যাতা সর্বতন্ত্রেষু গোপিতা॥"[৬]

—অস্ত্র (ফট্ ও প্রণব) রহিত তিন অক্ষর মন্ত্রযুক্তা তারা মহানীল সরস্বতী নামে পরিচিতা,—সকল তন্ত্রে কথিতা এই দেবী কুরুকুল্লা নামেও খ্যাতা।

তারাস্তা তু ভবেদ্দেবী শ্রীমন্নীল সরস্বতী।
উগ্রতারা ত্র্যক্ষরী চ মহানীল সরস্বতী॥[৭]

—প্রণবযুক্তা তারামন্ত্র নীল সরস্বতী হন—ত্র্যক্ষরমন্ত্রযুক্তা উগ্রতারা হন মহানীল সরস্বতী।

নীল সরস্বতী তারা ও সরস্বতীর মিলিত বিগ্রহ। মহানীল সরস্বতী ও নীল সরস্বতী একই দেবসত্তা।

বৌদ্ধ তারা ও সরস্বতী : বৌদ্ধ মহাযান সাধনায় সরস্বতীর অনুরূপ দু-একটি দেবতার সাক্ষাৎ পাই। তন্মধ্যে জাঙ্গুলী তারা ও বজ্রতারা উল্লেখযোগ্য। জাঙ্গুলী সর্বশুক্লা চতুর্ভুজা বীণাপাণি হংসবাহনা, দুই হস্তে বীণাবাদনরতা, একহস্তে

---

১ কালিকাপুরাণ—৭৫।৮৪
২ ব্রহ্মবৈবর্ত শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড—৩৫।১৭
৩ দেবীপ্রতিমালক্ষণম্ সম্পাদক ডি. এন্. শুক্ল—পৃঃ ২১৭-১৮
৪ অথাৎ এ্যাভ্‌লন সম্পাদিত তারোপনিষৎ কৌলোপনিষৎ—পৃ. ৮৩
৫ প্রাণতোষিণীতন্ত্র (বসুমতী সং)—২২৩
৬ তন্ত্রসার (বঙ্গবাসী সং)—পৃঃ ৫০৫
৭ তদেব—পৃঃ ৫০৬

অভয়মুদ্রা ও অপর হস্তে সর্প—"সর্বশুক্লাং শুক্লোত্তরীয়াং সিতরত্নালংকারভূষিতাং বীণাং বাদয়ন্তীম্‌··· ।"

"শুক্লমূর্তিতে জাঙ্গুলী একমুখী ও চতুর্ভুজা, সৌম্যমূর্তি ও শ্বেত সর্পের অলংকারে বিভূষিতা। ইনি দুইটি প্রধান হস্তে বীণা ধারণ করেন, দ্বিতীয় দক্ষিণ করে অভয় মুদ্রা প্রদর্শন করেন এবং দ্বিতীয় বাম করে একটি শুক্ল সর্প ধারণ করেন।"[১]

"She is represented with four arms, with the normal ones she plays on a lute, with the second right hand she makes the mudrā of protection and with the second left hand she holds a snake. If painted she is white, as well as her clothes, ornaments and the snake she holds."[২]

সিতবর্ণাং সিতকমলোপরি চন্দ্রাসনস্থাং বজ্রপর্যঙ্কিনীং সিতচন্দ্রাশ্রিতাং ষোড়শাব্দবপুষ্মতীং নানাভরণভূষিতাং দক্ষিণহস্তে বরদাং বামেনোৎপলধারিণীং··· ।[৩]

বজ্রতারার বর্ণনা —শুভ্রবর্ণা শ্বেতপদ্মোপরি চন্দ্রের আসনে বজ্রপর্যঙ্কভঙ্গীতে উপবিষ্টা শুভ্রচন্দ্রভূষিতা, ষোড়শবর্ষীয়া যুবতী সদৃশ আকৃতিবিশিষ্টা, নানা অলংকারে ভূষিতা, দক্ষিণ হস্তে বরদা, বামে পদ্মধারিণী··· ।

বৌদ্ধদেবী সিতাতারার সঙ্গেও সরস্বতীর সাদৃশ্য আছে। "এই দেবী চতুর্ভুজা, শুক্লবর্ণা ও সৌম্যদর্শনা। মূল হস্তদ্বয়ে উৎপল মুদ্রা প্রদর্শন করেন এবং দ্বিতীয় হস্তদ্বয়ে অক্ষসূত্র ও বরদমুদ্রা ধারণ করেন।"[৪]

"The white Tara symbolises perfect purity and is believed to represent transcendent wisdom, which seems everlasting bliss to its possessor...Sitātārā is represented seated with legs locked, the soles of the feet turned upward...Her right hand is in Charity Mudra, and her left holding the stem of full-blown lotus in the Argument Mudra."[৫]

ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে জাঙ্গুলীতারার গুণাবলী আধুনিক সরস্বতীকে আশ্রয় করেছে—"জাঙ্গুলী দেবীর স্তবোক্ত সমস্ত গুণই অধুনা বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী বলিয়া পূজিতা সরস্বতী দেবীর উপরই প্রযোজ্য।"[৬]

বজ্রতারা, সিতাতারা ও জাঙ্গুলীতারা বৌদ্ধ মহাযানের তারার বহুরূপভেদের মধ্যে তিনটি রূপ। এই দেবীত্রয়ের আকৃতিতে সরস্বতীর আংশিক সাদৃশ্য আছে। এঁদের মধ্যে সিতাতারা জ্ঞানদাত্রী।

---

১ বৌদ্ধদের দেবদেবী, বিনয়তোষ ভট্টাচার্য—পৃঃ ৬৪
২ Gods of Northern Buddhism, Alice Getty—page 108.
৩ সাধনমালা—৯৬ নং সাধন ৪ বৌদ্ধদের দেবদেবী—পৃঃ ৮৫
৫ Gods of Northern Buddhism—page 108
৬ বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস—২য় সং, পৃঃ ১৩৩

বৌদ্ধ বজ্রযান সম্প্রদায়ে সরস্বতীর পাঁচটি রূপ পাওয়া যায় : মহা সরস্বতী, বজ্রবীণা সরস্বতী, বজ্রশারদা; আর্য সরস্বতী ও বজ্র সরস্বতী। সরস্বতীর এই মূর্তিগুলি হিন্দুধর্ম থেকেই গৃহীত। বৌদ্ধ সরস্বতীর কখনও একমুখ দুই হাত, কখনও তিনমুখ ছয় হাত। বৌদ্ধদেরও বিশ্বাস যে, সরস্বতী জ্ঞান বিদ্যা স্মৃতি ও মেধা দান করেন।

বৌদ্ধ সরস্বতী

মহাসরস্বতী শুক্লবর্ণা, দক্ষিণহস্তে বরদমুদ্রা এবং বামহস্তে পদ্মধারিণী। তিনি দ্বাদশ বর্ষীয়া—হাস্যমুখী—করুণাময়ী—নানাবিধ অলংকারে ভূষিতা। তিনি প্রজ্ঞা, মেধা, স্মৃতি ও মতি নামধারিণী চারটি দেবীর দ্বারা পরিবেষ্টিতা।

বজ্রবীণা সরস্বতী শুক্লবর্ণা দ্বিভুজা প্রশান্ত আকৃতিবিশিষ্টা—দুই হস্তে বীণা-বাদনরতা। মহাসরস্বতীর মত তিনিও প্রজ্ঞা প্রভৃতি চার দেবী-পরিবেষ্টিতা। বজ্র-সারদা শ্বেতপদ্মে উপবিষ্টা, কলাচন্দ্রশোভিতমুকুটধারিণী, ত্রিনয়না, দ্বিভুজা,—বাম-হস্তে পুস্তক ও দক্ষিণহস্তে পদ্মধারিণী। আর্যসরস্বতী ষোড়শ বর্ষীয়া যুবতী—শুভ্রবর্ণা, দ্বিভুজা। তিনি বামহস্তে পদ্ম-মৃণাল ও প্রজ্ঞাপারমিতা পুস্তক ধারণ করেন। দক্ষিণহস্তে একটি প্রতীক চিহ্ন থাকে অথবা শূন্য থাকে। বজ্র সরস্বতীর তিনমুখ ছয় হাত, তাঁর বাদামী কেশ ঊর্ধ্বে উত্থিত, একটি রক্ত পদ্মে তিনি প্রত্যা-লীঢ় ভঙ্গীতে দণ্ডায়মানা। সাধনামালায় বজ্রসরস্বতীর বিবরণ থেকে দেখা যায় যে তাঁর রক্তবর্ণ, দক্ষিণ ও বামের মুখ দুটি যথাক্রমে নীল ও সাদা; দক্ষিণের তিন হাতে পদ্মের উপরে প্রজ্ঞাপারমিতা গ্রন্থ, তরবারি ও কর্তরি, তিন বামহস্তে ব্রহ্ম-কপাল, রত্ন ও চক্র থাকে। পদ্ম ও গ্রন্থের পরিবর্তে কেবলমাত্র পদ্ম ও ব্রহ্মকপালের পরিবর্তে শুধু কপালও থাকে।[১]

সরস্বতীর মূর্তিকল্পনা বহু প্রাচীন—অন্ততঃ-পক্ষে খ্রীঃ পূঃ ২য় শতাব্দী। বৌদ্ধ-ধর্মে তান্ত্রিকতা ও দেবগোষ্ঠীর অনুপ্রবেশ অবশ্যই অনেক পরের ঘটনা। বৈদিক-যুগ থেকে পরিবর্তন ও বিবর্তনের মধ্য দিয়ে আধুনিক যুগে উপনীত বিদ্যাদেবী সরস্বতীর প্রভাবে এবং শক্তিদেবতা দুর্গাকালীর প্রভাবে বৌদ্ধতন্ত্রে দেবীত্রয়ের রূপকল্পনা ইতিহাসসম্মত বলেই মনে করি। পৌরাণিক ও তান্ত্রিক অনেক দেবীর পরিকল্পনাতেই সরস্বতী ও লক্ষ্মীর মূর্তি-কল্পনা প্রভাব সঞ্চার করেছে। সরস্বতীর মূর্তি-কল্পনা খ্রীঃ পূঃ ২য় শতাব্দীর পূর্ববর্তী হলেও দেবীর প্রাচীন মূর্তি অত্যন্ত বিরল। তবে গুপ্তযুগ থেকেই সরস্বতীর মূর্তি প্রচুর পাওয়া গেছে। ভাস্কর্যে দেবী হংসবাহনা কখনও দ্বিভুজা কখনও চতুর্ভুজা। দ্বিভুজা মূর্তিতে দেবী বীণা-বাদনরতা ও চতুর্ভুজা মূর্তিতে তিনি পুস্তক ও জপমালা ধারণ করে থাকেন।

জৈন সরস্বতী : জৈনধর্মেও সরস্বতী আপন স্থান অধিকার করে নিয়েছেন। জৈনধর্মে ষোলজন বিদ্যাদেবী আছেন,—এই ষোলজনের মধ্যে আছেন রোহিণী, প্রজ্ঞপ্তি, বজ্রশৃঙ্খলা, কালী, মহাকালী, গৌরী ও মানবী, আর আছেন কয়েকজন যক্ষিণী। জৈনধর্মে সরস্বতী হলেন শ্রুত দেবতা এবং শ্রুত বা বিদ্যার অধিকারিণী—

১ The Indian Buddhist Iconography—B. Bhattacharyya, pp. 349-50.

তীর্থংকর ও কেবলীদের জ্ঞানের তিনি অধিষ্ঠাত্রী। লক্ষ্ণৌ মিউজিয়মে পুস্তক-ধারিণী জৈন সরস্বতীর ভগ্নমূর্তি আছে। এই মূর্তিটি সরস্বতীর অন্যতম প্রাচীন মূর্তি, ৫৪ শকাব্দে বা ১৩২ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে জৈনমন্দির-সমূহে বিভিন্ন ধরনের সরস্বতী মূর্তি আছে। দিগম্বর ও শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ের জৈনরা জ্ঞানপঞ্চমী বা শ্রুতপঞ্চমীতে সারস্বত উৎসব করে থাকেন। জৈনমন্দিরে প্রাপ্ত সরস্বতী মূর্তির মধ্যে দ্বিভুজা, চতুর্ভুজা, ষড়-ভুজা, অষ্টভুজা এবং ষোড়শভুজা সরস্বতী প্রতিমা দেখা যায়। তন্মধ্যে চতুর্ভুজা মূর্তিই সংখ্যায় অধিক। জৈন সরস্বতীরও বাহন সাধারণতঃ হাঁস, কোন কোন ক্ষেত্রে ময়ূর।[১] ষোলটি বিদ্যা-দেবীর অধিষ্ঠাত্রী শ্রুতিদেবীই প্রকৃত জৈন সরস্বতী। ইনি ব্রহ্মাণীর প্রতিরূপ। কার্তিকী শুক্লা পঞ্চমী জৈনদের জ্ঞানপঞ্চমী। জ্ঞানপঞ্চমীতে সারস্বত উৎসবে জৈনরা বিদ্যাদেবীর পূজা করে থাকেন।[২]

বৌদ্ধ সরস্বতী : হিন্দুতন্ত্রে সরস্বতীর ব্যাপক জনপ্রিয়তা ও রূপবৈচিত্র্য মহাযান সম্প্রদায়ের বৌদ্ধতন্ত্রে তাঁকে স্থায়ী আসন দান করেছে। জাঙ্গুলীতারা, সিতাতারা, বজ্রতারার সঙ্গে সরস্বতীর সাদৃশ্য ত আছেই, তাছাড়াও বৌদ্ধদের মঞ্জুশ্রী বিদ্যার অধিষ্ঠাতা হিসাবে বাগীশ্বর নামে প্রসিদ্ধ। বাগীশ্বরের শক্তি হিসাবে বাগীশ্বরীর উপাসনা ও বিচিত্র রূপকল্পনা প্রচলিত। বাগীশ্বরী ত্রিলোচনা, চতুর্ভুজা দণ্ড, পুস্তক, জপমালা ও কমণ্ডলুধারিণী। কিন্তু বৌদ্ধতন্ত্রে সরস্বতী স্বনামেও বিচিত্ররূপে উপাসিতা। সাধনমালায় মহাসরস্বতী, বজ্রবীণাসরস্বতী, বজ্রসারদা ও আর্য্যসরস্বতী ভেদে সরস্বতী চারি প্রকার।

সাধনমালায় মহাসরস্বতীর বর্ণনা—"তেন চ ভগবতীং মহাসরস্বতীমনুচিন্তয়েৎ শরদিন্দুকরাকারাং সিতকমলোপরি চন্দ্রমণ্ডলস্থাং দক্ষিণ-করেণ বরদাং বামেন সনালসিতসরোজধরাং স্মেরমুখীমতিকরুণময়াং শ্বেতচন্দনকুসুমবসনধরাং মুক্তাহারো-পশোভিতহৃদয়াং নানালংকারবতীং দ্বাদশবর্ষাকৃতিং মুদিতকুচ-মুকুলদন্তুরোরস্তটীং স্ফুরদনন্তগভস্তিব্যূহাবভাসিতলোকত্রয়াম্। ততস্তৎপুরতো ভগবতীং প্রজ্ঞাং দক্ষিণতো মেধাং পশ্চিমতো মতিং বামতঃ স্মৃতিং এতাঃ স্বনায়িকাসমানবর্ণাদিকাঃ সম্মুখমবস্থিতাশ্চিন্তনীয়াঃ।"[৩] —(অস্যার্থঃ) এই-ভাবে মহাসরস্বতীকে চিন্তা করবে। তিনি শরৎকালীন চন্দ্রকিরণের কান্তিবিশিষ্টা, —চন্দ্রমণ্ডলে স্থিত শ্বেতপদ্মে আসীনা, বরদাত্রী, বামহস্তে মৃণালসহ শ্বেতপদ্মধারিণী হাস্যমুখী, অতিকরুণাময়ী, শ্বেতচন্দন শ্বেতকুসুম শ্বেতবস্ত্রধারিণী, বক্ষঃস্থলে মুক্তা-হারশোভিতা, নানা অলংকারে ভূষিতা, দ্বাদশবর্ষীয়া বালিকার আকৃতিবিশিষ্টা, বক্ষোদেশ মুদিতকুচমুকুলে উদ্ভিন্না, অনন্তকিরণসমূহে ত্রিলোক উদ্ভাসিতকারিণী।

মহাসরস্বতী

১ Age of Imperial Unity—page 430
২ Iconography of the Hindus, Buddhists & Jainas, S. R. Gupta—p. 176
৩ সাধনমালা—১ম, সাধন সংখ্যা—১৬২, পৃঃ ৩২৯

তাঁর সম্মুখে ভগবতী প্রজ্ঞা, দক্ষিণে মেধা, পশ্চিমে মতি, বামে স্মৃতি ; এঁরা তাঁর সমানবর্ণা ও আকারবিশিষ্টা—সম্মুখভঙ্গীতে অবস্থিতা—এইভাবে চিন্তা করবে।

মার্কণ্ডেয় পুরাণোক্ত চণ্ডীর উপাখ্যানে উত্তরচরিত বা শুম্ভনিশুম্ভবধ উপাখ্যানের দেবতা মহাসরস্বতী। মহাসরস্বতী ও চণ্ডী এখানে অভিন্না। মহাসরস্বতী অষ্টভুজা। তাঁর ধ্যানমন্ত্র :

ঘণ্টাশূলহলানি শঙ্খমুষলে চক্রং ধনুঃ সায়কং
হস্তাব্জৈর্দধতীং ঘনান্তবিলসচ্ছিতাংশুতুল্যপ্রভাম্।
গৌরীদেহ সমুদ্ভবাং ত্রিজগতামাধারভূতাং মহা-
পূর্বমত্র সরস্বতীমনুভজেচ্ছুম্ভাদিদৈত্যার্দিনীম্॥[১]

—পদ্মহস্তে ঘণ্টা, শূল, হল, শঙ্খ, মুষল, চক্র ও ধনুর্বাণ ধারিণী, মেঘের মধ্যে প্রকাশিত চন্দ্রতুল্যপ্রভাসম্পন্না, গৌরী দেহ থেকে জাতা, ত্রিজগতের আধার-রূপিণী, শুম্ভ প্রভৃতি দৈত্যঘাতিনী মহাসরস্বতীকে ভজনা করি।

শুম্ভাদি দৈত্যহন্ত্রী চণ্ডীর সঙ্গে অভিন্না মহাসরস্বতী বৈদিক বৃত্রহন্ত্রী সরস্বতীকে স্মরণ করায়।

লিঙ্গপুরাণে (১৬ অঃ) মহাসরস্বতী বিশ্বরূপা—বিশ্ব তাঁর মাল্য, বিশ্ব তাঁর যজ্ঞোপবীত, বিশ্ব তাঁর উষ্ণীষ, বিশ্ব তাঁর গন্ধ, তিনি বিশ্বের মাতা। এই মহা-সরস্বতী বন্দনা করেছেন কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত—

বিশ্বমহাপদ্মলীনা ! চিত্তময়ী ! অয়ি জ্যোতিষ্মতী !
মহীয়সী মহাসরস্বতী !

* * *

স্বর্গলোকে স্বেচ্ছাসুখে জাগ তুমি গীতে
দেবতার চিতে।
ভূলোকে ভ্রমরগর্ভ শুভ্রনীলপদ্মবিভূষণা
হংসারূঢ়া—ময়ূর আসনা ![২]

জ্যোতির্ময়ী যে মহাসরস্বতী জ্যোতিদ্বারা ত্রিলোক উদ্ভাসিত করেন তিনি জ্যোতির্ময়ী দিব্য সরস্বতী।

বজ্রবীণা সরস্বতী দ্বিভুজা, শুক্লবর্ণা মহাসরস্বতীসদৃশা,—তিনি দুই হাতে বীণা-বাদনরতা।[৩] বজ্রসারদা ও দ্বিভুজা পদ্ম ও পুস্তকধারিণী ত্রিনেত্রা শ্বেতবর্ণা।

বজ্রসারদা :

শুভ্রাম্বুজোপরি লসত্তনুমাদধানা
নেত্রত্রয়ং মুকুটসংস্থিতমর্ধচন্দ্রম্।
বামেন পুস্তকমম্বুজমন্যহস্তে···।[৪]

---

১ শ্যামাচরণ কবিরত্ন সম্পাদিত শ্রীশ্রী চণ্ডীর পরিশিষ্টে উদ্ধৃত —পৃঃ ২৫৫
২ কাব্যসঞ্চয়ন—পৃঃ ১০৪ ৩ সাধনমালা, ১ম, সাধন সংখ্যা—১৬৬, পৃঃ ৩৩৭
৪ তদেব ; সাধন সংখ্যা—১৬৮, পৃঃ ৩৪০

—উজ্জ্বলদেহে শ্বেত পদ্মের উপরে আসীনা, তিন নেত্র মুকুটসংলগ্না অর্ধচন্দ্র-ধারিণী, বামহস্তে পুস্তক ও দক্ষিণহস্তে পদ্ম শোভিতা।

আর্য সরস্বতী বা বজ্রসরস্বতীর বর্ণনা :—

[illegible]সরস্বতী

> সিতবর্ণাং মনোরমাং দক্ষিণেন রক্তাম্বুজধারিণীং বামেন প্রজ্ঞাপারমিতা পুস্তকধারিণীম্… ।[১]

আর্য সরস্বতীর বর্ণ শুভ্র, কিন্তু দক্ষিণহস্তে তিনি ধারণ করেন রক্তপদ্ম, বামহস্তে প্রজ্ঞাপারমিতা নামক পুস্তক। বৌদ্ধতন্ত্রে আর্যবজ্রসরস্বতী নামে আর এক সরস্বতী আছেন, ইনি ত্রিবদনা, রক্তবর্ণা, ষড়্‌ভুজা, দক্ষিণহস্তত্রয়ে ধারণ করেন পদ্ম, অসি ও কর্ত্রী, বামহস্তত্রয়ে শোভা পায় নরকপাল, রত্ন ও চক্র, দেবীর দক্ষিণের মুখটি নীল ও বামের মুখটি সাদা। সর্বোপরি বিদ্যাদেবী মঞ্জুশ্রী সকল বিদ্যার অধিকর্ত্রী —এতেষাং সর্ববিদ্যানাং মঞ্জুশ্রীরিব সংস্থিতঃ।[২]

বাঙ্গালা সাহিত্যে সরস্বতী : ভারতবর্ষের অন্যান্য ভাষার সাহিত্যের মত বাঙ্গালা সাহিত্যেও বিদ্যাধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতী বারংবার বন্দিতা হয়েছেন। খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী সরস্বতীর যে বর্ণনা দিয়েছেন তা পূর্বোক্ত বর্ণনাগুলির অনুসারী। পার্থক্যের মধ্যে চতুর্ভুজা দেবীর দক্ষিণ করদ্বয়ে পুস্তক ও মসীপাত্র এবং বামকরদ্বয়ে মসীপাত্র ও শুকশিশু। মসীপাত্র ও শুকশিশু নূতন সংযোজন। এখানে দেবীর বর্ণ ইন্দুতুষার সদৃশ—

ত্রিলোকতারিণী ত্রয়ী বিষ্ণুমায়া বর্ণময়ী
কবিমুখে অষ্টাদশ ভাষা
শ্বেতপদ্মে অধিষ্ঠান শ্বেতবস্ত্র পরিধান
শ্রবণে কুণ্ডল দোলে কপালে বিজুলি খেলে
রুচিতনু খণ্ডে অন্ধকার।
শিরে শোভে ইন্দুকলা করে শোভে জপমালা
শুকশিশু শোভে বাম করে।
নিরন্তর আছে সঙ্গী মসীপাত্র পুঁথি খুঙ্গি
স্মরণে জড়িমা যায় দূরে।[৩]

মধ্যযুগের শেষ কবি রায় গুণাকর ভারতচন্দ্র-বন্দিতা সরস্বতী—

শ্বেতবর্ণ শ্বেতবাস শ্বেতবীণা শ্বেতহাস
শ্বেত সরসিজ-নিবাসিনি।
বেদবিদ্যা তন্ত্র মন্ত্র বেণু বীণা আদি যন্ত্র
নৃত্যগীত বাদ্যের ঈশ্বরী।[৪]

---

১ সাধনমালা, ১ম, সাধনসংখ্যা—১৬৮ ২ সয়ম্ভূপুরাণ, ৬ অঃ, এসিঃ সোঃ সং—পৃঃ ৩৪৫
৩ কবিকঙ্কন চণ্ডী, পূর্ণচন্দ্র শীল প্রকাশিত—পৃঃ ২
৪ ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী (বসুমতী), অন্নদামঙ্গল—পৃঃ ৪

বিহারীলাল চক্রবর্তী-বন্দিতা সারদা সরস্বতী—

ব্রহ্মার মানস সরে
ফুটে ঢল ঢল করে
নীল জলে মনোহর স্বর্ণ-নলিনী
পাদপদ্ম রাখি তায়
হাসি হাসি ভাসি যায়
ষোড়শী রূপসী বামা পূর্ণিমা যামিনী।[১]

বিহারীলালের সারদা ঊষারূপিণী দুগ্ধধবলা জ্যোতির্ময়ী মহাসরস্বতী—

বিকচ নয়নে চেয়ে
হাসিছে দুধের মেয়ে—
তামসী তরুণ-ঊষা কুমারী রতন।
কিরণে ভুবন ভরা,
হাসিয়ে জাগিল ধরা,
হাসিয়ে জাগিল শূন্যে দিগঙ্গনাগণে।[২]

কবি সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার সরস্বতী বন্দনায় লিখেছেন,—

ইন্দুকুন্দবিনিন্দিত বরণ বিমল,
সিতকণ্ঠহার, সিতবাস
সারদে।[৩]

আর এক কবি সর্বশুক্লা সরস্বতীর আবাহন করেছেন নিম্নরূপে—

কুন্দেন্দুতুষার শঙ্খ শুচিশুভ্র সৌন্দর্যের রানী।
মূর্তিমাঝে উর বীণাপানি ;
সিতবাসা স্মিতহাসা শ্বেতশতদল শোভে পায়ে
হাসে পঞ্চমীর শশী নন্দনের চন্দন ছিটায়ে
ধরিত্রীর গায়ে ;
গুঞ্জরে নিখিল বিদ্যা ভৃঙ্গসম ঘেরি দলে দলে
পাদপদ্মতলে।[৪]

কবিচন্দ্র উপাধিধারী বঙ্গচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় দুর্গামঙ্গল কাব্যে বাগ্দেবী-বন্দনা করেছেন অনুরূপভাবেই—

নমো নারায়ণি বেদপরায়ণি,
বাণী শ্বেতপদ্মাসনা।
শ্বেত পুষ্পবর শোভে শ্বেতাম্বর
শ্বেতগন্ধানুলেপনা॥

১ সারদামঙ্গল—প্রথম সর্গ ২ তদেব ৩ মহিলাকাব্য
৪ শ্রীপঞ্চমী, কাব্যমালঞ্চ, যতীন্দ্রমোহন বাগচী—পৃঃ ১৮৯

শ্বেতাঙ্গে শোভিত আভরণ শ্বেত
শ্বেতবীণা পদ্মকরে।
শ্বেতাম্বুজময় লাবণ্যহৃদয়
লোচন শ্বেতেন্দিবরে ॥[১]

ঊনিশ শতকের অন্যতম মহাকবি নবীনচন্দ্র সেন লিখেছেন,—

উত্তরে ভারতী দেবী রজতবরণা।
মানসসরস পঙ্কজবাসিনী
বেদমাতা, করে শোভে চারুবীণা
সঙ্গীত সাহিত্য শাস্ত্র প্রসবিনী ॥[২]

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ পুরস্কার কবিতায় সরস্বতীর বিবরণ দিয়েছেন নিম্নরূপে—

বিমল মানস সরস বাসিনী
শুক্লবসনা শুভ্রহাসিনী
বীণাগঞ্জিত মঞ্জুভাষিণী
কমলকুঞ্জাসনা।[৩]

জ্যোতির্ময়ী সরস্বতীর বর্ণনা রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—

একী এ, একী এ, স্থির চপলা!
কিরণে কিরণে হল সব দিক উজলা।
কী প্রতিমা দেখি এ—জোছনা মাখিয়ে
কে রেখেছে আঁকিয়ে আ মরি কমল পুতলা ॥[৪]

রবীন্দ্রকাব্যে সরস্বতীর বীণা এসেছে নানাভাবে। দেবীর বরপুত্র রবীন্দ্রনাথের কাব্যে বীণা নূতন নূতন ব্যঞ্জনা লাভ করেছে,—দেবীর বীণা কখনও হয়েছে অগ্নিবীণা, কখনও রুদ্রবীণা, কখনও কবির ব্যর্থসাধনার প্রতীক ছিন্নতন্ত্রী বীণা।

প্রখ্যাত কথাশিল্পী বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় মেঘমল্লার গল্পে প্রদ্যুম্নের সম্মুখে আবির্ভূতা সরস্বতীর আবির্ভাবের অপূর্ব কবিত্বময় বর্ণনা দিয়েছেন—"প্রদ্যুম্ন সবিস্ময়ে দেখলে—মাঠের মাঝখানে শতপূর্ণিমার জ্যোৎস্নার মত অপরূপ আলোর মণ্ডলে কে এক জ্যোৎস্নাবরণী অনিন্দ্যসুন্দরী মহিমাময়ী তরুণী। তাঁর নিবিড়কৃষ্ণ কেশরাজি অযত্নবিন্যস্তভাবে তাঁর অপূর্ব গ্রীবাদেশের পাশ দিয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। তাঁর আয়ত নয়নের দীর্ঘকৃষ্ণপক্ষ্ম কোন স্বর্গীয় শিল্পীর তুলি দিয়ে, তাঁর তুষারধবল বাহুবল্লী দিব্য পুষ্পাভরণে মণ্ডিত, তাঁর ক্ষীণ কটি নীলবসনের মধ্যে অর্ধলুক্কায়িত মণিমেখলায় দীপ্তিমান, তাঁর রক্তকমলের মত পা দুটিকে বুক পেতে নেবার জন্য মাটিতে বাসন্তী পুষ্পের দল ফুটেছে। ···হ্যাঁ এই ত দেবী বাণী।"[৫]

---

১ দুর্গামঙ্গল—পৃঃ ২১ ২ অবকাশ রঞ্জিণী—২।১০ ৩ পুরস্কার—সোনার তরী
৪ বাল্মীকি প্রতিভা—রবীন্দ্ররচনাবলী, জন্মশতবার্ষিক সং, ৪র্থ খণ্ড—পৃঃ ৪০৭-৮
৫ বিভূতি রচনাবলী, মিত্র ও ঘোষ - ১ম, পৃঃ ২৪৬

সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ : উপর্যুক্ত উদ্ধৃতি ও আলোচনা থেকে দেখা যায় যে, বৈদিক জ্যোতীরূপা সরস্বতী ও নদী সরস্বতী সম্মিলিতভাবে জ্ঞানের দেবতারূপে পুরাণ তন্ত্র ও সাহিত্যে বিপুল শ্রদ্ধা ও ভক্তির অধিকারিণী হয়েছেন। তিনি হিন্দু সংস্কৃতির বেড়া ডিঙিয়ে জৈন ও বৌদ্ধধর্মেও পূজার আসনে অধিষ্ঠিতা হয়েছেন। সরস্বতীর আরাধনার ক্রমবিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে তাঁর রূপকল্পনাও বহুবৈচিত্র্য লাভ করেছে। কোন কোন ক্ষেত্রে দেবীর বাহুর সংখ্যা অধিকতর হলেও সাধারণতঃ তিনি চতুর্ভুজা, পদ্মাসনা, শুক্লবর্ণা, শুভ্রবর্ণা—বীণা-পুস্তক জপমালা-সুধাকলসধারিণী—চন্দ্রশেখরা, ত্রিলোচনা—কদাচিৎ পদ্ম, লেখনী ও মস্যাধার দেবীর হস্তে স্থান পায়। কদাচিৎ দেবী দ্বিভুজা। তন্ত্রে ইনিই বাগীশ্বরী—বর্ণেশ্বরী—সারদা ও শারদা। একটি মন্ত্রে বাগীশ্বরী মদোন্মত্তা—হস্তে পানপাত্র নরকপাল। বর্ণেশ্বরী সিন্দুরবর্ণা এবং মৃগশাবকধারিণী। কবিকংকনের বর্ণনায় দেবী একহাতে শুকপক্ষী ধারণ করেছেন। কিন্তু তন্ত্রোক্ত কলাময়ী বর্ণজননী শারদা পঞ্চাননী দশভুজা—দেবী দুর্গার সঙ্গে অভিন্না। সারদা তিলকে সারদার হাতে হরিণ, পুস্তক ও বর্ণমালা।[১] বর্ণেশ্বরীর হাতে বিদ্যা অক্ষমালা ও মৃগশাবক।[২] বসুধা দেবীর বামহস্তেও শুকপক্ষী।[৩] পুস্তক, মসী, লেখনী বিদ্যার প্রতীক। পুরাণতন্ত্রের বর্ণনায় যদিও সরস্বতীর হাতে বীণা কম দেখা যায়, তথাপি আধুনিক যুগে বীণা সরস্বতীর সঙ্গে অপরিহার্য। বীণা অবশ্যই সঙ্গীত ও অন্যান্য কলাবিদ্যার প্রতীক। অক্ষমালা বা জপমালাও অধ্যাত্মবিদ্যার প্রতীক। শুকপক্ষীও বিদ্যা বা বাক্যের প্রতীক হিসাবেই সরস্বতীর হস্তের শোভা বর্ধন করেছে। সরস্বতীর বাহন হাঁস এবং পদ্ম—নদী সরস্বতীর সঙ্গে তাঁর সংশ্লেষের ইঙ্গিত দেয়। অবশ্য পদ্ম সূর্যের প্রতীক হওয়ায় এবং হংসশব্দে সূর্যকে বিজ্ঞাপিত করায় সূর্যের সঙ্গে সরস্বতীর সংযোগও ব্যঞ্জিত করে।

পুরাণতন্ত্রের বর্ণনায় সরস্বতী চতুর্ভুজা। আধুনিক কালে সরস্বতী প্রায় সর্বত্রই দ্বিভুজা। তাঁর হাতে বীণা অপরিহার্য। আচার্য যোগেশচন্দ্র রায়ের মতে "দ্বিভুজা বীণাপাণি সরস্বতী প্রতিমা গত ১৫০ বৎসরের মধ্যে কল্পিত হইয়াছে।"[৪]

সরস্বতী ও ব্রহ্মা : সরস্বতীর যে বৈচিত্র্যময় মূর্তির বর্ণনা পাওয়া গেল সেগুলি পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে সরস্বতীর মূর্তি কল্পনায় ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব এই তিন প্রধান পৌরাণিক দেবতার সঙ্গে সরস্বতীর সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। সরস্বতীর হংসবাহন, পদ্মাসন, কমণ্ডলু ও অক্ষমালা ব্রহ্মার সম্পত্তি। এমন কি সরস্বতীর রক্তবর্ণ ব্রহ্মার কাছ থেকে পাওয়া বলে অনুমিত হয়। কোন কোন পুরাণে সরস্বতী ব্রহ্মার কন্যা। সরস্বতী ব্রহ্মার মুখ থেকে নির্গত হয়েছিলেন—'আস্যাদ্বাক্'।[৫] স্বকন্যা সরস্বতীর প্রতি ব্রহ্মা আকৃষ্ট হয়েছিলেন এবং ব্রহ্মার পুত্রগণ এ বিষয়ে আপত্তি করায় ব্রহ্মা ক্ষোভে ও লজ্জায় দেহত্যাগ করেছিলেন।

১ সাঃ তিঃ—৬।৩৭ ২ সাঃ তিঃ—৬।৩০ ৩ সাঃ তিঃ—১৫।১৩৫
৪ পূজাপার্বণ—পৃঃ ৩১ ৫ ভাগবত—৩।১২।২৬

বাচং দুহিতরং তন্বীং স্বয়ম্ভূর্হরতীং মনঃ।
অকামাং চকমে ক্ষত্তঃ সকাম ইতি নঃ শ্রুতম্॥
তমধর্মে কৃতমতিং বিলোক্য পিতরং সুতাঃ।
মরীচিমুখ্যা মুনয়ো বিশ্রম্ভাৎ প্রত্যবোধয়ন্॥
নৈতৎ পূর্বৈঃ কৃতং ত্বদ্ যে ন করিষ্যন্তি চাপরে।
যস্তং দুহিতরং গচ্ছেরনিগৃহ্যাঙ্গজং প্রভুঃ॥

*   *   *

স ইত্থং গৃণতঃ পুত্রান্ পুরো দৃষ্ট্বা প্রজাপতীন্।
প্রজাপতিপতিস্তন্বং তত্যাজ ব্রীড়িতস্তদা॥[১]

—হে বিদুর, স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মা স্বীয় দুহিতা অকামা তন্বী বাক্‌কে কামনা করেছিলেন, আমরা শুনেছি। অধর্মে তাঁর মতি দেখে মরীচি প্রভৃতি ব্রহ্মার পুত্রগণ পিতাকে প্রবোধিত করেছিলেন। পূর্বে কেউ যা করেনি, পরে যা কখনও কেউ করবে না, তুমি কামকে নিগৃহীত না করে দুহিতাগমনরূপ সেই কর্ম করতে উদ্যত হয়েছ। ···প্রজাপতিগণের পতি তিরস্কারকারী পুত্রদের সম্মুখে দেখে লজ্জিত হয়ে দেহত্যাগ করলেন।

শিবপুরাণে ব্রহ্মা কামপরবশ হয়ে কন্যা সরস্বতীর পশ্চাদ্ধাবন করেছিলেন। সরস্বতী ব্রহ্মার মুখ থেকে কুপ্রস্তাব শ্রবণ করে ব্রহ্মার অশুভভাষী পঞ্চম মুণ্ড ছিন্ন হওয়ার অভিশাপ দিয়েছিলেন।[২]

তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণে (১৬।৫।১৬) বাক্ ব্রহ্মার কন্যা। প্রজাপতির দুহিতাগমনের এই সব কাহিনীর উৎস ব্রাহ্মণেই বর্তমান। আর ঋগ্বেদে বর্ণিত সূর্য কর্তৃক কন্যা (বা পত্নী) উষার অনুগমন এই সকল কাহিনীর মূল।

পুরাণে আবার অনেক স্থলে সরস্বতী ব্রহ্মার পত্নী। ভাগবতেই ব্রহ্মা গিরাং পতিঃ অর্থাৎ বাক্‌পতি।[৩] ভাগবতে ব্রহ্মাকে বলা হয়েছে 'ইরেশ'।[৪] শ্রীধর স্বামী ভাষ্যে ইরেশ শব্দের অর্থ করেছেন,—"ইরা সরস্বতী, তস্য ঈশ ব্রহ্মা।" ঋগ্বেদে ইড়া, ভারতী ও সরস্বতী অভিন্ন। সুতরাং ইরেশ সরস্বতীপতি হতে কোন অসুবিধা নেই। ব্রহ্মা গিরাংপতি অর্থাৎ বাক্‌পতি এরূপ প্রয়োগ পুরাণাদিতে অত্যন্ত সুলভ।[৫] স্কন্দপুরাণে বৃহস্পতিকেও বাগীশ বলা হয়েছে।[৬] কিন্তু বৈদিক বৃহস্পতি পুরাণের ব্রহ্মাতেই আপন সত্তা বিসর্জন দিয়েছেন। বাগ্‌দেবীকেই অথর্ববেদ বলেছেন, পরমেষ্ঠিনী অর্থাৎ পরমেষ্ঠির পত্নী।[৭] পরমেষ্ঠী ব্রহ্মারই এক নাম। সাবিত্রী ও গায়ত্রী—ব্রহ্মার দুই পত্নীর উল্লেখ পুরাণে প্রায় সর্বত্রই দেখা যায়। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাকে বলেছিলেন,—

---

১ ভাগবত—৩।১২।২৮-৩০, ৩৩ ২ শিবপুঃ, জ্ঞান সং—৪১।৭৭-৭৯
৩ ভাগবত—৩।১২।২০ ৪ ভাগবত—১০।১৩।৫৭ ৫ পদ্মপুঃ, সৃষ্টিখণ্ড—৪২।৮৪
৬ স্কন্দপুঃ, ব্রহ্মখণ্ডান্তর্গত ধর্মারণ্যখণ্ড—১৪ অঃ ৭ অথর্ব—১৯।৯।৩

শীঘ্রং ত্বং গচ্ছ গোলোকং মমালয়পরাৎপরম্ ।
প্রকৃত্যংশাং মঙ্গলদাং তত্র প্রাপ্স্যসি ভারতীম্ ॥[১]

—শীঘ্র তুমি আমার সর্বশ্রেষ্ঠ নিবাস গোলোকে গমন কর, প্রকৃতির অংশরূপা মঙ্গলদাত্রী ভারতীকে সেখানে পাবে।

তৎপরে ব্রহ্মা গোলোকে এসে ভারতীকে লাভ করে রতিক্রিয়া করেছিলেন। নারায়ণ বলেছিলেন—

বিধিরাগত্য গোলোকং সম্প্রাপ্য ভারতীং সতীম্ ।
সর্ববিদ্যাধিদেবীং তাং মদ্বক্ত্রাব্জবিনির্গতাম্ ॥
বাগীশ্বরীঞ্চ সম্প্রাপ্য ব্রহ্মা প্রমুদিতঃ স্বয়ম্ ।
কামাস্ত্রাণাঞ্চ ব্যাপারমনুমেনে স্বয়ং বিধিঃ ॥
তত আগত্য মাং নত্বা প্রাপ্য ত্রৈলোক্যমোহিনীং ।
ক্রীড়াং চকার ভগবান্ স্থানে স্থানেঽতিনির্জনে ॥[২]

—বিধি গোলোকে এসে আমার মুখপদ্ম বিনির্গতা সর্ববিদ্যার অধীশ্বরী ভারতী সতী বাগীশ্বরীকে প্রাপ্ত হয়ে নিজে আনন্দিত হলেন, তিনি কামের অস্ত্রসমূহের ক্রিয়া অনুভব করলেন, সেখানে এসে আমাকে প্রণাম করে ত্রৈলোক্যমোহিনীকে লাভ করে ভগবান অতি নির্জনে স্থানে স্থানে ক্রীড়া করেছিলেন।

এই উপাখ্যানে সরস্বতী শ্রীকৃষ্ণের মুখ থেকে জাতা, কিন্তু ব্রহ্মার পত্নী।

ব্রহ্মার ধ্যানমন্ত্রে ব্রহ্মার বামে সাবিত্রী ও দক্ষিণে গায়ত্রী। কোন কোন পুরাণে গায়ত্রীর স্থান নিয়েছেন সরস্বতী। স্কন্দপুরাণে ব্রহ্মার দুই পত্নী—সাবিত্রী ও সরস্বতী।

শৃণ্বংশ্চতুর্মুখস্তস্থৌ মুহূর্তং দ্বিজপুঙ্গবাঃ ।
সাবিত্রীসারদাভ্যাং স বীজ্যমানস্তু পার্শ্বয়োঃ ॥[৩]

—শুনতে শুনতে চতুর্মুখ ব্রহ্মা মুহূর্তকাল স্থির রইলেন, তাঁর দুই পার্শ্বে সাবিত্রী এবং সারদা (সরস্বতী) ব্যজন করছিলেন।

হংসবাহনা, অক্ষমালা কমণ্ডলুধারিণী গায়ত্রীর সঙ্গে সরস্বতীর আকৃতিগত সাদৃশ্যও লক্ষণীয়। পুরাণে ব্রহ্মশক্তি ব্রহ্মাণীর যে বর্ণনা আছে, তাও গায়ত্রীর সঙ্গে অভিন্ন—

হংসাসনা ভবেৎ ব্রাহ্মী মুঞ্জমেখলাধারিণী ।
চতুর্বক্ত্রা স্বরূপাঢ্যা দণ্ডকাষ্ঠং কমণ্ডলুং
অক্ষসূত্রঞ্চ বিভ্রাণা স্রুবহস্তাজ্যধারিণী ॥[৪]

—ব্রাহ্মী হবেন হংসাসনা, মুঞ্জমেখলাধারিণী, চতুর্বদনা, স্বরূপা, দণ্ডকাষ্ঠ, কমণ্ডলু, অক্ষসূত্র, ঘৃতপাত্র ও ঘৃতধারিণী।

---

১ ব্রহ্মবৈঃ, শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড—৩৫।৫ ২ তদেব—৩৫।৯-১১
৩ স্কন্দপুঃ, বিষ্ণুখণ্ড, পুরুষোত্তম মাহাত্ম্য—২৩।৯-১০ ৪ দেবীপুরাণ—৫০।১

ব্রাহ্মী গায়ত্রীরই এক মূর্তি—

প্রাতঃ ব্রাহ্মীং রক্তবর্ণাং দ্বিভুজাঞ্চ কুমারিকাম্।
কমণ্ডলুং তীর্থপূর্ণমক্ষমালাঞ্চ বিভ্রতীম্।
কৃষ্ণাজিনাম্বরধরাং হংসারূঢ়াং শুচিস্মিতাম্॥[১]

—প্রাতঃকালে রক্তবর্ণা দ্বিভুজা কুমারী তীর্থজলপূর্ণ কমণ্ডলু অক্ষমালাধারিণী কৃষ্ণমৃগচর্মের বসন পরিহিতা ও হংসারূঢ়া ব্রাহ্মীকে প্রাতঃকালে ধ্যান করবে।

সামবেদীয় প্রাতঃসন্ধ্যা বন্দনায় গায়ত্রীর ধ্যানমন্ত্র ব্রাহ্মীরই ধ্যান। এই মন্ত্রে বলা হয়—

কুমারীং ঋগ্বেদযুতাং ব্রহ্মরূপাং বিচিন্তয়েৎ।
হংসস্থিতাং কুশহস্তাং সূর্যমণ্ডল সংস্থিতাম্॥

—ঋগ্বেদযুক্তা ব্রহ্মরূপা কুমারী হংসবাহনা কুশহস্তা সূর্যমণ্ডলে অবস্থিতা গায়ত্রীকে ধ্যান করবে।

এই মন্ত্রে গায়ত্রী বা ব্রাহ্মীর স্বরূপ প্রকাশিত, জ্যোতির্ময়ী সরস্বতীর সঙ্গেও ব্রাহ্মী-গায়ত্রীর অভিন্নতা প্রতিপাদিত। ব্রাহ্মী সাবিত্রী গায়ত্রী ও সরস্বতী একই দেবসত্তার ভিন্ন ভিন্ন নাম। ইড়া ভারতী সরস্বতীর মতই এঁরা এক এবং অভিন্ন।

কোন কোন পুরাণে আবার ব্রহ্মার পত্নী শতরূপা। সূর্যাগ্নির গতিশীল কিরণ মুহুর্মুহু রূপ পরিবর্তন করে—সেই শতরূপময়ী জ্যোতিই শতরূপা। সুতরাং সরস্বতী যেমন সূর্যাগ্নির তেজ বা জ্যোতি, ব্রহ্মাও তেমনি সূর্য এবং অগ্নি—প্রাতঃসূর্য ও প্রাতঃকালীন যজ্ঞাগ্নি।[২] মৎস্যপুরাণ বলেছেন, ব্রহ্মার শক্তি হিসাবে শতরূপা, সাবিত্রী, গায়ত্রী, ব্রহ্মাণী ও সরস্বতী অভিন্না—

স্ত্রীরূপমর্ধমকরোদর্ধং পুরুষমরূপবৎ।
শতরূপা চ সা খ্যাতা সাবিত্রী চ নিগদ্যতে॥
সরস্বত্যথ গায়ত্রী ব্রহ্মাণী চ পরন্তপ।[৩]

—ব্রহ্মা নিজদেহকে অর্ধভাগে স্ত্রীরূপ করলেন। এবং অর্ধদেহে অরূপ পুরুষ করলেন। সেই স্ত্রীরূপ শতরূপা, সাবিত্রী, সরস্বতী, গায়ত্রী ও ব্রহ্মাণী নামে খ্যাতা।

মৎস্যপুরাণে আরও বলা হয়েছে, যেখানে ব্রহ্মা সেখানেই সরস্বতী—যেখানে ভারতী বা সরস্বতী সেখানেই প্রজাপতি ব্রহ্মা—

বিরিঞ্চির্যত্র ভগবাংস্তত্র দেবী সরস্বতী।
ভারতী যত্র যত্রৈব তত্র তত্র প্রজাপতিঃ॥[৪]

আচার্য দণ্ডী কাব্যাদর্শ নামক সুপ্রসিদ্ধ অলংকার গ্রন্থের সূচনায় সরস্বতীকে ব্রহ্মার পত্নীরূপেই উল্লেখ করেছেন—

চতুর্মুখমুখাম্ভোজবনহংসবধূঃ।[৫]

---

১ মহানির্বাণতন্ত্র—৫।৫৬ ২ হিন্দুদের দেবদেবী—২য় পর্ব, ব্রহ্মা প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য
৩ মৎস্যপুরাণ—৩।৩১-৩২ ৪ মৎস্যপুরাণ—৪।৮ ৫ কাব্যাদর্শ—১।১

একজন ইংরাজ পণ্ডিত সরস্বতীকে ব্রহ্মার শক্তিরূপে ব্যাখ্যা করেছেন,—"The energy of Brahmā, personified as a female is in general distinguished by the name Saraswatī, but in, I believe, every Puraṇ, she is called the Sābitrī or Gāyatrī."[১]

ব্রাহ্মণেই প্রজাপতির (পরবর্তীকালের ব্রহ্মা) সঙ্গে সরস্বতীর সংযোগ লক্ষিত হয়। "বাগ্বৈ সরস্বতী, বাচৈব তৎ প্রজাপতিঃ পুনরাত্মানমাপ্যায়য়ত বাগেনমুপসমাবর্তত বাচমনুকাম্যত্মনোঽকুরুত···।"[২] —(অস্যার্থঃ) বাক্যই সরস্বতী, বাক্যের দ্বারা প্রজাপতি নিজেকে আকাঙ্ক্ষিত করেছিলেন। তিনি বাক্যই কামনা করেছিলেন।

প্রাচীন ভাস্কর্যেও ব্রহ্মার সঙ্গে সরস্বতীর মূর্তি দেখা যায়। ত্রিচিনোপল্লীতে চোল রাজাদের (খ্রীঃ ১০ম শতাব্দী) নির্মিত কোরঙ্গনাথের মন্দিরে ব্রহ্মার পত্নী হিসাবে সরস্বতীর মূর্তি অংকিত আছে।[৩] প্রজ্ঞা বা বাক্যের অধিপতি হওয়ায় তিনি প্রকৃতই বাক্‌পতি বা সরস্বতীপতি। সূর্যরূপী ব্রহ্মার শক্তি ব্রহ্মাণী সাবিত্রী বা জ্যোতীরূপা সরস্বতী ব্রহ্মার পত্নীরূপে বর্ণিত হওয়াই সুসঙ্গত। কিন্তু কোন কোন স্থানে সরস্বতীকে ব্রহ্মার কন্যারূপে কল্পনা এবং কন্যার প্রতি ব্রহ্মার আসক্তি বর্ণনার হেতু কি? হিন্দু দেবতাদের স্বরূপ অনুধাবন করলে এই সব বিরুদ্ধ সম্পর্কগুলির ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। পুরাণকার এই রূপক গল্পগুলি নির্মাণ করেছেন। এই ধরনের বিরুদ্ধ সম্পর্কগুলির উৎস বৈদিক কাহিনী। বেদে এইরূপ বিরুদ্ধ সম্পর্ককল্পনা অত্যন্ত সুলভ। একই বস্তুকে নারী ও পুরুষরূপে কল্পনা করায় সম্পর্ক বর্ণনায় কোথাও বিরোধ ঘটেছে, কোথাও বা মানবিক সম্পর্কের সঙ্গতি রক্ষিত হয়েছে। বৈদিক ঋষিরা তাঁদের কবি কল্পনার তাৎপর্য সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। সূর্য ও ঊষা সম্পর্কে এইরূপ বিচিত্র কল্পনা ঋষিকবির মনকে উদ্দীপ্ত করেছিল। সূর্য ও ঊষা অথবা সূর্য ও সূর্যজ্যোতির সম্পর্কই নানা উপাখ্যানের মধ্য দিয়ে আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে। ব্রহ্মা ও সরস্বতী অথবা ব্রহ্মা ও সন্ধ্যা সম্পর্কিত অসামাজিক দেহজ সম্পর্ক হিন্দু দেবচরিত্র সম্পর্কে জুগুপ্সার উদ্রেক করতে পারে ঠিকই, কিন্তু ব্রহ্মার প্রকৃত স্বরূপ এবং সরস্বতীর যথার্থ স্বরূপ অবগত হলেই অসঙ্গত লোকবিরুদ্ধ কাহিনীকে নিছক কাব্যিক কল্পনা বলে উপভোগ করা সম্ভবপর হয়।

স্বীয়কন্যা সরস্বতীকে কামনা করার লজ্জায় ব্রহ্মা দেহত্যাগ করেছিলেন, এ ঘটনা অতি স্বাভাবিক—প্রাত্যহিক ব্যাপার। ত্রিলোকব্যাপিনী সরস্বতীর পশ্চাদ্ধাবন করে ব্রহ্মা পূর্বদিগন্ত থেকে পশ্চিম দিগন্তে উপস্থিত হলেন এবং গর্হিত আচরণের লজ্জায় দেহত্যাগ করলেন। সূর্যের দিনান্তে অস্ত গমনকে ব্রহ্মার মৃত্যুরূপে কল্পনা নিতান্তই সঙ্গত।

১ Ancient & Hindu Mythology—Leut. Col. Vans Kennedy—page 317
২ শতপথ ব্রাঃ—৭।২।৯।১
৩ Age of Imperial Kanauj—page 328

সরস্বতী ও বিষ্ণু : পুরাণে বহু স্থলেই সরস্বতী বিষ্ণুপত্নীরূপে স্বীকৃতি পেয়েছেন। বৃহদ্ধর্মপুরাণে ব্রহ্মা সমগ্র লোক সৃষ্টি করার পরে ব্যাকরণ ছন্দ প্রভৃতিও সৃষ্টি করলেন। তারপর জন্মালেন শুক্লবর্ণ অক্ষরময়ী সরস্বতী—

ততঃ সরস্বতী জাতা শুক্লবর্ণাক্ষরাত্মিকা ॥
নানালংকারভূষাঢ্যা ত্রিনেত্রা শশিমৌলিনী ।
চতুর্ভুজা সুধাবিদ্যামুদ্রাক্ষগুণধারিণী ॥[১]

—তারপর শুক্লবর্ণাক্ষরাত্মিকা নানালংকারভূষিতা ত্রিনেত্রা চন্দ্রশেখরা চতুর্ভুজা —সুধা, বিদ্যা (বরদ) মুদ্রা ও অক্ষমালাধারিণী সরস্বতী জন্মালেন।

তখন প্রজাপতি সরস্বতীকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কে? কোথা থেকে আসছ? কে তোমার পিতা? কে-ই বা পতি? প্রশ্ন শুনে সরস্বতী বললেন, আকাশে জাত যে শব্দব্রহ্ম তা থেকেই জন্মেছি আমি,—তুমি আমার ভ্রাতা; আমার স্থান, পতি, কর্ম ইত্যাদি তুমি নিরূপণ কর।

ত্বং মে ভ্রাতা পুরো জাতো যদ্ ব্রবীমি শৃণুষ্ব তৎ।
স্থানং মে কল্পয় বিধে পতিং কর্ম চ পুষ্কলম্ ॥[২]

ব্রহ্মা বললেন, তুমি কবিদের মুখে অবস্থান কর, তোমার পতি হবেন নারায়ণ—'পতির্নারায়ণস্তব'।[৩]

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণানুসারে সৃষ্টির আদিতে পরমাত্মা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণ, ব্রহ্মা ও ধর্মকে সৃষ্টি করার পর নিজের মুখ থেকে সরস্বতীকে সৃষ্টি করেন।

আবির্বভূব তৎ পশ্চান্মুখতঃ পরমাত্মনঃ।
একা দেবী শুক্লবর্ণা বাণী পুস্তকধারিণী ॥[৪]

কিন্তু উক্ত পুরাণেই কৃষ্ণের তিন ভার্যা—লক্ষ্মী, সরস্বতী ও গঙ্গা।

লক্ষ্মীঃ সরস্বতী গঙ্গা তিস্রো ভার্য্যা হরেরপি।[৫]

শ্রীকৃষ্ণের এই সপত্নীত্রয় বিবাদ করে পরস্পর পরস্পরকে শাপ দিতে লাগলেন। একদা লক্ষ্মী, সরস্বতী ও গঙ্গা স্বামীর নিকটে ছিলেন। সেই সময়ে গঙ্গা সকামা হয়ে হাসিমুখে বিষ্ণুর মুখ নিরীক্ষণ করতে লাগলেন এবং পুনঃ পুনঃ কটাক্ষপাত করতে লাগলেন। এই দেখে লক্ষ্মী নীরব রইলেন, কিন্তু সরস্বতী ক্রুদ্ধা হয়ে কলহ আরম্ভ করলেন, তিনি কৃষ্ণ ও গঙ্গাকে ভৎর্সনা করে গঙ্গার কেশ ধারণে উদ্যতা হলেন। সে-সময়ে লক্ষ্মী বাধা দেওয়ায় সরস্বতী তাঁকে অভিশাপ দিলেন, তুমি বৃক্ষরূপা ও নদীরূপা হও,—বৃক্ষরূপা সরিদ্রূপা ভবিষ্যসি ন সংশয়ঃ।[৬] তখন গঙ্গাও সরস্বতীকে অভিশাপ দিলেন নদী হতে—

ইত্যেবমুক্ত্বা সা দেবী বাণ্যৈ শাপং দদাবিতি।
সরিৎস্বরূপা ভবতু সা যা ত্বাঞ্চ শশাপ হ ॥[৭]

---

১ বৃহদ্ধর্মপুরাণ, পূর্বখণ্ড—২৫।৩৯-৪০ ২ তদেব—২৫।৪৩ ৩ তদেব—২৫।৪৬
৪ ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, ব্রহ্মখণ্ড—৩।৫৩ ৫ ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, প্রকৃতিখণ্ড—৬।১৭
৬ ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, প্রকৃতিখণ্ড—৬।৩২ ৭ তদেব—৬।৩৯

জ্যোতির্ময়ী দিব্যসরস্বতীর মর্তাবতরণের এই কাহিনীটি তাৎপর্যপূর্ণ সন্দেহ নেই। দেবী ভাগবতেও সরস্বতী বিষ্ণুপ্রিয়া—

ব্যাখ্যাবাদকরী শান্তা বীণাপুস্তকধারিণী।
শুদ্ধস্বরূপা চ সুশীলা শ্রীহরিপ্রিয়া ॥[১]

গরুড়পুরাণে সরস্বতী বিষ্ণুশক্তিরূপেই উল্লিখিত—

বিষ্ণুশক্ত্যাঃ সরস্বত্যাঃ পূজা শৃণু শুভপ্রদাম্।[২]

বামনপুরাণে সরস্বতী বিষ্ণুর জিহ্বা—

এবং স্তুতা তদা দেবী বিষ্ণোর্জিহ্বা সরস্বতী।[৩]

রামায়ণে সরস্বতী রাম বা বিষ্ণুর জিহ্বা। দেবগণ রামের স্তুতিপ্রসঙ্গে বলেছিলেন,—"অহংস্তে হৃদয়ং জিহ্বা দেবী সরস্বতী।"[৪] মহাভারতেও ভীষ্মকৃত কৃষ্ণস্তবে সরস্বতী কৃষ্ণের জিহ্বা।[৫]

ওড়িয়া সাহিত্যিক সরলা দাসের চণ্ডীপুরাণে যোগনিদ্রায় নিমগ্ন নারায়ণের শক্তিস্বরূপা দেবী হলেন বাক্যদেবী সরস্বতী।[৬]

ভট্টভবদেব রচিত হরিবর্মাদেবের রাজত্বকালে (১৪১৪ খ্রীঃ) থলবি প্রশস্তিতে সরস্বতী বিষ্ণু বক্ষোবিহারিণী—হারা নারায়ণস্তোরসি রহসি রণৎকঙ্কণা··· ।[৭]

ভট্টভবদেবের প্রশস্তিতে সরস্বতী বিষ্ণুর লক্ষ্মী-প্রীতিতে ঈর্ষান্বিতা স্বামীকে বিদ্রূপ করেছেন—

গাঢ়োপগূঢ় কমলাকুচকুম্ভপত্র—
মুদ্রাঙ্কিতেন বপুষা পরিরিপ্‌সমানঃ।
মা লুপ্যতামভিনবাবনমালিকেতি
বাগ্‌দেবতোপহসিতোহস্তু হরিঃ শ্রিয়ে বঃ ॥[৮]

—গাঢ় আলিঙ্গনে কমলার কুম্ভসদৃশ কুচদ্বয়ের পত্রলেখায় চিত্রিত দেহের দ্বারা ঈর্ষান্বিতা বাগ্দেবতার দ্বারা এই অভিনব বনমালিকা লুপ্ত কোরো না—এই বলে উপহসিত হরি তোমাদের সৌভাগ্য দান করুন।

শিব ও সরস্বতী : বাঙ্গালা দেশে প্রচলিত বিশ্বাস অনুসারে সরস্বতী শিব-দুর্গার কন্যা। দুর্গাপূজার সময়ে দেবীর পুত্রকন্যা বিশ্বাসে কার্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী ও সরস্বতী পূজা পেয়ে থাকেন। কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছেন, 'রুদ্রের দুহিতা তুমি'।[৯] কিন্তু সরস্বতীকে কখনও কখনও শিব-শক্তিরূপেও দেখা যায়। তন্ত্রশাস্ত্রের পঞ্চাননী দশভুজা সারদা অবশ্যই পঞ্চানন শিবের শক্তি শিবানীর প্রতিরূপ। শিবপুরাণে পঞ্চাক্ষরী বিদ্যা সরস্বতীর তপ্তকাঞ্চনবর্ণা দেবী পার্বতী-গৌরীর প্রভাবে পরিকল্পিত। সরস্বতীর শুভ্রগাত্রবর্ণ রজত গিরিসন্নিভ শিবের

১ দেবীভাগ - ৯।৩৩-৩৪ ২ গরুড়—৩৭।৭ ৩ বামন—৩২।২৩
৪ রামায়ণ, লংকাকাণ্ড—১১৯।২৩ ৫ মহাভারত ভীষ্মপর্ব—৬৪।৬১
৬ ভারতের শক্তিসাধনা ও শাক্ত সাহিত্য, ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত—পৃঃ ৩৩২
৭ Epigraphia Indica, vol. II—p. 230 ৮ Epigraphia Indica, vol. VI—p. 205
৯ মহাসরস্বতী—কাব্যসঞ্চয়ন

গাত্রবর্ণের সদৃশ। সরস্বতীর ললাটে অর্ধচন্দ্র, ত্রিনেত্র, সারদা তিলকের বাগীশ্বরীর হাতে নরকপাল (পানপাত্র), বর্ণেশ্বরীর হাতে মৃগশিশু, পরশুমৃগবরাভয়হস্ত সোমনাথ শিবের নিকট থেকে প্রাপ্ত। শিবশক্তি শিবানীকালীর হাতেও নরকপাল থাকে। মৃগ শিবের পশুপতিত্বের নিদর্শন। স্কন্দপুরাণে সরস্বতীর নীলকণ্ঠ শিবের প্রতিরূপ। বামনপুরাণে সরস্বতীকে ত্রিনয়ন বা শিবের মহিষী বলে উল্লেখ করা হয়েছে—

সর্বদেবার্চিতাং বিদ্যাং সরস্বতীং ত্রিনয়ন-মহিষীং
নমস্যামি মৃড়ানীং শরণ্যাং শরণমুপযাতোঽহং নমো নমস্তে ॥[১]

মৃড় শিবের নাম। মৃড়ানী অর্থাৎ শিবানী। উত্তর প্রদেশে হিমালয়তীর্থ সরয়ূ ও গোমতীর সঙ্গমস্থলে বাগেশ্বর নামক তীর্থে প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গ বাগেশ্বর বাগনাথ নামে অদ্যাপি পূজিত হচ্ছেন। পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ লিখেছেন, মহীশূরের অন্তর্গত বেলুড় ও হলেবিড্ গ্রামে হৈসল রাজাদের মন্দির গাত্রে সরস্বতীর মূর্তিগুলি শিবশক্তিরূপে নির্মিত। সরস্বতীই ভদ্রকালীরূপে বন্দিতা হন—ভদ্রকাল্যৈ নমো নিত্যং প্রভৃতি পুষ্পাঞ্জলি মন্ত্রে।

সমাধানঃ উপরোক্ত বিবরণে সরস্বতী ব্রহ্মার কন্যা, শিবেরও কন্যা। কৃষ্ণের মুখ থেকে তাঁর আবির্ভাব হওয়ায় তিনি কৃষ্ণ-বিষ্ণুরও কন্যা। আবার তিনিই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব —এই তিন দেবতারই শক্তি বা পত্নীরূপে বর্ণিতা এবং চিত্রিতা। একটি তাম্রশাসনে (মাইহার লিপি—Maihar inscription—খ্রীঃ দশম শতাব্দীর মধ্যভাগ) সরস্বতীকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের শক্তিরূপে বর্ণনা করা হয়েছে —যা ব্রাহ্মী কমলোদ্ভবস্য কমলা বিষ্ণোশ্চ বক্ষঃস্থলে। দেহার্ধং গিরিশস্য বিশ্বমোহিতা গৌরী জগদ্বিশ্রুতা। প্রত্যগ্রাস্থিত সান্দ্রবিম্ব···পিষ্টাতকস্থানমকং সৈবাস্মিন্ শিখরে গিরের্ভগবতী নিত্যং স্থিতা চারুণি ॥[২]—যে দেবী পদ্মযোনি ব্রহ্মার শক্তি ব্রাহ্মী, বিষ্ণুর বক্ষঃস্থলে স্থিতা কমলা, মহাদেবের দেহার্ধভাগিনী বিশ্ববিখ্যাত বিশ্বমোহিনী গৌরী তিনিই পিষ্টাতকস্থানে এই সুন্দর গিরিশিখরে স্নিগ্ধরূপা ভগবতীরূপে নিত্য স্থিতা।

ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব যেমন একই দেবসত্তা, গুণকর্মের ভিন্নতা হেতু ভিন্ন ভিন্ন উপাধিতে উল্লিখিত তেমনি এই ত্রয়ী দেবসত্তার শক্তি ও ব্রাহ্মী বৈষ্ণবী রৌদ্রী —এঁদেরই বৈচিত্র্যময় রূপ একই শক্তিদেবতার অন্তর্ভুক্ত। একই শক্তিকে সরস্বতী দুর্গা লক্ষ্মী বলে পুরাণকাররা তাঁদের পুরুষ রূপের সম্পর্কে কখনও কন্যা কখনও জায়ারূপে বর্ণনা করেছেন। তাই আপাতঃ বিরোধের অন্তরালে প্রকৃত সত্য উপলব্ধিতে সকল অসঙ্গতির অবসান অবশ্যম্ভাবী। কুরূদ লিপিতে (Kurda inscription—৯৭২-৭৩ খ্রীষ্টাব্দ) শ্রীসরস্বতী ও উমাকে ব্রহ্মাদি ত্রয়ী দেবসত্তার শক্তিরূপে উল্লেখ করা হয়েছে—শ্রীসরস্বত্যুমাভাস্বদ্বল্লীসংশ্লেষভূষিতম্।
ভূতয়ে ভবতাং ভূয়াদজকল্পতরুত্রয়ম্ ॥[৩]

---

১ বামনপুঃ—৭০।৯০ ২ Epigraphia Indica, vol. XXXV—p. 174
৩ Indian Antiquary, vol. XII—p. 264

শ্রীসরস্বতী ও উমারূপী উজ্জ্বললতা সংশ্লেষের দ্বারা শোভিত জন্মরহিত তিন কল্পবৃক্ষে তোমাদের উন্নতি বিধান করুন।

গায়ত্রীর ত্রিরূপ ও সরস্বতী : ব্রহ্মা-পত্নী গায়ত্রীর তিনসন্ধ্যায় উপাসনায় তিনটি রূপ ধ্যান করার রীতি :—

তততো ধ্যায়েন্মহাদেবীং গায়ত্রীং পরদেবতাম্।
প্রাতর্মধ্যাহ্নসায়াহ্নে ত্রিরূপাং গুণভেদতঃ ॥[১]

প্রাতঃকালে ব্রাহ্মী, মধ্যাহ্নে বৈষ্ণবী ও সায়ংকালে শিবা—গায়ত্রীর এই তিন রূপ। মধ্যাহ্নে বৈষ্ণবীর ধ্যান :—

মধ্যাহ্নে তাং শ্যামবর্ণাং বৈষ্ণবীঞ্চ চতুর্ভুজাম্।
শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারিণীং গরুড়াসনাম্ ॥
পীনোত্তুঙ্গ কুচদ্বন্দ্বাং বনমালাবিভূষণাম্।
যুবতীং সততং ধ্যায়েন্মাতণ্ডমণ্ডলে ॥[২]

—মধ্যাহ্নে গায়ত্রীকে শ্যামবর্ণা, চতুর্ভুজা, শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারিণী, গরুড়াসনা, পীনোত্তুঙ্গস্তনদ্বয়শোভিতা, বনমালা বিভূষিতা, সূর্যমণ্ডলে স্থিতা যুবতী বৈষ্ণবী-রূপে ধ্যান করবে।

সায়ংসন্ধ্যায় শিবার ধ্যান :—

সায়াহ্নে বরদাং দেবীং গায়ত্রীং সংস্মরেদ্‌যতিঃ।
শুক্লাং শুক্লাম্বরধরাং বৃষাসনকৃতাশ্রয়াম্ ॥
ত্রিনেত্রাং বরদাং পাশং শূলঞ্চনৃকরোটিকাম্।
বিভ্রতীং করপদ্মৈশ্চ বৃদ্ধাং গলিতযৌবনাম্ ॥[৩]

—যতি সন্ধ্যাকালে বরদা গায়ত্রী দেবীকে স্মরণ করবে। তিনি শুক্লবর্ণা, শুক্লবসনধারিণী, বৃষবাহিনী, ত্রিনেত্রা, বরদমুদ্রা, পাশ, শূল এবং নরকপাল করপদ্মে ধারণ করেন, তিনি বৃদ্ধা ও গলিত যৌবনা।

গায়ত্রীর এই তিন রূপ প্রকৃতপক্ষে সরস্বতীরই তিন রূপ। পুরাণকার তাই বলছেন—

পূর্বাহ্নে রক্তবর্ণাস্তু মধ্যাহ্নে শুক্লবর্ণিকাম্।
সায়ং সরস্বতীং কৃষ্ণাং দ্বিজো ধ্যায়েদ্ যথাবিধিঃ ॥[৪]

—পূর্বাহ্নে রক্তবর্ণা, মধ্যাহ্নে শুক্লা এবং সায়াহ্নে কৃষ্ণা সরস্বতীকে দ্বিজ ধ্যান করবেন।

গায়ত্রীর তন্ত্রোক্ত ত্রিরূপের বর্ণনা আর এক স্থান থেকে উদ্ধৃত করছি :—

ধ্যায়েৎ কালত্রয়ে দেবীং ত্রিগুণাং গুণভেদতঃ
প্রাতর্ব্রাহ্মী রক্তবর্ণা দ্বিভুজা চ কুমারিকা।

---

১ মহানির্বাণতন্ত্র—৫।৫৫
২ মহানির্বাণতন্ত্র—৫।৫৭-৫৮
৩ মহানির্বাণতন্ত্র—৫।৫৯-৬০
৪ পদ্মপুঃ, সৃষ্টিখণ্ড—৪২।১২১

কমণ্ডলুং তীর্থপূর্ণমক্ষমালাঞ্চ বিভ্রতী
কৃষ্ণাজিনাম্বরধরা হংসারূঢ়া শুচিস্মিতা ॥
মধ্যাহ্নে সা শ্যামবর্ণা বৈষ্ণবী চ চতুর্ভুজা
শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারিণী গরুড়াসনা।
পীনোন্নতকুচদ্বন্দ্বা বরমালাবিভূষণা
যুবতী চ সদা ধ্যেয়া মধ্যে মার্তণ্ডমণ্ডলে ॥
সায়ং সরস্বতীরূপা চন্দ্রার্ধকৃতশেখরা।
অস্তমিতমার্তণ্ডে ধ্যেয়া বিগত যৌবনা ॥[১]

এখানে সায়ংসন্ধ্যায় গায়ত্রী দেবী সরস্বতী নামে উল্লিখিতা। প্রাতঃসন্ধ্যার ব্রহ্মশক্তি ব্রাহ্মী ও মধ্যাহ্ন সন্ধ্যার বিষ্ণুশক্তি বৈষ্ণবী ও সরস্বতীরূপা। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের শক্তি ব্রহ্মাণী, বৈষ্ণবী ও শিবার সমন্বিত রূপই সরস্বতীর বৈচিত্রময় রূপ। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব—এই তিন দেবই সূর্যাগ্নির তিনটি গুণকর্ম অনুসারে পরিকল্পিত। মার্কণ্ডেয় পুরাণ বলেছেন যে, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব তিনই সূর্য—আর সূর্যেরই তনু বা শক্তি ব্রাহ্মী-বৈষ্ণবী ও শিবানী।

যো ব্রহ্মা যো মহাদেবো যো বিষ্ণুর্যঃ প্রজাপতিঃ।

* * *

ব্রাহ্মী মাহেশ্বরী চৈব বৈষ্ণবী চৈব তে তনুঃ ॥[২]

বরাহপুরাণে (৯০ অঃ) দেবতেজ থেকে মহাশক্তির জন্ম হলে মহাশক্তি ত্রিধা বিভিন্না হয়ে ব্রাহ্মী, বৈষ্ণবী ও রৌদ্রী—তিন মূর্তি হয়েছিলেন।

সূর্যমণ্ডলমধ্যস্থিতা জ্যোতীরূপিণী সরস্বতী হলেন পদ্মাসনা সরস্বতী। পদ্ম সূর্যেরই প্রতীক। কূর্মপুরাণে নবনৃপতিকৃত সরস্বতীর স্তবে ব্রহ্মাণী, বৈষ্ণবী ও শিবানী একত্রীভূতা হয়ে অখণ্ড সত্তায় পরিণত হয়েছেন—

হিরণ্যগর্ভসম্ভূতাং ত্রিনেত্রাং চন্দ্রশেখরাম্ ॥
নমস্তে পরমানন্দাং চিৎকলাং ব্রহ্মরূপিণীম্।
পাহি মাং পরমেশানি ভীতং শরণাগতম্ ॥[৩]

—হিরণ্যগর্ভ প্রজাপতি (ব্রহ্মা) থেকে জাতা, ত্রিনেত্রা, চন্দ্রশেখরা, পরমানন্দা, চিৎরূপিণী, ব্রহ্মরূপিণী (ব্রাহ্মী) সরস্বতীকে প্রণাম করুন। হে পরমেশানি (শিবানী) ভীত শরণাগত আমাকে রক্ষা কর।

সরস্বতীর বাহন : আধুনিককালে সরস্বতী হংসবাহনা। কাশ্মীরী পণ্ডিত কল্হন বলেছেন যে সরস্বতী হংসরূপে ভেড়গিরিশৃঙ্গে দেখা দিয়েছিলেন—

দেবী ভেরগিরেঃ শৃঙ্গে গঙ্গোদ্ভেদশুচৌ স্বয়ম্।
সরোহন্তর্দৃশ্যতে যত্র হংসরূপা সরস্বতী ॥[৪]

---

১ প্রাণতোষিণীতন্ত্র, বসুমতী সং—পৃঃ ১৯৬।৩।৪ ২ মার্কণ্ডেয় পুঃ, ১০১ অঃ
৩ কূর্ম পুঃ, পূর্বভাগ –২০।২০-২১ ৪ রাজতরঙ্গিনী—এ. ষ্টাইন্ সম্পাদিত - ১।৩৫

হংসরূপা সরস্বতী হংসবাহনা সরস্বতী হয়েছেন, এরূপ ধারণা অত্যন্ত সঙ্গত। হংসবাহনা সরস্বতীর প্রস্তরমূর্তিও প্রচুর পাওয়া যায়। এবিষয়ে সন্দেহ নেই যে দেবীর এই উভচর পক্ষী-বাহনটি তিনি ব্রহ্মার শক্তি হিসাবে ব্রহ্মার কাছ থেকে লাভ করেছেন। কিন্তু ব্রহ্মা বা সরস্বতীর বাহনটি পক্ষীবিশেষ নয়। বেদে এবং উপনিষদে হংস শব্দের অর্থ সূর্য।[১] সূর্যের সৃজনী শক্তির বিগ্রহান্বিত রূপ ব্রহ্মা এবং সূর্যাগ্নির গতিশীল কিরণরূপা ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব-শক্তি সরস্বতীর বাহন হয়েছেন হংস বা সূর্য অত্যন্ত সঙ্গত কারণেই। এই জন্যই ব্রহ্মা ও সরস্বতীর বাহন হংস। নামসাদৃশ্যে সূর্য হংস পক্ষিরূপতা প্রাপ্ত হয়েছে। স্বামী নির্মলানন্দের মতে শ্বেতবর্ণ প্রকাশকাত্মক সত্ত্বগুণের দ্যোতক বলে হংস সরস্বতীর বাহন।[২] তিনি আরও লিখেছেন, "তন্ত্র ও উপনিষৎশাস্ত্রে 'হংসঃ' ই পরমাত্মার লিঙ্গ বা প্রতীক; 'হংসঃ' ই তত্ত্বমসি জ্ঞান। কেননা, 'অহং সঃ'—এই আত্মচৈতন্যসূচক মহাবাক্যেরই সংক্ষিপ্ত রূপ 'হংসঃ'।" সূর্যাগ্নির সর্বব্যাপী তেজই ত আত্মারূপে জীবে উদ্ভিদে বিভাসিত।[৩] এই অর্থে জ্যোতিরূপা সরস্বতীর বাহন বা প্রতীক হংস,—এরূপ ব্যাখ্যাও অসঙ্গত নয়।

কিন্তু পুরাণে তন্ত্রে হংসবাহনা সরস্বতীর উল্লেখ অপেক্ষাকৃত কম। সরস্বতী বারংবার বাহন পরিবর্তন করেছেন। মেষ, সিংহ, ময়ূর ও হংস—এই চারটি প্রাণী সরস্বতীর বাহনরূপে কল্পিত হয়েছে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে মেষবাহনা সরস্বতীর মূর্তি আছে।

সরস্বতীর যজ্ঞে মেষী বলি দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল—"সারস্বতী মেষী।"[৪] সারস্বত সত্রে মেষী বলিদানের ব্যবস্থা সাঙ্খ্যায়নের শ্রৌতসূত্রেও বিহিত আছে—"তস্য সৌত্রামনস্যাশ্বিনঃ পশুর্লোহিতেন বর্ণেন বিশিষ্টঃ সরস্বতী চ মেষী ইত্যেতৌ পশূ উপালম্ভ্যৌ।"[৫]

সৌত্রামনী যাগে আশ্বিন সত্রে লাল রঙের পশু এবং সারস্বত সত্রে মেষী এই দুই পশু বলির জন্য নির্দিষ্ট। "বাঙ্গালা দেশের কোথাও কোথাও সরস্বতী পূজার দিনে এখনও ভেড়া বলি ও ভেড়ার লড়াই সুপরিচিত।"[৬] যজ্ঞে বলিপ্রদত্ত পশু দেবতাদের প্রিয় পশুরূপে কল্পিত হওয়ায় অনেক সময় দেবতার প্রিয় পশু দেবতার বাহনরূপে কল্পিত হয়। এজন্যে মেষী সরস্বতীর বাহন। প্রসিদ্ধ গবেষক নলিনী-কান্ত ভট্টশালীও সরস্বতী পূজার সময় মেষ বলিদান ও মেষের লড়াই-এর উল্লেখ করেছেন।[৭]

দক্ষিণভারতে বোম্বাই অঞ্চলে ময়ূর-বাহনা সরস্বতীর প্রাচুর্য দেখা যায়।[৮] প্রসিদ্ধ পুরাতত্ত্ববিদ্ জেনারেল কানিংহাম বলেন যে সরস্বতী নদীর তীরে ময়ূরের প্রাচুর্যহেতু ময়ূর সরস্বতীর বাহনরূপে কল্পিত হয়েছে।[৯]

---

১ হিন্দুদের দেবদেবী, ১ম পর্ব, সূর্যপ্রসঙ্গ, ২য় সং – পৃঃ ১০৭ দ্রষ্টব্য
২ দেবদেবী ও তাঁদের বাহন—পৃঃ ৫৪ ৩ তদেব—পৃঃ ৫৬ ৪ শুক্ল যজুঃ—২৯।৫৮
৫ সাংখ্য শ্রৌত—১৩।১৩।১ ৬ বাঙালীর ইতিহাস, ডঃ নীহাররঞ্জন রায়—পৃঃ ৬১৭
৭ Age of Imperial Kanauj—p. 363. ৮ সরস্বতী, অমূল্যচরণ—পৃঃ ৮১
৯ Archeological Survey Rept. IX—p. 70

সিংহবাহনা সরস্বতী মূর্তি দুর্লভ নয়। কলকাতার যাদুঘরে সিংহবাহনা বাগীশ্বরী মূর্তি আছে। অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ বারাণসীর নিকটে সরস্বতী মন্দিরে সিংহবাহনা বাগীশ্বরী সরস্বতী মূর্তির উল্লেখ করেছেন। কৃষ্ণযজুর্বেদে সরস্বতীকে বারংবার সিংহী বলা হয়েছে—সিংহীরসি সপত্নসাহী স্বাহা, সিংহীরসি সুপ্রজাবনিঃ স্বাহা, সিংহীরসি রায়স্পোষবনিঃ স্বাহা, সিংহীরস্যাদিত্যবনিঃ স্বাহা, সিংহীরস্যাবহ দেবান্দেবয়তে যজমানায় স্বাহা।[১] —(অস্যার্থঃ)—হে সরস্বতি! তুমি সিংহী হও, তুমি আমাদের শত্রুনিপাত কর, তুমি সিংহী, তুমি সুন্দর পুত্রভৃত্যাদি দাও, তুমি সিংহী, পশু প্রভৃতি ধন দান কর, তুমি সিংহী, আদিত্য সম্বন্ধীয় সম্পদ ও প্রতিষ্ঠা দাও, তুমি সিংহী, দেবতাদের কৃপাকামনাকারী যজমানের হব্য গ্রহণের জন্য দেবতাদের এখানে আনয়ন কর।

এই মন্ত্রের সঙ্গে একটি উপাখ্যান সংশ্লিষ্ট আছে। উপাখ্যান অনুসারে "অসুরগণের অত্যাচারে ক্রুদ্ধ হইয়া পুরাকালে বাগ্দেবতা সিংহীরূপ ধারণ করিয়া অসুরগণকে সংহার করিয়াছিলেন।"[২] শতপথ ব্রাহ্মণেও (৩।৫।১।১৩) সরস্বতীর সিংহীরূপ ধারণের কাহিনী পাওয়া যায়। অঙ্গিরাদের যজ্ঞে আদিত্যগণ বাক্‌কে দক্ষিণারূপে নির্দিষ্ট করেছিলেন, কিন্তু অঙ্গিরাগণ বাক্‌কে প্রত্যাখ্যান করে সূর্যকে দক্ষিণাস্বরূপ গ্রহণ করায় বাক্ ক্রুদ্ধ হয়ে সিংহীরূপ ধারণ করে দেব ও অসুরদের বিনষ্ট করেছিলেন। জৈমিনীয় ব্রাহ্মণেও (৩।১৮৭) সরস্বতীর সিংহীরূপ ধারণের প্রসঙ্গ আছে। সিংহ সূর্যের প্রতীক্। উপনিষদে সূর্যই সিংহ। ব্রহ্মা যেমন হংসরূপ ধারণ করেছিলেন, সরস্বতীও তেমনি সিংহীরূপ ধারণ করেছিলেন। হংসরূপ ধারণ করায় ব্রহ্মার বাহন হয়েছে ব্রহ্মারই এক মূর্তি হংস—সাদৃশ্যহেতু সরস্বতীরও বাহন হংস। সিংহীরূপধারিণী সরস্বতীর মূর্তান্তর সিংহী সরস্বতীর বাহনত্বে নিযুক্ত হয়েছে। সরস্বতীর সিংহীরূপধারণ প্রসঙ্গে কয়েকটি বিষয় মনে আসে। সরস্বতী নদীতীরে কোন অরণ্যপ্রদেশে কি সিংহের বাস ছিল? নাকি, বিপুলকায় বিপুল-স্রোতা সরস্বতী নদী সিংহীর মত ভয়ংকরী ও শত্রুর অনধিগম্যা ছিল বলেই সরস্বতী সিংহী হলেন, এবং তাঁর বাহনও হোল সিংহ? স্মরণ করা যেতে পারে যে, পশ্চিম ভারতে গির্ণার অঞ্চলে এখনও সিংহের বাস। আরও একটি সম্ভাবনার কথা মনে আসে। সূর্যাগ্নির জ্যোতীরূপা ঘোরা সিংহতুল্য পরাক্রমশালিনী সরস্বতী অশুভ শক্তি অন্ধকারের দানব দলন করেছেন। বেদে সূর্যকেই সিংহরূপে কল্পনা করা হয়েছে—মৃগো ন ভীমঃ কুচরো গিরিষ্ঠাঃ।[৩] গিরিচর ভয়ংকর সিংহের মত সূর্য পরিক্রমণ করেন পৃথিবী, দ্যুলোক ও অন্তরীক্ষলোক। সুতরাং সূর্য-জ্যোতি দিব্যসরস্বতী অনায়াসে সিংহবাহনা দেবীতে পরিণত হতে পারেন।

---

১ কৃষ্ণ যজুঃ—১।৫।১২।৪ ২ দুর্গাদাস লাহিড়ী
৩ হিন্দুদের দেবী, ২য় পর্ব, ২য় সং—পৃঃ ২৪৯-৫০ দ্রষ্টব্য

সরস্বতীর চতুর্বিধ বাহনের মধ্যে পৌর্বাপর্য্য নির্ণয় করা কঠিন। সিংহী এবং মেষী যে সরস্বতীর আদি বাহন ছিল, বৈদিক সাক্ষ্য থেকে তা প্রমাণিত হয়। পরবর্তীকালে দুর্গা সরস্বতীর কাছ থেকে কেড়ে নিলেন সিংহ, কার্তিকেয় নিলেন ময়ূর। সিংহ ও ময়ূর ছেড়ে দিয়ে সরস্বতী ব্রহ্মার শক্তি ব্রহ্মাণী হিসাবে ব্রহ্মার বাহনটিকে চিরস্থায়ী বাহনত্বের মর্যাদা দিলেন।

বহির্ভারতে সরস্বতী : সরস্বতী বিদ্যার ও ললিতকলার অধিষ্ঠাত্রী হিসাবে সমগ্র ভারতে পূজিতা হয়েছেন এবং হচ্ছেন। কিন্তু ভারতের বাইরেও দেশে দেশান্তরে তাঁর পূজা প্রসারিত হয়েছে। যবদ্বীপে প্রাপ্ত পদ্মাসীনা সপ্ততন্ত্রী বীণাহস্তা বীণাবাদিনী সরস্বতী মূর্তি, তিব্বতে বজ্রধারিণী ময়ূর বাহনা বজ্রসরস্বতী ও বীণাপাণি সরস্বতী, জাপানে বেনতেন নামধারিণী সর্পাসনা দ্বিভুজা বীণাপাণি, অষ্টভুজা হপ্পিবেনতেন সরস্বতীর বহির্ভারতে পাড়ি দেওয়ার অভ্রান্ত সাক্ষ্য বহন করে।[১] তিব্বত, জাপান ও অন্যান্য দেশে সরস্বতীর পাড়ি জমানো সম্পর্কে Alice Getty লিখেছেন, "As goddess of music and poetry, she is revered alike by Brahmans and Buddhists and her worship has penetrated as far as China and Japan.

In India and Tibet she is generally represented as seated, holding with her two hands the vinā or Indian lute, but in Tibet she may hold a thunderbolt, in which case she is called Vajra Sarasvati. If painted, her colour is white, and her mount a peacock...

In Japan the goddess Benten is looked upon as a manifestation of Sarasvati, her full name is Dai-ben-Zai-ten or 'Great Divinity of Reasoning Faculty' ; and she is believed to confer power, happiness, riches, long life, fame and reasoning powers...

The goddess is generally represented either sitting or standing on a dragon or huge snake. She has only two arms and biwa or Japanese lute..."[২]

জাপানে সাতটি সৌভাগ্যদেবতার মধ্যে একমাত্র স্ত্রী দেবতা বেনতেন সমুদ্রের দেবতা। তিনি সাহিত্য-সঙ্গীতের প্রেরণাদাত্রী এবং সুখ ও ঐশ্বর্যদায়িনী। তিনি সমুদ্রজা, সাগরনিলয়া—ড্রাগন বাহনা,—ড্রাগন বা সর্প তার পতি,—একটি শ্বেত সর্প তাঁর দূত। বেনতেন অষ্টভুজা—দুই কর প্রার্থনার ভঙ্গীতে যুক্ত। বিউআ (biwa) নামক বাদ্যযন্ত্র (বীণা ?) তাঁর প্রিয়। তাঁকে চিত্রে সমুদ্রগর্ভে পদ্মোপরি

১ সরস্বতী, অমূল্যচরণ—পৃঃ ১২৬-১৩১
২ Gods of Northern Buddhism—pages 113-114.

উপবিষ্টা অথবা সর্পাসনা বিউআ বাদনরতা অবস্থায় দ্বিভুজা ও চতুর্ভুজারূপে অংকিত দেখা যায়।[১]

বেন্-তেন্ বেনজৈ-তেন (Benzai-ten), বেজৈ-তেন (Bezai-ten), বেন্-তেন-সম (Benten-Sama), বেন্জমিনি (Benzamini), ম্যোন্-তেন (Myō'on-ten) অর্থাৎ সুকণ্ঠের দেবী, দৈবেন (Daiben), দৈবেন্জৈ-তেন (Dai-Benzai-ten) অর্থাৎ প্রতিভার দেবী, তেন্-নিও (Ten-nio) অর্থাৎ মহৎ কর্মের দেবী প্রভৃতি বিভিন্ন নামে অভিহিত।

জাপানে সরস্বতী

বেন্জৈ-তেন বোন্-তেন্ বা ব্রহ্মার পত্নী। তাঁর আকৃতি সুন্দর, তিনি ভক্তদের জ্ঞান, বাগ্মিতা, সঙ্গীত, সম্পদ, রণজয়, এবং নদীর জলপ্রবাহ প্রদান করেন। সমগ্র জাপানে তিনি অত্যন্ত জনপ্রিয় দেবতা, তিনি প্রেম, সঙ্গীত, সম্পদ, সৌভাগ্য, সৌন্দর্য, সুখ, জ্ঞান, জয়, সন্তান ইত্যাদি সকল প্রার্থনা পূর্ণ করেন।

বেন্-তেন দ্বিবিধরূপে পূজিতা হন। একরূপে তিনি বীণাবাদনরতা সুন্দরী, অপররূপে তিনি ভয়ংকরী—যোদ্ধবেশধারিণী—অসিহস্তা—পদতলে কচ্ছপ ও সর্প। জাপানে বেন্-তেন্ দ্বিভুজা ও অষ্টভুজা—উভয় মূর্তিতেই পূজিতা। বিদ্যা, সৌভাগ্য ইত্যাদি কামনায় দ্বিভুজা বীণাবাদনরতা বেন্-তেনের পূজা করা হয়। অষ্টভুজা মূর্তির পূজা হয় রণজয় কামনায়, তাঁর আট হাতে থাকে ধনু, তরবারি, কুঠার, পাশ, বাণ, বর্শা, দীর্ঘ দণ্ড এবং লৌহচক্র। বিভিন্ন জাপানী গ্রন্থে বেন্-তেনের আট হাতে অস্ত্রের তারতম্য আছে। অববকু-সো (Ababaku-sho) গ্রন্থে বেনজৈতেনের চারি বামহস্তে ত্রিশূল, সূর্যকান্তমণি সহ বর্শা, ধনু ও চক্র, এবং দক্ষিণ চারিহস্তে তরবারি, চন্দ্রকান্তমণি-সহ বর্শা, বাণ ও পাশ থাকে। বেন্জৈ-তেন এম্ম (Emma) বা যমের জ্যেষ্ঠা ভগিনী। জাপানে বিভিন্ন মন্দিরে বেন্জৈতেনের বৈচিত্র্যময় মূর্তি পাওয়া যায়। এনোসিম জিঞ্জ নামক মন্দিরে অষ্টভুজা সরস্বতী পদ্মের উপরে উপবিষ্টা। অষ্টভুজা দণ্ডায়মানা বেন্-তেনের মূর্তিও পাওয়া যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে দেবীর মানুষের মত মুখ এবং সাপের মত দেহ, কোথাও সাপের মুখ, মনুষ্যাকৃতি দেহ।[২] বেন্-তেন সরস্বতী, লক্ষ্মী ও মনসার সম্মিলিত রূপ বলে মনে হয়। ব্রহ্মা ও যমের সঙ্গে বেন-তেনের সম্পর্ক তাঁর স্বরূপটিকেও প্রকাশিত করে।

চৈনিক কুয়ান্‌যিন্ : চীন দেশের শস্য দেবতা কুয়ানযিন্ (Kuanyin)-এর সঙ্গে সরস্বতীর তুলনা অপ্রাসঙ্গিক নয়। কুয়ান্ যিন্ শস্যদেবতা—দ্বিভুজা—করুণাময়ী। মানুষের দুঃখদুর্দশায় কৃপাপরবশ হয়ে ইনি স্তনদুগ্ধধারায় ধান্য সিঞ্চন করে প্রভূত শস্যের দ্বারা মানবকুলকে রক্ষা করেছিলেন। কুয়ান্ যিন সাগর বক্ষে পদ্মাসনা।[৩] কিন্তু শস্যদেবী কুয়ান্ যিন্ সরস্বতী অপেক্ষা ধন বা শস্যের

১ Japanese Mythology, Juliet Piggot—pages 130-32
২ Hindu Divinities in Japanese Buddhist Pantheon—D. N. Bakshi, [pp. 108-117
৩ Chinese Mythology—Anthony Christie—page 93

দেবী লক্ষ্মীরই সগোত্রা। চীন দেশে সাহিত্যের অধিষ্ঠাতা পুরুষ দেবতা ওয়েন-ছাং (Wen-Chhang), তাঁর সহচর থিয়েন্-লুং (Thien-Lung) এবং সহচরী তি-মু (Timu) বা তি-য়া (Tiya)।[১]

ইস্তার বা ইনান্না : কেউ কেউ মধ্যপ্রাচ্যের মাতৃকা দেবী (mother goddess) ইস্তার বা ইনান্নার (Istar or Inanna) সঙ্গে সরস্বতীর তুলনা করেছেন।[২] মধ্যপ্রাচ্যে ইস্তার একজন প্রধান দেবতা। ইনি ব্যাবিলনীয়, এসিরীয় ও ক্যানানীয় (Cannanite) দের কাছে প্রেম, উর্বরতা ও যুদ্ধের দেবতা, ইনি সিংহবাহনা। জন গ্রে (John Gray) ইস্তার সম্পর্কে লিখেছেন, "The warlike character of Istar is particularly predominant in Assyria from eleventh century B.C., when she is associated with the National god Ashur himself. She is lauded in royal inscriptions as the warrior goddess 'perfect in courage' who nerved the Assyrian soldiers in the field and destroyed their enemies and who directed the conqueror Kings by dream-oracles. Her cult animal is significantly the lion which is depicted regularly in Mesopotamian sculpture and Egyptian cultures from the nineteenth dynasty (1350-1200 B.C.). Her fertility and warlike character are clearly indicated by her association with the fertility god Min and the fierce god Reseph, who slew men by war and plague."[৩]

রণোন্মাদিনী দেবী ইস্তারকে বিদ্যাধিষ্ঠাত্রী সরস্বতীর সঙ্গে তুলনা করা অনুচিত বোধ হয়। অবশ্য বৈদিক সরস্বতী দানবঘাতিনী শত্রুদলনী। বিদ্যাদেবী সরস্বতী অপেক্ষা রুদ্রাণী-অম্বিকা-চণ্ডীর সঙ্গে ইস্তারের সাদৃশ্য বেশী।

গ্রীক্‌দেবী এথেনী বা এথেনা : গ্রীক্ দেবী এথেনীর সঙ্গেও সরস্বতীর সাদৃশ্য অনেকে কল্পনা করে থাকেন। দেবরাজ জিউসের কন্যা এবং নদীদেব ত্রিতনের কন্যা প্যালাস (Pallas) যৌবনকে হত্যা করে প্যালাস এথেনী নামে পরিচিতা হয়েছিলেন। তিনি ছাগচর্মের পোষাক এবং ড্রাগনের মুখোস পরিধান করতেন। গ্রীকদেশীয় অপর কিম্বদন্তী অনুসারে এথেনী ডানাওয়ালা ছাগমুখ দেবতা Pallas-এর কন্যা, অপর কাহিনীতে তিনি Poseidon-এর কন্যা।[৪] ছাগচর্ম পরিহিতা এথেনার মূর্তি থেকে জে. জি. ফ্রেজার অনুমান করেন যে ছাগ পবিত্র জীব এবং এথেনার প্রতীক হিসাবে ব্যবহৃত হোত; এবং ছাগবলির পরে

১ Chinese Mythology—Anthony Christie—age 56
২ সরস্বতী : বিভিন্নরূপে বিভিন্ন ভূমিকায়—শঙ্করনাথ ভট্টাচার্য—দৈনিক বসুমতী, [১১ই মাঘ ১০৮৪
৩ Near Eastern Mythology, John Grey—page 23
৪ Greek Myths, Robert Graves, vol. I—pages 44-45

ছাগচর্ম দেবীর বিগ্রহে উপহার দেওয়া হোত। অলিভ (olive) ছিল এথেনার প্রিয় বৃক্ষ।[১] এথেনী শব্দের অর্থ এথেন্‌স নগরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা,—এথেনীর সঙ্গে পোসিডনের সংগ্রাম হয়েছিল এথেনস্‌-এর অধিকার নিয়ে। শেষ পর্যন্ত এথেনী জিউসের সাহায্যে এথেন্‌স্‌-এর অধিকার ফিরে পেয়েছিলেন এবং জিউসের মস্তক থেকে জাতা বলে জিউসের পিতৃত্ব স্বীকার করে নিয়েছিলেন।[২] এথেনী প্রথম দৈব পাশা আবিষ্কার করেছিলেন।[৩] হরিণের অস্থি থেকে তিনি এক অপূর্ব বাঁশী নির্মাণ করে দেবসভায় বাজিয়েছিলেন।[৪] গ্রীক্‌ এথেনী ন্যায়বিচারের প্রতীক।[৫] এথেনী চন্দ্রাধিষ্ঠাত্রী,—রাত্রিতে আলোক বিকীর্ণ করেন, চারুশিল্প এবং কারুশিল্পের (Smith craft and mechanical arts) তিনি পৃষ্ঠপোষকতা করেন।[৬] এথেনী অত্যন্ত প্রতিহিংসাপরায়ণা ও স্বার্থপরতার প্রতিমূর্তি,—তিনি মেডুসাকে ভয়ংকরী দানবীতে পরিণত করেছিলেন।[৭] তিনি জিউসের সহযোগিনী এবং জিউসের মস্তক থেকে পুনর্জাতা।[৮] এথেনী বিভিন্ন ধরণের পক্ষীর সঙ্গে সংশ্লিষ্টা,—হোমারের কাব্য অনুসারে তিনি সামুদ্রিক ঈগল,[৯] চড়াই পক্ষী,[১০] কিন্তু তাঁর প্রধান ও প্রিয় পক্ষী জ্ঞানী পেচক।[১১] পরবর্তীকালে এথেনীর প্রতীক হিসাবে পেঁচা ব্যবহৃত হয়েছে; এমন কি, ভারতবর্ষে গ্রীক্‌ রাজাদের (Bactro-Greek Kings) মুদ্রায় এথেনীর পেচক চিত্রিত হয়েছে। এথেনী চিরকুমারী যুদ্ধোন্মাদিনী দেবী—"Athena is the virginal and unmarried warrior daughter as typical of the Indo-European divine family as it may have been the warrior Society, which that reflects."[১২]

এথেনীর যে চরিত্র উপর্যুক্ত বিবরণে প্রকটিত, তাতে প্রতিহিংসাপরায়ণা রণোন্মাদিনী এথেন্‌সাধিষ্ঠাত্রীর সঙ্গে হিন্দুদের কোন দেবীর চরিত্রগত সাদৃশ্য কল্পনা করা যায় না,—সরস্বতীর ত নয়ই। তবে এথেনীর পেচকের সঙ্গে লক্ষ্মীর পেচকের কোন সংযোগ থাকা সম্ভব কিনা বলা সম্ভব নয়।

রোমীয় মিনার্ভা : রোমীয় দেবী মিনার্ভার সঙ্গেও সরস্বতীর সাদৃশ্য কল্পিত হয়ে থাকে। রোমীয় দেব জুপিটর (গ্রীক্‌ জিউস্‌), দেবী জুনো (গ্রীক্‌ হেরা) এবং মিনার্ভা মিলে রোমে দেবতাত্রয়ী নামে প্রসিদ্ধ। জুনো এবং মিনার্ভা জুপিটারের পত্নী। মিনার্ভার সঙ্গে গ্রীক্‌ দেবী এথেনী সম্মিলিত হয়ে গেছেন। তিনি সকল বিদ্যাবুদ্ধি ও বিদ্যায়তনের অধিকারিণী।[১৩] মিনার্ভার মূর্তিতে দেখা

১ The Golden Bough—Sir J. G. Frazer—pages 626-27
২ Greek Myths, vol. I—p. 62 ৩ Ibid—p. 67 ৪ Ibid—p. 77
৫ Ibid, vol. II—p. 182 ৬ Ibid—p. 87 ৭ Ibid—p. 127
৮ Ibid—p. 129 ৯ Odyssey—3/371 ১০ Odyssey—22/239
১১ Greek Mythology, vol. I—page 3?6
১২ Greek Mythology—John Pinsent—page 32
১৩ Roman Mythology—S. Perowne—pages 18-19

যায়, মাথায় হেলমেট্ পরিহিতা—পায়ে চপ্পল—বাম হাতে পেচক, ডান হাতে বরদমুদ্রার ভঙ্গী। পেচক জ্ঞানের প্রতীক হিসাবে গ্রীস্ রোমে স্বীকৃত।[১]

বিদ্যা, সূচী ও কারুশিল্পের দেবতা হিসাবে গলিশ (Gaulish) মিনার্ভা অত্যন্ত প্রসিদ্ধ, তিনি রোগারোগ্যকারিণী হিসাবে স্নানের সময়ে স্মৃতা হন।[২]

আইরিশ ব্রিঘিদ্ : আইরিশ দেবতা ব্রিঘিদ্ (Brighid) কাব্য, বিদ্যা, শিল্প ও আরোগ্যের দেবতা হিসাবে মিনার্ভার প্রতিরূপ। তিনি কেল্ট্ জাতির প্রধান দেবতা। ব্রিঘিদ্ শব্দের অর্থ 'মহতী'—বৈদিক বা সংস্কৃত বৃহতীর সমতুল্য।

"The name Brighid was originally an epithet meaning 'the exalted one', just as its cognet 'brihati' was used as a divine epithet in Vedic Sanskrit.

...It had a close correspondent in the British Briganti, latinised as briganita—'the exalted one'—tutelary goddess of the Brigantes."[৩]

রোমান দেবী মিনার্ভা ও কেল্টিক্ দেবী ব্রিঘিদের সঙ্গে প্রকৃতিগত দিক থেকে সরস্বতীর সাদৃশ্য আছে ঠিকই। তবে এই দুই দেবতার সঙ্গে ভারতীয় সরস্বতীর সম্পর্ক নির্ণয় করা সম্ভব নয়। কেবল মাত্র জাপানী বিদ্যাদেবী বেন্তেন্ যে ভারতীয় সরস্বতীর বিদেশে আতিথ্য গ্রহণের নিশ্চিত সাক্ষ্য, এটুকুই নিশ্চিত-ভাবে বলা যায়।

---

১ Roman Mythology—page 24

২ Celtic Mythology—Proinbias Mac Cana—pages 34-35

৩ Celtic Mythology—pages 34-35

শ্রী-লক্ষ্মী

লক্ষ্মী পৌরাণিক দেবতা। সমৃদ্ধি ও সৌভাগ্যের দেবতা তিনি। তাঁর কৃপায় সম্পদ ও সৌভাগ্য লাভ হয় এবং স্থায়িত্ব লাভ করে। তিনি নিজে চঞ্চলা হলে সম্পদ সমৃদ্ধির বিনাশ ঘটে। লক্ষ্মীর আর এক নাম শ্রী ;—তিনি বিষ্ণুশক্তি বিষ্ণু-প্রিয়া। সমৃদ্ধি ও সৌভাগ্য কামনায় লক্ষ্মীদেবী হিন্দুদের ঘরে ঘরে পূজিতা হন। টাকা, কড়ি, সোনা এবং ধান্য লক্ষ্মীর প্রতীক হিসাবেও পূজিত হয়ে থাকে।

বেদে শ্রী ও লক্ষ্মী : লক্ষ্মী বা শ্রী নাম্নী কোন দেবীর অস্তিত্ব ঋগ্বেদে স্বীকৃত নয়। লক্ষ্মী শব্দের প্রয়োগ ঋগ্বেদে মাত্র একবার লভ্য—"ভদ্রৈষাং লক্ষ্মী-র্নিহিতাধি বাচি।"[১]—এদের বাক্যে উৎকৃষ্টা লক্ষ্মী আছে। এখানে লক্ষ্মী শব্দে কোন দেবীকে বোঝাচ্ছে না, লক্ষ্মী শব্দ সৌন্দর্য অর্থে ব্যবহৃত। ঋগ্বেদে শ্রী শব্দ কয়েকবার ব্যবহৃত হয়েছে।[২] এই প্রয়োগগুলিতেও শ্রী কোন দেবতাকে বোঝায় নি। "এই সমস্ত স্থানে শ্রীধাতুর অর্থ সোমের সহিত দুগ্ধ সংমিশ্রণ করা, বৈদিক পরিভাষায় ইহাকে অভিষবণ বলে।"[৩]

শ্রী শব্দ বৈদিক সাহিত্যে প্রায়শঃই সম্পদ বা সৌন্দর্য অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণে শ্রী শব্দ সম্পদ অর্থে ব্যাখ্যাত হয়েছে—"শ্রীর্বৈ শ্রায়ন্তীয়ং শ্রিয়মেবৈতদ্ব্রহঃ শ্রিয়মেব তচ্ছ্রিয়াং প্রতিষ্ঠায়তি।"[৪] —শ্রয়তিধাতু নিষ্পন্ন শ্রী ঐশ্বর্যরূপ, সেইজন্য শ্রী বা সম্পদে উদ্গাতা প্রতিষ্ঠিত করেন।

গবাদি পশুও শ্রী বা সম্পদরূপে গণ্য হওয়ার যোগ্য—শ্রীর্বৈ পশবঃ।[৫]

মোক্ষমূলর সম্পাদিত ঋগ্বেদে দশটি মণ্ডলের অতিরিক্ত বত্রিশটি খিলসূক্ত বা পরিশিষ্টসূক্ত সংযোজিত হয়েছে। খিলসূক্তের অন্তর্গত একটি সূক্ত শ্রীসূক্ত নামে প্রসিদ্ধ। এই সূক্তে সর্বভূতের ঈশ্বরী শ্রীদেবীকে আহ্বান করা হয়েছে—

গন্ধদ্বারাং দুরাধর্ষাং নিত্যপুষ্টকরীষিণীম্।
ঈশ্বরীং সর্বভূতানাং তামিহোপহ্বয়ে শ্রিয়ম্॥

—গন্ধলক্ষণা দুরাধর্ষা নিত্যপুষ্টা (শস্যাদি দ্বারা) শুষ্ক গোময়বতী (অর্থাৎ গবাদি পশু সমৃদ্ধা) সর্বভূতের ঈশ্বরী সেই শ্রীকে আমি এখানে আহ্বান করিতেছি।[৬]

খিলসূক্তেই (১৫ অনুবাক্) লক্ষ্মীদেবীর আকৃতির একটি আভাস পাওয়া যেতে পারে—

---

১ ঋগ্বেদ—১০।৭১।২ ২ ঋগ্বেদ—৮।২।১১, ১।৮৪।১১, ৯।৮৪।৫, ৯।৯৩।৩, ৮।৮২।৫
৩ লক্ষ্মী ও গণেশ, অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ—পৃঃ ৩৬ ৪ তাণ্ড্য—১৫।৪।৫
৫ তাণ্ড্য—১৩।২।২ ৬ অনুবাদ—ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত

হিরণ্যবর্ণাং হরিণীং সুবর্ণরজতস্রজাম্।
চন্দ্রাং হিরণ্ময়ীং লক্ষ্মীং জাতবেদো মমাবহ ॥

—সুবর্ণবর্ণা সুবর্ণ ও রজতমাল্যধারিণী চন্দ্রা হিরণ্ময়ী হরিণী (হরিণীতুল্যা চঞ্চলা) লক্ষ্মীকে, হে অগ্নি, আমার যজ্ঞে আনয়ন কর।

শ্রীসূক্তে বর্ণিতা লক্ষ্মী পদ্মোপরি দণ্ডায়মানা। কিন্তু খিলসূক্ত ঋগ্বেদের তুলনায় অর্বাচীনকালের রচনা বলে সকল পণ্ডিতেরই অভিমত। খিল সূক্তের ভাষা ঋগ্বেদের ভাষা থেকে আধুনিকতর। কিন্তু খিলসূক্ত বা শ্রীসূক্তের রচনাকাল ঋগ্বেদের মূল অংশ অপেক্ষা কত পরে তা নির্ণয় করা সম্ভব নয়। কারো কারো মতে এই সূক্তগুলি বুদ্ধদেবের পূর্বে রচিত।[১] বৈদিকযুগের শেষভাগে এই সূক্তগুলি রচিত হয়েছিল বলা অযৌক্তিক বোধ হয় না।

ঋগ্বেদ থেকে শ্রী বা লক্ষ্মী সম্পর্কে কোন তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব না হলেও যজুর্বেদ ও অন্যান্য বৈদিক গ্রন্থাদি থেকে শ্রী সম্পর্কে কিছু কিছু তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব। শুক্ল যজুর্বেদে শ্রী এবং লক্ষ্মী দুই দেবী,—আদিত্যের দুই পত্নী,—

শ্রীশ্চ তে লক্ষ্মীশ্চ পত্ন্যাবহোরাত্রে পার্শ্বে…।[২]

—শ্রী ও লক্ষ্মী তোমার (আদিত্যের) পত্নী, দিবারাত্র তোমার পার্শ্বে থাকেন।

আচার্য মহীধর এখানে লিখেছেন, "যয়া সর্বজনাশ্রয়ণীয়ো ভবতি সা শ্রীঃ শ্রয়তেঽনয়া শ্রীঃ সম্পদিত্যর্থঃ।" যাঁর দ্বারা সর্বজনের আশ্রয়যোগ্য হয়, তিনিই শ্রী,—যাঁর দ্বারা আশ্রিত হয়, তিনিই শ্রী অর্থাৎ সম্পদ। যাঁর দ্বারা লক্ষিত হয়, তিনিই লক্ষ্মী অর্থাৎ সৌন্দর্য।

এখানে শ্রী অর্থে পার্থিব সম্পদ হতে পারে না, তাহলে আদিত্যপত্নী শ্রী হবেন কি ভাবে? শ্রী এখানে অবশ্যই আদিত্যের সম্পদ অর্থাৎ শোভা বা জ্যোতি। শুক্ল যজুর্বেদে আর এক স্থানে শ্রী শব্দের প্রয়োগ আছে।

রসো যশঃ শ্রীঃ শ্রয়তাং স্বাহা।[৩]

—রস যশ শ্রী আমাকে আশ্রয় করুক।

এখানে শ্রী শব্দের অর্থ সম্পদ বা সৌভাগ্য হওয়াই সম্ভব। কিন্তু মহীধর এখানে শ্রী শব্দে লক্ষ্মী অর্থ গ্রহণ করেছেন। নারায়ণ-উপনিষদে শ্রী শব্দ এবং লক্ষ্মী শব্দ পাশাপাশি বর্তমান :

গা বো হিরণ্যং ধনমন্নপানং সর্বেষাং শ্রিয়ৈ স্বাহা।[৪]

—আমার গাভীসমূহ, স্বর্ণ, ধন, অন্ন, পানীয় সকলেরই শ্রী (বৃদ্ধি) হোক্।

শ্রিয়ং চ লক্ষ্মীং পুষ্টিং কীর্তিং চানৃণ্যতাং বহুপুত্রতাম্।[৫]

—শ্রী, লক্ষ্মী, পুষ্টি, কীর্তি, ঋণমুক্তি এবং বহুপুত্রতা প্রাপ্ত হই।

শ্রী এবং লক্ষ্মী পাশাপাশি বর্তমান থাকায় উপনিষদের যুগেও এই শব্দ দুটি সমার্থক বলে গণ্য হয় নি। সুতরাং শ্রী ও লক্ষ্মী কোন কোন স্থানে দেবীরূপে

---

১ লক্ষ্মী ও গণেশ—অমূল্যচরণ—পৃঃ ৩৮
২ শুক্ল যজুঃ—৩১।২২
৩ শুক্ল যজুঃ—৩১।৪
৪ নাঃ উপঃ—৬৩।২
৫ নাঃ উপঃ—৬৩।৩

স্বীকৃত হলেও দুইজনের একত্ব সম্ভব হয় নি। তৈত্তিরীয় উপনিষদেও বসন, অন্নপানীয় এবং শ্রী কামনা করে ঋষি শ্রী অর্থে সম্পদ অথবা সম্পদের অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে বুঝিয়েছেন।

বাসাংসি মম গাবশ্চ। অন্নপানে চ সর্বদা। ততো মে শ্রিয়মাবহ।[১] —আমার পরিচ্ছদ, গাভী, অন্ন ও পানীয় সর্বদা হোক্। তারপর আমার শ্রী বহন করে নিয়ে এস।

বৌধায়নের ধর্মসূত্রে শ্রী দেবীরূপে স্পষ্টভাবে উল্লিখিত হয়েছেন—"শ্রিয়ং দেবীং তর্পয়ামি।"[২] তৈত্তিরীয় আরণ্যকে শ্রী দেবীরূপে প্রতিভাত—"শ্রিয়মাবাহয়ামি গায়ত্র্যা।"[৩] এই মন্ত্রগুলিতে শ্রীর আবাহন থেকে মনে হয়, সৌভাগ্য বা সম্পদের দেবী হিসাবে শ্রী যতটা প্রসিদ্ধা হয়েছিলেন, লক্ষ্মীর ততটা প্রসিদ্ধি ছিল না। শতপথ ব্রাহ্মণেও শ্রীদেবী সম্পর্কে একটি উপাখ্যান আছে। এই উপাখ্যানে শ্রী প্রজাপতির দেহ থেকে জন্মেছিলেন,—"প্রজাপতির্বৈ প্রজাঃ সৃজ্যমানোঽতপ্যত। তস্মাচ্ছ্রান্তাত্তেপানাচ্ছ্রীরুদক্রামৎ সা দীপ্যমানা ভ্রাজমানা লেলায়ন্ত্যতিষ্ঠত্তাং দীপ্যমানাং ভ্রাজমানাং লেলায়ন্তীং দেবা অভ্যধ্যায়ন্।"[৪] —(অস্যার্থঃ) প্রজাপতি প্রজাসৃষ্টিতে রত হয়ে তপস্যা করছিলেন। তপঃক্লান্ত তাঁর দেহ থেকে শ্রী আবির্ভূতা হলেন। অত্যন্ত দীপ্তিমতী ও শোভাময়ী চঞ্চলা শ্রীর প্রতি দেবগণ ঈর্ষান্বিত হলেন।

তখন দেবগণ শ্রীকে বধ করে তাঁর গুণগুলি আত্মসাৎ করতে উদ্যত হন। নারীজাতি অবধ্যা বলে প্রজাপতি দেবতাদের শ্রীর রূপ ও গুণ ভাগ করে নিতে পরামর্শ দিলেন। দেবতারাও শ্রীর রূপগুণ নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নিলেন। পরে প্রজাপতির উপদেশে শ্রী দেবতাদের যজ্ঞদ্বারা তুষ্ট করে নিজের সমস্ত রূপ ও গুণ ফিরে পেয়েছিলেন।[৫]

সুতরাং শতপথ ব্রাহ্মণে শ্রী প্রজাপতির শক্তি এবং শোভা, সৌন্দর্য ও সম্পদের দেবতারূপে স্বীকৃতি লাভ করেছে। রামায়ণে একস্থানে লক্ষ্মী ও শ্রী পৃথক দেবতা রূপে উল্লেখিত হয়েছেন। সীতাকে অরণ্য মধ্যে দেখে রাবণের মনে হয়েছিল পদ্মহীনা শ্রী—পদ্মহীনামিব শ্রিয়ম্।[৬] সীতাকে রাবণ বিভিন্ন দেবীর সঙ্গে তুলনা করে বলেছে—

হ্রীঃ শ্রীঃ কীর্তিঃ শুভা লক্ষ্মীরপ্সরা বা শুভাননে।
ভূতির্বা ত্বং বরারোহে রতির্বাস্বৈরচারিণী ॥[৭]

রামায়ণে অন্যত্র রামচন্দ্রকে বিষ্ণু এবং সীতাকে শ্রী বা লক্ষ্মীরূপে বর্ণিত হতে দেখা যায়।

তস্য পত্নী মহাভাগা লক্ষ্মীঃসীতেতি বিশ্রুতা।[৮]

---

১ তৈঃ উপঃ—১।৪ ২ বৌধাঃ ধর্ম—২।৫।১।১০ ৩ তৈঃ আঃ—১০।৩৫
৪ শতপথ—১১।৪।৩।১ ৫ শতপথ—১১।৪।৩।৪ ৬ রামাঃ অরণ্যকাণ্ড—৪৬।১৫
৭ রামাঃ অরণ্যকাণ্ড—৪৬।১৭ ৮ রামাঃ উত্তর—৪৫।২৩

অতীব রামঃ শুশুভে মুদান্বিতো
বিভুঃ শ্রিয়া বিষ্ণুরিবামরেশ্বরঃ ॥[১]

—অমরেশ্বর বিভু বিষ্ণু শ্রীলাভ করে যেমন শোভা পান রামও তেমনি সীতাকে লাভ করে সানন্দে শোভা পেতে লাগলেন।

দেবতাভিঃ সমারূপে সীতাশ্রীরিবরূপিণী।[২] —রূপে দেবতাদের সমান সীতা শ্রীর তুল্যা রূপময়ী।

সীতা লক্ষ্মীর্মহাভাগা সম্ভূতা বসুধাতলাৎ।[৩]

এই উদ্ধৃতিগুলিতে সীতার সঙ্গে কখনও লক্ষ্মীর কখনও শ্রীর তুলনা দেওয়া হয়েছে। শ্রী এবং লক্ষ্মী বিষ্ণুপত্নীরূপে সুপ্রতিষ্ঠিতা হয়েছেন, কিন্তু শ্রী ও লক্ষ্মীর অভিন্নতা স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করা যায় না। উপরন্তু মনে হয় যে রামায়ণের কালেও শ্রী ও লক্ষ্মী একতা প্রাপ্ত হন নি।

মহাভারতে অর্জুন অস্ত্রলাভার্থে ইন্দ্রের নিকট গমনের প্রাক্কালে দ্রৌপদী অর্জুনের মঙ্গল কামনায় দেবগণের নিকট প্রার্থনা প্রসঙ্গে বলেছিলেন,—

হ্রীঃ শ্রীঃ কীর্তিধৃতিঃ পুষ্টিরুমা লক্ষ্মীঃ সরস্বতী
ইমা বৈ তব পান্থস্য পালয়ন্তু ধনঞ্জয় ॥[৪]

এখানে স্পষ্টতঃই শ্রী ও লক্ষ্মী পৃথক্ দেবতারূপে স্বীকৃতি পেয়েছেন।

মহাভারতের অপর একস্থানে লক্ষ্মী দক্ষের কন্যা এবং ধর্মের পত্নী। দক্ষ যে বারোটি কন্যা ধর্মকে দান করেছিলেন তাঁদের অন্যতমা লক্ষ্মী।

নামতো ধর্মপত্ন্যস্তাঃ কীর্ত্যমানা নিবোধ মে।
কীর্তির্লক্ষ্মীর্ধৃতির্মেধা পুষ্টিঃ শ্রদ্ধা ক্রিয়া তথা ॥
বুদ্ধির্লজ্জা মতিশ্চৈব পত্ন্যো ধর্মস্য তা দশ।[৫]

সুধাভোজন জাতকে শক্র বা ইন্দ্রের চার কন্যা—আশা, শ্রদ্ধা, শ্রী ও হ্রী। শাস্তা বলেছিলেন,—

আশা, শ্রদ্ধা, শ্রী, হ্রী, কনকবরণী
বাসবনন্দিনী এ চারি ভগিনী।

জাতকের বর্ণনা অনুসারে শ্রী ও লক্ষ্মী একই দেবসত্তা বলে মনে হয়। কৌশিক শ্রীকে বলেছিলেন, শিল্পী, বিদ্বান, পৌরুষসম্পন্ন, বুদ্ধিমান তোমার দয়া পায় না, অথচ নীচ, অলস, কদাকার, উদরসর্বস্ব ব্যক্তিও সুখ ঐশ্বর্য ভোগ করে, তুমি পণ্ডিতজনকে পীড়ন কর, ন্যায়ের মর্যাদা দাও না।[৬]

এই শ্রী যে সৌভাগ্য সম্পদের দেবতা, তাতে সন্দেহ নেই।

শ্রীজাতকে শ্রী সৌভাগ্যরূপে বর্ণিত। এক ব্রাহ্মণের শ্রী কুক্কুটের চূড়ায়,

---

১ রামাঃ আদি—৭৭।২৯ ২ রামাঃ আদি—৭৭।২৮ ৩ রামাঃ উত্তর—৪৬।৫৩
৪ মহাঃ বনপর্ব—৩৩।৩৩ ৫ মহাঃ আদি—৬১।১৪-১৫
৬ জাতক—ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—৫ম খণ্ড, পৃঃ ২৫০-৫১

[illegible], পরে ষণ্ডিতে ও শেষে ব্রাহ্মণপত্নীতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই জাতকেই লক্ষ্মী সৌভাগ্যের দেবতা। শাস্তা জাতক-কাহিনীর শেষাংশে বলেছেন:

ভাগ্যহীন সদা ছুটে যে ধনের তরে,
লক্ষ্মীমান্ অনায়াসে লাভ তাহা করে।
শিল্পী বা অশিল্পী, জ্ঞানী কিম্বা মূঢ়জন
লক্ষ্মীর কৃপায় হয় সৌভাগ্যভাজন।[১]

শ্রীকাল[illegible] জাতকে শ্রী মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের কন্যা। তিনি মহাজনদিগের ঐশ্বর্যদায়িনী। শুধু তাই নয়, তিনি মহাপ্রজ্ঞাও। শ্রী বলেছিলেন,

অপার ঐশ্বর্যশালী ধৃতরাষ্ট্র নামে
মহারাজ সুবিখ্যাত এই ধরাধামে।
আমি তাঁর কন্যা এই দিনু পরিচয়,
শ্রী আমি, আমিই লক্ষ্মী জানিও নিশ্চয়।
বহুপ্রজ্ঞা বলি পূজে আমারে সবাই
বাসস্থান মাগিতেছি আসি তব ঠাঁই॥[২]

সুমঙ্গল জাতকের টীকায় লক্ষ্মী পরিবার, সম্পত্তি ও প্রজ্ঞা দান করেন। শালিকেদার জাতকে তিনি প্রজ্ঞা ও সদ্‌গুণ দান করেন। শ্রীজাতকে দেবীর কৃপায় নির্বাণ ও সম্পত্তি লাভ হয়। বৌদ্ধ মহাযান মতে সরস্বতীর বিভিন্ন রূপ কল্পিত হলেও পালি জাতকে শ্রী বা লক্ষ্মী সম্পদ ও জ্ঞানের দেবতা। সুতরাং বৌদ্ধধর্মের প্রথম দিকে সরস্বতী ও লক্ষ্মী একই দেবতা ছিলেন বলে অনুমিত হয়।[৩]

মহাভারত অনুসারে সমুদ্রমন্থনকালে ঘৃত থেকে শ্বেতপদ্মোপরি উপবিষ্টা শ্রী উঠেছিলেন—

শ্রীরনন্তরমুৎপন্না ঘৃতাৎ পাণ্ডুরবাসিনী।[৪]

তারপর মহাভারতকার বলছেন, অমৃত এবং লক্ষ্মীকে নিয়ে দেব ও অসুরের মধ্যে বৈরিতা সৃষ্টি হয়েছিল—অমৃতার্থে চ লক্ষ্ম্যর্থে মহান্তং বৈরমাশ্রিতাঃ।[৫] মনে হয়, মহাভারতকার শ্রী ও লক্ষ্মী একই দেবসত্তাকে লক্ষ্য করে বলেছেন।

শ্রীমদ্‌ভাগবতেও সমুদ্রমন্থনে শ্রীর উৎপত্তি কাহিনী বর্তমান।

ততশ্চাবিরভূৎ সাক্ষাচ্ছ্রীরমা ভগবৎপরা।
রঞ্জয়ন্তী দিশঃ কান্ত্যা বিদ্যুৎ সৌদামিনী যথা॥[৬]

—তারপর আবির্ভূতা হলেন মূর্তিধারিণী পরমা ভগবতী শ্রী রমা সৌদামিনী বিদ্যুতের মত চতুর্দিক আলোকিত করে।

লক্ষ্মীর আবির্ভাবের পরে চতুর্দি[illegible], দিগ্‌গজগণ পূর্ণকলসের দ্বারা ব্রাহ্মণপঠিত বেদমন্ত্র সহকারে দেবীকে অভিষিক্ত করলেন।

---

১ জাতক—ঈশানচন্দ্র—২য় খণ্ড, পৃঃ ২৫৯ ২ তদেব—৩য় খণ্ড, পৃঃ ১৫৯

৩ Hindu Divinities in Japanese Buddhist Pantheon—p. 128

৪ মহাঃ আদি—১৮।৩৫ ৫ তদেব—১৮।৪৫. ৬ ভাগবত—৮।৮।৮

ততোঽভিষিষিচুর্দেবীং শ্রিয়ং পদ্মকরাং সতীম্।
দিগিভাঃ পূর্ণকলসৈঃ সূক্তবাক্যৈর্দ্বিজেরিতৈঃ ॥[১]

শ্রী এখানে হস্তিশুণ্ডস্নাতা গজলক্ষ্মী। অভিষেকের পরে দেবগণ লক্ষ্মীকে দিলেন সাজিয়ে,—সরস্বতী দিলেন হার, ব্রহ্মা দিলেন পদ্ম এবং নাগগণ দিলেন কুণ্ডলদ্বয়—

হারং সরস্বতী পদ্মমজো নাগাশ্চ কুণ্ডলে।[২]

পদ্মপুরাণেও অনুরূপ বৃত্তান্ত দৃষ্ট হয়—

ততঃ স্ফুরৎকান্তিমতী বিকাশিকমলে স্থিতা।
শ্রীদেবী পয়সস্তস্মাদুত্থিতা ধৃতপঙ্কজা।
তাং তুষ্টুবুর্মুদাযুক্তাঃ শ্রীসূক্তেন মহর্ষয়ঃ ॥[৩]

—তারপর বিকশিত পদ্মে আসীনা উদ্‌ভাসিত জ্যোতিতে ভাস্বর শ্রীদেবী পদ্মধারণ করে জল থেকে উত্থিতা হলেন। মহর্ষিগণ তাঁকে সানন্দে শ্রীসূক্ত দ্বারা স্তুতি করলেন। সেই সময়ে গঙ্গা প্রভৃতি নদীকুল তাঁর স্নানের উদ্দেশ্যে সমাগত হলেন এবং দিগ্‌গজসমূহ পূর্ণকলসে নির্মল জল নিয়ে দেবীকে স্নান করালেন।

গঙ্গাদ্যাঃ সরিতস্তোয়ৈঃ স্নানার্থমুপতস্থিরে।
দিগ্‌গজা হেম পাত্রস্থমাদায় বিমলং জলম্ ॥
স্নাপয়াঞ্চক্রিরে দেবীং সর্বলোক মহেশ্বরীম্।[৪]

তখন প্রজাপতি ব্রহ্মা শ্রীর পতিরূপে নির্দিষ্ট করলেন বিষ্ণুকে, শ্রীও বিষ্ণুর বক্ষঃস্থল আশ্রয় করলেন—

সা তু শ্রীর্ব্রহ্মণা প্রোক্তা দেবি গচ্ছস্ব কেশবম্।
ময়া দত্তং পতিং প্রাপ্য মোদস্ব শাশ্বতীঃ সমা ॥
পশ্যতাং সর্বদেবানাং গতা বক্ষঃস্থলং হরেঃ।[৫]

এই শ্রী ও লক্ষ্মী দুই পৃথক দেবতা হয়েও ক্রমে ক্রমে মিশে এক হয়ে গেলেন। এই সমীকরণ সম্ভব হয়েছে পুরাণের যুগে সম্ভবতঃ গুপ্তরাজাদের সময়ে। লক্ষ্মী ও শ্রী আদিতে ছিলেন শোভা ও সৌন্দর্যের দেবতা। ক্রমে তাঁরা মিশে গিয়ে হলেন সৌভাগ্যের দেবতা সুতরাং ধনৈশ্বর্যের দেবতা। ধন ও ঐশ্বর্যের দেবতায় পরিণত হওয়ায় লক্ষ্মী ব্যাপকভাবে পূজা লাভ করতে থাকেন রাজার সৌভাগ্য রূপে রাজলক্ষ্মী, গৃহের সৌভাগ্যদায়িনী হিসাবে গৃহলক্ষ্মী ইত্যাদিরূপে। তিনি সর্বব্যাপিনী মহাশক্তিরূপে সকল বস্তুর শ্রী বা সৌন্দর্যরূপে পরিগণিতা হলেন।

মহালক্ষ্মীশ্চ যোগেন নানারূপা বভূব সা।
বৈকুণ্ঠে চ মহালক্ষ্মীঃ পরিপূর্ণতমা পরা ॥

* * *

---

১ ভাগবত—৮৮।১৪ ২ ভাগবত—৮৮।১৬ ৩ পদ্মপুঃ সৃষ্টিখণ্ড—৪।৫৮-৯
৪ পদ্মপুঃ সৃষ্টি—৪।৬১-৬২ ৫ পদ্মপুঃ সৃষ্টিখণ্ড

স্বর্গে চ স্বর্গলক্ষ্মীশ্চ শক্রসম্পৎস্বরূপিণী।
পাতালেষু মর্তেষু রাজলক্ষ্মীশ্চ রাজসু॥
গৃহলক্ষ্মীর্গৃহেষেব গৃহিণী চ কলাংশয়া।
সম্পৎস্বরূপা গৃহিণাং সর্বমঙ্গলমঙ্গলা॥
গবাং প্রসূঃ সা সুরভী দক্ষিণা যজ্ঞকামিনী।
ক্ষীরোদসিন্ধু কন্যা সা শ্রীরূপা পদ্মিনীষু চ॥
শোভারূপা চ চন্দ্রে চ সূর্যমণ্ডলমণ্ডিতা॥
বিভূষণেষু রত্নেষু ফলেষু চ জলেষু চ॥
নৃপেষু নৃপপত্নীষু দিব্যস্ত্রীষু গৃহেষু চ।
সর্বশস্যেষু বস্ত্রেষু স্থানেষু সংস্কৃতেষু চ॥[১]

—মহালক্ষ্মী যোগের দ্বারা নানারূপ গ্রহণ করেছিলেন। বৈকুণ্ঠে তিনি পরিপূর্ণতমা শ্রেষ্ঠা মহালক্ষ্মী।...স্বর্গে তিনি ইন্দ্রের সম্পৎরূপা স্বর্গলক্ষ্মী, পাতালে ও মর্তেও তিনি অধিষ্ঠিতা, রাজাদের মধ্যে তিনি রাজলক্ষ্মী। গৃহে তিনি গৃহ-লক্ষ্মী, অংশতঃ গৃহিণী, গৃহীদের সর্বমঙ্গলকারিণী মঙ্গলা সম্পৎরূপিণী। তিনি গাভীদের জননী সুরভী, যজ্ঞের পত্নী দক্ষিণা, তিনি ক্ষীরোদ সমুদ্রকন্যা, পদ্মফুলের সৌন্দর্যরূপিণী, চন্দ্রের শোভারূপা, সূর্যমণ্ডলের শোভা। অলংকারে, রত্নে, ফলে, জলে, গৃহে, সকল শস্যে, বস্ত্রে, পরিষ্কৃত স্থানে তিনি অধিষ্ঠিতা।

সংক্ষেপে সকল বস্তুরই শোভা সৌন্দর্য সৌভাগ্য রূপে লক্ষ্মী সর্বত্রই বিরাজ করেন।

লক্ষ্মী ভৃগু ও খ্যাতির কন্যা ঃ পুরাণে লক্ষ্মীদেবী মহর্ষি ভৃগুর কন্যা ভৃগুপত্নী খ্যাতির গর্ভজাতা রূপে বর্ণিতা হয়েছেন।

ভৃগুঃ খ্যাত্যাং মহাভাগঃ পত্ন্যাং পুত্রানজীজনৎ।
ধাতারঞ্চ বিধাতারং শ্রিয়ঞ্চ ভগবৎপরাম্॥[২]

—মহাভাগ ভৃগু পত্নী খ্যাতির গর্ভে ধাতা, বিধাতা ও ভগবৎপরায়ণা শ্রী, এই তিন সন্তানের জন্ম দিয়েছিলেন।

বিষ্ণুপুরাণও একই কথা বলেছেন,—

দেবৌ ধাতা বিধাতারৌ ভৃগোঃ খ্যাতিরসূয়ত।
শ্রিয়ঞ্চ দেবদেবস্য পত্নী নারায়ণস্য যা॥[৩]

—ভৃগুর ঔরসে খ্যাতি ধাতা এবং বিধাতা নামে দেবদ্বয় এবং দেবদেব নারায়ণের পত্নী শ্রীকে প্রসব করেছিলেন।

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণেও ভৃগুপত্নী খ্যাতির গর্ভে ধাতা, বিধাতা এবং শ্রী জন্মগ্রহণ করেছিলেন। শ্রী নারায়ণকে পতিরূপে লাভ করে বল এবং উৎসাহ নামে দুই পুত্রের জন্ম দিয়েছিলেন—

---

১ ব্রহ্মবৈবর্ত—প্রকৃতিখণ্ড—৩৫।১৬, ১৮-২২ ২ ভাগবত—৪।২।৪২
৩ বিষ্ণু প্রথমাংশ—৮।১৩

ভৃগোঃ খ্যাতির্বিজজ্ঞেহথ ঈশ্বরৌ সুখদুঃখয়োঃ।
শুভাশুভপ্রদাতারৌ সর্বপ্রাণভৃতাবিহ ॥
দেবৌ ধাতাবিধাতারৌ মন্বন্তর বিচারিণৌ।
তয়োর্জ্যেষ্ঠা তু ভগিনী দেবীশ্রীর্লোকভাবিনী ॥
সা তু নারায়ণং দেবং পতিমাসাদ্য শোভনম্।
নারায়ণাত্মজৌ সাধ্বী বলোৎসাহৌ ব্যজায়ত ॥[1]

ভৃগুনন্দিনীর নাম সর্বত্রই শ্রী, লক্ষ্মী নয়। লক্ষ্মী ও শ্রী একাকার হয়ে এক দেবতারূপে প্রসিদ্ধি লাভ করতে বেশ সময় লেগেছে। কিন্তু বিষ্ণুপ্রিয়া শ্রী বা লক্ষ্মী অজা হয়েও ভৃগুঋষির কন্যা হলেন কেন, এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন। সম্ভবতঃ পুরাণকাররা দেবতার সঙ্গে মানুষের আত্মীয়তার সম্পর্ক পাতাতে চেয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে পুলোমা দৈত্যের কন্যা ইন্দ্রপত্নী শচীর কথা স্মরণ করা যেতে পারে। দক্ষ-কন্যা সতী হিমালয় দুহিতা পার্বতী, কশ্যপ ঋষির পুত্র বামন বিষ্ণু, বসুদেব-দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতির কথাও স্মর্তব্য।

দুই উপাখ্যানের সামঞ্জস্য : শ্রী-লক্ষ্মীর উৎপত্তি সম্পর্কিত দ্বিবিধ কাহিনীর মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য পুরাণকারগণ ইন্দ্রের প্রতি দুর্বাসার অভিশাপের কাহিনী রচনা করেছেন। মৈত্রেয় এ বিষয়ে প্রশ্ন করেছিলেন পরাশরকে—

ক্ষীরোদ্ধৌ শ্রীঃ সমুৎপন্না শ্রূয়তেঽমৃতমন্থনে।
ভৃগোঃ খ্যাত্যাং সমুৎপন্নেত্যেতদাহ কথং ভবান্ ॥[2]

—ক্ষীর সমুদ্রে অমৃতমন্থনকালে শ্রী উৎপন্না হয়েছিল শুনেছি, আবার আপনি কেমন করে বললেন যে তিনি ভৃগুর ঔরসে খ্যাতির গর্ভে উৎপন্না ?

উত্তরে পরাশর বিবৃত করলেন ইন্দ্রের প্রতি দুর্বাসার অভিশাপের কাহিনী। এ কাহিনী সুপরিচিত—মহাভারতে বিষ্ণুপুরাণে ভাগবতে এবং অন্যান্য পুরাণে বর্ণিত। দুর্বাসা মুনি একদিন একটি পুষ্পমাল্য উপহার দিয়েছিলেন ইন্দ্রকে, ইন্দ্র মালাটি রাখলেন বাহন ঐরাবতের মাথায়। ঐরাবত মালাটিকে পদদলিত করায় অপমানিত ঋষি ইন্দ্রকে অভিশাপ দিয়েছিলেন—

মদ্দত্তা ভবতা যস্মাৎ ক্ষিপ্তা মালা মহীতলে।
তস্মাৎ প্রনষ্টলক্ষ্মীকং ত্রৈলোক্যং তে ভবিষ্যতি ॥[3]

—যেহেতু আমার দেওয়া মালা মাটিতে ফেলেছ, সেই জন্য তোমার ত্রিলোক লক্ষ্মীছাড়া হবে।

অপরাধ করলেন ইন্দ্র, কিন্তু লক্ষ্মী নির্বাসিতা হলেন সাগরতলে। পরে দেবগণের স্তবে প্রীত হয়ে বিষ্ণু লক্ষ্মীলাভের জন্য দেবতাদের উপদেশ দিলেন সমুদ্র মন্থন করতে। কিন্তু পদ্মপুরাণে (সৃষ্টি খণ্ড) লক্ষ্মী সমুদ্র থেকে উত্থিতা হওয়ার পর ভৃগুকন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

---

১ ব্রহ্মাণ্ডপুঃ—২।৯।১-৩ ২ বিষ্ণুপুঃ—১।৮।১৪ ৩ বিষ্ণুপুঃ—১।৯।১৩

এবং লক্ষ্মীর্মহাভাগা উৎপন্না ক্ষীরসাগরাৎ।
পুনঃ খ্যাত্যাং সমুৎপন্না ভৃগোরেষা সনাতনী ॥[১]

পদ্মপুরাণেই অন্যত্র বিষ্ণুপত্নী ভৃগুনন্দিনী লক্ষ্মী ব্রহ্মার যজ্ঞে আমন্ত্রিতা হয়েছিলেন—

ভৃগোঃ খ্যাত্যাং সমুৎপন্না বিষ্ণুপত্নী যশস্বিনী।
আমন্ত্রিতা তদা লক্ষ্মীস্তত্রায়াতা ত্বরান্বিতা ॥[২]

আবার দেবী ভাগবতে ও ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে লক্ষ্মী দেবী কৃষ্ণের বামাংস-সম্ভূতা—

সৃষ্টেরাদৌ পুরা ব্রহ্মন্ কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ।
দেবী বামাংসসম্ভূতা বভূব রাসমণ্ডলে ॥
অতীব সুন্দরী শ্যামা ন্যগ্রোধপরিমণ্ডিতা।
যথা দ্বাদশবর্ষীয়া শশ্বৎসুস্থিরযৌবনা ॥
শ্বেতচম্পকবর্ণাভা সুখদৃশ্যা সুমনোহরা।
শরৎকোটীন্দু প্রভাপ্রচ্ছাদনাননা ॥
শরন্মধ্যাহ্নপদ্মানাং শোভামোচনলোচনা।
সা দেবী দ্বিবিধা ভূতা সহসৈবেশ্বরেচ্ছয়া ॥

* * *

তদ্বামাংসাম্মহালক্ষ্মীর্দক্ষিণাংসাচ্চ রাধিকা ॥[৩]

—হে ব্রহ্মণ, সৃষ্টির আদিতে পরমাত্মা কৃষ্ণের বাম স্কন্ধ থেকে দেবী রাসমণ্ডলে আবির্ভূতা হয়েছিলেন। অত্যন্ত সুন্দরী শ্যামবর্ণা ন্যগ্রোধপুষ্পভূষিতা, দ্বাদশ-বর্ষীয়া, শাশ্বতযৌবনা, শ্বেতচম্পকের বর্ণবিশিষ্টা, সুদৃশ্যা শারদকোটিচন্দ্রের প্রভাময়বদনা, শরৎকালীন মধ্যাহ্নের পদ্মশোভাসম্পন্ন লোচনযুক্তা। ঈশ্বরের ইচ্ছায় সেই দেবী সহসা দ্বিবিধা হলেন। …তাঁর বামস্কন্ধ থেকে জন্মালেন মহালক্ষ্মী এবং দক্ষিণস্কন্ধ থেকে রাধিকা।

লক্ষ্মীদেবীর স্বরূপ ঃ সৌভাগ্য ও সম্পদের দেবী লক্ষ্মী। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যেখানেই সৌভাগ্য ও সম্পদ অবস্থিত সেখানেই লক্ষ্মীদেবী বিরাজিতা।

স্বর্গে চ স্বর্গলক্ষ্মী শক্রসম্পৎস্বরূপিণী।
পাতালেষু চ মর্ত্যেষু রাজলক্ষ্মীশ্চ রাজসু ॥
গৃহলক্ষ্মীর্গৃহেস্বেব গৃহিণী চ কলাংশয়া।
সম্পৎস্বরূপা গৃহিণাং সর্বমঙ্গল মঙ্গলা ॥
গবাং প্রসূঃ সা সুরভী দক্ষিণা যজ্ঞ কামিনী।
ক্ষীরোদসিন্ধুকন্যা সা শ্রীরূপা পদ্মিনীষু ॥

---

১ পদ্মপুঃ সৃষ্টি—৪।৮৭-৮৮ ২ তদেব—১০।১০২
৩ ব্রহ্মবৈঃ প্রকৃতিখণ্ড—৩৫।৪-৭, ৯ ; দেবী ভাঃ—৯।৪০।৪-৭, ৯

শোভারূপা চ চন্দ্রে চ সূর্যমণ্ডলমণ্ডিতা।
বিভূষণেষু রত্নেষু ফলেষু চ জলেষু চ ॥
নৃপেষু নৃপপত্নীষু দিব্যস্ত্রীষু গৃহেষু চ।
সর্বশস্যেষু বস্ত্রেষু স্থানেষু সংস্কৃতেষু চ ॥[১]

—এই দেবী স্বর্গে স্বর্গলক্ষ্মী ইন্দ্রের সম্পৎরূপা, মর্তে এবং পাতালে রাজাদের রাজলক্ষ্মী, গৃহে তিনি গৃহলক্ষ্মী এবং অংশরূপে গৃহিণী, গৃহিগণের সম্পৎস্বরূপ—সর্বপ্রকার মঙ্গলকারিণী, গাভীগণের জননী সুরভি তিনি, তিনিই যজ্ঞপত্নী দক্ষিণা, ক্ষীরোদ-সাগরের কন্যা, পদ্মিনীর শোভা, তিনি চন্দ্রের শোভা, সূর্যমণ্ডলের দ্যুতি ; রত্নালংকারে, ফলে, জলে, নৃপে, নৃপপত্নীতে, দেবাঙ্গনায়, গৃহে, সর্বপ্রকার শস্যে, বস্ত্রে, সকল পরিষ্কার স্থানে বর্তমানা।

এক কথায়, লক্ষ্মী হলেন সকল জীবের বা বস্তুর শ্রী-সৌভাগ্য-শোভা-সম্পদ্। সেইজন্যই শ্রী ও লক্ষ্মী একদা পৃথক্‌রূপে আবির্ভূতা হয়েও এক হয়ে গেছেন। সম্পৎ ও সৌভাগ্যের অধিদেবতা হিসাবে শ্রীলক্ষ্মী ব্যাপকভাবে পূজিতা হন। লক্ষ্মীশব্দের তাৎপর্য ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে পুরাণকার বলেছেন—

লক্ষ্যতে দৃশ্যতে বিশ্বং স্নিগ্ধদৃষ্ট্যা যয়ানিশম্।
দেবীভূতা চ মহতী মহালক্ষ্মীশ্চ সা স্মৃতা ॥[২]

—যিনি দিবারাত্র বিশ্বকে স্নিগ্ধদৃষ্টিতে লক্ষ্য করেন, অর্থাৎ দর্শন করেন, সেই মহতী দেবী লক্ষ্মীদেবীরূপে স্মৃতা হন।

লক্ষণীয় এই যে দিবারাত্র যিনি জীবকে স্নেহময় চক্ষু দিয়ে দর্শন করেন—এমন সমদর্শী দেবতা সূর্য ছাড়া আর কে হতে পারেন? ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে অন্যান্য বস্তুর শোভার মত তিনি সূর্যমণ্ডলেরও দ্যুতি,—সূর্যমণ্ডলমণ্ডিতা। বৈদিক বিষ্ণু সূর্য,[৩] সেই সূর্য-বিষ্ণুর শক্তি বা পত্নী শ্রী-লক্ষ্মী। বিষ্ণুর বক্ষে লক্ষ্মীর অবস্থান—তিনি বিষ্ণুবক্ষঃস্থলাশ্রয়া। শুক্ল যজুর্বেদের মতে শ্রী ও লক্ষ্মী আদিত্যেরই পত্নী। বৈদিক সূর্যপত্নী শরণ্যু, উষা সূর্যা প্রভৃতির সঙ্গে পরবৈদিক শ্রী ও লক্ষ্মী অভিন্না। সমুদ্রমন্থনের কাহিনী অবশ্যই রূপক কাহিনী। অন্তহীন নীলাকাশকে সমুদ্ররূপে কল্পনা অত্যন্ত স্বাভাবিক। এই সাগর থেকেই উদ্ভূতা হয়েছেন উচ্চৈঃশ্রবা ঐরাবত প্রভৃতির সঙ্গে বিশ্বের সকল শোভা সৌন্দর্যের হেতুভূতা দেবী শ্রী বা লক্ষ্মী। সমুদ্রমন্থন সম্পর্কে অন্যত্র আলোচনা করেছি।[৪] সূর্যও পদ্ম, আকাশও পদ্ম।[৫] তাই পদ্মাসনা পদ্মালয়া পদ্মা লক্ষ্মী। মহাকবি রবীন্দ্রনাথ সমুদ্রমন্থনকে রূপক-কাহিনী হিসাবে গ্রহণ করেছেন। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত অখণ্ড সৌন্দর্যরূপা লক্ষ্মীকে লাভ করাই তাঁর মতে সমুদ্র থেকে লক্ষ্মীলাভের তাৎপর্য।

---

১ ব্রহ্মবৈঃ প্রকৃতি—৩৫।১৬-২২ ; দেবীভাঃ—৯।৪০।১১৭-২২
২ ব্রহ্মবৈবর্ত প্রকৃতি—৩৫।৪-৭, ৯ ৩ হিন্দুদের দেবদেবী—২য় পর্ব বিষ্ণুপ্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য
৪ হিন্দুদের দেবদেবী, ১ম পর্ব, ২য় সং, পৃঃ ৪৯০ ; ২য় পর্ব, ২য় সং, পৃঃ ২৪৬-৪৮
৫ হিন্দুদের দেবদেবী, ২য় পর্ব, ২য় সং, পৃঃ ৩৮২-৮৪ দ্রষ্টব্য

একদিন বহুপূর্বে, আছে ইতিহাস,
নিকষে সোনার রেখা সবে যেন দিল দেখা—
আকাশে প্রথম সৃষ্টি পাইল প্রকাশ।
মিলি যত সুরাসুর কৌতূহলে ভরপুর
এসেছিল পা টিপিয়া এই সিন্ধুতীরে।
অতলের পানে চাহি নয়নে নিমেষ নাহি,
নীরবে দাঁড়ায়ে ছিল স্থির নতশিরে।
বহুকাল স্তব্ধ থাকি শুনেছিল মুদে আঁখি
এই মহাসমুদ্রের গীতি চিরন্তন।
তারপর কৌতূহলে ঝাঁপায়ে অগাধ জলে
করেছিল এ অনন্ত রহস্যমন্থন।
বহুকাল দুঃখ সেবি নিরখিল, লক্ষ্মীদেবী
উদিলা জগৎমাঝে অতুল সুন্দর।[১]

কবির বর্ণনায় মহাসমুদ্র মহাকাল কি মহাকাশ বোঝা না গেলেও সৃষ্টির প্রথম উষায় সুরাসুরের মিলিত প্রয়াসে রহস্যসাগর মন্থন করে লক্ষ্মীলাভ বিশ্ব-সৌন্দর্যাধিষ্ঠাত্রী সৌন্দর্যলক্ষ্মীলাভের রূপককাহিনী। আর সকল সৌন্দর্যের আধার সূর্য বা তার দ্যুতি। বাল্মীকির রামায়ণে (আদিকাণ্ড ৪৫ সর্গ) সমুদ্র-মন্থন কাহিনীতে অপ্‌সরা, উচ্চৈঃশ্রবা, ঐরাবত প্রভৃতি সমুদ্র থেকে উঠলেও লক্ষ্মীর আবির্ভাব-কথা অনুল্লিখিত। সুতরাং মনে হয়, লক্ষ্মীর সঙ্গে সমুদ্রমন্থনের সংযোগ অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালের।

লক্ষ্মীকে ভৃগু ও খ্যাতির কন্যারূপে বর্ণনা করা হয়েছে পুরাণে। ভৃগু শব্দের এক অর্থ উচ্চস্থান। মানব সমাজে উচ্চ মর্যাদা ও খ্যাতির সঙ্গে সম্পদের সংযোগ ঘনিষ্ঠতর। উচ্চমর্যাদা ও খ্যাতির মিলন ঘটলে শ্রী বা লক্ষ্মীর আবির্ভাব হয়। এইজন্যই সম্ভবতঃ লক্ষ্মী ভৃগু ও খ্যাতির কন্যা। পুরাণানুসারে ভৃগু মুনি জন্মেছিলেন ব্রহ্মার যজ্ঞ থেকে অথবা তিনি ব্রহ্মার মানস-পুত্র, দশ প্রজাপতির অন্যতম। এদিকেও দেখি, ব্রহ্মারূপী সূর্য ও যজ্ঞাগ্নির সঙ্গে ভৃগু সম্পর্কান্বিত। সূর্যতেজোদ্ভবা লক্ষ্মীও সেইজন্যই ভৃগুনন্দিনী।

বিষ্ণু-শক্তি লক্ষ্মী ঃ লক্ষ্মী বিষ্ণুপত্নী—বিষ্ণুশক্তি। তাই তিনি বিষ্ণুপ্রিয়া বিষ্ণুবক্ষঃস্থলাশ্রয়া।

রমার আশার বাস হরির উরসে।[২]

স্কন্দগুপ্তের জুনাগড় শিলালিপিতে (৪৫৫-৪৫৮ খ্রীঃ) বিষ্ণুই লক্ষ্মীর বাসস্থান—

কমলনিলয়নায়াঃ শাশ্বতং ধাম লক্ষ্ম্যাঃ
স জয়তি বিজিতার্তির্বিষ্ণুরত্যন্তজিষ্ণুঃ ॥[৩]

---

১ পরশ পাথর—সোনার তরী ২ মেঘনাদবধ কাব্য—১ম সর্গ
৩ Select Inscriptions, Ed. D. C. Sircar, C.U., p. 300

—যিনি কমলালয়া লক্ষ্মীর শাশ্বত বাসস্থান,—সেই সমস্ত দুঃখজয়ী অত্যন্ত জয়শীল বিষ্ণুর জয় হোক।

লক্ষ্মী বিষ্ণুর আনন্দরূপিণী শক্তি বা হ্লাদিনীশক্তি—

হ্লাদিনী ত্বয়ি শক্তিঃ সা ত্বয্যেকা সহভাবিনী।
হ্লাদতাপকরী মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণবর্জিতে ॥[১]

—তোমারই (বিষ্ণুর) হ্লাদিনী শক্তি, তিনি তোমাতেই সমান ভাবময়ী—তিনি আনন্দদায়িনী,—তিনি তোমাতেই সগুণ এবং নির্গুণ মিশ্রিত রূপ।

কূর্মপুরাণে বিষ্ণু বলেছেন—

ইয়ং স[illegible] [illegible] ব্রহ্মরূপিণী
মায়া মম প্রিয়া[illegible] [illegible] ধার্যতে জগৎ ॥

*   *   *

প্রাগেব মত্তঃ সঞ্জাতা শ্রীঃ কল্পে পদ্মবাসিনী ॥
চতুর্ভুজা শঙ্খচক্রপদ্মহস্তা স্রগান্বিতা।
কোটিসূর্যপ্রতীকাশা মোহিনী সর্বদেহিনাম্ ॥[২]

—ইনি চিন্ময়ী ব্রহ্মরূপিণী, আমার অনন্ত মায়া, যাঁর দ্বারা জগৎ ধৃত হয় …পূর্বকালে পদ্মবাসিনী শ্রী আমা থেকেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন—তিনি চতুর্ভুজা, শঙ্খচক্রপদ্মহস্তা, মাল্যভূষিতা, কোটিসূর্যসমা সকল দেহীর মনোহারিণী।

বিষ্ণুপুরাণে সমুদ্রমন্থনকালে লক্ষ্মী আবির্ভূতা হয়েই বিষ্ণুর বক্ষ আশ্রয় করেছিলেন—

পশ্যতাং সর্বদেবানাং যযৌ বক্ষঃস্থলং হরেঃ ॥
তয়াবলোকিতা দেবা হরিবক্ষঃস্থলস্থয়া।
লক্ষ্ম্যা মৈত্রেয় সহসা পরাং নির্বৃতিমাগতাঃ ॥[৩]

তিনি সকল দেবগণের সম্মুখেই হরির বক্ষঃস্থলে গমন করলেন। লক্ষ্মী হরির বক্ষঃস্থল আশ্রয় করায় দেবগণ, হে মৈত্রেয়, পরম আনন্দ প্রাপ্ত হলেন।

স্কন্দপুরাণে (রেবাখণ্ড) ভৃগু ও খ্যাতির কন্যা লক্ষ্মী কিভাবে বিষ্ণুকে পতিরূপে লাভ করলেন, সে সম্বন্ধে একটি গল্প আছে।

ভৃগোঃ খ্যাত্যাং সমুৎপন্না লক্ষ্মীঃ শ্রুত্বা তু বৈ নৃপ।
বৈশ্বরূপং পরং রূপং বিস্মিতাচিন্তয়ত্তদা ॥
কেনোপায়েন স স্যান্মে ভর্তা নারায়ণঃ প্রভুঃ।
ব্রতেন তপসা বাপি দানেন নিয়মেন চ ॥
বৃদ্ধানাং সেবনেনাথ দেবতারাধনেন বা।[৪]

---

১ পদ্ম সৃষ্টি—৪।১২৪   ২ কূর্ম পূর্বভাগ—১।৩৪, ৩৮, ৩৯
৩ বিষ্ণু—১।৯।১০৪-৫   ৪ স্কন্দ রেবা—১৯৪।৪-৬

—খ্যাতির গর্ভে জাতা ভৃগুকন্যা লক্ষ্মী বিস্মিত হয়ে বিশ্বরূপের শ্রেষ্ঠরূপ চিন্তা করতে লাগলেন। তিনি ভাবলেন, কি উপায়ে প্রভু নারায়ণ আমার ভর্তা হবেন—ব্রত, তপস্যা, দান, বৃদ্ধসেবা অথবা দেবারাধনা ?

এইরূপ চিন্তা করে লক্ষ্মী তপস্যা করতে মনস্থ করে সমুদ্রের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে দীর্ঘকাল কঠোর তপস্যা করলেন। ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ শঙ্খচক্রগদা ধারণ করে বিষ্ণুর ছদ্মবেশে লক্ষ্মীর কাছে গেলে লক্ষ্মী বললেন, তোমরা আমাকে বিশ্বরূপ দেখাও। দেবগণ অসমর্থ হয়ে লজ্জায় বিষ্ণুর নিকট নিজেদের পরাভবদুঃখ নিবেদন করলেন। বিষ্ণু চিন্তা করলেন, ভার্গবী উগ্র তপস্যায় নিজ দেহকেই দগ্ধ করছেন। সুতরাং তাঁর কাছে গিয়ে বর দিয়ে বা বিশ্বরূপ দেখিয়ে আমি আবার তপস্যা করবো। বিষ্ণু সাগরতলে লক্ষ্মীর কাছে গিয়ে বর দিতে উদ্যত হলেন। লক্ষ্মীর একটি মাত্র প্রার্থনা : বিষ্ণুর বিশ্বরূপ দর্শন, আর একটি মাত্র জিজ্ঞাসা বিষ্ণু কি জন্য তপস্যা করছেন গন্ধমাদনে ? রমার প্রার্থনা পূর্ণ করতে বিষ্ণু দেখালেন বিশ্বরূপ—"রূপং পরং যথোক্তং বৈ বিশ্বরূপমদর্শয়ৎ।"[১] তখন দেবরাজ নারায়ণের মনোভাব জেনে ভৃগুর কাছে নারায়ণের জন্য সেই কন্যা প্রার্থনা করলেন। ধর্মাত্মা ভৃগুও নারায়ণকে কন্যা দান করলেন।

তেতো ভৃগুঃ দেবরাজো নারায়ণ-বিচিন্তিতম্।
বব্রে জ্ঞাত্বা তু তৎকন্যাং ধর্মাত্মা স দদৌ চ তাম্॥[২]

পদ্মপুরাণে সাবিত্রী বিষ্ণুকে বর দিয়েছিলেন—

ইয়ং লক্ষ্মীঃ সদা বৎস হৃদয়ে তে নিবৎস্যতি।
বিনা ত্বয়া ন চান্যত্র রতিং যাস্যতি কর্হিচিৎ॥
ভৃগোঃ পত্ন্যাং সমুৎপন্না পত্নীষা তব সুব্রতা।
দেবদানব যত্নেন সম্ভূতা চোদধৌ পুনঃ॥[৩]

—হে বৎস, এই লক্ষ্মী সর্বদা তোমার হৃদয়ে বাস করবে, তুমি ছাড়া অন্যত্র কোথাও আনন্দ পাবে না। ভৃগুপত্নীর গর্ভজাতা তোমার এই পত্নী দেব ও দানবের চেষ্টায় পুনরায় সমুদ্র থেকে জন্মলাভ করবেন।

বামনপুরাণে বিষ্ণু স্বয়ং লক্ষ্মী, সরস্বতী ও আরও দুই দেবীকে সৃষ্টি করেছিলেন। দৈত্যরাজ বলি স্বীয় প্রতাপে দেবগণকে হীনবল ও ত্রিলোক অভিভূত করলে ত্রৈলোক্যলক্ষ্মী বলির নিকট আগমন করলেন এবং বলি কর্তৃক জিজ্ঞাসিতা হয়ে স্বীয় পরিচয় এবং আগমনের হেতু বর্ণনা প্রসঙ্গে বিষ্ণুসৃষ্টা ললনা চতুষ্টয়ের বিবরণ দিয়েছিলেন। লক্ষ্মী বলিকে বলেছিলেন—

অপ্রতর্ক্যবলো দেবো যোঽসৌ চক্রগদাধরঃ।
তেন ত্যক্তস্তু মঘবান্ ততোঽহস্ত্বামিহাগতা॥
স নির্মমে যুবত্যস্তু চতস্রো রূপসংযুতাঃ।
শ্বেতাম্বরাধরা চৈব শ্বেতস্রগগন্ধলেপনা॥

---

১ স্কন্দ, রেবা—১৯৪।২২ ২ তদেব—১৯৪।৩৯ ৩ পদ্মপু, সৃষ্টি খণ্ড—৩[illegible]

শ্বেতবৃন্দারকারূঢ়া সত্বাঢ্যা শ্বেতবিগ্রহা।
রক্তাম্বরধরা চান্যা রক্তস্রগনুলেপনা ॥
রক্তবাজিসমারূঢ়া রক্তাঙ্গী রাজসী হি সা।
পীতাম্বরা পীতবর্ণা পীতস্রগনুলেপনা ॥
সৌবর্ণস্যন্দনারূঢ়া তামসং গুণমাশ্রিতা।
নীলাম্বরা নীলমাল্যা নীলগন্ধালিসপ্রভা ॥
নীলবৃষসমারূঢ়া ত্রিগুণা সা প্রকীর্তিতা।
যা সা শ্বেতাম্বরা শ্বেতা সত্বাঢ্যা কুঞ্জরস্থিতা ॥
সা ব্রহ্মাণং সমায়াতা চন্দ্রচন্দ্রানুগানপি।
যা সা রক্তা রক্তবাসা বাজিস্থা যশসান্বিতা ॥
তাং প্রাদাদ্দেবরাজায় মনবে তৎসুতায় চ।
পীতাম্বরা যা সুভগা রথস্থা কনকপ্রভা ॥
প্রজাপতিভ্যস্তাং প্রাদাচ্ছক্রায় চ বিশৎসু চ।
নীলবস্ত্রালিসদৃশা যা চতুর্থী বৃষস্থিতা ॥
সা দানবান্নৈঋতাংশ্চ শূদ্রান্বিদ্যাধরানপি।
বিপ্রাদ্যাঃ শ্বেতরূপাং তাং কথয়ন্তি সরস্বতীম্ ॥
স্তুবন্তি ব্রহ্মণা সার্ধং মখে মন্ত্রাদিভিঃ সদা।
ক্ষত্রিয়া রক্তবর্ণাস্তাঃ জয়শ্রীমিতি শংসিরে ॥
সা চন্দ্রেণাসুরশ্রেষ্ঠ মনুনা চ যশস্বিনী।
বৈশ্যাস্তাং পীতবসনাং কনকাঙ্গীং সদৈব হি ॥
স্তুবন্তি লক্ষ্মীমিত্যেব প্রজাপালাস্তথৈব হি।
শূদ্রাস্তাং নীলবর্ণাঙ্গীং স্তুবন্তি হি সুভক্তিতঃ ॥
প্রিয়দেবীতি নাম্না তাং সদৈত্যরাক্ষসৈস্তথা।
এবং বিভক্তাস্তা নার্য্যস্তেন দেবেন চক্রিণা ॥[১]

—তর্কাতীত শক্তিসম্পন্ন চক্রগদাধর বিষ্ণু ইন্দ্রকে ত্যাগ করেছেন। সেইজন্য আমি এখানে এসেছি। তিনি চারটি রূপবতী যুবতী সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে একজন শ্বেতবস্ত্রপরিহিতা, শ্বেতমাল্য ও চন্দনলিপ্তা, শ্বেতহস্তীতে আরূঢ়া সত্বগুণান্বিতা শ্বেতবর্ণা। অপর যুবতী রক্তবস্ত্রপরিহিতা, রক্তমাল্য ও চন্দনলিপ্তা, লাল ঘোড়ায় সমারূঢ়া, রক্তবর্ণা ও রজোগুণান্বিতা। অপরা পীতবস্ত্রা, পীতবর্ণা, পীতমাল্য ও পীত অনুলেপনে সজ্জিতা, সুবর্ণরথারূঢ়া তমোগুণাশ্রিতা। আর একজন নীলবস্ত্রপরিহিতা, নীলমাল্যধারিণী, নীলগন্ধলিপ্তা, নীলভ্রমরতুল্য প্রভা-বিশিষ্টা, নীলবৃষারূঢ়া, ত্রিগুণান্বিতা। যিনি শ্বেতা, শ্বেতাম্বরধারিণী, সত্বগুণান্বিতা, কুঞ্জরবাহিনী, তিনি ব্রহ্মাকে চন্দ্র এবং চন্দ্রের অনুগামীদের আশ্রয় করলেন। যিনি রক্তবর্ণা, রক্তবসনপরিহিতা, অশ্বারূঢ়া, যশস্বিনী, তাঁকে দেবরাজকে, মনুকে

১ বামনপুরাণ—৭৫।১৭-৩০

এবং মনুপুত্রকে দান করেছিলেন। যিনি পীতাম্বরা সৌভাগ্যশালিনী রথে স্থিতা স্বর্ণবর্ণা তাঁকে দান করলেন প্রজাপতিগণকে ও ইন্দ্রকে। নীলবস্ত্রাবৃতা এবং ধূম্রবর্ণা, বৃষারূঢ়া চতুর্থী যুবতী তিনি দানবগণকে নৈর্ঋতগণকে, শূদ্র ও বিদ্যাধরগণকে আশ্রয় করেন। বিপ্র প্রভৃতি শ্বেতরূপা দেবীকে সরস্বতী বলে থাকেন এবং ব্রহ্মার সঙ্গে যজ্ঞে মন্ত্রাদির দ্বারা স্তব করে থাকেন। ক্ষত্রিয়গণ রক্তবর্ণাকে জয়শ্রী বলে স্তব করেন। হে অসুরশ্রেষ্ঠ, সেই যশস্বিনী চন্দ্র এবং মনুর দ্বারা গৃহীতা হলেন। বৈশ্যগণ পীতবসনা স্বর্ণাঙ্গী দেবীকে লক্ষ্মী বলে স্তব করেন। রাজারাও অনুরূপভাবে স্তব করেন। শূদ্রগণ, দৈত্য এবং রাক্ষসগণ নীলবর্ণাকে প্রিয়দেবী নামে ভক্তিসহকারে পূজা করে। এইভাবে বিষ্ণু নারীগণকে চারভাগে বিভক্ত করেছেন।

এই বিবরণে লক্ষ্মী-সরস্বতী দুজনকেই বিষ্ণু সৃষ্টি করেছেন। মনে হয় রক্তবর্ণা দেবী ব্রহ্মাণী ও নীলবর্ণা বৃষারূঢ়া দেবী শিবানী কালী। শক্তি দেবতারা সকলেই যে স্বরূপতঃ এক এই সত্যই বোধ হয় এই বিবরণের প্রতিপাদ্য। বামনপুরাণ প্রাচীনতম পুরাণগুলির অন্যতম। এখানে সরস্বতী গজবাহনা এবং ব্রহ্মার পত্নী। লক্ষ্মী রথারূঢ়া, কিন্তু বিষ্ণুপত্নী নন। বরঞ্চ লক্ষ্মী সরস্বতী উভয়কেই বিষ্ণুর কন্যা বলা যেতে পারে। লক্ষ্মী ও সরস্বতীর বাহন ও পতি এখনও নির্দিষ্ট হয় নি মনে হয়। অধ্যাপক হরিদাস ভট্টাচার্য মনে করেন যে, সমুদ্রমন্থনের পরে লক্ষ্মীর বিষ্ণুলাভের উপাখ্যান লক্ষ্মীর সঙ্গে বিষ্ণুর সংশ্রব পরবর্তীকালে ঘটেছে এরূপ ইঙ্গিত বহন করে।[১] অবশ্য বামন পুরাণের উক্তিটিও বিষ্ণুর লক্ষ্মীপতিত্বের কোন ইঙ্গিত দেয় না। লক্ষ্মী কবে বিষ্ণুর গলায় বরমাল্য দিয়েছিলেন তার কোন হদিস পাওয়া সম্ভব নয়। তবে রামায়ণে রাম-সীতাকে লক্ষ্মী-নারায়ণের সঙ্গে তুলনা করায় লক্ষ্মী নারায়ণের শুভ পরিণয় রামায়ণ রচনার পূর্বেই সম্পন্ন হয়ে গেছে। শ্রী ও লক্ষ্মী আদিত্যের পত্নীরূপে স্বীকৃতি পেয়েছেন যজুর্বেদের কালেই। আদিত্য ও বিষ্ণু অভিন্ন। সুতরাং লক্ষ্মীদেবীর জন্মের পর থেকেই আদিত্য-বিষ্ণু তাঁর পতিরূপে বরমাল্য পেয়েছেন, এ সত্য অস্বীকার্য নয়। আদিত্য থেকে পৃথক সত্তায় বিষ্ণুর লক্ষ্মীলাভে হয়ত কিছু বিলম্ব হয়েছে, তবে খ্রীষ্টপূর্ব শতাব্দীতেই এ ঘটনা ঘটে গেছে, তাতে সন্দেহ নেই।

লক্ষ্মীর অবতার ঃ বিষ্ণুশক্তি বা বিষ্ণুমায়া শ্রী বা লক্ষ্মী সীতারূপে মর্তে অবতীর্ণা হয়ে রাবণবধের কারণ হয়েছিলেন। দেবী মহাশক্তি মহামায়া বিষ্ণুকে বলেছিলেন—

> ত্বয়ি মানুষতাং যাতে তব পত্নীঞ্চ মানুষীম্।
> শ্রিয়ং দেবীং মদ্বিভূতিং হরিষ্যতি দুরাত্মবান্॥
> সা তু লক্ষ্মীর্যদা তস্য পুরীং যাস্যতি সুন্দরী।
> তদা শম্ভোরনুমতে তাং ত্যক্ষ্যামি পুরীং প্রভো॥

১ Age of Imperial Unity—pp. 470-71.

মম প্রতিনিধিভূতাং যদা লক্ষ্মীং তব প্রিয়াম্।
অবমংস্যেতি দুষ্টাত্মা তদা স নাশমেষ্যতি ॥[১]

—তুমি (বিষ্ণু) মনুষ্যমূর্তি গ্রহণ করলে তোমার পত্নীও মানুষী হলে আমার বিভূতিরূপা শ্রীদেবীকে দুরাত্মা হরণ করবে। সেই সুন্দরী লক্ষ্মী যখন সেই পুরীতে (লঙ্কা) গমন করবেন, তখন শম্ভুর অনুমতিতে আমিও সেই পুরী ত্যাগ করবো। তোমার প্রিয়া আমার প্রতিনিধিভূতা লক্ষ্মীকে যখন দুরাত্মা অসম্মান করবে তখনই সে বিনষ্ট হবে।

বিষ্ণুপুরাণ বলেছেন, বিষ্ণু পৃথিবীতে অবতীর্ণ হলেই লক্ষ্মীও তাঁর সঙ্গে অবতীর্ণা হবেন—

এবং যথা জগৎস্বামী দেবদেবো জনার্দনঃ।
অবতারং করোত্যেষা তথা শ্রীস্তৎসহায়িনী ॥
পুনশ্চ পদ্মাদুদ্ভূতা আদিত্যোঽভূদ্ যদা হরিঃ।
যদা তু ভার্গবো রামস্তদাভূদ্ধরণী ত্বিয়ম্ ॥
রাঘবত্বেঽভবৎ সীতা রুক্মিণী কৃষ্ণজন্মনি।
অন্যেষু চাবতারেষু বিষ্ণোরেষা সহায়িনী ॥
দেবত্বে দেবদেহেয়ং মনুষ্যত্বে চ মানুষী।[২]

—এইভাবে যখন দেবদেব জগৎস্বামী জনার্দন অবতার করবেন, তখনই শ্রী হবেন তাঁর সহায়। পুনরায় হরি যখন আদিত্য (বামন) হয়েছিলেন তখন শ্রী পদ্ম থেকে উদ্ভূতা হয়েছিলেন। যেমন ভার্গব রাম (পরশুরাম) হয়েছিলেন বিষ্ণু, তখন ইনি হয়েছিলেন ধরণী। যখন বিষ্ণু রাম, তখন শ্রী সীতা, কৃষ্ণজন্মে তিনি রুক্মিণী। অন্য অবতারেও তিনি বিষ্ণুর সহায়িকা। বিষ্ণুর দেবদেহে ইনি দেবী, এবং মনুষ্য দেহে মানুষী।

লক্ষ্মীর মূর্তি : মূলতঃ সৌন্দর্যদেবী হলেও লক্ষ্মী ধনৈশ্বর্যের দেবীরূপে প্রসিদ্ধ হওয়ায় এবং ধনদেবী হিসাবে তাঁর ব্যাপক জনপ্রিয়তাবৃদ্ধি হেতু লক্ষ্মী-মূর্তি পরিকল্পনা ও বৈচিত্র্যও ব্যাপকতা লাভ করে। স্মার্তশিরোমণি রঘুনন্দন ভট্টাচার্য কর্তৃক উদ্ধৃত লক্ষ্মীর ধ্যানমূর্তি :—

পাশাক্ষমালিকাম্ভোজসৃণিভির্যাম্যসৌম্যয়ো
পদ্মাসনস্থাং ধ্যায়েচ্চ শ্রিয়ং ত্রৈলোক্যমাতরং
গৌরবর্ণাং স্বরূপাঞ্চ সর্বালংকারভূষিতাম্
রৌক্মপদ্মব্যগ্রকরাং বরদাং দক্ষিণেন তু ॥[৩]

—পাশ, অক্ষমালা, পদ্ম ও সৃণি (অংকুশ) ধারিণী, পদ্মাসনা, ত্রিলোকের মাতা, গৌরবর্ণা, স্বরূপা, নানালংকারভূষিতা, রৌক্মপদ্মধৃতকরা, দক্ষিণ করে বরদা শ্রীকে ধ্যান করবে।

---

১ বৃহদ্ধর্ম, স্যাণ্ট—৩৪।৪৩-৪৪ ২ বিষ্ণু প্রথমাংশ—১।১৪০-১৪০-
৩ কৃত্যতত্ত্বম্—অষ্টাবিংশতিতত্ত্বম্—বেণীমাধব দে প্রকাশিত পৃঃ ৬২৩

লক্ষ্মীর আর একটি ধ্যানমন্ত্র :

লক্ষ্মীং ষোড়শবর্ষীয়াং দ্বিভুজাং শ্বেতপদ্মোপরিস্থিতাম্।
নানালংকারভূষিতাং রূপযৌবনসম্পন্নামভয়বরদাম্।
বামহস্তে শ্রীফলং দক্ষিণহস্তে পদ্মমৃণালম্॥[১]

—ষোড়শবর্ষীয়া দ্বিভুজা শ্বেতপদ্মোপরি উপবিষ্টা, নানালংকারভূষিতা, রূপযৌবনসম্পন্না, অভয় ও বরদাত্রী,—বামহস্তে শ্রীফল ও দক্ষিণহস্তে মৃণালসহ পদ্ম।

লক্ষ্মীর অপর নাম কমলা। কমলার ধ্যানমূর্তি :—

কমলা

আসীনা সরসীরুহে স্মিতমুখী হস্তাম্বুজৈর্বিভ্রতী
দানং পদ্মযুগাভয়ে চ বধানা সৌদামিনীসন্নিভা।
মুক্তাহার বিরাজমান পৃথুলোত্তুঙ্গস্তনোদ্ভাসিনী
পায়াদ্বঃ কমলা কটাক্ষবিভবৈরানন্দয়ন্তী হরিম্॥[২]

—যিনি পদ্মহস্তে বরমুদ্রা, দুইটি পদ্ম ও অভয় মুদ্রা ধারণ করিয়া সহাস্য বদনে পদ্মের উপর উপবেশন করিয়াছেন, সৌদামিনীর ন্যায় যাঁহার দেহকান্তি, যাঁহার পীনোত্তুঙ্গ স্তনে মুক্তাহার শোভা পাইতেছে এবং যিনি কটাক্ষ বিক্ষেপে হরির আনন্দ বর্ধন করিতেছেন, সেই কমলা তোমাদিগকে রক্ষা করুন।[৩]

লক্ষ্মীর অন্যতম [illegible]ক্ষ্মী। গজলক্ষ্মীকে চারটি দিগ্‌হস্তী কুম্ভোদকের দ্বারা স্নান করাইতেছে।

গজলক্ষ্মী

কান্ত্যা কাঞ্চনসন্নিভাং হিমগিরিপ্রখ্যৈশ্চতুর্ভির্গজৈ
র্হস্তোৎক্ষিপ্তহিরণ্ময়ামৃতঘটৈরাসিচ্যমানাং শ্রিয়ম্।
বিভ্রাণাং বরমব্জযুগ্মাভয়ং হস্তৈঃ কিরীটোজ্জ্বলাং
ক্ষৌমাবদ্ধনিতম্ববিম্বললিতাং বন্দেঽরবিন্দস্থিতাম্॥[৪]

—সুবর্ণের ন্যায় যাঁহার দেহকান্তি, হিমালয়প্রতিম চারিটি হস্তী শুণ্ডদ্বারা অমৃতপূর্ণ হিরণ্ময় কলস তুলিয়া অমৃতধারা দ্বারা যাঁহার অভিষেক করিতেছে, যিনি দক্ষিণদিকের ঊর্ধ্ব হস্তে পদ্ম ও অধোহস্তে বরমুদ্রা এবং বামদিকের ঊর্ধ্ব হস্তে পদ্ম ও অধোহস্তে অভয়মুদ্রা ধারণ করিতেছেন, যাঁহার মস্তকে রত্নমুকুট, পরিধানে পট্টবস্ত্র এবং যিনি পদ্মোপরি উপবিষ্টা সেই লক্ষ্মীদেবীকে বন্দনা করি।[৫]

গজলক্ষ্মীর আর একটি ধ্যানমূর্তি—

মাণিক্যপ্রতিমপ্রভাং হিমনিভৈস্তুঙ্গৈশ্চতুর্ভির্গজৈ-
র্হস্তাগ্রাহিতরত্নকুম্ভসলিলৈরাসিচ্যমানাং সদা।
হস্তাব্জৈর্বরদানমম্বুযুগাভীতির্দধানাং হরেঃ
[illegible] কান্তাং কাঙ্ক্ষিতপারিজাতলতিকাং বন্দে সরোজাসনাম্॥[৬]

—যাঁহার দেহকান্তি মাণিক্যের ন্যায় উজ্জ্বল, শুভ্রবর্ণ বৃহৎকায় চারিটি হস্তী শুণ্ডধৃতরত্নকুম্ভসলিলকণা দ্বারা যাঁহার সর্বদা অভিষেক করিতেছে, যাঁহার

১ হিন্দুসর্বস্ব—পৃঃ ১৯৯ ২ তন্ত্রসার (বঙ্গবাসী)—পৃঃ ২২১ ৩ অনুবাদ—পঞ্চানন তর্করত্ন
৪ তন্ত্রসার—পৃঃ ২১৯ ৫ অনুবাদ—তদেব ৬ তন্ত্রসার—পৃঃ ১২০

চারিহস্তে বরমুদ্রা, সম্পদ, দুইটি পদ্ম ও অভয়মুদ্রা রহিয়াছে, যিনি পারিজাত লতা পাইবার জন্য আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকেন, সেই সরোজবাসিনী বিষ্ণুপ্রিয়াকে বন্দনা করি।[১]

বিষ্ণু-পুরাণানুসারে সমুদ্রমন্থনকালে সমুদ্র থেকে লক্ষ্মীর আবির্ভাবের পরেই গঙ্গা প্রভৃতি নদীসমূহ লক্ষ্মীর স্নানের জন্য সমাগত হলেন, আর দিগ্‌গজগণ স্বর্ণকলসে জল নিয়ে দেবীকে স্নান করিয়েছিলেন—

গঙ্গাদ্যাঃ সরিতস্তোয়ৈঃ স্নানার্থমুপতিস্থিরে ॥
দিগ্‌গজাঃ হেমপাত্রস্থমাদায় বিমলং জলম্।
স্নাপয়াঞ্চক্রিরে দেবীং সর্বলোকমহেশ্বরীম্ ॥[২]

লক্ষ্মীদেবীর এই মূর্তিই অভিষেক লক্ষ্মী বা গজলক্ষ্মী। গজলক্ষ্মী মূর্তি বহু প্রাচীনকাল থেকেই জনপ্রিয় হয়েছিল। উড়িষ্যায় অনন্তগুম্ফায় লক্ষ্মীদেবীর অন্যতম প্রাচীন মূর্তি হিসাবে গজলক্ষ্মীর মূর্তি অংকিত দেখা যায়। এখানে দেবী পদ্মবনে দণ্ডায়মানা দুই হস্তে পদ্মধারিণী ; দুটি হস্তী শুণ্ড দ্বারা জলপূর্ণ কলস উপুড় করে দেবীকে স্নান করাচ্ছে। সাঁচী এবং ভারহুতে বৌদ্ধস্তূপে গজলক্ষ্মী অংকিত আছে।[৩] সুতরাং গজলক্ষ্মীমূর্তির পরিকল্পনা খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম/দ্বিতীয় শতাব্দীর পরে নয়। প্রাচীন ভারতীয় মুদ্রাতে গজলক্ষ্মী মূর্তির বাহুল্য এই মূর্তির জনপ্রিয়তা সূচিত করে। উড়িষ্যাবাসী রামচন্দ্র কৌলাচার রচিত শিল্পশাস্ত্রে গজলক্ষ্মী ও শুভলক্ষ্মী—এই দুই প্রকারের লক্ষ্মীর বিবরণ লভ্য। গজলক্ষ্মী মূর্তিতে হস্তিশুণ্ডস্নাতা দেবীর মস্তকের উপরে হস্তিশুণ্ডধৃত কলস ; শুভলক্ষ্মী মূর্তিতে হস্তিদ্বয় থাকে নিম্নে পীঠের উপরে।[৪]

মহালক্ষ্মী

লক্ষ্মীর আর এক প্রকারের রূপকল্পনা মহালক্ষ্মী। মহালক্ষ্মীর জনপ্রিয়তা পুরাণে তন্ত্রে সামান্য নয়। মহালক্ষ্মীর মূর্তিতে অনেক বৈচিত্র্য আছে। কোন কোন বর্ণনা শিব-শক্তির আভাস দেয়। কূর্মপুরাণের একটি বর্ণনায় (পূর্ব—৪৭ অঃ) মহালক্ষ্মী ত্রিশূলধারিণী, ত্রিনেত্রা, শক্তিগণ পরিবৃতা—

মহালক্ষ্মীর্মহাদেবী ত্রিশূলবরধারিণী।
ত্রিনেত্রা শক্তিভির্দেবী সংবৃতা সদসন্ময়ী ॥

তন্ত্রসারেও মহালক্ষ্মীর ধ্যানমূর্তির বিবরণ রয়েছে—

বালার্কদ্যুতিমিন্দুখণ্ডবিলসৎ কোটিরহারোজ্জ্বলাং
রত্নাকল্পভূষিতাং কুচনতাং শালেঃ করৈর্মঞ্জরীম্।

---

১ অনুবাদ—পঞ্চানন তর্করত্ন ২ বিষ্ণুপুঃ—১।৯।১০১-১০২

৩ Lakshmi in Orissan Literature & Art—K. S. Behara, Foreigners in Anct. India & Lakshmi & Sarasvati in Art & Literature, C. U. pp. 91-92.

৪ Sakti Cult & Coins of N. E. India—Bela Lahiri—Sakti Cult & Tara, page

পদ্মং কৌস্তুভরত্নপ্যবিরতং সংবিভ্রতী সস্মিতাং
ফুল্লাম্ভোজলোচনত্রয়যুক্তাং ধ্যায়েৎ পরামম্বিকাম্ ॥[১]

—উদীয়মান সূর্যের ন্যায় যাঁহার আরক্ত দেহশোভা, যাঁহার মুকুটে চন্দ্রকলা, কণ্ঠদেশ হারে সুশোভিত, সর্বাঙ্গে রত্নাভরণ, হস্ত চতুষ্টয়ে সর্বদা ধান্যমঞ্জরী, পদ্ম ও কৌস্তুভ মণি ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, প্রফুল্ল পদ্মের ন্যায় যাঁহার তিনটি নয়ন, স্তনভারে অবনতা, সেই অম্বিকা দেবীকে ধ্যান করিবে।[২]

দেবী ভাগবতে মহালক্ষ্মী :

স্বতেজসা প্রজ্বলন্তীং সুখদৃশ্যাং মনোহরাম্।
প্রতপ্তকাঞ্চননিভশোভাং মূর্তিমতীং সতীম্ ॥
রত্নভূষণভূষাঢ্যাং শোভিতাং পীতবাসসা।
ঈষদ্ধাস্যপ্রসন্নাস্যাং শশ্বৎসুস্থিরযৌবনাম্ ॥
সর্বসম্পৎপ্রদাত্রীঞ্চ মহালক্ষ্মীং ভজেচ্ছুভাম্।[৩]

—নিজের তেজে প্রজ্বলিতা, সুদর্শনা, মনোহরা, তপ্তকাঞ্চনতুল্যবর্ণা, মূর্তিমতী সতী, রত্নভূষণে অলংকৃতা, পীতবাসা, ঈষৎহাস্যপ্রসন্নমুখযুক্তা, অনন্তসুস্থিরযৌবনা, সকল সম্পদ্দাত্রী শুভকরী মহালক্ষ্মীকে ভজনা করি।

অগ্নিপুরাণে প্রতিমালক্ষণ অধ্যায়ে মহালক্ষ্মী প্রতিমা :

ইয়মেব মহালক্ষ্মীরুপবিষ্টা চতুর্মুখী
নৃবাজি মহিষেভাংশ্চ খাদন্তী চ করেস্থিতান।
দশবাহুস্ত্রিনেত্রা চ শাস্ত্রাসিডমরুত্রিকম্
বিভ্রতী দক্ষিণে হস্তে বামে ঘণ্টাং চ খেটকং।
খট্বাঙ্গত্রিশূলঞ্চ সিদ্ধচামুণ্ডকাহ্বয়া
সিদ্ধযোগেশ্বরী দেবী সর্বসিদ্ধিপ্রদায়িকা ॥[৪]

—এই মহালক্ষ্মী চতুর্মুখী উপবিষ্টা হস্তস্থিত মনুষ্য, অশ্ব, মহিষ ও হস্তী ভোজন করছেন, তাঁর দশবাহু, ত্রিনেত্র, দক্ষিণ হস্তে শাস্ত্র, অসি ও ডমরু; বামহস্তে ঘণ্টা, খেটক, খট্বাঙ্গ, ও ত্রিশূল ধারণকারিণী; ইনি সিদ্ধচামুণ্ডা নামে খ্যাতা; সিদ্ধযোগেশ্বরী দেবী সর্বসিদ্ধি প্রদান করেন।

মহালক্ষ্মীর এই ভয়ংকরী মূর্তিটি অবশ্যই ধ্বংসের দেবতা রুদ্রের শক্তিরূপে কল্পিতা। রুদ্রশিব ও রুদ্রাণী-দুর্গার সঙ্গেই সাদৃশ্য প্রকট। মহালক্ষ্মীর নাম সিদ্ধ-চামুণ্ডাও। সিদ্ধিধাত্রী হিসাবে তিনি লক্ষ্মী। শাস্ত্রধারণ করায় তিনি সরস্বতী। কমলে-কামিনীর সঙ্গেও মহালক্ষ্মীর সাদৃশ্য আছে। হয়ত বা কমলে-কামিনীর মূর্তি মহালক্ষ্মীর সাদৃশ্যেই পরিকল্পিতা।

স্বতন্ত্রতন্ত্রে মহালক্ষ্মীর উৎপত্তি সম্পর্কে একটি ছোট্ট উপাখ্যান আছে। এই উপাখ্যানে সৃষ্টিকাম ব্রহ্মার তপস্যাকালে মহালক্ষ্মী স্বয়ং আবির্ভূতা হয়েছিলেন।

১ তন্ত্রসার—পৃঃ ২২০ ২ অনুবাদ—পঞ্চানন তর্করত্ন ৩ দেবীভাগ—৯।৪২।৯-১০
৪ অগ্নি—৫৫।৩২-৩৪

পুরা ব্রহ্মা জগৎস্রষ্টুং তপোঽতপ্যত দারুণম্।
তপসা তস্য সন্তুষ্টা শক্তিঃ সা পরমেশ্বরী ॥
চৈত্রশুক্লনবম্যান্তু উৎপন্না তারিণী স্বয়ম।
ক্ষীরোদার্ণবসম্ভূতা মথনাদুদধেঃ পুরা ॥
বিষ্ণোর্বক্ষঃস্থলস্থা চ পদ্মাসনাগতা রমা।
কৃষ্ণাষ্টম্যাং ভাদ্রপদে কোলাসুরনিকৃন্তিনী ॥
তস্যাং তিথৌ সমুৎপন্না মহামাতঙ্গিনী কলা।
ফাল্গুনৈকাদশীযুক্তা ভৃগৌ ভৌমে চ যা তিথি[illegible] ॥
জাতা তস্যাং মহাল[illegible] [illegible]ভাগ্যদায়িনী ।[1]

—পুরাকালে ব্রহ্মা জগৎসৃষ্টি কর[illegible] [illegible] তপস্[illegible] [illegible]ছিলেন। তাঁর তপস্যায় তুষ্ট হয়ে শক্তিরূপা পরমেশ্বরী ত্রাণকর্ত্রী স্বয়ং উৎপন্না হয়েছিলেন চৈত্রশুক্লানবমী তিথিতে। পুরাকালে ইনি সমুদ্রমন্থনকালে ক্ষীরসমুদ্র থেকে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং পদ্মাসনা রমা বিষ্ণুর বক্ষঃস্থল আশ্রয় করেছিলেন। ভাদ্র মাসে কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে তিনি কোলাসুর বধ করেছিলেন। সেই তিথিতেই মহামাতঙ্গিনী বিদ্যারূপে আবির্ভূতা হয়েছিলেন। ফাল্গুন মাসে মঙ্গলবারে ভৃগুতে (নক্ষত্রে) একাদশীযুক্ত তি[illegible] সর্বসৌভাগ্যদায়িনী মহালক্ষ্মী জন্মেছিলেন।

এই বর্ণনাটিতে মহালক্ষ্মী মহাশক্তি বা [illegible]। ইনি যেমন কোলাসুরঘাতিনী,—দশমহাবিদ্যার অন্যতমা [illegible] বা [illegible] বিদ্যা, তেমনি আবার ভাদ্র মাসের কৃষ্ণাষ্টমী অর্থাৎ জন্মাষ্টমীতে যশোদাগর্ভে যোগ-মায়ারূপে জাতা। উড়িষ্যার জাজপুরে একটি মন্দিরে অষ্টাদশভুজা মহালক্ষ্মীর মূর্তি আছে।[2]

মার্কণ্ডেয় পুরাণে বর্ণিত চণ্ডীর উপাখ্যানে মধ্যচরিত অর্থাৎ মহিষাসুর বধ উপাখ্যানের দেবী মহালক্ষ্মী নামে সুপ্রসিদ্ধা। শ্যামাচরণ কবিরত্ন তাঁর সম্পাদিত চণ্ডীতে মধ্যচরিতের দেবতা মহালক্ষ্মীর একটি ধ্যানমন্ত্র উদ্ধৃত করেছেন। এই মন্ত্রে মহালক্ষ্মী অষ্টাদশভুজা :

অক্ষস্রকপরশূ গদেষুকুলিশং পদ্মং ধনুঃ কুণ্ডিকাং
দণ্ডং শক্তিমসিঞ্চ চর্ম জলজং ঘণ্টাং সুরাভাজনম্।
শূলং পাশসুদর্শনে চ দধতীং হস্তৈঃ প্রবালপ্রভাং
সেবে সৈরিভমর্দিনীমিহ মহালক্ষ্মীং সরোজস্থিতাম্ ॥

—অক্ষমালা, পরশু, গদা, বাণ, বজ্র, পদ্ম, ধনু, কমণ্ডলু, দণ্ড, শক্তি, অসি, ঢাল, শঙ্খ, সুরাপাত্র, শূল, পাশ ও সুদর্শনচক্র ধারিণী, প্রবাল বর্ণা, পদ্মোস্থিতা মহিষমর্দিনী মহালক্ষ্মীকে সেবা করি।

এই অষ্টাদশভুজা মহালক্ষ্মী ও মহিষাসুরমর্দিনী দুর্গাচণ্ডী অভিন্না।

---

১ প্রাণতোষিণীতন্ত্রে উদ্ধৃত (বসুমতী)—পৃঃ ৩৮২
২ Foreigners in Anct. India & Lakshmi & Saraswati.

লক্ষ্মীপ্রতিমার নানাবিধ বৈচিত্র্য দেখা গেলেও দেবী হিসাবে শ্রীর পৃথক সত্তা একেবারে হারিয়ে যায় নি। অগ্নিপুরাণে শ্রীদেবীর প্রতিমা বর্ণিত হয়েছে—

শ্রীদেবী

চতুর্ভুজাং সুবর্ণাভাং সপদ্মোর্ধ্বভুজদ্বয়াং
দক্ষিণাভয়হস্তাভ্যাং বামহস্তবরপ্রদাম্।
শ্বেতগন্ধাংশুকামেকরৌপ্যমাল্যাস্ত্রধারিণীম্॥[১]

—শ্রী চতুর্ভুজা, সুবর্ণবর্ণা, ঊর্ধ্বহস্তদ্বয়ে পদ্ম, দক্ষিণ (নিম্ন) হস্তে অভয়, বামহস্তে (নিম্নে) বরদমুদ্রা, শ্বেতচন্দনে লিপ্তা, শুভ্রবসনা, রৌপ্যমাল্য ও অস্ত্রধারিণী।

মৎস্যপুরাণেও শ্রীদেবীর প্রতিমা বর্ণিত হয়েছে। এখানে দেবীর বামহস্তে পদ্ম ও দক্ষিণহস্তে শ্রীফল (বিল্ব), দেবী পদ্মাসীনা, হস্তিদ্বয়ের দ্বারা অভিস্নাতা, তপ্তকাঞ্চনবর্ণা।[২] প্রপঞ্চসারতন্ত্রে লক্ষ্মী ও কমলার আরও কয়েকটি ধ্যানমূর্তি আছে। এইগুলি মোটামুটি একই প্রকার। একটি মন্ত্রে লক্ষ্মী পদ্মাসীনা, চতুর্ভুজা, দুই হাতে দুই পদ্ম, অপর দুই হাতে বর ও অভয়মুদ্রা, তাঁর দেহজাত জ্যোতিতে ত্রিভুবন উজ্জ্বল।[৩] আর একটি মন্ত্রে তাঁর হাতে ধনপাত্র, দুটি পদ্ম এবং দর্পণ, তাঁর দেহবর্ণ শুভ্র, শুভ্রবসন, পদ্মাসীনা ও পরিচারিকা পরিবৃতা।[৪]

মৎস্যপুরাণের শ্রীর মূর্তিতে গজলক্ষ্মী এবং প্রপঞ্চসারতন্ত্রের লক্ষ্মীর মূর্তিতে সরস্বতী মিশে গেছেন।

সিদ্ধলক্ষ্মী নামে আর একপ্রকার লক্ষ্মীর বিবরণ আছে তন্ত্ররাজতন্ত্রে। সিদ্ধলক্ষ্মী প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধলক্ষ্মী—যুদ্ধে বিজয়দাত্রী। তাঁর একশত মুখ, দুইশত বাহু, প্রতিটি মুখ ত্রিনয়ন-বিশিষ্ট ভয়ংকর, সমান আকৃতি বিশিষ্টা শক্তিদ্বারা পরিবৃতা—

সিদ্ধলক্ষ্মী

শতশীর্ষাং ত্রিনয়নাং প্রতিবক্ত্রং ভয়ানকাম্।
হস্তদ্বিশতসংযুক্তাং স্বসমাকারশক্তিভিঃ॥[৫]

লক্ষ্মী প্রতিমার বৈশিষ্ট্য : শ্রী, কমলা, লক্ষ্মী, গজলক্ষ্মী, মহালক্ষ্মী প্রভৃতি লক্ষ্মীর বিভিন্ন মূর্তিগুলি পর্যালোচনায় দেখা যায়, লক্ষ্মী দ্বিভুজা ও চতুর্ভুজা উভয় মূর্তিতেই বিরাজমানা। দেবী সর্বত্রই পদ্মাসনা ও পদ্মহস্তা। সাধারণতঃ তিনি তপ্তকাঞ্চনবর্ণা। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে চন্দ্রপ্রভাতুল্যশুক্লবর্ণা—শুক্লবাসা—শুক্লমাল্যভূষিতা—

শুক্লাম্বরপরীধানাং সিন্দুরতিলকোজ্জ্বলাম্।
শুক্লপদ্মাসনগতাং ধ্যায়েন্নারায়ণ প্রিয়াম্॥[৬]

গজলক্ষ্মী দুই বা চারটি হস্তীর শুণ্ডদ্বারা অভিস্নাতা। কোন কোন ধ্যানমন্ত্রে লক্ষ্মী পাশ, অক্ষমালা, কোন কোন মন্ত্রে অভয় ও বরমুদ্রাধারিণী; একস্থানে তিনি বিল্বফল ধারণ করেন। মহালক্ষ্মীর বৈচিত্র্যময় পরিকল্পনাতেও লক্ষ্মীর উক্ত

১ অগ্নিপুঃ—৩০৭।১৩ ২ মৎস্যপুঃ—২০১।৪০-৪৩ ৩ প্রপঞ্চসার—১২।২১
৪ প্রপঞ্চসার—৮।২৯ ৫ তন্ত্ররাজ—৩৪।৭৯ ৬ কালীবিলাস—২০।২৩

বৈশিষ্ট্যগুলি বর্তমান, উপরন্তু দানবদলনী মহাশক্তির সংমিশ্রণ ঘটেছে। সরস্বতী, লক্ষ্মী ও শিবানীর একত্র সম্মিলন কোন কোন ক্ষেত্রে লক্ষণীয়। গুপ্তযুগের পরবর্তী কালের স্বধস্তাদিত্য, পৃথুবীর্য প্রভৃতি কয়েকজন রাজার সম্মুখভাগে ধনুর্ধারী রাজমূর্তি অংকিত (Archer type) মুদ্রার বিপরীত দিকে লক্ষ্মীর মূর্তিতে কিছু বৈচিত্র্য আছে। মুদ্রাগুলিতে দেবী দেহের উপরিভাগের তিন চতুর্থাংশ অঙ্কিত—দেবী সম্মুখভাগে দণ্ডায়মানা—সাধারণতঃ অষ্টভুজা,—কোন কোন মুদ্রায় ষড়ভুজা।[১]

লক্ষ্মী ও সরস্বতী : উপরে উদ্ধৃত লক্ষ্মীদেবীর ধ্যানমূর্তিগুলির সঙ্গে সরস্বতীর বহুল সাদৃশ্য চোখে পড়ে। দ্বিভুজা ও চতুর্ভুজা উভয়বিধ সরস্বতী মূর্তিই পুরাণতন্ত্রে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে চতুর্ভুজা সরস্বতীরই সংখ্যাধিক্য। লক্ষ্মী সম্পর্কেও একই কথা। সরস্বতীও পদ্মাসনা ও পদ্মহস্তা, শুক্লাম্বরা ও শুক্লবর্ণা। লক্ষ্মী কনকবর্ণা হলেও ক্ষেত্রবিশেষে শুভ্রা। সরস্বতীর হাতে জপমালিকা ও পুস্তক, কোন কোন ক্ষেত্রে বীণা। লক্ষ্মীর হাতেও ক্ষেত্রবিশেষে জপমালা ও শাস্ত্র বা পুস্তক থাকে। সারদা তিলকের একটি মন্ত্রে গজলক্ষ্মীর হস্তচতুষ্টয়ের হস্তদ্বয়ে জপমালা ও পুস্তক—"বিভ্রাণাং করপঙ্কজৈর্জপবটীং পদ্মদ্বয়পুস্তকম্"।[২] শিল্পরত্নে লক্ষ্মীর বর্ণ শুভ্র, বামহস্তে পদ্ম ও দক্ষিণহস্তে বিল্বফল, কণ্ঠে মুক্তাহার।[৩] মহালক্ষ্মী ও মহাসরস্বতীর মূর্তিকল্পনায় বিস্ময়কর সাদৃশ্য; উভয়তঃই শিবশক্তির প্রভাব।

লক্ষ্মীর সঙ্গে সরস্বতীর মূর্তিকল্পনার সাদৃশ্য দুই দেবতার অভিন্নতা সূচিত করে না কি? আরও বিস্ময়ের বিষয় এই যে স্থলবিশেষে লক্ষ্মীও বীণাপাণি। স্কন্দপুরাণের উৎকলখণ্ডে জগন্নাথ বিগ্রহের আবির্ভাবের পূর্বে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের মন্ত্রী বিদ্যাপতি নীলগিরিতে নীলমাধব সন্দর্শনে গিয়ে নীলমাধবের দর্শনলাভ করেছিলেন। প্রত্যাবর্তনের পরে বিদ্যাপতি নীলমাধবের যে বর্ণনা দিয়েছেন তাতে নীলমাধবের (বিষ্ণু) পাশে পদ্মহস্ত বীণাবাদনরতা লক্ষ্মী ছিলেন।

বামপার্শ্বগতা লক্ষ্মীরাশ্লিষ্টা পদ্মধারিণী।
বল্লকীবাদনপরা ভগবন্মুখলোচনা॥[৪]

এই শ্লোকটি স্কন্দপুরাণের বিষ্ণুখণ্ডে পুরুষোত্তমমাহাত্ম্য বর্ণনা প্রসঙ্গে পাওয়া যায়।[৫] এই অংশে আর একস্থানে লক্ষ্মীকে বীণাহস্তা বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[৬] শুক্রনীতিসারে লক্ষ্মী চতুর্ভুজা—হস্তে বীণা, লুঙ্গা, অভয় এবং বরদ মুদ্রা—

বীণালুঙ্গাভয়করা সত্ত্বগুণা শ্রিয়ঃ।[৭]

সুপ্রসিদ্ধ যাত্রাকার ও গীতাভিনয় প্রণেতা মতিলাল রায় তাঁর শ্রীক্ষেত্রমাহাত্ম্য গীতাভিনয়ে নীলমাধবের পার্শ্বে বীণাধারিণী লক্ষ্মীর তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে

---

১ Sakti Cult & Coins of North Eastern India, Sm. Bela Lahiri—Sakti Cult & Tara—p. 35
২ সাঃ তিঃ—৬।৫৩
৩ লক্ষ্মী ও গণেশ—পৃঃ ৫৫
৪ স্কন্দঃ, উৎকল—১০।৩৩-৩৪
৫ স্কন্দপুঃ, বিষ্ণুখণ্ড, পুরুষোত্তম মাহাত্ম্য—১০।৩৩
৬ তদেব—২।৩২
৭ শুক্রনীতি—৪।৪।১৪১

বলেছেন, নীলমাধব বিষ্ণুর দুই পত্নী লক্ষ্মী ও সরস্বতী; উভয়েই পতির বামভাগ অধিকার করতে গিয়ে এক দেহে মিশে গেছেন; তাই লক্ষ্মীর হাতে উঠেছে সরস্বতীর বীণা। সরস্বতী ও লক্ষ্মী যে একই দেবতা এরূপ ইঙ্গিতই মতিলালের বক্তব্যে পাওয়া যায়। পুরাণের বর্ণনায় বিষ্ণুর দুই পার্শ্বে তাঁর দুই পত্নী—লক্ষ্মী ও পুষ্টি অথবা সরস্বতী। উত্তরভারতে প্রাপ্ত বিষ্ণুমূর্তির দু'পাশে বীণাপদ্মধারিণী লক্ষ্মী ও পুষ্টি অথবা সরস্বতীকে দেখা যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে লক্ষ্মী বসুন্ধরার সঙ্গে অভিন্না হয়েছেন। বিষ্ণুমূর্তির দুই পার্শ্বে সরস্বতী, ও মহী বা বসুধাকেও দেখা যায়। "তাঁহার (বিষ্ণুর) দুই পত্নী, লক্ষ্মী ও সরস্বতী, কোথাও কোথাও দেবী বসুমতী।"[১] বসুধা দেবীও পদ্মাসনা, চতুর্ভুজা—দুই হস্তে পদ্ম, এক হস্তে শালিধান্যমঞ্জরী, অপর হস্তে শুকপক্ষী।[২] কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম-বর্ণিত সরস্বতীর হাতের শুকপক্ষী বসুধা দেবীর নিকট থেকে প্রাপ্ত। স্কন্দপুরাণে বিষ্ণুর দুই পার্শ্বে দুই পত্নী লক্ষ্মী ও ধরণী এবং ব্রহ্মার দুই পার্শ্বে দুই পত্নী সাবিত্রী ও সরস্বতী—

লক্ষ্ম্যা সহ ধরণ্যা চ ভগবান্ মধুসূদনঃ।
সাবিত্র্যা চ সরস্বত্যা সহৈব চতুরাননঃ ॥[৩]

গুজরাটে বীণাহস্ত লক্ষ্মীপূজার প্রচলন আছে।[৪]

অগ্নিপুরাণান্তর্গত শ্রীস্তোত্রে শ্রীলক্ষ্মী ও সরস্বতীকে একই দেবসত্তারূপে বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে শ্রী-ই সরস্বতী—তিনিই বিদ্যারূপিণী—সর্ববিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী—

নমস্তে সর্বলোকানাং জননীমব্ধিসম্ভবাম্।
শ্রিয়মুন্নিদ্রপদ্মাক্ষীং বিষ্ণুবক্ষঃস্থলস্থিতাম্ ॥
ত্বং সিদ্ধি ত্বং স্বধা স্বাহা ত্বং লোকপাবনী।
সন্ধ্যারাত্রিঃ প্রভা মূর্তির্মেধা শ্রদ্ধা সরস্বতী ॥
যজ্ঞবিদ্যা মহাবিদ্যা গুহ্যবিদ্যা চ শোভনা।
আত্মবিদ্যা চ দেবি ত্বং বিমুক্তিফলদায়িনী ॥
আন্বিক্ষিকী ত্রয়ী বার্তা দণ্ডনীতিস্ত্বমেব চ।
সৌম্যাসৌম্যৈর্জগদ্রূপৈ স্তয়ৈতদ্দেবি পূরিতম্ ॥[৫]

—সমুদ্রজাতা সর্বলোকের জননী প্রস্ফুটিতপদ্মতুল্য নয়ন বিশিষ্টা বিষ্ণুবক্ষঃস্থিতা শ্রীকে নমস্কার। তুমি সিদ্ধি, তুমি স্বধা, স্বাহা, তুমি লোক-পবিত্রকারিণী, তুমি সন্ধ্যা, রাত্রি, প্রভা, মূর্তি, মেধা, সরস্বতী। হে দেবি, তুমি যজ্ঞবিদ্যা, মহাবিদ্যা, শোভন গুহ্যবিদ্যা, আত্মবিদ্যা এবং মুক্তিফলদায়িনী। তুমি আন্বিক্ষিকী (অধ্যাত্মবিদ্যা), ত্রয়ী (তিন বেদ), বার্তা (পশুপালন, কৃষি ও বাণিজ্যবিদ্যা), এবং দণ্ডনীতি। তুমি জগতের সৌম্য ও অসৌম্যরূপের দ্বারা জগৎ পূর্ণ করে থাক।

---

১ বাঙালীর ইতিহাস—নীহাররঞ্জন রায়—পৃঃ ৬১৭ ২ সাঃ তিঃ—১৫।১৩৮
৩ স্কন্দঃ বিষ্ণু, বেংকট—১৯১৪ ৪ লক্ষ্মী ও গণেশ—পৃঃ ৪৮
৫ স্তবকবচমালা (বসুমতী), ৩য় সং—পৃঃ ৫২০

কালিকাপুরাণে বিষ্ণুর দক্ষিণে শ্রী বামে সরস্বতী—

দধানং দক্ষিণে দেবীং শ্রিয়ং পার্শ্বে তু বিভ্রতম্।
সরস্বতীং বামপার্শ্বে চিন্তয়েদ্বরদং হরিম্॥[১]

অগ্নিপুরাণে শ্রী এবং পুষ্টির হাতে থাকে পদ্ম ও বীণা—

শ্রী পুষ্টি চাপি কর্তব্যে পদ্মবীণাকরান্বিতে।

পুষ্টিদেবী লক্ষ্মীর সঙ্গে মিশে গেছেন। বিষ্ণুপুরাণে বিষ্ণু ও লক্ষ্মী সম্পর্কে বলা হয়েছে—

অর্থো বিষ্ণুরিয়ং বাণী নীতিরেষা নয়ো হরিঃ।
বোধো বিষ্ণুরিয়ং বুদ্ধির্ধর্মোঽসৌ সৎক্রিয়াত্বিয়ম্॥[২]

—বিষ্ণু অর্থ লক্ষ্মী বাণী, লক্ষ্মী নীতি হরি নয়, বিষ্ণু বোধ লক্ষ্মী বুদ্ধি, বিষ্ণু ধর্ম লক্ষ্মী সৎক্রিয়া।

লক্ষ্মীর স্তুতি করতে গিয়ে ইন্দ্র বলেছেন,—লক্ষ্মীই যজ্ঞবিদ্যা, মহাবিদ্যা, গুহ্যবিদ্যা, আত্মবিদ্যা।[৩]

লক্ষ্মীকে কেবল বীণা পুস্তকধারিণীরূপে বর্ণনা করা হয়েছে তা নয়, লক্ষ্মীকে বাণী বিদ্যাদায়িনীরূপেও বারংবার উল্লেখ করা হয়েছে। ১১৬১ বিক্রমাব্দের নাগপুর শিলালিপিতে বাগ্দেবী দ্বিবচনাত্মকরূপে ব্যবহৃত হয়েছে অর্থাৎ দুই বাগ্দেবীর উল্লেখ করা হয়েছে :

প্রসাদৌদার্যমাধুর্যসমাধিসমতাদয়ঃ।
যুবয়োর্যে গুণাঃ সন্তি বাগ্দেব্যৌ তেঽপি সন্তু নঃ॥[৪]

—হে বাগ্দেবীদ্বয়, প্রসাদ, মাধুর্য, সমাধি, সমতা প্রভৃতি তোমাদের যে সকল গুণ আছে, সেইসকল গুণ আমাদেরও থাকুক।

দুই বাগ্দেবীর উল্লেখ অন্য কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। Keilhorn-এর মতে দুই বাগ্দেবী দুর্গা এবং সরস্বতী। শ্রীমতি মনীষা মুখোপাধ্যায়ের মতে দুই বাগ্দেবী সরস্বতী এবং গায়ত্রী।[৫] কিন্তু দুই বাগ্দেবী লক্ষ্মী ও সরস্বতী হওয়াই সম্ভব। অবশ্য লক্ষ্মী, সরস্বতী, দুর্গা, সাবিত্রী ও গায়ত্রী একই দেবসত্তা। সকলেই বিদ্যা-রূপা। তবে লক্ষ্মী ও সরস্বতীর সাদৃশ্য ও সংযোগ এত ঘনিষ্ঠ যে লক্ষ্মী ও সরস্বতীকে একত্রে দুই বাগ্দেবী বলা অত্যন্ত সঙ্গত।

কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের তন্ত্রসারে লক্ষ্মী কবচ মন্ত্রে বলা হয়েছে যে বিদ্যার্থী ব্যক্তি সর্বদা লক্ষ্মীর অর্চনা করবে—'বিদ্যার্থিনা সদা সেব্যা বিশেষে বিষ্ণুবল্লভা'। লক্ষ্মীকবচমন্ত্রের দেবতার নাম বাগ্ভবী, কবচের দ্বারা লভ্য হয় কবিত্ব, পাণ্ডিত্য, সিদ্ধি, সমৃদ্ধি। মন্ত্রটি উদ্ধৃত হল :

---

১ কাঃ পুঃ—৮।১০১ ২ বিঃ পুঃ—১।৮।১৬ ৩ বিঃ পুঃ—১।৯।১১৭-১৯
৪ Epigraphia Indica, Vol. II—page 182
৫ Lakshmi & Saraswati, Foreigners in Ancient India & Lakshmi &
৬ Saraswati in Art & Literature—C. U., p. 108

অস্যাশ্চতুরক্ষরী বিষ্ণু বনিতায়াঃ কবচস্য ভগবান্ শ্রীশিব ঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দো বাগ্ভবী দেবতা বাগভবং বীজং লজ্জা, শক্তী রমা কীলকং কামবীজাত্মকং কবচং মম সুকবিত্ব-সুপাণ্ডিত্য-সর্বসিদ্ধি সমৃদ্ধয়ে বিনিয়োগঃ।[১]

খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে শ্রীকুমার রচিত শিল্পরত্ন নামক মূর্তিতত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থে লক্ষ্মী নারায়ণের একীভূত বিগ্রহের বর্ণনায় লক্ষ্মীর হাতে বিদ্যা বা পুস্তক দেবার বিধান দেওয়া হয়েছে।[২] বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে রক্ষিত লক্ষ্মীদেবীর একটি বিগ্রহে দেবীর বামহস্তে পুঁথি শোভা পাচ্ছে। নেপালে প্রাপ্ত (বর্তমানে সুইজারল্যাণ্ডের বেসেলে ভোকার কুন্দ্ মিউজয়মে রক্ষিত) ব্রোঞ্জ্ নির্মিত অর্ধলক্ষ্মীনারায়ণ মূর্তিতে এবং নেপাল থেকে প্রাপ্ত কলিকাতায় রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট্ অব্ কালচারে রক্ষিত পটে অংকিত অর্ধলক্ষ্মী-নারায়ণ চিত্রে লক্ষ্মীর এক হস্তে পুস্তক শোভা পাচ্ছে।[৩] জয়সিংহের করণবেল শিলালিপিতে লক্ষ্মীকে বলা হয়েছে চতুর্বৃত্তি অর্থাৎ নৃত্য, গীত, বাদ্য ও কাব্য এই চতুর্বিধ বিদ্যার অধিকারিণী সুমঙ্গল জাতকের টীকায় লক্ষ্মী দেবী পন্না (প্রজ্ঞা) বা জ্ঞানের দেবী,—শালিকেদার জাতকে তিনি জ্ঞান ও গুণের দেবতা, কালকন্নি-জাতকে সৌভাগ্য ও জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী। সরভঙ্গ জাতক অনুসারে জ্ঞানী ব্যক্তি লক্ষ্মীর কৃপাপুষ্ট। উক্ত জাতকের টীকায় শ্রী ও লক্ষ্মী ভূরিপন্না (ভূরিপ্রজ্ঞা) বহুজ্ঞানের অধিকারিণী। রঘুনন্দনের তিথিতত্ত্ব নামক স্মৃতিগ্রন্থে সরস্বতীর আটটি তনু। সরস্বতীর নিকট প্রার্থনা মন্ত্রে অষ্টতনু দ্বারা ভক্তকে রক্ষা করতে অনুরোধ করা হয়েছে—

লক্ষ্মীর্মেধাধরা পুষ্টির্গৌরী তুষ্টিঃ প্রভা ধৃতিঃ।
এতাভিঃ পাহি তনুভিরষ্টাভির্মাং সরস্বতী॥[৪]

রঘুনন্দন তিথিতত্ত্বে লক্ষ্মীপূজায় দোয়াত কলম পূজার এবং লেখাপড়া বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছেন,—এই বিধিটি তিনি 'সম্বৎসর প্রদীপ' থেকে উদ্ধার করেছেন—

সংবৎসর প্রদীপে পঞ্চম্যাং পূজয়েল্লক্ষ্মীং পুষ্পধূপান্নবারিভিঃ।
মস্যাধারং লেখনী চ পূজয়েন্ন লিখেত্ততঃ॥[৫]

লক্ষ্মীও বিদ্যাদেবীরূপে পূজিতা হওয়ায় দুই সরস্বতীর অন্যতমা লক্ষ্মী হওয়াই সম্ভব। বিষ্ণুপ্রিয়া লক্ষ্মী ও সরস্বতী উভয়েই সূর্যবিষ্ণু বা যজ্ঞবিষ্ণুর শক্তি। সূর্যাগ্নির ব্যাপনশীলা যে জ্যোতি তাই বেদের সরস্বতী,—পুরাণের শ্রী বা লক্ষ্মী! লক্ষ্মীও পুরাণে-তন্ত্রে জ্যোতির্ময়ীরূপে বর্ণিতা। সারদা তিলকের একটি ধ্যানমন্ত্রে লক্ষ্মী উদীয়মান সূর্যের প্রভাসম্পন্না। সূর্যের প্রতীক পদ্ম বলেই উভয়েই পদ্মের সঙ্গে সংশ্লিষ্টা। লক্ষ্মীর নামই পদ্মা, পদ্মালয়া, কমলা ইত্যাদি। স্বর্গের দিব্য সরস্বতী মর্তের নদীতে অবতীর্ণা আর লক্ষ্মী ক্ষীরসমুদ্র সম্ভবা। মহাকাশরূপী

১ তন্ত্রসার (বঙ্গবাসী)—পৃঃ ৭৪০ ২ শিল্প—২০।২৩ ; ২৫।৭৫
৩ Ardhanāri, Nārāyaṇa—D. C. Sircar—Foreigner in India—page 134
৪ অষ্টাবিংশতিতত্ত্বম্—পৃঃ ১৬ ৫ তদেব

ক্ষীরসমুদ্রে জ্যোতীরূপা লক্ষ্মীর প্রকাশ। কূর্মরূপী সূর্য-বিষ্ণুর উপরে সূর্য প্রদক্ষিণ পথের অনন্ত রজ্জুতে বদ্ধ সর্বব্যাপ্ত পর্বে বিন্যস্ত রশ্মি-পর্বতের সাহায্যে আকাশ সাগর মন্থনে যে শ্রী-লক্ষ্মীর আবির্ভাব তাঁকে সূর্যবিষ্ণুর জ্যোতীরূপা বলে চিনতে ভুল হয় না। লক্ষ্মী যখন সাগরতল থেকে উঠলেন তখন তিনি জ্যোতীরূপা—

ততঃ স্ফুরৎকান্তিমতী বিকাসিকমলে স্থিতা।
শ্রীদেবী পয়সস্তস্মাদুত্থিতা ধৃতপঙ্কজা॥[১]

—তারপর উজ্জ্বল জ্যোতির্ময়ী প্রফুল্ল কমলে স্থিতা, পদ্মধারিণী শ্রীদেবী সেই জল থেকে উত্থিতা হলেন।

বিষ্ণুপুরাণ মতে লক্ষ্মীদেবীর দেহ যজ্ঞময়—কা ত্বন্যা তামৃতে দেবি সর্বযজ্ঞময়ং বপুঃ।[২]

সূর্যরশ্মির শুভ্রতা ও নদী সরস্বতীর স্বচ্ছ সলিলের শুভ্রতায় নির্মল জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী সরস্বতী হয়েছিলেন শুভ্রা, লক্ষ্মীও শুভ্রকান্তি পেয়েছিলেন সরস্বতীর কাছ থেকেই। কিন্তু সরস্বতী থেকে স্বতন্ত্র আকারে প্রতিষ্ঠিত হতে গিয়েই লক্ষ্মী সূর্যকিরণের স্বর্ণাভা মেখে হলেন কাঞ্চনবর্ণা। বীণা, পুস্তক, জপমালা প্রভৃতির দাবী ত্যাগ করে ছেড়ে দিলেন সরস্বতীকে। সরস্বতীর মতই দুটি হাত মাত্র নিয়ে তিনি এলেন মর্তের পূজা নিতে,—তাঁর হাতে শোভা পেল শুধুমাত্র সরসিজ।

জ্যোতীরূপা সরস্বতী মর্তে নদী সরস্বতীরূপে অবতীর্ণা হয়েছিলেন। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে সরস্বতী লক্ষ্মী ও গঙ্গার বিবাদের ফলে বাণী লক্ষ্মীকে অভিশাপ দিয়েছিলেন,—তুমি বৃক্ষরূপা ও নদীরূপা হবে,—বৃক্ষরূপা সরিদ্রূপা ভবিষ্যসি ন সংশয়ঃ।[৩] নারায়ণ বললেন,—

কলাংশাংশেন ত্বং গচ্ছ ভারতে কমলোদ্ভবে।
পদ্মাবতী সরিদ্রূপা তুলসীবৃক্ষরূপিণী॥[৪]

—কমলজা লক্ষ্মী, তুমি ভারতে অংশে অংশে পদ্মাবতী নদীরূপে ও তুলসী-বৃক্ষরূপে গমন কর।

পদ্মানদীই অংশতঃ লক্ষ্মীরূপে অবতীর্ণা।

গজলক্ষ্মীর শিরোভাগে কুম্ভোদক বর্ষণকারী দুই বা চারি হস্তী ইন্দ্রের ঐরাবতকে স্মরণে আনে। সূর্যাগ্নির তপ্ত-কিরণমালা মেঘের সঞ্চার করে, সেই মেঘ থেকেই ঝরবে বৃষ্টিধারা। শস্যদেবী লক্ষ্মী, ধনদেবী লক্ষ্মী অভিষিক্ত হলেন চারি দিগহস্তীর দ্বারা। ফলে ক্ষেত্র গেল শস্যে ভরে। গজলক্ষ্মী তাই হস্তীশুণ্ডস্নাতা।

লক্ষ্মীর ধনাধিষ্ঠাতৃত্ব : ঋগ্বেদে পৃথক কোন ধনাধিষ্ঠাত্রী দেবতা ছিলেন না। যজ্ঞের দ্বারা ধনলাভ সম্ভব—এই ছিল বিশ্বাস। অগ্নি তাই ধনদাতা।

১ বিষ্ণুপুঃ—১।৯।৯৯
২ বিষ্ণুপুঃ—১।৯।১২০
৩ ব্রহ্মবৈঃ, প্রকৃতি—৬।৩২
৪ তদেব—৬।৬৮

অগ্নিনা রয়িমশ্নবৎ পোষমেব দিবে দিবে।
যশসং বীরবত্তমম্ ॥[১]

—অগ্নি দ্বারা আমরা প্রতিদিন বর্ধমান ধন, যশ ও শ্রেষ্ঠ বীরপুত্রভৃত্যাদি লাভ করি।

কৃষ্ণযজুর্বেদ অগ্নিকে বলেছেন,—অন্নপতেঽন্নস্য নো দেহীত্যাহাগ্নির্বা অন্নপতিঃ স এবাস্মা অন্নং প্রযচ্ছত্যনমীবস্য···।[২]

—হে অন্নপতি, আমাদের অন্ন দাও, অগ্নি অন্নপতি, তিনি আমাদের অন্নদান করেন।

অন্যান্য দেবতারাও ধন দান করতেন। যজ্ঞাগ্নিরূপা সরস্বতীও ধনদাত্রী। সরস্বতী নদীর উর্বরা তটভূমি প্রচুর শস্যদান করার জন্য সরস্বতীর ধনাধিষ্ঠাতৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। যজুর্বেদেও সরস্বতী ধনাধিশ্বরী। যজুর্বেদে শ্রী ও লক্ষ্মী দেবীরূপে আবির্ভূতা হলেও তাঁরা আদিত্যপত্নী—আদিত্যের শোভা ও সৌন্দর্য,—এ ছাড়া আর কোন পরিচয় ছিল না। ব্রাহ্মণের যুগেই সরস্বতী বাগ্দেবী বা বিদ্যাদেবীরূপে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন। কিন্তু ধনদানের অধিকার তিনি অকস্মাৎ ছেড়ে দেন নি। তন্ত্রশাস্ত্রে সরস্বতীর প্রচলিত ধ্যানমন্ত্রে সরস্বতীর কাছে ধন প্রার্থনা করা হয়েছে, বিদ্যা নয়। তেলেগু চোল অন্নদেবের রাজহুন্দ্রি মিউজিয়ম তাম্রশাসনে সরস্বতী যোগিবন্দ্যা এবং সম্পদ্রূপা—

সা যোগিবন্দ্যাবিভবা ভবতাৎ প্রসন্না।[৩]

কিন্তু সরস্বতী বিদ্যাদেবীরূপে সুপ্রতিষ্ঠিতা হওয়ার পরে পৃথক্ ধনদেবতার প্রয়োজন দেখা দিল। সেই প্রয়োজনে সৌন্দর্য সৌভাগ্যের দেবতা শ্রী বা লক্ষ্মী হলেন ধনাধিষ্ঠাত্রী দেবী। কৃষিপ্রধান দেশে কৃষি ধন-ঐশ্বর্যের উৎস। তাই লক্ষ্মী কর্ষণজাত পণ্যের দেবতা। ধান্য প্রধান কৃষিসম্পদ হওয়ায় তিনি হলেন ধান্যাধিষ্ঠাত্রী বা ধান্যরূপা। কড়ি বা শঙ্খ সামুদ্রিক জীব বলেই জলধিজা লক্ষ্মীর সঙ্গে কড়ি বা লক্ষ্মীর সম্পর্ক স্থাপিত হোল। এক সময়ে কড়ি পণ্য বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবেও বিবেচিত হোত। আজও টাকাকড়ি শব্দটি প্রচলিত। সুতরাং কড়িও লক্ষ্মীর প্রতীক হিসাবে স্বীকৃতি এবং পূজা পেল। এখনও লক্ষ্মীপূজায় কড়ি দেওয়া হয়। শ্রী ও লক্ষ্মী পৃথকরূপে জন্ম নিয়েও একসময় মিশে একাকার হয়ে গেলেন। লক্ষ্মীর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপিত হোল ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিবের কন্যা বা জায়ারূপে। সম্পদ আনন্দের হেতু। সূর্য-বিষ্ণুর সোনার রঙের আলোও ত কম আনন্দের নয়। তাই লক্ষ্মী বিষ্ণুর হ্লাদিনী শক্তি বা পত্নী। সরস্বতী ব্রহ্মার পত্নী বা কন্যা। লক্ষ্মীও জন্মালেন ব্রহ্মার তপশ্চরণ কালে। যিনি লক্ষ্মী, তিনিই সরস্বতী, তিনিই গায়ত্রী বা সাবিত্রী। তাই গায়ত্রী দেবীও সরস্বতীর মত বীণা, কমণ্ডলু, অক্ষমালা বা পুস্তকহস্তা।[৪] অগ্নিপুরাণে মহালক্ষ্মী চতুরাননা ব্রহ্মার শক্তি।

---

১ ঋগ্বেদ—১।১।৩
২ কৃষ্ণ যজুঃ—৫।২।২
৩ Epigraphia Indica, vol. XXVI—page 41
৪ মৎস্যপুঃ—৬০।১০

কিন্তু ত্রিশূলধারিণী মহালক্ষ্মী অথবা হস্তী, অশ্ব, মহিষ ও মনুষ্যভোজনকারিণী মহালক্ষ্মী অবশ্যই রুদ্রশিবের শক্তি। মহালক্ষ্মীর দশবাহু, তাঁর হস্তস্থিত ত্রিশূল, খট্বাঙ্গ, অসি, ডমরু, ত্রিনয়ন প্রভৃতি শিবশক্তির ইঙ্গিত দেয়। শতাননা দ্বিশতভুজা সিদ্ধলক্ষ্মীও রুদ্রের সংহারাত্মিকা শক্তি। সরস্বতীর মতই লক্ষ্মী দেবত্রয়ের শক্তিরূপে প্রকাশিতা হলেও একমাত্র বিষ্ণুপত্নীরূপেই তিনি সুপ্রতিষ্ঠিতা এবং কালের বিচিত্র পরিবর্তনে মানুষের ধ্যানধারণার পরিবর্তনের ফলে তিনি হলেন শিবকন্যা সরস্বতীর মতই।

লক্ষ্মী ও বসুধারা : পুরাণে ও তন্ত্রে কখনও বিষ্ণুর পত্নীদ্বয় লক্ষ্মী ও সরস্বতী—কখনও লক্ষ্মী ও বসুধা বা পৃথিবী।[১] একটি ধ্যানমন্ত্রে বিষ্ণুর একপার্শ্বে বসুমতী ও অপর পার্শ্বে লক্ষ্মী থাকেন—উদ্যৎকোটিদিবাকরাভমনিশং শঙ্খং গদাং পঙ্কজং চক্রং বিভ্রতমিন্দিরা বসুমতী সংশোভিত পার্শ্বদ্বয়ম্।[২] অন্যত্র আছে—বিষ্ণুর 'পার্শ্বদ্বন্দ্বে জলধিসুতয়া বিশ্বধাত্র্যা চ জুষ্টম্'।[৩]

পুরাণে বসুধা বিষ্ণুর পত্নীরূপে কল্পিতা—বিষ্ণুর ঔরসে বসুন্ধরার গর্ভে নরকাসুরের জন্ম হয়েছিল। নরকাসুর নিধনের পর পৃথিবী শ্রীকৃষ্ণের নিকট বলেছিলেন—

যদাহমুদ্ধৃতা নাথ ত্বয়া শূকরমূর্তিনা।
তৎস্পর্শসম্ভবঃ পুত্রস্তদায়ং মধ্যজায়ত ॥[৪]

—হে নাথ, যখন বরাহরূপে তুমি আমাকে উদ্ধার করেছিলে, তখন তোমার স্পর্শে আমার গর্ভে এই পুত্র জন্মগ্রহণ করেছিল।

হরিবংশে কৃষ্ণকে পৃথিবী বলেছিলেন—

দত্তস্ত্বয়ৈব গোবিন্দ ত্বয়ৈব বিনিপাতিতঃ।
যথেচ্ছসি তথা ক্রীড় বালঃ ক্রীড়নকৈরিব ॥[৫]

হে গোবিন্দ, এই পুত্রকে তুমিই দিয়েছিলে, তুমিই মেরেছ, বালক খেলনা নিয়ে যেমন খেলে, তুমিও তেমনি যেমন ইচ্ছা খেলা কর।

বসুন্ধরা ও লক্ষ্মী দুই পৃথক দেবতা ছিলেন, কিন্তু ক্রমে লক্ষ্মী ও বসুন্ধরা মিলে গিয়ে এক হয়ে গেলেন। বৌদ্ধতন্ত্রে বসুধারা লক্ষ্মীর মূর্ত্যন্তর হিসাবে একটি উল্লেখযোগ্য স্থানের অধিকারিণী। বসুধারা বৌদ্ধদেবতা জম্ভলের শক্তি। ইনি উপাসককে সম্পদ দান করেন। বৌদ্ধমহাবিহারে বসুধারার মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হোত। সাধনামালায় বসুধারার বর্ণনা : "বসুধারাং ভগবতীং ধ্যায়াৎ কনকবর্ণাং সকলালংকারবতীং দ্বিরষ্টবর্ষাকৃতিং দক্ষিণকরেণ বরদাং বামকরেণ ধান্যমঞ্জরীধরাম-ক্ষোভ্যধারিণীম্।"[৬]

—ষোড়শবর্ষীয়া কনকবর্ণা সকল অলংকার ভূষিতা দক্ষিণহস্তে বরদা ও বাম-হস্তে ধান্যমঞ্জরী—অক্ষোভ্যধারিণী ভগবতী বসুধারাকে ধ্যান করবে।

১ এই গ্রন্থের দ্বিতীয় পর্ব, ২য় সং—পৃঃ ২৫৭-৫৯ দ্রষ্টব্য ২ তন্ত্রসার (বঙ্গবাসী)—পৃঃ ২৪৭
৩ তদেব—পৃঃ ২৩৭ ৪ বিষ্ণুপুঃ—৫।২৯।২৩ ৫ খিল হরিবংশ, বিষ্ণুপর্ব—৬৩।১২৫
৬ সাধনমালা—২য়, ২১৩ নং সাধন

আর একটি ধ্যানমন্ত্র—

বসুধারাং পীতবর্ণাং ধান্যমঞ্জরী-নানারত্ন-বর্ষমাণঘটবামহস্তাং
দক্ষিণেন বরদাং সর্বালংকারভূষিতাং সখীজনপরিবৃতাং ভাবয়েৎ।[১]

—পীতবর্ণা বামহস্তে ধান্যমঞ্জরী ও নানারত্নবর্ষিঘটধারিণী দক্ষিণহস্তে বরদা সর্ব অলংকারভূষিতা সখীগণপরিবৃতা বসুধারাকে ভাবনা করবে।

ধান্যমঞ্জরী ও রত্নঘটধারিণী বসুধারা অবশ্যই বসুন্ধরা পৃথিবী। ঋগ্বেদে দ্যাবাপৃথিবী যুগ্মদেবতার কথা থাকলেও তাঁরা নিতান্তই গৌণ দেবতা এবং তাঁদের গুণকর্ম বা আকারও খুব সুস্পষ্ট নয়। পৌরাণিক যুগেও পৃথক্‌ভাবে বসুধা বা বসুধারার পূজা প্রচলিত হয়েছিল বলে মনে হয় না। তবে বসুধা—ভূদেবী লক্ষ্মীর হাতে ধান্যমঞ্জরী তুলে দিয়ে লক্ষ্মীর সঙ্গে মিশে গিয়েছিলেন। বৈদিক বসুগণ মরুদ্‌গণের সমধর্মা স্বরূপতঃ সূর্যাগ্নির অজস্র কিরণ।[২] এই বসুগণকে ধারণ করার জন্যই পৃথিবী হয়েছেন বসুধা বা বসুন্ধরা। সুতরাং স্বরূপবিচারে বসুধা, বসুধারা বা লক্ষ্মী-সরস্বতীতে তেমন কিছু ভেদ নেই। লক্ষ্মীই আবার বৌদ্ধতন্ত্রে বসুধারারূপে পূজিতা হয়েছেন। উড়িষ্যার জাজপুরে মহাবীরচকে একটি মন্দিরগাত্রে ধান্যমঞ্জরীহস্তা গজলক্ষ্মীর মূর্তির সঙ্গে বসুধারার আশ্চর্য সাদৃশ্য দেখা যায়।[৩] সাগরসম্ভবা পদ্মহস্তা লক্ষ্মীকে কোন কোন পণ্ডিত পৃথিবীরই মূর্তি বলে সিদ্ধান্ত করেছেন—"These considerations almost compel us to believe that the goddess Lakshmi is the goddess Earth herself who was the begetter of all beings."[৪]

ভাস্কর্যে এবং পৌরাণিক বিবরণে বিষ্ণুপ্রতিমার দুই পার্শ্বে পর্যায়ক্রমে লক্ষ্মী, সরস্বতী এবং বসুধা বা পৃথিবীর অবস্থান পৃথিবীই লক্ষ্মীরূপে অবতীর্ণা হয়েছেন এরূপ ধারণাকে সমর্থন করে না। বরঞ্চ সরস্বতীর সাদৃশ্যে সরস্বতীর আংশিক গুণাবলী আরোপ করে শ্রী বা লক্ষ্মীর রূপ কল্পিত হয়েছে এবং পৃথিবী বা বসুমতী ও লক্ষ্মীর সত্তায় আত্মবিসর্জন দিয়েছেন,—এইরূপ ধারণা যুক্তিযুক্ত। পরবর্তীকালে বসুধার স্থানে সরস্বতী ও লক্ষ্মী বিষ্ণু-পত্নীরূপে স্বীকৃতি পেয়েছেন এবং পূজিত হচ্ছেন। লক্ষ্মীই বৌদ্ধ দেবপংক্তিতে বসুধারারূপে উপস্থিত হয়েছেন। বসুধার পূজা বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

লক্ষ্মীর শক্তি : বিষ্ণু-শক্তি লক্ষ্মীরও আবার শক্তি বা গণদেবতার পরিকল্পনা হয়েছে। কোথাও লক্ষ্মীর শক্তি আট কোথাও নয়। প্রপঞ্চসার তন্ত্রে (১২ পটল) বিভূতি, উন্নতি, কান্তি, হৃষ্টি, কীর্তি, সন্নতি, ব্যুষ্টি, উৎকৃষ্ট ও ঋদ্ধি রমার নয়টি শক্তি। মৎস্যপুরাণমতে লক্ষ্মী, মেধা, ধরা, পুষ্টি, গৌরী, তুষ্টি, প্রভা

---

১ সাধনমালা—২১৪ নং সাধন
২ এই গ্রন্থের ১ম পর্ব, বসুগণ, ২য় সং—পৃঃ ৪৭৪-৭৬
৩ Lakshmi in Orissan Literature & Art, Foreigners in Ancient India, Lakshmi & Sarasvati—page 93
৪ Antiquities of the Concept of Lakshmi, Foreigners in Ancient India—page 154

ও মতি—এই আটটি সরস্বতীর তনু। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণমতে দুর্গা, রাধা, লক্ষ্মী, সরস্বতী ও সাবিত্রী পঞ্চমূলপ্রকৃতি। বলা বাহুল্য, এই শক্তিগুলি একই দেবসত্তার বিভিন্ন নাম, গুণ—অথবা অবস্থা। লক্ষ্মী যাঁকে আশ্রয় করেন তাঁর যে সব অবস্থা হওয়া সম্ভব বা লভ্য হওয়া সম্ভব সেইগুলিই লক্ষ্মীর শক্তি।

শ্রীপঞ্চমী : লক্ষ্মী ও সরস্বতী যে একসময়ে অপৃথগাত্মা ছিলেন, তার ইঙ্গিত পাই শ্রীপঞ্চমী তিথিতে সরস্বতী পূজার বিধান থেকে। শ্রী ত লক্ষ্মীরই নামান্তর। মৎস্যপুরাণ বলছেন, প্রতি পক্ষের পঞ্চমীতে ব্রহ্মবাসিনীর পূজা করবে —পঞ্চম্যাং প্রতিপক্ষঞ্চ পূজয়েৎ ব্রহ্মবাসিনীম্।[১] ব্রহ্মবাসিনী সম্ভবতঃ সরস্বতী, কারণ এই ব্রতের নাম সারস্বত ব্রত।

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ মতে শুক্লা পঞ্চমী বিদ্যারম্ভের দিন। ভবিষ্যপুরাণ বলছেন শ্রীপঞ্চমীব্রত অনুষ্ঠান করলে লক্ষ্মী অচলা হন—

যেন সম্প্রাপ্যতে লক্ষ্মীর্লব্ধা ন চলতে পুনঃ।
নিশ্চলাপি সুহৃন্মিত্রৈ র্নৈবোপভুজ্যতে ॥
শক্রস্যৈতদ্বচঃ শ্রুত্বা বৃহস্পতিরুদারধীঃ
কথয়ামাস সংচিন্ত্য শুভং শ্রীপঞ্চমীব্রতম্ ॥[২]

—যে ব্রত অনুষ্ঠানের দ্বারা লক্ষ্মী লাভ করার পর আর বিচলিত হন না, বন্ধুবান্ধব ভোগ করলেও লক্ষ্মী অচলা থাকেন, ইন্দ্রের এই জিজ্ঞাসা শুনে উদারবুদ্ধি বৃহস্পতি শুভ শ্রীপঞ্চমী ব্রত বলেছিলেন।

কালিকাপুরাণের মতে শ্রীপঞ্চমীতে লক্ষ্মীপূজা করা উচিত—

পূজয়িত্বা শ্রিয়ং দেবীং শ্রীপঞ্চম্যাং নৃপশ্চরেৎ।
শ্রীযজ্ঞং ধনধান্যস্য বৃদ্ধয়ে নৃপসত্তম ॥[৩]

—হে নৃপশ্রেষ্ঠ, শ্রীপঞ্চমীতে শ্রীদেবীকে পূজা করে রাজা ধনধান্য বৃদ্ধির জন্য শ্রীযজ্ঞ করবেন।

শ্রীপঞ্চম্যাং শ্রিয়ং দেবীং কুন্দৈঃ সম্পূজয়েৎ সদা।[৪]

—শ্রী পঞ্চমীতে কুন্দকুসুম দিয়ে দেবীকে পূজা করবে। কুন্দকুসুম সরস্বতীরও প্রিয়। স্কন্দপুরাণে (প্রভাসখণ্ড) মহাপীঠে শ্রীপঞ্চমীতে মহালক্ষ্মী পূজা বিহিত হয়েছে।

তত্র পীঠে স্থিতা দেবী মহালক্ষ্মীতি বিশ্রুতা।
সর্বপাপপ্রশমনী সর্বকার্যশুভপ্রদা ॥
শ্রী পঞ্চম্যাং নরো যস্তু পূজয়েত্তাং বিধানতঃ।
গন্ধপুষ্পাদিভির্ভক্ত্যা তস্যালক্ষ্মীভয়ং কুতঃ ॥[৫]

—সেই পীঠে সকল পাপনাশিনী সকলকার্যে শুভকারিণী দেবী মহালক্ষ্মী অবস্থিতা, এইরূপ খ্যাতি আছে। শ্রীপঞ্চমীতে যে ব্যক্তি তাঁর বিধি অনুসারে

১ মৎস্যপুঃ—৬০।১১ ২ ভবিষ্য, উত্তরপর্ব—৩৮ অঃ ৩ কাঃ পুঃ—৮৫।১০
৪ কাঃ পুঃ—৮৮।২১ ৫ স্কন্দঃ, প্রভাস—১৩২।৭।৮

গন্ধপুষ্প প্রভৃতির দ্বারা ভক্তিভরে পূজা করে, তার অলক্ষ্মীভয় আসবে কোথা থেকে ?

পদ্মপুরাণেও সারস্বত ব্রতে শ্রীপঞ্চমী তিথিতে লক্ষ্মী পূজা করার নির্দেশ আছে।

এতৎ সারস্বতং নাম রূপবিদ্যাপ্রদায়কম্।
লক্ষ্মীমভ্যর্চ্য পঞ্চম্যামুপবাসী ভবেন্নরঃ ॥[১]

—রূপ ও বিদ্যাদায়ক সারস্বত নামে এই ব্রত-পঞ্চমীতে লক্ষ্মীকে অর্চনা করে মানব উপবাসী থাকবে।

পঞ্চমীতে লক্ষ্মীপূজা করলে অতুল সৌভাগ্যের অধিকারী হওয়া যায়। মাঘ-মাসের শুক্লা পঞ্চমী (শ্রীপঞ্চমী) শ্রীর অতি প্রিয় তিথি। রঘুনন্দনের মতে ঐ দিনে পূর্বাহ্নে সারস্বতোৎসব করণীয়।

সৌভাগ্য মতুলং কুর্য্যাৎ পঞ্চম্যাং শ্রীরপি প্রিয়ম্।

* * * *

মাঘে মাসি সিতে পক্ষে যা শ্রিয়ঃ প্রিয়া।
তস্যাঃ পূর্বাহ্ন এবেহ কার্য্যঃ সারস্বতোৎসবঃ ॥[২]

রঘুনন্দন শ্রীপঞ্চমীতে লক্ষ্মী ও সরস্বতী উভয়েরই পূজার বিধান দিয়েছেন—"পূর্বাহ্নে শ্রীপঞ্চমীলাভে পূর্বদিনে লক্ষ্মী সরস্বতীপূজনং, যুগ্মাদেকদিনে প্রাপ্তে তদ্দিনে এবং ষড়বর্ষং শুক্লপঞ্চমীব্রতেঽপি···।"[৩] —পূর্বদিনে শ্রীপঞ্চমী লাভ হলেও পূর্বদিনেই লক্ষ্মীসরস্বতী পূজা করবে, যুগ্মভাবে একদিনেই পঞ্চমী-ষষ্ঠী হলে সেইদিনেই লক্ষ্মী ও সরস্বতী পূজা করবে এবং ছয় বৎসরের শুক্ল পঞ্চমী-ব্রত অনুষ্ঠান করবে।

ছয় বৎসরের শুক্লাপঞ্চমী ব্রত ষষ্ঠ্ পঞ্চমী ব্রত নামে খ্যাত। স্ত্রীলোকেরা লক্ষ্মীর কৃপা কামনায় পর পর ছয়টি শ্রীপঞ্চমীতে লক্ষ্মী ও মাধবের পূজা করে থাকেন। রঘুনন্দন শ্রীপঞ্চমীতে লেখনী ও মস্যাধার পূজারও বিধান দিয়েছেন।[৪]

মহাভারতের বনপর্বে (১২৮ অঃ) কার্তিকেয় ও দেবসেনার পরিণয় প্রসঙ্গে শ্রীপঞ্চমী তিথির মাহাত্ম্য কীর্তিত হয়েছে। কুমার কার্তিকেয়ের জন্ম হয়েছিল অমাবস্যার দিনে, তিনি শ্রীপঞ্চমীতে মহাবলশালী হয়ে পূর্ণাঙ্গ যুবক হলেন এবং মূর্তিমতী শ্রী তাঁকে আশ্রয় করলেন।

অভজৎ পদ্মরূপা শ্রীঃ স্বয়মেব শরীরিণী।[৫]

ষষ্ঠী তিথিতে দেবসেনার সঙ্গে কার্তিকেয়ের বিবাহ হয় অর্থাৎ তিনি দেবসেনার পতি যখন হলেন, তখনই শ্রী বা লক্ষ্মী তাঁকে আশ্রয় করেছিলেন।

---

১ পদ্মঃ, সৃষ্টিখণ্ড—২০।১২-১৩
২ তিথিতত্ত্বম্, অষ্টাবিংশতিতত্ত্বম্, বেণীমাধব দে প্রকাশিত—পৃঃ ১৫-১৬
৩ কৃত্যতত্ত্বম্ তদেব—পৃঃ ৬২৩ ৪ অষ্টাবিংশতিতত্ত্বম—পৃঃ ৬২৩ ৫ মহাঃ, বনঃ—২২৬।৩

যদা স্কন্দঃ পতির্লব্ধঃ শাশ্বতো দেবসেনয়া।
তদা তমাশ্রয়েল্লক্ষ্মীঃ স্বয়ং দেবী শরীরিণী॥
শ্রীজুষ্টঃ পঞ্চমী স্কন্দস্তস্মাচ্ছ্রী পঞ্চমী স্মৃতা॥
ষষ্ঠ্যাং কৃতার্থোঽভূদ্ যস্মাৎ ষষ্ঠী মহাতিথিঃ॥[১]

—যখন স্কন্দকে শাশ্বত পতি লাভ করলেন দেবসেনা, তখন তাঁকে লক্ষ্মীদেবী শরীরিণী হয়ে স্বয়ং আশ্রয় করেছিলেন। পঞ্চমীতে স্কন্দ শ্রীযুক্ত হয়েছিলেন, তাই শ্রীপঞ্চমী বলা হয়,—ষষ্ঠীতে তিনি কৃতার্থ হয়েছিলেন, তাই ষষ্ঠী মহাতিথি।[২]

এখানে দেবসেনা শ্রীর সঙ্গে অভিন্ন। মনে হয় এখানে শ্রী সৌভাগ্য বা সৌভাগ্যের দেবী। অতএব মহাভারতের মতে শ্রীপঞ্চমী লক্ষ্মী-পঞ্চমী অর্থাৎ লক্ষ্মীলাভের দিন। এই দিনে লক্ষ্মী কার্তিকেয়কে আশ্রয় করেছিলেন বলে শ্রীপঞ্চমীতে লক্ষ্মীপূজা বিধেয়। শ্রীপঞ্চমীর পরের দিন শীতলা ষষ্ঠী নামে প্রসিদ্ধ। ঐ দিনে শীতলা ষষ্ঠী পূজা বিহিত। এইদিনেই কার্তিকেয় হয়েছিলেন দেবসেনার পতি। মহাভারত মতে দেবসেনাই লক্ষ্মী। অতএব শ্রীপঞ্চমীর মত ষষ্ঠীও মহাতিথি। রঘুনন্দনের অভিমত থেকে জানা যায় যে খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতেও শ্রীপঞ্চমী থেকে শ্রী-লক্ষ্মীর সম্পর্ক মুছে যায় নি। তাই তিনি শ্রীপঞ্চমীতে প্রথমে লক্ষ্মী ও পরে সরস্বতী পূজার বিধান দিয়েছেন। লক্ষ্মী ও সরস্বতীর অভিন্নতা হেতুই শ্রীপঞ্চমীতে লক্ষ্মীর পরিবর্তে সরস্বতীর প্রতিষ্ঠা হয়েছে। তবে কবে যে শ্রীপঞ্চমী থেকে সরস্বতী শ্রীকে অপসারিত করেছেন, তা বলা সম্ভব নয়। কৃষ্ণ যজুর্বেদে নবমীতে সরস্বতী যাগ এবং শতপথ ব্রাহ্মণে পূর্ণিমায় সরস্বতী যাগের রীতি নির্দিষ্ট হয়েছে। বর্ষক্রিয়াকৌমুদীতে মাঘের শুক্লা চতুর্থীতে গৌরী পূজা এবং শ্রীপঞ্চমীতে শ্রী বা লক্ষ্মীর পূজা নির্দিষ্ট। ব্রহ্মপুরাণেও একই বৃত্তান্ত—

চতুর্থী বরদা নাম তস্যাং গৌরী সুপূজিতা।
সৌভাগ্যং মঙ্গলং কুর্য্যাং পঞ্চম্যাং শ্রীরপি॥[৩]

ষোড়শ শতাব্দীর পূর্ব থেকেই শ্রীপঞ্চমীতে সরস্বতী পূজার রীতি প্রবর্তিত হয়েছে। কিন্তু লক্ষ্মীপূজা এবং মনসাপূজা এখনও সকল মাসের শুক্লাপঞ্চমীতেই বিহিত। আচার্য যোগেশ চন্দ্র রায়ের মতে মহাভারতের শ্রীপঞ্চমী অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লা পঞ্চমী; পরদিনের ষষ্ঠীতিথি গুহষষ্ঠী নামে পরিচিত। শরৎ কালে কার্তিকী অমাবস্যার পরদিন কার্তিকেয়ের জন্ম, অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লা-পঞ্চমীতে শারদ বিষ্ণুর যোগে তাঁর দেবসেনাপতিত্বলাভ অর্থাৎ শ্রীলাভ। মহাভারতে ইচ্ছামৃত্যু ভীষ্মদেব যে উত্তরায়ণের অপেক্ষায় শরশয্যায় শায়িত ছিলেন, সেই উত্তরায়ণ হয়েছিল ৪৩।৪৪ খ্রীষ্টাব্দে মাঘ মাসে শুক্লা পঞ্চমী-ষষ্ঠী তিথিতে। ঐ বৎসরের মাঘী শুক্লা পঞ্চমী শ্রীপঞ্চমী নামে খ্যাত হয়। বৈদিক যুগে উত্তরায়ণ আরম্ভের দিনে যজ্ঞানুষ্ঠান হোত। ঐ দিনেই লক্ষ্মী-সরস্বতী পূজা নির্দিষ্ট হয়েছে।[৪]

---

১ তদেব—১২৮।৫১-৫২ ২ এই গ্রন্থের ২য় পর্ব, ২য় সং—পৃঃ ১৮৮-৯১ দ্রষ্টব্য
৩ সরস্বতী—অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, পৃঃ ৪০ ৪ পূজাপার্বণ—পৃঃ ৪২-৪৬

শুধু সরস্বতী লক্ষ্মী পূজা নয়—শ্রীপঞ্চমীতে দুর্গাপূজার বিধানও আছে কালিকাপুরাণে—

রবৌ মকররাশিস্থে যা ভবেৎ সিতপঞ্চমী।
তস্যামনেন মন্ত্রেণ সম্পূজ্য বিধিবচ্ছিবাম্॥[১]

—মকর রাশিতে সূর্য গমন করলে শুক্লপক্ষের যে পঞ্চমী তিথি সেই তিথিতে এই মন্ত্রদ্বারা বিধি অনুসারে শিবাকে (দুর্গাকে) পূজা করবে।

বাংলাদেশের মেয়েরা প্রতি বৃহস্পতিবারই লক্ষ্মী ব্রত করে থাকেন। লক্ষ্মীর পূজা করে পাঁচালী পাঠ করা হয়। প্রতিবারেরই একজন অধিষ্ঠাত্রী দেবতা থাকেন। বৃহস্পতিবারের অধিষ্ঠাত্রী দেবী কমলা। এই জন্যই বৃহস্পতিবারে লক্ষ্মীপূজার রীতি প্রচলিত হয়েছে।

অর্ধলক্ষ্মী-নারায়ণ : হরগৌরীর অর্ধনারীশ্বর মূর্তির সাদৃশ্যে লক্ষ্মী ও নারায়ণের যুগ্ম মূর্তি পরিকল্পিত হয়েছিল। কিন্তু ডঃ বি. পি. মজুমদারের মতে শৈবদের অর্ধনারীশ্বর মূর্তিকল্পনা বৈষ্ণবদের কাছ থেকে গৃহীত হয়েছে।[২] ডঃ দীনেশ চন্দ্র সরকার, ডঃ কে. এল. ত্রিপাঠী প্রমুখ বিবুধজনের মতে অর্ধনারীশ্বর শিবের কাছেই অর্ধনারীশ্বর বিষ্ণুমূর্তি ঋণী। মহাকবি কালিদাসের সময়েই অর্ধনারীশ্বর শিবের বিগ্রহ প্রচলিত ছিল মনে হয়। কালিদাস রঘুবংশকাব্যের প্রারম্ভে বাগর্থতুল্য সম্পৃক্ত পার্বতী পরমেশ্বরের বন্দনা করেছেন। পুরাণগুলিতে অর্ধনারীশ্বর মূর্তির বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়।[৩] কুষাণ যুগের একটি মুদ্রায় এবং ৪৯১ খ্রীষ্টাব্দের ছোটি সাদ্রি অনুশাসনে (Chhoti Sadri Inscription) অর্ধনারীশ্বর শিবের মূর্তি পাওয়া যায়। সুতরাং অর্ধনারীশ্বর শিব মূর্তির প্রাচীনতা অস্বীকার করা যায় না।

বিষ্ণু-কৃষ্ণের অর্ধলক্ষ্মী-নারায়ণ মূর্তিতে একই দেহে অর্ধাংশ বিষ্ণু ও অর্ধাংশ লক্ষ্মী। ডঃ এ. এন্. লাহিড়ী একটি ত্রিপুরা মুদ্রায় অঙ্কিত অর্ধলক্ষ্মী-বিষ্ণু মূর্তির উল্লেখ করেছেন : ঐ মূর্তির একদিকে পাঁচ হাত ও আর একদিকে দুই হাত।[৪] যদিও পুরাণে অর্ধলক্ষ্মী-নারায়ণের মূর্তির কোন বিবরণ পাওয়া যায় না, কিন্তু প্রাচীন প্রত্নলিপিতে এই মূর্তির বিবরণ প্রচুর পরিমাণে লভ্য। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে অর্ধলক্ষ্মীকৃষ্ণ বা অর্ধরাধাকৃষ্ণ বিগ্রহের ইঙ্গিত মেলে।

তদ্বামাংশো মহালক্ষ্মীর্দক্ষিণাংশশ্চ রাধিকা।
রাধাদৌ বরয়ামাস দ্বিভুজঞ্চ পরাৎপরম্॥
মহালক্ষ্মীশ্চ তৎপশ্চাৎ চকমে কমনীয়কম্।
কৃষ্ণস্তদ্‌গৌরবেণেব দ্বিধারূপো বভুব হ॥

---

১ কাঃ পুঃ—১৫৯।২৫
২ Foreigners in Ancient India, Lakshmi & Sarasvati in Art & Literature [—page 89
৩ এই গ্রন্থের দ্বিতীয় পর্ব, ২য় সং—পৃঃ ৮৪-৮৮
৪ Foreigners in Ancient India—page 89

দক্ষিণাংশশ্চ দ্বিভুজো বামাংশশ্চ চতুর্ভুজঃ।
চতুর্ভুজায় দ্বিভুজো মহালক্ষ্মীং দদৌ পুরা॥
লক্ষ্যতে দৃশ্যতে বিশ্বং স্নিগ্ধদৃষ্ট্যা যয়ানিশম্।
দেবীষু যা চ মহতী মহালক্ষ্মীশ্চ সা স্মৃতা॥
দ্বিভুজো রাধিকাকান্তো লক্ষ্ম্যাঃ কান্তশ্চতুর্ভুজঃ।[১]

—শ্রীকৃষ্ণের বাম অংশ মহালক্ষ্মী ও দক্ষিণ অংশ রাধিকা। রাধা আগেই পরাৎপর কৃষ্ণের দ্বিভুজ মূর্তিকে বরণ করেছিলেন। মহালক্ষ্মী তারপরে তাঁর কমনীয় রূপ কামনা করলেন। কৃষ্ণ তাঁদের গৌরব রক্ষার্থে নিজেকে দু'ভাগ করলেন, তাঁর দক্ষিণ অংশ হোল দ্বিভুজ—বাম অংশ হোল চতুর্ভুজ। দ্বিভুজ মূর্তি পূর্বকালে চতুর্ভুজ মূর্তি দান করেছিলেন মহালক্ষ্মীকে—যিনি স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে সর্বদা বিশ্ব দর্শন করে থাকেন। দেবীর মধ্যে মহতী যিনি, তিনিই মহালক্ষ্মী। রাধিকাকান্ত দ্বিভুজ, লক্ষ্মীকান্ত চতুর্ভুজ।

কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের তন্ত্রসারে লক্ষ্মীনারায়ণের অদ্বয় বিগ্রহের ধ্যানমূর্তি বর্ণিত হয়েছে—

বিদ্যুচ্চন্দ্রনিভং বপুঃ কমলজাবৈকুণ্ঠয়োরেকতাং
প্রাপ্তঃ স্নেহরসেন রত্নবিলসদ্ ভূষাভরণং কৃতম্।
বিদ্যাপঙ্কজদর্পণান্ মণিময়ং কুম্ভং সরোজং
গদাং শঙ্খং চক্রমমূনি বিভ্রদমিতাং দিশ্যাচ্ছ্রিয়ংবঃ সদা॥[২]

—বিদ্যুৎ ও চন্দ্রতুল্য লক্ষ্মী ও বিষ্ণুর স্নেহরসের দ্বারা একতাপ্রাপ্ত দেহ রত্নোজ্জ্বল অলংকারে অলংকৃত, বিদ্যা পঙ্কজ দর্পণ মণিময় কলস (লক্ষ্মীর হস্তে), পদ্ম গদা শঙ্খ চক্র (বিষ্ণুর হস্তে) শোভিত তোমাদের অমিত শ্রী (সৌভাগ্য) দান করুন।

নেপালে প্রাপ্ত ব্রোঞ্জমূর্তিতে অষ্টভুজ লক্ষ্মীনারায়ণের দক্ষিণাংশ নারায়ণ ও বামাংশ লক্ষ্মী। দক্ষিণের চারি হস্তে চক্র, গদা, শঙ্খ এবং পদ্ম, বামহস্তচতুষ্টয়ে পুস্তক, দর্পণ ও কলস (একটি হস্ত ভগ্ন)। পটে অংকিত চিত্রে ডান দিকের চারহাতে চক্র, শঙ্খ, গদা ও পদ্ম এবং বামে চারহাতে পুস্তক, পদ্ম, দর্পণ ও কলস। দক্ষিণ পদের নিম্নে গরুড় ও বামপদের নিম্নে কূর্ম বা কচ্ছপ। পটের নিম্নভাগে লিখিত আছে—

হিমকুন্দেন্দুসদৃশং পদ্মকৌমুদিকী পুনঃ।
শঙ্খচক্রধরদ্বয়ং দস্তক্ষে (দক্ষে) বামে চ কলসং তথা॥
দর্পণমুৎপলং বিদ্যা বৈষ্ণবং কমলান্বিতং।
পাতুদ্বৈতনিরাকার ত্রাহিমাং পুরুষোত্তমঃ॥[৩]

—তুষার কুন্দকুসুম ও চন্দ্রতুল্য যাঁর বর্ণ, পদ্ম কৌমুদিকী গদা, শঙ্খচক্র দক্ষিণ

১ ব্রহ্মবৈঃ, প্রকৃতিখণ্ড—৩৫।১০-১৪ ২ তন্ত্রসার—পৃঃ ২৯০
৩ Foreigners in Ancient India—page 89

হস্তে, বামে কলস, দর্পণ, উৎপল ও পুস্তক ধারণকারী, নিরাকার দ্বৈতমূর্তি, কমলা সংযুক্ত বিষ্ণু বিগ্রহ পুরুষোত্তম আমাকে রক্ষা করুন।

এই বিবরণে কমলাবিষ্ণুবিগ্রহ শুভ্রকান্তি এবং বিদ্যা বা পুস্তকধারী। সুতরাং এখানে কমলা সরস্বতীরূপা। শিল্পরত্নে উল্লিখিত দুটি অর্ধ-লক্ষ্মী-নারায়ণ বিগ্রহের বিবরণ পাওয়া যায়—

হস্তে বিভ্রৎ সরসিজগদাশঙ্খচক্রাণি বিদ্যাম
পদ্মাদর্শৌ কনককলশসমেঘবিদ্যুৎ বিলাসম্।
বামোত্তুঙ্গস্তনমবিরলকল্পমাশ্লেষলোভাদে-
কীভূতং বপুরবতু বঃ পুণ্ডরীকাক্ষ-লক্ষ্ম্যোঃ॥[১]

—(বাম) হস্তে শোভিত পদ্মগদাশঙ্খচক্র; (দক্ষিণে) বিদ্যা, পদ্ম, দর্পণ ও স্বর্ণকলস—মেঘ ও বিদ্যুতের শোভান্বিত, বামে উত্তুঙ্গ স্তন ও প্রচুর কেশকলাপ—আলিঙ্গনলোভে বিষ্ণু ও লক্ষ্মীর একীভূত দেহ তোমাদের রক্ষা করুন।

চক্রবিদ্যাদরঘটগদাদর্পণপদ্মযুগ্মম্
দোর্ভির্বিভ্রৎ সুরুচিরতরং মেঘবিদ্যুন্নিভাভম্।
গাঢ়োৎকণ্ঠবিবশমনিশং পুণ্ডরীকাক্ষ-লক্ষ্ম্যো-
রেকীভূতং বপুরবতু পীতকৌশেয়কান্তম্॥[২]

—চক্রবিদ্যা শঙ্খ ঘট গদা দর্পণ ও যুগলপদ্ম হস্তসমূহে ধৃত, সুন্দরতর মেঘ-বিদ্যুতের শোভাধারণকারী, গভীর উৎকণ্ঠায় সর্বদা বিবশ, পুণ্ডরীকাক্ষ-লক্ষ্মীর পীতকৌশেয় বসন শোভিত একীভূত বিগ্রহ তোমাদের রক্ষা করুন।

এই বিবরণে বিষ্ণুর হস্ত চতুষ্টয়ে শঙ্খচক্রগদাপদ্ম ও লক্ষ্মীর হস্তচতুষ্টয়ে স্বর্ণকলস, দর্পণ, পুস্তক ও পদ্ম—বিষ্ণুর মেঘবর্ণ, লক্ষ্মীর বিদ্যুৎবর্ণ,—বামে লক্ষ্মীর উন্নতস্তন-শোভিত বক্ষ ও বিপুল অলকশোভা, বিষ্ণুর অর্ধাঙ্গে পীতবসন ও লক্ষ্মীর অর্ধাঙ্গে কৌষেয় বসন।

ডঃ এস্. বি. দেও নেপালের সুন্দরীচকের সন্নিকটে ললিতপতন নামক স্থানে নারায়ণ মন্দিরে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে নির্মিত বারোটি অর্ধ-লক্ষ্মী-নারায়ণ বিগ্রহের উল্লেখ করেছেন ভারতী পত্রিকায়।[৩] এই বারোটি মূর্তি: কেশব-লক্ষ্মী, নারায়ণ-সরস্বতী, মাধবদাস্তী, গোবিন্দ-কান্তি, বিষ্ণু-দাস্তী, মধুসূদন-বিধৃতি, ত্রিবিক্রম-অতীচ্ছা, বামনঅতিপাতী, শ্রীধর-ধৃতি, হৃষীকেশ-মোহিনী, দামোদর-মতিমা ও পদ্মনাভ-ধর্মদা। এই মূর্তিগুলিতে বিষ্ণুর হাতে শঙ্খচক্রগদাপদ্ম, লক্ষ্মীর হাতেও দর্পণ, কলস, পদ্ম ও পুস্তক। সরস্বতীর দুটি হাত ভগ্ন—অপর দুটি হাতে পদ্মকোরক ও পুঁথি।[৪]

---

১ শিল্প—২৩।২৩—Journal of Oriental Institute, vol. XIV, 1965
২ শিল্প—২৫।৭৫ [—২১২-১৬ পৃঃ উদ্ধৃত
৩ Vols. X-XI, 1966-68, pp. 125-133
৪ Ardha Nari Narayana, D. C. Sircar, Foreigners in Ancient India —pp. 136-37

অর্ধ-লক্ষ্মী-নারায়ণের এই সকল বর্ণনা ও মূর্তি থেকে একদা এই মূর্তির জনপ্রিয়তা ও পূজার ব্যাপকতা সম্পর্কে ধারণা জন্মে। তবে পুরাণাদিতে প্রতিমালক্ষণ অধ্যায়ে এই মূর্তির অনুল্লেখহেতু অর্ধনারীশ্বর শিবের প্রভাবে পুরাণোত্তর যুগে অর্ধনারী-নারায়ণ বিগ্রহের আবির্ভাব সম্পর্কে প্রত্যয় জন্মে। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, তন্ত্রসার, নেপালে প্রাপ্ত পট ও বিগ্রহ থেকে প্রতীয়মান হয় যে অর্ধ-লক্ষ্মী-নারায়ণ বিগ্রহ পূর্বভারতে জনপ্রিয় হয়েছিল, তবে শিল্প-রত্ন প্রমাণ করে যে পশ্চিমভারতেও উক্ত বিগ্রহ অজ্ঞাত ছিল না। অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত এই বিগ্রহের জনপ্রিয়তা অক্ষুণ্ণ ছিল।

প্রত্নলিপিতে লক্ষ্মী : প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় প্রত্নলিপিতে লক্ষ্মীর উল্লেখ নানাস্থানে পাওয়া যায়। স্কন্দগুপ্তের জুনাগড় লিপিতে বিষ্ণু লক্ষ্মীর চিরন্তন বাসস্থান—

শ্রিয়মতিভোগ্যাং নৈককালাপনীতাং
ত্রিদশপতিসুখার্থং যো বলেরাজহার।
কমলনিলনায়াঃ শাশ্বতং ধাম লক্ষ্ম্যাঃ
স জয়তি বিজিতার্তির্বিষ্ণুরত্যন্তজিষ্ণুঃ ॥[১]

—যিনি স্বর্গপতি ইন্দ্রের সুখের জন্য অতিভোগ্যা সর্বদাই অদূরস্থা বলির শ্রীকে হরণ করেছিলেন পদ্মালয়া লক্ষ্মীর শাশ্বত বাসস্থান সেই সকল আর্তিজয়ী অত্যন্ত জয়শীল বিষ্ণু জয়লাভ করুন।

প্রকাশাদিত্যের সারনাথ লিপিতে লক্ষ্মী বাসুদেবের পত্নী। আদিত্যসেনের আফ্‌সাদ লিপি অনুসারে লক্ষ্মী বসুদেবনন্দন মাধবের চরণবন্দনায় রতা। আঃ ৫০০ খ্রীষ্টাব্দের কদম্ব লিপিতে শ্রীবক্ষঃস্থলাশ্রয়ী ভগবান নাভিপদ্মে ব্রহ্মা সহ উল্লিখিত হয়েছেন। বাদামীর চালুক্য বংশীয় রাজাদের লিপিতে বিষ্ণুর পাদ-সেবারতা লক্ষ্মীর বিবরণ আছে। দামোদরের চট্টগ্রাম লিপিতে (১২৪৩ খ্রীঃ) দামোদর (বিষ্ণু) বলপূর্বক লক্ষ্মীকে আলিঙ্গন করে চুম্বন করছেন।[২]

প্রাচীনভারতীয় মুদ্রায় লক্ষ্মী : লক্ষ্মীদেবীর ব্যাপক জনপ্রিয়তার নিদর্শন পাই প্রাচীন ভারতীয় রাজন্যবর্গের মুদ্রায় লক্ষ্মীর প্রতিকৃতির ব্যাপক ব্যবহারে। লক্ষ্মীমূর্তি পরিকল্পনার নির্দিষ্ট কাল নিরূপণ সম্ভব না হলেও মুদ্রায় অংকিত প্রতিকৃতির সাক্ষ্য থেকে জানা যায় যে লক্ষ্মীর আকার পরিকল্পিত হয়েছিল অন্ততঃ খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে। পদ্মাসীনা অথবা পদ্মোপরি দণ্ডায়মানা পদ্মহস্তা লক্ষ্মীমূর্তি অংকিত দেখা যায় উজ্জয়িনী মুদ্রায় (খ্রীঃ পূঃ ২য় শতাব্দী), শুঙ্গবংশীয় ব্রহ্মমিত্র, দৃঢ়মিত্র, সূর্যমিত্র (খ্রীঃ পূঃ ১০০ অব্দ—১০০ খ্রীষ্টাব্দ) প্রভৃতির মুদ্রায়, মথুরার শিবদত্ত, হগাংশ, রাজুবুল, সোণ্ডাস (খ্রীঃ ১ম শতাব্দী) প্রভৃতি বিদেশাগত ক্ষত্রপ রাজাদের মুদ্রায়, পাঞ্চালের ভদ্রঘোষের মুদ্রায়, আরও

১ Select Inscriptions (C. U.)—page 300
২ Inscriptions of Bengal, vol. III—Ed. N. G. Mazumder—page 160

বহুতর প্রাচীন ভারতীয় ভূপতিবর্গের মুদ্রায়।[১] এই সকল মুদ্রায় লক্ষ্মী কোথাও একাকিনী পদ্মাসনা পদ্মহস্তা, কোথাও দুই হস্তী তাঁর সহচর, কোথাও হস্তিশুণ্ড স্নাতা গজলক্ষ্মী। কুনিন্দরাজ অমোঘভূতির মুদ্রায় (খ্রীঃ পূঃ ১৫০—১০০ খ্রীষ্টাব্দ) লক্ষ্মীদেবীর সম্মুখে দণ্ডায়মান একটি হরিণ।[২] মূর্তিটির দক্ষিণহস্তে পদ্ম, বামহস্ত উরুদেশে স্থাপিত, সম্মুখে মৃগ। ডঃ জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই মূর্তিটিকে লক্ষ্মী বলে সিদ্ধান্ত করেছেন। ইন্দো-গ্রীক্ নরপতি প্যাণ্টালিওন (Pantaleon) ও এ্যাগথোক্লস্-এর মুদ্রায় (খ্রীঃ পূঃ ২য় শতাব্দী) অংকিত নারীমূর্তিটিকেও ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় লক্ষ্মীর প্রতিকৃতি বলে গণ্য করেছেন।[৩]

দুই বা এক হস্তীর শুণ্ডদ্বারা ধৃত ঘটবারিতে স্নাপিতা উপবিষ্টা অথবা দণ্ডায়মানা লক্ষ্মীর মূর্তি প্রাচীন ভারতের দেশী-বিদেশী এবং বিভিন্ন জাতির (Tribe) রাজন্য-বর্গের মুদ্রায় ব্যাপকতরভাবে স্থান লাভ করেছিল। লিপিহীন কৌশাম্বীমুদ্রায় (খ্রীঃ পূঃ ৩য় শতাব্দী) অযোধ্যার নরপতি বিশাখদেব, শিবদত্ত এবং বায়ুদেবের মুদ্রায় (খ্রীঃ পূঃ ১ম শতাব্দী), উত্তর ভারতের শক-পার্থিয় রাজন্যবর্গ এজিলিস (Azilises—২০-৪০ খ্রীষ্টাব্দ), রাজুবুল (Rajuvula) এবং সোণ্ডাসের (Sondasa —খ্রীঃ ১ম শতাব্দী) মুদ্রায় অংকিত গজলক্ষ্মীর মূর্তি এই দেবতার ব্যাপক জনপ্রিয়তা প্রমাণিত করে। অযোধ্যার বিশাখদেবের মুদ্রায় (খ্রীঃ পূঃ ২০০ অব্দ), মধ্যপ্রদেশের এরান বা এরকিন প্রদেশে প্রাপ্ত মুদ্রায়, কৌশাম্বীরাজ জ্যেষ্ঠমিত্রের (খ্রীঃ পূঃ ২য় শতাব্দী) হস্তিশুণ্ডাভিষিক্তা গজলক্ষ্মী মূর্তি প্রতিষ্ঠিতা।[৪]

লক্ষ্মীদেবীর মূর্তি বহুপরবর্তীকাল পর্যন্ত ভারতীয় মুদ্রায় স্থান পেয়েছে সুখ, সৌভাগ্য ও সম্পদের দেবতা হিসাবে। কুষাণ সম্রাট হুবিষ্কের (খ্রীঃ ১ম শতাব্দী) মুদ্রায় ধনদেবী লক্ষ্মীর (Ardoksho) মূর্তি অংকিত হয়েছে।[৫] কিদার কুষাণ (Kidara Kushana) নামে পরিচিত পরবর্তী কুষাণ রাজগণের মুদ্রাতেও এই প্রাচুর্যের দেবী স্থান পেয়েছেন।[৬] কুষাণ মুদ্রায় লক্ষ্মীদেবী একটি উঁচু বেদী অথবা সিংহাসনে উপবিষ্টা ; তাঁর প্রসারিত হস্তদ্বয়ের একটিতে সম্পদের প্রতীক ধনভাণ্ড প্রাচুর্যের শিঙ্গা—Cornucopiae—Horn of plenty এবং অপর হস্তে পাশ (fillet)।

গুপ্তরাজাদের মুদ্রায় লক্ষ্মী : কুষাণ মুদ্রার এই ধনাধিষ্ঠাত্রী দেবীকে গুপ্তসম্রাটগণ গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের স্বর্ণমুদ্রায়। সমুদ্রগুপ্তের গরুড়ধ্বজাঙ্কিত স্বর্ণমুদ্রায় (Standard type) লক্ষ্মীদেবী সিংহাসনে উপবিষ্টা, কিন্তু তাঁর পদদ্বয় পদ্মোপরি স্থাপিত, তাঁর দুই হস্তে ধনভাণ্ড (Cornucopiae) ও পাশ। তাঁর

---

১ Development of Hindu Iconography, J. N. Banerjee (1941), pp. 122-24

২ Sources of Indian History : Coins—E. J. Rapson, Pl. III, fig. 9

৩ Dev. of Hindu Iconography—(1941) pp. 122-23

৪ Ancient Indian Numismatics, S. K. Chakravarti—pp. 164-87

৫ Age of Imperial Unity—page 156

৬ Sources of Indian History : Coins, Rapson—Plate II, fig. 14

ধানুষ্ক মুদ্রায় (Archer type), কাচ-নামাংকিত মুদ্রায় (Kacha type), বীণা-বাদক মুদ্রায় (Lyrist type), একই মূর্তি অংকিত দেখা যায়। কিন্তু সমুদ্রগুপ্তের পরশুহস্ত মূর্তি লাঞ্ছিত (Battle axe type) মুদ্রায় ধনভাণ্ড (Cornucopiae)-এর পরিবর্তে পদ্ম শোভা পেয়েছে। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত, কুমারগুপ্ত প্রভৃতি গুপ্তসম্রাটদের মুদ্রায় ব্যাপকভাবে লক্ষ্মীদেবীর প্রতিকৃতি অংকিত হয়েছে এবং ক্রমশঃ বৈদেশিক (Cornucopiae)-এর পরিবর্তে পদ্ম হস্তে এবং পদতলে স্থান পেয়ে দেবীর পদ্মা বা কমলা নাম সার্থক করেছে। এই সকল মুদ্রায় দেবী কখনও উপবিষ্টা কখনও দণ্ডায়মানা। প্রথম চন্দ্রগুপ্ত ও কুমারদেবীর বিবাহ স্মারক মুদ্রায় (এ্যালানের মতে মুদ্রাটি সমুদ্রগুপ্তের, ডঃ আল্‌তেকারের মতে প্রথম চন্দ্রগুপ্তের) এবং দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত ও কুমারগুপ্তের সিংহহন্তা মূর্তি খচিত মুদ্রায় (Lion slayer type) দেবী সিংহোপরি উপবিষ্টা—তাঁর এক হাতে পাশ (fillet) বা পদ্ম অথবা দুইই একত্রে, অন্যহাতে প্রাচুর্যের প্রতীক (Cornucopiae)। কুমারগুপ্তের রাজা ও রাণী লাঞ্ছিত মুদ্রায় (King and Queen type) দেবী পদ্মহস্তে ত্রিভঙ্গমূর্তিতে সিংহোপরি উপবিষ্টা। ডঃ এ্যালান (Allan) প্রথম চন্দ্রগুপ্ত ও কুমারদেবীর বিবাহস্মারক মুদ্রার বিপরীত দিকে অংকিত সিংহবাহিনী দেবীকে লক্ষ্মী বলে সিদ্ধান্ত করেছেন, কিন্তু দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সিংহহন্তা মূর্তি অংকিত মুদ্রায় সিংহ-বাহিনীকে লক্ষ্মী-অম্বিকা বলে উল্লেখ করেছেন।[১]

ডঃ আল্‌তেকর সিদ্ধান্ত করেছেন যে সিংহবাহিনী দেবী লক্ষ্মী নন, দুর্গা।[২] কিন্তু সিংহবাহিনী হলেই যে দেবী দুর্গা হবেন, এমন সিদ্ধান্ত করা চলে না। সিংহবাহিনী সরস্বতীর আদর্শে লক্ষ্মীর সিংহবাহন কল্পনা অসম্ভব কিছু নয়। ডঃ আল্‌তেকর অবশ্য নিঃসন্দিগ্ধ হতে পারেন নি। তিনি একস্থানে লিখেছেন, "Her identity is not easy to determine. The cornucopiae or the horn of plenty would suggest Lakshmi, the Goddess of Fortune, the Consort of Viṣṇu the tutelary deity of the Guptas. On the other hand the mount lion would suggest Parvati who is usually shown as Simhavahini ; she may have tutelary deity of the Lichhavis, whose name appears on the reverse. The point cannot be settled at present."[৩]

ডঃ আল্‌তেকর কোন সিদ্ধান্তে পৌছাতে না পারলেও বৈষ্ণব গুপ্তরাজাদের মুদ্রায় পদ্ম ও ধনভাণ্ডধারিণী সিংহবাহিনী দেবী যে লক্ষ্মী এ বিষয়ে আমাদের কোন সংশয় নেই। সরস্বতীর প্রভাবেই লক্ষ্মী সিংহবাহনা হয়েছিলেন। কুমার-

১ Catalogue of Gupta Coins, Allan—page 39

২ Catalogue of the Gupta Coins in the Bayana Hoard, Dr. H. S. Altekar, Introduction—pp. XLiv-XLv

৩ —Do—

গুপ্তের কতকগুলি ধানুষ্ক মূর্তি লাঞ্ছিত মুদ্রায় লক্ষ্মীদেবী গোলাকার মুদ্রা বিতরণ করছেন। কোন কোন মুদ্রায় দেবীর হাতে জপমালা। জপমালাটি দেবী সরস্বতীর কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ করেছেন। এমন কি লক্ষ্মীর হাতের ধনভাণ্ড—Cornucopiae—যাকে পণ্ডিতরা কুষাণদের কাছ থেকে পাওয়া (Scythian) বলে স্থির করেছেন, তা সরস্বতীর সুধা-কলস বা রত্নকলসের রূপান্তর হওয়া অসম্ভব নয়। বেদে, পুরাণে, সাহিত্যে, তন্ত্রে সরস্বতীর বিচিত্র বর্ণনাই লক্ষ্মীর বৈচিত্রময় রূপ কল্পনার প্রেরণা হয়েছে, সন্দেহ নেই।

জৈন রাজারাও মুদ্রায় লক্ষ্মীর মূর্তি অংকিত করতেন। শ্রীচন্দ্রের শিষ্য হরিভদ্র রচিত নেমিনাহ চরিউ (১১৫৯ খ্রীঃ) নামক গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে গুজরাটের চালুক্য বা সোলাঙ্কি বংশীয় রাজা প্রথম মূলরাজ (৯৬১-৯৬ খ্রীঃ) মুদ্রায় লক্ষ্মীর মূর্তি অংকিত করতেন। কলচুরিরাজ গাঙ্গেয় দেব বিক্রমাদিত্যের (১০১৫-৪১খ্রীঃ) স্বর্ণ মুদ্রায় উপবিষ্টা লক্ষ্মী মূর্তি অংকিত আছে। পরে চন্দেল্ল ও গাড়োয়াল বংশীয় রাজারাও অনুরূপ মুদ্রা নির্মাণ করেছিলেন।[১]

লক্ষ্মীর বাহন : প্রায় সকল দেবতারই কোন একটি জীবজন্তু বাহনরূপে কল্পিত হয়েছে। লক্ষ্মীরও বাহন আছে। তবু যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে লক্ষ্মীর বাহনেরও পরিবর্তন ঘটেছে। কুনিন্দরাজ অমোঘভূতির মুদ্রায় লক্ষ্মীর সম্মুখে হরিণ আছে। কুমারগুপ্তের অশ্বারূঢ় মূর্তি শোভিত মুদ্রায় (Horse-man type) লক্ষ্মী দেবী একটি ময়ূরকে খাদ্য দিচ্ছেন। কুমারগুপ্তের হস্ত্যারূঢ় সিংহহন্তা মূর্তিবিশিষ্ট মুদ্রায় (Elephant-rider lion slayer type) দেবী পদ্মহস্তা, কিন্তু ময়ূরের সম্মুখে দণ্ডায়মানা। প্রথম চন্দ্রগুপ্ত, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত ও কুমারগুপ্তের কোন কোন স্বর্ণমুদ্রায় লক্ষ্মীদেবী সিংহবাহনা। বৃহৎ স্তোত্র-রত্নাকরে মাধব ব্যাস আথর্বণ রহস্য থেকে যে লক্ষ্মীমন্ত্র উদ্ধার করেছেন, তাতে লক্ষ্মীকে সিংহবাহিনীরূপে দেখা যায়। গুপ্ত মুদ্রায় পদ্ম ও পাশধারিণী সিংহ-বাহিনী মূর্তিগুলিকে ডঃ এস. বন্দ্যোপাধ্যায় লক্ষ্মীমূর্তি বলে অনুমান করেছেন।[২] নেপালে প্রাপ্ত পটে অংকিত পূর্বোল্লিখিত অর্ধ-লক্ষ্মী নারায়ণ মূর্তিতে বিষ্ণুর অর্ধদেহের পদতলে গরুড় ও লক্ষ্মীর অর্ধদেহের পদতলে কচ্ছপ। কুমারগুপ্তের অশ্বারূঢ় মূর্তি খচিত (Horse-man type) মুদ্রায় লক্ষ্মীদেবী একটি ময়ূরকে খাওয়াচ্ছেন। আরও বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে গুপ্তোত্তর যুগের গৌড়বঙ্গাধিপতি নরেন্দ্রাদিত্যের (শশাংক) স্বর্ণমুদ্রায় দণ্ডায়মানা লক্ষ্মীদেবীর প্রসারিত দক্ষিণহস্তে পদ্ম, পশ্চাতে পদ্মলতা ও পদতলে একটি হাঁস।[৩] সিংহ, ময়ূর এবং হাঁস—এই তিনটি প্রাণীই কোন না কোন সময়ে লক্ষ্মীর বাহনত্বলাভের গৌরব অর্জন

১ A Jain Historical Tradition—D. C. Sircar, Religion and Culture of the Jainas—pp. 97-98

২ Foreigners in Ancient India & Lakshmi & Sarasvati in Art & Literature

৩ Coins of Gupta Dynasty—Rapson, plate XXIV, fig. 5 [—page 92

করেছিল। এই তিনটি প্রাণীকে একদা সরস্বতী বাহন [illegible] গ্রহণ করেছিলেন। লক্ষ্মীর এই বাহন তিনটি সরস্বতীর সাদৃশ্যেই পরিকল্পিত হয়েছিল। সম্ভবতঃ হরিণকেও লক্ষ্মীদেবী এক সময়ে বাহনরূপে পছন্দ করেছিলেন। ঋগ্বেদের পরিশিষ্টরূপে কথিত খিলসূক্তের অন্তর্গত শ্রীসূক্তে শ্রীকে চন্দ্রতুল্য স্বর্ণবর্ণের স্বর্ণ ও রৌপ্যালংকার ভূষিত একটি মৃগী বলা হয়েছে। ডঃ জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুমান, কুনিন্দ মুদ্রায় লক্ষ্মীর মানবীমূর্তি ও পশুমূর্তি অংকিত হয়েছে। লক্ষ্মী-দেবী চঞ্চলা, হরিণও চঞ্চল। স্বভাব-সাদৃশ্য বাহনত্বের হেতু হতে পারে। কচ্ছপ বা কূর্মও কোন কোন সময়ে অঞ্চলবিশেষে লক্ষ্মীর [illegible] কল্পিত হয়েছিল। কচ্ছপ বা কূর্ম বিষ্ণুর দ্বিতীয় অবতার। সূর্য-বিষ্ণুর শক্তি লক্ষ্মীর বাহন বিষ্ণুরূপী কূর্ম হওয়াই সঙ্গত। উক্ত তথ্য থেকে মনে হয় লক্ষ্মীদেবীর আদি বাহন ছিল হরিণ। পরে সরস্বতীর কাছ থেকে তিনি নিলেন সিংহ ও ময়ূর। সরস্বতীর হাঁসটিকে তিনি অধিকার করার চেষ্টা করেছিলেন আরও পরে খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে। এই জীবগুলির কোনটিকেই লক্ষ্মী স্থায়ীভাবে দখলে রাখতে পারলেন না। 'সরস্বতী হাঁসকে স্থায়ীভাবে অধিকার করে রইলেন, দুর্গা-দেবী সিংহটিকে কেড়ে নিলেন, ময়ূরটি দখল করলেন কার্তিকেয়, কূর্ম বিষ্ণুর অবতার হয়েই রইলো, লক্ষ্মীকে বহন করতে রাজি হোল না। অগত্যা লক্ষ্মীদেবী আশ্রয় করলেন পেচককে। পেচককে লক্ষ্মীর বাহনত্বে নিয়োগ অত্যন্ত অর্বাচীন কালের। প্রাচীন ও মধ্যযুগের কোন ভাস্কর্যে বা মুদ্রায় অথবা কোন পৌরাণিক বিবরণে লক্ষ্মীকে পেচকবাহনারূপে দেখা যায় না। আধুনিককালে লক্ষ্মীর একমাত্র বাহন পেচক। পেচককে লক্ষ্মীদেবী কেন পছন্দ করলেন? পেচক কি বিষ্ণু বাহন গরুড়ের রূপান্তর হিসাবে সমাগত? বিষ্ণুর শক্তি হিসাবে লক্ষ্মী এক সময়ে গরুড়কেও বাহন করেছিলেন। কৌশাম্বীতে প্রাপ্ত তোরমানের শীলমোহরে লক্ষ্মীর পদতলে গরুড়ের চিত্র আছে। ইলোরার গুহাচিত্রে লক্ষ্মী গরুড়বাহনা। মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত চণ্ডী-উপাখ্যানে শুম্ভ-নিশুম্ভবধকালে দেবীর শক্তিগণ দেবীকে সহায়তা করেছিলেন। তন্মধ্যে অন্যতমা বৈষ্ণবী শক্তি। ইনি শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারিণী গরুড় বাহনা—

তথৈব বৈষ্ণবশক্তিগরুড়োপরি সংস্থিতা।
শঙ্খচক্রগদাশার্ঙ্গখড়্গহস্তাভ্যুপাযযৌ॥[১]

বৈষ্ণবীশক্তি ও লক্ষ্মী অভিন্না। তাই মনে হয়, গরুড়ের ক্ষুদ্রতর সংস্করণ হিসাবে পেচক লক্ষ্মীর পদতলে গরুড়ের পরিবর্তে স্থান পেয়েছে।

লক্ষ্মীর বাহন প্রসঙ্গে আরও একটি সম্ভাবনা মনে জাগে। রোমে শিল্প ও বিদ্যার দেবতা মিনার্ভা। মিনার্ভার হাতে থাকে একটি প্যাঁচা। প্যাঁচা জ্ঞানের প্রতীক হিসাবে রোমে স্বীকৃত হয়েছিল।[২] মিনার্ভা দেবীর প্রতীক বা জ্ঞানের প্রতীক

১ মার্ক—৮৮ অঃ ২ Roman Mythology—S. Perowne—p. 25.

হিসাবে পেচক এত জনপ্রিয় হয়েছিল যে রোমীয় ও গ্রীক রাজারা তাঁদের রৌপ্য মুদ্রায় (tetradrachms) পেচকের মূর্তি অংকিত করতেন। উত্তর-পশ্চিম ভারতে বিশেষতঃ পাঞ্জাবে এই ধরণের মুদ্রা পাওয়া গেছে। গ্রীক্ রাজারা উক্ত মুদ্রার অনুকরণে ভারতের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে মুদ্রা নির্মাণ করাতেন।[১] এই মুদ্রাগুলির সম্মুখভাগে রাজার মুখ ও বিপরীত দিকে একটি পেচক।[২] বিদ্যা-জ্ঞানের প্রতীক হিসাবে পেচককে লক্ষ্মী রোমীয় দেবী মিনার্ভার কাছ থেকে অথবা রোমীয়-গ্রীক মুদ্রা থেকে ঋণ গ্রহণ করেছিলেন কিনা কে বলবে? বিশেষতঃ লক্ষ্মী যখন জ্ঞানের দেবতারূপেও স্বীকৃতি পেয়েছিলেন।

স্বামী নির্মলানন্দ পেচক-বাহনের আরেকটি কারণ নির্দেশ করেছেন। প্রথমতঃ ধান্যের শত্রু মুষিক সংহার করে ধনরক্ষায় সহায়তা করে পেচক। দ্বিতীয়তঃ পেচক রাত্রির অন্ধকারে ঘুমন্ত পক্ষিশাবক, অসাবধান ভেক ও মুষিককে শিকার করে। এই রীতিতে সমাজের বহু মানুষ অসামাজিক পথে নিরীহ মানুষকে শোষণ করে। তৃতীয়তঃ পেচক-বাহনা লক্ষ্মী শিক্ষা দিয়ে থাকেন দিবসে অন্ধ পেচকের মত পরধন, অন্যায় ও পাপের দিকে অন্ধ হতে অর্থাৎ নিবৃত্ত হতে।[৩] এরূপ ব্যাখ্যা নিতান্তই তত্ত্বগত, যুক্তি ও তথ্যসম্মত নয়।

লক্ষ্মীদেবীর জনপ্রিয়তা : মুদ্রায় লক্ষ্মীমূর্তির ব্যাপক ব্যবহার খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দী থেকে খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী পর্যন্ত চলেছিল। গুপ্ত সাম্রাজ্যের অবক্ষয়ের যুগে ও অন্তিম পর্বে গুপ্তবংশীয় রাজন্যবর্গ বুধগুপ্ত, ভানুগুপ্ত, নরসিংহগুপ্ত এমন কি গৌড়রাজ শশাংক নরেন্দ্রাদিত্য পর্যন্ত ব্যাপকভাবে মুদ্রায় লক্ষ্মীদেবীর প্রতিকৃতি ব্যবহার করেছেন। কিন্তু ভাস্কর্যে বিষ্ণুর সঙ্গে লক্ষ্মী ও সরস্বতী অথবা ভূমি স্থান গ্রহণ করেছেন। মুদ্রায় সরস্বতীমূর্তি একান্তই দুর্লভ। ভাস্কর্যে একক লক্ষ্মীমূর্তিও সুলভ নয়। কিন্তু সরস্বতীর মতই ব্যাপক জনপ্রিয়তা হেতু লক্ষ্মী ভারতের সীমা পেরিয়ে চীন, কাম্বোজ, তিব্বত প্রভৃতি দেশে পাড়ি জমিয়েছেন। আধুনিক ভারতবর্ষেও সম্পদ ও প্রাচুর্যের দেবতা হিসাবে লক্ষ্মীপূজা অত্যন্ত জনপ্রিয়। কোজাগরী পূর্ণিমায় লক্ষ্মীপূজা ঘরে ঘরে অনুষ্ঠিত হয়। নববর্ষে ব্যবসায়ীরা অনেকে গণেশের সঙ্গে লক্ষ্মীপূজা করে থাকেন। পৌষ, চৈত্র এবং ভাদ্রমাসে পশ্চিমবঙ্গে হিন্দুরা ধান্যলক্ষ্মীর পূজা করেন। বৃহস্পতিবারে মেয়েদের লক্ষ্মীব্রত তো আছেই। ধান্যলক্ষ্মীর পূজায় কাঠা বা পালিতে (মাপপাত্র) ধান, কড়ি ও শঙ্খ পূজা করা হয়। দুর্গাপূজার সময় নবপত্রিকার অন্যতম ধান্যলক্ষ্মী পূজিত হন।

আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজার পর যে পূর্ণিমা, তাকে কোজাগরী পূর্ণিমা বলা হয়। এই দিন রাত্রে বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে লক্ষ্মী পূজা হয়। এই দিন রাত্রি জাগরণের রীতি বলে এই পূর্ণিমা কে কোজাগরী পূর্ণিমা বলা হয়,—কৌমুদীও বলে। রঘুনন্দন লিখেছেন,—

---

১ Cambridge History of India, vol. I, E. J. Rapson (1922) pp. 386-87

২ Do, Plate I, figs. 7-13.

৩ দেবদেবী ও তাঁদের বাহন—পৃঃ ১৬৪-৬৫

আশ্বিনে পৌর্ণমাস্যান্ত চরেজ্জাগরণং নিশি।
কৌমুদী সা সমাখ্যাতা কার্যা লোকবিভূতয়ে॥
কৌমুদ্যাং পুজয়েল্লক্ষ্মীমিন্দ্রমৈরাবতে স্থিতম্।
সুগন্ধির্নিশি সদ্বেশে অক্ষৈর্জাগরণং চরেৎ॥[১]

—আশ্বিনে পূর্ণিমায় রাত্রি জাগরণ করে যাপন করা কর্তব্য, এই পূর্ণিমা কৌমুদী নামে প্রসিদ্ধ, জগতের মঙ্গলের জন্য এই পূর্ণিমা পালনীয়। কৌমুদীতে লক্ষ্মী ও ঐরাবতে স্থিত ইন্দ্রকে পূজা করবে, সুগন্ধি দ্রব্য ও উত্তম বেশ সহযোগে পাশা খেলা করে রাত্রি জাগরণ করবে।

কোজাগরী নাম সম্পর্কে রঘুনন্দন লিখেছেন,—

নিশীথে বরদা লক্ষ্মীঃ কো জগর্তীতি ভাষিণী।
তস্মৈ বিত্তং প্রযচ্ছামি অক্ষৈঃ ক্রীড়াং করোতি যঃ॥[২]

—রাত্রিকালে লক্ষ্মীদেবী বরদা হয়ে বলেন, কে জেগে আছে? তাকে আমি বিত্ত দান করি যে অক্ষক্রীড়া করে।

স্বামী নির্মলানন্দ অক্ষ শব্দের বিভিন্ন অর্থের উল্লেখ করেছেন, যথাঃ (১) পাশা, (২) ক্রয়বিক্রয়চিন্তা, (৩) আত্মা, রুদ্রাক্ষ, জপমালা প্রভৃতি। তাঁর মতে মূর্খরা পাশা খেলায় রাত্রি জাগরণ করে, বণিক ব্যবসায় চিন্তায় রাত্রি যাপন করে এবং শুদ্ধসত্ত্বপ্রধান আত্মরতি পরায়ণ ব্যক্তিবর্গ জপমালা নিয়ে জপ করে থাকেন। 'কো জাগর্তি' অর্থে তিনি বুঝেছেন, আত্মার দিক থেকে যিনি জেগে থাকেন, তিনিই মোক্ষরূপ শ্রেষ্ঠ বর লাভ করেন।[৩]

রঘুনন্দন কোজাগরী পূর্ণিমায় নারিকেল ও চিপিটক সহযোগে দেবতা ও পিতৃগণকে অর্চনা করে, আত্মীয় বন্ধু সহ সকলকেই ভক্ষণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন।

আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় কোজাগরী পূর্ণিমায় লক্ষ্মীপূজার একটি বিশেষ তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর ব্যাখ্যা অনুসারে বৈদিক যুগে কোজাগরী পূর্ণিমায় অম্বুবাচী হোত, অর্থাৎ এই সময়ে ছিল বর্ষাকাল। বেদের ইলা বা ইড়া (পুরাণের লক্ষ্মী) অম্বুবাচীর দিন জন্মগ্রহণ করতেন। এই দিনে ইন্দ্র অসুরের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতেন। সেইজন্যই কোজাগরী লক্ষ্মীকে চারি দিক্‌হস্তী স্নান করায়। সেদিন অরন্ধন বলেই চিপিটক-নারিকেল ভক্ষণ বিহিত।[৪]

বিদেশী প্রভাব ঃ কোন কোন পণ্ডিত অনুমান করেছেন যে লক্ষ্মীমূর্তি পরিকল্পনায় গ্রীক্ দেবী এথেনীর প্রভাব আছে। ডঃ দীনেশচন্দ্র সরকার লিখেছেন, "The cult of Sri-Lakshmi had probably something to do with the worship of the Greek Goddess, especially Pallas Athene, introduced in the country by Indo-Greek Kings, as

১ তিথিতত্ত্বম্—অষ্টাবিংশতিতত্ত্বম্—বেণীমাধব দে প্রকাশিত পৃঃ ৬৫ ২ তদেব—পৃঃ ৬৫-৬৬
৩ দেবদেবী ও তাঁদের বাহন, ৩য় সং—পৃঃ ১৬৩ ৪ পূজাপার্বণ—পৃঃ ৬৯

indicated by their coins from the beginning of the 2nd century B. C."[১] কিন্তু গ্রীক্ দেবী প্যালাস এথেনীর আকৃতি ও প্রকৃতির সঙ্গে লক্ষ্মী-দেবীর কোন সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। হোমারের ইলিয়ড্ কাব্যে প্যালাস এথেনীর স্বার্থপরতা ও ক্রুরতা লক্ষ্মীচরিত্রে কল্পনা করা যায় না। তবে মনে হয়, কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত মেঘনাদ বধ কাব্যে রমা বা লঙ্কার রাজলক্ষ্মীর চরিত্রে প্যালাস এথেনীর প্রভাব বরণ করে নিয়েছেন; সেই জন্যই উক্ত কাব্যের লক্ষ্মী-দেবীর প্রকৃতি ভারতীয় আদর্শ থেকে ভিন্ন হয়ে গেছে। ভারতীয় আদর্শে লক্ষ্মী ভক্তের বশীভূতা—বিশ্বের আনন্দদাত্রী রমা।

লক্ষ্মীপূজায় অনার্য অংশ : শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর দেখিয়েছেন যে কোজাগরী লক্ষ্মীপূজার রীতিতে অনেকটা আর্যেতর সংস্কৃতির প্রভাব আছে। "শূয়োরের দাঁত যার উপরে ফলমূল মিষ্টান্নের রচনা পাতিল, কুবেরের মাথা যেটা সব উপরে রয়েছে দেখি; কিম্বা সবার পিছন থেকে উঁকি দিচ্ছে একটি ঘোমটা দেওয়া মেয়ের মত ভাব হলুদ সিঁদুর মাখানো; আর পেঁচা ও ধানছড়া—এক লক্ষ্মীর বাহন আর এক লক্ষ্মীর শস্যমূর্তি—এ কয়টিই অহিন্দু ও অনার্য বা অন্যব্রতদের।"[২]

অবনীন্দ্রনাথ অবশ্য বলেছেন যে বরাহাবতারের বরাহের দাঁত, গরুড়ের বংশে পেঁচা, লক্ষ্মীর ঝাঁপিতে ধান প্রভৃতির দ্বারা উক্ত ব্যাপারগুলিকে বৈদিক বা পৌরাণিক সংস্কার বলে সমর্থন করা যেতে পারে। কিন্তু লক্ষ্মীর অনার্যত্বের সমর্থনে তিনি মেক্সিকোতে ছড়ামাম্মা বা সরামাম্মা পূজার সঙ্গে লক্ষ্মীপূজার সাদৃশ্য দেখিয়েছেন। ছড়ামাম্মা পূজার রীতিগুলি লেখকের ভাষাতেই উদ্ধৃত করছি: "শস্য সংগ্রহের কালে পেরুতে লোকেরা ভুট্টার ছড়গুলি দিয়ে তাদের মা লক্ষ্মীর মূর্তিটি গড়ে। পূজার পূর্বে তিনরাত্রি জাগরণ করে ছড়ামাম্মা বা সরামাম্মাকে নজরে নজরে রাখার নিয়ম। বলা বাহুল্য একে পূর্ণিমা জাগরণ বা কোজাগর বলা যেতে পারে। পূজোর দিন এরা ভুট্টাছড় বা এদের লক্ষ্মীমূর্তির সামনে রচনার পাতিলে নানারকম খাবার সাজিয়ে একটি সিদ্ধ করা ব্যাঙ্ সকলের উপরে রাখে; এবং সেই ব্যাঙের পিঠে একটি জনারের শীষের মধ্যে নানা শস্য ভুট্টা, মুগ, মুসুরি ইত্যাদি চূর্ণ করে গুঁজে দেওয়া হয়। এই ব্যাঙ হলেন জলদেবতার স্ত্রী।"[৩] এর পরে একটি কুমারীকে সাজিয়ে পূজা করে বলি দিয়ে তার হৃৎপিণ্ড দিয়ে ছড়ামাম্মার পূজা দ্বারা দেবতাকে তুষ্ট করা হয়।[৪] বলা বাহুল্য, হিন্দুর লক্ষ্মীপূজার সঙ্গে ছড়ামাম্মার পূজার কোন সম্পর্ক নেই। লক্ষ্মীপূজায় ব্যাঙের প্রয়োজন হয় না। ব্যাঙ্ কোন দেবতারই বাহনরূপে কল্পিত হয় নি। লক্ষ্মী দেবী বৈষ্ণবী শক্তি—লক্ষ্মীপূজায় আমিষ নিষিদ্ধ। লক্ষ্মীর সম্মুখে কোন প্রকার

১ The Classical Age—p. 420

২ বাংলার ব্রত, বিশ্ববিদ্যা সিরিজ, বিশ্বভারতী—পৃঃ ২০-২১ ৩ বাংলার ব্রত—পৃঃ ২১

৪ তদেব

'বলি' চলে না, কুমারীর হৃৎপিণ্ড ছিঁড়ে পূজা দেওয়ার বীভৎস কাণ্ড কল্পনাই করা যায় না। বৈদিক যজ্ঞে পশুবলি অপরিহার্য ছিল বটে, তবে পৌরাণিক যুগে শিব, বিষ্ণু, লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিকেয়, গণেশ, ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবতার সম্মুখে পশুবলির রীতি অপ্রচলিত হয়ে গেছে। লক্ষ্মী দেবীর আকারে ও প্রকারে ছড়ামাম্মার কোন সংযোগ নেই। সৌভাগ্য ও সম্পদের দেবী লক্ষ্মীর সঙ্গে সৌভাগ্যের হেতুভূত ধান্যপূজা বা শস্যপূজা মিশ্রিত হয়ে গেছে বটে, তবে ধান ছাড়া অন্য কোন শস্য বাঙ্গালাদেশে লক্ষ্মীরূপে পূজিত হয় না। সম্পদের দেবী বা শস্যদেবীর পূজা পৃথিবীর সকল জাতির মধ্যেই প্রচলিত ছিল বা আছে। কিন্তু সুদূর মেক্সিকো থেকে বাঙ্গালার লক্ষ্মীপূজায় ছড়ামাম্মার প্রভাব কিভাবে এসে পৌঁছালো তার সদুত্তর মেলা সহজ নয়। তবে পূজার লৌকিক রীতি-নীতিতে আর্যেতর প্রভাব আসা যে অসম্ভব, একথা বলি না। যদি কিছু আর্যেতর প্রভাব লক্ষ্মীপূজার রীতিতে এসে থাকে তদ্দ্বারা বৈদিক-পৌরাণিক দেবকল্পনার অনার্যত্ব প্রমাণিত হয় না। রাত্রি জাগরণের ব্যাপারে সাদৃশ্য নিছকই কাকতালীয়।

অবনীন্দ্রনাথ লক্ষ্মীপূজায় অনার্যপ্রভাবের আর একটি প্রমাণ দিয়েছেন বাঙ্গালাদেশে অলক্ষ্মীপূজা ও বিদায়ের ঘটনায়। অলক্ষ্মী পূজা হয় কার্তিকমাসে দীপান্বিতা অমাবস্যায়। কলার পেটোয় গোবরের পুতুল তৈরী করে অলক্ষ্মীরূপে পূজা করে বাড়ীর বাইরে অলক্ষ্মীকে বিদায় দেওয়া হয়। অবনীন্দ্রনাথ মনে করেন, "এই অলক্ষ্মীই হলেন অন্ত্যব্রতদের লক্ষ্মী বা শস্যদেবতা। শাস্ত্র নিজেদের মা-লক্ষ্মীকে এই প্রাচীনা লক্ষ্মীর স্থানে বসিয়ে অলক্ষ্মী নাম দিয়ে কুরূপা কুৎসিতা বলে এঁকে ছেঁড়া চুলে ও ঘরের আবর্জনার সঙ্গে বিদায় দিতে চাইলেন।"[১] গোবরের অলক্ষ্মীর সঙ্গে পিটুলির তৈরি লক্ষ্মী-নারায়ণ ও কুবেরের পূজা করা হয়। এই তিনটি পুতুলেরও সঙ্গে অবনীন্দ্রনাথ মেক্সিকোর শস্যদেবতার মিল খুঁজে পেয়েছেন। "মেক্সিকোতে পুরাণে দেখা যাচ্ছে, শস্যের রক্ষয়িত্রী তিন বর্ণের তিন দেবতা। একজন অপক্ক হরিৎ শস্যের সবুজ, একজন ফলন্তস্বর্ণশস্যের হলুদ আর একজন আতপ্ত সুপক্ক শস্যের সিন্দুরবর্ণ।"[২]

প্রমাণ স্বরূপ তিনি Myths of Mexico and Peru গ্রন্থ থেকে (৮৫ পৃঃ) উদ্ধৃতি দিয়েছেন—"A special group of deities called Centeotl presided over the agriculture of Mexico, each of whom personified one or other of the various aspects of the Maize plant... Xilonen—she typified the xilote or green ear of the Maize."[৩]

বাঙ্গালার লক্ষ্মী ও অলক্ষ্মীর পূজা মেয়েলি ব্রতের সামিল। মেয়েলি ব্রতে লক্ষ্মী, নারায়ণ ও কুবের—এই তিন দেবতার সুলভ উপাদান পিটুলির মূর্তি গড়ে পূজা করা হলে তার মধ্যে মেক্সিকো মিথের প্রভাব কতটা থাকতে পারে, তা

১ বাংলার ব্রত—পৃঃ ২৩ ২ তদেব—পৃঃ ২৪ ৩ তদেব—পৃঃ ২৪

ধারণা করা কঠিন। দুর্ভাগ্যের দেবতা অলক্ষ্মীকে পূজা করে বাড়ীর বাইরে রেখে দেওয়া অর্থাৎ দুর্ভাগ্যকে বিতাড়িত করার সাধারণ একটা প্রচেষ্টা—একটি লৌকিক বিশ্বাস মাত্র। বসন্তের দেবতা শীতলাকে ত পূজা করে গ্রামের বাইরে কোন বৃক্ষতলে রেখে আসা হয়। লক্ষ্মীপূজা করলেই দেবীর সঙ্গে তাঁর পুরুষরূপ বা স্বামী বিষ্ণু এবং কোষাধ্যক্ষ কুবেরের পূজা করার রীতি বহুল প্রচলিত। মেক্সিকোতে Centeotl শস্যদেবতা—তিনি আকাশের মত নীল সাগরের জল থেকে জন্মেছেন। তিনি কিরণ দেন সূর্যের মত,—তাঁর জননী Quetzal পক্ষীর মত বিচিত্রবর্ণা—নতুন ফোটা ফুলের মত সুন্দরী—তিনি বাস করেন উষার (Dawn) গৃহে।[১] বুঝতে অসুবিধা হয় না যে Centeotl শস্যদাতা সূর্যেরই প্রতিরূপ। স্বরূপতঃ সমুদ্রজা লক্ষ্মীর সঙ্গে তাঁর সাদৃশ্য আছে ঠিকই। কিন্তু ভয়ংকরের দেবতা জীবনের বিঘ্নকর্তা Huitzilopochtli শস্যদেবতা Centeotl-এর সঙ্গে সম্পর্কান্বিত এবং অভিন্নরূপেও বর্ণিত হয়।[২] Quetzleoatl মেক্সিকোর দৈবতকুলের মধ্যে উর্বরতা ও প্রজননের দেবতা এবং Centeotl-এর স্ত্রীরূপ—female counterpart।[৩] কিন্তু লক্ষণীয় এই যে মেক্সিকোর শস্যদেবতাদের আকার ও প্রকারের সঙ্গে ভারতীয় লক্ষ্মী বা নারায়ণের কোথাও কোন সাদৃশ্য নেই। এই উদ্ভট মূর্তিগুলি দেখলেই ভারতীয় দেবতাদের সঙ্গে তুলনা করা কতটা হাস্যকর, তা বোঝা যাবে। নারায়ণ শস্যদেবতা নন, কুবেরও নন, লক্ষ্মী সৌভাগ্য ও ধনসম্পদের দেবতা হয়ে শস্য বিশেষতঃ ধান্যের দেবতারূপে স্বীকৃতা। কিন্তু বিষ্ণু-শক্তিরূপে তাঁর যে রূপকল্পনা তার সঙ্গে মেক্সিকোর দেবতাদের তুলনা অশোভন বোধ হয়। তবে পিটুলি বা গোময়ের পুত্তলিকা প্রতীকে যদি কোন আর্যেতর প্রভাব থাকে তবে তা নিরূপণ করা কষ্টসাধ্যই মনে হয়।

অলক্ষ্মী : লক্ষ্মী যেমন সম্পদ ও সৌভাগ্যের দেবতা, অলক্ষ্মী তেমনি দুর্ভাগ্যের দেবতা। দেবতা হিসাবে অলক্ষ্মীর রোষদৃষ্টি প্রশমনের উদ্দেশ্যে অলক্ষ্মীর পূজা করা হয়। দীপান্বিতা অমাবস্যার রাত্রিতে বাড়ীর বাইরে গোবরের পুতুল গড়ে কৃষ্ণপুষ্প দিয়ে অলক্ষ্মীর পূজা করে কুলোর বাতাস দিয়ে বিদায় করা হয়। অলক্ষ্মীর ধ্যানমন্ত্র : অলক্ষ্মীং দ্বিভুজাং কৃষ্ণবস্ত্র পরিধানাং লৌহাভরণভূষিতাং শর্করাচন্দনচর্চিতাং গৃহসম্মার্জনীহস্তাং গর্দভারূঢ়াং কলহপ্রিয়াং।

—অলক্ষ্মী দ্বিভুজা, কৃষ্ণবস্ত্র পরিহিতা, লোহার অলংকারে ভূষিতা, শর্করা ও চন্দনে চর্চিতা, সম্মার্জনী হস্তা, গর্দভে আসীনা, কলহপ্রিয়া।

লক্ষণীয় এই যে শীতলাও গর্দভারূঢ়া, সম্মার্জনীহস্তা। অলক্ষ্মীর প্রণাম মন্ত্র :

অলক্ষ্মীত্বং কুরূপাসি কুৎসিৎস্থানবাসিনী।
সুখরাত্রৌ ময়া দত্তাং গৃহ্ণ পূজাঞ্চ শাশ্বতীম্॥
দারিদ্র্যকলহপ্রিয়ে দেবি ত্বং ধননাশিনী।
যাহি শত্রোর্গৃহে নিত্যং স্থিরাতত্র ভবিষ্যসি॥

---

১ Mexican and Central American Mythology—Irene Nicholson—p. 116
২ Ibid—p. 115 ৩ Ibid—p. 110

গচ্ছ ত্বং মন্দিরং শত্রোর্গৃহীত্বা চাশুভং মম।
মদাশ্রয়ং পরিত্যজ্য স্থিতা তত্র ভবিষ্যসি॥[১]

—অলক্ষ্মী! তুমি কুরূপা, কুৎসিৎস্থানে বাস কর, সুখরাত্রিতে আমার দেওয়া শাশ্বত পূজা গ্রহণ কর। হে দেবি, তুমি দারিদ্র্য ও কলহপ্রিয়া, ধন নাশ কর, তুমি শত্রুর গৃহে যাও, সেখানে স্থির হয়ে অবস্থান কর। তুমি আমার অমঙ্গল নিয়ে শত্রুর মন্দিরে যাও, আমার আশ্রয় পরিত্যাগ করে সেখানে অবস্থান কর।

অবনীন্দ্রনাথ অলক্ষ্মীর যে ধ্যানমন্ত্রটি উদ্ধৃত করেছেন তা নিম্নরূপ : ওঁ অলক্ষ্মীং কৃষ্ণবর্ণাং কৃষ্ণবস্ত্রপরিধানাং কৃষ্ণগন্ধানুলেপনাং তৈলাভ্যক্তশরীরাং মুক্তকেশীং দ্বিভুজাং বামহস্তে গৃহীতভস্মনীং দক্ষিণহস্তে সম্মার্জনীং গর্দভারূঢ়াং লৌহাভরণভূষিতাং বিকৃতদংষ্ট্রাং কলহপ্রিয়াম্।[২]

—অলক্ষ্মী কৃষ্ণবর্ণা, কৃষ্ণবস্ত্রপরিহিতা, কৃষ্ণগন্ধলিপ্তা, তৈললিপ্তশরীরা, মুক্তকেশী, দ্বিভুজা, বামহস্তে ভস্মাধার ও দক্ষিণহস্তে সম্মার্জনী, গর্দভারূঢ়া, লৌহাভরণভূষিতা, বিকৃতদংষ্ট্রা, কলহপ্রিয়া।

পূজার পর অলক্ষ্মীকে কুলো বাজিয়ে ছেঁড়া চুল দিয়ে বিদায় করা হয়। পূর্ববঙ্গের কোন কোন অঞ্চলে আশ্বিন মাসের সংক্রান্তির রাত্রিতে অলক্ষ্মীকে বিদায় দেওয়ার রীতি প্রচলিত। বালকেরা কুলো বাজিয়ে বলে, "দূর যা, দূর যা, এ বাড়ীর অলক্ষ্মী ও বাড়ী যা।"[৩]

বৌদ্ধজাতকে দেবলোকে মহারাজ বিরূপাক্ষের কন্যা কালকর্ণী অলক্ষ্মীরূপিণী। কালকর্ণী বোধিসত্ত্ব শ্রেষ্ঠীর আশ্রয় প্রার্থনা করায় শ্রেষ্ঠী প্রশ্ন করেছিলেন—

কৃষ্ণবর্ণা কুরূপা কে বসিয়া ওখানে?

উত্তরে কালকর্ণী বলেছিলেন—

বিরূপাক্ষসুতা আমি, কালকর্ণী নাম,
অলক্ষ্মী, প্রচণ্ডা বড়, শুন শ্রেষ্ঠি বর;

বোধিসত্ত্বের অপর একটি প্রশ্নের উত্তরে কালকর্ণী বলেছিলেন—

ভণ্ড, ধূর্ত, ঈর্ষী, ক্রোধন, মৎসরী, ইন্দ্রিয়ের যারা দাস,
এরা প্রিয় মম, হয় ইহাদের প্রনষ্ট অর্থের নাশ।[৪]

জাতকের কালকর্ণী অবশ্যই অলক্ষ্মী; লক্ষ্মীর কৃপা বঞ্চিত ব্যক্তি অলক্ষ্মীর আশ্রয়।

তেসকুন জাতকে বলা হয়েছে, যে রাজা মিথ্যা, ক্রোধ, ঘৃণা, ঈর্ষা এবং কামের বশীভূত, রাজকর্মে অমনোযোগী ও অধার্মিক তাঁকে অলক্ষ্মী আশ্রয় করেন। অলক্ষ্মী ভণ্ড, ভয়ংকর, ভীষণ, অহিষ্ণু, ঈর্ষাপরায়ণ, লোভী ও বিশ্বাসঘাতককে

---

১ জাতক—ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১৪৯, পাদটীকা
২ বাংলার ব্রত—পৃঃ ১২৩ ৩ জাতক, ৩য় খণ্ড, পৃঃ—১৪৯
৪ শ্রীকালকর্ণী জাতক (জাতক', ৩য় খণ্ড—পৃঃ ১৬০

ভালবাসেন। নিন্দিত ও মূর্খ ব্যক্তিকে পেয়ে তিনি আনন্দিত হন।[১] ঋগ্বেদে অশ্রীর উল্লেখ আছে।

স্মৃতিশাস্ত্রকার রঘুনন্দন ভট্টাচার্য দীপান্বিতায় লক্ষ্মীপূজার বিধান দিয়েছেন, অলক্ষ্মীপূজার বিধান দেন নি। তাঁর মতে দিবাভাগে যদি চতুর্দশী ও রাত্রিতে অমাবস্যা থাকে, সে রাত্রিকে বলা হয় সুখরাত্রি। সেই সুখরাত্রিতে লক্ষ্মীপূজা বিধেয়।

> অমাবস্যা যদি রাত্রৌ দিবাভাগে চতুর্দশী।
> পূজনীয়া তদা লক্ষ্মীর্বিজ্ঞেয়া সুখরাত্রিকা॥
> ততো গৃহমধ্যে উত্তরাভিমুখো লক্ষ্মীং পূজয়েৎ।

রঘুনন্দনের সময়ে খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে দীপান্বিতায় অলক্ষ্মীপূজা বিহিত ছিল না বলেই মনে হয়।[২]

লক্ষ্মীর বিপরীত শক্তি হিসাবে অলক্ষ্মীর ধারণা খ্রীষ্টপূর্ব শতাব্দীতেই এদেশের মানুষের মনে জন্মেছিল। বৌধায়নের ধর্মসূত্রে অলক্ষ্মীপূজার বিবরণ আছে। বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণে অলক্ষ্মীর আটপ্রকার আকৃতির উল্লেখ আছে। তামিল প্রদেশে লক্ষ্মীর জ্যেষ্ঠা ভগিনীরূপে অলক্ষ্মীর পূজা জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। তামিলভাষায় জ্যেষ্ঠার আটটি নাম প্রচলিত : মুগডি, তৌবৈ, কালতি, মূদেবী, কাক্কৈক্কোডিয়াল, কলুদৈ, বাহিনী, শেট্টে ও কেড়লনঙ্গু। কাঞ্চীপুরমে কৈলাশনাথ মন্দিরে জ্যেষ্ঠার মূর্তি আছে। জ্যেষ্ঠা চোল রাজাদের পরিবার-দেবতা ছিলেন। এই দেবী অমঙ্গল নাশ করেন।[৩]

খ্রীষ্টপূর্বশতাব্দী থেকে আজ পর্যন্ত লৌকিক বিশ্বাসে জীবিতা অমঙ্গলনাশিনী বা অমঙ্গলদায়িনী দেবীর পরিকল্পনায় বা পূজার রীতিতে অনার্যপ্রভাব যদি এসে থাকে তবে আজ তার পরিমাপ করা দুঃসাধ্য নিশ্চয়ই।

লক্ষ্মীপূজার প্রাচীনতা : মুদ্রা, ভারুতস্তূপ প্রভৃতির সাক্ষ্য থেকে জানা যায় যে লক্ষ্মীদেবীর মূর্তিকল্পনা জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় তৃতীয় শতাব্দীতেই। সম্পদ ও জ্ঞানের দেবতা সরস্বতী থেকে লক্ষ্মী যে কখন পৃথক সত্তা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন, তার ইতিবৃত্ত নির্ণয় করা সম্ভব নয়। শ্রী ও লক্ষ্মীর আবির্ভাব বৈদিকযুগের অন্তিমপর্বে। সরস্বতী ঋগ্বেদে প্রাধান্য লাভ করলেও বিদ্যাদেবীরূপে তাঁর প্রতিষ্ঠা অনেক পরে। খ্রীষ্টপূর্ব ২য়/৩য় শতাব্দীর কাছাকাছি সময়ে বিদ্যাদেবী সরস্বতী ও ধনসম্পদ সৌভাগ্যের দেবী লক্ষ্মীর পৃথক পৃথক সত্তায় আত্মপ্রকাশ সম্ভব হয়েছে, মনে হয়। কেউ কেউ আবার পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সম্পদের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর সঙ্গে তুলনা করে মোহেন্-জো-দারোতে

---

১ জাতক—vol. XI, p. 349

২ কৃত্যতত্ত্ব—অষ্টাবিংশতিতত্ত্বম্—বেণীমাধব দে প্রকাশিত, পৃঃ ৬২৩

৩ Cult of Sakti in Tamilnad—T. V. Mahalingam, Sakti Cult & Tara—pp. 29-30

প্রাপ্ত গর্ভস্থ বৃক্ষসহ নারীমূর্তিকে (মাতৃকামূর্তি নামে পরিচিতা) লক্ষ্মী বলে মনে করে লক্ষ্মীর উপাসনাকে প্রাগৈতিহাসিকযুগে নিয়ে যেতে চান।[১]

ডঃ বি. চাটার্জি সুমেরীয় পুরাণের নিনহুর সাগা (Ninhur Saga) এবং এনকি (Enki), মিশরীয় পুরাণের ইসিস্ (Isis) ও হাথর (Hathor) প্রভৃতির উল্লেখ করে সিদ্ধান্ত করেছেন যে আর্যদের লক্ষ্মীদেবীর পরিকল্পনা অন্-আর্য সভ্যতা থেকে গৃহীত হয়েছে।[২]

লক্ষ্মীদেবীর পরিকল্পনা প্রাগার্য জাতির কাছ থেকে গৃহীত, এরূপ অনুমান গ্রাহ্য হওয়ার স্বপক্ষে তেমন কোন শক্তিশালী যুক্তি নেই। মোহেন্-জো-দারো হরপ্পা সভ্যতা প্রাগার্য আর্যেতর সভ্যতা—আর্যেতর আক্রমণকারীদের দ্বারা বিধ্বস্ত হচ্ছিল, এরূপ সহজ প্রচলিত মতবাদ কোন দৃঢ় যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। হরপ্পার অধিবাসীরা আর্যদের দাসত্বে নিযুক্ত হয়েছিল, এরূপ অনুমান নিছক কল্পনা। হরপ্পায় প্রাপ্ত মূর্তিটি সম্পর্কেও কোন নিশ্চিত সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব নয়। সাধারণতঃ মূর্তিটি মাতৃকামূর্তি বা পৃথিবী মাতা রূপে গৃহীত হয়ে থাকে। ঋগ্বেদের দ্যৌ ও পৃথিবীর (দ্যাবা পৃথিবী) গুণকর্মের বা আকৃতির সুস্পষ্ট বিবরণ অনুপস্থিত। পরবর্তীকালে বসুধা বা পৃথিবীদেবী বিষ্ণুর পত্নী হিসাবে লক্ষ্মীর সঙ্গে মিশে গেছেন সত্য, কিন্তু বসুধা বা পৃথিবী হিন্দু দেবগোষ্ঠীতে কোন উল্লেখযোগ্য স্থান করে নিতে পারেন নি। বৈদিক সরস্বতীর প্রভাবে সরস্বতীরই অংশরূপে লক্ষ্মীর আবির্ভাব—এ সত্য যথাযথভাবে আলোচিত হয়েছে। বিদেশী পুরাণের শস্যদেবী বা ভূমিদেবীর সঙ্গে ভারতীয় লক্ষ্মীর সাদৃশ্য অকিঞ্চিৎকর।

গ্রীক্ তাইচি ও ডেমেটর এবং ভারতের লক্ষ্মী : গ্রীক্ পুরাণের দেবতা তাইচি (Tyche) জিউস প্রদত্ত ক্ষমতায় মানুষের ভাগ্য নির্ণয় করেন, ভাগ্যবানকে একটি প্রাচুর্যের শিং (Horn of plenty) থেকে ধনসম্পদ ঢেলে দেন এবং ভাগ্যহীনের সকল সম্পদ কেড়ে নেন। তিনি একটি বল গড়িয়ে দিয়ে ভাগ্যের অনিশ্চয়তা প্রতিপাদন করেন।[৩]

---

১ The goddess of Fortune, Demeter or Tychee in Greece, Fortune or Abandantia in Rome Ardochsho in Persia or Lakshmi in India, was a local development of the Mother goddess of the chalcolithic period, who was the dominant figure in the ancient East as well as the Indus Valley."—Antiquity of the Concept of Lakshmi—Dr. B. Chatterjee, Foreigners in Ancient India, C. U.—p. 154

২ "Most probably, the Aryans borrowed the concept of the mother goddess or Earth-goddess, the presiding deity of fortune based on agriculture from pre-Aryan Indians. The Harappa element in Aryan culture is probably due to survival of the Harappa people as slaves and serfs of the Aryan invadors."—Ibid, p. 157

৩ "Tyche is a daughter of Zeus, to whom he has given power to decide what the fortune of this and that mortal shall be. On some she heaps gifts from a horn of plenty, others she deprives of all that they have. Tyche is all together irresponsible in her awards and runs about juggling with a ball to exemplify the uncertainty of chance : sometimes up, sometimes down." —Greek Myths, Robert Graves, vol. I—p. 125

তাইচির সঙ্গে লক্ষ্মীর কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য থাকলেও পার্থক্য অনেক। হিন্দুদের লক্ষ্মীদেবীর পরিকল্পনা অনেক উচ্চাঙ্গের। লক্ষ্মী সম্পৎ সৌভাগ্যদায়িনী—বিষ্ণুর আনন্দস্বরূপিণী শক্তি—আনন্দদাত্রী রমা। গ্রীক দেবতা ডেমেটর শস্যের দেবতা। কিন্তু ডেমেটরের সঙ্গে লক্ষ্মীর আকার বা চরিত্রের কোন মিল নেই। ডেমেটর কেবলমাত্র শস্যেরই দেবতা, তাঁর অন্য কোন পরিচয় নেই।[১]

মিশরীয় হ্যাথর-ইসিস ও লক্ষ্মী: মিশরীয় দেবী Hathor ধেনুরূপিণী এবং বিশ্বজননী।[২] ভারতীয় পুরাণে পৃথিবীকে বারংবার ধেনুরূপে কল্পনা করা হয়েছে। বেনরাজার পুত্র পৃথু ধেনুরূপিণী পৃথিবীকে দোহন করেছিলেন—

স কল্পয়িত্বা বৎসং তু মনুং স্বায়ম্ভুবং প্রভুঃ।
স্বে পাণৌ পৃথিবীনাথো দুদোহ পৃথিবীং পৃথুঃ॥[৩]

—পৃথিবীপতি পৃথু স্বায়ম্ভুব মনুকে বৎস কল্পনা করে নিজের হাতে পৃথিবীকে দোহন করেছিলেন।

পদ্মপুরাণেও পৃথু কর্তৃক ধেনুরূপিণী পৃথিবী দোহনের উপাখ্যান আছে—

স্বায়ম্ভুবো মনুর্বৎসঃ কল্পিতস্তেনভূভুজা।
স্বপাণিঃ কল্পিতস্তেন পাত্রমেবং মহামতে॥
স পৃথুঃ পুরুষব্যাঘ্রো দুদোহ বসুধাং তদা।
সর্বশস্যময়ং ক্ষীরং সসর্বান্নং গুণান্বিতাম্॥[৪]

—হে মহামতে, সেই রাজাদ্বারা স্বায়ম্ভুব মনু বৎস এবং নিজের হাত পাত্ররূপে কল্পিত হয়েছিল। সেই পুরুষব্যাঘ্র পৃথু সকল শস্যময় সকলগুণান্বিত অন্নসহ দুগ্ধ দোহন করেছিলেন।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ একটি কবিতায় পৃথিবীকে ধেনুরূপে কল্পনা করেছেন—

দাঁড়ায়েরয়েছ তুমি শ্যাম কল্পধেনু
তোমারে সহস্ররূপে করিছে দোহন
তরুলতা পশুপক্ষী কত অগণন
তৃষিত পরাণী যত।[৫]

কেবল পুরাণ কাব্য কেন অথর্ববেদেও পৃথিবী ধেনুরূপে কল্পিতা—

অস্মৈ দ্যাবাপৃথিবী ভূরিবামং
দুহাথাং ঘর্মদুঘে বৈ ধেনু।[৬]

---

১ "Demeter is viewed rather as a deity of the corn rather than as a spirit immanent in it."—Golden Bough, J. G. Frazer, p. 556

২ "Hathor was a great Sky-goddess who was represented as a cow and became known as a universal mother goddess, sometimes being called creator of the universe."—Egyptian Mythology, Veronica Ions, p. 78

৩ বিষ্ণুপুঃ—১।১৩।৮৬ ৪ পদ্মঃ, ভূমিখণ্ড—২৯।৩৩-৩৪ ৫ বসুন্ধরা—সোনারতরী

৬ অথর্ব—৬।৫।২৯।৫

—হে দ্যাবাপৃথিবী বহুক্ষীরা ধেনু যেমন প্রভূত দুগ্ধ দান করে, সেইভাবে তোমরাও রাজাকে প্রভূত ধন দান কর।

পৃথু যখন দুর্ভিক্ষ দূরীকরণের উদ্দেশ্যে পৃথিবীকে তাড়না করেছিলেন পৃথিবী তখন গোরূপ ধারণ করেছিলেন।[১] পৃথিবীকে ধেনু বা কামধেনুরূপে কল্পনা ভারতবর্ষে বহু প্রাচীন। গো শব্দের একটি অর্থ পৃথিবী, অন্য অর্থ গাভী। সুতরাং মিশরীয় মাতৃকাদেবী ধেনুরূপিণী Hathor পৃথিবী হতে পারেন। ভারতীয় লক্ষ্মীর সঙ্গে তাঁর সংযোগ কষ্টকল্পনা।

মিশরীয় দেবতা ইসিসের সঙ্গেও লক্ষ্মীর সাদৃশ্য স্বল্প,—আকারগত ত বটেই প্রকারগত সাদৃশ্যও কম। ইসিস্ শিশুপালিকা—ক্রোড়ে শিশু হোরাস্। তাঁর মাথায় কখনও সিংহাসন, কখনও চন্দ্রকলা, কখনও পদ্ম, কখনও ময়ূরপুচ্ছ—কিন্তু হাতে থাকে প্রাচুর্যের শিঙা Cornucopiae। Veronica Ions ইসিসের বিবরণে লিখেছেন, "Most often Isis was represented as a woman with the throne on her head... At other times her head dress was disk flanked by feathers and cow's horns... Sometimes Isis was shown as a woman with crescent moon on her head or crowned with lotus flowers and ears of corn, or bearing a Cornucopiae. In statues she was often shown suckling the infant Horus and she was revered as protectress of children especially from disease."[২]

বলা বাহুল্য ইসিসও ভূদেবী। তবে মনে হয় যেন লক্ষ্মী, ষষ্ঠী ও পৃথিবী একত্রে মিশে গেছেন ইসিসের মধ্যে। এমন কি রোগারোগ্যকারিণী হিসাবে শীতলাও এঁর মধ্যে রয়েছেন।

রোমীয় ফরচুনা ও লক্ষ্মী : রোমীয় সৌভাগ্যদেবতা Fortune লক্ষ্মী অপেক্ষা ষষ্ঠীর নিকটবর্তী। "Even Fortune could be regarded as a goddess. She was the first born of Jupiter, she helped women in child-birth."[৩]

রোমীয় Fortune সম্পর্কে Stewart Perowne লিখেছেন, "She was identified with Greek Tyche. She is represented with a horn of plenty and a rudder...because it is Fortune who steers men's lives."[৪] ভাগ্যদেবী ফরচুনা সন্তানজন্মের সহায়িকা হলেও প্রাচুর্যের বা সম্পদের প্রতীক horn of plenty ধারণ করায় লক্ষ্মীর কার্যও করে থাকেন। সুতরাং ফরচুনাকে লক্ষ্মী ও ষষ্ঠীর মিলিত বিগ্রহ বলা চলে।

সুমেরীয় নিন্হুর সাগা, এন্কি ও লক্ষ্মী : সুমেরীয় ভূদেবী নিন্হুর সাগা ও জলদেব এন্কির মিলনে কৃষি ও কৃষিজদ্রব্য উৎপন্ন হয়। এন্কি শস্যেরও

১ বিষ্ণু.পু.১. প্রথমাংশ—১৩ অঃ ২ Egyptian Mythology—p. 78
৩ Roman Mythology, Stewart Perowne—p. 126 ৪ Ibid—p. 131

দেবতা, জ্ঞানেরও দেবতা। এঁদের সম্পর্কে জন গ্রে লিখেছেন, "The earth was regarded as a living deity (Lady mountain) expressive of the building up of slit above the marshes and flood waters of lower Mesopotamia. An ancient myth explains the origin of vegetation from the union of Ninhursag with Enki, also called Ea, the god of the waters. The myth, describing the generation of agriculture and its by-products, from the initial union of Enki and Ninhursag and consequent infidelities of Enki with his own daughter."[১]

Enki জলের দেবতা, জ্ঞান এবং যাদুরও দেবতা—"The god Enki or Ea, the god of water was also considered the supreme god of wisdom and magic, doubtless owing to the subtle pervasiveness of water both above and below the earth and to the vital part it plays in engendering life and thus making possible development of vegetation and communications by the skill of man."[২]

এন্‌কি ও নিন্‌হুর সাগ কতকটা বৈদিক দ্যাবা পৃথিবীর মত। এন্‌কি জলের দেবতা—জল দান করে জীবনসৃজন ও কৃষি সম্পাদনে সহায়তা করেন। এন্‌কির সঙ্গে ভারতীয় পুরাণের ও বেদের বরুণ ও পর্জন্যের তুলনা করা যায়। এন্‌কি ব্যক্তিগত চরিত্রের দিক থেকে শ্রদ্ধার্হ নন। এন্‌কি পুরুষ দেবতা—লক্ষ্মীর সঙ্গে কোন দিক থেকেই তুলনীয় হতে পারেন না। নিন্‌হুর সাগ কেবলমাত্র পৃথিবী দেবী—সম্পদ ও সৌভাগ্যের দেবী নন। লক্ষ্মীদেবী সমৃদ্ধি ও সৌভাগ্যের দেবী—কৃষিদেবীও নন, জলদেবীও নন। এই দেবদম্পতিকে লক্ষ্মী-নারায়ণের প্রতিরূপ বলা কোনপ্রকারেই সম্ভব নয়।

ফ্রিগ্‌ ও ফ্রেয়জ : স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ায় মাতৃদেবতা হিসাবে ওডিন (Odin)-এর পত্নী ফ্রিগ্‌ (Frigg) এবং ফ্রেয়জ (Freyja) অত্যন্ত সুপ্রসিদ্ধ। সন্তান জন্মের এবং নামকরণের পূর্বে এই দুই দেবীর পূজা করা হয়। ফ্রেয়জের আকার ছিল ঈগল পক্ষীর (falcon)। ফ্রেয়জ অন্যান্য প্রাচুর্যের দেবীদের সঙ্গে ভক্তদের সম্পদ দান করেন। তাঁরা গৃহে গৃহে গমন করে সৌভাগ্য দান করেন এবং নবজাতকের ভবিষ্যৎ ব্যক্ত করেন। ফ্রেয়জ কৃষি বর্ধিত করেন, ভূমির উর্বরতা সম্পাদন করেন। ফ্রিগ্‌ এবং ফ্রেয়জ শূকর ও অশ্ব পছন্দ করেন। সেইজন্য সৌভাগ্যবান্‌ রাজারা শুকরমুখ খচিত টুপি বা মুখোস পরিধান করতেন।[৩] সৌভাগ্যদাত্রী, শস্যদাত্রী এবং শিশুপালিকা দেবী হিসাবে ফ্রেয়জ ষষ্ঠী ও লক্ষ্মীর সম্মিলিত মূর্তির আভাস আনলেও লক্ষ্মীর সঙ্গে এর আকৃতি ও প্রকৃতিগত পার্থক্য প্রচুর।

---

১ Near Eastern Mythology, John Grey—p. 17 ২ Ibid—pp. 19-20
৩ Scandanevian Mythology, H. R. Ellis Davidson—pp. 90-92

অর্‌দ্বি সুর অনহিতা : পারশ্যদেশের অর্দ্বি সুর অনহিতা জলের দেবতা —সুতরাং উর্বরতারও দেবতা। সন্তান জন্মের সকল আয়োজনই তিনি করেন।[১]

জলদেবী অনহিতার সঙ্গে লক্ষ্মীর কোন সম্পর্ক নেই। তবে শত তারকা ও অষ্টকিরণ খচিত মুকুটধারিণী অনহিতার সঙ্গে সূর্যাগ্নির সম্পর্ক অনুভব করা যায়। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম-ষষ্ঠ শতাব্দীর একটি রৌপ্যাধারে অঙ্কিত অনহিতার মূর্তিতে দেবীর ডানহাতে একটি তোতাপাখী ও বামহাতে একটি শস্যসহ শস্যাধার। তোতাপাখী সরস্বতী ও বসুধার হাতের শুকপাখী এবং শস্যাধার সৌভাগ্যের দেবতার ইঙ্গিত বহন করে। কাপ্পাডোসিয়াতে সম্ভ্রান্ত বংশের মেয়েরা বিবাহের আগে অনহিতার পূজা করে।[২] মনে হয়, দেবী অনহিতা কুমারী মেয়েদের মনোমত পতি দান করে থাকেন, এইরূপ বিশ্বাস প্রচলিত ছিল। আরমেনিয়াতে অনহিতা মানবজাতির হিতকারিণী, সর্বপ্রকার জ্ঞানের জননী—প্রাণদাত্রী অরমজ্‌দর (অহুর মজ্‌দ) কন্যা।[৩]

অর্‌দক্‌সো : কুষাণ মুদ্রায় অঙ্কিত সৌভাগ্য ও ঐশ্বর্যের দেবতা Ardoxho-এর চিত্রে অনহিতা, গ্রীক্ তাইচি ও ভারতীয় লক্ষ্মীর সমন্বয় হয়েছে, মনে হয়। Ardoxho দণ্ডায়মানা বা সিংহাসনে উপবিষ্টা—দ্বিভূজা, দক্ষিণ হস্তে পাশ ও বামহস্তে প্রাচুর্যের প্রতীক Cornucopiae বা Horn of plenty। Ardoxhoর মূর্তি কুষাণ রাজাদের মুদ্রায় বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়েছে। জন্ হিনেলস্ Ardoxho সম্পর্কে লিখেছেন, "Ardoxho, a Kushana figure who has been identified as either Ashi-oxsho, the genious of fate or Recompense, the daughter of Ahura Mazda and sister of Mithra, Sraosha and Rashnu, or as Ardvi-Vaxha, a local eastern Persian goddess of water and moisture related to the great Ardvi Sura Anahita."[৪]

অর্দক্‌সো ভাগ্যের দেবী, জলদেবীও। কিন্তু কুষাণ মুদ্রায় অর্দক্‌সোর মূর্তি পুরোপুরি ভারতীয় লক্ষ্মীর মূর্তি। তফাৎ আছে সামান্য—লক্ষ্মীর হাতে প্রাচুর্যের শিঙা, আসন বা পীঠোপরি আসীনা। এদেশের লক্ষ্মীর হাতে ধনভাণ্ড বা চুপ্‌ড়ি দেওয়া হয়। অন্যান্য বহু দেবদেবীর মূর্তির মত কুষাণ রাজগণ ভারতীয় লক্ষ্মীকেও গ্রহণ করেছেন, অবশ্য পারসিক অর্দক্‌সোও কিছু ছাপ রেখেছেন কুষাণদের সৌভাগ্যদেবীতে।

---

১ "In Persia the goddess Ardvi Sura Anahita, the strong undefiled waters is the source of all fertility, purifying the seed of all males sanctifying the womb of all females and purifying [illegible]ers' breast. From her heavenly home, she is the so[illegible]c ocean. She is described as strong and bright, tall an[illegible]tiful, pure and nobly born. As befits her noble birth she wears a golden crown with eight rays and a hundred stars, a golden mantle and a golden necklace around her beautiful neck." Persian Mythology, John Rhinnels—p. 32

২ Ibid—p. 33 ৩ Ibid—p. 32 ৪ Persian Mythology—p. 52

জাপানী কিচিজো-তেন বা কিচিসো-তেন : জাপানে লক্ষ্মী বা সৌভাগ্য সম্পদের দেবী কিচিজো-তেন (Kichigo-ten), কিচিসো-তেন (Kichisho-ten) বা কিস্‌সো-তেন নামে পরিচিতা। জাপানে নর রাজ বংশের রাজত্ব কালে (৬৪৫-৭৯৪ খ্রীঃ) প্রথম স্ত্রী দেবতা কিচিজো-তেনের মূর্তি নির্মিত হয়েছিল। জাপানী কিচিজো-তেন বিশামোন-তেন বা কুবেরের পত্নী। হেয়ান রাজবংশের রাজত্বকালে (Heian Period, ৭৯৪-১১৮৫ খ্রীঃ) বিশামোন-তেন (Bishamon-ten) বা কুবেরের সঙ্গে কিচিজো-তেনের যুগ্ম মূর্তি নির্মিত ও পূজিত হয়েছে।

দরনি-স্থ-ক্যো (Darani-shu-kyo) নামক গ্রন্থ অনুসারে কিচিজো-তেন রক্তাভ শুভ্রবর্ণা, দ্বিভুজা, রত্নমুকুটভূষিতা, কণ্ঠহার ও কর্ণাভরণধারিণী, দক্ষিণ-হস্তে বরদমুদ্রা ও বামহস্তে কামনা-পূরণের প্রতীক একটি রঙ্গীন বল। পশ্চাতে পাঁচ রঙের মেঘের মধ্যে ছয় দন্তবিশিষ্ট হস্তী একটি পাত্র থেকে মাথায় জলবর্ষণ করছে। সংস্কৃত কুবের সূত্রের চীনাভাষায় অনুবাদ বিসমোনতে-ক্যো অনুসারে দেবী দ্বিভুজা, প্রসন্ন বদনা, বামহস্তে প্রফুল্ল পদ্ম ও দক্ষিণহস্তে বরদমুদ্রা ধারিণী। কিচিজো-তেনের অপরমূর্তি হোজো-তেন-ন্যো (Hozo ten' nyo)-র ডান হাতে পদ্ম ও বামহাতে মূল্যবান রত্ন থাকে। জাপানে বিভিন্ন মন্দিরে বিভিন্ন-যুগের কিচিজো-তেন বা লক্ষ্মীর দেবীমূর্তি বিপুল জনপ্রিয়তার পরিচায়ক।[১]

লক্ষ্মীদেবীর মৌলিকতা : ভারতে সৌভাগ্য সমৃদ্ধির দেবতা শ্রী-লক্ষ্মী পৃথিবীর অন্য কোন দেশের ভাগ্যদেবী, জলদেবী বা ভূদেবীর প্রভাবে পরিকল্পিতা —এমন সিদ্ধান্ত নিতান্তই অসার। পৃথিবীর সকল দেশেই জলের দেবতা, পৃথিবী দেবতা, শস্য বা উর্বরতার দেবতা, সৌভাগ্য সম্পদের দেবতা প্রভৃতির পরিকল্পনা দেখা যায়। কিন্তু কোন দেবতার সঙ্গেই লক্ষ্মীদেবীর আকার প্রকারগত গভীর সাদৃশ্য দেখা যায় না। হিন্দুদের লক্ষ্মী ভারতীয় ভাবুক সাধকেরই পরিকল্পনা। হরপ্পা মোহেন্-জো-দারোর মাতৃকামূর্তি যদি উর্বরতার দেবী, পৃথিবী দেবী, বা শক্তিদেবীর মূর্তিই হয়, তাহলেও উক্ত দেবীমূর্তির সঙ্গে লক্ষ্মীদেবীর কোন সংযোগ কল্পনা কষ্টকল্পনা ছাড়া কিছু নয়। বিশ্বের আনন্দদাত্রী রমা-লক্ষ্মী বিষ্ণুর হ্লাদিনীশক্তি সম্পদ ও জ্ঞানের দেবতা সরস্বতীরই বিবর্তিত রূপ—আদিত্য-বিষ্ণুর শক্তি। এঁকে প্রাগৈতিহাসিক কোন আর্যেতর জাতির দেবতা বলার যৌক্তিকতা পাওয়া যায় না। বিভিন্ন দেশের মাতৃকাদেবী বা শস্যদেবীর পরিকল্পনা তদ্ তদ্দেশীয় মানবের চিন্তাধারাপ্রসূত হওয়াই সম্ভব। তবে একদেশের সভ্যতা অন্যদেশে প্রসারিত হওয়ার ফলে এক দেশের দেবতা রূপান্তরিত হয়ে অন্যদেশেও গৃহীত হয়ে থাকে। বৈদিক যুগ থেকেই ভারতবর্ষ ধর্মের দেশ। এখানে স্বাধীনভাবেই ধর্মসাধনার বৈচিত্র্যময় রীতিপ্রকৃতি গড়ে উঠেছে। ভিন্ন সংস্কৃতি কখনও কোন ছাপ ফেলে নি তা নয়, তবে মূল দেবদেবীর কল্পনা বৈদিক

১ Hindu Divinities in Japanese Buddhist Pantheon, D. N. Baksi —pp.127-34

যুগ থেকেই চলে আসছে। ভারতীয় সভ্যতা যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যুগে যুগে প্রসারিত হয়েছিল, এ সত্য অস্বীকার করার উপায় নেই। অন্ততঃ একজন ইউরোপীয় পণ্ডিত স্বীকার করেছেন যে ভারতবর্ষের সংস্কৃত ভাষা এবং পুরাণ গ্রীস, রোম প্রভৃতি দেশে প্রসারিত হয়েছিল। তাঁর বক্তব্য উদ্ধৃত করছি: "But it must be remembered that the derivation of the Greek Etruscan Latin and Thracian religious systems from the mythology which prevails in India, depends not solely on the remarks contained in the preceeding pages, but also that it is intimately connected with the philological arguments contained in my former work : for, I have in that work rendered it highly probable that Greek, Latin and Teutonic languages were derived from Sanskrit, through the medium of pelasgic, it will, no doubt be admitted that a less degree of evidence than would otherwise be requisite, may suffice to evince that the pelasgic was received their religion from that people who originally spoke Sanskrit ; and that they subsequently, in course of their migrations, introduced it into Thracia, Greece, Etruria and Latium."[১]

লেফ্‌টেন্যাণ্ট্‌ কেনেডির বক্তব্যকে স্বীকার যদি আমরা করতে সাহস পাই, তাহলে কোন দেবতারই কুলজি অনুসন্ধানের নিমিত্ত অনার্য সংস্কৃতি বা বিদেশী সংস্কৃতির দ্বারে করাঘাত করা নিষ্প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

লক্ষ্মীর পদ্ম ঃ লক্ষ্মীদেবীর সঙ্গে পদ্মফুলের সংস্রব অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। দেবী পদ্মালয়া পদ্মাসনা—পদ্মা—পদ্মধারিণী। পদ্ম লক্ষ্মীর প্রতীকরূপেও ভারতবর্ষে ব্যবহৃত হয়। কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন যে পদ্ম সৃষ্টি ও প্রজনন বা কৃষির প্রতীক।[২] পদ্মফুলের তাৎপর্য পূর্বেই ব্যাখ্যাত হয়েছে।[৩] আমরা জানি, পদ্ম সূর্যের প্রতীক, পৃথিবীরও প্রতীক—আকাশও পদ্মরূপে কল্পিত হয়েছে। সূর্য-বিষ্ণুর হাতে তাই পদ্ম অপরিহার্য। পদ্মের সঙ্গে বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও সরস্বতীর সংযোগও অচ্ছেদ্য। ব্রহ্মা লক্ষ্মীর মতই পদ্ম-সম্ভব। সরস্বতীও পদ্মহস্তা—পদ্ম বিষ্ণুরও হাতে শোভা ... করে। বিষ্ণুর হাত থেকেই বিষ্ণু-শক্তি লক্ষ্মী পদ্মটিকে আপন করে নিয়েছেন।

---

১ Ancient & Hindu Mythology, Leut. Col. Vans Kennedy—p. 402

২ "The lotus plant itself symbolises the vegitation of India proper on the one hand and the first creative principle on the other."—Antiquity of the Concept of Lakshmi, Dr. B, Chatterjee, Foreigners in Ancient India (C. U.)—p. 154

৩ এই গ্রন্থের ২য় পর্ব, ২য় সং. পৃঃ ৩৮২-৮৪ দ্রষ্টব্য

উড়িষ্যায় লক্ষ্মীপূজা : উড়িষ্যাতেও আশ্বিন-পূর্ণিমায় বা কৌমুদিকী পূর্ণিমায় লক্ষ্মীদেবীর মূর্তি গড়ে পূজা করা হয়। উড়িষ্যার মহিলারা অগ্রহায়ণ মাসের প্রতি বৃহস্পতিবারে মানবসা বা লক্ষ্মীব্রত পালন করে থাকেন। নতুন শস্য (ধান্য) একটি মান অর্থাৎ মাপপাত্রে রেখে লক্ষ্মীদেবীর প্রতীক হিসাবে পূজা করার রীতি। বলরাম দাসের লক্ষ্মীপুরাণে লক্ষ্মীদেবীর মাহাত্ম্য কীর্তিত হয়েছে। জগন্নাথ ও বলরামের মধ্যস্থিতা সুভদ্রা লক্ষ্মীরূপে কথিতা এবং পূজিতা হয়ে থাকেন। রথযাত্রার সময়ে জগন্নাথ ও বলরাম গুণ্ডিচা গৃহে গমন করেন। হোরা পঞ্চমীতে (আষাঢ়ের শুক্লাপঞ্চমী) সুভদ্রাকে পৃথক শোভাযাত্রা সহকারে গুণ্ডিচায় নিয়ে যাওয়া হয়। লক্ষ্মীকে সঙ্গে না নিয়ে যাওয়ায় কুপিতা লক্ষ্মী হোরাপঞ্চমীতে গুণ্ডিচায় গমন করে রথ ভেঙ্গে দিয়ে মন্দিরে ফিরে আসেন। দশমীর দিন জগন্নাথ স্বালয়ে ফিরে এলে পতিব্রতা লক্ষ্মী স্বামীকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে আসেন। এইভাবে লক্ষ্মীকে ঘিরে উড়িষ্যায় বিচিত্র উৎসবের সৃষ্টি হয়েছে।[১]

১ Lakshmi in Orissan Literature & Art, K. S. Bhera, Foreigners in Ancient India—pp. 104-105.

গঙ্গা

গঙ্গার মর্ত্যাবতরণ: গঙ্গা নদী দেবতা। সরস্বতীর সঙ্গে গঙ্গার সাদৃশ্য গভীর। সরস্বতী থাকেন দ্যুলোকে কিরণরূপে, মর্তে নদীরূপে। গঙ্গার তিনরূপ— স্বর্গে মন্দাকিনী, মর্তে গঙ্গা ও পাতালে ভোগবতী। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে গঙ্গা, লক্ষ্মী ও সরস্বতী বিষ্ণুর পত্নী। কিন্তু পরস্পর একে অপরকে অভিশাপ দিলেন। গঙ্গা সরস্বতীকে শাপ দিলেন নদী হতে; আর সরস্বতীও গঙ্গাকে অভিসম্পাত করলেন, তুমি মর্তে যাও, পাপীর পাপভাগ লাভ কর,—

ত্বমেব যাস্যসি মহীং পাপিভাগং লভিষ্যসি।[১]

তখন ভগবান কৃষ্ণ গঙ্গাকে বললেন—

গঙ্গে যাস্যসি পশ্চাত্ত্বমংশেন বিশ্বপাবনী।
ভারতং ভারতীশাপাৎ পাপদাহায় দেহিনাম্॥
ভগীরথস্য তপসা তেন নীতা সুদুষ্করাৎ।
নাম্না ভাগীরথী পূতা ভবিষ্যসি মহীতলে॥
মদংশস্য সমুদ্রস্য জায়া জায়ে মমাজ্ঞয়া।
মৎকলাংশস্য ভূপস্য শান্তনোশ্চ সুরেশ্বরী॥[২]

—হে গঙ্গে, বিশ্বের পবিত্রতাবিধায়িকা তুমি সরস্বতীর পশ্চাৎ অংশরূপে পৃথিবীতে যাবে, পাপিগণের পাপদগ্ধ করার নিমিত্ত এবং ভারতীর শাপে ভারতে গমন করবে। ভগীরথের দুষ্কর তপস্যায় নীত হয়ে পৃথিবীতে ভাগীরথী নামে পবিত্র নদী হবে এবং হে সুরেশ্বরি, আমার অংশভূত রাজা শান্তনুরও পত্নী হবে।

এই একই বিবরণ দেবীভাগবতেও (৯ অঃ) বিদ্যমান। রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ প্রভৃতিতে গঙ্গার মর্তাবতরণ কাহিনী সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে। কপিল মুনির শাপে ভস্মীভূত সগর রাজার ষাট হাজার পুত্রের মুক্তির জন্য গঙ্গা ভগীরথের তপস্যায় প্রীত হয়ে মর্তে অবতরণ করেন। শিব তাঁকে জটায় ধারণ করলেন, পরে শিবজটা থেকে গঙ্গা মর্তে অবতীর্ণ হলেন। কিন্তু গঙ্গার উদ্ভব হয়েছিল বিষ্ণুর পদনির্গত জল থেকে। ব্রহ্মা গঙ্গাকে রেখেছিলেন কমণ্ডলুতে ধরে। পরে তিনি ভগীরথের অত্যাশ্চর্য তপস্যায় প্রীত হয়ে গঙ্গাকে মুক্ত করে দিলেন কমণ্ডলু থেকে। বিষ্ণুপুরাণ মতে বিষ্ণুপদাঙ্গুষ্ঠ বিনির্গত জলই গঙ্গা—

বামপাদাম্বুজাঙ্গুষ্ঠ নখস্রোতো বিনির্গতা।
বিষ্ণোর্বিভর্তি যাং ভক্ত্যা শিরসাহর্নিশং ধ্রুবঃ॥[৩]

---

১ ব্রহ্মবৈবর্তপুঃ, প্রকৃতিখণ্ড—৬।৪১   ২ তদেব—৬।৪১-৫১   ৩ বিষ্ণুপুঃ—২।৮।১০৫

—বিষ্ণুর বামপদাঙ্গুষ্ঠ নখ থেকে স্রোতরূপে নির্গতা গঙ্গাকে ধ্রুব ভক্তিদ্বারা দিবারাত্র মস্তকে ধারণ করেন।

এখানে ধ্রুব (নক্ষত্র) গঙ্গাকে মস্তকে ধারণ করেন। ভাগবত অনুসারে শিব বিষ্ণুপাদোদ্ভবা গঙ্গাকে মস্তকে ধারণ করেছিলেন—

তথেতি রাজ্ঞাভিহিতং সর্বলোকহিতঃ শিবঃ।
দধারাবহিতো গঙ্গাং পাদপূতজলাং হরেঃ॥[১]

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে আর একটি উপাখ্যান আছে। এই উপাখ্যানে কৃষ্ণ-প্রেমাভিলাষিণী গঙ্গার প্রতি শ্রীকৃষ্ণ অনুরক্ত হওয়ায় শ্রীরাধা গণ্ডূষে গঙ্গাপান করতে উদ্যতা হলে গঙ্গা কৃষ্ণপদে প্রবেশ করেন।

পানং কর্তুং সমারেভে গণ্ডূষাৎ সিদ্ধযোগিনী।
গঙ্গারহস্যং বিজ্ঞায় যোগেন সিদ্ধযোগিনী।
শ্রীকৃষ্ণচরণাম্ভোজে বিবেশ শরণং যযৌ॥[২]

গঙ্গা অন্তর্হিতা হওয়ায় জগৎ জলশূন্য হয়ে পড়ে। দেবগণ স্তবস্তুতির দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে তুষ্ট করলে শ্রীকৃষ্ণ পাদনখ থেকে গঙ্গাকে নির্গত করলেন। সেইজন্যই গঙ্গা হলেন বিষ্ণুপদী।

তত্রৈব সা গতা গঙ্গা চাজ্ঞয়া পরমাত্মনঃ।
নির্গতা বিষ্ণুপাদাব্জাৎ তেন বিষ্ণুপদী স্মৃতা॥[৩]

অতঃপর ব্রহ্মার অনুরোধে শ্রীকৃষ্ণ গঙ্গাকে গান্ধর্বমতে বিবাহ করলেন—

ইত্যেবমুক্ত্বা ধাতা চ তাং সমর্প্য জগাম সঃ।
গান্ধর্বেণ বিবাহেন তাং জগ্রাহ হরিঃ স্বয়ম্॥[৪]

মার্কণ্ডেয়পুরাণেও গঙ্গার বিষ্ণুপদ থেকে উৎপত্তি-কথা স্বীকৃত হয়েছে—

ধ্রুবাধারং জগদ্যোনেঃ পদং নারায়ণস্য যৎ।
ততঃ প্রবৃত্তা যা দেবী গঙ্গা ত্রিপথগামিনী॥[৫]

—জগদুৎপত্তির যে স্থির আধার নারায়ণের পদ, সেখান থেকে ত্রিপথগামিনী গঙ্গা নির্গতা হয়েছেন।

বিষ্ণুপদ থেকে গঙ্গা গেলেন চন্দ্রে, চন্দ্র থেকে সূর্যকিরণের সঙ্গে তিনি মেরু-পৃষ্ঠে পতিত হন। সেখান থেকে দ্বিবিধ পথ অতিক্রম করে তিনি হিমালয়ে উপনীতা হন। হিমালয়ে শিব ধারণ করলেন গঙ্গাকে, আবার ভগীরথের তপস্যায় প্রীত হয়ে বৃষধ্বজ গঙ্গাকে মুক্তি দিলে গঙ্গা সপ্তধা বিভক্ত হয়ে দক্ষিণ দিকে চললেন।

তানপ্লাবয়িত্বা সম্প্রাপ্তা হিমবন্তং মহাগিরিম্।
দধার তত্র তাং শম্ভুর্ন মুমোচ বৃষধ্বজঃ।

---

১ ভাগঃ—৯।৯।৯ ২ ব্রহ্মবৈবর্তপুঃ, প্রকৃতিখণ্ড—১১।৮১-৮২
৩ তদেব—১১।১৪০ ৪ তদেব—১২।১৮ ৫ মার্কণ্ডেয়পুঃ—৫৭।১

ভগীরথেনোপবাসৈঃ স্তুত্যা চারাধিতো বিভুঃ।
তত্র মুক্তা চ শর্বেণ সপ্তধা দক্ষিণোদধিম্॥
প্রবিবেশ ত্রিধা প্রাচ্যাং প্লাবয়ন্তী মহানদী।[১]

—দক্ষিণদিকস্থ পর্বতসকলকে প্লাবিত করে পর্বতরাজ হিমগিরি গঙ্গা প্রাপ্ত হলেন। সেখানে বৃষধ্বজ শম্ভু তাঁকে ধারণ করলেন, আর ছাড়লেন না। ভগীরথ উপবাস ও স্তুতি দ্বারা মহাদেবকে আরাধনা করলেন, তখন মহাদেবের দ্বারা মুক্ত হয়ে সপ্তধারায় বিভক্ত হয়ে দক্ষিণ সমুদ্রে প্রবেশ করলেন, এই মহানদী ত্রিধারায় পূর্বদেশ প্লাবিত করলেন।

মার্কণ্ডেয়পুরাণের এই বিবরণে গঙ্গা বহুভাগে বিভক্ত হয়ে বিভিন্ন দিকে সমুদ্রে পতিত হয়েছে। মেরুশৃঙ্গে যে চতুর্ধারার সৃষ্টি হয়েছিল তন্মধ্যে একটি ধারা বিখ্যাত সীতা (oxus ?) নামে, তৃতীয় ধারা অলকানন্দা নামে পরিচিত। তারপরে গঙ্গা সপ্তধারায় বিভক্ত হয়েছে,—পূর্বদিকে প্রবাহিত তিনধারা।

বৃহদ্ধর্মপুরাণে শিব-জায়া দক্ষ-সুতা সতী জন্মান্তরে নিজেকে দ্বিধা বিভক্ত করে হিমবান্ ও মেনার দুই কন্যা গঙ্গা ও উমারূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। দেবগণ গঙ্গাকে হিমবানের কাছ থেকে প্রার্থনা করে স্বর্গে নিয়ে এলে গঙ্গা ব্রহ্মার কমণ্ডলুতে আশ্রয় গ্রহণ করলেন এবং শিবের আকুলতায় চতুর্ভুজা মূর্তিতে শিবের কাছে এবং সলিলরূপে ব্রহ্মার কমণ্ডলুতে বিরাজ করতে স্বীকৃতি জানালেন।[২] তারপর এক সময়ে নারদের ও শিবের গান শুনে বিষ্ণু হলেন দ্রবীভূত—বৈকুণ্ঠ হোল সলিলময়। সেই সলিল ব্রহ্মার কমণ্ডলুতে স্থান পেল, গঙ্গার সঙ্গে দ্রবীভূত বিষ্ণুর সম্মিলন হওয়ায় গঙ্গা পুণ্যতোয়া।

এবং গায়তি দেবেশে দেবো নারায়ণস্তদা
আলিঙ্গিতেব তাদাত্ম্যাদ্ধরির্নিরলম্বনঃ॥
রসোঽভূদ্রসতাদাত্ম্যাদপতচ্চাসনাৎ ততঃ।
তৈজসং তচ্ছরীরস্তু দ্রবীভূতং লসত্তরম্॥
সংপ্লাবয়িতুমারেভে বৈকুণ্ঠং পুরমুত্তমম্।

* * *

ব্রহ্মা তদবধার্য্যাথ শিবগানফলং তদা।
গঙ্গাধিকরণং তত্র কমণ্ডলুমদর্শয়ৎ॥
গানব্রহ্মভবং ব্রহ্ম হরিদেহদ্রবাখ্যকম্।
গঙ্গাব্রহ্ম সংবৃণুয়াদিতি ব্রহ্মা হ্যুপায়য়ৎ।[৩]

—মহাদেব এইরূপ গান করলে নিরলম্বন হরি নারায়ণ তাঁকে আলিঙ্গন করতে গিয়ে রসাত্মকত্বহেতু রস হয়ে আসন থেকে পতিত হলেন। তাঁর তেজোময় শরীর দ্রবীভূত হয়ে সমগ্র বৈকুণ্ঠপুর প্লাবিত করতে আরম্ভ করে। ...ব্রহ্মা শিবসঙ্গীতের

১ মার্কণ্ডেয়পুঃ—৫৭।১০-১১ ২ বৃহদ্ধর্মপুঃ, মধ্যখণ্ড—১৩-১৪ অঃ
৩ বৃহদ্ধর্মপুঃ, মধ্যখণ্ড—১৪।১৬-১৭, ১০০-১০১

স্প চিন্তা করে গঙ্গার আধার কমণ্ডলু দেখালেন। পান ব্রহ্মরূপ, দ্রবীভূত হরিদেহও ব্রহ্মরূপী, সুতরাং গঙ্গাব্রহ্ম নিজেকে সংবৃত করুন,—এই বলে ব্রহ্মা কমণ্ডলু পাতলেন, আর গঙ্গা সেই কমণ্ডলুতে প্রবেশ করলেন।

মহাভারতে গঙ্গা ভগীরথের তপস্যায় আকাশ থেকে শিবের মস্তকে পতিত হলেন এবং মুক্তামালার মত শোভা পেতে লাগলেন—

ততঃ পপাত গগনাদ্ গঙ্গা হিমবতঃ সুতা।

*   *   *

তাং দধার হরো রাজন্ গঙ্গাং গগনমেখলাম্।
ললাটদেশে পতিতাং মালাং মুক্তাময়ীমিব।[১]

শিবের মস্তকে গঙ্গার অবস্থানহেতু গঙ্গা শিবের পত্নীরূপে বর্ণিতা হয়েছেন। গঙ্গাগর্ভে শিববীর্য নিক্ষেপের ফলে কার্তিকেয়ের জন্ম হয়েছিল, সেইজন্যও গঙ্গা শিব-জায়া। গঙ্গা সতীর অংশরূপে হিমবান কন্যা হয়ে জন্মগ্রহণ করায় শিবকর্তৃক পত্নীরূপে পরিগৃহীতা হয়েছিলেন,—এ কাহিনী বৃহদ্ধর্মপুরাণের। ভারতচন্দ্রের অন্নদা ঈশ্বরী পাটনীর কাছে আত্মপরিচয় প্রসঙ্গে গঙ্গাকে সপত্নী বলে উল্লেখ করেছেন—

গঙ্গা নামে সতা তার তরঙ্গ এমনি।
জীবন স্বরূপা সে স্বামীর শিরোমণি।[২]

সৌরপুরাণেও গঙ্গাকে হিমবান ও মেনার কন্যারূপে অভিহিত করা হয়েছে—

মেনাহিমবতঃ সুতে মৈনাকং ক্রৌঞ্চমেব চ।
গৌরীঞ্চ গঙ্গাঞ্চ ততঃ কন্যে দ্বে লোকমাতরঃ।[৩]

—মেনা ও হিমবানের দুই পুত্র মৈনাক ও ক্রৌঞ্চ। তারপর গৌরী ও গঙ্গা দুই কন্যা লোকমাতা।

বামনপুরাণে (৫১ অঃ) মেনকার তিন কন্যা—রাগিণী, কুটিলা এবং কালী। শিবতেজ ধারণের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করায় ব্রহ্মার শাপে কুটিলা হোল নদী। এই কুটিলা নদীই শিবতেজ অগ্নির কাছ থেকে ধারণ করে শরবনে নিক্ষেপ করেছিলেন। অতএব কুটিলা গঙ্গারই নামান্তর।

বাল্মীকি-রামায়ণে গঙ্গা হিমবানের কন্যা মেনার গর্ভজাতা—উমার জ্যেষ্ঠা ভগিনী—

নাম্না মেনা মনোজ্ঞা বৈ পত্নী হিমবতঃ প্রিয়া।
তস্যাং গঙ্গেয়মভবজ্জ্যেষ্ঠা হিমবতঃ সুতা।[৪]

কালিকাপুরাণেও গঙ্গা শৈলরাজকন্যা—উমার জ্যেষ্ঠা ভগিনী—কার্তিকেয়-জননী।[৫]

---

১ মহাভা,বনপর্ব—১০৯।৮-১০ ২ অন্নদার ভবানন্দভবনে যাত্রা—অন্নদামঙ্গল কাব্য
৩ সৌর—২৬।৩৩ ৪ রামা, আদি—৩৭।১৪ ৫ কাল, পু:—৪৭।৭১-৭২

এই বিবরণে গঙ্গা কখনও কৃষ্ণ-পত্নী কখনও শিব-পত্নী। কখনও তিনি হিমালয়ের কন্যা,—কখনও বিষ্ণু পাদোদ্ভবা ব্রহ্মার কমণ্ডলু থেকে মর্তে অবতীর্ণা।

ঋগ্বেদে গঙ্গা : ঋগ্বেদে একবার মাত্র গঙ্গার উল্লেখ আছে দশম মণ্ডলের সুপ্রসিদ্ধ নদীস্তুতিতে। সরস্বতী বা সিন্ধুর মত পৃথক স্তুতি না থাকায় সে যুগে গঙ্গা নদীর অপ্রাধান্যই সূচিত হয়। বৈদিক মানবকুলের বাসভূমি সপ্তসিন্ধু যে সাতটি নদীর নামানুসারে হয়েছিল, গঙ্গা তাদের অন্যতমা নয়। পণ্ডিতরা অনুমান করেন যে, ঋগ্বেদের যুগে আর্যগণ সরস্বতীর পশ্চিমতীরে বসবাস করতেন। গঙ্গার সঙ্গে তাঁদের পরিচয় ছিল যৎসামান্য। সম্ভবতঃ ঋগ্বেদের যুগের শেষভাগে আর্যগণ পূর্বদিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন। তাই গঙ্গার উল্লেখ ঋগ্বেদের শেষপর্বে দশম মণ্ডলে মাত্র একবার। ডঃ অবিনাশচন্দ্র দাসের মতে সে যুগে গঙ্গা ও যমুনার দৈর্ঘাল্পতাহেতু প্রাধান্য লাভ সম্ভব ছিল না। ভূতাত্ত্বিক গবেষণায় বহু সহস্র বৎসর পূর্বে রাজস্থানের আরাবল্লী পর্বতমালার দক্ষিণপূর্বে হিমালয়াশ্রিত উত্তর ভারত এবং বিন্ধ্যাশ্রিত দক্ষিণ ভারতের মধ্যবর্তী পূর্ব-পশ্চিমে প্রসারিত সমুদ্রের অস্তিত্ব স্বীকৃত হয়েছে। এই সমুদ্র রাজপুতনা সাগর **(Rajputana Sea)** নামে অভিহিত। এই সমুদ্রের দ্বারা সপ্তসিন্ধুপ্রদেশ অর্থাৎ পাঞ্জাব, কাশ্মীর, আফগানিস্তান, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ (বর্তমানে পাকিস্তান) ও বিন্ধ্যপর্বতও দক্ষিণাঞ্চল থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল। এই সমুদ্র সপ্তসিন্ধুর পূর্বাঞ্চল থেকে পূর্বভারত অর্থাৎ বাঙ্গালা দেশ ও আসাম পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগে পূর্ব-ভারতের স্থলভাগের জন্ম হয় নি। এই সমুদ্রের পূর্বাংশকে পূর্বসাগর নাম দেওয়া হয়েছে। এইরূপ সাগরের অস্তিত্ব সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ ভূতাত্ত্বিকদের অভিমত যদি যথার্থ হয়, তাহলে সেকালে সরস্বতীর স্রোতোধারা এই সমুদ্রের পশ্চিম অংশে মিলিত হোত। গঙ্গা ও যমুনা পূর্বসাগরে মিলিত হওয়ায় এদের দৈর্ঘ্য ছিল স্বল্প। সেইজন্যই হয়ত ঋগ্বেদের যুগে গঙ্গা ও যমুনার প্রাধান্য ছিল না বৈদিকযুগের মানুষের কাছে।[১]

কালক্রমে রাজপুতনা সাগর লুপ্ত হয়ে সৃষ্টি হোল মরুভূমির,—সরস্বতীর বিপুল স্রোতোধারা গেল হারিয়ে মরুভূমির মধ্যে কেবল স্মৃতি রেখে গেল বিনশন নামের মধ্যে। অগস্ত্য মুনি কর্তৃক সমুদ্রপানের আখ্যায়িকায় কি এই সমুদ্র

১ "......The Rigvedic Aryans were not acquainted with the eastern provinces for no other reason than because they did not really exist during Rigvedic times—a long stretch of sea having been in the Miocene Epoch from the Eastern shores of Sapta Sindhu up to the confines of Assam, into which, the Ganges and the Yamuna, after turning their short courses poured their waters ; and the Deccan, having been completely separated from Sapta Sindhu by Rajaputana sea and sea lying between the central and the Eastern Himalayas and the Vindha Ranges." Rigvedic India, Dr. A. C. Das—p. 10

শোষণের কাহিনী নিহিত ? যাই হোক, সমুদ্রের স্থানে নবতম ভূভাগ আবির্ভূত হওয়ায় যমুনার জলধারা-সমন্বিত গঙ্গার জলপ্রবাহ পূর্বে অগ্রসর হয়ে দক্ষিণে সাগরে মিলিত হতে লাগলো। এইসময়ই কি ভগীরথ গঙ্গার রুদ্ধ প্রবাহকে পথ করে দিয়েছিলেন পূর্ব-দক্ষিণে সমুদ্রে মিলিত হতে ?

সরস্বতীর বিলোপের ফলে ভারতবর্ষের প্রধান নদী হিসাবে গঙ্গার মহিমা বর্ধিত হোল এবং গঙ্গা সর্বতোভাবে সরস্বতীর স্থান দখল করে নিলেন। আর্যসভ্যতাও পূর্বভারতে বিস্তৃত হোল। নদী গঙ্গা সরস্বতীর স্থান নিয়ে হলেন দেবী গঙ্গা। সরস্বতী রইলেন বিদ্যাদেবী হয়ে, আর গঙ্গা বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও শিব—এই দেবত্রয়ের কৃপাপুষ্ট হয়ে ভারতখণ্ডের প্রধান জলপ্রবাহ হিসাবে পবিত্রতোয়া, পুণ্যময়ী মুক্তিদাত্রী দেবতায় পরিণত হলেন।

দুই গঙ্গা : সরস্বতীর দুইটি রূপের মত গঙ্গারও দুই রূপ। সরস্বতীর সাদৃশ্যেই গড়ে উঠলো গঙ্গার আকার ও প্রকার। দিব্য ও মর্ত সরস্বতীর মতই স্বর্গগঙ্গা ও মর্তগঙ্গা—দুই গঙ্গার অস্তিত্ব স্বীকৃত হোল। এমন কি গঙ্গা পাতালেও পাতালগঙ্গা বা ভোগবতী নামে অবস্থান করলেন। গঙ্গা হলেন ত্রিপথগা। দুই গঙ্গা সম্পর্কে যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি লিখেছেন, "গঙ্গা দুইটি। একটি স্বর্গে স্বর্গগঙ্গা, অপরটি পৃথিবীতে—ভাগীরথী। স্বর্গগঙ্গা ছায়াপথ। জ্যৈষ্ঠমাসের শেষাশেষি সন্ধ্যার পর পূর্ব-আকাশে স্বর্গগঙ্গার উদয় দেখিতে পাওয়া যায়। প্রায় উত্তর বিন্দু হইতে দক্ষিণ বিন্দু পর্যন্ত একটি দুগ্ধবর্ণ বলয়ার্ধ উঠিতে দেখা যায়। ইহা বিষ্ণুগঙ্গা। অপরার্ধ অগ্রহায়ণ মাসে, ইহা শিবগঙ্গা। এই বলয়ার্ধের উত্তর সীমার একটু দূরে ধ্রুব মৎস্য নক্ষত্র। ইহার চারিদিকে সর্বোচ্চ স্বর্গে বিষ্ণুলোক। এইহেতু গঙ্গা বিষ্ণুপাদোদ্ভবা।"[১]

বিদ্যানিধি মহাশয়ের মতে দিব্য সরস্বতী ও স্বর্গগঙ্গা একই বস্তু। প্রকৃতই তাই। তবে ছায়াপথ নয়। দিব্য সরস্বতী বা জ্যোতির্ময়ী সরস্বতী এবং স্বর্গগঙ্গা সূর্যাগ্নির কিরণধারা। তাই আকাশগঙ্গা জন্মেছে বিষ্ণুসূর্যের পদ থেকে। শিবের গানে বিষ্ণু দ্রবীভূত হয়ে বৈকুণ্ঠলোক প্লাবিত করলেন। দ্রবীভূত বিষ্ণু সূর্যের সর্বব্যাপী রশ্মি নয় ত কি ? ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব একাত্ম ও অভিন্ন। সেইজন্য বিষ্ণু পাদোদ্ভবা গঙ্গার অবতরণের জন্য শিব এবং ব্রহ্মার সক্রিয় সহযোগিতা প্রয়োজন হয়েছিল। 'সূর্যরূপধরো হরি'-র যে সর্বব্যাপ্ত কিরণ তাই ত দিব্য সরস্বতী, আকাশগঙ্গাও তাই। মহাদেবও বলেছেন যে গঙ্গা তাঁরও অপরমূর্তি—"মমৈব সা পরামূর্তি স্তোয়রূপা শিবাত্মিকা। ব্রহ্মাণ্ডানামনেকানামাধারঃ প্রকৃতিঃ পরা।"[২] —গঙ্গা আমারই শিবরূপিণী জলময়ী মূর্তি। পরমা প্রকৃতি গঙ্গা বহু ব্রহ্মাণ্ডের আধার।

স্কন্দপুরাণের কাশীখণ্ডে (পূর্বার্ধ ২৯ অঃ) গঙ্গার সহস্র নাম কীর্তিত হয়েছে। এই সহস্র নামের মধ্যে কয়েকটি নাম উল্লেখযোগ্য—অদ্রিরাজসুতা, উষ্ণরশ্মি ও

১ পজাপার্বণ—পৃঃ ৬৬-৬৭ ২ স্কন্দপুঃ, কাশী পূর্বার্ধ—২৭।৭

প্রিয়া, খেচরী, গৌরী, গণনাথাম্বিকা, গুহ্যবিদ্যা, গৌঃ, গায়ত্রী, গিরিশপ্রিয়া, ভস্মাম্বিকা, বল্লবীবাদ্যকুশলা, ডমরুহস্তা, ত্রৈলোক্যলক্ষ্মী, দ্যুনদী, দূর্বত্তঘ্নী, দুর্গা, দুর্গারণ্যপ্রচারিণী, ধূর্জটিজটাসংস্থা, পার্বতী, প্রজ্ঞা, প্রাজ্ঞা, প্রত্যক্ষলক্ষ্মী, পদ্মাক্ষী, পদ্মনাভপদার্ঘেণ প্রসূতা, প্রভাবতী, বিশ্বেশ্বরপ্রিয়া, ব্রাহ্মী, ব্রহ্মিষ্ঠা, বিষ্ণুপদী, বৈষ্ণবী, বিরূপাক্ষপ্রিয়করী, বিদ্যা, বাণী, বেদবতী, ব্রহ্মবিদ্যাতরঙ্গিণী, ব্রহ্মেশবিষ্ণুরূপা, বৃদ্ধি, বিভববর্ধিণী, বর্চস্করী, বৃষ্টিকর্ত্রী, বসুধারা, বসুমতী, বিভাবসু, বিষঘ্নী, মহাবিদ্যা, মহামায়া, মহামেধা, মহৌষধ, মার্তণ্ডমণ্ডলচরী, মহালক্ষ্মী, যজ্ঞেশী, যোগজ্ঞানপ্রদা, রমা, রোষহারিণী, লক্ষ্মী, বৈশ্বানরী, বহ্ন্যত্তহারিণী, শিবা, শক্তি, শিতিকণ্ঠমহাপ্রিয়া, শ্রী, শুদ্ধবিদ্যা, সর্বব্যাধিমহৌষধ, সরস্বতী, সীতা, হরপ্রিয়া, সুরীকেশী, হংসরূপা, হিরণ্ময়ী প্রভৃতি।

এই নামগুলি থেকে দেখি গঙ্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, ব্রাহ্মী, দুর্গা প্রভৃতি অভিন্না। এক কথায় গঙ্গা ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের শক্তিরূপা। শুধু তাই নয়, তিনি সূর্যমণ্ডল-বিহারিণী, তেজোরূপা, যজ্ঞরূপা—হংসরূপা বা সূর্যরূপা। আকাশগঙ্গার এই-ই স্বরূপ। স্কন্দপুরাণেই গঙ্গাস্তবে বলা হয়েছে—

> নমঃ শিবায়ৈ গঙ্গায়ৈ শিবদায়ৈ নমো নমঃ।
> নমস্তে বিষ্ণুরূপিণ্যৈ ব্রহ্মমূর্ত্যৈ নমোঽস্তুতে॥
> নমস্তে রুদ্ররূপিণ্যৈ শাঙ্কর্যৈ তে নমো নমঃ।[১]

এখানেও গঙ্গা শিবরূপিণী, বিষ্ণুরূপিণী ও ব্রহ্মরূপিণী। এখানে আরও বলা হয়েছে গঙ্গা ও গৌরী অভিন্না—গঙ্গাপূজা ও গৌরীপূজার বিধি একই—

> যথা গৌরী তথা গঙ্গা তস্মাদ্গৌর্য্যাস্তু পূজনে।
> যো বিধির্বিহিতঃ সম্যক্ সোঽপি গঙ্গা প্রপূজনে॥[২]

মহাদেব বলছেন, ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিব যেমন অভিন্ন, গঙ্গা ও গৌরী তেমনি অভিন্না—

> যথাহং ত্বং তথা বিষ্ণো যথা ত্বন্তু তথা হ্যাম্।
> উমা যথা তথা গঙ্গা চতুর্রূপং ন ভিদ্যতে॥
> বিষ্ণুরুদ্রান্তরঞ্চৈব শ্রীগৌর্য্যোরন্তরং তথা।
> গঙ্গাগৌর্য্যন্তরঞ্চৈব যো ব্রূতে মূঢ়ধীস্তু সঃ॥[৩]

ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবাত্মিকা যে গঙ্গা—তিনি সূর্যের তেজোরূপা তাতে আর সংশয়ের কিছু নেই। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবের সূর্যস্বরূপতা এই গ্রন্থের দ্বিতীয় পর্বে আলোচিত হয়েছে। এবং ত্রয়ীদেবতার শক্তিরূপা বলেই গঙ্গা ত্রিপথগা। এই ত্রিপথগা গঙ্গা নদীগঙ্গা নয়—আকাশগঙ্গা। আকাশগঙ্গা বিষ্ণুর দ্রবীভূত কায়ারূপে রাত্রিকালে বদ্ধ থাকেন ব্রহ্মার কমণ্ডলুতে, উদয়রবি ব্রহ্মার কমণ্ডলুর উৎসমুখ থেকে তিনি হন সর্বব্যাপ্ত, তারপর শিবশক্তি হিসাবে শিবের জটাজালে ভর করে নেমে

১ স্কন্দপুরাণ, কাশী, পূর্বার্ধ—২৭।১৬৭-৬৮ ২ তদেব—২৭।১৮১ ৩ তদেব—২৭।১৮০-৮৪

প্রাণের মর্তে কল্যাণের মূর্তিরূপে। মর্তগঙ্গার সঙ্গে স্বর্গগঙ্গাকে এক করে ফেলতে প্রয়োজন হোল অভিশাপের। তাই ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে কৃষ্ণপত্নীগণের বিবাদও পরস্পর অভিশাপের বৃত্তান্ত ফলাও করে বর্ণনা করা হোল। বৃহদ্ধর্মপুরাণের কাহিনীতে দুই গঙ্গার মিলনের ইঙ্গিত সুস্পষ্ট। হিমালয় কন্যা গঙ্গা সলিলরূপে ব্রহ্মার কমণ্ডলুতে প্রবেশ করলেন, দ্রবীভূত বিষ্ণুও প্রবেশ করলেন ব্রহ্মার কমণ্ডলুতে। দুয়ের মিলন হোল ব্রহ্মার কমণ্ডলু মধ্যে। তারপর বিষ্ণুপাদোদ্ভবা সলিল এবং হিমালয়শিখরস্থিত তুষারসম্ভবা সলিল মিলিত হয়ে মর্তে অবতীর্ণা হলেন পুণ্যতোয়া গঙ্গারূপে।

বিষ্ণুপদ ঃ বিষ্ণুপুরাণ বিষ্ণুপদ সম্পর্কে যে দীর্ঘ ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা থেকে বিষ্ণুপদের স্বরূপটি সুস্পষ্টরূপে ধরা পড়ে। বিষ্ণুপুরাণ বলছেন,—

ঊর্ধ্বোত্তরমৃষিভ্যস্তু ধ্রুবো যত্র ব্যবস্থিতঃ।
এতদ্বিষ্ণুপদং দিব্যং তৃতীয়ং ব্যোম্নি ভাস্বরম্॥
নির্ধূতদোষপঙ্কানাং যতীনাং সংযতাত্মনাং।
তৎস্থানপরমং বিপ্র পুণ্যাপাপপরিক্ষয়ে॥

* * *

যত্রোতমেতৎ প্রোতঞ্চ যদ্ভূতং সচরাচরম্।
ভব্যঞ্চ বিশ্বং মৈত্রেয় তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্॥
দিবীব চক্ষুরাততম্ যোগিনাং তন্ময়াত্মনাম্।
বিবেকজ্ঞানদৃষ্টঞ্চ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্॥

* * *

এবমেতৎ পদং বিষ্ণোস্তৃতীয়মমলাত্মকম্।
আধারভূতং লোকানাং ত্রয়াণাং বৃষ্টিকারকম্॥[১]

—সপ্তর্ষির ঊর্ধ্বে উত্তরে যেখানে ধ্রুব অবস্থান করেন, আকাশে উজ্জ্বল সেই তৃতীয় বিষ্ণুপদ। জিতেন্দ্রিয় যোগিগণের পাপ বিনষ্ট হলে পাপ ও পুণ্যক্ষয়ের পরে যে স্থানলাভ হয়, তাই বিষ্ণুর পরম পদ।...

অতীত ও ভবিষ্যৎ চরাচর বিশ্ব যেখানে ওতঃপ্রোত, হে মৈত্রেয়, তাই বিষ্ণুর পরম পদ। যা আকাশে চক্ষুর (সূর্য) ন্যায় প্রকাশমান, আত্মজ্ঞানী যোগীদের বিবেক ও জ্ঞানের দ্বারা দৃষ্ট, তাই বিষ্ণুর পরম পদ।...

এইরূপে শুদ্ধাত্মা বিষ্ণুর তৃতীয় পদ লোকত্রয়ের আধার ও বৃষ্টিকারক।

বিষ্ণুপদের এই ব্যাখ্যা থেকে বেদের ত্রিবিক্রম সূর্য-বিষ্ণুর তৃতীয় পদক্ষেপ—যা মধু বা অমৃতের উৎস—সমস্ত চরাচর জগতের আধার সেই পদকেই বোঝানো হয়েছে।[২] এতে অস্পষ্টতা নেই কোথাও। এই বিষ্ণুপদ থেকেই গঙ্গার আবির্ভাব—

১ বিষ্ণুপুরাণ, ২য় অংশ—৮।১৩-১৪, ১৭-১৮, ১০২
২ হিন্দুদের দেবদেবী, ২য় পর্ব, ২য় সং—পৃঃ ২০৮-১২

ততঃ প্রবর্তিতে ব্রহ্মন্ সর্বপাপহরা সরিৎ।
গঙ্গা দেবাঙ্গনানামনুলেপনপিঞ্জরা ॥[১]

—হে ব্রহ্মন্, দেবাঙ্গনাদের অঙ্গের অনুলেপনে (প্রসাধন দ্রব্য) পিশঙ্গবর্ণ সর্বপাপহারিণী নদী গঙ্গা সেই বিষ্ণুপদ থেকে প্রবর্তিত হয়েছেন।

রামায়ণও বলেছেন যে আকাশগঙ্গা আদিত্যের পথে বিদ্যমানা—আকাশগঙ্গা বিখ্যাতা আদিত্যপথ সংস্থিতা।[২] অতএব বিষ্ণুপদবিনির্গতা গঙ্গা যে জ্যোতীরূপা স্বর্গগঙ্গা হিমবৎপাদনিঃসৃতা জলধারা গঙ্গা নয়, এতে সংশয় থাকতে পারে না। মার্কণ্ডেয়পুরাণে (৫৭ অঃ) হিমবৎপাদনিঃসৃতা নদীগণের মধ্যে অন্যতমা গঙ্গা। দিব্যসরস্বতী ও মর্তের নদী সরস্বতী যেমন এক হয়ে শেষে দেবী সরস্বতী ও নদী সরস্বতীতে পরিণত হয়েছে, তেমনি সরস্বতীর সাদৃশ্যেই হিমবৎপাদনিঃসৃতা মর্তগঙ্গা ও বিষ্ণুপাদোদ্ভবা গঙ্গা একত্র মিশে দেবী ও নদী-গঙ্গারূপে প্রকাশিতা। অবশ্য নদী-সরস্বতী ও দেবী-সরস্বতী প্রকৃতিগত দিক থেকে যেমন ভিন্ন হয়ে গেছেন, নদীগঙ্গা ও দিব্যগঙ্গা সেরূপ ভিন্নতা লাভ করে নি। দেবীগঙ্গা নদীগঙ্গারই মানবাকৃতি বিগ্রহ। নদী সরস্বতী বিলুপ্ত হওয়াতেই দেবী সরস্বতীর সঙ্গে নদীর সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে।

আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু ভাগীরথীর উৎস সন্ধানে নামক প্রবন্ধে হরজটা বিনির্গতা গঙ্গার উৎস অনুসন্ধান করতে গিয়ে বলেছেন, তুষারমৌলি হিমালয় শৃঙ্গের চতুর্দিকে সংশ্লিষ্ট ধূমপুঞ্জসদৃশ জলকণা সমষ্টিই হরজটা। সেখান থেকেই গঙ্গার মর্তাবতরণ। দেবতাত্মা হিমালয় শুধু হরজায়া পার্বতীর জনক নন, তাঁর তুষারাচ্ছন্ন কৈলাশশৃঙ্গ দেবাদিদেবের লীলাস্থল। এ ব্যাখ্যা মর্তগঙ্গা সম্পর্কে প্রযোজ্য হলেও স্বর্গগঙ্গা সম্পর্কে প্রযোজ্য নয়। বিগলিত বিষ্ণু বা বিষ্ণুপদ থেকে গঙ্গার উদ্ভব, ব্রহ্মার কমণ্ডলুতে প্রবেশ প্রভৃতি ঘটনার সন্তোষজনক ব্যাখ্যা উক্ত বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ থেকে পাওয়া যায় না।

গঙ্গার মহিমা: ভারতীয় জনজীবনে ও সংস্কৃতিতে গঙ্গার প্রভাব ক্রমবর্ধিত হওয়ায় গঙ্গা কেবল প্রধান নদী নয়—পবিত্র তীর্থরূপে পরিগণিত হয়েছে। গঙ্গার জল সর্বপাপহারীরূপে গণ্য হওয়ায় গঙ্গা দর্শন, স্পর্শন, গঙ্গাস্নান, গঙ্গাজল পান, গঙ্গাজলে মৃত্যু, মৃত্যুকালে গঙ্গাজল পান, গঙ্গাতীরে শ্মশানে শব সৎকার, গঙ্গাজলে দেবপূজা প্রভৃতি পুণ্য ও মুক্তির উপায়রূপে পরিগণিত হয়েছে। গঙ্গার মহিমা কীর্তন করেছেন বাল্মীকি, শঙ্করাচার্য থেকে আরম্ভ করে কত কত ভক্ত কবি। স্কন্দপুরাণে গঙ্গা কলিযুগের একমাত্র তীর্থ—কলৌ গঙ্গৈব কেবলম্।[৩] রামায়ণে জাহ্নবী সরিৎশ্রেষ্ঠা—জাহ্নবীং সরিতাং শ্রেষ্ঠাং দদৃশুর্মুনিসেবিতাম্।[৪] সগর রাজার পুত্রগণের দেহাবশেষ ভস্ম গঙ্গাজলের স্পর্শ লাভ করায় সগরপুত্রগণের অনন্তকাল স্বর্গবাস হয়েছিল।

---

১ বিষ্ণুপুঃ—২।৮।১০৩ ২ রামায়ণ
৩ স্কন্দপুঃ কাশীঃ, পূর্বার্ধ—২৭।১৭ ৪ রামাঃ, আদি—৩৫।৬

সাগরস্য জলং লোকে যাবৎ স্থাস্যতি পার্থিব।
সগরস্যাত্মজাঃ সর্বে দিবি স্থাস্যন্তি দেববৎ ॥[১]

গঙ্গাতীরবর্তী তির্যকপ্রাণী হওয়াও ভাল—কিন্তু গঙ্গা থেকে দূরে সার্বভৌম নরপতি হওয়াও কাম্য নয়—

তব তট নিকটে যস্য নিবাসঃ, খলু বৈকুণ্ঠে তস্য নিবাসঃ ॥
বরমিহ নীরে কমঠো মীনঃ, কিংবা তীরে শরটঃ ক্ষীণঃ।
অথবা গব্যূতি শ্বপচো দীনস্তব নহি দূরে নৃপতিঃ কুলীনঃ ॥[২]

—দেবি! তোমার নিকট যার বাস, তার বাস বৈকুণ্ঠলোকে। তোমার জলে কচ্ছপ বা মাছ হয়ে থাকা শ্রেয়ঃ, তোমার তীরে ক্ষীণ গিরগিটি হওয়া ভাল, ক্রোশ-দ্বয় মধ্যে দীন চণ্ডাল হওয়াও ভাল, কিন্তু দূরে কুলীন নৃপতি হওয়া ভাল নয়।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় লিখলেন—

পতিতোদ্ধারিণি গঙ্গে!
শ্যামবিটপিঘনতটবিপ্লাবিনি,
ধূসরতরঙ্গভঙ্গে।
কত নগনগরী তীর্থ হইল তব,
চুম্বি চরণ-যুগ মাই,
কত নরনারী ধন্য হইল মা
তব সলিলে অবগাহি,
বহিছ জননী এ ভারতবর্ষে—
কতশত যুগ যুগ বাহি,
করি সুশ্যামল কত মরু প্রান্তর
শীতল পুণ্যতরঙ্গে।[৩]

কবিশেখর কালিদাস রায় গঙ্গা বন্দনায় লিখেছেন,—

তুমি হরহরি-মিলন-মাধুরী, ধারারূপধরি মধুস্রবা,
সুরলোক হ'তে পরিবহ-পথে কল্লোলময়ী ক্ষণপ্রভা।
নারদ-বীণার রণনে ক্ষরিতপূত প্রেমাশ্রু-ধারায় পীনা,
হরের অট্টহাস্যে ফেনিলা কভু বা পিঙ্গজটায় লীনা।
উমামুখ আর ললাটশশীর বিম্বশতকে গাঁথিয়া মালা
শম্ভুর গলে দুলালে তরলা জুড়ালে তাহার গরল-জ্বালা।
শুষ্কবিশাল হরজটাজাল সরস করেছ রস-স্রোতে,
বিনিময়ে নব তপোগৌরব লভেছ শিবের মৌলি হতে।
শৈলরাজের পাতাল-হর্ম্যে ভোগবতীরূপে লালিতা হয়ে;
মর্ত্যে আসিলে ত্যাগের সঙ্গে ভোগের মিলন-মাধুরী বয়ে।

---

১ ব্রহ্ম, আদি—৪৪।৪ ২ গঙ্গাস্তোত্র, ১০-১১, শংকরাচার্যের গ্রন্থমালা (বসুমতী)—পৃঃ ১০০
৩ দ্বিজেন্দ্র রচনাবলী ২য় (সাহিত্য সংসদ)—পৃঃ ৬৮০

* * *

শ্রুতি ও স্মৃতির শ্রদ্ধা পেয়েছে সরস্বতী ও দৃষদ্বতী,
পুরাণে, তন্ত্রে, ভক্তিতত্ত্বে ত্রিধারা তোমার ঋদ্ধিমতী।
শিবশক্তির মন্ত্রবাহিনি, প্রেমভক্তির মধুর বাণী
প্রয়াগের মহা সঙ্গমধামে যমুনা তোমারে দিয়াছে আনি।[১]

কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত বিষ্ণুপদ থেকে গঙ্গার উৎপত্তি কাহিনীকে দুঃখক্লিষ্ট বিশ্বের ক্রন্দনে ব্যথিত নারায়ণের অশ্রু বলে বর্ণনা করেছেন—

বিশ্বের ক্রন্দন বিচলিত নারায়ণ
আঁখি তাঁর অশ্রুতে ভরিল ;
গোলোকে হোল না ঠাঁই শিবজটা বাহি তাই
শতধারা ধরণীতে ঝরিল ॥[২]

এককালে নদী সরস্বতী যে মহিমা লাভ করেছিল, পরে গঙ্গা সেই মহিমা অর্জন করেছে এবং ভারতীয় জীবনধারার মর্মমূলে প্রবেশ করেছে। অন্যতম প্রাচীন পুরাণ বামনপুরাণে সরস্বতী নদীর মহিমা যেভাবে কীর্তিত হয়েছে, গঙ্গা ঠিক সেই স্থান লাভ করতে পারে নি। এখানে সরস্বতী উত্তর-দক্ষিণ পূর্ব-পশ্চিমে ভিন্ন ভিন্ন নামে প্রবাহিত—

হিতার্থং সর্ববিপ্রাণাং কৃত্বা কুণ্ডানি সা নদী।
প্রযাতা পশ্চিমং মার্গং সর্বভূতহিতে স্থিতা ॥
পূর্বপ্রবাহে যঃ স্নাতি গঙ্গাস্নানফলং লভেৎ।
প্রবাহে দক্ষিণে তস্যা নর্মদা সরিতাম্বরা ॥
পশ্চিমে তু দিশাভাগে যমুনা চাশ্রিতা নদী।
যদা হ্যুত্তরতো যাতি সিন্ধুর্ভবতি সা নদী ॥
এবং দিশা প্রবাহেন হ্যতিপুণ্যা সরস্বতী।
তস্যাং স্নাতঃ সর্বতীর্থে স্নাতো ভবতি মানবঃ ॥[৩]

—সেই নদী (সরস্বতী) সকল ব্রাহ্মণের হিতের নিমিত্ত কুণ্ড নির্মাণ করে পশ্চিম দিকে গমন করে সকল জীবের হিতে নিরতা আছেন। পূর্বপ্রবাহে যে স্নান করে সে গঙ্গাস্নানের ফল লাভ করে। সরস্বতীর দক্ষিণ প্রবাহে সরিৎশ্রেষ্ঠা নর্মদা, পশ্চিম দিকে সে যমুনাকে আশ্রয় করেছে, যখন উত্তরে যায়, তখন সেই নদী হয় সিন্ধু। এইভাবে অতিপুণ্যা সরস্বতী দিকে দিকে প্রবাহিতা। সেই নদীতে স্নান করে মানুষ সর্বতীর্থে স্নানের ফল লাভ করে।

পুরাণ রচনার কালে সরস্বতী বিলুপ্ত হয়েছে। তাই গঙ্গা, যমুনা, নর্মদা ও সিন্ধুতে সরস্বতীর প্রবাহ ব্যাপ্ত হয়েছে। গঙ্গা সরস্বতীর স্থান গ্রহণ করায় গঙ্গারও বহুধারা কল্পিত হয়েছে এবং বহুমুখী গঙ্গাধারার কথা পুরাণে বিবৃত হয়েছে।

১ গঙ্গা, আহরণ—পৃঃ ১৭৫, ১৭৮ ২ গঙ্গাস্তোত্র, অনুপূর্বা—পৃঃ ১০০
৩ বামনপুঃ—৪২।৬-৯

গঙ্গার মূর্তি ঃ ভারতীয় জীবন ও সংস্কৃতির সঙ্গে পুণ্যতোয়া সর্বতীর্থময়ী গঙ্গার স্রোতোধারা একাত্মতা লাভ করায় নদী-গঙ্গা দেবীগঙ্গা রূপে পূজিতা হয়েছেন এবং গঙ্গাদেবীর মূর্তিও পরিকল্পিত হয়েছে। বলা বাহুল্য, দেবী সরস্বতীর মূর্তিকল্পনা গঙ্গার মূর্তিকল্পনাকে প্রভাবিত করেছে। পদ্মপুরাণের অন্তর্গত ক্রিয়াযোগসারে গঙ্গার মূর্তির বিবরণ আছে—

দদর্শ পুরতো গঙ্গাং দ্বিভুজাং মকরাসনাম্।
কুন্দেন্দু শঙ্খধবলাং সর্বাভরণভূষিতাম্॥
রত্নকুম্ভসিতাম্ভোজ সংস্থিতামভয়প্রদাম্।
শ্বেতবস্ত্রপরীধানাং মুক্তামালাবিভূষিতাম্॥
সুরূপাং সুদতীঞ্চৈব চন্দ্রাযুতশশিপ্রভাম্।
চামরৈর্বীজ্যমানাঞ্চ শ্বেতছত্রোপশোভিতাম্॥
সুপ্রসন্নাং সুবদনাং করুণার্দ্র নিজান্তরাম্।
ত্রৈলোক্যনমিতাং গঙ্গাং দেবাদিভিরভিষ্টুতাম্॥[১]

—সম্মুখে গঙ্গাকে দেখলেন, তিনি দ্বিভুজা, মকর-বাহনা, কুন্দপুষ্প, চন্দ্র ও শঙ্খের মত শুভ্রবর্ণা, সকল অলংকার শোভিতা, রত্নকুম্ভ, শ্বেতপদ্ম ও অভয়মুদ্রা-ধারিণী, শ্বেতবস্ত্র পরিহিতা, মুক্তাহার বিভূষিতা, সুরূপা, সুন্দর দন্তযুক্তা, অযুত-চন্দ্রের প্রভাসমন্বিতা, চামরের দ্বারা ব্যজিতা, শ্বেতছত্র শোভিতা, সুপ্রসন্না, সুবদনা, করুণার্দ্র হৃদয়া, ত্রিলোকপূজিতা, দেবপ্রভৃতির দ্বারা স্তুতা।

স্কন্দপুরাণে (কাশীখণ্ডে) গঙ্গার বিবরণ—

চতুর্ভুজাং ত্রিনেত্রাঞ্চ নদীনদনিষেবিতাম্॥
লাবণ্যামৃতনিষ্যন্দ-সংশীলদ্গাত্রযষ্টিকাম্।
পূর্ণকুম্ভসিতাম্ভোজ বরদাভয়সৎকরাম্॥
ততো ধ্যায়েৎ সুসৌম্যাঞ্চ চন্দ্রাযুতসমপ্রভাম্।
চামরৈর্বীজ্যমানাঞ্চ শ্বেতচ্ছত্রোপশোভিতাম্॥
সুধাপ্লাবিতভূপৃষ্ঠাং দিব্যগন্ধানুলেপনাম্।
ত্রৈলোক্যপূজিতপদাং দেবর্ষিভিরভিষ্টুতাম্॥[২]

—চতুর্ভুজা, ত্রিনেত্রা, নদনদীসেবিতা, বিনির্গত লাবণ্যামৃতে উজ্জ্বলদেহযষ্টি, পূর্ণকুম্ভ, শ্বেতপদ্ম, বরমুদ্রা ও অভয়মুদ্রা চারহস্তে শোভিত, অযুতচন্দ্রতুল্যা সৌম্যা, চামরের দ্বারা বীজিতা, শ্বেতছত্র শোভিতা, সুধাদ্বারা ভূপৃষ্ঠকে প্লাবিতকারিণী দেবর্ষি দ্বারা স্তুতা গঙ্গাকে ধ্যান করবে।

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে গঙ্গা—

শ্বেতচম্পকবর্ণাভাং গঙ্গাং পাপনাশিনীম্।
কৃষ্ণবিগ্রহসম্ভূতাং কৃষ্ণতুল্যাং পরাং সতীম্॥

১ পদ্ম, ক্রিয়াযোগসার—৮।১১৩-১২১ ২ স্কন্দঃ, কাশী, ২৯।৪৭

বহ্নিশুদ্ধাংশুকাধানাং রত্নভূষণভূষিতাম্।
শরৎপূর্ণেন্দু শতকপ্রভামুষ্টকরাং বরাম্॥
ঈষদ্ধাস্যপ্রসন্নাস্যাং শশ্বৎসুস্থিরযৌবনাম্।
নারায়ণপ্রিয়াং শান্তাং সৎসৌভাগ্যসমন্বিতাম্॥[১]

—শ্বেতচম্পকবর্ণা, পাপনাশিনী, কৃষ্ণদেহজাতা, রত্নালংকারভূষিতা, শতসংখ্যক শরৎচন্দ্রের প্রভা-নির্মিত শ্রেষ্ঠবাহু সমন্বিতা, ঈষদ্ধাস্যে প্রসন্নমুখী, অনন্তস্থিরযৌবনা, নারায়ণ প্রিয়া, শান্তা উৎকৃষ্ট সৌভাগ্যসমন্বিতা।

বৃহদ্ধর্মপুরাণে গঙ্গার বর্ণনা—

শুক্লা চতুর্ভুজা চারুনেত্রত্রয়বিরাজিতা।
আসীনা মকরে শুক্লে প্রফুল্লবদনাম্বুজা॥[২]

—শুক্লাবর্ণা, চতুর্ভুজা, তিনটি সুন্দরনেত্র শোভিতা, শুভ্র মকরে আসীনা, প্রফুল্লমুখপদ্মসমন্বিতা।

অগ্নিপুরাণে প্রতিমালক্ষণ বর্ণনাকালে জাহ্নবী প্রতিমা সম্পর্কে বলা হয়েছে—

'কুম্ভাজহস্তা শ্বেতাভা মকরোপরি জাহ্নবী।'[৩]

তন্ত্রশাস্ত্রে গঙ্গার ধ্যানমন্ত্রে গঙ্গাদেবীর যে বিবরণ আছে তাও পৌরাণিক বর্ণনার অনুরূপ :

শুদ্ধস্ফটিকসংকাশাং শুক্লাম্বরভূষিতাম্।
শুক্লমুক্তাবলীমালাং হৃদয়োপরিসংস্থিতাম্॥
শ্বেতমালাধরাং দেবীং শ্বেতাভরণভূষিতাম্।
সদা ষোড়শবর্ষীয়াং ব্রহ্মাদিপরিসেবিতাম্॥[৪]

—বিশুদ্ধ স্ফটিকসদৃশবর্ণা, শুক্লবসনপরিহিতা, বক্ষোপরি শুভ্রমুক্তামালাশোভিতা, শ্বেতমালাধারিণী, শ্বেত অলংকার ভূষিতা, সর্বদা ষোড়শবর্ষীয়া, ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণ সেবিতা।

শুভ্রবর্ণা, শুভ্রবসন পরিহিতা, শ্বেতপদ্মধারিণী, মুক্তাহারবিভূষিতা, শ্বেতছত্র-শোভিতা, শ্বেতমাল্যভূষিতা, শুভ্রমকরবাহনা ত্রিনেত্রা দ্বিভুজা অথবা চতুর্ভুজা গঙ্গার মূর্তি সর্বশুক্লা সরস্বতীর আদর্শে পরিকল্পিত। কিন্তু গঙ্গার হাতের রত্নকুম্ভ লক্ষ্মীর নিকট থেকে প্রাপ্ত। সরস্বতী নদীরূপতা বর্জন করে হয়েছেন বিদ্যাদেবী, কিন্তু নদীরূপেই গঙ্গা ভক্তের হৃদয়ে আসন পেতেছেন। গঙ্গার বাহন মকর। মকর একপ্রকার সামুদ্রিক জীব। "মকরকে কেহ মীন, কেহ বা হাঙ্গর বলে থাকেন।"[৫] বিষ্ণুর দ্রবীভূত দেহ বা পাদনির্গত জল যে গঙ্গা সেই গঙ্গার বাহন বিষ্ণুর প্রথম অবতার মীন বা মৎস্যের রূপান্তর মকর হওয়াই সঙ্গত। জেনারেল কানিংহামের মতে গঙ্গার জলে প্রচুর মকর বাস করতো বলেই গঙ্গা মকর-বাহনা।[৬]

১ ব্রহ্মঃ, প্রকৃতিখণ্ড ১০।১৬-১৮ ২ বৃহদ্ধর্মঃ মধ্যঃ—১২।৭৫ ৩ অগ্নিঃ—৫০।১৬
৪ প্রাণতোষিণী তন্ত্র - ৩।২ ৫ পৌরাণিক অভিধান, সুধীর সরকার - পৃঃ ৩১৫
৬ Archaeological Survey Report, vol. IX—p. 70

গঙ্গাপূজার প্রাচীনত্ব ঃ গঙ্গা কোন্ সময় থেকে দেবীত্বে উন্নীত হয়েছেন, বলা সহজ নয়। পরবৈদিক রামায়ণ মহাভারতেই গঙ্গা সরিৎশ্রেষ্ঠা এবং স্বর্গাগতা দেবীরূপে কল্পিতা। অমরকোষ অভিধানে (খ্রীঃ ৫ম শতাব্দী) গঙ্গার নাম বিষ্ণুপদী। চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ্ গঙ্গার পবিত্রতার কথা উল্লেখ করেছেন। সমুদ্রগুপ্তের (খ্রীঃ ৪র্থ শতাব্দী) ব্যাঘ্রহস্তা রাজার ছাপ আঁকা (Tiger slayer type) স্বর্ণমুদ্রার বিপরীত দিকে এবং কুমারগুপ্তের (খ্রীঃ ৫ম শতাব্দী) খড়্গহস্তা রাজমূর্তিলাঞ্ছিত (Rhinoceros type) স্বর্ণমুদ্রার বিপরীত দিকে মকরের উপরে দণ্ডায়মানা দীর্ঘমৃণালবিশিষ্ট পদ্মহস্তা গঙ্গার মূর্তি অংকিত আছে। এ থেকে প্রমাণিত হয় গুপ্ত রাজাদের সময়ে (খ্রীষ্টীয় ৪র্থ/৫ম শতাব্দীতে) গঙ্গার মূর্তি পূজিত হোত। গুপ্তপূর্বযুগে গঙ্গাপ্রতিমার নিদর্শন না পাওয়ায় এই যুগের বেশী পূর্বে গঙ্গার মূর্তি কল্পিত হয়েছে বলে মনে হয় না।

গঙ্গার মূর্তিপূজা সরস্বতী বা লক্ষ্মীর মত ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করতে পারে নি। আষাঢ়মাসে শুক্লা দশমীতে অর্থাৎ দশহরার দিনে অনেক জায়গাতেই গঙ্গার মূর্তি গড়ে পূজা করা হয়। নবদ্বীপে শক্তি-রাসে ছোট বড় গঙ্গা প্রতিমা শক্তি-দেবতার পংক্তিতে শোভা পেতে থাকে।

যমুনা

গঙ্গার সঙ্গে তুলনায় যমুনার জনপ্রিয়তা অনেক কম। হয়ত বা যমুনানদীর দৈর্ঘ্যস্বল্পতাই এর কারণ। তবে পুরাণে যমুনা সূর্য ও সংজ্ঞার কন্যা—যমের ভগিনী। স্বর্গগঙ্গা বা দিব্যসরস্বতীর মত যমুনারও নদীরূপে মর্তাবতার হয়েছে। সূর্য-কন্যা হিসাবে যমুনা দিব্যসরস্বতী ও স্বর্গগঙ্গার সঙ্গে অভিন্না। যম ও যমুনার পারস্পরিক স্নেহ প্রীতি সুপ্রসিদ্ধ। যম ও যমুনার স্নেহসম্পর্ক স্মরণ করেই বাংলাদেশে ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। সূর্যপুত্র যম সূর্যেরই অংশ।[১] সুতরাং স্বর্গীয়া যমুনা সূর্যেরই জ্যোতিঃ বা তেজ। ঋগ্বেদের যম-যমী সংবাদের যম-ভগিনী যমীর সঙ্গে পৌরাণিক যমুনা একাত্মীভূতা হয়ে পড়েছেন। সূর্য-নন্দিনী যমীর সঙ্গে নদী যমুনা মিশে গেছেন,—ঋগ্বেদের যম-ভগিনী যমী ও নদীস্তুতির নদী যমুনা একাত্ম হয়ে পৌরাণিক সূর্য-নন্দিনী যমুনা বা কালিন্দীতে পরিণতা হয়েছেন। ঋগ্বেদে যমুনা নদীও গঙ্গার মতই অপ্রধান নদী ছিল। গঙ্গার অপ্রাধান্য ও যমুনার অপ্রাধান্য একই কারণে। পরবর্তী কালে গঙ্গা যতখানি জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে, যতটা শ্রদ্ধা-ভক্তির আধার হয়ে পূজা পেয়েছে এবং পাচ্ছে, যমুনা সেই পর্যায়ে উঠতে পারে নি। সেইজন্যই গঙ্গার মত যমুনার সম্পর্কে বহুতর কাহিনী গড়ে উঠতে পারে নি। তবে পুরাণে সাতটি প্রধান পবিত্র নদীর তালিকায় গঙ্গা ও সরস্বতীর সঙ্গে যমুনার নামটিও যুক্ত হয়েছে। গঙ্গা যমুনার মিলন ক্ষেত্র প্রয়াগ হিন্দুর পরম পবিত্র তীর্থরূপে পরিগণিত। যমুনা দেবী হিসাবে আধুনিক হিন্দু সমাজে নিতান্তই গৌণ। একমাত্র ভ্রাতৃদ্বিতীয়াতেই যম যমুনা পূজা স্মৃতিশাস্ত্রে বিহিত হয়েছে। স্মার্ত রঘুনন্দন তিথিতত্ত্বে ভ্রাতৃদ্বিতীয়ায় যমুনা পূজার পর প্রণাম মন্ত্র উদ্ধৃত করেছেন। মন্ত্রটি এই—

যমস্বসর্নমস্তেহস্তু যমুনে লোকপূজিতে।
বরদা ভব মে নিত্যং সূর্যপুত্রি নমোঽস্তুতে॥[২]

যমুনার পূজা কোন এক সময়ে অন্ততঃ প্রচলিত ছিল বলে মনে হয়। কাগিয়াবারে মধ্যযুগে নির্মিত কদবার মন্দিরে, মধ্যভারতে বিলাসপুরে জাঞ্জগিরের মন্দিরে এবং ইলোরা, বাদামী, আইহোল প্রভৃতি গুহা মন্দিরে অন্যান্য দেবতাদের সঙ্গে যমুনার মূর্তিও অংকিত আছে।[৩]

---

১ হিন্দুদের দেবদেবী, ১ম পর্ব, ২য় সং যম প্রসঙ্গ – পৃঃ ২৯৬-৩০১ দ্রষ্টব্য
২ অষ্টাবিংশতিতত্ত্বম্, বেণীমাধব দে প্রকাশিত—পৃঃ ১০
৩ Age of Imperial Kanauj—p. 329

যমুনার বাহন কচ্ছপ। মৎস্যাবতারের রূপান্তর যদি হয় গঙ্গার মকর, তাহলে বিষ্ণুর দ্বিতীয় অবতার কূর্ম বা কচ্ছপ যমুনার বাহনত্বে পরিণত হয়েছে বলে মনে করা যেতে পারে। সূর্য-বিষ্ণুর কন্যা হিসাবে স্বর্গগঙ্গা বা দিব্যসরস্বতীর নামান্তর যমাত্মজা যমুনার বাহন হিসাবে কূর্ম-কচ্ছপের কল্পনা সুসামঞ্জস্যপূর্ণ। অবশ্য একথা স্মরণে রাখতে হবে যে যমুনার জলে প্রচুর কচ্ছপ বাস করে। নদী যমুনার কচ্ছপ বাহন এই কারণেও হতে পারে।

মনসা

ধ্যানমন্ত্রে মনসা বিগ্রহ : সরস্বতীর প্রভাবে অন্তত: আরও দু'টি দেবী-মূর্তির পরিকল্পনা হয়েছিল—একজন সর্পবিষনাশিনী মনসা, অন্যজন শিব-শক্তি দুর্গা-পার্বতী। বীণা অক্ষমালাধারিণী ব্রহ্মাপত্নী সাবিত্রী ও সরস্বতীর প্রভাবে কল্পিতা। জন্মকোষ্ঠীর বিচারে মনসার জন্ম দুর্গা-পার্বতীর অনেক পরে হলেও সরস্বতীর সঙ্গে মূর্তিকল্পনায় গভীর সাদৃশ্য হেতু মনসার ইতিবৃত্ত আগেই আলোচনা যুক্তিযুক্ত মনে হয়। দেবীরূপে মনসার স্থান বিশাল বৈদিক সাহিত্যে ত নেই-ই, প্রাচীন ও প্রধান পুরাণগুলিতেও তাঁর জন্য একটু স্থান ছেড়ে দেওয়া সম্ভব হয় নি। কেবলমাত্র ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ ও দেবীভাগবতের মত দুখানি অর্বাচীন পুরাণে মনসা স্থান করে নিয়েছেন। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ ও দেবীভাগবতে মনসার ধ্যান—

> শ্বেতচম্পকবর্ণাভাং রত্নভূষণভূষিতাম্।
> বহ্নিশুদ্ধাংশুকাধানাং নাগযজ্ঞোপবীতিনীম্॥
> মহাজ্ঞানযুতাঞ্চৈব প্রবরাং জ্ঞানিনাং সতীম্।
> সিদ্ধাধিষ্ঠাতৃদেবীঞ্চ সিদ্ধাং সিদ্ধিপ্রদাং ভজে॥[১]

—শ্বেতচম্পকের বর্ণবিশিষ্টা, রত্নালংকারভূষিতা, অগ্নিশুদ্ধবসন পরিহিতা, নাগযজ্ঞোপবীতধারিণী, মহাজ্ঞানযুক্তা, জ্ঞানিশ্রেষ্ঠা, সিদ্ধাধিষ্ঠাত্রী সিদ্ধিদাত্রীকে ভজনা করি।

রঘুনন্দন ভট্টাচার্য পদ্মপুরাণোক্ত একটি মনসার ধ্যানমন্ত্র তিথিতত্ত্বে উদ্ধৃত করেছেন। ধ্যানমন্ত্রটি এই :

> দেবীমম্বামহীনাং শশধরবদনাং চারুকান্তিং বদান্যাং
> হংসারূঢামুদারামরুণিতবসনাং সর্বদাং সর্বদৈব।
> স্মেরাস্যাং মণ্ডিতাঙ্গীং কণকমণিগণৈর্নাগরত্নৈ-
> র্বন্দেহং সাষ্টনাগামুরুকুচযুগলাং ভোগিনীং কামরূপাম্॥[২]

—সর্পকুলের জননী চন্দ্রবদনা, সুন্দরকান্তিযুক্তা, বদান্যতাগুণসম্পন্না, হংসোপরি উপবিষ্টা, রক্তবসন পরিহিতা, সকল সময়েই সকল কাম্যদাত্রী, হাস্যমুখী, স্বর্ণমণি-মাণিক্য ও নাগশ্রেষ্ঠগণের দ্বারা ভূষিতাঙ্গী, অষ্টনাগ সমন্বিতা, স্থূলকুচযুগলশোভিতা কামরূপা ভোগিনী (সর্পিণী) দেবীকে বন্দনা করি।

এই মন্ত্রে মনসা সর্পমাতা, সর্পিণী, সর্পভূষিতা, অষ্টনাগ সহিত বিরাজিতা। মনসা সর্পভয় দূর করেন, বিষনাশ করেন, তাই তাঁর নাম বিষহরী। রামাই

১ ব্রহ্মবৈঃ, প্রকৃতিখণ্ড –৪৬।২৩ ; দেবীভাগ –৯।৪৮।২৩ ২ অষ্টাবিংশতিতত্ত্বম্ –পৃঃ ১৫

পণ্ডিতের নামে প্রচলিত ধর্মপূজা বিধানে বিষহরীর দু'টি ধ্যানমন্ত্র আছে। তন্মধ্যে একটি মন্ত্র :

ফণিফণমণিগণভূষিতমস্তে
খরতরবিষধর কঙ্কণহস্তে
বহুজনজনিত জয়ধ্বনিতুষ্টে
ভগবতি বিষহরি দেবি নমস্তে।[১]

এই মন্ত্রে বিষহরীর মস্তক মণিময়ফণাযুক্তসর্পভূষিত এবং তীব্র বিষধর সর্পের কঙ্কণ তাঁর হাতে।

ধর্মপূজাবিধানে অপর মন্ত্রটি :

কান্ত্যা কাঞ্চনসন্নিভাং সুবদনাং পদ্মাসনাং শোভনাং
নাগেন্দ্রৈঃ কৃতশেখরামহিময়ীং দিব্যাঙ্গরাগান্বিতাম্।
চার্বঙ্গী দধতীং প্রসাদমধিপং নিত্যং করাভ্যাং মুদা
বন্দে শংকরপুত্রিকাং বিষহরীং পদ্মোদ্ভবাং জাঙ্গুলীম্॥[২]

—দেহকান্তিতে স্বর্ণতুল্যা, সুন্দরবদনযুক্তা, পদ্মাসনা, সর্পগণের দ্বারা নির্মিত মুকুটবিশিষ্টা, সর্পময়ী, দিব্য অঙ্গরাগ সমন্বিতা, শোভনাবয়বা, হস্তদ্বয়ের দ্বারা সানন্দে প্রসাদ ধারণকারিণী, শিবতনয়া, পদ্মজাতা বিষহরী জাঙ্গুলীকে বন্দনা করি।

উদ্ধৃত বিবরণে দেখা যায় যে মনসা শুক্লবর্ণা, শুক্লবসনা, মহাজ্ঞানযুক্তা, জ্ঞানিশ্রেষ্ঠা, সিদ্ধিদাত্রী, হংসবাহনা, পদ্মোদ্ভবা, পদ্মাসনা, শিবকন্যা, সর্পভূষিতা। কোন মন্ত্রে তিনি কাঞ্চনবর্ণা, রক্তবসনা। ইনি শিবকন্যা। পুরাণকার বলেছেন, মনসা বিষহরণ করেন বলেই বিষহরী নামে প্রসিদ্ধা। তিনি শিবের কাছ থেকে সিদ্ধি ও যোগ পেয়েছেন, তাই তিনি সিদ্ধযোগিনী। মহাজ্ঞান, গুপ্তবিদ্যা ও মৃতসঞ্জীবনী তাঁর আয়ত্তে, তাই তিনি মহাজ্ঞানযুতা।

বিষং সংহর্তুমীশা সা তেন বিষহরীতি সা।
সিদ্ধিং যোগং হরাৎ প্রাপ তেনাতি সিদ্ধযোগিনী॥
মহাজ্ঞানঞ্চ গোপ্যঞ্চ মৃতসঞ্জীবনীং পরাং।
মহাজ্ঞানযুতাং তাঞ্চ প্রবদন্তি মনীষিণঃ॥[৩]

মনসার প্রস্তরমূর্তি : বাঙ্গালা দেশে মনসার যে সকল প্রস্তর মূর্তি পাওয়া গেছে সেগুলিতে দেখা যায়, মনসা পদ্মাসনা, মস্তকে সপ্তনাগের ছত্র, বামহস্তে একটি সর্প ও দক্ষিণহস্তে বরদমুদ্রা ও একটি ফল (ঢাকা মিউজিয়মে রক্ষিত মূর্তি)। রাজসাহী প্রত্নশালায় রক্ষিত একটি মনসামূর্তি চতুর্ভুজা, দ্বিদল পদ্মোপরি বদ্ধপদ্মাসনভঙ্গীতে উপবিষ্টা, হস্তে জপমালা ও সর্প। রাজশাহীতে প্রাপ্ত কলকাতা প্রত্নশালায় রক্ষিত একটি মূর্তি সর্পফণার উপরে ললিতাসনভঙ্গীতে উপবিষ্টা—বামক্রোড়ে শিশু ও দক্ষিণহস্তে সপত্রবৃক্ষশাখা। পাহাড়পুরে প্রাপ্ত রংপুর

১ ধর্মপূজা, সাঃ পঃ ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত—পৃঃ ৩০
২ তদেব—পৃঃ ৯৭ ৩ ব্রহ্মবৈঃ, প্রকৃতি - ৪৫।১০-১১ দেবীভাগ—৯।৪৭।৪৭-৪৮

সাহিত্য পরিষদে রক্ষিত শিশুক্রোড়ে চতুর্ভুজা মনসামূর্তিটিও উল্লেখযোগ্য।[১] চব্বিশ পরগণা জেলায় উচিলদহ গ্রামে হংসবাহিনী ও সর্পবিভূষিতা মনসা দেবী পূজিতা হন।[২] ডঃ প্রদ্যোতকুমার মাইতি অনেকগুলি সর্পফণাছত্রবিশিষ্টা চতুর্ভুজা ও দ্বিভুজা মূর্তির উল্লেখ করেছেন। এই মূর্তিগুলি বিভিন্ন যাদুঘরে রক্ষিত আছে। একটি মূর্তি বদ্ধপদ্মাসনভঙ্গীতে পদ্মের উপরে উপবিষ্টা, নানা অলংকারে ভূষিতা, দুই দক্ষিণ হস্তে সর্প ও জপমালা এবং দুই বামহস্তে পাত্র ও পুস্তক—মস্তকোপরি সাতটি ফণার ছত্র। অপর মূর্তিটি বজ্রপর্যঙ্কাসনভঙ্গীতে উপবিষ্টা, তাঁর ঊর্ধ্ব দক্ষিণহস্তে পুস্তক, নিম্ন দক্ষিণহস্তে জপমালা, ঊর্ধ্ব বামহস্তে পাত্র ও নিম্ন বামহস্তে বরদমুদ্রা। নিম্নে বেদীতে বামে শিবলিঙ্গ ও দক্ষিণে গণেশ। সম্মুখে একটি পাত্র থেকে দুটি সাপ বিপরীতমুখে নির্গত হচ্ছে। অনুরূপ একটি মূর্তি পাওয়া গেছে বগুড়া জেলার শেরপুর গ্রামে। অন্য একটি মূর্তি পদ্মাসনে উপবিষ্টা, মস্তকে ফণাছত্র, উপরের বাম ও দক্ষিণ হস্তে সপল্লব বৃক্ষশাখা, নিম্নের বাম হস্তে একটি ফল ও দক্ষিণ হস্তে ক্রোড়ে শিশু। অন্য একটি মূর্তি পদ্মের উপরে উপবিষ্টা, দক্ষিণ পদ নিম্নে স্থাপিত, উপরের দুই হাতে বৃক্ষশাখা, নীচের ডান হাতে সাপ ও বাম ক্রোড়ে শিশু। দ্বিভুজা মূর্তিগুলিরও মাথায় সাপের ফণা। অধিকাংই পদ্মাসনা। কোন কোন মূর্তির হাতে সপল্লব শাখা, কোন কোন মূর্তিতে ডান হাতে সাপ ও বাম ক্রোড়ে শিশু। বৃটিশ মিউজিয়মে রক্ষিত একটি ব্রোঞ্জমূর্তির প্রসারিত বামহস্তে লড্ডুক ও দক্ষিণহস্তে গদা। এইটি দণ্ডায়মান বিগ্রহ হস্তিবাহনা—দুই পার্শ্বে দুই পূজারিনী। দুইটি বিগ্রহে দেবী ত্রিনয়না।[৩] অধিকাংশ পণ্ডিতই এই মূর্তিগুলি মনসার বলে সিদ্ধান্ত করেছেন। মনসার মূর্তি সম্পর্কে ডঃ নীহাররঞ্জন রায় লিখেছেন, "বাংলাদেশে যে সব মনসাদেবীর মূর্তি পাওয়া গিয়াছে তাহার প্রায় প্রত্যেকটিতেই মনসাদেবীর সঙ্গে একাধিক সর্পের ক্রোড়াসীন একটি মানবশিশুর, একটি ফলের এবং কোথাও কোথাও একটি পূর্ণঘটের প্রতিকৃতি বিদ্যমান।"[৪]

মনসা ও সরস্বতী-লক্ষ্মী : মনসাদেবীর বর্ণনা ও প্রাপ্ত মূর্তির সঙ্গে সরস্বতীর মূর্তিকল্পনার আশ্চর্য সাদৃশ্য বর্তমান। মনসার পদ্মাসন, হাতে জপমালা, শুভ্রবর্ণ এবং নাগহার সরস্বতীরও বৈশিষ্ট্য। মনসার বাহন হাঁসটি সরস্বতীর নিকট থেকে গৃহীত।[৫] কিন্তু যেখানে মনসা কাঞ্চনবর্ণা, সেখানে অবশ্যই লক্ষ্মীর প্রভাব পড়েছে। লক্ষ্মীর হাতের পাশ (fillet) নাগ বা সর্পের রূপান্তর। সর্প বা নাগ

১ History of Bengal, D. U., vol. I—pages 460-61

২ পশ্চিমবঙ্গে পূজাপার্বণ ও মেলা, ৩য়—পৃঃ ৫১

৩ Historical Studies in the Cult of the Goddess Manasa—pp. 207-11.

৪ বাঙালীর ইতিহাস—পৃঃ ৬৮৮

৫ "কোনো ধ্যানে তাঁহার বাহন হইতেছেন হংস এবং তিনি পদ্ম ও অম্বুকুম্ভধারিণী। বলা বাহুল্য এই সব উপকরণ সরস্বতীর এবং আশ্চর্যের বিষয় যে ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের একটি ধ্যানে মনসাকে সরস্বতীর সঙ্গে অভিন্না বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে।" বাঙালীর ইতিহাস-পৃঃ ৬৬৮

শিব, বিষ্ণু, দুর্গা, কালী, সরস্বতী, লক্ষ্মী প্রভৃতি বিভিন্ন দেবতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। সুতরাং বিষ্ণু ও শিবের মত লক্ষ্মী, সরস্বতী ও মনসার নাগভূষণ নিছক আদিম অনার্যজাতির টোটেম (Totem) রূপে গণ্য না করে সূর্য-বিষ্ণুর অনন্ত পরিক্রমণ-পথ সংশ্লিষ্ট অনন্তনাগের সঙ্গে সম্পর্কান্বিত বলে গণ্য করা উচিত। অবশ্য মনসা দেবীর পরিকল্পনা সর্পমাতা ও বিষহারিণীরূপেই সম্ভব হয়েছে। সুতরাং মনসা পূজার সঙ্গে বা মনসামূর্তির সঙ্গে সর্পের সংযোগ অনিবার্য।

বেদের সরস্বতী বিবিধ গুণে গুণান্বিতা। তিনি যেমন জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী তেমনি ধনদা এবং রোগবিষহারিণী। সরস্বতী যখন কেবলমাত্র বিদ্যাটুকু নিজের অধিকারে রেখে বাকী গুণগুলি বিভাগ বণ্টন করে দিলেন, তখন বিষনাশের অধিকার লাভ করলেন মনসা। লক্ষ্মী যদিও ধনাধিকার লাভ করেছিলেন তবু মনসার বিষহরী দেবীরূপে প্রতিষ্ঠা লক্ষ্মী সরস্বতীর অনেক পরে। কিন্তু সরস্বতীর সঙ্গে মনসার একাত্মতার চিরস্থায়ী স্বীকৃতি রইলো মনসার মহাজ্ঞান অধিকারে। মনসা হলেন বিষবিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী।

সরস্বতী ও লক্ষ্মীর প্রিয় তিথি পঞ্চমী মনসারও প্রিয় তিথিরূপে গণ্য হোল। সরস্বতী পূজার তিথি শ্রীপঞ্চমী, মনসা পূজার তিথি হোল নাগ-পঞ্চমী।

পঞ্চমী দয়িতা রাজন্নাগানাং, নন্দিবর্ধিনী।
পঞ্চম্যাং কিল নাগানাং ভবতীত্যুসবো মহান্।[১]

—হে রাজন্, নাগগণের আনন্দবর্ধনকারিণী দয়িতা পঞ্চমী তিথি। পঞ্চমী তিথিতে নাগগণের মহৎ উৎসব হয়।

পঞ্চম্যাং মনসাখ্যায়াং দেব্যৈ দদ্যাচ্চ যো বলিম্।
ধনবান্ পুত্রবাংশ্চৈব কীর্তিমান্ স ভবেদ্ ধ্রুবম্।[২]

—পঞ্চমী তিথিতে মনসা নাম্নী দেবীকে যে ব্যক্তি পূজোপহার (বলি) প্রদান করে, সে ধনবান্, কীর্তিমান্ ও পুত্রবান্ হয়। স্মৃতিশাস্ত্রকার রঘুনন্দন ভট্টাচার্য তিথিতত্ত্বে পঞ্চমীতে মনসা পূজার বিধি নির্দিষ্ট করেছেন—

সুপ্তে জনার্দনে কৃষ্ণে পঞ্চম্যাং ভবনাঙ্গনে।
পূজয়েন্মনসাদেবীং স্নুহীবিটপসংস্থিতাম্॥
পদ্মনাভে গতে শয্যাং দেবৈঃ সর্বৈরনন্তরম্।
পঞ্চম্যামসিতে পক্ষে সমুত্তিষ্ঠতি পন্নগী॥
দেবীং সংপূজ্য নত্বা চ ন সর্পভয়মাপ্নুয়াৎ।
পঞ্চম্যাং পূজয়েন্নাগাননন্তাদ্যান্মহোরগান্॥
ক্ষীরং স সর্পিস্তু নৈবেদ্যং দেয়ং সর্পবিষাপহম্।[৩]

—জনার্দন কৃষ্ণ নিদ্রিত হলে (অর্থাৎ দক্ষিণায়ণে—আষাঢ় মাসের শয়নৈকাদশীর পরে) পঞ্চমী তিথিতে গৃহের প্রাঙ্গণে সিজবৃক্ষের নিকটে মনসাদেবীকে পূজা

১ ভবিষ্যপুরাণ, ব্রাহ্মপর্ব—৩২।১ ২ ব্রহ্মবৈঃ, প্রকৃতি ৪৬।৯
৩ অষ্টাবিংশতিতত্ত্বম্—পৃঃ ১৫

করবে। বিষ্ণু শয্যাশ্রয় করলে সকল দেবতাদের দ্বারা [illegible] পঞ্চমী তিথিতে পন্নগী (মনসা) জাগ্রতা হন। দেবীকে পূজা করলে [illegible] সর্পভয় থাকে না। পঞ্চমীতে অনন্ত প্রভৃতি [illegible] নাশক ক্ষীর (জল অথবা দুধ ?) এবং ঘৃত নৈবেদ্যরূপে [illegible]

সরস্বতীর সঙ্গে মনসার সম্পর্ক [illegible] 'সরস্বতী অবিবাহিত (মতান্তরে বিষ্ণুপত্নী), [illegible] তাহার বিবাহ দেবসমাজে মুখরক্ষা মাত্র [illegible] করিয়াছিল মনসাকে পিতা (শিব) কামনা করিয়াছিল। [illegible] মনসা প্রথমে বাক্, পরে বিষবিদ্যা মূর্তিমতী। সরস্বতী গীতবাদ্যে [illegible] গীতবাদ্যপ্রিয়, —গান-বাজনা না হইলে ([illegible]) [illegible] তবাদ্য করিয়াই বেহুলা তাঁহার প্রসাদ লাভ করিয়াছিল।"[1]

এই তালিকায় সরস্বতী ও মনসা [illegible] কী গুণসাদৃশ্যগুলি নিতান্তই গৌণ। সরস্বতী ও ব্র [illegible] পূর্বেই আ[illegible] হয়েছে। জরৎকারু প্রসঙ্গ পরে [illegible] তী ও লক্ষ্মীর অনেক পরে মনসার জন্ম [illegible] রূপগুণ মনসায় বর্তেছে। সেইজন্য মনসা কোথাও [illegible] ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের উদ্ধৃত ধ্যানমন্ত্রটিতে মনসা [illegible] ন। ডঃ সেন লিখেছেন, "সরস্বতী-শ্রী যখন [illegible] ও লক্ষ্মী তাহার আগেই নাগপূজার সঙ্গে যোগা[illegible] ভাগাভাগি হইল, তখন মনসার ভাগে পড়িল সর্পনাগ [illegible] পড়িল হস্তীনাগ। এই ভাগাভাগি মুসলমান আমলের আগে [illegible] কি হয় নাই। (হাতিচড়া মনসার প্রাচীন মূর্তি পাওয়া গিয়াছে।) মনসা-লক্ষ্মীর একতার অনেক প্রমাণ আছে। দুই জনেরই নামান্তর কমলা ও পদ্মা। পদ্মদলে মনসার উৎপত্তি, কমলার পদ্মে আসন।…লক্ষ্মীর উৎপত্তি সাগরে, মনসার উৎপত্তি হ্রদে।"[2] ডঃ সেন সরস্বতী, লক্ষ্মী ও মনসার একাত্মতা স্বীকার করেছেন। হস্তীনাগ ও সর্পনাগের যোগসূত্র থাকা অসম্ভব নয়। তবে হাতিচড়া মনসা মূর্তি প্রমাণ করে গজলক্ষ্মীর সঙ্গে মনসার ঘনিষ্ঠ সংযোগ। লক্ষ্মী সরস্বতী যেমন বাহন বদল করেছেন, মনসাও তেমনি হয়ত বাহন পরিবর্তন করেছেন। কোন সময়ে হয়ত হস্তী মনসার বাহনরূপে কল্পিত হয়েছিল; পদ্মা নাম সাদৃশ্য, কাঞ্চন বর্ণ এবং ধনদাতৃত্ব লক্ষ্মী ও মনসার একাত্মতার প্রমাণ। [illegible] লক্ষ্মী-সরস্বতী বাঙ্গালাদেশে শিবের কন্যারূপে প্রসিদ্ধ। মনসাও শিবের কন্যা। লক্ষ্মী-সরস্বতীর প্রিয় তিথি পঞ্চমী—মনসারও প্রিয় তিথি। শ্রাবণ[illegible] শুক্লা পঞ্চমী [illegible] নামে প্রসিদ্ধ। ঐ দিনে মনসাপূজার বিধি—

---

১ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম পূর্বার্ধ—পৃঃ ১৮৩ ২ তদেব—পৃঃ ১৮২

শ্রাবণে শুক্লপক্ষে যা পঞ্চমী তত্র মানবঃ।
যঃ পূজয়তি নাগান্ বৈ তস্য নাগাভয়ং ভবেৎ।[১]

—শ্রাবণ মাসে শুক্লপক্ষে যে পঞ্চমী তিথি, সেই তিথিতে যে মনুষ্য নাগপূজা করে, তার নাগভয় থাকে না।

আষাঢ় মাসের দশহরা ও পঞ্চমীতে, শ্রাবণমাসের প্রতি পঞ্চমীতেই মনসাপূজা করা হয়, ভাদ্রমাসের শুক্লাপঞ্চমীতেও নাগদেবতার পূজা বিধেয়—

পঞ্চম্যাঞ্চ ততঃ কুর্য্যাৎ সর্পাণাং দেবতার্চনম্।[২]

পঞ্চমীতে নাগপূজার বিধান থেকে মনে হয় প্রথম থেকেই মনসার সঙ্গে সর্পের যোগ ছিল না। মনসা যখন সর্পাধিষ্ঠাত্রী দেবতা হলেন তখন নাগপূজার স্থলে মনসাপূজার রীতি প্রবর্তিত হোল। এখন মনসাপূজার সঙ্গে অষ্টনাগের পূজা প্রচলিত। অষ্টনাগের সঙ্গে অষ্টদিগ্‌গজের সম্পর্ক থাকা সম্ভব।

মনসা ও পার্বতী-কালীঃ মনসার সঙ্গে দুর্গা-পার্বতীরও গভীর সংযোগ আছে। দুর্গা-পার্বতীও সরস্বতী থেকেই উদ্ভূতা। মনসার বর্ণ এবং শিশু-ক্রোড়া মূর্তি গণেশ জননী গৌরীর আদর্শে কল্পিত। মনসার এক নাম জগৎ গৌরী—

জরৎকারুর্জগৎ গৌরী মনসা সিদ্ধযোগিনী।[৩]

জগদ্গৌরীতি বিখ্যাতা তেন সা পূজিতা সতী।[৪]

বর্ধমান জেলার কালনা থানার অন্তঃপাতী বৈদ্যপুর গ্রামের নিকটবর্তী নারিকেলডাঙ্গা গ্রামের সুপ্রসিদ্ধ মনসা-জগৎগৌরী বিগ্রহটি অত্যন্ত সুন্দর। কোষ্ঠী পাথরে নির্মিত জগৎগৌরী সিংহপৃষ্ঠে পদ্মোপরি উপবিষ্টা—বামক্রোড়ে একটি শিশু (গণেশ নামে কথিত)—মস্তকোপরি অষ্টনাগের বিস্তারিত ফণাছত্র। এই দেবীমূর্তি সিংহবাহিনী গণেশজননীর সঙ্গে মনসার মিশ্রিত বিগ্রহ। এই দেবীর পূজায় মনসা ও দুর্গার ধ্যানমন্ত্র পাঠ করা হয়। এই বিগ্রহ অন্ততঃ সাত আটশত বৎসরের পুরাতন। এই মূর্তিটি থেকে এবং ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে অন্ততঃপক্ষে দ্বাদশ ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মনসা ও গৌরীর সংমিশ্রণ ঘটেছিল অথবা সরস্বতী, লক্ষ্মী ও গৌরী-দুর্গার সংমিশ্রণে মনসার বিগ্রহ নির্মিত হয়েছিল। মনসামঙ্গল কাব্যে শিবানী চণ্ডী ও মনসার বিরোধিতা থেকে একই দেবসত্তার পৃথকীকরণের ইঙ্গিত পাওয়া যেতে পারে।

চব্বিশ পরগনা জেলার উচিলদহ গ্রামে মনসাকালী পূজিত হন। হংসবাহনা মনসার বিগ্রহ ও কালীর ঘটে মনসা-কালীর পূজা হয়। ধ্যানমন্ত্রটি বঙ্গভাষায়—

নমস্তে মনসাদেবী, নমস্তে জগতারিণী
সূক্ষ্মমোক্ষদায়ী—তুমি গো জননী।
তন্ত্রদায়ী মাতা তুমি মন্ত্রজ্ঞানরূপিণী

১ বৃহদ্ধর্মপুঃ, উত্তরখণ্ড—৯।৫২ ২ তদেব—১৬।৪৯
৩ ব্রহ্মবৈঃ, প্রকৃতি—৪৫।১৪ ; দেবীভাগঃ—৯।৪৮।৫১ ৪ বৃহদ্ধর্ম, ১ম খণ্ড—৪৫।৭

দয়াধর্মজ্ঞান, তুমি বিদ্যাদায়িনী।
তোমারই মা মন্ত্রগুণে প্রচারিলাম জগজ্জনে
ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর
মা কালী মনসাদেবী।[১]

দুর্গার মূর্তিভেদ হিসাবে কালী ও মনসা সংপৃক্তা। লক্ষণীয় এই যে ধ্যানমন্ত্রে মনসাকালী বিদ্যাদায়িনী ও জ্ঞানরূপা।

মনসা ও ষষ্ঠী : মনসার সঙ্গে ষষ্ঠীদেবীর সংযোগ উপেক্ষণীয় নয়। সন্তান পালিকা ষষ্ঠী দেবী,—সন্তানক্রোড়া মনসামূর্তিও প্রচুর পাওয়া গেছে। প্রাচীন ভাস্কর্যে মনসা ও ষষ্ঠীর মূর্তি অনেক সময় একই প্রকার। মীরপুরে প্রাপ্ত রাজশাহী প্রত্নশালায় রক্ষিত ষষ্ঠীর মূর্তিটি মনসার মূর্তির সঙ্গে অভিন্ন। কেবলমাত্র ঊর্ধ্বদৃষ্টি মার্জারের পৃষ্ঠে দেবীর দক্ষিণ চরণ স্থাপিত থাকায় বিগ্রহটিকে ষষ্ঠীদেবীরূপে চিহ্নিত করেছে।[২]

মনসা ও গঙ্গা : মূর্তিকল্পনার দিক থেকে গঙ্গার সঙ্গে মনসার সাদৃশ্যও লক্ষণীয়। গঙ্গা মনসার মত বিষহন্ত্রী,—শীতলার মত রোগনাশিনী। গঙ্গার স্তুতি প্রসংগে স্কন্দপুরাণ বলেছেন—

সর্বদেবস্বরূপিণ্যৈ নমো ভেষজমূর্তয়ে॥
সর্বস্য সর্বব্যাধীনাং ভিষকৃশ্রেষ্ঠ্যৈ নমোঽস্তুতে।
স্থাস্নুজঙ্গমসম্ভূত বিষহন্ত্রে নমোঽস্তুতে॥
সংসারবিষনাশিন্যৈ জীবনায়ৈ নমোঽস্তুতে।[৩]

—সর্বদেবস্বরূপিণী ঔষধ মূর্তিকে নমস্কার, সকল রোগের চিকিৎসকশ্রেষ্ঠাকে নমস্কার, স্থাবর জঙ্গমজাত বিষনাশিনীকে নমস্কার, সংসারবিষনাশিনী জীবনরূপিণীকে নমস্কার।

একই দেবসত্তা থেকে উদ্ভূত হওয়ায় এবং একের সাদৃশ্যে অন্যের রূপগুণ পরিকল্পিত হওয়ায় সরস্বতী, লক্ষ্মী, গৌরী, মনসা প্রভৃতির মধ্যে আকৃতি-প্রকৃতিগত সাদৃশ্য স্বাভাবিকভাবেই ফুটে উঠেছে।

শিব ও মনসা : মনসামঙ্গল কাব্যগুলিতে মনসা শিবের কন্যা। এক অলৌকিক উপায়ে শিব-বীর্যে মনসার জন্ম। বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণে 'জালুয়া ডোমের নারী গৌরী তার নাম' শিবকে খেয়া পার করছিল। তাকে দেখে শিবের মনে জাগলো চাঞ্চল্য, মকরকেতনের পুষ্পশরে শিবের অন্তঃকরণ বিদ্ধ হোল। বৃষ শিবকে নিয়ে গেল পুষ্পবনে। তখন—

কামেতে হইল ভোল শ্রীফল গাছে দিল কোল
আচম্বিতে খসে মহারস।[৪]

---

১ পশ্চিমবঙ্গের পূজাপার্বণ ও মেলা, ৩য়—পৃঃ ৫১-৫২
২ History of Bengal, vol. I. (D. U.)—page 461
৩ স্কন্দঃ, কাশীঃ, পূর্বার্ধ—২৭।১৫৮-৬০
৪ পদ্মাপুরাণ, জয়ন্তকুমার দাশগুপ্ত সম্পাদিত (কঃ বিঃ)—পৃঃ ১৮-১৯

শিব স্বীয় তেজ রাখলেন পদ্মপত্রে, এক পক্ষিণী সেই তেজ গলাধঃকরণ করলো। কিন্তু অনলসম তেজ ধারণ করতে না পেরে পদ্মবনে পরিত্যাগ করলো। শিবতেজ পদ্মের মৃণাল বেয়ে চলে গেল পাতালে—

প্রবেশিল পাতালপুরী জন্মিল নাগিনী নারী
দেবকন্যা সোন্দর দেখিল।[১]

নারায়ণদেবের পদ্মাপুরাণে চণ্ডীই ডুমনী বেশ ধারণ করে মদনরসে মত্তা হয়েছিলেন। পরে নিজ স্বরূপ প্রকাশ করে অন্তর্হিতা হয়েছিলেন। আবার কালিদহের তীরে চণ্ডীই বিল্ববৃক্ষ হয়েছিলেন। বিল্বফলযুগল দেখে শিব হলেন কামাতুর। পরে মনসার জন্মকাহিনী প্রায় একই প্রকার। কেবল পাতালে শিববীর্য প্রবেশ করলে নাগরাজ বাসুকি নির্মালি (মূর্তি নির্মাতা কারিগর) ডেকে তাকে দিয়ে মনসা বা পদ্মাবতীর কায়া নির্মাণ করিয়েছিলেন।

বাসুকি বোলে নির্মালি সুনহে উত্তর।
মহাদেবের বির্জ্যে কন্যা গোটা নির্মাণ কর॥
চারিখানি হস্ত দেহ তিন নঞান।
শিবের লক্ষণ করি করহ নির্মাণ॥
এত সুনি নির্মালি হুঙ্কার মারিল।
ততক্ষণে পদ্মাবতি নির্মাণ হইল॥[২]

বিপ্রদাস পিপ্পলাই রচিত মনসা বিজয়ের কাহিনীও প্রায় অনুরূপ। নারায়ণ দেবের বর্ণনা অনুসারে মনসার আকৃতি শিবের আকার অনুসারে কল্পিত। মনসা চতুর্ভুজা ত্রিনয়না। মনসার এই জন্ম বিবরণের সঙ্গে মহাভারতে-পুরাণে শিববীর্যে কার্তিকেয়ের জন্মকাহিনীর সাদৃশ্য সহজেই লক্ষিত হয়।[৩] পার্বতী যেমন গাত্রমল থেকে গণেশকে নির্মাণ করেছিলেন, বিশ্বকর্মাও তেমনি বাসুকির আদেশে মনসার আকৃতি নির্মাণ করেছিলেন। মনসার জন্ম কাহিনীতে স্কন্দ ও গণেশের জন্ম কাহিনী মিলিত হয়েছে। নারায়ণ দেবও বলেছেন যে মনসা শিবের আকৃতিসম্পন্না—

ধবল আপন মূর্তি রক্ত গৌর হেন কান্তি
হইলেক সিবের লক্ষণ।[৪]

কিন্তু কবিগণ শুধু মনসাকে শিবের কন্যা করেই ক্ষান্ত হন নি, তাঁরা মনসার প্রতি শিবের অন্যায় আসক্তিরও বর্ণনা দিয়েছেন—

সিবে বোলে মোর বাক্য সুনহ সুন্দরী।
কথা হইতে কথা জাও কাহার কুমারি॥

---

১ পদ্মাপুরাণ, জয়ন্তকুমার দাশগুপ্ত সম্পাদিত (কঃ বিঃ) পৃঃ ১৮-১৯
২ পদ্মাপুরাণ, তমোনাশ দাশগুপ্ত সম্পাঃ (কঃ বিঃ), ২য় সং—পৃঃ ১৭
৩ [illegible] দেবদেবী, দ্বিতীয় পর্বে স্কন্দ কার্তিকেয় দ্রঃ। ৪ পদ্মাপুঃ—পৃঃ ১৭

তব রূপ দেখি মোর দহে কলেবর।
আলিঙ্গন দিয়া মোর প্রাণ রক্ষা কর॥[১]
কন্যার রূপ দেখি জুড়াইল হিয়া।
সুন্দরী লক্ষণ দেখি না হইয়াছে বিয়া॥
সোফল নারদ মুনি কহিল গোপ্ত কথা।
পুষ্পবনে হে কন্যা মিলাইল বিধাতা॥
কন্যার রূপ দেখি অদ্ভুত হেন বাসি।
করিব গন্ধর্ব বিভা লইয়া যাব কাশী॥[২]

মনসা ও শিবের বিরুদ্ধ সম্পর্ক অবশ্যই ব্রহ্মা ও সরস্বতী, ব্রহ্মা ও সন্ধ্যা, দক্ষ ও অদিতি, অগ্নি ও স্বাহা, সূর্য ও উষা প্রভৃতি বৈদিক ও পৌরাণিক দেবদেবীর কাহিনীর মত একটি পুরাতন রূপক কাহিনীকে নবতর পাত্রে পরিবেশন মাত্র। বৈদিক রুদ্রশিব ত সূর্যই, তাঁরই কন্যা ব্রহ্মানন্দিনী বিষ্ণুপত্নী সরস্বতী ও লক্ষ্মীর মতই সূর্যাগ্নির দীপ্তি বা তেজ ভিন্ন আর কিছুই নয়। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণানুসারে মনসা শিবের শিষ্যা—

শিবশিষ্যা চ সা দেবী তেন শৈবীতি কীর্তিতা।[৩]

কশ্যপতনয়া মনসা : বাঙ্গালা মঙ্গলকাব্য অনুসারে মনসা শিব-নন্দিনী হলেও ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে মনসা ইন্দ্রাদিদেবগণের জনক কশ্যপের কন্যা। তিনি কশ্যপের মানস কন্যা, সেইজন্য নাম মনসা।

কন্যা সা চ ভগবতী কশ্যপস্য চ মানসী।
তেনেয়ং মনসা দেবী মনসা যা চ দিব্যতি॥
মনসা ধ্যায়তে যা বা পরমাত্মানমীশ্বরম্।
তেন সা মনসা দেবী যোগেন তেন দিব্যতি॥[৪]

—সেই ভগবতী কশ্যপের মানসী কন্যা,—সেইজন্য তিনি মনসা দেবী। তিনি মনের দ্বারা ক্রীড়া করেন, অথবা তিনি মনে মনে পরমাত্মা ঈশ্বরকে ধ্যান করেন, সেইজন্য তিনি মনসা, তিনি যোগের দ্বারা দীপ্ত হন।

এখানে মনসা নামের ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। এই ব্যাখ্যায় মনসা কশ্যপের মন থেকে জাতা, মানব মনের উপরে তাঁর ক্রিয়া, মনের দ্বারা পরমাত্মার সঙ্গে ধ্যানে যুক্তা। সর্পের সঙ্গে এই ব্যাখ্যার কোন সংযোগ নেই। মনসা মনের অধীশ্বরী। আমরা পূর্বেই দেখেছি কশ্যপ বা কচ্ছপ (অথবা কূর্ম বা কূর্মাবতার) আসলে সূর্যই।[৫] সুতরাং কশ্যপ-কন্যা আর রুদ্রশিব-কন্যা বা রুদ্রতেজ একই কথা। অতএব বৈদিক সূর্যাগ্নির শুভ্র জ্যোতিঃপুঞ্জরূপা দিব্য সরস্বতী নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে মনসায় রূপান্তরিতা হয়েছেন এরূপ সিদ্ধান্ত সমীচীন বোধ হয়।

১ পদ্মাপুঃ—পৃঃ ১৯ ২ পদ্মাপুঃ, বিজয়গুপ্ত (কঃ বিঃ)—পৃঃ ২১
৩ ব্রহ্মবৈবর্ত, প্রকৃতিঃ—৪৫।৮ ৪ তদেব—৪৫।২-৩
৫ হিন্দুদের দেবদেবী, ১ম পর্ব, ২য় সং, কশ্যপ—পৃঃ ৪৪৪-৪৪৫ দ্রষ্টব্য

পুরাণকার আরও বলেছেন—

জরুৎকারু মুনীন্দ্রায় কশ্যপস্তাং দদৌপুরা।
অযাচিতো মুনিশ্রেষ্ঠো জগ্রাহ ব্রহ্মণাজ্ঞয়া॥[১]

—মুনিশ্রেষ্ঠ জরৎকারুকে পুরাকালে কশ্যপ মনসাকে দান করেছিলেন, মুনিশ্রেষ্ঠ ও ব্রহ্মার আজ্ঞায় অযাচিতভাবে তাঁকে গ্রহণ করেছিলেন।

বিপ্রদাস পিপ্পলাই রচিত মনসাবিজয় কাব্যে শিব ধ্যানযোগে জরৎকারু মুনিকে মনসার নির্দিষ্ট পতি জেনে জরৎকারুর সঙ্গে মনসার বিয়ে দিয়েছিলেন—

ধেয়ানে জানিয়া হর হরিষ অন্তর।
জরৎকারু মুনি আছে মনসার বর॥[২]

বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণে জিতেন্দ্রিয় তপস্বী জরৎকারুকে কন্যার পতি নির্বাচন করে শিব জরৎকারুর মনকে কামাসক্ত করার জন্য মদনদেবকে নিয়োগ করলেন। মদনদেবের পুষ্পবাণে কামচঞ্চল হয়ে যখন বিচরণ করছিলেন সেই সময় ঋষির পূর্বপুরুষগণ তাঁকে বিয়ে করতে বললেন—

জগতগৌরী নামে কন্যা কর গিয়া বিয়া।[৩]

জরৎকারু স্বনামে চিহ্নিতা কোন নারীকে বিয়ে করতে স্বীকৃত হলেন, এদিকে মহাদেব কর্তৃক নিযুক্ত ঘটকালি-নিপুণ নারদমুনি পদ্মাবতী বিবাহে ঋষি জরৎকারুকে সম্মত করালেন। এইভাবে শিবদুহিতা পদ্মার সঙ্গে জরৎকারু মুনির বিবাহ সম্পন্ন হয়।

মহাভারতের আদিপর্বে (৪৫-৪৭ অ:) অমিততেজা তপস্বী জরৎকারুর সঙ্গে বাসুকিনাগের ভগিনী জরৎকারুর বিবাহের কৌতুকপ্রদ বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে। এই বিবরণে লুপ্তপিণ্ডোদক পরিক্ষীণপুণ্য পিতৃকুলের মুক্তির জন্য পিতৃকুলের অনুরোধে মহাতপাঃ জরৎকারু সমনামধারিণী প্রার্থনা ব্যতিরেকে লব্ধা স্বয়মাগতা কোন রমণীকে বিবাহ করতে মনস্থ করেছিলেন। কিন্তু সমগ্র পৃথিবী ভ্রমণ করেও যখন তিনি প্রতিজ্ঞানুরূপা কন্যা লাভ করতে অসমর্থ হলেন তখন তিনি পথে পথে স্বীয় অভিলষিত কন্যার কথা ঘোষণা করে ঘুরতে লাগলেন। জরৎকারু মুনির কথা জ্ঞাত হয়ে নাগরাজ বাসুকি স্বয়ং উপযাচক হয়ে সালংকারা ভগিনী জরৎকারুকে ঋষির হাতে দান করলেন। বাসুকি ভগিনীর ভরণ পোষণের ভার গ্রহণ করায় এবং পত্নী জরৎকারু পতির অপ্রিয় সাধন করবেন না, এই আশ্বাস পেয়ে ঋষি বাসুকির গৃহে জরৎকারুর পাণিগ্রহণ করে বাস করতে থাকেন। একদিন সন্ধ্যা সমাগমে ঋষি নিদ্রিত থাকায় সন্ধ্যাবন্দনার কাল উত্তীর্ণ হওয়ার আশংকায় জরৎকারু স্বামীর নিদ্রাভঙ্গ করায় ঋষি পত্নী কেত্যাগ করে চলে গেলেন তপস্যায়। যাবার সময় তিনি পত্নীকে বর দিয়ে গেলেন যে তিনি সূর্যাগ্নিসম প্রভাসম্পন্ন পুত্র লাভ করবেন—"উৎপৎস্যেতে হি তে পুত্রো জ্বলনর্কসম-

১ ব্রহ্মবৈঃ, প্রকৃতিঃ—৪৫।২৫
২ মনসা বিজয়, এ সোঃ সং—পৃঃ ৪০
৩ পদ্মাপুঃ, বিজয়গুপ্ত—পৃ, ৭১

প্রভঃ।"[১] জরৎকারু দম্পতির এই পুত্রের নাম আস্তীক। তক্ষকের দংশনে নিহত পাণ্ডবপৌত্র পরীক্ষিতের মৃত্যুর প্রতিশোধকল্পে পরীক্ষিৎনন্দন জনমেজয় যে সর্পসত্র অনুষ্ঠান করেছিলেন তা থেকে নাগকুলকে আস্তীক সুকৌশলে রক্ষা করেছিলেন। মহাভারত অনুসারে বাসুকিভগিনী জরৎকারু ভুজঙ্গম অর্থাৎ সর্প বা নাগ জাতীয়। ঋষি জরৎকারু পত্নীকে ভুজঙ্গমা অর্থাৎ সর্পিণী বলে সম্বোধন করেছেন—"অবমানপ্রযুক্তোঽহং ত্বয়া মম ভুজঙ্গমে।"[২] —হে ভুজঙ্গমে (সর্পিণী), তোমার দ্বারা আমি অপমানিত হয়েছি। "ন মে বাগনৃতং প্রাহ গমিষ্যেঽহং ভুজঙ্গমে।"[৩] —হে ভুজঙ্গমে, আমায় উক্ত বাক্য মিথ্যা হবে না, আমি যাব।

মহাভারতের জরৎকারু বাসুকি নাগের ভগিনী,—আস্তীকের জননী ঠিকই, তাঁর নাম মনসাও নয়, তিনি নাগগণের মাতাও নন। তাঁর পুত্র আস্তীক মুনি-রূপেই প্রসিদ্ধ, নাগ রূপে নয়। নাগগণের পিতা দেবতাদেরও জনক কশ্যপ, মাতা কদ্রু। পুরাণে মনসার সঙ্গে জরৎকারুর কোন সংযোগই নেই। জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞকে আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ না করে রূপক অর্থে গ্রহণ করাই উচিত। জনমেজয়ের যজ্ঞে নিহত সর্প বা নাগ কোন সরীসৃপ নয়। কোন শক্তিশালী নাগ-বীর কর্তৃক পরীক্ষিতের হত্যার প্রতিশোধের নিমিত্ত জনমেজয় নাগজাতির নিধন যজ্ঞে মত্ত হয়ে উঠেছিলেন এবং কোন নাগ কন্যার গর্ভজাত তপস্বী আস্তীকের চেষ্টায় জনমেজয় নাগ হত্যায় বিরত হয়েছিলেন। দক্ষিণ ভারতে নর্মদাতীরে নাগ জাতি বাস করতো। পুরাণানুসারে নাগেরা মাহিষ্মতীপুরীর হৈহয়দের উৎখাত করেছিল।[৪] কুষাণ সম্রাট বাসুদেবের পরে ৩৫০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে যৌধেয় এবং নাগ জাতি কুষাণ সাম্রাজ্য (মথুরার নিকটবর্তী অঞ্চল) অধিকার করেছিল।[৫] সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ প্রশস্তিতে সমুদ্রগুপ্তের দ্বারা বিজিত রাজন্যবর্গের তালিকায় গণপতি নাগ, নাগসেন এবং নন্দীর নাম আছে। ডঃ হেমচন্দ্র রায়চৌধুরীর মতে এই নরপতিত্রয়ই নাগবংশীয়।[৬] গণপতি নাগ নাগবংশীয় ছিলেন, তাঁর মুদ্রা পাওয়া গেছে মথুরায়, নরওয়ারের নিকট এবং বেসনগরে। বাণভট্ট রচিত হর্ষচরিতে নাগকুলে জাত নাগসেনের উল্লেখ আছে। স্কন্দগুপ্তের সময়ে বিষয়পতি সর্বনাগের উল্লেখ পাওয়া যায়। সুতরাং বহু প্রাচীনকাল থেকেই ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে নাগ জাতির বাস ছিল। নাগ-জাতির অধিপতি বাসুকির ভগিনী নাগকন্যা জরৎকারুর সঙ্গে ঋষি জরৎকারুর বিবাহ হওয়াই সম্ভব। নচেৎ জরৎকারু মুনির পক্ষে বংশরক্ষার জন্য একটি সর্পিণীকে বিবাহ করা ও সর্পিণীর গর্ভে আস্তীক মুনির জন্মদান করা অসম্ভব ব্যাপার। হর্ষচরিত অনুসারে পদ্মাবতী ছিল নাগদের রাজধানী।

মহাকবি নবীনচন্দ্র সেনের ত্রয়ী মহাকাব্যে অনার্য নাগজাতি ও আর্য কুরু-

১ মহাঃ, আদি—৪৭।১২ ২ তদেব—৪৭।২৪ ৩ তদেব - ৪৭।৩০
৪ Political History of Ancient India—H. C. R. C., 1950—page 145
৫ Ibid—page 468 ৬ Ibid—page 535

পাণ্ডবের সংগ্রাম কাহিনী বিবৃত হয়েছে। অনার্য নাগরাজ বাসুকি ও তাঁর ভগিনী জরৎকারু বিজেতা আর্যদের হাত থেকে অনার্য রাজ্য উদ্ধারের স্বপ্ন দেখেছেন। নবীনচন্দ্রের জরৎকারু-পত্নী জরৎকারু নিজের পরিচয় ও ব্রত সম্পর্কে বলেছেন,—

> জরৎকারু-পত্নী আমি ; [illegible]
> নাগকুলে জন্ম, প্রতিজ্ঞা [illegible]
> পরশি পতির পদ,—অ[illegible]
> সাধিব অনার্য রাজ্য ক[illegible]।[1]

মহাভারতের যুগে আর্য-অনার্য সং[illegible] নিরূপণ দুরূহ ব্যাপার। নাগজাতির অনার্যত্ব প্রমাণও অসম্ভব। [illegible] ঐতিহাসিক নাগজাতির রাজা বাসুকির ভগিনী হোন, আর অনা[illegible] তাঁর সঙ্গে মনসার সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। মহাভারতে জরৎকারুর নাম মনসাও নয়,—তিনি নাগগণের মাতাও নন। নাগগণের পিতা কশ্যপ এবং মাতা কদ্রু। মনসার পরিকল্পনায় যেমন আস্তীক-জননী জরৎকারু মিশেছেন, তেমনি মিশে গেছেন নাগ-জননী কদ্রু। মহাভারতের নাগ-ভগিনী জরৎকারুর সঙ্গে মনসার সংশ্রব ঘটেছে পৌরাণিক যুগের শেষভাগে সম্ভবতঃ বাঙ্গালাদেশে সেন রাজাদের অভ্যুদয়ের পরে। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে এবং দেবীভাগবতে জরৎকারু ও মনসা একাত্মতা প্রাপ্ত হয়েছেন।

মনসাপূজার প্রাচীনতা : [illegible] যখন বিষনাশিনী সরস্বতীর নূতন মূর্তিরূপে আবির্ভূতা হলেন, তখ[illegible] সুপ্রাচীন মহিমা প্রতিষ্ঠিত করতে মহাভারতের আস্তীক-জননী বা[illegible] জরৎকারুর সঙ্গে তাঁর অভিন্নতা প্রতিপাদিত হোল। সুতরাং অনু[illegible] যে পৌরাণিক যুগের শেষভাগে বিষহরী মনসার আবি[illegible]। সেনবংশীয় রাজা বিজয়সেনের নামাঙ্কিত একটি ভগ্ন মনসামূর্তি পাওয়া গেছে। এটি মনসার অদ্যাবধি আবিষ্কৃত মূর্তির মধ্যে প্রাচীনতম। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে বৌদ্ধ পালরাজাদের রাজত্বের অবসানের পরে সেনরাজাদের রাজত্বকালে (খ্রীঃ ১২শ শতাব্দী) অন্যান্য লৌকিক দেবতার মত মনসারও আবির্ভাব হয়েছিল।[2] ডঃ নীহাররঞ্জন রায়ের অভিমত অনুসারে মনসার পূজা অন্য আকারে প্রচলিত থাকলেও মনসার মূর্তি-পূজার প্রচলন হয়েছিল খ্রীষ্টীয় একাদশ থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে। "এই পূজা এখন যেভাবে অনুষ্ঠিত হয়, তাহা ঠিক প্রতিমা-পূজা নয়, ঘটমনসা বা পটমনসার পূজা এবং মধ্যযুগীয় বাংলার মনসামঙ্গলের সঙ্গে এই ঘটমনসা বা পটমনসার সম্বন্ধই ঘনিষ্ঠ। ধান্যপূর্ণ মাটির ঘটের [illegible] সর্পধারিণী বা সর্পালংকারা মনসার ছবি আঁকিয়া তাহার পূজা, অথবা [illegible] কাপড়ের পটের উপর সর্পময়ী বা সর্পধারিণী বা সর্পালংকারা মনসা[illegible] টাঙ্গানো পটের সম্মুখে পূজাই

১ রৈবতক—১৮ সর্গ

২ [illegible]মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, ২য় সং, পৃঃ ১৪৫

সাধারণ রীতি। কিন্তু একাদশ-দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকপূর্ব বাংলাদেশে মনসার প্রতিমা পূজা হইত।"[১]

মনসা কি অনার্য দেবতা? পণ্ডিতসমাজে মনসা অবৈদিক অপৌরাণিক লৌকিক দেবতারূপে স্বীকৃতা। দক্ষিণ ভারতে কানাড়া অঞ্চলে নাগপঞ্চমীর দিনে বৎসরান্তে পূজিতা মঞ্চাম্মা নামক স্ত্রী-সর্পকে মনসার উৎসরূপে নির্দিষ্ট করেছেন আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন।[২] এই সিদ্ধান্তই মেনে নিয়েছেন ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য ও অন্যান্য পণ্ডিতবর্গ। ডঃ নীহাররঞ্জন রায় লিখেছেন, "তেলেগু ও কানাড়ী ভাষাভাষী লোকদের মধ্যে মঞ্চাম্মা নামে এক সর্পদেবীর পূজা আজও প্রচলিত এবং আমাদের দেশে মধ্যযুগে মনসা দেবীর যে যে ধরনের কাহিনী প্রচারিত হইয়াছে, সেখানেও আম্বাবরু নাম্নীয় এক সর্পদেবী সম্বন্ধে অনুরূপ কাহিনী সুপ্রচলিত। অসম্ভব নয় যে, দক্ষিণী মঞ্চাম্মাই আমাদের মনসা এবং অম্বাবরুর কাহিনীই আমাদের মনসাকে আশ্রয় করিয়াছে। ঐতিহাসিক প্রমাণের উপর নির্ভর করিলে বলিতে হয়, বাংলাদেশে মনসাপূজার বহুল প্রচলন হয় দক্ষিণী সেনবর্মন রাজাদের আমলেই।"[৩] ডঃ রায় আর একবার লিখেছেন "সাপ প্রজননশক্তির প্রতীক এবং মূলতঃ কৌমসমাজের প্রজনন শক্তির পূজা হইতেই মনসা পূজার উদ্ভব, এ তথ্য নিঃসন্দেহ।"[৪] ডঃ প্রদ্যোত কুমার মাইতি লিখেছেন, "Thus Manasa was originally a local goddess worshipped by the non-Aryans as represented by the cow-herds, the farmers and the fishermen, but by and by she came to gain popularity, first among the women fock of the upper classes and then among the upper class. men, including the brahmanas."[৫] মনসা দেবীর পরিকল্পনায় অনার্য প্রভাব এসেছে একথা গ্রাহ্য নয়। ঋগ্বেদে এবং অন্যান্য বৈদিক গ্রন্থে মনসা শব্দটি দুর্লভ নয়। সংস্কৃত মনস্ শব্দ থেকে মনসা শব্দ এসেছে। এর মধ্যে মঞ্চাম্মার সংস্কৃত রূপ-কল্পনা করার প্রয়োজন কি? ডঃ সুকুমার সেন লিখেছেন, "There is not the slightest reason to take it as a borrowing from Dravidian. The Masculine name Manasa occurs in RV. 5. 44. 10 (according to Sāyaṇa), and Manasā-devi, the full form of the name of the goddess, is cited by chandragomin as the illustration of an aphorism of his grammar. Manasā as the name of the poison-removing deity, occurs together with allied names, in the following incantation occurring in a Buddhist text the manuscript copy of which belongs to the sixth century.

১ বাঙ্গালীর ইতিহাস—পৃঃ ৫৮৮ ২ বাংলায় মনসাপূজা, প্রবাসী, আষাঢ়, ১৩২৯—পৃঃ ৩৯১
৩ বাঙ্গালীর ইতিহাস—পৃঃ ৫৮৯ ৪ তদেব—পৃঃ ৫৮৮
৫ Historical Studies in the Cult of the Goddess Manasa—page 185

অমলে বিমলে নির্মলে মনসে মহামনসে অচ্যুতে অদ্ভুতে মুক্তে, জীবতে, রক্ষ স্বাতিং সর্বোপদ্রবেভ্যঃ স্বাহা।

Mahāmanas as an epithet of the victorious gods occurs in RV. 10. 103. 9. Manasā as the name of a celestial nymph is not unknown in Sanskrit literature. The name is obviously connected with manas 'mind', and it does not exclude other connotations of the verb man 'think".[১]

মঞ্চাম্মা সর্পদেবতা, কিন্তু মনসা বিষনাশিনী মানবাকৃতি দেবতা, সর্পী নয়। মনসা শব্দটি অনার্য শব্দ বলার পক্ষে যুক্তি কিছু নেই। বরঞ্চ তামিল-কানাড়ী ভাষার মঞ্চাম্মা শব্দটি সংস্কৃত মনসা শব্দের অপভ্রংশ হওয়াই সম্ভব। মনসা শব্দটিও ঋগ্বেদে লভ্য—

অতিস্পৃধঃ সমর্যতা মনসা সূর্যঃ কবিঃ।[২] —কবি সূর্য অতিস্পর্ধাশীল মনের সঙ্গে (পত্নীর সঙ্গে) অগ্রসর হচ্ছেন।

এখানে মনসা সূর্যের মন এরূপ অর্থে প্রযুক্ত হতে পারে না। সুতরাং মনসা অর্থে সূর্যপত্নী বা সূর্যজ্যোতি গ্রহণ করলেই মন্ত্রটির অর্থ পরিস্ফুট হয়। পরবর্তীকালে উদ্ভূতা মনসাদেবীর স্বরূপও প্রকটিত হয়। আচার্য সুকুমার সেন অন্যত্র লিখেছেন, "মনসা প্রাক্-পৌরাণিক দেবতা। ইনি পুরাণে স্থান পান নাই অথচ লোক-ব্যবহারে এবং লোক-সাহিত্যে অর্বাচীন বৈদিককাল হইতে রূপ পাল্টাইয়া চলিয়া আসিয়াছেন।···দ্রাবিড় গোষ্ঠীর অন্তর্গত কানাড়ী ভাষার 'মংচা অম্মা' বা 'মনে মাঞ্চী' হইতে 'মনসা মা' উৎপন্ন হয় নাই। 'মনসা' হইতে 'মন্চা' আসিয়াছে। নামটি সিদ্ধ করিবার জন্য পাণিনিকে একটি বিশেষ সূত্র করিতে হইয়াছিল, 'মনসো নাম্নি'। পাণিনি হইতে চান্দ্র ব্যাকরণে গৃহীত এই সূত্রের উদাহরণ ধর্মদাস তাঁহার বৃত্তিতে দিয়াছেন, 'মনসা দেবী'।"[৩] আচার্য সেনের মতে বৈদিক ইলা, সরস্বতী ও শ্রী, বৈদিক বাক্, বৈদিক রুদ্রের মনা, বৈদিক সর্পরাজ্ঞী বা বসুন্ধরা, বৈদিক নির্ঋতি ও অরায়ী অর্থাৎ অপঘাতিনী ও অলক্ষ্মী, পরবৈদিক কমলাসনা দেবী, নাগলাঞ্ছন দেবী, বিষনাশিনী মায়ূরী প্রভৃতির মিশ্রণে মনসার উৎপত্তি।[৪] আমাদের বিশ্বাস সরস্বতীরই রূপান্তর মনসা। ইলা-ভারতী ও সরস্বতী একই দেবসত্তা। পরবৈদিক সরস্বতীর একটি বিশেষ গুণ অবলম্বনে মনসার আকার ও প্রকৃতি কল্পিত। পদ্মা লক্ষ্মী এবং গৌরী ও মনসার সঙ্গে সংমিশ্রিত হয়েছেন।

চেঙ্গমুড়ী কাণী : কোন কোন মনসামঙ্গল কাব্যে চাঁদ সওদাগর মনসাকে চেঙ্গমুড়ী কাণী বলে গালাগালি দিয়েছেন।

---

১ Vipradāsa's Manasā Vijaya, Asiatic Society—Intro. p. XXX

২ ঋগ্বেদ—৫।৪৪।৭ ৩ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম, পূর্বার্ধ ৪র্থ সং—পৃঃ ২১৮

৪ তদেব—পৃঃ ২২০

মনস্তাপ পায় তবু না নোঙায় মাথা।
বলে চেঙ্গমুড়ী বেটী কিসের দেবতা ॥[১]

মনসা বলছেন—নিরন্তর বলে মোরে কাণী চেঙ্গমুড়ী।[২]

কখনও চাঁদ বলছেন—হেন ধান্য নিল মোর চেঙ্গমুড়ী কাণী॥

লক্ষ্মীন্দরের মৃত্যুর পর চাঁদ—

নির্ভয় হইল মনে চেঙ্গমুড়ী কাণীর সনে
এত দিনে বিবাদ ঘুচিল।[৩]

চেঙ্গমুড়ী শব্দে বোঝায় চ্যাঙ্ মাছের মত মাথা, আর কাণী শব্দে এক চক্ষুহীনা নারী। মনসামঙ্গল কাব্য অনুসারে চণ্ডীর সঙ্গে বিবাদের ফলে বিমাতার প্রহারে মনসার একটি চক্ষু নষ্ট হয়েছিল। কোন দেবতার এরূপ উদ্ভট-আকৃতি কল্পনা অনার্য প্রভাবিত বলে মনে হতে পারে। কিন্তু মনসার প্রস্তরমূর্তিতে তিনি কোথাও চ্যাঙ্ মাছের মস্তক বিশিষ্টা নন—কাণীও নন। ধ্যান মন্ত্রেও তিনি এক-চক্ষু নন—তিনি শশধরবদনা। আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন দেখিয়েছেন যে প্রসিদ্ধ আয়ুর্বেদীয় গ্রন্থ ভাবপ্রকাশে সিজবৃক্ষের এক নাম 'চেংমুড়', তেলেগু ভাষায় চেমুড় বা জেমুড়।[৪] সুতরাং চেংমুড়ী শব্দ দ্রাবিড় ভাষা থেকে আগত বলে মনে করা হয়। সিজবৃক্ষ মনসার প্রতীকরূপে ব্যবহৃত হয়—সিজবৃক্ষকে মনসা গাছও বলা হয়। সম্ভবতঃ সিজবৃক্ষের পাতার সঙ্গে সাপের ফণার সাদৃশ্য আছে বলেই সিজবৃক্ষে মনসা পূজার রীতি প্রচলিত হয়েছে। ডঃ সুকুমার সেনের মতে চেঙ্গমুড়ী শব্দ দ্রাবিড় ভাষা থেকে আসে নি, দক্ষিণভারতে সিজবৃক্ষ পূজার রীতি নেই। ডঃ সেনের মতে চেঙ্ শব্দটি বাঙ্গালা—অর্থ বাঁশ (চেঙ্গারি, চোঙ্গা প্রভৃতি শব্দে চেঙ্ শব্দটি আছে), কাণী শব্দের অর্থ ছেঁড়া কাপড়ের টুক্‌রো। সুতরাং চেঙ্গমুড়ী কাণী শব্দে বোঝায় কাপড় জড়ানো বাঁশ। ডঃ সেনের মতে সিজবৃক্ষে মনসার পূজা হয় বলেই মনসার নাম হয়েছে চেঙ্গমুড়ী কাণী। তাঁর মতে সিজ পূজা এসেছে উত্তর থেকে—হিমালয় অঞ্চল থেকে।[৫] ডঃ সেনের মতে চেঙ্গ শব্দের আর এক অর্থ যুবক বা তরুণ (তুলনীয় চ্যাঙ্‌রা), মুর শব্দের অর্থান্তর দূর করা, খেদানো, এইভাবে চেঙ্গমুড়ী শব্দে যুবকদের বিনষ্টকারিণী হতে পারে। মনসা যুবক চাঁদকে বিপর্যস্ত করেছেন।[৬] সিজবৃক্ষ অর্থে চেঙ্গমুড়ী শব্দই মনসা সম্পর্কে লাগসই মনে হয়।

ধর্ম ঠাকুর ও মনসা: কোন কোন মনসামঙ্গলের কবি মনসার সঙ্গে ধর্মরাজের গভীর সংযোগের বিবরণ দিয়েছেন। উত্তর বঙ্গের কবি জগজ্জীবন ঘোষাল সৃষ্টিতত্ত্ব বর্ণনা প্রসঙ্গে মনসাকে ধর্মের কন্যা এবং পত্নীরূপে বর্ণনা করেছেন। মহাশূন্যে ধর্ম প্রথমে সৃষ্টি করলেন ব্রহ্মা বিষ্ণু এবং শিবকে। তিন

---

১ মনসার ভাসান—ক্ষমানন্দ কেতকা দাস ২ তদেব ৩ তদেব
৪ প্রবাসী, আষাঢ়—১৩২৯ ৫ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম, পূর্বার্ধ—পৃঃ ২২৩
৬ Vipradāsa's Manasā Vijaya, Intro.—page XXXIV

ভ্রাতাই তপস্যায় গমন করলে ধর্মের নিঃশ্বাস থেকে সুন্দরী বালিকা মনসা জন্মগ্রহণ করলেন। মনসা যুবতী হলে ধর্ম তিন পুত্রের অনুমতি নিয়ে মনসাকে বিয়ে করলেন। কিন্তু নিজের কন্যাকে উপভোগ করার অনুতাপে তিনি আত্মহননের আকাঙ্ক্ষায় বহির্গত হলেন। তিনি পরীক্ষার দ্বারা শিবকে শ্রেষ্ঠ জেনে শিবের মুখের মধ্যে প্রবেশ করলেন মনসা শিবের পত্নী হবেন এই বর দিয়ে। মনসা চিতায় আরোহণ করে তিন দিনের শিশু কন্যায় পরিণত হলেন। তিন ভ্রাতা একটি লৌহপেটিকায় বালিকাকে রেখে নদীর জলে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন। ঋষি হেমন্ত বালিকাকে দুর্গা নাম দিয়ে লালন পালন করেছিলেন। পরে এই দুর্গাই হয়েছিলেন শিবগৃহিনী।..

এই কাহিনীতে দুর্গা ও মনসার একাত্মতা প্রতিপাদিত হয়েছে। বিপ্রদাস পিপ্পলাই-এর মনসা বিজয় কাব্যে মনসা ধর্ম নিরঞ্জনের অবতার—

মহেশের চন্দ্রে জন্ম হইল ইঁহার।
নাম মনসা নিরঞ্জন অবতার ॥[১]

ধর্মরাজের নিঃশ্বাসে মনসার জন্ম ও ধর্মের সঙ্গে বিবাহের কাহিনী বৈদিক সূর্য-উষা প্রভৃতির কাহিনীর আধারে নির্মিত। ধর্মরাজ ত প্রকৃতপক্ষে সূর্য-বিষ্ণুর রূপান্তর। সুতরাং সূর্য বিষ্ণুর সঙ্গে তেজোরূপা মন্যু বা মনসার কন্যা বা পত্নী সম্পর্ক কবিদৃষ্টিতে অসম্ভব নয়। শিব ও সূর্য বিষ্ণুর সঙ্গে একাত্ম। এই উপাখ্যানেও তার ইঙ্গিত রয়েছে।

জাঙ্গুলী-মনসা : পূর্বেই দেখেছি, রামাই পণ্ডিতের ধর্মপূজা বিধানে মনসার এক নাম জাগুনি বা জাগুলি। বিপ্রদাসের মনসামঙ্গলেও মনসার নাম জাগুলী—"জাগিয়া জাগুলী নাম সিজবৃক্ষে স্থিতি।"[২] জাঙ্গুলী শব্দের অর্থ বিষবিদ্যা,—সুতরাং বিষবিদ্যাবিশেষজ্ঞ বা সর্পবিষের ওঝাকে বলা হয় জাঙ্গুলিক। জাঙ্গুলী শব্দ যে জঙ্গল থেকে এসেছে তাতে সন্দেহ নেই। জঙ্গলে জাত—জাঙ্গুল —স্ত্রীলিঙ্গে জাঙ্গলী বা জাঙ্গুলী।

বৌদ্ধ মহাযান বা তান্ত্রিক দেবদেবীগণের মধ্যে জাঙ্গুলীতারা নামে এক প্রসিদ্ধ দেবী আছেন। সাধনামালায় জাঙ্গুলীতারার ধ্যানমন্ত্র আছে। এই জাঙ্গুলী চতুর্ভুজা, সর্বশুক্লা, শুক্লসর্পভূষিতা ও বীণাপাণি—তাঁর মুখ একটি, দুই হস্তে সর্প, একহস্তে বীণা ও অপরহস্তে বরমুদ্রা। জাঙ্গুলীর অপর একটি ধ্যানমন্ত্রে দেবীর হাতে ত্রিশূল, ময়ূরপুচ্ছ (লেখনী?) সর্প ও অভয়মুদ্রা। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে, "বৌদ্ধযুগের পরে হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবনকালে জাঙ্গুলীতারা মনসায় রূপান্তরিত হয়েছেন।"[৩] ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ও মনে করেন, "সাধনামালার জাঙ্গুলী যে বাংলা মনসামঙ্গল কাব্যে জাগুলিতে পরিণত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।"[৪]

---

১ বিপ্রদাসের মনসা বিজয়, ডঃ সুকুমার সেন সম্পাদিত—পৃঃ ১৩

২ মনসা বিজয়, বিপ্রদাস—১ম পালা, এসিঃ সোঃ—পৃঃ ৩

৩ বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, ২য় সং—পৃঃ ১৩৬ ৪ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ২য় পৃঃ ৭৮

ডঃ নলিনী কান্ত ভট্টশালীর মতে জাঙ্গুলী জঙ্গলের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। তিনি শবরকুমারী অর্থাৎ অরণ্যবাসী আদিম জাতির কন্যা। তিনি সাপ বশীভূত করেন এবং সর্পদংশনের বিষ থেকে রক্ষার জন্য তাঁকে আহ্বান করা হয়। সুতরাং তিনি সিদ্ধান্ত [illegible] যে জাঙ্গুলী কোন আদিম অরণ্যবাসী বর্বর জাতির দেবতা [illegible] [illegible] দেব[illegible]ষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছেন।[১]

অথ[illegible]বেদে [illegible] কিরাত কন্যার উল্লেখ আছে, তিনি সুবর্ণময় খনিত্রদ্বারা পর্বত[illegible] [illegible] বিষনা[illegible] ভেষজ সংগ্রহ করেন—

কৈরাতি[illegible] কু[illegible]রিকা সকা খনতে ভেষজম্।
হিরণ্[illegible] [illegible]গিরী[illegible]ণাম্প সানুষু॥[২]

[illegible] অপ[illegible] [illegible] তৌদী বা ঘৃতাচী নাম্নী কন্যার কথা জানা যায়, এই [illegible] চরণে [illegible] [illegible] তিনি বিষদূষণ থেকে পরিত্রাণ করেন।

তৌদী নামাসি কন্যা ঘৃতাচী নাম বা অসি।
অধস্পদেন তে পদমা দদে বিষদূষণম্॥[৩]

[illegible] ভট্টশালী কৈরাতিকা কুমারী ও তৌদী বা ঘৃতাচীকে অভিন্ন বলে সিদ্ধান্ত [illegible]ছেন। তিনি আবার ঘৃতাচী ও সরস্বতীকেও অভিন্ন মনে করেছেন। বিষ-[illegible]শিনী সরস্বতীর ধারণা পরবর্তী হিন্দু পুরাণাদিতে স্বীকৃতি না পাওয়ায় মহাযানী বৌদ্ধরা তাঁকে জাঙ্গুলী নামে বরণ করে নিয়েছেন।[৪]

ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যও এই মতের সমর্থক। তিনি লিখেছেন, "...it was in the age of Yajurveda that Serpent lore was considered to be a special branch of study like the study of music. Naturally, therefore, the presiding deity of the Serpent lore came to be identified with a form of the goddess of learning and Jāṅguli and Sarasvati came to be identified in that way. In the subsequent conception of Vedic Sarasvati, this non-Aryan element in her having any connection with the serpent was, however, discarded. ......Thus though Jāṅguli and Sarasvatī were originally one, Jāṅguli resorted to the Buddhist Tantric School and Sarasvatī to the Vedic Hindu Society and thus became gradually estranged from each other."[৫]

উভয় পণ্ডিতই স্বীকার করেছেন যে জাঙ্গুলী সরস্বতী থেকে উদ্ভূতা। অথর্ব-বেদের বিষনাশিনী কিরাতকন্যার সঙ্গে সরস্বতী ও জাঙ্গুলীর সংযোগ স্থাপন কষ্টকর।

১ Iconography of Buddhist and Brahmanical Sculptures in Dacca Meseum —Dacca—1929, pp. 221-22
২ অথর্ব—১০।২।২।১৪ ৩ অথর্ব—১০।২।২।২৪
৪ Iconography of Buddhist and Brahmanical Sculptures—pp. 222-23
৫ Folk-lore, vol. I. No. 3. pp. 175-76

কিন্তু জাঙ্গুলী ও মনসায় সরস্বতীর প্রভাব অনস্বীকার্য। ডঃ ভট্টশালীও মনসা ও সরস্বতী বা ব্রহ্মাণীকে একই দেবতা বলে স্বীকার করেছেন।[১] সুধীভূষণ ভট্টাচার্যও সরস্বতীর প্রভাবে জাঙ্গুলীতারার উৎপত্তি স্বীকার করেছেন। তিনি লিখেছেন, "সর্পায়ুধা চতুর্ভুজা জাঙ্গুলী দেবী যে মূলতঃ উগ্র প্রকৃতির দেবতা ছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইনি সর্প-বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী বলিয়া বাগ্‌দেবীর সহিত ইঁহাকে যুক্ত করিয়া জাঙ্গুলীতারা সৃষ্টি করা হয়।[২] সুধীভূষণ মনসাকেও মূলত : বিদ্যাদেবী বলে মনে করেছেন।[৩]

মনসা ও কালী : জনপ্রিয় শক্তিদেবতা কালীর সঙ্গেও মনসার কিছুটা সম্পর্ক লক্ষিত হয়। সুধীভূষণ ভট্টাচার্য তন্ত্রের নীলসরস্বতীর সঙ্গে কালীর সাদৃশ্যের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, "তন্ত্রে নীলসরস্বতী কালীমূর্তির প্রকার বিশেষ। নীল সরস্বতীর আর একনাম ভদ্রকালী।.........কালীকে তন্ত্রে নাগ-হস্তা ও নাগযজ্ঞোপবীতিনী বলা হইয়াছে। বৌদ্ধ নীলতারা কালীর ন্যায় শবাসনা এবং জাঙ্গুলী তারা কালীর ন্যায় সর্পহস্তা। কালিকাপুরাণ বর্ণিত উগ্রতারাও মহাকালীর ন্যায় শবাসনা, নৃমুণ্ডমালিনী ও সর্পভূষণা দেবী। সুতরাং বুঝা যাইতেছে, সরস্বতীর সহিত তান্ত্রিক মহাকালীর সমন্বয়ে গঠিত তান্ত্রিক দেবীই নীলসরস্বতীর এবং জাঙ্গুলীতারার আদর্শ।"[৪] সুধীভূষণ বলেছেন যে, নীলসরস্বতী, নীলতারা, জাঙ্গুলীতারা প্রভৃতি সমগোত্রীয় দেবীর মধ্যেই মঙ্গলচণ্ডী ও মনসা অঙ্গীভূত ছিলেন। পরে মঙ্গলচণ্ডী ও মনসা পৃথক হয়ে গেছেন।[৫]

দিগম্বর জৈনদের বজ্রশৃঙ্খলা নামে এক দেবী আছেন। বজ্রশৃঙ্খলা হংসারূঢ়া, চতুর্ভুজা, চারিহস্তে সর্প, পাশ, জপমালা এবং ফল। একই দেবতাকে শ্বেতাম্বর জৈনরা কালী বলে থাকেন। শ্বেতাম্বরদের যক্ষিণী কালী পদ্মাসনা, চতুর্ভুজা,—চারিহস্তে পাশ, সর্প, অংকুশ ও বরদমুদ্রা। অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত জীবনকৃষ্ণ মৈত্রের পদ্মাপুরাণে ধন্বন্তরি সর্পদংশনে মৃত চাঁদ সদাগরের পুত্রের চিকিৎসায় গমনের পূর্বে কালীপূজা করেছিলেন।[৬] জৈন বজ্রশৃঙ্খলা বা কালীর সঙ্গে মনসার সংযোগ ও সাদৃশ্য অত্যন্ত স্পষ্ট। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে বজ্রশৃঙ্খলা বা যক্ষিণী কালীর সঙ্গে সরস্বতীর সাদৃশ্যই গভীরতর। শ্বেতাম্বর জৈনদের দেবী কন্দর্পা এবং দিগম্বর জৈনদের মানসী বা পন্নগার প্রভাবও মনসার উপরে পতিত হয়েছে বলে মনে করা হয়।[৭] মনসার উপরে সরস্বতীর গভীর প্রভাবের সঙ্গে বৌদ্ধ ও জৈন দেবীদের প্রভাব আপতিত হওয়া অসম্ভব নয়। বঙ্গদেশ থেকে বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম ক্রমশঃ বিলীন হওয়ার ফলে বৌদ্ধ ও জৈনরা অনেকেই হিন্দুধর্মে ফিরে এসেছিলেন। বৌদ্ধ ও জৈনদের

বজ্রশৃঙ্খলা

১ Iconography of Buddhist and Brahmanical Sculptures, pp. 218-19.
২ সুধীভূষণ ভট্টাচার্য সম্পাদিত দ্বিজ মাধবের মঙ্গলচণ্ডীর গীত, ২য় সং, ভূমিকা—পৃঃ ১৮/
৩ তদেব—পৃঃ ২১০ ৪ তদেব—পৃঃ ২১০ ৫ তদেব—পৃঃ ২১০-২১০
৬ তদেব—পৃঃ ২১৫০ ৭ তদেব—পৃঃ ২॥০

দেবসত্তা হিন্দুদেবসত্তার সঙ্গে মিশ্রিত হওয়া স্বাভাবিক। তবে একথাও স্মর্তব্য যে হিন্দু দেবতারাই রূপান্তর গ্রহণ করে মহাযান বৌদ্ধধর্মে ও জৈনধর্মে প্রবেশ করেছিলেন। হিন্দুপ্রাধান্যের যুগে বৌদ্ধজাঙ্গুলী মনসাতে আত্মবিলীন করে মনসার অন্যতম নাম জাগুলীরূপে আপন অস্তিত্বের স্বাক্ষর রেখে গেছেন,—এ ঘটনাও সত্য। ডঃ সুকুমার সেনও অনুরূপ ইঙ্গিত প্রদান করেছেন, "এই নাম পরে মনসাতে বর্তিয়াছে—জাগুলী।"[১] ডঃ সেন অথর্ববেদের বিষনাশন ও রোগ-হর 'জঙ্গিড়' এবং জাঙ্গুলীর মধ্যে সম্পর্ক অনুমান করেছেন।[২] অথর্ববেদের জঙ্গিড় শব্দ থেকে যদি জাঙ্গুলী শব্দ এসে থাকে, তাহলে জাঙ্গুলীকে অনার্য শব্দ বলে মনে করার হেতু নেই। শ্রীযুক্ত বিনয় ঘোষ বলেছেন, "পশ্চিমবঙ্গে বিশেষ করে বর্ধমানের এই অঞ্চলের কোথাও আদিম সর্পদেবতা জাগুলী ও বিষহরির পূজা মনসা পূজার রূপ নিয়েছিল।"[৩]

এই মন্তব্য যে প্রমাণনির্ভর নয়, উপরোক্ত আলোচনাই তা প্রতিপাদন করে।

বৌদ্ধ জাঙ্গুলী ও জৈন পদ্মাবতী: বৌদ্ধতন্ত্রে জাঙ্গুলীতারা অন্যতম প্রধান দেবতা। বৌদ্ধসাধনায় তারা ও জাঙ্গুলীর অভিন্নতা প্রতিপাদিত হয়েছে। তারা আট প্রকার ভয় দূর করেন বলেই তারা নামে অভিহিতা। এই অষ্টভীতির মধ্যে সর্পভীতি অন্যতম। বৌদ্ধজাঙ্গুলী তারার প্রতিরূপ হিসাবে জৈনধর্মে পদ্মাবতী বিষনাশিনী দেবীরূপে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। পদ্মাবতীও সর্প ভয়নাশিনী সর্পবিষারোগ্যকারিণী তারা—

> তারা ত্বং সুগতাগমে ভগবতী গৌরীতি শৈবাগমে।
> বজ্রা কৌলিকশাসনে জিনমতে পদ্মাবতী বিশ্রুতা ॥
> গায়ত্রী শ্রুতশালিনাং প্রকৃতিরিত্যুক্তাসি সাংখ্যযানে।
> মাতর্ভারতি কিং প্রভূতভণিতৈর্ব্যাপ্তং সমস্তং ত্বয়া ॥[৪]

—সুগতাগমে তুমি তারা, শৈব আগমে তুমি ভগবতী গৌরী, কৌলিক শাসনে তুমি বজ্রা, জৈনমতে তুমি পদ্মাবতী নামে খ্যাতা, বেদবিদ্‌দের কাছে তুমি গায়ত্রী, —সাংখ্যদর্শনে তুমি প্রকৃতি নামে কথিতা; হে মাতঃ ভারতি, বেশী বলে কি হবে, সমস্তই তোমার দ্বারা ব্যাপ্ত।

এই স্তুতিতে পদ্মাবতী তারা, গৌরী, গায়ত্রী, ভারতী প্রভৃতি দেবীবর্গের সঙ্গে একাত্মতা লাভ করেছেন। পদ্মাবতী, তারা, গৌরী প্রভৃতি ভারতী বা সরস্বতীর নাম বা রূপান্তর হিসাবে উল্লিখিত হয়েছেন।

---

১ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম, পূর্বার্ধ—পৃঃ ২২১

২ "The words may have connection also with Jangida, one of the most potent remedies against poison and other ills, eulogized in some hymns in AV". Vipradasa's Manasā Vijaya—Intro. p. xxxiv

৩ পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি (১৯৫৭)—পৃঃ ১৯৫

৪ পদ্মাবতীস্তোত্রম্—১৯

জৈন পদ্মাবতী ও বৌদ্ধ জাঙ্গুলীতারা অভিন্না। জাঙ্গুলী দ্বিতীয় ধ্যানীবুদ্ধ অক্ষোভ্য থেকে জাতা। সাধনামালায় চতুর্থ ধ্যানীবুদ্ধ অমোঘসিদ্ধির মাথায় সাপের সাতটি ফণা ছত্ররূপে শোভা পায়। জৈন পার্শ্বনাথের সঙ্গে অমোঘসিদ্ধির সাদৃশ্য লক্ষণীয়। পার্শ্বনাথের মাথার উপরে তিন, সাত বা এগারটি সাপের ফণা ছত্ররূপে থাকে। জাঙ্গুলীতারা স্বনামেও জৈনধর্মে প্রতিষ্ঠিতা হয়েছিলেন। ১৪৮৯ খ্রীষ্টাব্দের একটি পাণ্ডুলিপিতে জাঙ্গুলীতারা সর্পদেবীরূপে উল্লিখিত হয়েছেন—

দুর্দান্ত শাব্দিকম্মন্যদর্পসর্পিকজাঙ্গুলী
নিত্যং জাগর্তি জিহ্বাগ্রে বিশেষবিদুষামিয়ম্ ॥

—দুর্দান্ত শাব্দিকম্মন্যদের দর্পরূপসর্পের জাঙ্গুলী (বিষনাশিনী) বিশেষভাবে বিদ্বানবর্গের জিহ্বাগ্রে নিত্যই জাগ্রত থাকেন।

জিনপ্রভসূরী ১২৯৫ খ্রীষ্টাব্দে গ্রন্থটি রচনা করেছিলেন। সুতরাং বৌদ্ধ জাঙ্গুলী ত্রয়োদশ শতাব্দীর আগেই জৈনধর্মে প্রবেশ লাভ করেছেন বলে অনুমান হয়।[১]

মল্লিসেন রচিত শ্বেতাম্বর জৈনশাস্ত্র ভৈরব পদ্মাবতীকল্পগ্রন্থে পদ্মাবতীর বর্ণনা :

পন্নগাধিপশেখরাং বিপুলারুণাম্বুজবিস্তরাং
কুরকুটোরগবাহনামরুণপ্রভাং কমলাননাং
ত্র্যম্বকাং বরদাঙ্কুশায়তপাশদিব্যফলাঙ্কিতাং
চিন্তয়েৎ কমলাবতীং জপতাং সতাং ফলদায়িনীম্ ॥

—সর্পরাজ যাঁর মুকুট, অরুণবর্ণের বিপুল বিস্তৃত যাঁর বাহু, কুরকুটসর্প যাঁর বাহন, অরুণ বর্ণ যাঁর দেহজ্যোতি, পদ্মাননা, ত্র্যম্বকা, বর, অংকুশ, দীর্ঘ পাশ ও দিব্যফল যাঁর হস্তে শোভিত, জপকারী সৎব্যক্তির ফলদায়িনী কমলাবতীকে (পদ্মাবতী) চিন্তা করবে।

এখানে পদ্মাবতীকে ত্র্যম্বকা বলা হয়েছে। ত্র্যম্বক শিবের নাম। ত্র্যম্বকা দুর্গা-পার্বতী। ভবিষ্যপুরাণে পদ্মা বা মনসার ধ্যানে দেবী মহেশা—"দেবীং পদ্মাং মহেশাং শশধর বদনাং···।" জৈন পদ্মাবতী স্তোত্রে পদ্মাবতী মহাভৈরবী। শিব বা শিবের মূর্ত্যন্তর ভৈরব। পদ্মা বা কমলা লক্ষ্মীর নাম। সরস্বতীও পদ্মাসনা এবং পদ্মহস্তা। মনসা ও পদ্মা পদ্মপত্রে জাতা। লক্ষ্মীর হাতেও শ্রীফল থাকে। নিধি বা রত্নের আকর সমুদ্র। লক্ষ্মী-দেবী অষ্টনিধি বা রত্নের অধিকারিণী। এই আটটি নিধি হল : পদ্ম, মহাপদ্ম, মকর, কচ্ছপ, মুকুন্দ, নীল, নন্দ এবং শঙ্খ। বিষহরি পদ্মারও প্রিয় অষ্টনাগ : অনন্ত, বাসুকি, তক্ষক, কর্কোটক, পদ্ম, মহাপদ্ম, শঙ্খ ও কুলিক। এ. কে. ভট্টাচার্য মনে করেন যে,

১ Tara as a Serpent Deity and its Jain Counterpart Padmavati, A. K. Bhattacharya, Sakti Cult & Tara, Ed. D. C. Sircar, C. U. —pp. 158-159

যেহেতু বিষধর সাপের মাথায় মূল্যবান নিধি বা রত্ন থাকে বলে বিশ্বাস সেইহেতু পদ্মা বা লক্ষ্মীর অষ্ট নিধি পদ্মা-বিষহরী-মনসার অষ্টনাগে পরিণত হয়েছে।[১]

শ্বেতাম্বর জৈনদের দ্বারা পূজিত পদ্মাবতীর বর্ণনা :

তথা পদ্মাবতী দেবী কুকু‍্টোরগবাহনা।
স্বর্ণবর্ণা পদ্মপাশভৃদ্দক্ষিণকরদ্বয়া।
ফলাং কুশধরাভ্যাঞ্চ বামদোর্ভ্যাং বিরাজিতা॥

দেবী পদ্মাবতী কুক্কুট ও সর্পবাহনা, স্বর্ণবর্ণ বিশিষ্টা, দক্ষিণ হস্তদ্বয়ে পদ্ম ও নাগপাশধারিণী, বামহস্তদ্বয়ে ফল ও অংকুশ ধারণ করে বিরাজ করছেন।

এই বিবরণ আছে হেমচন্দ্রের পার্শ্বনাথ চরিতে। দিগম্বর জৈনদের দ্বারাও পদ্মাবতী পূজিতা হয়েছেন। দিগম্বরদের পদ্মাবতী রক্তবর্ণা, চতুর্ভূজা, পদ্মাসনা,— অংকুশ, অক্ষসূত্র ও পদ্মধারিণী। দেবী ষড়ভুজা, অষ্টভুজা ও চতুর্বিংশতিভুজাও হতে পারেন। এই সব ক্ষেত্রে বিভিন্ন অস্ত্রশস্ত্র দেবীর হাতে শোভা পায়।[১]

বি. সি. ভট্টাচার্যের মতে পদ্মাবতী বঙ্গ দেশে মনসারূপে পূজিতা হচ্ছেন : "In Bengal Padmāvati with the snake symbols is worshipped as Manasā, the goddess of the snakes and the wife of Jaratkāru."[২]

ডঃ জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ও এই মতের সমর্থক। তিনি লিখেছেন, "Padmāvatī, the Śāsnadevatā of the twenty-third Jaina Parśvanātha, is like him associated with snakes, and there is little doubt that her Hindu Counterpart is the folk-goddess Manasā, one of whose names is also Padmāvatī or Padmā."[৩]

জৈন পদ্মাবতী যক্ষিণী, তাঁর সর্পদেবতারূপে পূজার কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। খ্রীষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে বঙ্গদেশে জৈন প্রভাব ক্ষীণতর হয়েছে। মনসার আবির্ভাব অনেক পরে। পদ্মাবতীর সঙ্গে মনসার অভিন্নতা প্রতিপাদনের উপযোগী গভীরতর সাদৃশ্যও নেই। এই যুক্তিতে ডঃ প্রদ্যোত কুমার মাইতি পদ্মাবতীর মনসায় রূপান্তরের ঘটনাকে গ্রহণ যোগ্য বিবেচনা করেন নি।[৪]

পঞ্চবিংশতিপ্রজ্ঞাপারমিতার একটি পাণ্ডুলিপিতে খদিরবাহিনী তারার সঙ্গে জাঙ্গুলির চিত্র অংকিত আছে। এই চিত্রে জাঙ্গুলী দ্বিভুজা, বামহস্তে সর্প ও দক্ষিণে বজ্র—, মাথার উপরে পাঁচটি ফণাধারী সর্পের চন্দ্রাতপ,—পশ্চাতে জ্যোতির্মণ্ডল—দেবীর আসন একটি কুণ্ডলীকৃত সর্প।[৫] চিত্রাঙ্কিত জাঙ্গুলী মনসা-পদ্মাবতীর সমপর্যায়ভুক্ত। লক্ষ্মী-সরস্বতী ও শিবানী-দুর্গা মিলিত হয়ে মনসা, জাঙ্গুলী ও পদ্মাবতীতে পরিণত হয়েছেন। জৈনগ্রন্থে শিরোপরি সপ্তফণার

১ Jaina Iconography—B. C. Bhattacharya, p. 144
২ ibid—p. 145
৩ Development of Hindu Iconography
৪ Historical Studies in the Cult of the Goddess Manasa, p. 233
৫ Tara as a Serpent Deity ; Sakti Cult & Tara—p. 161.

ছত্রধারিণী পার্শ্বনাথের এক যক্ষিণীর উল্লেখ আছে। বৌদ্ধ কুরুকুল্লার সঙ্গেও জৈন পদ্মাবতীর বেশ মিল আছে। বৌদ্ধদেবী মহামায়ূরী বিষনাশিনী ও বিদ্যার দেবী ত্রিমুখী ও ষড়ভুজা হলেও বরমুদ্রা ও কলশ ধারণ করে থাকেন।[১] ইলোরার গুহাচিত্রে (৬নং গুহা) অংকিত মহামায়ূরী বিদ্যাধারিণী, পেখমধরা ময়ূরও আছে। মহামায়ূরীতেও লক্ষ্মী ও সরস্বতীর প্রভাব কিছুটা পড়েছে। বৌদ্ধ-তন্ত্রের শুভ্রবর্ণা দ্বিভুজা শ্বেতপদ্মাসনা রক্তপদ্ম ও পুস্তকধারিণী প্রজ্ঞাপারমিতাও সরস্বতীর প্রভাবে সৃষ্টা।

মনসার দেবীরূপে প্রতিষ্ঠা : ঋগ্বেদের সূর্যের মন বা সূর্যশক্তির সঙ্গে বিষহরী-মনসার সম্পর্ক পাওয়া না গেলেও অথর্ববেদের বিষনাশিনী সরস্বতীর সঙ্গে বিষহরী মনসার সম্পর্ক অস্বীকার করার উপায় নেই। ঋগ্বেদে বিষনাশ করেন সূর্য ও অগ্নি। স্কন্দপুরাণে সূর্য কখনও কখনও বিষবিদ্যা বিশারদ জাঙ্গুলিক হয়ে থাকেন—"স কদাচিজ্জাঙ্গলিকো বিষবিদ্যা বিশারদ"।[২] সুতরাং সূর্য ও অগ্নির সঙ্গে মনসার সম্পর্ক অস্বীকার করার উপায় নেই। আবার তন্ত্ররাজতন্ত্রে দ্বাদশাক্ষরী বিদ্যা আরোগ্যদাত্রী বিষদুঃখ প্রশমিনী।[৩] অতএব সূর্যাগ্নির জ্যোতীরূপা সরস্বতী ও নদী সরস্বতী—পরে বিদ্যারূপা সরস্বতী মহাভারতের সর্পমাতা কদ্রু ও আস্তীকমাতা জরৎকারুর সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে মূর্তিমতী বিষবিদ্যা সর্পবিষনাশিনী মনসাতে পরিণত হয়েছেন আনুমানিক খ্রীষ্টীয় একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীতে—এ সিদ্ধান্ত নিশ্চিন্ত মনে গ্রহণ করা চলে। বৌদ্ধ জাঙ্গুলী ও জৈন পদ্মাবতীও মনসাতে আপনসত্তা বিসর্জন দিলেন। সর্পসংকুল বাঙ্গালাদেশে, আসামে বা নিকটবর্তী অঞ্চলে সর্পাধিষ্ঠাত্রী সর্পবিষনাশিনী দেবী হিসাবে মনসা পেলেন পূজা ও প্রতিষ্ঠা। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মনসাকে পৌরাণিক দেবতা, আস্তীক মাতা এবং চণ্ডীর অংশরূপে গণ্য করেছেন,—"অবশ্য মনসা ঠিক নূতন দেবতা নহেন, পৌরাণিক যুগ হইতেই তাঁহার দেবমহিমা স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে। মহাভারতে নাগমাতা নিজ আত্মবিসর্জনের দ্বারা পিতৃকুল রক্ষা করিয়া দেবত্ব অর্জন করিয়াছেন,...মনসা দেবী যেমন লৌকিক সম্পর্কে চণ্ডীর আত্মীয়া, তেমনি অধ্যাত্ম তাৎপর্যের দিক দিয়াও চণ্ডী প্রকৃতির ক্রূর অংশেরই একটা সমগ্র রূপায়ণ।"[৪]

বৈদিক দেবসত্তার পৌরাণিক রূপান্তরের মধ্য দিয়ে নানা পরিবর্তনে ও মিশ্রণে মনসার দেবীরূপে প্রতিষ্ঠা হলেও উচ্চ অভিজাত বর্ণের মধ্যে তাঁর প্রতিষ্ঠা হতে অনেক বিলম্ব হয়েছে। বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য ভাগবতে 'দম্ভ করি বিষহরী' পূজাকে একটু অবজ্ঞামিশ্রিত চক্ষে দেখা হয়েছে। নিম্নস্তরের মানুষেরাই মনসাকে

---

১ বৌদ্ধদের দেবদেবী—পৃঃ—৮৫-৮৬
২ স্কন্দঃ, কাশীঃ, পূর্বার্ধ—৪৬।১৭
৩ তন্ত্ররাজ—৩।৫০
৪ সাহিত্য সংস্কৃতির তীর্থসঙ্গমে—পৃঃ ৫৩

আপন করে নিয়েছিল মনে হয়। নারায়ণদেবের পদ্মাপুরাণে চাঁদ সওদাগর মনসাকে বলেছে—

কষ্ট করহ জে জদি সত্য কহিতে উচিত।
হও তোমি শিবের কন্যা হইয়াছে পতিত॥
জাতিহিন জাতি তোমি না কর বিচার।
জেই পূজা পূজে তোমি জাও খাইবার॥
পঞ্চ কোলিন মধ্যে আমি যে কোলিন।
কোন কালে কোন কর্ম না করিচি হিন॥
লোভ ভাবে পদ্মা তোমি ছার দেব ভাও।
দেবতার ভোগ এরি বেঙ্গ চেঙ্গ খাও॥[১]

নারায়ণদেবের কাব্যের এই উদ্ধৃতি প্রমাণ করে যে, মনসাদেবী কোন সময়ে উচ্চস্তরের মানুষের পূজা আদায় করতে পারেন নি। চাঁদ সওদাগরের সঙ্গে মনসার বিবাদ থেকেও জানা যায় যে, উচ্চ সম্প্রদায়ের পূজা পেতে মনসাকে বেশ বেগ পেতে হয়েছিল।

বাঙ্গালাদেশে সেন রাজাদের অভ্যুদয়সময়ে মনসা উচ্চবর্ণের মধ্যেও প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন বলে মনে হয়। বিজয় সেনের নাম খোদিত মনসামূর্তি এবং সেনযুগে নির্মিত বহুসংখ্যক মনসার পাষাণী প্রতিমা প্রমাণ করে যে খ্রীষ্টীয় একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীতে মনসা উচ্চবর্ণের পূজার অধিকারিণী হয়েছিলেন। যে অর্বাচীন পুরাণগুলিতে মনসার বিবরণ আছে, সেগুলিও পণ্ডিতদের মতে খ্রীষ্টীয় একাদশ দ্বাদশ শতাব্দীতে রচিত। তাই সকল পণ্ডিতের মতেই মনসাদেবীর আবির্ভাব খ্রীষ্টীয় দশম-একাদশ শতাব্দীতে। এই সময়ের পূর্বে দেবীরূপে মনসার আবির্ভাব বা প্রতিষ্ঠার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় নি। তবে মথুরায় প্রাপ্ত কণিক-শিল্প নাকের দ্বারা নির্মিত একটি মূর্তিকে অনেকে মনসামূর্তি বলে স্থির করেছেন। এই মূর্তিটি মৌর্য বা শুঙ্গযুগের বলে বিশেষজ্ঞের সিদ্ধান্ত। কোন কোন পণ্ডিতের মতে মূর্তিটি যক্ষী লায়াবের। মূর্তিটি যদি মনসার হয়, তবে মনসা পূজার ইতিহাস খ্রীষ্টপূর্ব শতাব্দীতে গিয়ে পেঁছায়।[২] কিন্তু মূর্তিটি সম্পর্কে নিশ্চিত সিদ্ধান্ত না হলে বিষয়টি অমীমাংসিতই থেকে যায়।

---

১ পদ্মাপুরাণ, কঃ বিঃ (১৯৪৭ —পৃঃ ২৮.

২ Development of Hindu Iconography (1941), C. U. pp. 108-109

শীতলা

সরস্বতী-লক্ষ্মী-মনসার সঙ্গে সংশ্লিষ্টা মনসার প্রভাবে উৎপন্না বসন্তরোগের দেবী শীতলা। মনসা যেমন হলেন সর্পবিষহারিণী, তেমনি বসন্তরোগহারিণী শীতলা, আবার ওলাউঠা বা কলেরার দেবী হলেন ওলাদেবী বা ওলাবিবি। স্কন্দপুরাণের আবন্ত্যখণ্ডে মর্কটেশ্বর তীর্থমহিমা বর্ণনা প্রসঙ্গে শীতলার মহিমা কীর্তিত হয়েছে। পুরাণকার বলেছেন, শিশুদের বিস্ফোটক নিবারণের জন্য মর্কটেশ্বর তীর্থে স্নান করতে হয়, এখানে স্নান করলে শীতলার প্রভাবে শিশুগণ নীরোগ হয়। শীতলা দর্শন করলে দারিদ্র্য থাকে না, দুষ্কৃত থাকে না।

তস্মিংস্তীর্থে নরঃ স্নাত্বা গোশতস্য ফলং লভেৎ।
বিস্ফোটানাং প্রশান্ত্যর্থং বালানাং চৈব কারণে॥

* * *

শীতলায়াঃ প্রভাবেন বালাঃ সন্তু নিরাময়াঃ।
যে পশ্যন্তি নরাঃ ভক্ত্যা শীতলাং দুরিতাপহাম্।
ন তেষাং দুষ্কৃতং কিঞ্চিন্ন দারিদ্র্যং দ্বিজোত্তম॥[১]

দারিদ্র্য দূর করেন লক্ষ্মী, শীতলাও দারিদ্র্য দূর করেন। বালাধিষ্ঠাত্রী দেবী ষষ্ঠী, ষষ্ঠীই বালরোগনাশিনী। ষষ্ঠীরও এক নাম শীতলা। শ্রীপঞ্চমীর পরের দিন শীতলাষষ্ঠী নামে প্রসিদ্ধ। শীতল অর্থাৎ বাসি নৈবেদ্যাদি দিয়ে শীতলা ষষ্ঠীর পূজা করার রীতি। শীতলাও বালরোগনাশিনী। মর্কটেশ্বর তীর্থে স্নান করলে শীতলার কৃপায় বিস্ফোটক ভাল হয়। এই জন্যই শীতলা বিস্ফোটকের দেবী বা বসন্তের দেবীতে পরিণত হলেন। স্কন্দপুরাণের কাশীখণ্ডে গঙ্গাকে বলা হয়েছে, 'শীতলামৃতবাহিনী'। শীতলাও অমৃতবর্ষিণী—'ত্বমেকামৃত বর্ষিণীম্'। আবার মার্কণ্ডেয়পুরাণের চণ্ডীর উপাখ্যানে বলা হয়েছে যে দেবীর চরিত শ্রবণ করলে বালগ্রহ দূর হয়, বালকদের শান্তি হয়—

বালগ্রহাভিভূতানাং বালানাং শান্তিকারকম্।[২]

স্কন্দপুরাণ অনুসারে দেবীর স্তব করলে ও স্নানজল পান করলে বালকগণের শান্তি হয়—

বালানাং পরমাশান্তিরেতৎ স্তোত্রাম্বুপানতঃ।

স্কন্দপুরাণে ও পিচ্ছিলাতন্ত্রে শীতলা শ্বেতবর্ণা, গর্দভবাহিনী, দুই হস্তে পূর্ণকুম্ভ ও সম্মার্জনী,—সম্মার্জনীর দ্বারা অমৃতময় জল ছিটিয়ে রোগ তাপ শান্তি করছেন, তিনি দিগম্বরী, মস্তকে কুলা, সুবর্ণমণিভূষিতা, ত্রিনেত্রা এবং বিস্ফোটকের কঠিন তাপ প্রশমনকারিণী। শীতলার ধ্যান—

---

১ স্কন্দঃ আবন্ত্যঃ—১২।২।৪ ২ মাঃ পুঃ ৯২ অঃ ৩ স্কন্দঃ কাশী উত্তরার্ধ—৭২।৭৯

শ্বেতাঙ্গীং রাসভস্থাং করযুগলবিলসন্মার্জনীপূর্ণকুম্ভাং
মার্জন্যা পূর্ণকুম্ভাদমৃতময়ং জলং তাপশান্তৈ ক্ষিপন্তীম্।
দিগ্বস্ত্রাং মূর্দ্ধিস্থর্পাং কনকমণিগণৈর্ভূষিতাঙ্গীং ত্রিনেত্রাং
বিস্ফোটাদ্যুগ্রতাপ প্রশমনকারী শীতলা ত্বাং ভজামি।

বাহন গর্দভ, কুলা ও ঝাঁটা বাদ দিলে শীতলার সঙ্গে সরস্বতী, গঙ্গা, লক্ষ্মী, দুর্গা, ষষ্ঠী প্রভৃতির সাদৃশ্য স্পষ্ট। এই দেবীদের রূপগুণের আংশিক সংমিশ্রণে শীতলার সৃষ্টি। ঝাঁটা ও কুলা রোগ দূর করার জন্য দেওয়া হয়েছে। কুলার বাতাস অবাঞ্ছিত বা অমঙ্গল দূর করে।

শীতলার আর একটি ধ্যানমন্ত্র :—

শূর্পালংকৃতমস্তকাং সুরগণৈঃ সংস্তূয়মানাং মুদা।
বামে কুম্ভধরাং পয়োদবদনাং বন্দে খরস্থাং সদা॥
দিগ্বাসামৃদুহাসসুন্দরমুখীং সম্মার্জনীং দক্ষিণে।
পাণৌ তাং দধতীং ভবার্তিশমনীং সংসারবিদ্রাবিণীম্।[১]

—মাথায় শূর্প (কুলা) দেবগণের দ্বারা স্তুতা, বামহাতে কুম্ভ, মুখ মেঘসদৃশ, গর্দভে আসীনা, দিগ্বাসা, হাস্যমুখী ভবদুঃখবিলাসিনী দক্ষিণহস্তে সম্মার্জনীধারিণী, সংসারদুঃখনাশিনীকে বন্দনা করি।

শীতলার প্রণাম মন্ত্রেও একই বর্ণনা :

নমামি শীতলাং দেবীং রাসভস্থাং দিগম্বরীং।
মার্জনীকলশোপেতাং শূর্পালংকৃতমস্তকাম্॥[২]

স্কন্দপুরাণোক্ত শীতলার স্তোত্রেও শীতলার রূপ ও কর্মের বিবরণ আছে :—

বন্দেঽহং শীতলাং দেবীং রাসভস্থাং দিগম্বরীম্।
মার্জনীকলসোপেতাং শূর্পালংকৃতমস্তকাম্॥
বন্দেঽহং শীতলাং দেবীং সর্বরোগভয়াপহাম্।
যামাসাদ্য নিবর্তেত বিস্ফোটকভয়ং মহৎ॥
শীতলে শীতলে চেতি যো ব্রূয়াদ্দাহপীড়িতঃ।
বিস্ফোটকভয়ং ঘোরং ক্ষিপ্রং তস্য প্রণশ্যতি॥
যস্তামুদকমধ্যে তু ধ্যাত্বা সম্পূজয়েন্নরঃ।
বিস্ফোটকভয়ং ঘোরং গৃহে তস্য ন জায়তে॥[৩]

এই স্তবমন্ত্রে শীতলা দেবী শুধু বিস্ফোটক ভয় দূর করেন তা নয়, তিনি সর্ব-রোগহারিণী। বিশেষ লক্ষণীয় এই যে, জলমধ্যে শীতলাপূজার বিধান দেওয়া হয়েছে। সরস্বতী-গঙ্গা-যমুনার মত শীতলার জলরূপতা বা নদীরূপতাই কি জলমধ্যে শীতলার পূজার ইঙ্গিত? অথবা গঙ্গা ও সরস্বতীর সঙ্গে অভিন্নতারই ইঙ্গিত? গঙ্গাও সর্বরোগহারিণী ভিষক্‌শ্রেষ্ঠা বিষহন্ত্রী।[৪] অতএব ষষ্ঠী ও শীতলার উপরে

---

১ ক্রিয়াকাণ্ডবারিধি—পৃঃ ৭৭০ ২ তদেব

৩ স্তবকবচমালা, উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়; বসুমতী—পৃঃ ৬৮৩ ৪ গঙ্গা প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য

গঙ্গার প্রভাব স্বল্প নয়। সম্ভবতঃ শীতলাও ষষ্ঠীর দ্বারা প্রভাবিতা। শীতলা নামে শীতলামৃতবাহিনী গঙ্গার শৈত্যের ইঙ্গিত বহন করে। সরস্বতী শুভ্রা, গঙ্গা শুভ্রা, ষষ্ঠী শুভ্রা—শীতলাও শুভ্রবর্ণা। সরস্বতীর হাতে রত্নকুম্ভ বা পয়ঃকুম্ভ, লক্ষ্মীরও রত্নঘট থাকে; শীতলার হাতে অমৃতকুম্ভ। লক্ষ্মী ও ষষ্ঠীর মতই শীতলাও সরস্বতীর অংশরূপে আবির্ভূতা। দশমহাবিদ্যার অন্যতমা ধূমাবতীর হাতে থাকে শূর্প বা কুলো, শীতলার মস্তকে শূর্প।

নগেন্দ্রনাথ বসু বিশ্বকোষে বৈদিক 'তক্মন্' এর সঙ্গে শীতলার অভিন্নতার উল্লেখ করেছেন। ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বৈদিক অপ্ ও শীতলার অভিন্নতা প্রতিপাদনে প্রয়াসী হয়েছিলেন।[১] অপ্ বা জল অমৃতময়, মাতৃরূপা, সকল রোগের ঔষধ, রোগ নিরাময়ের হেতু।[২] বৈদিক অপ্ দেবতার সঙ্গে সরস্বতী ও শীতলার সম্পর্ক অনস্বীকার্য।

অনেকে মনে করেন বৈদিক অপ্ দেবতার পৌরাণিক সংস্করণ শীতলা, স্বামী নির্মলানন্দের মতে শীতলা জলাভিমানিনী দেবতা। শীতলার হাতে জলপূর্ণ কুম্ভ অপ্ দেবতার বৈশিষ্ট্য বাহক। জলমধ্যে শীতলার ধ্যান করার বিধি আছে।[৩] বৈদিক অপ্ দেবতার ত কোন আকার নেই। তিনি বসন্ত রোগের দেবতাও নন। অপ্-এর সঙ্গে গঙ্গা ও সরস্বতীর সমন্বয়ে শীতলার পরিকল্পনা সম্ভব।

বৌদ্ধদেবী হারীতী ও শীতলা : কিন্তু অনেক পণ্ডিতই সিদ্ধান্ত করেছেন যে বৌদ্ধ তন্ত্রের হারীতী দেবী শীতলায় পরিণত হয়েছেন। "বৌদ্ধগণের হারীতী দেবীও স্কন্দপুরাণ ও পিচ্ছিলাতন্ত্রোক্ত কয়েকটি শ্লোক হইতে নবশক্তি লাভ করিয়া এই বিস্ফোটক জ্বর পীড়িত বঙ্গদেশে সহজেই পূজামণ্ডপে স্থান পাইলেন। ডোমাচার্যগণ পূজিত সিন্দুরমণ্ডিত ব্রণচিহ্নাঙ্কিত ধাতুময় মুখবিশিষ্ট অবয়ব ত্যাগ করিয়া ইনি হিন্দু ব্রাহ্মণের হস্তে মৃণালতন্তুসদৃশী মার্জনী কলসোপেতা সূর্পালংকৃতমস্তকা শীতলা দেবী হইয়া দাঁড়াইলেন।"[৪] মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী হারীতী ও শীতলার মধ্যে কে কার কাছে ঋণী সে বিষয়ে সংশয় প্রকাশ করেও শীতলাকে হারীতীর নিকট ঋণী বলে সিদ্ধান্ত করেছেন—"It is difficult to ascertain whether, Hindus have taken Sitala from the Buddhistic Hariti or the Buddhists from the Hindu Sitala. I am inclined to think that the Hindus are the borrowers."[৫] চীনদেশের বিশ্বাস অনুযায়ী হারীতী শিশুহরণকারিণী যক্ষিণী। কিন্তু বৌদ্ধশাস্ত্রে হারীতী শিশুর রক্ষয়িত্রী ও পালিকা এবং সন্তানদাত্রী।[৬] কিন্তু হারীতী ছিলেন প্রথমতঃ শিশু-

১ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩০৫—পৃঃ ২৯
২ হিন্দুদের দেবদেবী, প্রথম পর্ব—পৃঃ ৪৭৬-৮২ দ্রঃ
৩ দেবদেবী ও তাঁদের বাহন—পৃঃ ১৬৭-৬৯
৪ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, দীনেশ চন্দ্র সেন, ৮ম—পৃঃ ১০৪
৫ Discovery of Living Buddhism in Bengal—page 20
৬ বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, ডাঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, ৫ম সং—পৃঃ ৬৫৬

ঘাতিনী যক্ষিণী,—পরে তিনি হলেন শিশুপালিকা—অবশ্যই ষষ্ঠীদেবীর প্রভাবে।

"The Hindu goddess Hāriti, Protectress of children, worshipped in Northern India by bereaved parents and believed in Nepal to prevent small pox, originally a yakṣini, an orgress, a cannibal demon, who made vow to devour all children in Rājgṛha."[১]

ষষ্ঠী ত শিশুঘাতিনী নন, শীতলাও নন। উভয়েরই শিশুপালিকা এবং রোগ নাশিনী। ষষ্ঠী ও শীতলা একসময়ে একই ছিলেন এবং ষষ্ঠী-শীতলা-মনসা প্রভৃতির প্রভাবেই হারীতীর সৃষ্টি,—এতে সংশয়ের কিছু নেই। সরস্বতী থেকে বিভিন্ন নারী দেবতার বিবর্তন ধারায় শীতলার আবির্ভাব ও বিবর্তন স্পষ্ট। সরস্বতী হলেন বিদ্যাদেবী, গঙ্গা সর্বপাপহারিণী, ষষ্ঠী শিশুপালিকা, মনসা বিষহরি। সুতরাং বালাধিষ্ঠাত্রী হয়েও শীতলা হলেন বালরোগনাশিনী—সর্বরোগ বিনাশিনী, —পরে বিস্ফোটকনাশিনী,—সুতরাং বসন্তরোগনাশিনী। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন যে বসন্তরোগ শিশু বয়স্ক সকল মানুষকেই আক্রমণ করে সকলের কাছে ভীতিপ্রদ। শিশুর সঙ্গে সম্পর্কান্বিতা হারীতীর সঙ্গে শীতলার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা তাই কঠিন। বৌদ্ধ হারীতী যক্ষিণী ও কুবের পত্নী। প্রাচীন ভাস্কর্যে হারীতী কুবেরের পাশে আসীনা। শিশু পরিবৃতা দণ্ডায়মানা একক হারীতীর মূর্তিও দুর্লভ নয়। সুতরাং "পৌরাণিক ষষ্ঠীদেবী কিংবা পৌরাণিক জাতাপহারিণীর সহিতই হারীতীর সম্পর্ক, শীতলার সহিত তাহার কোন সম্পর্ক নাই।···অতএব মনে হয়, বৌদ্ধ হারীতী হইতেই পরবর্তী হিন্দু-পুরাণে জাতাপহারিণীর পরিকল্পনা হইয়া থাকিলেও লৌকিক শীতলার সঙ্গে তাঁহার কোন সম্পর্ক নাই।"[২] শীতলার সঙ্গে হারীতীর সম্পর্ক নেই, এ কথা বলা যায় না। হারীতীও বালরোগনাশিনী বালাধিষ্ঠাত্রী। তবে এই গুণটি ষষ্ঠীর একক বৈশিষ্ট্য হওয়ায় শীতলা হয়েছেন বসন্তরোগের দেবতা। হারীতী ষষ্ঠী শীতলা প্রভৃতির প্রভাবে পরিকল্পিতা।

শীতলা ও পর্ণশবরী : ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করেন, শীতলা বৌদ্ধ পর্ণশবরীর পরিবর্তিত রূপ। বিক্রমপুর থেকে প্রাপ্ত পর্ণশবরীর পদতলে বসন্তগুটিতে সমাচ্ছন্ন একটি মনুষ্যমূর্তি দেখা যায়। (সাধনমালা—২য় Plate XVII[৩] দুই পার্শ্বে গর্দভ ও অশ্ববাহিত দুটি মূর্তিও উক্ত পর্ণশবরীর মূর্তির সঙ্গে বিরাজিত।[৪] সুতরাং "পর্ণশবরী শুধু নাম পাল্টাইয়া বাঙলাদেশে শীতলায়

১ Gods of Northern Buddhism—page 75

২ বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস—পৃঃ ৬৫৭

৩ "Under the legs in this image are shown human beings apparently suffering from deadly deseases, as is evident from circular marks of small pox on one of the persons." Sadhanamala, vol. II Introduction —page clxxi ৪ ibid

পরিণত হইয়াছেন ; এরূপ অনুমান যুক্তিযুক্ত।"[১] কিন্তু পর্ণশবরীর সঙ্গে শীতলার সংযোগসূত্রটি মোটেই স্পষ্ট নয়। ত্রিমুখা, ত্রিনেত্রা, ষড়্‌ভুজা, ব্যাঘ্রচর্মপরিহিতা, বজ্র পরশু ধনুর্বাণধারিণী পর্ণশবরীর সঙ্গে দুর্গা, চণ্ডীর সাদৃশ্য যদিও মেলে শীতলার সাদৃশ্য অনুমাত্রও দেখা যায় না।

ডঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালী কর্তৃক আবিষ্কৃত দুটি ক্রোধপরায়ণা তিন মুখ বিশিষ্টা পর্ণশবরী মূর্তির দক্ষিণে জ্বরের অধীশ্বর হয়গ্রীব ও বামে বসন্তরোগের দেবী শীতলা পলায়নের ভঙ্গীতে স্থাপিত। তাঁর দক্ষিণ পদতলে, একটি বসন্ত রোগাক্রান্ত মনুষ্যমূর্তি।[২] এখানে শীতলা পর্ণশবরীর ভয়ে পলায়ন করছেন। এই মূর্তি থেকে প্রমাণিত হয় যে শীতলা ও পর্ণশবরী অভিন্না নন।

শীতলা ও মনসা

সরস্বতী, গঙ্গা ও ষষ্ঠীর সঙ্গে যেমন শীতলার সংযোগ ঘনিষ্ঠ, মনসার সঙ্গেও তেমনি শীতলার সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। শীতলার বাহন গর্দভ। পশ্চিম দিনাজপুর জেলায় বহু গ্রামে গর্দভারূঢ়া মনসার মূর্তি দেখা যায়। গর্দভবাহনা মনসার পার্শ্বে সাপ থাকে। বীরভূম জেলায় মনসা শীতলা নামেই পূজিতা হন।[৩] কলেরা ও বসন্ত উভয় রোগের দেবতা হিসাবে মনসা পূজিতা হন বীরভূম, বাঁকুড়া ও মুর্শিদাবাদ জেলায়। কলেরা ও বসন্ত নিবারণ করে শীতলতা আনয়ন করেন বলেই মনসাও শীতলা নামে পরিচিতা হয়েছেন।[৪]

শীতলার সঙ্গে অপ্‌ বা জলের সম্পর্ক গভীর। মনসার সঙ্গেও বৃষ্টির সংযোগ রয়েছে। বৃষ্টিপাতের জন্যও কোন কোন স্থানে মনসার পূজা করা হয়। স্বামী শংকরানন্দ মনে করেন যে মনসা আদিতে ছিলেন বৃষ্টির দেবতা, পরে তিনি সর্পকুলের নিয়ন্ত্রী হয়েছেন।

সরস্বতী, গঙ্গা, মনসা প্রভৃতির সঙ্গে শীতলার ঘনিষ্ঠ সংযোগ প্রমাণ করে, এই সকল দেবী মূলতঃ একই সত্তা থেকে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশিত হয়েছেন। এককালে সম্ভবতঃ মনসা ও শীতলা একই দেবতা ছিলেন। পরে বসন্তরোগনাশিনীরূপে শীতলার পৃথক অস্তিত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

দক্ষিণ ভারতীয় বসন্তরোগনাশিনী দেবী ও শীতলা : ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন যে, দক্ষিণ ভারতের বসন্তরোগের দেবী মরীয়ম্মা, মরম্মা বা মরম্মা হেথনা, শীতলম্মা, মহীশূর জেলার গ্রাম্যদেবী সুখজম্মা, আরকট জেলার কন্নিয়ম্মা প্রভৃতির প্রভাবে বাঙ্গালার শীতলার আবির্ভাব। শীতলা পৌরাণিক দেবী ; সরস্বতী, ষষ্ঠী, লক্ষ্মী, দুর্গা-পার্বতী, গঙ্গা প্রভৃতি দেবসত্তার মিশ্রণে পৌরাণিক যুগের শেষের দিকে আবির্ভূতা। অপ্‌ ও সরস্বতীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট

---

১ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ৩য় খণ্ড—পৃঃ ১৬১

২ The Indian Buddhist Iconography—B. Bhattacharyya, 2nd Edn., p. 233.

৩ Historical Studies in the Cult of the Goddess Manasa, pp. 261-62.

৪ Ibid., p. 271.

হওয়ায় শীতলাকে বৈদিক দেবতা বলেও গ্রহণ করা চলে। শীতলাম্মা থেকে শীতলার উদ্ভব নয়, বরং বিপরীত ব্যাপারটিই সম্ভব। তামিলনাদে মারি-অম্মন এবং অন্ধ্রপ্রদেশে পোলেরম্মা বসন্ত রোগের দেবতা। তামিল ভাষায় মারি শব্দের অর্থ বৃষ্টি। মারি অম্মন বৃষ্টি দানও করেন। এই দুই দেবী গবাদি পশুর রোগ, অনাবৃষ্টি প্রভৃতিরও হেতুরূপে পরিচিতা।[১] শীতলা, শীতলাম্মা, ষষ্ঠী, হারীতী, মনসা প্রভৃতি একই সূত্র থেকেই উদ্ভূত। সেই সূত্রটির মূল বেদ ও পুরাণের জ্যোতির্ময়ী দিব্যসরস্বতী ও জলময়ী মর্ত্য সরস্বতী। সেইজন্য এইসব বিভিন্ন দেবীর মূর্তি পরিকল্পনায় এত গভীর সাদৃশ্য।

শীতলার বাহন : স্বামী নির্মলানন্দের মত গর্ধভের সহিষ্ণুতা এবং সেবা পরায়ণতার জন্যই রোগারোগ্যকারিণী দেবী শীতলার বাহনরূপে গর্ধভের পরিকল্পনা। এ ছাড়া গর্দভীর দুধের সঙ্গে বসন্ত রোগারোগ্যের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। গর্দভীর দুগ্ধপানে বসন্তের গুটি প্রকাশিত হয় না, এমন কি বসন্ত রোগাক্রান্ত হওয়ার পরও গর্দভীর দুগ্ধপান রোগের পক্ষে হিতকারী। বিভিন্ন আয়ুর্বেদীয় গ্রন্থে এইরূপ উল্লেখ আছে।[২] হয়ত এই কারণেই গর্দভ শীতলার বাহনরূপে কল্পিত হয়েছে। সরস্বতী ও দুর্গার বাহন সিংহ। গর্দভ সিংহের বিকল্প কিনা, তাও বিবেচ্য।

---

১ The Cult of Sakti in Timilnad, T. V. Mahalingam, Sakti Cult ও Tara (C. U.) page 3

২ দেবদেবী ও তাঁদের বাহন—পৃঃ ১৭৩

শক্তিদেবতা

সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের নিয়ন্ত্রী যে মহাশক্তি—যে মহাশক্তির প্রকাশ জড়ে জীবে সর্বত্র পরিদৃশ্যমান—সেই মহাশক্তিকে ভারতীয় মনীষা ভিন্ন ভিন্ন রূপে কল্পনা করেছে, ব্যাপৃত হয়েছে সেই মহাশক্তির আরাধনায়। এই শক্তিই আদ্যাশক্তি (Primordial force) মহামায়ারূপে বিভিন্ন আধারে বন্দিতা হয়েছেন। সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় শক্তিদেবতা কথাটির তাৎপর্য সুন্দরভাবে বুঝিয়েছেন : "দেবতা আপন ক্ষমতার দ্বারা আপনার করণীয় কাজ নির্বাহ করেন, সেই ক্ষমতার নাম শক্তি। অগ্নির দাহ করিবার ক্ষমতাই তাঁর শক্তি। তাহার নাম স্বাহা। ইন্দ্র বৃষ্টি করেন, বৃষ্টিকারিণী শক্তির নাম ইন্দ্রাণী। পবন বায়ুর দেবতা, বহন-শক্তির নাম পবনানী। রুদ্র সংহারকারী দেবতা, তাঁহার সংহার শক্তির নাম রুদ্রাণী।"[১]

সুতরাং মানুষের কর্মদক্ষতা বা কর্মক্ষমতা যেমন শক্তি, জড়েরও কর্মক্ষমতা শক্তি (energy), তেমনি দেবগণেরও কর্মক্ষমতা বা তেজ শক্তি নামে কথিত হয়। ভারতীয়গণ যেমন বহুদেবতায় বিশ্বাস সত্ত্বেও সকল দেবসত্তার মধ্যে একেশ্বরের অস্তিত্বে গভীর বিশ্বাসী, তেমনি সকল দেবতার সম্মিলিত শক্তি এক মহাশক্তি ; জলস্থল চরাচরে সর্পব্যাপী ব্রহ্মের মত সর্বত্র বিরাজমানা। এই মহাশক্তিই সাংখ্য-দর্শনের প্রকৃতি।

মার্কণ্ডেয়-পুরাণান্তর্গত চণ্ডী-উপাখ্যানে মহাশক্তি চণ্ডীর সঙ্গে শুম্ভদৈত্যের যুদ্ধের সময় চণ্ডীর দেহ থেকে দেব-শক্তিগণের আবির্ভাব হয়েছিল। যে দেবতার যে আকার তাঁর শক্তিও তদনুরূপা।

যস্য দেবস্য যদ্রূপং যথা ভূষণ বাহনম্।
তদ্বদেব হি তচ্ছক্তিরসুরান্ যোদ্ধুমাযযৌ ॥[২]

ব্রহ্মার শক্তি ব্রহ্মাণী হংসবাহনা, অক্ষমালা কমণ্ডলুধারিণী ; মহেশ্বর-শক্তি মাহেশ্বরী বৃষারূঢ়া, ত্রিশূলধারিণী, সর্পবলয় ও চন্দ্রকলাবিভূষিতা ; কুমার কার্তি-কেয়ের শক্তি কৌমারী শক্তিহস্তা ময়ূরবাহনা ; বিষ্ণুশক্তি বৈষ্ণবী গরুড় বাহনা শঙ্খচক্রগদাশার্ঙ্গখড়্গ-হস্তা ; ইন্দ্রশক্তি ঐন্দ্রী ঐরাবতাসীনা বজ্রহস্তা সহস্রনয়না।

হংসযুক্তবিমানাগ্রে সাক্ষসূত্রকমণ্ডলুঃ।
আয়াতা ব্রহ্মণঃ শক্তির্ব্রহ্মাণী সাভিধীয়তে ॥
মাহেশ্বরী বৃষারূঢ়া ত্রিশূলবরধারিণী।
মহাহিবলয়া প্রাপ্তা চন্দ্ররেখা বিভূষণা ॥

---

১ গৌরদাস বাবাজীর ভিক্ষার ঝুলি, বিবিধ প্রবন্ধ, বঙ্কিম রচনাবলী (সাক্ষরতা প্রকাশন) ২য়—পৃঃ ৩৩৭

২ মার্কপুঃ—৮৮।১৪

কৌমারী শক্তিহস্তা চ ময়ূরবরবাহনা।
যোদ্ধুমভ্যাযযৌ দৈত্যানম্বিকাগুহরূপিণী॥
তথৈব বৈষ্ণবী শক্তির্গরুড়োপরিসংস্থিতাম্।
শঙ্খচক্রগদাশার্ঙ্গ খড়্গহস্তাভ্যুপাযযৌ॥

*　　*　　*

বজ্রহস্তা তথৈবৈন্দ্রী গজরাজোপরিস্থিতা।
প্রাপ্তা সহস্রনয়না যথা শক্রস্তথৈব সা॥[১]

যে পুরুষ দেবতার যে আকৃতি যে প্রকৃতি, তাঁর শক্তিও একই আকৃতির একই প্রকৃতির—পুরুষদেবতার স্ত্রীরূপ মাত্র। অতএব শক্তি ও শক্তির অধিকারীতে কোন ভেদ নেই। কেবলমাত্র লৌকিক দৃষ্টিতে দেব ও দেবশক্তিতে পতি-পত্নী সম্পর্ক কল্পিত হয়েছে। কিন্তু সকল দেবসত্তা যেমন এক ও অদ্বয়, তেমনি তাঁদের শক্তিও এক ও অদ্বয়। তাই শুম্ভাসুর যখন দেবী চণ্ডিকাকে বলেছিল, তুমি অন্যের শক্তি নিয়ে যুদ্ধ করছ, এজন্য গর্ব করার কিছু নেই, দেবী তখন বলেছিলেন, আমি জগতে এক অদ্বিতীয়া, দেখ সব শক্তি আমাতেই লীন হয়ে যাচ্ছে। তখনই ব্রহ্মাণী প্রভৃতি শক্তিবর্গ দেবীর স্তনে প্রবেশ র মিলিয়ে গেল।

একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা।
পশ্যৈতা দুষ্ট ময্যেব বিশন্ত্যো মদ্বিভূতয়ঃ॥
ততঃ সমস্তাস্তা দেব্যো ব্রহ্মাণীপ্রমুখা লয়ম্।
তস্যা দেব্যাস্তনৌ জগ্মুরেকৈবাসীৎ তদাম্বিকা॥[২]

তখন দেবী বললেন,—

অহং বিভূত্যা বহুভিরিহ রূপৈর্যদা স্থিতা।
তৎ সংহৃতং ময়ৈকৈব তিষ্ঠাম্যাজৌ স্থিরো ভব॥[৩]

—আমি বিভূতিদ্বারা যে বহুরূপে বর্তমান ছিলাম, তা ফিরিয়ে নিয়েছি, আমি একা, তুমি যুদ্ধে স্থির হও।

পুরাণকার অংশুই মহাশক্তিরূপা একমাত্র দেবতার ইঙ্গিত দিয়েছেন। এই ইঙ্গিতই পাই, দেবগণের রোষজাত তেজ থেকে মহাশক্তি চণ্ডীর উদ্ভবের কাহিনীতে।

অতুলং তত্র তত্তেজঃ সর্বদেবশরীরজম্।
একস্থং তদভূন্নারী ব্যাপ্তলোকত্রয়ং ত্বিষা॥[৪]

—সকল দেবের শরীর জাত অতুলনীয় সেই তেজ একত্রিত হয়ে নারীরূপ পরিগ্রহ করে ত্রিলোক ব্যাপ্ত করেছিল।

বামন পুরাণেও (৫৬অঃ) রক্তবীজবধকালে দেবীর মুখ থেকে জাতা ব্রহ্মাণী, কৌমারী মাহেশ্বরী প্রভৃতি দেবীর শক্তিবৃন্দ দেবীকে সাহায্য করেছিলেন।

১ মার্কপুঃ—৮৮।১৫-১৮, ২১　২ মার্কপুঃ—৯০।৫-৬　৩ মার্কপুঃ—৯০।৮
৪ মার্কপুঃ—৮২।১৩

স্কন্দপুরাণে কাশীতে অধিষ্ঠিতা দেবীর শক্তিবৃন্দের বিবরণ আছে। এঁদের মধ্যে আছেন বারাহী, শিবদূতী, ঐন্দ্রী, কৌমারী, মাহেশ্বরী, নারসিংহী, ব্রাহ্মী, নারায়ণী, গৌরী, ভদ্রকালী, বিশালাক্ষী, হরসিদ্ধি প্রভৃতি। তন্মধ্যে ইন্দ্রাণী—

বজ্রহস্তা তথা চৈন্দ্রী গজরাজরথাস্থিতা।[১]—বজ্রহস্তা গজরাজরূপী রথে স্থিতা ঐন্দ্রী।

কৌমারী—স্কন্দেশ্বর সমীপে তু কৌমারী বর্হিযানগা—স্কন্দেশ্বরের নিকটে ময়ূরবাহনা কৌমারী।[২]

মাহেশ্বরী—বৃষযানবতী পূজ্যা মহাবৃষসমৃদ্ধিদা।[৩]—বৃষারূঢ়া মহৎধর্ম ও সমৃদ্ধি-দাত্রী মাহেশ্বরী পূজনীয়া।

ব্রাহ্মী—হংসযানবতী ব্রাহ্মী ব্রহ্মেশাৎ পশ্চিমে স্থিতা।
গলৎকমণ্ডলুজলঢুলুকাতাড়িতাহিতা॥[৪]

—ব্রহ্মেশের পশ্চিমে অবস্থিতা হংসযানে আরূঢ়া কমণ্ডলুক্ষরিতজলে অমঙ্গল-কারী বিপক্ষগণকে তাড়নাকারী ব্রাহ্মী।

বিভিন্ন দেবসত্তার নারীরূপই শক্তি। ব্যাপক অর্থে তাই সরস্বতী, লক্ষ্মী, মনসা, শীতলা, দুর্গা, কালী প্রভৃতি সকল স্ত্রীদেবতাই শক্তিদেবতা। কিন্তু প্রচলিত রীতিতে শিবশক্তি শিবানী এবং তাঁর রূপভেদ দুর্গা, কালী, চণ্ডী, চামুণ্ডা প্রভৃতি মহাশক্তি মহামায়ারূপে সুপ্রসিদ্ধা। এই মহাশক্তিই পৃথক্ সত্তায় বিকশিত হ'য়ে অন্যান্য স্ত্রীদেবতার মধ্যে প্রধান স্থান গ্রহণ করেছেন। একই মহাশক্তির বহুবিচিত্ররূপ সাধকের দৃষ্টিতে উদ্ভাসিত হয়েছে এবং স্থানীয় গ্রাম্য পৌরাণিক অপৌরাণিক সকল স্ত্রী দেবতাই এক শক্তিগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছেন।

শক্তিতত্ত্বের উদ্ভব পুরাণতন্ত্রের যুগে। শিব বা রুদ্রের শক্তি উমা-পার্বতী-দুর্গা-চণ্ডীর কোন অস্তিত্ব বৈদিক যুগে প্রত্যক্ষ হয় না। বেদে পুরুষ দেবতার প্রাধান্য। সংখ্যায় ও প্রাধান্যে নারী-দেবতা পুংদেবতাদের অপেক্ষা অনেক নিম্নে। তথাপি স্ত্রীদেবতার সংখ্যা নিতান্ত উপেক্ষণীয় নয়। ঋগ্বেদে ইন্দ্রপত্নী ইন্দ্রাণী, উষা, অদিতি বাক্, রাত্রি (১০।১২৭), অরণ্যানী (১০।১৪৬), বৃহস্পতি-পত্নী জুহূ (১০।১০৯), সরমা (১০।১০৮), শ্রদ্ধা (১০।১৫১), সরস্বতী, সূর্যপত্নী সরণ্যু, সূর্যকন্যা সূর্যা, যম ভগিনী যমী, অপ্সরা উর্বশী প্রভৃতি স্ত্রী-দেবতার সাক্ষাৎ পাই। এঁদের মধ্যে অদিতি, সরস্বতী এবং উষা বিশেষ প্রাধান্য অর্জন করেছিলেন। যজুর্বেদে রুদ্রভগিনী উমা রুদ্রের ধ্বংসকার্যের সহায়িকা। কিন্তু শিব-শক্তি উমা দুর্গা পার্বতীরূপে মহাশক্তির আবির্ভাব বৈদিকযুগে ঘটে নি। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে বাক্‌নাম্নী অম্ভৃণ ঋষির কন্যা যে সূক্তটির দ্রষ্ট্রী সেই সূক্তটি দেবীসূক্ত নামে প্রসিদ্ধ। এই সূক্তে বাক্ সোচ্চারে ঘোষণা করেছেন : আমিই রুদ্র ও বসুগণ, আদিত্যগণও বিশ্বদেবগণের মাধ্যমে বিচরণ করি, আমিই মিত্র, বরুণ, ত্বষ্টা, পূষা ও ভগকে

---

১ স্কন্দ, কাশী, উত্তরার্ধ—৭০।২৮ ২ তদেব—৭০।২৯
৩ তদেব—৭০।৩০ ৪ তদেব—৭০।৩২

ধারণ করি, আমি যজমানকে ধন দিই, আমিই বিশ্বভুবন ব্যাপ্ত করে থাকি ইত্যাদি।

পণ্ডিতগণ সাধারণতঃ বাক্‌কে সর্বব্যাপিনী মহাশক্তির প্রথম আত্মঘোষণারূপে গণ্য করে থাকেন। সেইজন্য মহাশক্তির পূজায় চণ্ডীপাঠের পূর্বে দেবীসূক্ত পাঠ করার রীতি প্রবর্তিত হয়েছে। ঋগ্বেদের রাত্রিদেবতাকেও মহাশক্তির প্রকাশরূপে গণ্য করে রাত্রিসূক্ত পাঠ করা হয় চণ্ডীপাঠের পূর্বে। পণ্ডিতদের মতে শক্তিপূজার উৎস দেবীসূক্তে নিহিত। কেউ কেউ আবার ঋষি বাক্‌কে বাগ্দেবী সরস্বতীরূপেও গণ্য করে থাকেন। কিন্তু অম্ভৃণকন্যা বাক্‌নাম্নী ঋষি কবির এই আত্মানুভূতি ব্রহ্মানুভূতির সমতুল্য। ঋগ্বেদে পুরুকুৎস রাজা, ঋষি বামদেব প্রভৃতি অনুরূপ ঘোষণা প্রচার করেছেন বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয়ে।[১] উপনিষদের ঋষির কণ্ঠে অনুরূপ আত্মানুভূতির ঘোষণা বারংবার উচ্চারিত হয়েছে। অতএব ঋগ্বেদের বাক্‌কে সর্বশক্তিময়ী মহাশক্তি বা বাগ্দেবীরূপে গ্রহণ করার যুক্তি তেমন সারবান্ নয়। শক্তিতত্ত্বের ধারণা যদিও বৈদিক যুগে স্পষ্ট নয়, তথাপি শক্তি-পূজার উৎস যদি বৈদিক যুগে খুঁজতে হয় তবে অগ্নির শক্তি (পত্নী) অগ্নায়ী, সরস্বান্-শক্তি সরস্বতী, সূর্য প্রণয়িনী উষা, আদিত্য-জননী বা দেবমাতা অদিতি প্রভৃতির মধ্যেই খুঁজতে হবে। প্রকৃত পক্ষে উষা, সরস্বতী ও অদিতির মধ্যে পরবর্তী শক্তি দেবতা কল্পনার বীজ নিহিত রয়েছে। যজুর্বেদে রুদ্র ভগিনী অম্বিকা এবং অথর্ববেদে অপ্ এবং পৃথিবী স্ত্রী-দেবতা হিসাবে প্রাধান্য লাভ করেছেন। অথর্ববেদে পৃথিবী বিশ্বের জননী, সুখদা এবং শিবা।[২] শুক্ল-যজুর্বেদেও পৃথিবী সকলের উপাস্যা জননী।[৩] পরবর্তীকালের শক্তিদেবতার কল্পনায় অম্বিকা ও পৃথিবী মিশে গেছেন। উপনিষদেও শক্তিতত্ত্বের মূল খুঁজে পাওয়া যায়। উপনিষদের ব্রহ্ম সৃষ্টির আদিতে একা থেকে সুখ পাচ্ছিলেন না, তিনি কামনা করলেন, আমার জায়া হোক—"আত্মৈবেদমগ্র আসীদেক এব সোঽকাময়ত জায়া মে স্যাৎ।[৪] ব্রহ্ম নিজেকে দুই ভাগ করে জায়া ও পতি হলেন—"স আত্মানং দ্বেধা পাতয়ৎ, জায়া চ পতি চাভবতাম্।" শিবশক্তিতত্ত্বের মূল এখানেই বর্তমান।

বিশ্বের জননী শক্তিশ্বরী দেবীর রূপায়ণে অদিতি, উষা, সরস্বতী, পৃথিবী প্রভৃতি বৈদিক দেবীদের গুণাবলী সম্মিলিত হয়েছে। ঋগ্বেদের উষা সম্পর্কে বি. পি. সিংহ বলেছেন, "So the Ṛgvedic Uṣa had all the ingredients of becoming an all-creative, all-preserving and evil-destroying power."[৫] কেবল উষা সম্পর্কে কেন এই কথা সরস্বতী সম্পর্কে আরও যথার্থভাবে প্রযোজ্য।

---

১ হিন্দুদের দেবদেবী, ১ম পর্ব দ্রষ্টব্য

২ অথর্ব—১২।১।১৭ ৩ শুক্লঃ যজুঃ—২।১০।১০ ৪ বৃহদারণ্যক—১।৪।১৭

৫ Evolution of Sakti Worship in India, Sakti Cult & Tara—p. 48

ডঃ নীহার রঞ্জন রায় লিখেছেন, "শীতলা, মনসা, বনদুর্গা, ষষ্ঠী, নানা প্রকারের চণ্ডী, নরমুণ্ডমালিনী শ্মশানচারী কালী, শ্মশানচারী শিব, পর্ণশবরী, জাঙ্গুলী প্রভৃতি অনার্য গ্রাম্য দেবদেবীরা এই ভাবেই ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ ধর্মকর্মে স্বীকৃতি লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়; দুই চারি ক্ষেত্রে তাহার কিছু কিছু প্রমাণও পাওয়া যায়।"[১]

ডঃ দীনেশ চন্দ্র সরকারও অনুরূপ অভিমত প্রকাশ করেছেন।[২]

কিন্তু পণ্ডিতদের মতে হিন্দুদের শক্তি উপাসনা এসেছে অনার্যদের কাছ থেকে। কোন কোন পণ্ডিতের মতে শক্তি বা মাতৃকা উপাসনা প্রস্তর যুগ থেকেই প্রচলিত ছিল। ইয়োরোপে সুপ্রাচীন যুগে (Palaeolithic and Neolithic ages) ভেনাসের মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে। দুইটি সন্তান ও স্বামী সহ মাতৃকামূর্তির আবিষ্কারও ঐযুগে শক্তিপূজার প্রমাণ দেয়। সিরিয়া, এশিয়া মাইনর, প্যালেস্টাইন, সাইপ্রাস, ক্রীট্ ও মিশরে মাতৃকা মূর্তি পাওয়া গেছে। মার্শাল সাহেবের মতে নীলনদ থেকে সিন্ধুনদ পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূভাগ মাতৃকা পূজার ক্ষেত্র ছিল।[৩] এই নিদর্শনগুলি থেকে এবং মোহেন্-জো-দারো হরপ্পায় প্রাপ্ত নারীমূর্তিগুলি থেকে প্রাগৈতিহাসিক যুগে শক্তি-উপাসনার ব্যাপকতা অনেক পণ্ডিতই স্বীকার করেছেন।[৪]

ভারতীয় শক্তিদেবতা সম্বন্ধে এই মন্তব্য খাটে না। মহাশক্তি উর্বরতার দেবী (fertility goddess) নন,—তিনি সকল দেবতার শক্তি বা তেজোরূপা। তিনি রুদ্র শক্তি হিসাবে দানবঘাতিনী অশুভনাশিনী, শিবের প্রতিরূপ হিসাবে মঙ্গলদাত্রী। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব যেমন একই দেবতা, পৃথকসত্তায় সৃষ্টি স্থিতি লয়-

১ বাঙ্গালীর ইতিহাস—১ম সং পৃঃ ৭৫১

২ Prof. D. C. Sircar pointed out that it was due to the gradual absorption of Nonaryan ideas and blood by the Aryans that the Mother-goddess became more and more important in the Socio-religious life of the Composite people of post-Vedic India,—The Sakti Cult and Tara—p. 9.

৩ তদেব পৃঃ ৪৬

৪ "Among ancient men in all societies, particularly in the Neolithic Society, the domination of the feminine principle in the process of the creation was most obvious. It is held by eminent scholars like Gordon Childe that most of the advances in the Neolithic civilization such as food production, pottery making and domestication and milking of milch animal were started by women. It was, therefore, natural that the mother, the most important aspect of womanhood, was tc be regarded as comparable to the Mother Earth in view of possessing similar power of fertility. Besides this obvious empirical consideration, the speculative aspects also came to play, and the power of creation, preservation, and destruction by gods was represented or conceived as the feminine Principle Sakti."—Evolution of Sakti Worship, Sakti Cult & Tara—page 43.

কারী,—মহাশক্তিকেও তেমনি কখনও কখনও পৃথক্ সত্তায় ব্রহ্মাণী শিবানী বৈষ্ণবী শক্তিরূপে সৃষ্টিস্থিতিলয়কর্ত্রী বলে বর্ণনা করা হয়েছে—

ত্বয়ৈব ধার্য্যতে সর্বং ত্বয়ৈতৎ সৃজ্যতে জগৎ।
ত্বয়ৈতৎ পাল্যতে দেবি ত্বমৎস্যন্তে চ সর্বদা॥
বিসৃষ্টৌ সৃষ্টিরূপা ত্বং স্থিতিরূপা চ পালনে।
তথা সংহৃতিরূপান্তে জগতোঽস্য জগন্ময়ে॥[১]

—হে দেবি, তুমি সবই ধারণ কর, তুমিই জগৎ পালন কর, তুমি সর্বদা ধ্বংস করে থাক, সৃষ্টিকালে তুমি সৃষ্টিরূপা, পালনকালে তুমি স্থিতিরূপা, তেমনি হে জগন্ময়ী, তুমি এই জগতের ধ্বংসরূপা।

সমস্ত চরাচরব্যাপিনী সর্বশক্তিস্বরূপা জড়ে জীবে বর্তমানা মহাশক্তিরূপিণী সর্বজীবের মাতৃস্বরূপা মহাশক্তি উষা সরস্বতী অদিতি অম্বিকা প্রভৃতির সমবায়ে কল্পিতা। পৃথিবী বা বসুধা বিষ্ণুপত্নী হিসাবে লক্ষ্মীর সঙ্গে মিশে গেছেন আর লক্ষ্মী সরস্বতী অম্বিকা মিলে মিশে হলেন মহাশক্তি দুর্গা পার্বতী কালী।

---

১ চণ্ডী—১।৬৮-৭১

পার্বতী-উমা-দুর্গা-চণ্ডী

সরস্বতী ও দুর্গা ঃ মহাশক্তি দুর্গা-চণ্ডী-কালী প্রভৃতির আবির্ভাব যেমন ঋগ্বেদের পরে বৈদিকযুগের শেষে তেমনি মহাশক্তির বিচিত্র বিকাশ পূর্ণতা পেয়েছে তন্ত্রের মধ্যে। ঋগ্বেদের অন্যতম উল্লেখযোগ্য দেবতা সরস্বতী দেবীদের মধ্যে অন্যতম প্রধানা। দেবীসূক্তের বাকের সঙ্গে এঁর কোন সম্পর্ক নেই। সরস্বতী ধনদাত্রী, শস্যদায়িনী, শত্রুঘাতিনী। ইনিই পরে জ্ঞানের অধীশ্বরী বাগ্দেবী। সরস্বতী যখন পূর্ণভাবে বিদ্যাধিষ্ঠাতৃত্বে সুপ্রতিষ্ঠিতা হলেন, তখন লক্ষ্মী পেলেন সৌভাগ্য সম্পদের মালিকানা, আর সরস্বতীর শত্রুবিমর্দ্দিনী শক্তি নিয়ে পৃথক্ শত্রুঘাতিনী দানবদলনী দেবীর পরিকল্পনা হোল। ইনিই হলেন দুর্গা মহিষাসুর-মর্দিনী। সরস্বতীরই একটি বিশেষ গুণ পৃথক কায়া নিয়ে আত্মপ্রকাশ করলো দানব-দলনীরূপে। লক্ষ্মী বিষ্ণুর, সরস্বতী ব্রহ্মা বা বিষ্ণুর অংশে পড়লেন ; দানব-দলনী দুর্গা পড়লেন রুদ্র-শিবের ভাগে। বিষ্ণুশক্তি লক্ষ্মীর মত তিনিও হলেন শিবশক্তি।

সরস্বতীর ত্রিবিধ রূপ বেদে পুরাণে সুস্পষ্ট,—এক, জ্যোতীরূপা দিব্য সরস্বতী ; দুই, যজ্ঞাগ্নিরূপা সরস্বতী—ইলা ও ভারতীর সঙ্গে অভিন্না ; তিন, নদীরূপা—স্বচ্ছতোয়া পবিত্রসলিলা মর্তে বিরাজমানা। জ্যোতির্ময়ী সরস্বতী ও যজ্ঞাগ্নিরূপা সরস্বতী অভিন্না। ইনিই হলেন দেবতেজোনির্গতা জ্যোতির্ময়ী চণ্ডী। দেবতাদের তেজ থেকে যে দেবী কায়া পরিগ্রহ করলেন, তিনি সূর্যাগ্নির বিশ্ব-ব্যাপিনী তেজোময়ী শক্তি ছাড়া আর কি! পুরাণকার বলেছেন, দেবীর সমস্ত রোমকূপে দিবাকর নিজরশ্মি প্রদান করেছিলেন।[১] সুতরাং জ্যোতির্ময়ী সরস্বতীও জ্যোতির্ময়ী চণ্ডী একই সত্তার নামান্তর।

দেবতেজঃসম্ভবা চণ্ডী ঃ মার্কণ্ডেয় পুরাণের চণ্ডীর সঙ্গে শিবেরও সম্পর্ক নেই, হিমালয়েরও নেই। এক এক দেবতার তেজে তাঁর এক একটি অঙ্গ গঠিত হয়েছিল। মহিষাসুরের অত্যাচারে ক্ষুব্ধ দেবগণ রুষ্ট হলে তাঁদের বদন থেকে তেজ নির্গত হতে থাকে। প্রথমে রুষ্ট হলেন বিষ্ণু,—তাঁরই ভ্রূকুটি-কুটিল মুখ থেকে প্রথম তেজ নির্গত হতে লাগলো। তারপরে অপর দেবগণের মুখ থেকে তেজ নির্গত হয়েছিল।

ইত্থং নিশম্য দেবানাং বচাংসি মধুসূদনঃ।
চকার কোপং শম্ভুশ্চ ভৃকুটী কুটিলাননৌ॥
অন্যেষাঞ্চৈব দেবানাং শক্রাদীনাং শরীরতঃ।
নির্গতং সুমহত্তেজস্তচ্চৈক্যং সমগচ্ছত॥[২]

---

১ চণ্ডী ২।২৪ ১ চণ্ডী—২।৯-১০

—দেবতার এই কথা শুনে মধুসূদন কোপ প্রকাশ করলেন, ভূকুটী-কুটিল মুখ শম্ভুও কুপিত হলেন। তখন অতিকোপপূর্ণ বিষ্ণুর ব্রহ্মার এবং শঙ্করের মুখ থেকে, ইন্দ্র প্রভৃতি অন্যান্য দেবগণের শরীর থেকে মহৎ তেজ নির্গত হয়ে একতা প্রাপ্ত হোল।

শিবের তেজে দেবীর মুখ, যমের তেজে কেশ, বিষ্ণুর তেজে বাহু সমূহ, চন্দ্রতেজে স্তনদ্বয়, ইন্দ্রের তেজে মধ্যভাগ, বরুণের তেজে জঙ্ঘা ও উরু, পৃথিবীর তেজে নিতম্ব, ব্রহ্মার তেজে পদযুগল, বসুগণের তেজে করাঙ্গুলি, কুবেরের তেজে নাসিকা, প্রজাপতির তেজে দন্ত, সন্ধ্যার তেজে ভ্রূদ্বয় এবং পবনের তেজে কর্ণদ্বয় গঠিত হয়েছিল। অন্যান্য দেবতাদেরও তেজ দেবীর অবয়ব গঠনে সহায়ক হয়েছিল। তখন দেবগণ নিজ নিজ অস্ত্র, ভূষণ ও বাহনের দ্বারা দেবীকে সাজিয়ে দিয়েছিলেন। মহাদেব দিলেন শূল, কৃষ্ণ দিলেন চক্র, শঙ্খ দিলেন বরুণ, অগ্নি দিলেন শক্তি, মরুদ্‌গণ ধনু ও বাণপূর্ণ তূণ, ইন্দ্র বজ্র ও ঘণ্টা, যম দিলেন দণ্ড, সমুদ্র দিলেন নাগপাশ, প্রজাপতি ব্রহ্মা অক্ষমালা ও কমণ্ডলু, সূর্য সমস্ত রোমকূপে নিজ রশ্মি ছড়িয়ে দিলেন, কাল দিলেন খড়্গ ও চর্ম (ঢাল)।[১] এইভাবে দেবগণ সকলেই দেবীর আবির্ভাবে সহয়তা করেছিলেন। মহাশক্তির আবির্ভাব সকল দেবতার শক্তি বা তেজের সমবায়ে।

অন্যান্য দেবতার সঙ্গে চণ্ডীর যে সম্পর্ক, শিবের সঙ্গেও সেই একই সম্পর্ক। হিমালয়ের সঙ্গে সম্পর্ক কেবলমাত্র এই যে অন্যান্য দেবগণ দেবীকে অস্ত্রশস্ত্র ভূষণ প্রভৃতি দ্বারা যখন সাজিয়ে দিচ্ছিলেন, তখন হিমালয় দিলেন দেবীর বাহন সিংহ এবং বিবিধ রত্ন—হিমবান্ বাহনং সিংহং রত্নানি বিবিধানি চ।[২] মার্কণ্ডেয় পুরাণে হিমালয়ের সঙ্গে দেবীর আর একটি সংযোগ সূত্র আছে। শুম্ভ নিশুম্ভবধের পূর্বে দেবগণের স্তবে প্রীতা হয়ে দেবী আবির্ভূতা হলে তাঁর দেহ-কোষ থেকে কৌশিকী দেবী বিনির্গতা হলেন। কৌশিকী নির্গতা হলে দেবী পার্বতী হলেন কৃষ্ণবর্ণা, তিনি কালিকা নামে প্রসিদ্ধা হলেন এবং হিমালয় আশ্রয় করলেন।

তস্যাং বিনির্গতায়াস্তু কৃষ্ণাভূৎ সাপি পার্বতী।
কালিকেতি সমাখ্যাতা হিমাচলকৃতাশ্রয়া॥[৩]

শুম্ভপ্রেরিত দৈত্যসেনাপতি ধূম্রলোচন দেবীকে তুহিনাচলে অবস্থিতা দেখেছিল—সিংহস্যোপরি শৈলেন্দ্রশৃঙ্গে মহতি কাঞ্চনে।[৪] স দৃষ্ট্বা তাং ততো দেবীং তুহিনাচলসংস্থিতাম্।[৫]

দেবী ভাগবতে মহিষাসুরবধের জন্য ব্রহ্মা যখন মহাদেবের কাছে এসেছিলেন তখন শিব বলেছিলেন, আপনিই তাকে বর দিয়ে বাড়িয়েছেন। তাকে ব[ধ] করার মত নারী কোথায়? আপনার বা আমার স্ত্রী যুদ্ধে যেতে পারেন না।

কা সমর্থা বরা নারী তং হন্তুং মদদর্পিতম্।
ন মে ভার্য্যা ন তে ভার্য্যা সংগ্রামং গন্তুমর্হতি॥[৬]

---

১ চণ্ডী—২।১৪-৩১ ২ চণ্ডী—২।৩০ ৩ চণ্ডী—৫।৮৮
৪ চণ্ডী—৭।৩ ৫ চণ্ডী—৬।৮ ৬ দেবীভাগ—৫।৭।৫০-৫১

ব্রহ্মার বরে কোন পুরুষের দ্বারা মহিষাসুর নিহত হবে না দেবগণ বিষ্ণুর কাছে গিয়ে বললেন,—

ধাত্রা তস্মৈ বরো দত্তো হ্যবধ্যোঽসি নরৈঃ কিল।
কা স্ত্রী ত্বেবংবিধা বালা যা হন্যাত্তং শঠং রণে॥
উমা মা বা শচী বিদ্যা কা সমর্থাস্য ঘাতনে।[১]

—ব্রহ্মা তাকে বর দিয়েছেন যে পুরুষদের অবধ্য হও। এই শঠকে যুদ্ধে হত্যা করবে এমন স্ত্রীলোক কোথায়? উমা, লক্ষ্মী, শচী, সরস্বতী কে তাকে বধ করতে সমর্থ?

বিষ্ণু তখন বললেন,—

অদ্য সর্বপুরাণাং বৈ তেজোভী রূপসম্পদা।
উৎপন্না চেদ্বরারোহা সা হন্যাত্তং রণে বলাৎ॥
হয়ারিং বলদৃপ্তঞ্চ মায়াশতবিশারদম্।
হন্তুং যোগ্যা ভবেন্নারী শক্ত্যংশৈস্তেজোরাশির্ভবেদ্ যথা॥[২]

—আজ সকল দেবতার তেজ ও রূপসম্পদের দ্বারা উৎপন্না সুন্দরীনারী তাকে বধ করবেন। বলদৃপ্ত মায়াশতবিশারদ ইন্দ্রশত্রুকে বধের যোগ্যা দেবতাদের তেজের অংশে তেজোরাশিরূপিণী নারী আবির্ভূতা হবেন।

তারপর দেবতাদের মুখ থেকে তেজ নির্গত হতে লাগলো এবং সেই তেজ বিশাল আকার ধারণ করে নারীরূপ পরিগ্রহ করলো।

ইত্যুক্তবতি দেবেশে ব্রহ্মণো বদনাত্ততঃ।
স্বয়মেবোদ্ভবৌ তেজোরাশিশ্চাতীব দুঃসহঃ॥
রক্তবর্ণং শুভাকারং পদ্মরাগমণিপ্রভম্।
কিঞ্চিচ্ছীতং তথাচোষ্ণং মরীচিজালমণ্ডিতম্॥
নিঃসৃতং হরিণা দৃষ্টং হরেণ চ মহাত্মনা।
বিস্মিতৌ তৌ মহারাজ বভূবতুরুরুক্রমৌ॥
শঙ্করস্য শরীরাত্তু নিঃসৃতং মহদদ্ভুতম্।
রৌপ্যবর্ণমভূত্তীব্রং দুর্দর্শং দারুণং মহৎ॥
ভয়ঙ্করঞ্চ দৈত্যানাং দেবানাং বিস্ময়প্রদম্।
ঘোররূপং গিরিপ্রখ্যং তমোগুণমিবাপরম্॥
ততো বিষ্ণুশরীরাত্তু তেজোরাশিমিবাপরম্।
নীলং সত্ত্বগুণোপেতং প্রাদুরাস মহাদ্যুতি॥
ততশ্চেন্দ্রশরীরাত্তু চিত্ররূপং দুরাসদম্।
আবিরাসীৎ সুসংবৃত্তং তেজঃ সর্বগুণাত্মকম্॥
কুবের যমবহ্নীনাং শরীরেভ্যঃ সমন্ততঃ।
নিশ্চক্রাম মহত্তেজো বরুণস্য তথৈব চ॥

---

১ দেবীভাগ—৫।৮।২৪ ২ দেবীভাগ—৫।৮।৩০

অন্যেষাঞ্চৈব দেবানাং শরীরেভ্যোঽতিভাস্বরম্।
নির্গতং তন্মহাতেজোরাশিরাসীন্মহোজ্জ্বলঃ॥
তং দৃষ্ট্বা বিস্মিতাঃ সর্বে দেবা বিষ্ণুপুরোগমাঃ।
তেজোরাশিং মহাদিব্যং হিমাচলমিবাপরম্॥
পশ্যতাং তত্র দেবানাং তেজঃপুঞ্জসম্ভবা।
বভূবাতিবরা নারী সুন্দরী বিস্ময়প্রদা॥[১]

—দেবেশ বিষ্ণু এই কথা বললে ব্রহ্মার বদন থেকে অতীব দুঃসহ তেজোরাশি স্বয়ং প্রকাশিত হয়েছিল, পদ্মরাগমণিতুল্য রক্তবর্ণ শুভাকার, ঈষৎ শীতল, ঈষৎ উষ্ণ কিরণজালমণ্ডিত সেই নির্গত তেজ ভূরিগতিসম্পন্ন হরি এবং হর বিস্মিত হয়ে দেখলেন। শঙ্করের শরীর থেকেও মহৎ অদ্ভুত, রৌপ্যবর্ণ, দুর্দর্শ, ভয়ংকর, দেব ও দানবদের পক্ষে ভয়ংকর তমোগুণসদৃশ, পর্বততুল্য বিশাল ঘোর তেজ নির্গত হোল। তারপর বিষ্ণুর শরীর থেকে অপর তেজোরাশির মত সত্ত্বগুণান্বিত নীলবর্ণ মহৎ জ্যোতি প্রকাশিত হোল। তারপর চন্দ্রের শরীর থেকে বিচিত্ররূপী সর্বগুণান্বিত সুসংহত তেজ আবির্ভূত হয়। কুবের, বরুণ, অগ্নি ও বরুণের দেহ থেকেও সেইভাবে চতুর্দিকে তেজ নির্গত হতে লাগলো। অন্য দেবতাদেরও শরীর থেকে অত্যুজ্জ্বল মহাতেজোরাশি নির্গত হোল। হিমালয়ের মত মহাদিব্য বিশাল তেজোরাশি দেখে বিষ্ণু প্রভৃতি সকল দেবতা বিস্মিত হলেন। দেবগণের সম্মুখেই তেজঃপুঞ্জসম্ভবা বিস্ময়করী শ্রেষ্ঠা নারী আবির্ভূতা হলেন।

এই বিবরণে সকল দেবতাদের পর্বতোপম তেজ দেবী মহামায়ার রূপ পরিগ্রহ করেছিল। ব্রহ্মার তেজ রক্তবর্ণ, বিষ্ণুর তেজ নীলবর্ণ এবং শিবের তেজ শুভ্রবর্ণ। যে দেবতার যে রূপ তাঁর তেজও তদনুরূপ। এখান থেকে দেবশক্তির সমন্বিতরূপ মহাশক্তির স্বরূপ উদ্ভাসিত হয়। এই মহাশক্তি উমা, লক্ষ্মী, সরস্বতী ও শচী থেকে ভিন্না রূপে বর্ণিতা হলেও স্বরূপতঃ অভিন্না।

কাত্যায়নী ঃ দেবীভাগবতে দেবতেজঃসম্ভূতা মহাশক্তির নাম মহালক্ষ্মী; বামনপুরাণে দেবীর নাম কাত্যায়নী। মহিষাসুর নিধনের জন্যই দেবতাদের কোপ থেকে কাত্যায়নীর জন্ম। দেবতেজ ঋষি কাত্যায়নের আশ্রমে উপস্থিত হলে ঋষি কাত্যায়নের তেজ দেবতেজের সঙ্গে মিশ্রিত হওয়ায় এই সম্মিলিত তেজ থেকে দেবতেজঃসম্ভূতা কাত্যায়নীর জন্ম হয়।

ইত্থং মুরারিঃ সহ শঙ্করেণ শ্রুত্বা বচো বিপ্লুতচেতসাং হি।
দৃষ্ট্বাত্র চক্রে সহসৈব কোপং কালাগ্নিকল্পো হরিরব্যয়াত্মা॥
ততোঽনুকোপান্মধুসূদনস্য শঙ্করস্যাপি পিতামহস্য।
তথৈব শক্রাদিষুদৈবতেষু মহদ্ধিতেজো বদনাদ্বিনিঃসৃতম্॥

১ দেবীভাগ—৮।৮।৩৩-৪৩

তচ্চৈকতাং পর্বতকূটসন্নিভং জগাম তেজঃ প্রবরাশ্রমে মুনে।
কাত্যায়নস্যাপ্রতিমেন তেজসা মহার্ষিণা তেজ উপাকৃতঞ্চ॥
তেনর্ষিসৃষ্টেন চ তেজসাবৃতং জ্বলৎপ্রকাশার্কসহস্রতুল্যং।
তস্মাচ্চজাতা তরলায়তাক্ষী কাত্যায়নী যোগবিশুদ্ধদেহা॥[১]

—এইভাবে বিষ্ণু শংকরের সঙ্গে দেবতাদের কথা শুনে এবং তাঁদের অবস্থা দেখে বিহ্বলচিত্ত হয়ে অব্যয়াত্মা হরিহর সহসা কালাগ্নিসদৃশ কোপ প্রকাশ করলেন। তারপর মধুসূদন শংকর ও পিতামহ ব্রহ্মার অনুরূপভাবে ইন্দ্রপ্রভৃতি দেবগণের বদন থেকে মহৎ তেজ নির্গত হোল। হে মুনে, সেই পর্বতশৃঙ্গসদৃশ একতাপ্রাপ্ত তেজ কাত্যায়নের শ্রেষ্ঠ আশ্রমে গমন করে। কাত্যায়নের অতুলনীয় তেজের দ্বারা মহর্ষি ঐ তেজকে বর্ধিত করলেন। ঋষিসৃষ্ট তেজের দ্বারা আবৃত হওয়ায় ঐ তেজ সহস্র সূর্যতুল্য প্রদীপ্ত হয়ে উঠলো, সেই তেজ থেকে চঞ্চল ও দীর্ঘনয়না যোগবিশুদ্ধদেহা কাত্যায়নী জন্মালেন।

শিবের তেজে হোল দেবীর মুখ, অগ্নির তেজে জন্মাল ত্রিনয়ন, যমের তেজে কেশ, বিষ্ণুর তেজে অষ্টাদশ বাহু, চন্দ্রের তেজে স্তনযুগল, ইন্দ্রের তেজে মধ্যভাগ, বরুণের তেজে উরু, জঙ্ঘাদ্বয় ও নিতম্ব, ব্রহ্মার তেজে পাদযুগল সৃষ্টি হোল। এইভাবে সকল দেবতার তেজে দেবী কাত্যায়নীর অবয়ব গঠিত হোল। এখানেও কাত্যায়নীর সঙ্গে অন্যান্য দেবতার সম্পর্ক যতটুকু, শিবের সঙ্গে তার বেশী নয়। মহিষাসুর বধের পর কাত্যায়নী শিবের পাদমূলে প্রবেশ করেছিলেন—

সংস্তূয়মানা সুরসিদ্ধসঙ্ঘৈঃ কাত্যায়নী সা হরপাদমূলে।
ভূয়োভবিষ্যাম্যমরার্থমেবমুক্ত্বা সুরাংস্তান্ প্রাবিবেশ দুর্গা।[২]

—দেবগণ এবং সিদ্ধগণের দ্বারা স্তুতা হয়ে সেই কাত্যায়নী দুর্গা দেবগণকে আবার আমি আবির্ভূতা হব বলে শিবের পাদমূলে প্রবেশ করেছিলেন।

বামনপুরাণের এই উপাখ্যানটি অপর দুটি উপাখ্যান অপেক্ষা প্রাচীনতর বোধ হয়। কালিকাপুরাণের অনুরূপ এখানেও দেবতেজ বিনির্গতা মহাশক্তি ঋষি কাত্যায়নের দ্বারা কায়াবতী হয়েছিলেন এবং কাত্যায়নী নামে প্রসিদ্ধ হয়েছিলেন—

ইতি প্রকুপ্যতাং তেষাং শরীরেভ্যঃ পৃথক্ পৃথক্।
নিশ্চক্রমুশ্চ তেজাংসি শক্তিরূপাণি তৎক্ষণাৎ॥
তত্তেজোভির্ধৃতবপুর্দেবী কাত্যায়নেন বৈ।
পশ্চাজ্জঘান মহিষং জগদ্ধাত্রী জগন্ময়ী॥[৩]

—এইভাবে প্রকুপিত দেবগণের শরীর থেকে শক্তিরূপী তেজ তৎক্ষণাৎ নির্গত হয়েছিল। সেই তেজ কাত্যায়নের দ্বারা কায়া লাভ করেছিল। পরে জগদ্ধাত্রী জগন্ময়ী দেবী মহিষাসুরকে বধ করেছিলেন।

---

১ বাঃ পুঃ—১৮।৫-৮ ২ বাঃ পুঃ—২০।৫১
৩ কাঃ পুঃ—৬০।৭৬-৭৭

দেবগণের রোষসম্ভূতা চণ্ডী ও কাত্যায়নী একই দেবতার নামান্তর মাত্র। এই দেবী মহিষাসুরকে বধ করেছিলেন। তন্ত্রসারে কাত্যায়নীর ধ্যানমন্ত্রে কাত্যায়নীকে দশভুজা মহিষাসুর মর্দিনী চণ্ডীরূপেই বর্ণনা করা হয়েছে।

সব্যপাদসরোজেনালঙ্কতোরুমৃগাধিপাম্।
বামপাদাগ্রদলিতমহিষাসুরনির্ভরাম্॥
সুপ্রসন্নাং সুবদনাং চারুনেত্রত্রয়ান্বিতাম্।
হারনূপুরকেয়ূরজটামুকুটমণ্ডিতাম্।
বিচিত্রপট্টবাসামর্ধচন্দ্রবিভূষিতাম্॥
খড়্গাখেটকবজ্রাণি ত্রিশূলং বিশিখং তথা।
ধারয়ন্তীং ধনুঃ পাশং শঙ্খং ঘণ্টাং সরোরুহাম্।
বাহুভির্ললিতৈর্দেবীং কোটিচন্দ্রসমপ্রভাম্॥[১]

—যিনি দক্ষিণ পাদপদ্ম দ্বারা বিশাল মৃগরাজকে অলংকৃত করিয়া বামপদের অগ্রদ্বারা মহীষাসুরকে বিদলিত করিতেছেন, যাঁহার সুন্দর বদন সর্বদা সুপ্রসন্ন, মনোহর তিনটি নেত্র, হার, নূপুর, কেয়ূর, জটামুকুট প্রভৃতি অলঙ্কারে যিনি বিভূষিতা, যাঁহার পরিধানে বিচিত্র পট্টবস্ত্র ও কপালে অর্ধচন্দ্র, সুকোমল দশবাহু দ্বারা যিনি খড়্গ, খেটক, বজ্র, ত্রিশূল, বাণ, ধনুঃ, পাশ, শঙ্খ, ঘণ্টা ও পদ্ম এই দশবিধ অস্ত্র ধারণ করিতেছেন, কোটি চন্দ্রের ন্যায় যাঁহার দেহপ্রভা···সেই দেবীকে ধ্যান করিবে।[২]

বলা বাহুল্য, এই মূর্তি মহিষাসুরমর্দিনী দুর্গার। হরিবংশে দেবী কাত্যায়নী অষ্টাদশভুজা—

অষ্টাদশভুজা দেবী দিব্যাভরণভূষিতা।
হারশোভিতসর্বাঙ্গী মুকুটোজ্জ্বলভূষণা॥
কাত্যায়নী স্তূয়সে ত্বং বরমগ্রে প্রযচ্ছসি।[৩]

চণ্ডীর উপাখ্যানে চণ্ডী ও কাত্যায়নী একই দেবতার দুই নাম। ডঃ আর জি. ভাণ্ডারকরের মতে কাত্যজাতির দ্বারা পূজিতা হয়েছেন বলেই দেবীর নাম হয়েছে কাত্যায়নী।[৪] কাত্যায়নী পূজা অনেক প্রাচীন। বাণভট্ট কাদম্বরীতে কাত্যায়নীর উল্লেখ করেছেন—কাত্যায়ন্যা ত্রিশূলেনেবাঙ্কিতম্।[৫] ভাগবতে কুমারীরা মনোমত পতিলাভের কামনায় কাত্যায়নী পূজা করতেন।[৬] চণ্ডীতে কাত্যায়নী চণ্ডীরই নাম। শুম্ভনিশুম্ভ বধের পর দেবগণ কাত্যায়নীর স্তুতি করেছিলেন।[৭] গোপাল চক্রবর্তী চণ্ডীর টীকায় কাত্যায়নী শব্দের অর্থ প্রসংগে লিখেছেন, "কাত্যায়নাশ্রমে প্রাদুর্ভূতত্বাৎ কাত্যায়নী।"[৮] মনে হয়, কাত্যায়ন ঋষি বা কাত্যায়ন বংশীয়দের দ্বারা দেবী পূজিতা হতেন।

---

১ তন্ত্রসার (বঙ্গবাসী)—পৃঃ ৬০৪ ২ অনুবাদ—পঞ্চানন তর্করত্ন
৩ হরিবংশ বিষ্ণুপর্ব—১২০।০২ ৪ Sakti Cult and Tara—Page 4
৫ কাদম্বরী—জীবানন্দ বিদ্যাসাগর সম্পাদিত (১৮৮৯)—পৃঃ ১০৩
৬ ভাগবত—১০।১২ ৭ চণ্ডী ১১।১—টীকা ৮ মার্কণ্ড পুঃ—১২।২২

দেবীর বিবিধ নাম : যিনি দেবতেজ:সম্ভবা চণ্ডী, তিনিই কাত্যায়নী, তিনিই কালী, দুর্গা, চামুণ্ডা, পার্বতী প্রভৃতি বিচিত্র নামে অভিহিতা। দেবী চামুণ্ডারূপে চণ্ডমুণ্ড বধ করেছেন, দুর্গারূপে বধ করেছেন দুর্গাসুর, কালীরূপে পান করেছেন রক্তবীজের রক্ত। একই মহাশক্তির যেমন বিচিত্র নাম, তেমনি বিচিত্র তাঁর রূপ। মার্কণ্ডেয় পুরাণে চণ্ডী, কালী, চামুণ্ডা, পার্বতী, দুর্গা, কৌশিকী, বিন্ধ্যবাসিনী, রক্তদন্তিকা, শতাক্ষী, শাকম্ভরী, ভীমা, ভ্রামরী প্রভৃতি বিচিত্র নাম-রূপের সমন্বয় ঘটেছে। এই দেবী মহিষাসুর বধ করার জন্যই মহিষাসুরমর্দিনী বা মহিষমর্দিনী নামে খ্যাত হয়েছিলেন। সুরথ রাজা ও সমাধি বৈশ্য দেবীর মৃণ্ময়ী প্রতিমা গড়ে পূজা করেছিলেন। মার্কণ্ডেয়পুরাণের এই বিবরণ অনুসারেই মহিষাসুরমর্দিনী দুর্গার মূর্তি নির্মিত ও পূজিত হয়। মার্কণ্ডেয়পুরাণেই শরৎ-কালে চণ্ডীর পূজার উল্লেখ রয়েছে—

শরৎকালে মহাপূজা ক্রিয়তে যা চ বার্ষিকী।

চণ্ডীর স্বরূপ : চণ্ডী কাত্যায়নীর সঙ্গে প্রাথমিক পর্যায়ে শিব বা হিমালয়ের স্বতন্ত্র আত্মীয়তা গড়ে ওঠে নি। চণ্ডী রুদ্রাণী শিবানীও নন—হিমালয় দুহিতাও নন। তিনি কোন অনার্যজাতি সেবিতা উর্বরতাদেবী বা মাতৃকামূর্তিও নন। তিনি দেবতাদের তেজ থেকে জন্মগ্রহণ করেছেন। এখানে সকল দেবতারই তেজ বা শক্তি সমানভাবে সম্মিলিত হয়ে পর্বতের মত বিশালাকার লাভ করে দেবীমূর্তি পরিগ্রহ করেছিল। সৌরশক্তির গুণকর্মভেদে পরিকল্পিত বিভিন্ন দেবসত্তার শক্তি বা তেজ একত্রিত হয়ে হলেন মহাশক্তি। সূর্য ও অগ্নির অশুভ-নাশিনী শক্তি দানবদলনী মহাশক্তিতে পরিণত হলেন। সুতরাং দিব্যসরস্বতী, আকাশগঙ্গা ও দেবতেজ:সম্ভবা চণ্ডী এক এবং অভিন্না।

মহিষাসুর বধ : মহিষাসুর অবশ্যই কোন শরীরী জীব নয়। বৈদিক বৃত্রের মতই কোন নৈসর্গিক আলোক আবরণকারী অশুভশক্তি মহিষাসুর বা দুর্গমাসুর। দেবীভাগবত ও বামনপুরাণ অনুসারে মহিষাসুর রম্ভাসুরের পুত্র, অগ্নি-উপাসক ও অগ্নির বরে বলদৃপ্ত। বামনপুরাণ বলেন যে এক মহিষী ও রম্ভাসুরের মিলনে মহিষাকৃতি মহিষাসুরের জন্ম হয়েছিল। কালো মেঘ বা কালো অন্ধকারকে মহিষ কল্পনা করা সহজ। ঋগ্বেদে মহিষ শব্দটি পাই।[1] সেখানে মহিষ শব্দের অর্থ বিরাট—প্রভূত বলশালী। অতএব মহিষাসুর বৃত্রের মতই সূর্যাগ্নির জ্যোতি-আবরক কোন শক্তি। ঋগ্বেদে সরস্বতী বৃত্রঘ্নী—ঘোররূপা ; পুরাণে বৃত্রাসুর ত্বষ্টার যজ্ঞাগ্নি থেকে জন্মগ্রহণ করেছিল। বৃত্রঘ্নী সরস্বতী পরে হলেন মহিষঘ্নী চণ্ডী। মহিষাসুরকে বধ করে দেবী কাত্যায়নী শিবের পায়ে প্রবেশ করেছিলেন অর্থাৎ সূর্যতেজ অশুভ শক্তি নাশের পর সূর্যরূপী রুদ্রশিবের পায়ে মিশে গেলেন একাত্ম হয়ে।

---

১ ঋগ্বেদ—৮।১২।৮

মহিষমর্দিনী সম্পর্কে একরকম ঐতিহাসিক ব্যাখ্যাও বর্তমান। ভূমধ্যসাগর অঞ্চলের সমরপ্রিয়া ব্যাইর্‌গো (Virgo) দেবীই দুর্গা। ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের অধিবাসিগণ মনুথ্‌মের জাতিকে জয় করেছিল। মনুথ্‌মের জাতির কাছে মহিষ ছিল মূল্যবান্ এবং পবিত্র পশু। মনুথ্‌মের জাতিকে জয় করাই হোল মহিষমর্দন।[1] কিন্তু মনুথ্‌মের বিজয় ও মহিষ বিজয়কে সমার্থক শব্দ রূপে গণ্য করা এবং মনুথ্‌মের বিজয়ের সঙ্গে মহিষমর্দিনী দেবীর সংযোগ স্থাপন করা নিতান্তই কষ্টকল্পনার ব্যাপার। কিভাবে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের অধিবাসীদের মনুথ্‌মের বিজয় ভারতবর্ষে বিশেষতঃ বাঙ্গালাদেশে এসে মহিষাসুরমর্দিনী দেবীতে পরিণত হলেন তার কোন যুক্তিসঙ্গত হিসাব পাওয়া যাচ্ছে না, তাই এরূপ কষ্টকল্পনা নিরর্থক। মহিষাসুর বধের কাহিনী-কল্পনা যে ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণের (সরস্বতীসহ) বৃত্রবিজয়ের কাহিনীর রূপান্তর তাতে সন্দেহ নেই। মহাভারতে মহিষাসুর বধ করেছেন অগ্নিপুত্র কার্তিকেয়,—দুর্গা মহিষমর্দিনী নন। মহাভারতে কার্তিকেয়ের জন্ম হয়েছিল মহিষাসুর বধের উদ্দেশ্যেই জন্মের ষষ্ঠদিনে দেবসেনার অধিপতি হয়ে কুমার কার্তিকেয় মহিষাসুরের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেছিলেন।[2] মহিষাসুরের পরাক্রমে দেবগণ ও দেবসৈন্য নির্জিত হলে কার্তিকেয় শক্তির দ্বারা মহিষাসুরকে বধ করেন।

স চাপি তাং প্রজ্বলিতাং মহিষস্য বিদারিণীম্।
মুমোচ শক্তিং রাজেন্দ্র মহাসেনো মহাবলঃ॥
সা মুক্তাভ্যহরত্তস্য মহিষস্য শিরো মহৎ।
পপাত ভিন্নে শিরসি মহিষস্ত্যক্তজীবিতঃ॥
পততা শিরসা তেন দ্বারং ষোড়শ যোজনম্।
পর্বতাভেন পিহিতং তদাগম্যং ততোঽভবৎ।[3]

—হে রাজেন্দ্র; মহিষঘাতিকা প্রজ্বলিতা শক্তি সেই মহাবলী মহাসেন কার্তিকেয় ত্যাগ করেছিলেন। সেই শক্তি নিক্ষিপ্ত হয়ে মহিষের বিশাল শির ছিন্ন করলো। শির ছিন্ন হওয়ায় মহিষ প্রাণত্যাগ করে পতিত হোল। বিচ্ছিন্ন পর্বততুল্য শিরের দ্বারা ষোড়শশত যোজন দ্বার রুদ্ধ হয়েছিল, সুতরাং গমনের অযোগ্য হয়েছিল।

ষোড়শ যোজন বিস্তৃত মহিষাসুরের পর্বতাকৃতি ছিন্নমুণ্ড পর্বতাকৃতি পর্বে পর্বে স্তূপীকৃত মেঘ ছাড়া আর কি হতে পারে? পর্বত শব্দের এক অর্থ মেঘ। কার্তিকেয়ের শক্তি দ্বারা নিহত মহিষাসুর পুরাণে দেবগণের সম্মিলিত শক্তির দ্বারা হত হয়েছে।

স্কন্দপুরাণে (আবন্ত্যখণ্ড) মহিষাসুর বধ করেছেন শিবগণ। মহিষাসুরের নাম ছিল অমরকণ্টক। অমরকণ্টক বা দেবকণ্টক দৈত্য রুদ্রগণের সঙ্গে যুদ্ধকালে

১ ভারতের শক্তিসাধনা ও শাক্তসাহিত্য—ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত, ১ম সং—পৃঃ ৫৪
২ হিন্দুদের দেবদেবী ২য় পর্ব, ২য় সং—পৃঃ ১৯০ ৩ মহাঃ, বনপর্ব—পৃঃ ২৩১।৯৫-৯৭

মহিষের আকৃতি ধারণ করেছিল। শিবের আদেশে দেবগণ (অথবা শিবগণ) শূল, মুষল ও শরজালের আঘাতে মহিষবেশী দেবকণ্টককে বধ করেছিলেন।

ততো দেবগণা দৃষ্ট্বা তমায়ান্তং মহাসুরম্।
গর্জমানং মহানাদং ভ্রমমাণং মহাভুজম্॥
বিভিদুঃ শূলসঙ্ঘাতৈরসিভিঃ মুষলৈস্তথা।
সন্নহ্য শরজালেন ভূমৌ ন্যপাতয়ন্॥[১]

রুদ্রগণ ও মরুদ্‌গণ একাত্ম।[২] সুতরাং মহামেঘরূপী মহিষাসুরকে হত্যা করা ঝঞ্ঝার অধিদেবতা সৌরতেজোরূপী রুদ্রগণ, ষড়হযাগরূপী দেবসেনাপতি কার্তিকেয় এবং দেবতেজোরূপা কাত্যায়নী চণ্ডীর পক্ষে সমানভাবেই সম্ভব।

বিষ্ণুমায়া যোগনিদ্রা চণ্ডী : আরও একটি ব্যাপার বিশেষভাবে লক্ষণীয়। মার্কণ্ডেয়াদিপুরাণে শিবের সঙ্গে চণ্ডীর সম্পর্ক তেমন ঘনিষ্ঠ নয়,—পরন্তু শিব অপেক্ষা বিষ্ণুর সঙ্গেই চণ্ডীর সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর। মার্কণ্ডেয়পুরাণে মধুকৈটভবধ উপাখ্যানে দেবী বিষ্ণুর যোগনিদ্রা। প্রলয়পয়োধিজলে অনন্তশয্যায় যোগনিদ্রামগ্ন বিষ্ণুর নাভিকমলস্থিত ব্রহ্মাকে বিষ্ণুকর্ণমলোদ্ভূত মধু ও কৈটভ নামক দানবদ্বয় আক্রমণ করলে ব্রহ্মা বিষ্ণুর যোগনিদ্রাকে স্তবের দ্বারা প্রসন্ন করেছিলেন।

তুষ্টাব যোগনিদ্রাং তামেকাগ্রহৃদয়স্থিতঃ।
বিবোধনার্থায় হরের্হরিনেত্রকৃতালয়াম্॥
বিশ্বেশ্বরীং জগদ্ধাত্রীং স্থিতিসংহার কারিণীম্।
নিদ্রাং ভগবতীং বিষ্ণোরতুলাং তেজসঃ প্রভুঃ॥[৩]

—হরির জাগরণের নিমিত্ত হরিনেত্রবাসিনী যোগনিদ্রা বিশ্বেশ্বরী জগদ্ধাত্রী স্থিতিসংহারকারিণী ভগবতী অতুলনীয়া তেজঃসম্পন্না বিষ্ণুর নিদ্রাকে বিষ্ণুর হৃদয়স্থিত প্রভু স্তব করেছিলেন।

ব্রহ্মার স্তবে তুষ্ট হয়ে যোগনিদ্রা বিষ্ণুর চক্ষু, মুখ, নাসিকা, বাহু, উদর ও বক্ষঃস্থল থেকে বহির্গত হয়ে ব্রহ্মার দৃষ্টিগোচর হলেন।

নেত্রাস্যনাসিকাবাহুহৃদয়েভ্যস্তথোরসঃ।
নির্গম্য দর্শনে তস্থৌ ব্রহ্মণোঽব্যক্তজন্মনঃ॥[৪]

মধুকৈটভবধাখ্যানে দেবী বিষ্ণুর যোগনিদ্রা,—শুম্ভনিশুম্ভ বধকালে তিনি বিষ্ণুমায়া। শুম্ভ ও নিশুম্ভবধের প্রাক্কালে দেবগণ হিমালয়ে গিয়ে দেবী বিষ্ণুমায়ার স্তব করেছিলেন—

ইতিকৃত্বা মতিং দেবা হিমবন্তং নগেশ্বরম্।
জগ্মুস্তত্র ততো দেবীং বিষ্ণুমায়াং প্রতুষ্টুবুঃ॥[৫]

---

১ স্কন্দঃ, আবন্ত্য—৯।১২-১৩
২ হিন্দুদের দেবদেবী, ২য়পর্ব—২য় পর্ব—২য় সং, পৃঃ ১১৫-১৬
৩ মার্কণ্ডেয়পুঃ—৮১।৬২-৬৪ ৪ মার্কণ্ডেয়পুঃ—৮১।৮৬ ৫ মার্কণ্ডেয়পুঃ—৮৫।১৪

এই দেবী সর্বভূতে বিষ্ণুমায়ারূপে বিরাজিতা—যা দেবী সর্বভূতেষু বিষ্ণুমায়েতি শব্দিতা।[১] ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে অম্বিকা বৈষ্ণবী গৌরী ও পার্বতী একই দেবতার নাম।[২] দেবীর বৈষ্ণবী নামের হেতু প্রসঙ্গে উক্ত পুরাণে বলা হয়েছে—

বিষ্ণুভক্তা বিষ্ণুরূপা বিষ্ণোঃ শক্তিস্বরূপিণী।
সৃষ্টৌ চ বিষ্ণুনা সৃষ্টা বৈষ্ণবী তেন কীর্তিতা ॥[৩]

—দেবী বিষ্ণুভক্তা, বিষ্ণুরূপা, বিষ্ণুর শক্তিরূপিণী, সৃষ্টিকালে তিনি বিষ্ণুর দ্বারা সৃষ্টা হয়েছেন, সেইজন্য তিনি বৈষ্ণবী নামে প্রসিদ্ধা।

স্কন্দপুরাণে দুর্গাসুর-হন্ত্রী দেবী দুর্গা শঙ্খচক্রগদাধারিণী বিষ্ণুস্বরূপিণী—

ত্রৈলোক্যব্যাপিনি শিবে শঙ্খচক্রগদাধরি।
স্বশার্ঙ্গ ব্যগ্রহস্তাগ্রে নমো বিষ্ণুস্বরূপিণি ॥[৪]

দেবী চণ্ডী নারায়ণী ; বামনপুরাণে কাত্যায়নী ও নারায়ণী—নারায়ণীং সর্বজগৎ প্রতিষ্ঠাং কাত্যায়নীং ঘোরমুখীং সুরূপাম্ ॥[৫] এই দেবী নন্দগোপগৃহে জাতা যশোদাগর্ভসম্ভবা যোগমায়া।[৬] কালিকাপুরাণেও দেবী যোগনিদ্রা মহামায়া—

যোগনিদ্রা মহামায়া জগদ্ধাত্রী জগন্ময়ী।[৭] ইনিই সুকৃত ব্যক্তির সৌভাগ্য-লক্ষ্মী—শ্রী— বিষ্ণুবক্ষোবিহারিণী—

শ্রীঃ কৈটভারিহৃদয়ৈককৃতাধিবাসা।[৮]

কালিকাপুরাণে বিষ্ণুর যোগনিদ্রারূপিণী মহামায়ার স্তব করেছিলেন ব্রহ্মা—

ত্রৈলোক্যং তোয়সম্পূর্ণং শয়ানং পুরুষোত্তমম্।
নিরীক্ষ্য বৈষ্ণবীং মায়াং মহামায়াং জগন্ময়ীম্ ॥
যোগনিদ্রাং স তুষ্টাব হরেরঙ্গেষু সংস্থিতাম্।[৯]

—সমস্ত ত্রিলোক জলপূর্ণ, নিদ্রামগ্ন, শায়িত পুরুষোত্তম বিষ্ণুকে দেখে হরির অঙ্গসমূহে স্থিতা যোগনিদ্রা বিষ্ণুমায়া মহামায়া জগন্ময়ী বৈষ্ণবীকে স্তব করলেন।

ইনি ব্রাহ্মণী, মাহেশ্বরী, বৈষ্ণবী, কৌমারী প্রভৃতি বিচিত্র রূপে প্রকাশিতা হলেও প্রধানতঃ নারায়ণী। দেবীকে নারায়ণীরূপে বারংবার স্তুতিনতি জ্ঞাপন করা হয়েছে চণ্ডীর অন্তর্ভুক্ত দেবী স্তবে।[১০] স্কন্দপুরাণে বিষ্ণুমায়া দ্বাপরযুগে মহিষাসুর বধকালে বিষ্ণুর সঙ্গে উৎপন্না হয়েছিলেন।

ইদং চতুর্গুণং প্রাপ্য দ্বাপরে বিষ্ণুণা সহ।
মহিষস্য বধার্থায় উৎপন্না কৃষ্ণপিঙ্গলা ॥[১১]

---

১ মার্কণ্ডেয় পুঃ—৮৫।১৪
২ ব্রহ্মবৈঃ, প্রকৃতিখণ্ড—৫৭।৩
৩ ব্রহ্মবৈঃ, প্রকৃতিখণ্ড—৫৭।২১
৪ স্কন্দঃ কাশীখণ্ড উত্তরার্ধ—৭২।৩৮
৫ বাঃ পুঃ—২০।৫০
৬ মার্ক পুঃ ৯২ অঃ
৭ কাঃপুঃ—৬০।৫৭
৮ মার্কপুঃ—৪।১১
৯ কাঃ পুঃ—২৭।৩২
১০ মার্কপুঃ—১১ অঃ
১১ স্কন্দপ্রভাস—৭।৩৭

বরাহপুরাণে বৈষ্ণবী শক্তি বিষ্ণুমায়া বহু কুমারী সৃষ্টি করে কৌমার ব্রত পালন করেছিলেন। দেবর্ষি নারদ বিষ্ণুমায়ার আশ্চর্য রূপের কথা মাহিষ্মতীপুরীর অধীশ্বর মহিষাসুরের কাছে ব্যক্ত করায় মহিষাসুর দেবতাদের মথিত ও নির্জিত করে দেবীর সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। দেবী বিংশভুজা হয়ে সিংহে আরোহণ করে রুদ্রকে সহায় নিয়ে দশসহস্র বৎসর যুদ্ধ করে মহিষাসুরকে হত্যা করেছিলেন।[১]

দেবতেজ থেকে জাতা বিষ্ণুর যোগনিদ্রারূপিণী বৈষ্ণবী বিষ্ণুমায়াই লক্ষ্মী—বিষ্ণুর শক্তি—দেবীভাগবত অনুসারে মহালক্ষ্মী।[২] হরিবংশে আর্যাস্তবে (৩ অঃ) দেবী দুর্গা বলদেবের ভগিনী এবং নন্দগোপসুতা—

ভগিনী বলদেবস্য রজনী কলহপ্রিয়া···
নন্দগোপসুতা চৈব দেবানাং বিজয়াবহা।[৩]

মহাভারতে যুধিষ্ঠিরকৃত দুর্গাস্তবে দেবী নারায়ণপ্রিয়া, কিন্তু যশোদাগর্ভসম্ভূতা—

যশোদাগর্ভসম্ভূতাং নারায়ণবরপ্রিয়াম্।
নন্দগোপকুলে জাতাং মঙ্গল্যাং কুলবর্ধিনীম্॥[৪]

মহাভারতে অর্জুনকৃত দুর্গাস্তবেও দেবী শ্রীকৃষ্ণের অনুজা—নন্দবংশোদ্ভবা—গোপেন্দ্রস্যানুজে জ্যেষ্ঠে নন্দকুলোদ্ভবে।[৫]

মার্কণ্ডেয়পুরাণে দেবী বৈবস্বত মন্বন্তরে নন্দগোপকুলে জাতা যশোদা-গর্ভা-সম্ভবা হয়ে শুম্ভনিশুম্ভ দৈত্য বধ করার আশ্বাস দিয়েছেন।[৬] বরাহমিহিরের বৃহৎ-সংহিতায় একানংশা দেবী (চণ্ডীর রূপভেদ) কৃষ্ণ ও বলরামের মধ্যস্থলে স্থাপিতা।[৭] পুরীর জগন্নাথ বিগ্রহে জগন্নাথ ও বলরামের মধ্যভাগে লক্ষ্মীরূপিণী সুভদ্রা এবং ভুবনেশ্বরে অনন্তবাসুদেবের মন্দিরের গর্ভগৃহে কৃষ্ণ ও বলরামের মধ্যস্থিতা দেবীমূর্তির কথা স্মর্তব্য। বিষ্ণুমায়া চণ্ডী বিষ্ণুশক্তি এবং নন্দগোপকন্যা বিষ্ণু কৃষ্ণের ভগিনী। লৌকিক সম্পর্কে বিরোধ হলেও অলৌকিক দেবলীলায় রুদ্র, অম্বিকা, উষা, সূর্য, ব্রহ্মা, সরস্বতী প্রভৃতির মত বিরোধ স্বীকার্য নয়।[৮] বিষ্ণু, শক্তি বিষ্ণুমায়াই আবার শিবশক্তি চণ্ডী, সতী বা পার্বতীর সঙ্গে অভিন্না হয়ে গেলেন। যিনি বিষ্ণু, তিনিই ত শিব। সুতরাং জ্যোতির্ময়ী সরস্বতী, লক্ষ্মী, স্বর্গগঙ্গা ও চণ্ডীতে তফাৎ কোথায়? তাত্ত্বিক বিচারে স্বরূপতঃ সকলেই এক। তাই বৈষ্ণবী নারায়ণী হয়েও দেবী শিবানী।

সতী ও পার্বতী : পুরাণের বিষ্ণুমায়া চণ্ডী কাত্যায়নীর সঙ্গে শিবগৃহিণী উমা-পার্বতীর (তত্ত্বের দিক বাদে) কাহিনীগত সংযোগ আবিষ্কার করা কঠিন। হিমালয় নন্দিনী শিবজায়া পার্বতী উমা ছিলেন পূর্বজন্মে দক্ষ-দুহিতা সতী; দক্ষযজ্ঞে দেহত্যাগ করার পরে জন্মান্তরে তিনি গিরিরাজকন্যা উমারূপে পুনর্বার

---

১ বরাহপুঃ ৯৫ অঃ ২ দেবীভাগ—৫।৮।৪৪ ৩ হরিবংশ—৩।১০-১১
৪ মহাঃ, বিরাটপর্ব—৬।২ ৫ মহাঃ, ভীষ্ম পর্ব—২৩।৭ ৬ মার্ক পুঃ—৯১।৪২
৭ বৃহৎ সং—৫৮।৩৭ ৮ এই গ্রন্থের ২য় পর্ব জগন্নাথ প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।

মহাদেবকে আশ্রয় করেছিলেন। এই উপাখ্যানে উমা-পার্বতী দৈত্যঘাতিনীও নন,—সিংহবাহিনীও নন। তিনি হরজায়া হিমবান-নন্দিনী গণেশ ও কার্তিকেয়-জননী। কার্তিকেয় তাঁর গর্ভে উৎপন্ন না হলেও তিনিই প্রকৃতপক্ষে কার্তিকেয়ের মাতা। মহাসুরতলিপ্ত শিবের তেজ অগ্নির মাধ্যমে গঙ্গায় নিক্ষিপ্ত হওয়ায় গঙ্গা থেকে শরস্তম্বে নিক্ষিপ্ত তেজ থেকে কার্তিকেয়ের জন্ম হয়েছিল।[১] নিজের গাত্রমল থেকে উমা গণেশকে নির্মাণ করেছিলেন।[২] এই জন্য গণেশ ও কার্তিকেয় দুই পুত্রের তিনি জননী।

যিনি পরের জন্মে পার্বতী, তিনিই পূর্বজন্মে সতী—দক্ষের কন্যা। দক্ষযজ্ঞে দেহত্যাগ করে তিনি গিরিরাজ হিমালয়ের কন্যা পার্বতীরূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

মূঢ়দক্ষদোষে যবে দেহে ছাড়ি, সতি,
হিমাদ্রির গৃহে জন্ম লভিলা আপনি।[৩]

এইমতে দক্ষযজ্ঞ বিনাশি অভয়া।
পুণ্যবান দেখি হিমালয়ে কৈলা দয়া॥
লোক শুভহেতু সেই হৈল শুভদিন।
হিমালয়ে জন্ম মাতা হইলা যে দিন॥[৪]

অথাবমানেন পিতুঃ প্রযুক্তা
দক্ষস্য কন্যা ভবপূর্বপত্নী।
সতী সতী যোগবিসৃষ্টদেহা
তাং জন্মনে শৈলবধূং প্রপেদে॥[৫]

—অনন্তর পিতৃকৃত অপমানে দক্ষের কন্যা ভবের পূর্বপত্নী সতী যোগের দ্বারা দেহত্যাগ করে পরজন্মে পর্বতরাজবধূকে প্রাপ্ত হলেন।

মৎস্যপুরাণেও দক্ষসুতার পার্বতীরূপে পুনর্জন্মের উল্লেখ রয়েছে—

শঙ্করস্যাভবৎ পত্নী সতী দক্ষসুতা তু যা।
সা মৃতা কুপিতা দেবী কস্মিংশ্চিৎ কারণান্তরে।
ভবিতা হিমশৈলস্য দুহিতা লোকভাবনী।[৬]

পদ্মপুরাণে দক্ষযজ্ঞের পরে পত্নী বিরহিত শিবকে নারদ সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন—

সা তে সতী যা দেবেশভার্য্যা প্রাণসমা স্মৃতা
হিমবদ্দুহিতা সা চ মেনাগর্ভসমুদ্ভবা।
জগ্রাহ দেহমন্তং সা বেদবেদার্থবেদিনী।[৭]

---

১ হিন্দুদের দেবদেবী, ২য় পর্ব, স্কন্দ-কার্তিকেয় প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য
২ ঐ গণেশ ও গণেশ প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য ৩ মেঘনাদবধ কাব্য—২য় সর্গ
৪ কবিকঙ্কণ চণ্ডী ৫ কুমারসম্ভব কাব্য—১।২১
৬ মৎস্যপুরাণ—১৫৪।৬০-৬১ ৭ পদ্মপুরাণ, সৃষ্টিখণ্ড—৫।৯৩-৯৪

—হে দেবেশ, তোমার প্রাণসমা ভার্যা সতী, তাঁর কথা স্মরণ করছ, তিনি বেদ ও বেদার্থজ্ঞা, মেনাগর্ভে হিমবানের কন্যারূপে অন্যদেহ গ্রহণ করেছেন।

বায়ুপুরাণের উল্লেখ :

অথ দেবী সতী যা তু প্রাপ্ত বৈবস্বতেঽন্তরে।
মেনায়াং তদুমাং দেবীং জনয়ামাস শৈলরাট্॥[১]

স্কন্দপুরাণেও সতীর জন্মান্তরের উল্লেখ পাই :

দক্ষাপমানাৎ সঞ্জাতা তদা পর্বতপুত্রিকা।[২]

দক্ষযজ্ঞে সতীর দেহত্যাগের তাৎপর্য পূর্বেই ব্যাখ্যাত হয়েছে।[৩] আদিত্যগণের অন্যতম দক্ষ সূর্য এবং দক্ষ যজ্ঞবিশেষের নাম। সুতরাং দেবতেজঃসম্ভূতা এবং বিষ্ণুশক্তি। সতীর উদ্ভবের গল্পটি পদ্মপুরাণে এইভাবে বর্ণিত হয়েছে,—

পূর্বকালে মহাপ্রলয়ে ত্রিলোক দগ্ধীভূত হলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৌভাগ্যশ্রী বৈকুণ্ঠে বিষ্ণুর বক্ষঃস্থল আশ্রয় করলেন। তৎপরে পুনঃ সৃষ্টিকালে ব্রহ্মা ও বিষ্ণু বিবাদ সুরু করলেন। সেইসময়ে ভীষণ বহ্নিজ্বালা তপ্ত হয়ে অন্তরীক্ষে উৎক্ষিপ্ত হয় এবং ব্রহ্মপুত্র দক্ষ তা পান করেন, ফলে দক্ষের বল ও তেজ বৃদ্ধি পেতে থাকে। দক্ষ যে বিষ্ণুতেজ পান করেছিলেন, তাই সতীরূপে আবির্ভূতা হলেন, মহাদেব সেই ত্রৈলোক্যসুন্দরী দেবীকে বিবাহ করলেন—

স্পর্ধায়াঞ্চ প্রবৃদ্ধায়াং কমলাসনকৃষ্ণয়োঃ
পিঙ্গাকারা সমুদ্ভূতা বহ্নিজ্বালাতিভীষণা॥
ভয়াভিতপ্তস্ত হরের্বক্ষসস্তদ্বিনিঃসৃতম্।
যদ্বক্ষস্থলমাশ্রিত্য বিষ্ণোঃ সৌভাগ্যমাস্থিতম্।

* * *

উৎক্ষিপ্তমন্তরীক্ষাত্তু ব্রহ্মপুত্রেণ ধীমতা॥
দক্ষেণ পীতমাত্রং তদ্রূপলাবণ্যকারকম্।
বলং তেজো মহজ্জাতং দক্ষস্য পরমেষ্ঠিনঃ॥

* * *

পীতং যদ্ব্রহ্মপুত্রেণ যোগজ্ঞানবিদা পুরা।
দুহিতা সাভবত্তস্মাৎ যা সতীরিত্যভিধীয়তে॥[৪]

—ব্রহ্মা এবং কৃষ্ণের স্পর্ধা বর্ধিত হলে অতি ভীষণ পিঙ্গলবর্ণ বহ্নিজ্বালা প্রাদুর্ভূত হোল। হরির বক্ষঃস্থল থেকে তা নির্গত হোল, যে বক্ষঃস্থল আশ্রয় করে বিষ্ণুর সৌভাগ্য অবস্থান করে।…সেই উৎক্ষিপ্ত তেজ অন্তরীক্ষ থেকে ধীমান্ ব্রহ্মপুত্র দক্ষ পান করা মাত্রই পরমেষ্ঠি দক্ষের প্রভূত বল এবং তেজ জন্মেছিল।…পুরাকালে, যোগজ্ঞানবিদ ব্রহ্মপুত্র যেহেতু পান করেছিলেন, সেইজন্য তিনি দক্ষের কন্যা সতী নামে কথিতা হলেন।

---

১ বায়ুপুঃ—৩০।৭০, ব্রহ্মাণ্ডপুঃ—৩১।৭০
২ স্কন্দঃ, প্রভাসখণ্ড, প্রভাসক্ষেত্রমাহাত্ম্য—১৬৭।৯
৩ হিন্দুদের দেবদেবী, ১ম, দক্ষপ্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য
৪ পদ্মসৃষ্টি—১১।৪-৭৯

স্কন্দপুরাণে বিষ্ণু রুদ্রের পত্নীত্বের উদ্দেশ্যে বিষ্ণুমায়া গৌরীকে নিজ দেহ থেকে সৃষ্টি করেছিলেন। বিষ্ণু বলেছেন—

উগ্রেণ তপসা পূর্বমহং রুদ্রেণ ভাবিতা।
পত্ন্যর্থং সা ময়াসৃষ্টা গৌরী তস্যাস্তি কামিনী॥
সর্বসৌন্দর্যবসতির্বপুষো মে বিনির্গতা।[১]

—রুদ্রের দ্বারা ভাবিত হয়ে আমি পূর্বে উগ্র তপস্যার দ্বারা রুদ্রের পত্নীর নিমিত্ত তাঁকে সৃষ্টি করেছি। সর্বসৌন্দর্যের আধার আমার দেহ থেকে তাঁর কামিনী গৌরী নির্গতা হয়েছেন।

এইভাবে বিষ্ণুশক্তি বিষ্ণুমায়া ও শিবশক্তি শিবানী গৌরীর মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা হয়েছে। বিষ্ণুর দেহ থেকে জাতা দেবী লৌকিক দৃষ্টিতে অবশ্যই বিষ্ণু-কন্যা; আবার যশোদা-গর্ভসম্ভবা কৃষ্ণ ও বলদেবের ভগিনী তিনি, বিষ্ণুশক্তি বিষ্ণুমায়া নারায়ণী বিষ্ণুপত্নী। লৌকিক সম্পর্কের চিরন্তন বিরোধ এখানেও প্রকটিত। কালিকাপুরাণে দেবী নিজেকে বিষ্ণুমায়া অথচ শঙ্করী বলে উল্লেখ করেছেন—

উৎপন্না দক্ষজায়ায়ং চারুরূপেণ শঙ্করম্।
অহং সম্ভজিষ্যামি প্রতিসর্গং পিতামহ॥
ততস্তু যোগনিদ্রাং মাং বিষ্ণুমায়াং জগন্ময়ীম্।
শঙ্করীতি বদিষ্যন্তি রুদ্রানীতি দিবৌকসঃ॥[২]

—হে পিতামহ, আমি দক্ষপত্নীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করে প্রতি সৃষ্টিতেই শঙ্করকে ভজনা করবো। তারপর দেবগণ জগন্ময়ী বিষ্ণুমায়া আমাকে শঙ্করী এবং রুদ্রাণী বলবেন।

ব্রহ্মাও বিষ্ণুমায়াকে অনুরোধ করেছিলেন, তুমি যেমনভাবে লক্ষ্মীরূপে শরীর ধারণ করে বিষ্ণুকে আনন্দিত কর, তেমনিভাবে বিশ্বের হিতের নিমিত্ত শিবকে মোহিত কর,—

যয়া ধৃতশরীরা ত্বং লক্ষ্মীরূপেণ কেশবম্।
আমোদয়সি বিশ্বস্য হিতায়ৈতং তথা কুরু॥[৩]

এখানে বিষ্ণুশক্তি ও শিবশক্তির অভিন্নতা খুবই স্পষ্ট। একই দেবসত্তা যে বৈষ্ণবীশক্তি লক্ষ্মী ও শিবশক্তি পার্বতীরূপে প্রকাশিত এই তত্ত্বই পুরাণকার ব্যাখ্যা করেছেন। কালিকাপুরাণে যোগনিদ্রা বিষ্ণুমায়া ষোড়শভুজা ভদ্রকালী—

যোগনিদ্রা মহামায়া জগদ্ধাত্রী জগন্ময়ী।
ভুজৈঃ ষোড়শভির্যুক্তা ভদ্রকালীতি বিশ্রুতা॥[৪]

দেবীভাগবতে দেবতেজঃ সম্ভূতা মহালক্ষ্মী অষ্টদশভূজা ত্রিবর্ণা—শ্বেতাননা, কৃষ্ণনেত্রা রক্তাধরা,—কখনও সহস্রভুজা—

---

১ স্কন্দঃ, বিষ্ণুখণ্ড পুরুষোত্তম মাহাত্ম্য—৪।৪৪-৪৫
২ কাঃ পুঃ—৬।৮৯ ৩ কাঃ পুঃ—৫।৬৪ ৪ দেবীভাগ—৫।৮।৪৪-৪৬

ত্রিগুণা সা মহালক্ষ্মীঃ সর্বদেবশরীরজা।
অষ্টাদশভুজা রম্যা ত্রিবর্ণা বিশ্ববিমোহিনী॥
শ্বেতাননা কৃষ্ণনেত্রা সংরক্তাধরপল্লবা।
তাম্রপাণিতলা কান্তা দিব্যভূষণভূষিতা॥
অষ্টাদশভুজা দেবী সহস্রভুজমণ্ডিতা।
সম্ভূতাসুরনাশায় তেজোরাশি সমুদ্ভবা॥[১]

দেবী মাহাত্ম্য বা শ্রীশ্রীচণ্ডী উপাখ্যানে যে তিনটি বিভাগ আছে মধুকৈটভবধ, মহিষাসুরবধ ও শুম্ভনিশুম্ভবধ—সেই তিনটি চরিতের মধ্যে মধ্যম চরিত অর্থাৎ মহিষাসুরবধ আখ্যানের দেবতা মহালক্ষ্মী। পুরাণে-তন্ত্রে মহালক্ষ্মীর যে মূর্তির বিবরণ আছে ধ্যানমন্ত্রে সেই মূর্তি শিবশক্তি শিবানীর।[২] বৈষ্ণবীশক্তি ও শিবশক্তির অভিন্নতার আর একটি দৃষ্টান্ত মহালক্ষ্মী।

অন্ধকাসুরবধ : দেবী বিষ্ণুমায়া কর্তৃক অন্যান্য দানববধের উল্লেখও পুরাণে রয়েছে। সে সকল ক্ষেত্রেও দেবী দেবতেজঃসম্ভূতা। বরাহপুরাণে অন্ধকাসুর বধকালে ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিবের দৃষ্টি একত্রিত হওয়ায় এক কন্যার আবির্ভাব হয়েছিল,—

ততস্তেষাং ত্রিধা দৃষ্টিভূর্তৈকা সমজায়ত।
তস্যাং দৃষ্ট্যাং সমুৎপন্না কুমারী দিব্যরূপিণী॥[৩]

তিন দেবতার শক্তি একত্রিত হয়ে তিন বর্ণ হোল দেবীর,—এক অঙ্গে তিন দেবসত্তার সমন্বয় হোল।

সিতাং রক্তাং তথা কৃষ্ণাং ত্রিমূর্তিত্বং জগাম্ সা।
যা সা রক্তেন বর্ণেন স্বরূপা তনুমধ্যমা॥
শঙ্খচক্রধরা দেবী বৈষ্ণবী সা কলা স্মৃতা।
সা পাতি সকলং বিশ্বং বিষ্ণুমায়েতি কীর্ত্যতে॥
যা সা কৃষ্ণেন বর্ণেন রৌদ্রামূর্তি ত্রিশূলিনী।
দংষ্ট্রা-করালিনী দেবী সা সংহরতি বৈ জগৎ।
যা সৃষ্টির্ব্রহ্মণো দেবী শ্বেতবর্ণা বিভাবরী।
সদ্যো ব্রহ্মাণমামন্ত্র্য তত্রৈবান্তরধীয়ত॥[৪]

—যে দেবী রক্তবর্ণা, সুরূপা, মধ্যে ক্ষীণা, শঙ্খচক্রধরা, অংশতঃ বৈষ্ণবী, সকল বিশ্বপালন করেন, তিনি বিষ্ণুমায়া নামে কীর্তিতা হন। যিনি কৃষ্ণবর্ণা, ত্রিশূলধারিণী দংষ্ট্রাকরালিনী জগৎসংহারকারিণী, তিনি রুদ্রের শক্তি রৌদ্রা। যিনি শ্বেতবর্ণা রাত্রি ব্রহ্মার সৃষ্টি, ব্রহ্মাকে আহ্বান করে সেখানেই অন্তর্হিতা হলেন।

এই দেবী অন্ধকাসুরকে হত্যা করেছিলেন। হরিহরব্রহ্মার মত লক্ষ্মী সরস্বতী ও দুর্গা-কালীর একত্র সমন্বয় এই দেবীমূর্তিতে দৃশ্যমান।

---

১ দেবীভাগ—৫।৮।৪৪ ২ এই গ্রন্থের লক্ষ্মীর প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য ৩ বরাহ—৯০।১৮-১৯
৪ বরাহ—৯০।২৬-৩০

বেত্রাসুর বধ : বরাহপুরাণে (২৮ অঃ) বিষ্ণুমায়া দুর্গা কর্তৃক বেত্রাসুরবধের কাহিনী বর্তমান। প্রাগজ্যোতিষপুরের অধীশ্বর বেত্রাসুরের উপদ্রবে সন্ত্রস্ত দেবগণের দুঃখে বিচলিত ব্রহ্মা যখন গঙ্গার জলে বিষ্ণুপত্নী সাবিত্রীর উপাসনা করছিলেন, তখন চিন্তাকুল ব্রহ্মার সম্মুখে আবির্ভূতা হলেন দেবী সিংহবাহিনী যোগমায়া মহামায়া। তিনিই বেত্রাসুরকে নিহত করেছিলেন। বেত্রাসুর বধের পরে মহাদেব দেবীর স্থান নির্দেশ করলেন হিমাচলে,—ইয়ং দেবী বরারোহা যাতু শৈলং হিমাচলম্।[১] মহাদেব এই সময় দেবীর কাছে ভাবীকালে মহিষাসুর বধের প্রার্থনা করেছিলেন—

ত্বয়া দেবী মহাকার্যং কর্তব্যঞ্চান্যদস্তি নঃ।
ভবিষ্যৎ মহিষাখ্যস্য অসুরস্য বিনাশনম্॥

এখানেও দেবী মহামায়ার সঙ্গে শিবের অথবা হিমালয়ের সংযোগ অত্যন্ত ক্ষীণ।

কলিঙ্গদৈত্য বধ : কলিঙ্গদৈত্য বধকালেও দেবগণের প্রার্থনায় ধূম ও অগ্নিজ্বালারূপে শুক্লবসনা দেবীর আবির্ভাব হয়েছিল।

পূর্বং জাতা মহারাজ ধূমমূর্তির্ভয়াবহা।
ততো জাতা জ্বালা ততঃ কন্যা শুক্লবাসানুলেপনা।[২]

অন্যান্য দানববধ : মার্কণ্ডেয়পুরাণের চণ্ডী উপাখ্যান অনুসারে দেবী চণ্ডী শুম্ভ ও নিশুম্ভনামক দানবদ্বয়কে বধ করেছিলেন। এ ছাড়াও শুম্ভ-নিশুম্ভের সেনাপতি চণ্ড, মুণ্ড, রক্তবীজ আরও অনেক দেবশত্রুকে তিনি নাশ করেছেন। দেবী দুর্গাসুর নামে আর একটি ভয়ংকর দৈত্যকে বধ করেছিলেন। বিভিন্ন পুরাণে দুর্গাসুর বধের কাহিনী বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে। দ্বিজমাধবের চণ্ডীমঙ্গলকাব্য অনুসারে দেবী মঙ্গলদৈত্যকে বধ করেছিলেন। এইভাবে মহিষাসুরমর্দিনী দেবী চণ্ডী যুগে যুগে দেবতাদের শত্রু দানবগণকে স্বরূপে বা বিভিন্নরূপে বধ করে ত্রিলোকের অশুভশক্তিকে বিনষ্ট করেছেন। তাই দেবী দানবদলনী মহাশক্তিরূপে পরিচিতা ও পূজিতা।

দুই কাহিনীর সমন্বয় : দেবী আদ্যাশক্তি মহামায়া সম্পর্কে পুরাণে দুই শ্রেণীর কাহিনী প্রচলিত। এক শ্রেণীর কাহিনীতে দেবী দেব-তেজঃসম্ভূতা—জ্যোতির্ময়ী তেজোরূপা—অসুরঘাতিনী। এক্ষেত্রে তিনি বৈদিক দিব্য সরস্বতীর সগোত্রা। কলিঙ্গ দৈত্যবধকালে দেবী অগ্নিরূপা। সন্দেহ নেই, সরস্বতীর দানব-দলন মহাশক্তিতে সংক্রমিত হয়েছে। আর এক শ্রেণীর কাহিনীতে দেবী দক্ষতনয়া, জন্মান্তরে হিমালয়-নন্দিনী উমা-পার্বতী। উভয় জন্মেই তিনি শিবশক্তি শিব-জায়া। উমা-পার্বতী গজানন-কার্তিকেয়ের জননী। ইনি দৈত্যনাশিনী নন। দেবতেজঃসমুদ্ভূতা যে মহাশক্তি চণ্ডী, তিনিই বিষ্ণুমায়া বিষ্ণুর যোগনিদ্রা—শিবজায়া বা হিমালয় কন্যা নন। ইনি সকল দেবতার শক্তিরূপা—সুতরাং

---

১ বরাহপুঃ—২৮।৪৩ ২ স্কন্দপুঃ, প্রভাসখণ্ডান্ত অর্বুদখণ্ড—২২।১৫

প্রকৃতই মহাশক্তি। পরে ক্রমে ক্রমে দেবীর এই দুই রূপ মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। দুর্গা-পার্বতী-চণ্ডী মিলেমিশে একই দেবসত্তায়, একই মহাশক্তি শিবশক্তি শিবানীতে পরিণত হয়েছেন।

কমলে কামিনী ঃ বিষ্ণুমায়া—বিষ্ণুশক্তি লক্ষ্মী। বিষ্ণুশক্তি লক্ষ্মী ও বিষ্ণুমায়া চণ্ডীর একত্ব পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। চণ্ডী ও লক্ষ্মীর একত্র মেশামেশির সবচেয়ে বড় নিদর্শন কমলে কামিনী মূর্তিতে। কমলে কামিনী চণ্ডীরই মূর্তিভেদ। বাঙ্গালা চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে ধনপতি সদাগর ও তৎপুত্র শ্রীমন্ত সিংহলের উপকূলে কমলে কামিনী দর্শন করেছিলেন। কমলে কামিনী পদ্মাসীনা—হস্তী গলাধঃকরণে ও উদ্‌গীরণে নিরতা—

পুনঃ সাধু মিলে আঁখি শতদলে শশিমুখী
উগারি গিলয়ে করিবরে।[১]
* * *
অপরূপ দেখি আর হের ভাই কর্ণধার
কমলে কামিনী অবতার।
ধরি রামা বাম করে উগরয়ে করিবরে
পুনরপি করয়ে সংহার॥[২]
* * *
কমলেতে কমলিনী বসি নারী একাকিনী
গজরাজে ধরে বাম করে।
ক্ষণে ধরে অবহেলে ক্ষণেকে উঘাইয়া পেলে
ক্ষণেকে আননে নিয়া ভরে॥

অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন কালের বৃহদ্ধর্মপুরাণে কমলেকামিনী মূর্তির বিবরণ পাই মঙ্গলচণ্ডীর স্তুতিসূচক একটি শ্লোকে—

ত্বং কালকেতুবরদাচ্ছল গোধিকাসি
যা ত্বং শুভা ভবসি মঙ্গলচণ্ডিকা।
শ্রীশালবাহননৃপাদ্ বণিজঃ সসূনো
রক্ষেঽম্বুজে করিচয়ং গ্রসতী বমন্তী॥[৩]

—আপনি কালকেতু ব্যাধকে বরদান করিয়াছেন, আপনি ছলে স্বর্ণ গোধিকামূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছেন, আপনিই শুভা মঙ্গলচণ্ডিকা, আপনি মাতঙ্গ ভোজন ও উদ্‌গীরণ করতঃ শ্রীমন্ত সদাগর ও তৎপিতাকে শ্রীশালবাহন রাজার হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়াছেন।[৪]

এই শ্লোকে চণ্ডীমঙ্গলকাব্যের দু'টি কাহিনীতে গোধারূপিণী চণ্ডী ও কমলে কামিনীর উল্লেখমাত্র পাচ্ছি। কালকেতু ও ধনপতির কাহিনীদ্বয়ের উল্লেখ থেকে

---

১ কবিকঙ্কণ চণ্ডী—মুকুন্দরাম চক্রবর্তী
২ তদেব
৩ বৃহদ্ধর্ম, উত্তরখণ্ড—১৬।৪৫
৪ অনুবাদ—পঞ্চানন তর্করত্ন

এই শ্লোকটিকে চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের উদ্ভবের পরবর্তীকালে রচিত বলে গণ্য করা যায়। কিন্তু তন্ত্রশাস্ত্রের মহালক্ষ্মী এবং তন্ত্র ও পুরাণের গজলক্ষ্মী যে কমলেকামিনীতে পরিণত হয়েছেন, এতে সন্দেহ নেই। বঙ্গদেশের বিখ্যাত স্মার্তপণ্ডিত জীমূতবাহনের (খ্রীঃ ১১শ শতাব্দী) কাল বিবেক গ্রন্থে কোজাগরী লক্ষ্মীর যে বিবরণ আছে, তাতে লক্ষ্মী হস্তিবাহিনী—কৌমুদ্যাং পূজয়েল্লক্ষ্মীমৈরাবতস্থিতাম্।[1] দেবী-পুরাণে দেবী দুর্গাও দিগ্‌গজমত্তারিপৃষ্ঠগা। হস্তিশুণ্ডস্নাতা ও হস্তিবাহনা লক্ষ্মী এবং মনুষ্য, অশ্ব, মহিষ ও গজ ভক্ষণকারিণী মহালক্ষ্মী চণ্ডীর সঙ্গে অভিন্নতা প্রাপ্ত হয়ে হস্তি-ভোজন ও উদ্গীরণরতা কমলে কামিনী চণ্ডীরূপে এক নূতন দেবসত্তায় পরিণত হলেন। মহারাজ লক্ষ্মণসেনের রাজত্বের তৃতীয় বৎসরে নির্মিত চণ্ডী-মূর্তিতে সিংহের সঙ্গে দু'টি হস্তীও আছে। আরও স্মর্তব্য যে দেবীর দশরূপ বা দশমহাবিদ্যার অন্যতমা কমলা।

চণ্ডী ও সরস্বতী ঃ পূর্বেই বলেছি, লক্ষ্মী ও দুর্গা চণ্ডীর উৎস বৈদিক দিব্য সরস্বতী। পার্বতী দুর্গা-চণ্ডী যে সরস্বতীর সঙ্গে অভিন্না তা মার্কণ্ডেয়পুরাণের তিনটি অংশ—মধুকৈটভবধ, মহিষাসুরবধ ও শুম্ভনিশুম্ভবধ থেকে প্রমাণিত হয়। প্রথম অংশের দেবতা মহাকালী, দ্বিতীয় অংশের দেবতা মহালক্ষ্মী এবং তৃতীয় অংশের দেবতা মহাসরস্বতী। চণ্ডীপাঠের পূর্বে পাঠ্য বিনিয়োগ-মন্ত্র ঃ "প্রথম চরিতস্য ব্রহ্ম ঋষির্মহাকালী দেবতা···অগ্নিস্তত্ত্বং মহাকালী প্রীত্যর্থং জপে বিনিয়োগঃ। মধ্যম চরিতস্য বিষ্ণুঋষির্মহালক্ষ্মীর্দেবতা···বায়ুস্তত্ত্বং মহালক্ষ্মীপ্রীত্যর্থং জপে বিনিয়োগঃ। উত্তর চরিতস্য রুদ্রঋষিঃ সরস্বতী দেবতা···সূর্যস্তত্ত্বং মহাসরস্বতী প্রীত্যর্থং জপে বিনিয়োগঃ।"[2]

একই দেবতার তিনটি চরিতের দেবতা মহাকালী, মহালক্ষ্মী ও মহাসরস্বতী। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে তিন দেবীই অভিন্না। এই তিন চরিতের তত্ত্ব অগ্নি, বায়ু ও সূর্য—তিনই এক অভিন্ন অর্থাৎ তিনই সূর্যাগ্নিরূপী। চণ্ডীর টীকাকার গোপাল চক্রবর্তী লিখেছেন, "সাক্ষাৎ সরস্বতী প্রোক্তা শুম্ভাসুরনিসূদিনী ইতি যামলে।" —অর্থাৎ যামলতন্ত্রে সরস্বতীকেই শুম্ভাসুরহন্ত্রী বলা হয়েছে। আবার ডামরতন্ত্রে শুম্ভাসুরবিনাশিনী অষ্টভুজা মহাসরস্বতীর বর্ণনা আছে। এখানে মহাসরস্বতী গৌরীদেহসমুদ্ভবা। দেবীভাগবতে মহামায়াই বিদ্যারূপিণী বাগ্‌দেবী —বিদ্যা ত্বমেব সুখদাসুখদাপ্যবিদ্যা।[3] —হে দেবি তুমি সুখকরী বিদ্যা এবং দুঃখকরী অবিদ্যা।

বাগ্দেবতা ত্বমসি দেবি সুরাসুরাণাম্।[4]

দেবীপুরাণ বলেন যে দেবী মহামায়া বিদ্যা বিশুদ্ধজ্ঞানকে নিয়মিত করেন—বিদ্যাশুদ্ধজ্ঞানং নিয়ামসে।[5] দেবীর স্তুতি পাঠ করলে বিদ্যার্থী বিদ্যালাভ করে,—

---

১ কালবিবেক, প্রমথনাথ তর্কভূষণ সম্পাদিত—পৃঃ ৪০৩

২ শ্রীশ্রীচণ্ডী, শ্যামাচরণ কবিরত্ন সম্পাদিত—পৃঃ ৪১-৪২ ৩ দেবীভাগ—৫।১১।৫৪

৪ দেবীভাগ—৫।১১।১৭ ৫ দেবীপুঃ—৩৬।১০

বিদ্যার্থী লভতে বিদ্যাম্।[১] স্কন্দপুরাণে দেবী স্বয়ং গৌরী, সাবিত্রী, গায়ত্রী, সরস্বতী—ত্বং গৌরী, ত্বঞ্চ সাবিত্রী, ত্বং গায়ত্রী সরস্বতী।[২] চণ্ডী স্তুতিতে দেবী চণ্ডী বেদরূপা বেদ জননী—

শব্দাত্মিকা সুবিমলর্গ্যজুষাং নিধান-
মুদ্গীথরম্যপদপাঠবতাঞ্চ সাম্নাম্।
দেবী ত্রয়ী ভগবতী ভবভাবনায়
বার্তা চ সর্বজগতাং পরমার্তিহন্ত্রী ॥[৩]

—তুমি শব্দরূপা, সুনির্মল ঋক্ ও যজুর্বেদের আধারভূতা, উদাত্তাদিস্বরের দ্বারা রমণীয় পদপাঠযুক্ত সামবেদেরও তুমি আধার, তুমিই ত্রয়ী অর্থাৎ ঋক্, সাম ও যজুর্বেদ, তুমি ভগবতী জগৎপালনের নিমিত্ত বার্তা (কৃষি, গোরক্ষা, বাণিজ্য ও কুসীদ বিদ্যা)-রূপা।

দেবী চণ্ডী স্বয়ং বিদ্যারূপিণী—বিদ্যাসি সা ভগবতী পরমা হি দেবী।[৪]

সরস্বতীর সঙ্গে অভিন্নরূপে দেবী পার্বতী-দুর্গার সংযোগের আরও একটি নিদর্শন পাই দক্ষদুহিতা সতীর দক্ষযজ্ঞে গমনের পূর্বে শিবের নিকট দশমহাবিদ্যার রূপ ধারণে। পুরাণে এবং তন্ত্রে দেবীর দশবিধ রূপ দশমহাবিদ্যা নামে খ্যাত। কালিকাপুরাণে দেবীর এক নাম সারদা।[৫] দ্বিজমাধব চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে দেবী চণ্ডীকে বারংবার সারদা নামে অভিহিত করেছেন এবং তাঁর কাব্যের নাম দিয়েছেন সারদা মঙ্গল বা সারদা চরিত—'দ্বিজমাধবে গায়ে সারদা মঙ্গল'। প্রসিদ্ধ শক্তিতন্ত্র সারদাতিলক। অথচ সারদা সরস্বতীকেই বোঝায়। বরাহপুরাণ মতে ব্রহ্মা নিজের দেহ থেকে জাতা কন্যাকে রুদ্রের হস্তে সমর্পণ করেছিলেন। এই কন্যার দু'টি নাম গৌরী ও ভারতী,—ভারতী ও গৌরী অভিন্না।

তস্য ব্রহ্ম শুভাং কন্যাং ভার্যায়ৈ মূর্তিসম্ভবাম্।
গৌরীনাম্নীং স্বয়ং দেবীং ভারতীং তাং দদৌ পতিঃ ॥[৬]

ব্রহ্মার কন্যা (মতান্তরে পত্নী) সরস্বতী বা ভারতী সর্বজন প্রাসদ্ধা। সুতরাং রুদ্রপত্নী গৌরী ও ভারতী এখানে অভিন্নতা প্রাপ্তা। কালীবিলাস তন্ত্রে দশমহাবিদ্যার অন্যতমা বগলার শতনামের মধ্যে কয়েকটি নাম—বাগ্বাদিনী, বিদ্যা বেদরূপা, বেদজ্ঞা, বেদমাতা।[৭] ভৈরবীর শতনামের অন্যতমা—বেদাগ্রী, বেদসারা, বেদান্তরূপিণী, বিদ্যা, বেদরূপা। দেবীর রূপভেদ তারার এক নাম মহানীল সরস্বতী, তিনি বাক্ অর্থাৎ বিদ্যাদায়িনী।

তারকত্বাৎ সদা তারা লীলয়া বাক্প্রদা যতঃ।
মহানীল সরস্বতী প্রোক্তা উগ্রত্বাদুগ্রতারিণী ॥[৮]

* * *

---

১ দেবীপুঃ—৩৬।৩৫ ২ স্কন্দ, কাশীঃ, উত্তরার্ধ—৭২।৪২ ৩ চণ্ডী—৪।১০
৪ চণ্ডী—৪।৯ ৫ কা পুঃ—৬৪।৮৩ ৬ বরাহপুঃ—২১।৪০
৭ কালীবিলাসতন্ত্র—১৬ পটল ৮ প্রাণতোষিণীতন্ত্র—৫।৬

তত্র যজ্ঞে স্বয়ং দেবী মাতা নীল সরস্বতী।[১]

* * *

এষৈব হি মহাবিদ্যা মায়াখ্যা সকলেষ্টদা।
বাগ্‌ভবাখ্যা যদা বিদ্যা বাগীশত্বপ্রদায়িনী।[২]

—ইনিই মহবিদ্যা মায়া প্রভৃতি সকল ইষ্টদায়িনী। বাগ্‌ভবা প্রভৃতি বাগীশত্ব-প্রদায়িনী বিদ্যা।

পুরাণে সরস্বতীর অষ্টমূর্তির অন্যতমা গৌরী—

লক্ষ্মীর্মেধা ধরা পুষ্টিঃ গৌরী তুষ্টির্জয়া মতিঃ।
এতাভিঃ পাহি অষ্টাভির্মাং সরস্বতি।[৩]

—হে সরস্বতী, লক্ষ্মী, মেধা; ধরা; পুষ্টি, গৌরী, তুষ্টি, জয়া ও মতি—এই আটটি মূর্তির দ্বারা আমাকে রক্ষা কর।

লক্ষ্মীর্মেধা ধরা পুষ্টির্গৌরী তুষ্টি প্রভা মতিঃ।
এতাভিঃ পাহি অষ্টাভির্মাং সরস্বতি।[৪]

মার্কণ্ডেয়পুরাণে চণ্ডীর বিভিন্ন তনুর অন্তর্গত লজ্জা, লক্ষ্মী, মহাবিদ্যা, শ্রদ্ধা, পুষ্টি, মহারাত্রি, সরস্বতী প্রভৃতি।[৫] বৃহদ্ধর্মপুরাণে দেবীর পঞ্চপ্রকৃতি—

গঙ্গা দুর্গা চ সাবিত্রী লক্ষ্মীশ্চৈব সরস্বতী।
এতা প্রকৃতয়ঃ পঞ্চ ভবিষ্যামি সুরোত্তমাঃ॥[৬]

প্রপঞ্চসারতন্ত্রে ভারতীর নয় শক্তি—

মেধা প্রজ্ঞা প্রভা বিদ্যা ধীর্ধৃতি স্মৃতিবুদ্ধয়ঃ।
বিদ্যেশ্বরীতি সংপ্রোক্তা ভারত্যা নব শক্তয়ঃ॥[৭]

মহাসরস্বতীর ষোড়শ শক্তিঃ সরস্বতী, শ্রী, দুর্গা, উষা, লক্ষ্মী, শ্রুতি, স্মৃতি, ধৃতি, শ্রদ্ধা, মেধা, মতি, শান্তি ও আর্যা।

শুধু কি লক্ষ্মী, সরস্বতী, গৌরী বা দুর্গা একই দেবসত্তার ভিন্ন তনু? তন্ত্রে-পুরাণে শক্তিদেবতার বিভিন্ন রূপকল্পনাতেও সরস্বতীর প্রভাব সুস্পষ্ট। দেবীপুরাণে দেবীর যে চৌষট্টিরূপের বর্ণনা আছে, তন্মধ্যে রয়েছেন শ্রী, ব্রাহ্মী, মাহেশ্বরী, উমা, মহালক্ষ্মী; শিবা প্রভৃতি। এঁদের মধ্যে মাহেশ্বরীর বর্ণনা—

মাহেশ্বরী বৃষারূঢ়া ত্রিনেত্রা শূলধারিণী।
বীণাবাদনশীলা তু হারকেয়ূরভূষিতা॥[৮]

এখানে মাহেশ্বরী বীণাবাদনশীলা॥ রসকল্যাণী ব্রতে দুর্গা প্রতিমার বর্ণনাতেও সরস্বতীর প্রভাব লক্ষণীয়—

---

১ প্রাণতোষিণীস্থে ৫।৬ ২ তন্ত্রসার (বঙ্গবাসী)—পৃঃ ৫০৫ ৩ পদ্ম, সৃষ্টিখণ্ড—১২।৪
৪ মৎস্যপুঃ—৬৬।৯ ৫ মার্কণ্ডেয়পুঃ, ৯১ অঃ ৬ বৃহদ্ধর্মঃ, মধ্যঃ—১।৫৬-৫৭
৭ প্রপঞ্চসার—৭।৯ ৮ দেবীপুঃ—৫০।১৫

দুর্গা চতুর্ভুজা অক্ষসূত্রকমণ্ডলুধারিণী। চন্দ্রশেখর শ্বেতসূক্ষ্মবস্ত্রাবৃতা।[১] শুভ্রবস্ত্রপরিহিতা চন্দ্রশেখরা ত সরস্বতীরই মূর্তি। মৎস্যপুরাণেও রসকল্যাণী ব্রতে কমণ্ডলু অক্ষমালাহস্তা চতুর্ভুজা চন্দ্রশেখরা শুভ্রবস্ত্রপরিহিতা দুর্গার পূজা বিহিত।[২]

দেবীর আর এক মূর্তি কামেশ্বরী। কামেশ্বরী নিঃশেষিতশ্রুতিসাররূপিণী, চতুর্হস্তে অভয়, বর এবং অক্ষমালাধারিণী।[৩] দেবীর অপর মূর্তি ত্রিপুরাভৈরবী চতুর্ভুজা, শুক্লবর্ণা, বর অভয় পুস্তক ও অক্ষমালাহস্তা।[৪] ত্রিপুরাদেবী জপমালা, পুস্তক ও বরমুদ্রাহস্তা।[৫] কালিকাপুরাণে অস্ত্রপুর ভৈরবীর অপর নাম সরস্বতী,— অস্ত্রপুরভৈরবীর মন্ত্র সারস্বত মন্ত্র ঃ

অস্ত্রপুরভৈরব্যাঃ শুক্ররূপাণি যানি তু।
তানি সারস্বতাখ্যানি মন্ত্রাঃ সম্যগুদীরিতাঃ ॥
সরস্বতী তু যা দেবী বীণাপুস্তকধারিণী।
স্রক্‌-কমণ্ডলুহস্তা চ দক্ষিণে শুক্লবর্ণিকা॥
মহাচলস্য পৃষ্ঠস্থা সিতপদ্মোপরিস্থিতা।
শুক্লবর্ণা শুক্লবস্ত্রা শুক্লাভরণভূষিতা ॥

* * *

বরদাভয়হস্তা চ মালাপুস্তকধারিণী।
শুক্লপদ্মাসনাগতা সা পরা বাক্‌ সরস্বতী ॥

* * *

জগন্মাতা জগদ্ধাত্রী বিদ্যা বিদ্যাপরাত্মিকা।
তস্যা এব মহাভাগ ত্রিপুরাদ্যা বিভূতয়ঃ ॥[৬]

—অস্ত্রপুরভৈরবীর যে শুভ্ররূপ, সেগুলি সম্পর্কে সারস্বত নামক মন্ত্র পূর্বে বলা হয়েছে। সরস্বতী দেবী (বামহস্তে) বীণাপুস্তক ধারণ করেন; দক্ষিণহস্তে স্রুক (কালি) ও কমণ্ডলু গ্রহণ করেছেন। তিনি শুক্লবর্ণা, মহাচলের (হিমাচল) পৃষ্ঠে শ্বেতপদ্মে আসীনা, শুভ্র বসনা, শুভ্র আভরণে ভূষিতা। ···বরদ ও অভয়হস্তা, মালাপুস্তকধারিণী, শুক্ল পদ্মাসনে উপবিষ্টা পরাবাক্‌ সরস্বতী। ···এই যিনি রক্তবর্ণা মুণ্ডমালাবিভূষিতা, তাঁর মন্ত্র পূর্বে বলা হয়েছে, তিনি বৃদ্ধা সরস্বতী। ···বিদ্যা ও পরাবিদ্যা যাঁর আত্মা সেই জগন্মাতা জগদ্ধাত্রী, হে মহাভাগ ত্রিপুরা প্রভৃতি তাঁরই বিভূতি।

এখানে জগন্মাতা মহাশক্তি সরস্বতীরূপিণী—তাঁরই বিভূতি অস্ত্রপুরভৈরবী, পরাবাক্‌ সরস্বতী ও বৃদ্ধা সরস্বতী। বৃদ্ধা রক্তবর্ণা মুণ্ডমালিনী সরস্বতী অবশ্যই ব্রহ্মার শক্তি ব্রহ্মাণী ও কালীর মিশ্রিত রূপ। সরস্বতীকে হিমালয়ের পৃষ্ঠে সমাসীনা দেখে সরস্বতীর সঙ্গে হিমাচলের সম্পর্কটিও অনুধাবন করা যায়।

---

১ পদ্মঃ, সৃষ্টিঃ—২২।১৩০ ২ মৎস্য – ৬৩।২৪-২৫ ৩ কাঃ পুঃ—৬২।১৪০-১৪৩
৪ কা প —৭৪।১০৫ ৫ প্রপঞ্চ—৯।৮ ৬ কা পু ৭৫।৬৮-৭০,৭১ ৭৪

তন্ত্রে ত্রিপুরা 'বাঙ্‌ময় মাতৃভূতা'। তিনি 'বিদ্যাক্ষসূত্র বরদাভয়চিহ্নহস্তা'।[১]

চন্দ্রাবতংসকলিতাং শরদিন্দুশুভ্রাং
পঞ্চদশাক্ষরময়ীং হৃদি ভাবয়ন্তি।
তাং পুস্তকং জপবটীমমৃতাঢ্যকুম্ভং
ব্যাখ্যাং চ হস্তকমলৈর্দধতীং ত্রিনেত্রাম্‌।

—চন্দ্রকলাভূষিতা, শরৎচন্দ্রের ন্যায় শুভ্র, পঞ্চাশটি অক্ষরময়ী, পদ্মহস্তে পুস্তক, জপমালা ও অমৃতকুম্ভধারিণী, ত্রিনেত্রা ত্রিপুরাকে হৃদয়ে চিন্তা করবে।

ত্রিপুরা মহামায়া আদ্যাশক্তি হওয়া সত্ত্বেও সরস্বতীমূর্তি। কুলচূড়ামণিতন্ত্রে দেবীর তিন মূর্তি—মহিষমর্দিনী, কালী, ত্রিপুরাভৈরবী।[৩] দেবীর ত্রিমূর্তির ব্যাখ্যা পাই প্রপঞ্চসারতন্ত্রে। এখানে ত্রিমূর্তির মধ্যে ব্রাহ্মীর বর্ণনা—

চতুর্বক্ত্র্‌ যুক্তালসহংসবাহা রজঃ সংশ্রিতা ব্রহ্মসংজ্ঞাদধানা।[৪]

—চতুর্মুখযুক্তা, চঞ্চলহংসবাহনা, রজঃ গুণান্বিতা, ব্রহ্মসংজ্ঞাধারিণী।

বৈষ্ণবী কিরীটধারিণী শঙ্খচক্রহস্তা বিশ্বের স্থিতিকারিণী; আর রৌদ্রী জটায় সর্প ও গঙ্গাধারিণী, ত্রিনেত্রা পরশু অক্ষমালাহস্তা।[৫] সারদা তিলকেও এক দেবীই ত্রিমূর্তিতে বিভাসিতা—

শম্ভুস্ত্বমদ্রিতনয়াকলিতার্ধভাগো
বিষ্ণুস্ত্বমম্ব কমলাপরিবদ্ধদেহঃ।
পদ্মোদ্ভবস্ত্বমসি বাগধিবাসভূমি-
স্তেষাং ক্রিয়াশ্চ জগতি ত্রিপুরে ত্বমেব॥[৬]

—তুমি শম্ভু, গিরিতনয়ার অর্ধভাগহারিণী,—তুমি বিষ্ণু লক্ষ্মী-আলিঙ্গিত মূর্তি—তুমি পদ্মজ ব্রহ্মা, বাকের বাসস্থল। হে ত্রিপুরে, জগতে তুমিই তাঁদের ক্রিয়ারূপ।

ত্রিপুরা দেবীর ভিন্ন ভিন্ন নাম: নারায়ণী, গৌরী, সরস্বতী ও জ্ঞানপ্রদা।[৭] কালিকাপুরাণে ত্রিপুরভৈরবী চতুর্ভুজা, শুক্লবর্ণা, বরমুদ্রা, অভয়মুদ্রা, পুস্তক ও অক্ষমালাধারিণী—

চতুর্ভুজাং শুক্লবর্ণাং বরদাভয় পুস্তকাম্‌।
অক্ষমালাঞ্চ ক্রমতো ধত্তে বামে চ দক্ষিণে॥[৮]

স্পষ্টতঃই প্রতীয়মান হয় যে, মহাশক্তির প্রাথমিক রূপকল্পনা সরস্বতীর মূর্তি কল্পনা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। এই মহাদেবী মহাশক্তিরই এক নাম সরস্বতী। ইনি বাক্যের অধিশ্বরী—অক্ষমালা, চিন্তামুদ্রা, সুধাকলস ও লেখনী ধারিণী ত্রিনয়না, জটায় অর্ধচন্দ্র, শুক্লবসনা ও শুক্লবর্ণা,—ইনি ব্রহ্মাশক্তি ব্রাহ্মীর সঙ্গে অভিন্না—বাগেশ্বরী:

১ সা তি—১১।৮২ ২ সা তি—১২।৮৫ ৩ কুলচূড়া—৭।৩৭
৪ প্রপঞ্চসার—১১।১৫ ৫ প্রপঞ্চসার—১১।৫৭·৫৮ ৬ সা তি—১২।৮৬
৭ সা তি—১২।১৪ ৮ কা পু—৭৪।১০৫

সচিন্তাক্ষমালাসুধাকুম্ভলেখাধরা ত্রীক্ষণার্ধেন্দু রাজৎকপর্দা।
সুশুক্লাংশুকাকল্পদেহা সরস্বত্যপি তথৈব দেবেশি বাচামধীশা ॥[১]

—চিন্তামুদ্রা, অক্ষমালা, সুধাকুম্ভ ও লেখনীধারিণী। ত্রিনয়না অর্ধেন্দু সহ জটা শোভিতা শুভ্রবসন পরিহিত শুভ্র দেহা, সরস্বতীর মতই দেবী বাক্যের অধীশ্বরী।

কালিকাপুরাণ কামাখ্যা দেবীকে বিষ্ণুবক্ষঃস্থিতা লক্ষ্মী, সরস্বতী ও শিবা বলেছেন—

কামাখ্যা নিত্যরূপাখ্যা মহামায়া সরস্বতি।
যা লক্ষ্মীর্বিষ্ণুবক্ষঃস্থা নমাবো হৃচ্যুতাং শিবাম্ ॥[২]

—নিত্যরূপা নামে খ্যাতা কামাখ্যা মহামায়া সরস্বতী, যিনি বিষ্ণুবক্ষঃস্থিতা শিবা সেই বিষ্ণুপত্নী শিবাকে প্রণাম করি।

মুণ্ডমালাতন্ত্র (২য় পটল) থেকে প্রাণতোষিণী তন্ত্রে উদ্ধৃত দুর্গার শতনাম স্তোত্রে দুর্গার শতনামের অন্তর্গত নিম্নোদ্ধৃত নামগুলি : নারায়ণী, জগদ্ধাত্রী, লক্ষ্মী, বাণী, রমা, পদ্মা, গঙ্গা, শ্রী, কমলা, দক্ষজা, চণ্ডী, উমা, গৌরী, মহিষাসুর-মর্দিনী প্রভৃতি।[৩] এই স্তোত্রে বাণী-সরস্বতী, দুর্গা-চণ্ডী, লক্ষ্মী-শ্রী একীভূতা হয়েছেন। মুণ্ডমালাতন্ত্রে দুর্গাগীতায় দেবী নিজেকে রাধা, কমলা, সাবিত্রী, বাক্যরূপা ভারতী প্রভৃতি নামে আখ্যাত করেছেন,—

গোলোকে চৈব রাধাহং বৈকুণ্ঠে কমলাত্মিকা
ব্রহ্মলোকে চ সাবিত্রী ভারতী বাক্ স্বরূপিণী ॥

—আমি গোলোকে রাধা, বৈকুণ্ঠে কমলা, ব্রহ্মলোকে সাবিত্রী ও বাক্যরূপা ভারতী।

লক্ষ্মী, সরস্বতী ও দুর্গা-চণ্ডীর অভিন্নতার প্রমাণ পুরাণে তন্ত্রে অজস্র ছড়িয়ে রয়েছে। সরস্বতীর দানবহন্তৃত্ব দানব-দলনী দুর্গা-চণ্ডীতে আরোপিত হওয়ায় সরস্বতীর প্রাধান্যের অনেক পরে চণ্ডী-দুর্গার রূপকল্পনা ও মহাশক্তির তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত ও পূর্ণ বিকশিত হওয়ায় সরস্বতীর অংশরূপা দুর্গা-পার্বতীর বৈচিত্র্যময়ী রূপ কল্পনা সরস্বতীর প্রভাবে প্রভাবিত—এ সত্যকে অস্বীকার করার উপায় নেই। মহিষমর্দিনী-চণ্ডী ও সরস্বতীর পশুরাজ বাহনও এ বিষয়ে ইঙ্গিত দেয়।

দেবীর বিবর্তন : মহাশক্তির যে বহু বিচিত্ররূপ পুরাণে-তন্ত্রে সুলভ, সেগুলির সমন্বয় কিভাবে এবং কখন হয়েছে, তা বলা সহজ নয়, হয়ত বা সম্ভবও নয়। ঋগ্বেদে উষা, অদিতি ও সরস্বতী স্ত্রীদেবতা হিসাবে প্রসিদ্ধা। দেবমাতা অদিতি, সূর্যপত্নী উষা, জ্যোতীরূপা সরস্বতী (মূলতঃ এবং স্বরূপতঃ সকলেই এক) এবং পরে শ্রী-লক্ষ্মী একীভূতা হয়ে দানবদলনী জগদ্ধাত্রী জগন্মাতা রুদ্রশিবজায়া শিবানী চণ্ডীতে পরিণত হয়েছেন। কিছু কিছু আর্যেতর সংস্কৃতির ছাপও পড়েছে দেবীর চরিত্রে এবং পূজার রীতিতে। দেবীর চরিত্রের ও রূপের পরিণতি ঋগ্বেদ

১ প্রপঞ্চ—১১।৫৮ ২ কা পু—৭৬।১০৫
৩ প্রাণতোষিণীতন্ত্র (বসুমতী)—পৃ: ২৮২

থেকে ধীরে ধীরে যজুর্বেদ ব্রাহ্মণ উপনিষদ প্রভৃতির মধ্য দিয়ে ক্রমবিকাশের পথে পৌরাণিক যুগে সম্পূর্ণতা লাভ করেছে। খ্রীষ্টীয় শতাব্দীর প্রথম ভাগেই দেবী শিবজায়া রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। দেবী চরিত্রের মধ্যে বিভিন্ন গুণের সমীকরণ ও দেবীর বিবর্তনের ইতিহাস অত্যন্ত কৌতুহলোদ্দীপক।

ঋগ্বেদে দেবপত্নী শব্দটির সাক্ষাৎ পাই। ইন্দ্রাণী, অগ্নায়ী, সূর্যা প্রভৃতি কয়েকটি দেবপত্নীর নামও আছে। বৃহদ্দেবতায় আচার্য শৌনক বলেছেন, এক অগ্নির দুই পত্নী; অন্যান্য দেবতাদের পত্নী মিলিয়ে দ্বাদশ দেবপত্নী।

একাগ্নের্দ্বে তু দেবানাং দ্বাদশ্যো দেবপত্নয়ঃ।
ইন্দ্রাণী বরুণানী চ আগ্নেয়ী চ পৃথক্‌স্ততাঃ।
দ্যাবাপৃথিব্যৌ দ্বে চ স্যাৎ শ্যোনাদিবন্বেব পার্থিবী ॥[১]

অথর্ববেদে পাপ মোচনের জন্য পত্নীসহ সকল দেবতার আহ্বান আছে:

সর্বাভিঃ পত্নীভিঃ সহ তে নো মুঞ্চন্ত্বংহসঃ ॥[২]

কিন্তু এই সকল দেবপত্নী যে দেবশক্তির বা এক মহাশক্তির বিকাশ—এমন ধারণা যেমন সে যুগের মানুষের ছিল না, তেমনি দেবপত্নীদের নাম ছাড়া আকার প্রকারের কোন বিবরণও মেলে না।

রুদ্র ও অম্বিকা : কিন্তু রুদ্রপত্নী রুদ্রাণী অম্বিকা সর্বপ্রথম আমাদের দর্শন দিলেন যজুর্বেদে, তবে অম্বিকা এখানে রুদ্রপত্নী নন, রুদ্রভগিনী। যজুর্বেদ রুদ্রকে আহ্বান করে বলেছেন,—

এষ তে রুদ্র ভাগ সহ স্বস্রাম্বিকয়া তং জুষস্ব স্বাহা।[৩]

—হে রুদ্র, এই তোমার যজ্ঞভাগ ভগিনী অম্বিকার সঙ্গে গ্রহণ কর।

এক এব রুদ্রো ন দ্বিতীয়ায় তস্থু আখুস্তে রুদ্র পশুস্তং
জুষস্বৈষ তে রুদ্র ভাগঃ সহ স্বস্রাঽম্বিকয়া তং জুষস্ব।[৪]

—রুদ্র এক দ্বিতীয় নেই; হে রুদ্র, তোমার পশু মুষিক, তাকে ভক্ষণ কর হে রুদ্র, এই তোমার যজ্ঞভাগ, ভগিনী অম্বিকার সঙ্গে তাকে ভোজন কর।

যজুর্বেদের এই মন্ত্রগুলিতে অম্বিকা রুদ্রের পত্নী নন, রুদ্রের ভগিনী। পরবর্তী কালে অম্বিকা দুর্গা-পার্বতীর নাম। শুক্লযজুর্বেদের ভাষ্যে আচার্য মহীধর লিখেছেন, "অম্বিকায়া রুদ্রভগিনীত্বং শ্রুত্যোক্তম্। অম্বিকা হ বৈ নামাস্য স্বসা তয়াস্যৈষ সহ ভাগ ইতি যোঽয়ং রুদ্রাখ্যঃ ক্রূরো দেবস্তস্য বিরোধিনং হন্তুমিচ্ছা ভবতি। তদানয়া ভগিন্যা ক্রূরদেবতয়া সাধনভূতয়া তং হিনস্তি।"—(অস্যার্থঃ অম্বিকার রুদ্রভগিনীত্ব শ্রুতিতে উক্ত হয়েছে। অম্বিকা তাঁর ভগিনীর নাম এই তাঁর ভাগ। রুদ্র নামে এই যে নিষ্ঠুর দেব তাঁর বিরোধীকে হত্যা করার ইচ্ছা হয়। সুতরাং এই ক্রুর দেবতা ভগিনীর সহায়তায় তাকে ধ্বংস করেন।

---

১ বৃহদ্দেবতা—৩।৯০-৯১ ২ অথর্ব—১১।৩।৮।২০
৩ শুক্ল যজুঃ—৩।৫৩ ৪ কৃষ্ণ যজুঃ—১।১।৮।৬

শতপথ ব্রাহ্মণেও আম্বকা রুদ্রের ভগিনী, রুদ্র ত্র্যম্বক, সেইজন্য রুদ্রভগিনী ত্র্যম্বকা নামে অভিহিতা—

"এষ তে রুদ্র ভাগঃ সহ স্বস্রাম্বিকয়া তং জুষস্ব স্বাহেত্যম্বিকা হ বৈ নামাস্য স্বসা, তয়া সৈব সহ ভাগস্তদ্ যদস্যৈষস্ত্রিয়া সহ ভাগস্তস্মাৎ ত্র্যম্বকা নাম।"[১]

তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণেও এই মন্ত্রটি বর্তমান।[২] লক্ষণীয় এই যে, অম্বিকা রুদ্রের স্বসা হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে ত্র্যম্বকা বলা হয়েছে। ত্র্যম্বকের স্ত্রীলিঙ্গে ত্র্যম্বকা শব্দ নিষ্পন্ন হওয়ায় রুদ্রপত্নী অর্থেই ব্যবহৃত হওয়া উচিত।

রুদ্রের নাম ত্র্যম্বক। এই নামের হেতু প্রসঙ্গে সাধারণতঃ বলা হয় যে, তিন অম্বক বা চক্ষু আছে বলেই রুদ্রের নাম ত্র্যম্বক।[৩] যে সকল দেবতার তিন চক্ষু তাঁরা সকলেই রুদ্রের কাছে ঋণী। সায়নাচার্য কৃষ্ণযজুর্বেদের উদ্ধৃত মন্ত্রটির ভাষ্যে লিখেছেন,—"অম্বিকয়া পার্বত্যা সহ অংশং জুষস্ব সেবস্ব।" —অর্থাৎ সায়নের মতে অম্বিকার অপর নাম পার্বতী। কিন্তু যজুর্বেদের কালে অম্বিকা পার্বতী ছিলেন না। তৈত্তিরীয় আরণ্যকে রুদ্র হয়েছেন অম্বিকাপতি। সায়নাচার্য এখানে বলেছেন, অম্বিকা রুদ্রপত্নী জগন্মাতা পার্বতী—"অম্বিকা জগন্মাতা পার্বতী তস্যা ভর্ত্রে।" অম্বিকা আদিতে ছিলেন রুদ্রভগিনী, এখন হলেন রুদ্রপত্নী। রুদ্র ও অম্বিকার সম্পর্ক পরিবর্তিত হয়েছে। আধুনিক কাল পর্যন্ত অম্বিকা পার্বতী-দুর্গা-চণ্ডীর সঙ্গে অভিন্না হয়ে রুদ্রপত্নীরূপেই প্রতিষ্ঠিতা।

সতীর আবির্ভাব : অথর্ববেদে রুদ্রবধূ সতীর নাম প্রথম উচ্চারিত হতে দেখি—

সর্বে দেবা উপাশিক্ষন্ তদজানাৎ বধূঃ সতী।
ঈশা বশস্য যা জায়া সাস্মিন্ বর্ণমাভবৎ।[৪]

—সকল দেবতা শিক্ষালাভ করলেন, ঈশ্বরের বধূ সতী তা জেনেছিলেন। যিনি জিতেন্দ্রিয় ঈশের (শিবের) জায়া তিনি এখানে (জগতে) বর্ণ (বৈচিত্র্য) সৃষ্টি করেন।

সায়ন এখানে বলেছেন, "বধূঃ সতী পরমেশ্বরেণ কৃতোদ্বাহা ভগবতী আদ্যা পরচিদ্রূপিণী শক্তিঃ…ঈশা ঈশানা নিয়ন্ত্রী মায়াশক্তিঃ…।" অর্থাৎ সতী পরমেশ্বরের বধূ—পরমেশ্বর তাঁকে বিবাহ করেছিলেন। ভগবতী শ্রেষ্ঠা চৈতন্য-রূপিণী আদ্যা শক্তি, সকল বিশ্বের অধীশ্বরী নিয়ন্ত্রী শক্তি।

চিদ্রূপিণী আদ্যাশক্তির ধারণা অথর্ববেদের যুগেও স্পষ্ট হয় নি কোথাও। উক্ত ব্যাখ্যা সায়নাচার্যের স্বকৃত—বৈদিক প্রমাণে দৃঢ়ীকৃত নয়। তবে এখানে ঈশ-পত্নী ঈশা সতী শিব-পত্নী সতীরূপেই প্রতিভাত হয়, যদিচ সুস্পষ্ট কোন উল্লেখ নেই। ঈশ শব্দের অর্থ প্রভু বা ঈশ্বর। কিন্তু পরবর্তীকালে ঈশ, ঈশান, ভবেশ প্রভৃতি শব্দগুলি শিবের নাম হিসাবেই ব্যবহৃত হয়েছে। বৌধায়নের

---

১ শতপথ—২।৫।৩ ২ তৈঃ ব্রাঃ—১।৬।১০।৪-৫

৩ হিন্দুদের দেবদেবী, ২য় খঃ, ২য় সং,—পৃঃ ৩৯-৪১ দ্রষ্টব্য ৪ অথর্ব—১১।৪।১০।১৭

ধর্মসূত্রে রুদ্র-শিবের ঈশান নাম উল্লিখিত হয়েছে।[১] সুতরাং ঈশপত্নী ঈশা সতী রুদ্রবধূ হতে পারেন। কিন্তু সতীর সঙ্গে দক্ষ বা দক্ষযজ্ঞের কোন সম্পর্ক এখনও প্রতিষ্ঠিত হয় নি।

উমা-হৈমবতী : শুক্ল যজুর্বেদে শতরুদ্রীয় স্তোত্রে রুদ্রের এক নাম সোম। আচার্য মহীধর সোম শব্দের ব্যাখ্যায় উমার সহিত বর্তমান, এই অর্থ গ্রহণ করেছেন। কিন্তু উমার সাক্ষাৎকার বৈদিক সংহিতায় মেলে না। কোনোপনিষদে প্রথম সাক্ষাৎ পাই উমা হৈমবতীর। যক্ষরূপী ব্রহ্মের স্বরূপ উপলব্ধিতে অগ্নি ও বায়ু ব্যর্থ হলে ইন্দ্র যখন যাচ্ছিলেন যক্ষের স্বরূপ অবগত হতে তখন মহাশূন্যে ইন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ হোল উমা হৈমবতীর। উমা হৈমবতী ইন্দ্রকে বললেন, ঐ যক্ষই ব্রহ্ম—"স তস্মিন্নেবাকাশে স্ত্রিয়মাজগাম বহু শোভমানামুমাং হৈমবতীম্। তাং হোবাচ কিমেতদ্ যক্ষমিতি।[২]

উমার সঙ্গে এখানে রুদ্র-শিবের সম্পর্কও নেই, রুদ্রাণী অম্বিকা বা ঈশা সতীর সংযোগও নেই। আচার্য শংকর উমা হৈববতীকে দু'ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন : এক, বহুশোভমানা হৈমবতী অর্থাৎ স্বর্ণালংকার ভূষিতা সর্বাপেক্ষা সৌন্দর্যময়ী উমা পরাবিদ্যা বা ব্রহ্মবিদ্যা। উমা ব্রহ্মবিদ্যা হলে স্বর্ণালংকার ভূষিতা অর্থে জ্যোতির্ময়ী বুঝতে হবে। দুই, উমা হিমালয় কন্যা, যেহেতু তিনি সর্বজ্ঞ ঈশ্বরের সঙ্গে বর্তমানা, সেইজন্য তিনি ব্রহ্মস্বরূপ নিরূপণে সমর্থা। তাই ইন্দ্র তাঁর কাছ থেকে ব্রহ্মস্বরূপ লাভ করেছিলেন।

শংকরাচার্যকৃত দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটি পুরাণানুসারী। কোনোপনিষদের উমা হৈমবতীর সঙ্গে হিমালয়ের সম্পর্কের কোন ইঙ্গিতই নেই। ব্রহ্মস্বরূপ প্রকাশ করেছিলেন যে উমা হৈমবতী, তিনি জ্যোতির্ময়ী ব্রহ্মবিদ্যা। এই উমা হৈমবতীর সঙ্গে শিবেরই বা সম্পর্ক কোথায়? ডঃ জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অবশ্য মনে করেন যে, হিমবান্‌তনয়া উমা এবং তৎসম্পর্কিত যাবতীয় কাহিনী পুরাণাদিতে স্থান পেয়েছে, সে সকলের উৎস উমা-হৈমবতী।[৩] কিন্তু এ অনুমান মাত্র। Alain Daniolou-এর মতে উমা শব্দের অর্থ আলোক।[৪] উ—মা—ক্বিপ্ =উমা। মা শব্দের এক অর্থ দীপ্তি। গমনার্থক অৎ ধাতুতে ডু (উ) প্রত্যয়ে উ শব্দ নিষ্পন্ন হয়।[৫] অতএব ইন্দ্র যে উমার সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন, তিনি গতিশীল আলোক—তিনিই জ্যোতির্ময়ী ব্রহ্মবিদ্যা। এই হিসাবে তিনি চণ্ডীর সঙ্গে অভিন্না। 'উ' শব্দের আর এক অর্থ শিব, মা শব্দের অর্থান্তর লক্ষ্মী। শিবের লক্ষ্মী বা শিবের পত্নী ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাসে উমা শিবানী। ভারতচন্দ্র উমা শব্দের নিম্নোক্ত ব্যাখ্যাই করেছেন—

---

১ হিন্দুদের দেবদেবী ২য়, ২য় সং,—পৃঃ ৩২ দ্রঃ
২ কেন—৩।১২ ৩ পঞ্চোপাসনা—পৃঃ ২২৭ ৪ Hindu Polytheism—p. 285
৫ সরল প্রকৃতিবাদ অভিধান, রামকমল বিদ্যালংকার, ১ম—পৃঃ ৩৮৬

উ শব্দে বুঝহ শিব মা শব্দে শ্রী তার।
বুঝিয়া মেনকা উমা নাম কৈল সার ॥[১]

এই অর্থ গ্রহণ করলে শিব ও শ্রী বা লক্ষ্মী একত্রিত হয়ে বিষ্ণুমায়া শিবানী চণ্ডীর সঙ্গে উমার অভিন্নতা প্রতিপাদিত করে। পুরাণমতে 'উ' শব্দ সম্বোধনার্থক এবং 'মা' শব্দ নিষেধার্থক—এই দুই শব্দ একত্রিত হয়ে উমা শব্দনিষ্পন্ন। কঠোর তপশ্চরণে প্রবৃত্তা পার্বতীকে মা মেনকা 'উ অর্থাৎ হে কন্যা, মা অর্থাৎ তপস্যা কোরো না, বলে নিষেধ করায় পার্বতীর নাম হয়েছিল উমা—

যতো নিরস্তা তপসে বনং গন্তুঞ্চ মেনয়া।
উমেতি তেন সোমেতি নাম প্রাপ তদা সতী ॥[২]

—যেহেতু তপস্যা থেকে এবং বনগমন থেকে মেনার দ্বারা নিরস্তা হয়েছিলেন, সেই জন্যই সতী উমা, সোমা নাম প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

মহাকবি কালিদাসও অবিকল একই কথা বলেছেন—
উমেতি মাত্রা তপসো নিষিদ্ধা।
পশ্চাদুমাখ্যাং সুমুখী জগাম ॥[৩]

—উ, ওহে পার্বতী মা অর্থাৎ তপস্যা কোরো না, এই বলে মায়ের দ্বারা তপস্যা থেকে নিষিদ্ধা হয়ে পরে সুমুখী উমা নাম পেয়েছিলেন।

এইভাবে উপনিষদের উমা হৈমবতীর সঙ্গে পুরাণের পর্বতনন্দিনী উমার সম্মিলন ঘটেছে। যজুর্বেদের অম্বিকাও উমা-পার্বতীর সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে গেছেন। নারায়ণোপনিষদে অম্বিকা-উমার সঙ্গে রুদ্র-শিবের পতি-পত্নীর সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে—

হিরণ্যপতয়েঽম্বিকাপতয়ে উমাপতয়ে পশুপতয়ে নমঃ।[৪]

দেবীপুরাণে উমার একটি মূর্তিরও বর্ণনা আছে—
বৃষে উমা প্রকর্তব্যা পদ্মোপরি ব্যবস্থিতা।
যোগপট্টোত্তরাসঙ্গমৃগসিংহপরিবৃতা ॥[৫]

বৃষোপরি পদ্মাসনা মৃগসিংহপরিবেষ্টিতা যোগপট্টধারিণী উমাকে লক্ষ্মী সরস্বতী-শিবানীর সমন্বয় বলে মনে হয়। কালিকাপুরাণে উমার দু'টি বিবরণ পাওয়া যায়। একটি বিবরণে উমা শিবের সঙ্গে বিরাজমানা আর একটি বিবরণে দেবী একাকিনী। মহেশ্বর সহ উমার বিবরণ—

সুবর্ণসদৃশীং গৌরীং ভুজদ্বয় সমন্বিতাম্।
নীলারবিন্দং বামেন পাণিনা বিভ্রতীং সদা ॥
শুক্লন্তু চামরং ধৃত্বা ভর্গস্যাঙ্গেঽথ দক্ষিণে।
বিন্যস্য দক্ষিণং হস্তং তিষ্ঠন্তীং পরিচিন্তয়েৎ ॥[৬]

---

১ অন্নদামঙ্গল কাব্য ২ কাঃ পুঃ—৪৩।২৩ ৩ কুমারসম্ভব—১।২৬
৪ নারাঃ উপঃ, ২২ অনুবাক ৫ দেবীঃ—৫০।১২৮ ৬ কাঃ পুঃ—৬১।৪৩-৪৪

—সুবর্ণসদৃশ গৌরাঙ্গী দ্বিভুজযুক্তা, বামহস্তে সর্বদা নীলপদ্মধারিণী শুভ্রচামর ধারণ করে দক্ষিণ দিকে শিবের অঙ্গে দক্ষিণহস্ত বিন্যাস করে অবস্থিতা উমাকে চিন্তা করবে।

উমার একক মূর্তি—

দ্বিভুজাং স্বর্ণগৌরাঙ্গীং পদ্মচামরধারিণীম্।
ব্যাঘ্রচর্মস্থিতে পদ্মে পদ্মাসনগতা সদা॥[১]

—দ্বিভুজা স্বুবর্ণতুল্য গৌরবর্ণা পদ্ম ও চামরধারিণী ব্যাঘ্রচর্মস্থিত পদ্মের উপরে পদ্মাসনে উপবিষ্টা।

এই তিনটি বিবরণেই দেবী দ্বিভুজা এবং পদ্মের সঙ্গে সংশ্লিষ্টা। দেবীপুরাণের বিবরণটিতে কেবল উমাকে পশুপরিবেষ্টিত পশুপতির শক্তিরূপে দেখা যায়।

দুর্গা ঃ দেবী আদ্যাশক্তি মহামায়া দুর্গা নামেই সমধিক পরিচিতা। তৈত্তিরীয় আরণ্যকে দুর্গা গায়ত্রীতে দুর্গি বা দুর্গার প্রথম সাক্ষাৎ পাওয়া গেল—

কাত্যায়নায় বিদ্মহে কন্যাকুমারিং ধীমহি। তন্নো দুর্গিঃ প্রচোদয়াৎ।
—কাত্যায়নকে জানি, কন্যাকুমারীকে ধ্যান করি, সুতরাং দুর্গি আমাদের প্রেরণ করুন। এখানে দুর্গি কাত্যায়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। ঋষি কাত্যায়নের কন্যা হিসাবে দুর্গার নাম হয়েছিল কাত্যায়নী। এ কাহিনীরও উৎস এখানে। কৃষ্ণ যজুর্বেদের মৈত্রায়নী সংহিতায় গৌরী গায়ত্রী—তদ্ গাঙ্গৌচ্যায় গিরিসুতায় ধীমহি। তন্নো গৌরী প্রচোদয়াৎ।[২] গৌরীর নাম এখানে পাচ্ছি, কিন্তু তিনি দুর্গি বা দুর্গা কি-না জানা গেল না। গিরিসুতায় ধীমহি—বলায় গিরি বা গিরিসুতের সঙ্গে গৌরীর সংযোগের ইঙ্গিতও পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু দুর্গি বা গৌরীর সঙ্গে শিবের সংযোগের কোন ইঙ্গিত এখানে লভ্য নয়। রুদ্রভগিনী অথবা রুদ্রপত্নী অম্বিকাই দুর্গা বা গৌরী কি-না তাও এখানে অনুল্লিখিত। তৈত্তিরীয় আরণ্যকে দুর্গাদেবীকে অগ্নিরূপা তপঃপ্রজ্বলিতারূপে বর্ণনা করা হয়েছে। মন্ত্রটি তৈত্তিরীয় আরণ্যকের অন্তর্গত নারায়ণ উপনিষদেও বর্তমান।

তামগ্নিবর্ণাং তপসা জ্বলন্তীং
বৈরোচনীং কর্মফলেষু জুষ্টাম্।
দুর্গাদেবীং শরণমহং প্রপদ্যে
সুতরসি তরসে নমঃ॥[৩]

—অগ্নিবর্ণা, তপস্যায় প্রজ্বলিতা বিরোচনের (সূর্য বা অগ্নির) কন্যা, কর্মফলের সঙ্গে সংশ্লিষ্টা দুর্গাদেবীর আশ্রয় গ্রহণ করি। হে শোভনভাবে রক্ষয়িত্রী, রক্ষার নিমিত্ত তোমাকে প্রণাম করি।

শ্লোকটি দেবীভাগবতেও উদ্ধৃত হয়েছে।[৪] দুর্গাদেবীর সঙ্গে সূর্যাগ্নির সম্পর্ক এখানে স্পষ্ট, কিন্তু রুদ্রের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক অনুল্লিখিত সূর্য বা অগ্নির (বৈরোচন)

---

১ কাঃ পুঃ—৬১।৪৫-৪৬ ২ মৈত্রায়ণি সং—১।৩৪
৩ নারাঃ উপঃ—২।২ ৪ দেবীভাগ—৭।৩১।৪৫

কন্যা প্রজ্বলিত অগ্নিরূপা দুর্গাদেবী সূর্যাগ্নির শক্তিরূপেই প্রতিভাত। তপঃ প্রজ্বলিতা দুর্গা পরবর্তীকালে তপস্বিনী পার্বতী সম্পর্কিত কাহিনীগুলির উৎস।

মনে হয়, দেবতেজঃসম্ভূতা চণ্ডীর মতই উমা-হৈমবতী বা দুর্গা শিবের সঙ্গে সংশ্লিষ্টা ছিলেন না। পরে রুদ্রাণী-অম্বিকার সঙ্গে দুর্গা মিশে যাওয়ায় উমা-দুর্গা-অম্বিকা এক দেবসত্তায় পরিণত হয়ে শিব গৃহিণী ভবানী হয়েছেন।

দুর্গা শব্দের নানাবিধ অর্থ করা যায়। দুর্গ শব্দের এক অর্থ দুঃখ বা দুর্গতি। যিনি নানাবিধ দুর্গতি নাশ করেন, তিনিই দুর্গা—"দুর্গাসি দুর্গভবসাগর-নৌরসঙ্গা।"[১] —তুমি দুর্গা, দুর্গম ভবসাগরপারের একমাত্র তরণী।

দুর্গে স্মৃতা হরসি ভীতিমশেষজন্তোঃ।[২]

—হে দুর্গে, তুমি স্মরণ মাত্রেই প্রাণিবর্গের অশেষ ভয় হরণ কর।

মহাভারতে দেবী দুর্গা কর্তৃক দুর্গতিনাশের বিস্তৃত ব্যাখ্যা আছে—

দুর্গাত্তারয়সে দুর্গে তস্মাৎ দুর্গা স্মৃতাজনৈঃ
কান্তারেষ্ববসন্নানাং মগ্নানাঞ্চ মহার্ণবে॥
দস্যুভির্বা নিরুদ্ধানাং ত্বং গতিঃ পরমা নৃণাম্।
জলপ্রতরণে চৈব কান্তারেষ্বটবীষু চ॥
যে স্মরন্তি মহাদেবি ন চ সীদন্তি তে নরাঃ।[৩]

—হে দুর্গে, তুমি দুর্গতি নাশ কর বলেই লোকে তোমায় দুর্গা বলে থাকে। কান্তার মধ্যে যারা অবসন্ন হয়ে পড়ে, মহাসমুদ্রে যারা মগ্ন হয়, দস্যুর দ্বারা যারা বন্দী হয়, সেই মনুষ্যগণের তুমিই পরমা গতি। জল (নদী বা সমুদ্র) পার হওয়ার সময়ে কান্তারে এবং অরণ্যে, হে মহাদেবি! যারা তোমাকে স্মরণ করেন তাঁরা কখনও বিপন্ন হন না।

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে দেবী দুর্গতিনাশিনী নারায়ণী, স্মরণ মাত্রেই মানবকুলের দুর্গতি নাশ করেন।

নারায়ণি মহাভাগে দুর্গে দুর্গতিনাশিনি।
দুর্গে স্মৃতি মাত্রেণ যাতি দুর্গং নৃণামিহ॥[৪]

চণ্ডীর উপাখ্যানে দেবী বলেছেন যে দেবীমাহাত্ম্য শ্রবণ করলে কোন দুর্গতি অর্থাৎ বিপদ আপদ থাকবে না।

ন তেষাং দুষ্কৃতং কিঞ্চিদ্ দুষ্কৃতোত্থা ন চাপদঃ।
ভবিষ্যতি ন দারিদ্র্যং ন চৈবেষ্টবিয়োজনম্॥
শত্রুতো ন ভয়ং তস্য দস্যুতো বা ন রাজতঃ।
ন শস্ত্রানলতোয়ৌঘাৎ কদাচিৎ সম্ভবিষ্যতি॥[৫]

---

১ মাঃ পুঃ—৮৪।১০ ২ মাঃ পুঃ—৮৫
৩ বিরাটপর্ব—৬।২০-২২ ৪ প্রকৃতিখণ্ড—৬৪।৫২ ৫ চণ্ডী—১২।৫-৬

—যারা চণ্ডীমাহাত্ম্য শোনে তাদের কোন পাপ থাকবে না, পাপজাত কোন বিপদ থাকবে না, দারিদ্র্য থাকবে না, শত্রুর ভয়, দস্যু বা রাজার ভয় তাদের থাকে না, অস্ত্র, অগ্নি বা জলোচ্ছ্বাস কখনও দেখা দেবে না।

দেবী আরও বলেছেন—

অরণ্যে প্রান্তরে বাপি দাবাগ্নি পরিবারিতঃ।
দস্যুভির্বাবৃতঃ শূন্যে গৃহীতো বাপি শত্রুভিঃ॥
সিংহব্যাঘ্রানুযাতো বা বনে বা বনহস্তিভিঃ।
রাজ্ঞা ক্রুদ্ধেন বাজ্ঞপ্তো বধ্যো বন্ধগতোঽপি বা॥
আঘূর্ণিতো বা বাতেন স্থিতঃ প্রোতে মহার্ণবে।
পতৎসু বাপি শস্ত্রেষু সংগ্রামে ভৃশদারুণে॥
সর্ববাধাসু ঘোরাসু বেদনাভ্যোর্দিতোঽপি বা।
স্মরন্ মমৈতচ্চরিতং নরো মুচ্যেত সঙ্কটাৎ॥[১]

—অরণ্যে, প্রান্তরে বা দাবাগ্নি বেষ্টিত অথবা, দস্যুর দ্বারা পরিবৃত অথবা শত্রুদের দ্বারা শূন্যে উৎক্ষিপ্ত, সিংহ ব্যাঘ্র বা বনহস্তীর দ্বারা আক্রান্ত, ক্রুদ্ধ রাজার দ্বারা বধাজ্ঞাপ্রাপ্ত অথবা বন্ধনপ্রাপ্ত, মহাসমুদ্রে পোতে অবস্থানকালে ঝড়ে ঘূর্ণিত অথবা ভীষণ সংগ্রামে অস্ত্রমুখে পতিত হলে, সকল ভয়ংকর বাধায় অথবা বেদনায় কাতর হলেও আমার চরিত শ্রবণে মানুষ বিপদ থেকে মুক্তি পায়।

দেবী চণ্ডী দুঃখ-দারিদ্র্য দূর করেন, সকল দুর্গতি বিনষ্ট করেন, সেই জন্যই তিনি দুর্গতিহারিণী দুর্গা। দুর্গতিহারিণী হলেও অন্যান্য দেবতারাও দুর্গতি হরণ করে থাকেন। দুর্গার মত অগ্নি দুর্গতি নাশ করেন—"বিশ্বানি নো দুর্গহা জাতবেদঃ সিন্ধুং ন নাবা দুরিতাতিপর্ষি॥"[২]

—হে অগ্নি, তুমি আমাদের সমস্ত দুর্গতি নাশক হয়ে নৌকার সাহায্যে সমুদ্র পার হওয়ার মত সমস্ত পাপ নাশ কর।

"জাতবেদসে সুনবাম সোমমরাতীয়তো নিদহাতি বেদঃ। স নঃ পর্ষদতি দুর্গাণি বিশ্বা নাবেব সিন্ধুং দুরিতাত্যগ্নিঃ।"[৩] —আমরা অগ্নির নিমিত্ত সোম অভিষব করি। সর্বজ্ঞ অগ্নি আমাদের শত্রুদের দগ্ধ করেন। সেই অগ্নি নৌকা দ্বারা সিন্ধু অতিক্রমণের ন্যায় আমাদের সকল দুর্গতি নাশ করেন, পাপ ধ্বংস করেন।

"স নঃ পর্ষদতি দুর্গাণি বিশ্বা ক্ষামদ্দেবো অতিদুরিতাত্যগ্নিঃ।"[৪] —সেই অগ্নি আমাদের সকল দুর্গতি দূর করেছেন, সেই অগ্নিদেব আমাদের গুরুতর পাপ বিনষ্ট করেছেন।

অগ্নির মতই যজ্ঞাগ্নিরূপিণী দুর্গাও দুর্গতি বিনাশ করে দুর্গা নামে পরিচিতা হলেন। গীতা প্রবক্তা ভগবান শ্রীকৃষ্ণও কৃষ্ণগতচিত্ত ব্যক্তির দুর্গতিনাশক—

---

১ চণ্ডী—১২।২৬-২৯ ২ নারাঃ উপা—২।৪ ৩ নারায়ণ উপা—২।১
৪ নারায়ণ ২।৫

"মচ্চিত্তঃ সর্বদুর্গাণি মৎপ্রসাদাৎ তরিষ্যসি।"[১] —আমাতে সমর্পিত চিত্ত আমার কৃপায় সকল দুর্গতি অতিক্রম করবে।

দুর্গা শব্দের অর্থান্তর দুর্গাসুরহন্ত্রী। শব্দকল্পদ্রুমে দুর্গা শব্দের অর্থপ্রসঙ্গে বলা হয়েছে—

দুর্গো দৈত্যে মহাবিঘ্নে ভববন্ধে কুকর্মণি।
শোকে দুঃখে চ নরকে যমদণ্ডে চ জন্মনি॥
মহাভয়েঽতি রোগে চাপ্যাশব্দো হন্তৃবাচকঃ।
এতান্ হন্ত্যেব যা দেবী সা দুর্গা পরিকীর্তিতা॥

দুর্গা শব্দে দুর্গ নামক দৈত্য, মহাবিঘ্ন, ভববন্ধন, কুকর্ম, শোক, দুঃখ, নরক, যমদণ্ড পুনর্জন্ম, মহাভয়, অতিরোগ বোঝায়। আ শব্দের অর্থ হন্তা, অর্থাৎ নাশ করেন। যিনি এই সকল নাশ করেন, তিনি দুর্গা নামে কীর্তিতা।

এই শ্লোক দুটি ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ থেকে উদ্ধৃত।[২] স্কন্দপুরাণে (কাশীখণ্ডে) দুর্গাসুরের নিধনের পরে দেবী দুর্গা নামের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন,—

অদ্য প্রভৃতি মে নাম দুর্গেতি খ্যাতিমেষ্যতি।
দুর্গদৈত্যস্য সমরে পাতনাদতিদুর্গমাৎ॥
যে মাং দুর্গাং শরণগা ন তেষাং দুর্গতিঃ ক্বচিৎ॥[৩]

—আজ থেকে অতি দুর্গম দুর্গদৈত্যকে সমরে ধধ করার জন্য আমার খ্যাতি হবে দুর্গা নামে। যে আমার বা দুর্গার শরণ গ্রহণ করবে, তার কখনও দুর্গতি হবে না।

দুর্গ দৈত্য বধ এবং দুর্গতিনাশ—এই দুই কারণে দেবীর নাম হয়েছিল দুর্গা।

দুর্গাসুর বধ ও শাকম্ভরী দেবী ঃ মার্কণ্ডেয়পুরাণে দেবী চণ্ডী বলেছেন যে, ভবিষ্যৎকালে তিনি দুর্গ নামক অসুরকে বধ করবেন।

তত্রৈব চ বধিষ্যামি দুর্গমাখ্যং মহাসুরম্।
দুর্গা দেবীতি বিখ্যাতং তন্মে নাম ভবিষ্যতি॥[৪]

দেবী ভাগবতে হিরণ্যাক্ষবংশজাত ব্রহ্মার বরে বলদৃপ্ত দুর্গাসুরের দেবী কর্তৃক নিধন কাহিনী সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে,[৫] দেবী বলেছেন, দুর্গাসুর বধের জন্যই আমার নাম হয়েছে দুর্গা—

দুর্গমাসুরহন্তৃত্বাদ্দুর্গেতি মম নাম যঃ।[৬]

স্কন্দপুরাণেও (কাশীখণ্ড, উত্তরাধা ৮১-৮২ অঃ) রুরুদৈত্যের পুত্র দুর্গাসুরের সঙ্গে দেবীর যুদ্ধ ও দুর্গাসুরবধবৃত্তান্ত সবিস্তারে বর্ণিত আছে। দুর্গ দৈত্য বধের

---

১ গীতা—১৮।৫৮ ২ ব্রহ্মবৈ পু:, প্রকৃতি—৫৭।৭-৮
৩ স্কন্দ, কাশী উত্তরার্ধ—৭২।৭১-৭২ ৪ মার্কণ্ডেয় পু:—৯১।৫০
৫ দেবীভাগ—৭।২৮ অঃ ৬ দেবীভাগ—৭।২৮।৭৯

জন্তই দেবীর নাম হয়েছে দুর্গা। দুর্গ দৈত্য বধ করে দেবী বললেন, আজ থেকে আমার নাম হবে দুর্গা—

অদ্য প্রভৃতি মে নাম দুর্গেতি খ্যাতিমেষ্যতি।
দুর্গদৈত্যস্য সমরে পাতনাদতিদুর্গমাৎ॥[১]

কিন্তু লক্ষণীয় এই যে মহিষাসুরমর্দিনী ও দুর্গাসুর-হন্ত্রীর মূর্তি একই প্রকার নয়। দুর্গাসুরের কাহিনীও ভিন্নপ্রকার। ব্রহ্মার বরে দুর্গমাসুর বেদ ও অনন্ত শক্তির অধিকারী হলে ব্রাহ্মণগণ বেদ বিস্মৃত হলেন। ফলে যাগযজ্ঞ বিলুপ্ত হয়ে গেল। যজ্ঞীয় হবির অভাবে দেবগণ দুর্বল হয়ে পড়লেন। দুর্গমাসুর অমরাবতী অধিকার করলো। যাগযজ্ঞ রহিত হওয়ায় পৃথিবীতে অনাবৃষ্টি হোল। শতবর্ষের অনাবৃষ্টিতে প্রজা বিনষ্ট হোল,—পৃথিবী ধ্বংস হবার উপক্রম। তখন দেবগণের সকাতর স্তুতিতে দেবী প্রসন্না হয়ে জীবের দুঃখে শতসহস্র নয়ন দিয়ে অশ্রুপাত করতে লাগলেন। নবরাত্র ব্যাপী অশ্রুবৃষ্টিতে পৃথিবী জলে পূর্ণ হোল। দেবগণ তখন শতনয়নবিশিষ্টা দেবীকে শতাক্ষী নামে অভিহিতা করলেন। ক্ষুধার্ত দেবতাদের ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য দেবী শাকফলমূল প্রভৃতি প্রদান করায় দেবীর নাম হয় শাকম্ভরী—শাকম্ভরীতি নামাপি তদ্দিনাৎ সমভূন্নৃপ।[২] এর পর দুর্গমাসুর বধ করে দেবী দুর্গা নামে পরিচিতা হলেন।

মার্কণ্ডেয়পুরাণে চণ্ডী উপাখ্যানেও এই ঘটনার উল্লেখ আছে। ভবিষ্যৎ কর্ম সম্বন্ধে দেবী বলেছেন—

পুনশ্চ শতবার্ষিক্যামনাবৃষ্ট্যামনম্ভসি।
মুনিভিঃ সংস্তুতা ভূমৌ সম্ভবিষ্যাম্যযোনিজা॥
ততঃ শতেন নেত্রাণাং নিরীক্ষিষ্যামি যন্মুনীন্।
কীর্তয়িষ্যন্তিমনুজাঃ শতাক্ষীমিতি মাং ততঃ॥
ততোঽহমখিলং লোকমাত্মদেহ সমুদ্ভবৈঃ
ভরিষ্যামি সুরাঃ শাকৈরাবৃষ্টেঃ প্রাণধারকৈঃ॥
শাকম্ভরীতি বিখ্যাতিং তদা যাস্যাম্যহং ভুবি।
তত্রৈব চ বধিষ্যামি দুর্গমাখ্যং মহাসুরম্॥[৩]

—পুনরায় শতবর্ষ অনাবৃষ্টি হলে জলহীন পৃথিবীতে মুনিগণের দ্বারা স্তুতা হয়ে অযোনিসম্ভবা আমি আবির্ভূতা হব। তারপর শতনেত্রে মুনিদের দর্শন করব বলে মানবগণ সেই সময় থেকে আমাকে শতাক্ষী বলবে। তারপর আমি নিজদেহ থেকে জাত প্রাণধারণের উপযোগী শাকদ্বারা বৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত পৃথিবী পূর্ণ করব। তখন আমি শাকম্ভরী নামে খ্যাত হব।

শতাক্ষী শাকম্ভরীর সঙ্গে কৃষিকর্মের সংযোগ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। এই শতাক্ষী শাকম্ভরীই দুর্গাসুর বা দুর্গামাসুরহন্ত্রী। কালিকা পুরাণ অনুসারে দেবী উগ্রচণ্ডার

১ স্কন্দঃ, কাশীঃ, উত্তরখণ্ড ২ দেবীভাগ—৭।২৮।৪৭ ৩ চণ্ডী—১১।৪৬-৫০

সপ্তযোগিনীর অন্যতমা।[১] দশভুজা মহিষাসুরমর্দিনীর সঙ্গে শাকম্ভরী দেবীর আকারগত পার্থক্য প্রচুর। দেবীভাগবত অনুসারে শাকম্ভরী শতাক্ষী দুর্গার মূর্তি—

> নীলাঞ্জনসমপ্রখ্যং নীলপদ্মায়তেক্ষণম্।
> সুকর্কশসমোত্তুঙ্গবৃত্তঘনপীনস্তনম্॥
> বাণমুষ্টিঞ্চ কমলং পুষ্পপল্লবমূলকান্।
> শাকাদীন্ ফলসংযুক্তাননন্তরসসংযুতান্॥
> ক্ষুত্তৃড়্জরাপহান্ হস্তৈর্বিভ্রতী মহাধনুঃ।
> সর্বসৌন্দর্যসারাং তদ্রূপং লাবণ্যশোভিতম্॥[২]

—নীল অঞ্জনের তুল্য বর্ণা, নীলপদ্মের মত চক্ষু বিশিষ্টা, সুকঠিন সমান উন্নত বৃত্তাকার ঘন স্থূল স্তন শোভিতা, বাণমুষ্টি পদ্ম, অনন্তরস সংযুক্ত ক্ষুধা তৃষ্ণা ও জরাহরণকারী পুষ্প, পল্লব মূলফলশাক প্রভৃতি হস্তে ধারণকারিণী সর্বসৌন্দর্যের সারভূতা এবং অনুরূপ লাবণ্যশোভিত দেহবিশিষ্টা।

এই শাকম্ভরী দেবী হয় কৃষিদেবী, নয়ত শস্যশালিনী বসুন্ধরার সঙ্গে সংশ্লিষ্টা। দেবীপুরাণ অনুসারে বিন্ধ্যপর্বত ও মলয়পর্বতের মধ্যস্থলে যে ভূভাগ আছে, যেখানে মঙ্গলা দেবী আছেন, সেখানে দুর্গা পূজিতা হন।

> তদা দক্ষিণবিন্ধ্যাদ্রের্মলয়াচ্চ যদন্তরম্।
> মঙ্গলা সা স্থিতা দেবী দুর্গা তত্র প্রপূজ্যতে॥[৩]

তবে কি শাকম্ভরী দুর্গা দক্ষিণাঞ্চলের স্থানীয় দেবতা? তবে দুর্গাসুরহন্ত্রী ও মহিষাসুরহন্ত্রী যে একই দেবতা সেকথা পুরাণকারেরা কখনই বলতে ভোলেন নি। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ বলছেন,—

> দুর্গাদয়শ্চ দৈত্যাশ্চ নিহতা দুর্গয়া তয়া।
> দত্তং স্বরাজ্যং দেবেভ্যো বরঞ্চ যদভীপ্সিতম্॥
> কল্পান্তরে পূজিতা সা সুরথেন মহাত্মনা।
> রাজ্ঞা মেধস-শিষ্যেণ মৃণ্ময্যাঞ্চ সরিত্তটে॥[৪]

—দুর্গ প্রভৃতি দৈত্যগণ সেই দুর্গাদ্বারা নিহত হয়েছিল। তিনি দেবতাদের অভিলাষ অনুসারে তাঁদের রাজ্য ও অভিলষিত বর দান করেছিলেন। কল্পান্তরে তিনিই মৃণ্ময়ী রূপে নদীতীরে মেধসমুনির শিষ্য মহাত্মা সুরথ রাজার দ্বারা পূজিতা হয়েছিলেন।

স্কন্দপুরাণে দুর্গাসুরকে বধ করেছিলেন দেবী বিন্ধ্যবাসিনী। এই পুরাণে রুরু দৈত্যের পুত্র দুর্গাসুর কঠোর তপোবলে পুরুষদের অজেয় বর লাভ করে স্বর্গ অধিকারপূর্বক ত্রিলোকে অত্যাচার করতে থাকলে মহাদেব দেবী ভগবতীকে

---

১ কল্প পদ্ম—৬১।৪১ ২ দেবীভাগ—২৮।৩৪-৩৬
৩ দেবীপুরাণ—৩৮।৩ ৪ ব্রহ্মবৈ, প্রকৃতি খণ্ড—৫৭।৩৪-৪৫

আদেশ করলেন দুর্গাসুরকে বধ করতে। দেবী রুদ্রাণী কালরাত্রিকে দূতীরূপে নিযুক্ত করে দুর্গাসুরকে যুদ্ধে আহ্বান করায় দুর্গাসুর অনুচরদের আদেশ করে সুন্দরী কালরাত্রিকে অন্তঃপুরে নিয়ে যেতে। কিন্তু দেবীকে অন্তঃপুরে নিয়ে যেতে দুর্গাসুরের অনুচরবর্গ ব্যর্থ হওয়ায় শতকোটি দৈত্য দেবী কালরাত্রিকে আক্রমণ করে। কালরাত্রির কাছে দুর্গাসুরের আগমনবার্তা জেনে দেবী অস্ত্রসজ্জিতা হয়ে যুদ্ধার্থ অবতীর্ণা হলে মদন-বশীভূত দুর্গাসুরের আদেশে দৈত্যগণ দেবীকে বলপূর্বক গ্রহণ করতে উদ্যত হওয়ায় দেবীর সঙ্গে দৈত্যসৈন্যের তুমুল সংগ্রাম সুরু হয়। দুর্গাসুর প্রথমে এক ভয়ংকর হস্তিরূপ ধারণ করে, তৎপরে মহামহিষ রূপ ধারণ করে ক্ষুরাঘাতে বসুন্ধরাকে কম্পিত ও শৈলাঘাতে পর্বতসমূহকে পাতিত করতে থাকলে ত্রিলোক কম্পিত হতে থাকে।

অচলাং সচলাং সর্বাং স চক্রে ক্ষুরঘাততঃ।
শিলোচ্চয়াংশ্চ বহুশঃ শৃঙ্গাভ্যাং সোঽক্ষিপদ্বলী॥

*　　　*　　　*

মহামহিষরূপেন তেন ত্রৈলোক্যমণ্ডপঃ।
আন্দোলিতোঽতিবলিনা যুগান্তে বাত্যয়া যথা॥[১]

দেবীর শূলাঘাতে আহত হয়ে দুর্গাসুর সহস্রবাহু যোদ্ধার রূপে যুদ্ধ করতে করতে দেবী বিন্ধ্যবাসিনীর দ্বারা নিহত হয়।

শুম্ভ নিশুম্ভ বধকালে দেবী চণ্ডী যেমন নিজ দেহ থেকে শক্তি বা গণ সৃষ্টি করেছিলেন, দুর্গাসুরবধকালেও তেমনি দেবী বিন্ধ্যবাসিনী ছিন্নমস্তা, শাকম্ভরী, জ্বালামুখী প্রভৃতি শক্তি সৃষ্টি করেছিলেন দেবীকে সাহায্য করার জন্য। চণ্ডীতে দেবী দেবগণকে আশ্বাস দিয়ে বলেছিলেন যে বৈবস্বত মন্বন্তরে অষ্টাবিংশতিযুগে শুম্ভ ও নিশুম্ভ পুনর্বার প্রবল হয়ে উঠলে তিনি বিন্ধ্যাচলনিবাসিনীরূপে তাদের বধ করবেন। এইভাবে মহিষাসুরমর্দিনী, বিন্ধ্যবাসিনী, ছিন্নমস্তা, শাকম্ভরী, দুর্গা প্রভৃতি বিভিন্ন শক্তিদেবতার সমীকরণ হয়েছে। দুর্গাসুরবধের কাহিনীতেও মহিষাসুর শুম্ভ-নিশুম্ভ ও দুর্গাসুরের সমন্বয় হয়েছে। মনে হয়, শাকম্ভরী, শতাক্ষী, বিন্ধ্যবাসিনী প্রভৃতি স্থানীয় দেবতা এক শক্তিগোষ্ঠীর মধ্যে সম্মিলিত হয়ে এক মহাশক্তি রুদ্রাণীতে একাত্মতা প্রাপ্ত হয়েছেন। বর্ধমান জেলার কাটোয়ার নিকটবর্তী কৈচর গ্রামে অদ্যাপি দশভুজা মহিষাসুরমর্দিনী শাকম্ভরী নামে পূজিতা হচ্ছেন।

দুর্গাধিষ্ঠাত্রী দুর্গা: কেউ কেউ মনে করেন যে দুর্গা শব্দে দুর্গাধিষ্ঠাত্রী দেবীকে বোঝায়। দেবীপুরাণে দেবীকে দুর্গে বিরাজমানা দুর্গেশ্বরী বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

---

১ স্কন্দ, কাশী, উত্তরার্ধ—৭২।২৩, ২৫

রমসে দেবি দুর্গেষু দুর্গেশ্বরি নমোঽস্তুতে।[১]
দুর্গেষু কারয়েৎ দুর্গাং মহিষাসুরঘাতিনীম্।[২]

দেবীভাগবতে দেবী নগরপালিকা—

নগরেঽত্র ত্বয়া মাতঃ স্থাতব্যং মম সর্বদা।
দুর্গা দেবীতি নাম্না বৈ ত্বং শক্তিরিহ সংস্থিতা ॥[৩]

স্কন্দপুরাণে মহাদেব কাশী রক্ষার নিমিত্ত নন্দীকে প্রতি দুর্গে দুর্গাপ্রতিমা সন্নিবেশ করতে আদেশ দিয়েছিলেন—

প্রতিদুর্গং দুর্গারূপাঃ পরিতঃ পরিবাসয়।[৪]

আদেশ পেয়ে নন্দী কাশীর সর্বত্র প্রতি দুর্গে দুর্গামূর্তি স্থাপন করেছিলেন—
আহূয় সর্বতো দুর্গাঃ প্রতিদুর্গং ন্যবেশয়ৎ ॥[৫]

কৌটিল্য তাঁর অর্থশাস্ত্রে দুর্গ মধ্যে যে সকল দেবতার মূর্তি প্রতিষ্ঠা করার নির্দেশ দিয়েছেন, তাঁদের অন্যতমা অপরাজিতা।[৬] পণ্ডিতরা মনে করেন, অপরাজিতা দুর্গা। দুর্গা পূজার অন্তে অপরাজিতা পূজার রীতি একালেও বর্তমান। ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্তের প্রশ্ন, দুর্গা কি প্রাথমিকরূপে দুর্গরক্ষিণী দেবী ছিলেন ?[৭] দানবদলনী দেবী দুর্গ মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হবেন, তাতে আর আশ্চর্য কি ? দুর্গে প্রতিষ্ঠিতা হতেন বলেই দেবীকে প্রাথমিক অবস্থায় দুর্গাধিষ্ঠাত্রী বলে সিদ্ধান্ত করা চলে না। তবে দেবীর দুর্গা নামকরণের অন্যতম হেতু দুর্গাধিষ্ঠাতৃত্ব হতে পারে। কিন্তু দুর্গরক্ষিণী দেবী দুর্গার নাম না করে কৌটিল্য অপরাজিতার নাম করলেন কেন ? নিশ্চয়ই দুর্গা নাম তখনও প্রসিদ্ধ হয় নি।

পার্বতী : দেবী দুর্গার এক নাম পার্বতী, কারণ দক্ষযজ্ঞে দেহত্যাগ করে শিবানী সতী জন্মান্তরে পর্বতরাজ হিমালয়ের কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে পার্বতী নামের কয়েকটি ব্যাখ্যা আছে—

তিথিভেদে কল্পভেদে পর্বভেদে প্রভেদতঃ।
খ্যাতৌ তেষু চ বিখ্যাতা পার্বতী তেন কীর্তিতা।
মহোৎসবাবশেষশ্চ পর্বন্নিতি প্রকীর্তিতা ॥
পর্বতস্য সুতা দেবী সাবির্ভূতা চ পর্বতে।
পর্বতাধিষ্ঠাত্রী দেবী পার্বতী তেন-কীর্তিতা ॥[৮]

—তিথিভেদে পর্বভেদে কল্পভেদে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে পূজিতা হন, সেইজন্যই তিনি পার্বতী নামে খ্যাতা। মহোৎসবের শেষাংশ পর্ব নামে পরিচিত, সেই পর্বের অধিষ্ঠাত্রী বলে দেবীকে পার্বতী বলা হয়। দেবী পর্বতের কন্যা, পর্বতে আবির্ভূতা, পর্বতের অধিষ্ঠাত্রী—সেইজন্যও তিনি পার্বতী নামে পরিচিতা।

---

১ দেবীপুঃ—৮৩।৬২-৬৩ ২ দেবীপুঃ—৭২।১২৪ ৩ দেবীভাগ—৩।২৪।৫-৬
৪ স্কন্দঃ, কাশীঃ, উত্তরার্ধ—৬৯।১৭৮ ৫ তদেব—৬৯।১৮০ ৬ অর্থশাস্ত্র—২।৪।২২
৭ ভারতের শক্তিসাধনা ও শাক্ত সাহিত্য—পৃঃ ৪৮ ৮ ব্রহ্মবৈঃ প্রকৃতিখণ্ড—৫৭।২৪-২৬

প্রধানতঃ পর্বতরাজ হিমালয়ের কন্যা বলেই উমা বা গৌরী পুরাণে কাব্যে পার্বতী নামে প্রসিদ্ধা।

তাং পার্বতীত্যভিজনেন নাম্না বন্ধুপ্রিয়াং বন্ধুজনো জুহাব।[১]

—আত্মীয়জনের প্রিয় সেই কন্যাকে আত্মীয়স্বজন বংশানুসারী (পর্বতরাজ-কন্যা হিসাবে) পার্বতী এই নামে ডাকতেন।

পুরাণানুসারে হিমালয়ের দুই পুত্র মৈনাক ও ক্রৌঞ্চ এবং দুই কন্যা গৌরী ও গঙ্গা—

মেনা হিমবতঃ সুতে মৈনাকং ক্রৌঞ্চমেব চ।
গৌরীঞ্চ গঙ্গাঞ্চ ততঃ কন্যে দ্বে লোকমাতরৌ॥[২]
অসূত মেনা মৈনাকং ক্রৌঞ্চস্তস্যানুজামুমাম্।
গঙ্গাং হৈমবতীং যজ্ঞে ভবাঙ্গাশ্লেষপাবনীম্॥[৩]

—মেনা মৈনাক, ক্রৌঞ্চ এবং ক্রৌঞ্চের ভগিনী উমা এবং শিবের আলিঙ্গনে পবিত্রা হৈমবতী গঙ্গাকে প্রসব করেছিলেন।

এখানে গঙ্গা হৈমবতী এবং শিবের আলিঙ্গনে পবিত্রা। বামনপুরাণ বলেন, মেনকার তিন কন্যা—রাগিনী, কুটিলা ও কালী। শিবতেজ ধারণের জন্য এঁদের তিনজনকেই স্বর্গে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। কুটিলা ও রাগিণী ব্রহ্মার শাপে হলেন যথাক্রমে নদী ও সন্ধ্যারাগ। আর কালী মায়ের দ্বারা তপস্যায় নিষিদ্ধা হয়ে উমা নাম প্রাপ্ত হয়েছিলেন।[৪] কুটিলা ও গঙ্গা সম্ভবতঃ অভিন্না। কেননা, কুটিলা কার্তিকেয়জন্মের হেতুভূত শিববীর্য ধারণ করেছিলেন। রাগিণী, কুটিলা ও কালী যখন স্বর্গে ছিলেন এবং রাগিণী অভিশপ্তা হয়ে হলেন সন্ধ্যারাগ, তখন তিন ভগিনীই দিব্যসরস্বতী ও দিব্যগঙ্গা বা আকাশগঙ্গার মত প্রাথমিক অবস্থায় ছিলেন সূর্য-জ্যোতি এরূপ অনুমান অসঙ্গত নয়। কালীই হলেন পর্বতরাজকন্যা পার্বতী।

গঙ্গা ও পার্বতী ঃ উমা ও গঙ্গা দুই সহোদরা—হিমবান্ ও মেনার কন্যা। উভয়েই শিব-জায়া এবং হৈমবতী বা পার্বতী। গঙ্গা প্রথমে ছিলেন স্বর্গগঙ্গা, পরে হলেন নদী। সেই জন্যই দেবী চণ্ডীর মত, দিব্যসরস্বতীর মত গঙ্গা ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিবের শক্তি বা মূর্তি। তিনি শিবরূপা, বিষ্ণুরূপা সর্বদেবময়ী-ভেষজ-রূপিণী অর্থাৎ আরোগ্য বিধায়িনী।

ওঁ নমঃ শিবায়ৈ গঙ্গায়ৈ শিবদায়ৈ নমো নমঃ।
নমস্তে বিষ্ণুরূপিণ্যৈ ব্রহ্মমূর্ত্যৈ নমোঽস্তুতে॥
নমস্তে রুদ্ররূপিণ্যৈ শঙ্কর্য্যৈ তে নমো নম;॥
সর্বদেবস্বরূপিণ্যৈ নমো ভেষজমূর্তয়ে॥[৫]

১ কুমারসম্ভব—১৷২৬ ২ সৌরপুঃ—২৬৷৩৪ ৩ লিঙ্গপুঃ—৬৷৭
৪ বামনপুঃ—৫১ অঃ ৫ স্কন্দঃ, কাশী, পূর্বার্ধ—২৭৷১৫৭৷৫৮

গঙ্গা সকল দেবতারই মূর্তি। শিব বলেছেন, গঙ্গা তাঁরই জলরূপা শ্রেষ্ঠ মূর্তি—মমৈব সা পরা মূর্তিস্তোয়রূপা শিবাত্মিকা।[১] এই ভাবে স্বর্গগঙ্গা ও চণ্ডী-পার্বতীর অভিন্নতা প্রতিপাদিত হয়। গঙ্গার মত উমা বা গৌরী কি হিমালয় নিঃসৃতা কোন নদীর নাম ছিল? বৃহদ্ধর্মপুরাণে দক্ষদুহিতা সতী গঙ্গার সঙ্গে অভিন্না। দক্ষযজ্ঞে সতী দেহত্যাগ করে দ্বিধাবিভক্ত হলেও হিমালয়কন্যা মেনা-গর্ভজাতা গঙ্গা ও উমারূপে আবির্ভূতা হয়েছিলেন।

পুনঃ সা জন্মনে শৈলং যযৌ দেবী হিমালয়ম্
পুত্রী সুমেরোঃ সুভাগা মেনা নাম মনোরমা।
তস্যা গর্ভে জনুর্লেভে সতী গঙ্গেতি যোচ্যতে॥[২]

এদিকে দেবর্ষি নারদ দেবতাদের বললেন, সতীহারা শিবের সঙ্গে পুনর্জাতা সতীর মিলন ঘটাতে। গঙ্গা হিমালয়কে স্বপ্নে চতুর্ভুজা ত্রিনয়না মকরাসনা মূর্তি দেখিয়ে বলছিলেন, দক্ষযজ্ঞে দেহত্যাগ করে অর্ধাংশে আমি তোমার কন্যা গঙ্গা হয়েছি, বাকি অর্ধাংশে উমারূপে জন্ম নেব। হিমালয়ের কাছ থেকে গঙ্গাকে নিয়ে দেবগণ স্বর্গে গেলেন; গঙ্গা আকাশে শোভা পেতে লাগলেন। নারদ শিবকে সন্ধান দিলেন গঙ্গারূপিণী সতীর—

সতী হিমেবতঃ ক্ষেত্রে লব্ধদেহা ময়েক্ষিতা॥
শুক্লা চতুর্ভুজা চারুনেত্রত্রয়বিরাজিতা
আসীনা মকরে শুক্লে প্রফুল্লবদনাম্বুজা॥[৩]

শিব ও নারদের কথামত পার্বতী গঙ্গাকে দর্শন করতে গেলেন বৃষে আরোহণ করে—

ইত্যুক্ত্বা বৃষমারুহ্য নন্দিনা সহ শঙ্করঃ।
যযৌ স্বর্গং পুরং যত্র গঙ্গা বসতি পার্বতী॥[৪]

অতএব বৃহদ্ধর্মপুরাণানুসারে যিনি পূর্বজন্মে সতী, তিনিই পরজন্মে পার্বতী-গঙ্গা। স্কন্দপুরাণ বলেন, গঙ্গা গৌরী ও উমা এক অভিন্না—

যথা গৌরী তথা গঙ্গা তস্মাদ্ গৌর্য্যাস্তু পূজনে।
যো বিধিবিহিতঃ সম্যক্ সোঽপি গঙ্গা প্রপূজনে॥
যথাহং ত্বং তথা বিষ্ণো যথা ত্বন্তু তথা হ্যুমা।
উমা যথা তথা গঙ্গা চতুরূপং ন ভিদ্যতে॥[৫]

—যিনি গঙ্গা, তিনিই গৌরী, সুতরাং গৌরী পূজায় যে বিধি গঙ্গাপূজাতেও সেই বিধি। হে বিষ্ণু, যেমন আমি (শিব) তেমনি তুমি, যেমন তুমি তেমনি উমা, যেমন উমা তেমনি গঙ্গা,—চারিরূপে কোন ভেদ নেই।

গঙ্গাই দুর্গাসুরঘাতিনী—দক্ষকন্যা, আবার নারায়ণী—সুতরাং চণ্ডীস্বরূপা। স্কন্দপুরাণে গঙ্গাস্তুতি—

---

১ তদেব—২৬।৭ ২ বৃহদ্ধর্মঃ মধ্য—১২।২-৩ ৩ তদেব—১২।৭৪-৭৫
৪ বৃহদ্ধর্ম, মধ্য—১২।৮০ ৫ স্কন্দঃ, কাশীঃ, পূর্বার্ধ—২৭।১৮২-৮৩

শরণাগতদীনার্তপরিত্রাণপরায়ণে।
সর্বস্যার্তিহরে দেবী নারায়ণি নমোঽস্তুতে॥
নির্লেপায়ৈ দুর্গহন্ত্র্যৈ দক্ষায়ৈ তে নমো নমঃ॥
পরাপরায়ৈ চ গঙ্গে নির্বাণদায়িনি॥[১]

—আশ্রিত, দীন, ও আর্তের ত্রাণকারিণী, সকলের দুঃখহারিণী, দেবী নারায়ণী, তোমাকে নমস্কার। নির্লিপ্তা, দুর্গাসুরহন্ত্রী, দক্ষকন্যাকে নমস্কার। পরা এবং অপরা নির্বাণদাত্রী গঙ্গা।

দুর্গাচণ্ডীর সঙ্গে গঙ্গা হয়ে গেছেন অভিন্না। জ্যোতির্ময়ী সরস্বতী আকাশ-গঙ্গা জ্যোতির্ময়ী ব্রহ্মবিদ্যা উমা হৈমবতী, দেবতেজঃ সম্ভূতা চণ্ডী, প্রজ্জলিত অগ্নিরূপা দুর্গা—সবই এক অভিন্ন দেবসত্ত্বা। মর্তগঙ্গা ও পার্বতী অভিন্নরূপে বর্ণিতা হয়েছেন। হিমালয় দুহিতা গঙ্গা নদী ও পার্বতী একই নদীর নাম হওয়াও অসম্ভব নয়। মার্কণ্ডেয়পুরাণে বিন্ধ্যপর্বতনির্গত নদীগুলির মধ্যে মহাগৌরী ও দুর্গা নামে দুটি নদী আছে।[২] হিমালয় নির্গতা গঙ্গা পার্বতীর সঙ্গে এই দুটি নদীর একাত্মতা সম্ভবপর নয়।

কৌষিকী ও পার্বতী: দেবীর আর একটি রূপ কৌষিকী। তিনি চণ্ডীর দেহকোষ থেকে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। শুম্ভ ও নিশুম্ভের অত্যাচারে ক্লিষ্ট দেবগণ দেবী চণ্ডীর স্তব করেছিলেন। সেই সময়ে দেবী প্রশ্ন করলেন, তোমরা কাকে স্তব করছ? সেই সময়ে দেবীর দেহকোষ থেকে আবির্ভূতা এক দেবী বললেন, শুম্ভের দ্বারা বিতাড়িত এবং নিশুম্ভের দ্বারা পরাজিত দেবগণ আমার স্তুতি করেছেন। দেবীর কোষ থেকে জন্মেছিলেন বলেই অম্বিকা সমস্ত জগতে কৌষিকী নামে গীত হয়েছিলেন।

শরীর কোষাদ্ যত্তস্যাঃ পার্বত্যাঃ নিঃসৃতাম্বিকা।
কৌষিকীতি সমস্তেষু ততো লোকেষু গীয়তে॥[৩]

কালিকাপুরাণেও দেবীর কোষ থেকে জাতা কৌশিকী দেবীর উল্লেখ আছে—

যা কায়কোষান্নিঃসৃতা কালিকায়াস্তু ভৈরব।
সা কৌশিকীতি বিখ্যাতা চারুরূপা মনোহরা॥
নিঃসৃতা হৃদয়াদ্দেব্যা রসনাগ্রেণ চণ্ডিকা।
নৈতস্যাঃ সদৃশী মূর্ত্যা চারুরূপেণ বিদ্যতে॥[৪]

—হে ভৈরব, কালিকার দেহকোষ থেকে যে দেবী নিঃসৃতা হয়েছিলেন, সেই সুন্দররূপসম্পন্না মনোরমা দেবী কৌশিকী নামে বিখ্যাতা। চণ্ডিকা কালিকা দেবীর হৃদয় থেকে রসনাগ্র দ্বারা নিঃসৃতা হয়েছিলেন—তাঁর সদৃশ সুন্দর মূর্তি আর কোথাও নেই।

---

১ তদেব—২৭।১৭১-৭২ ২ মার্কপুঃ—৫৭ অঃ
৩ চণ্ডী—৫।৮ ৪ কাঃ পুঃ—৬১।৬৯-৭০

কৌশিকীর মূর্তির বিবরণও কালিকাপুরাণে পাওয়া যায়—

ধম্মিল্লসংযতকচাং বিধোশ্চাধোমুখীং কলাম্।
কেশান্তে তিলকস্তোর্ধ্বে দধতী সুমনোহরা।
মণিকুণ্ডলসংঘৃষ্টগণ্ডা মুকুটমণ্ডিতা ॥
সজ্জ্যোতিঃ কর্ণপুরাভ্যাং কর্ণমাপূর্য্য সঙ্গতা।
সুবর্ণ মণিমাণিক্য নাগহার বিরাজিতা ॥
সদা সুগন্ধিভিঃ পদ্মৈরম্লানৈরতি সুন্দরী।
মালাং বিভর্তি গ্রীবায়াং রত্নকেয়ূরধারিণী ॥
মৃণালয়াতবৃত্তৈস্তু বাহুভিঃ কোমলৈ শুভৈঃ।
রাজন্তী কঞ্চুকোপেতপীনোন্নতপয়োধরা ॥
ক্ষীণমধ্যা পীতবস্ত্রা ত্রিবলীপ্রথ্যভূষিতা।
শূলং বজ্রঞ্চ বাণঞ্চ খড়্গং শক্তিং তথৈব চ ॥
দক্ষিণৈঃ পাণিভির্দেবী গৃহীত্বা তু বিরাজিতা।
গদাং ঘণ্টাঞ্চ চাপঞ্চ চর্ম শঙ্খং তথৈব চ ॥
উর্ধ্বাদিক্রমতো দেবী দধতী বামপাণিভিঃ।
সিংহস্তোপরি তিষ্ঠন্তী ব্যাঘ্রচর্মণি কৌশিকী ॥
বিভ্রতী রূপমতুলং সুরাসুর মোহনম্ ॥[১]

—মাথায় কবরীবন্ধন, অধোমুখী চন্দ্রকলা ললাটে, কেশের অন্তভাগে একটি উর্ধ্বমুখ তিলকধারণে মনোহরা। গণ্ডদেশ মণিকুণ্ডলে সংঘৃষ্ট, মাথায় মুকুট, কর্ণদ্বয় জ্যোতির্ময় কর্ণপূরদ্বয়ের দ্বারা শোভিত, সুবর্ণ মণিমাণিক্য এবং নাগহারে ভূষিতা, সদা সুগন্ধি পদ্মফুলের মালা ধারণ করায় সৌন্দর্য বর্ধিত, গ্রীবায় রত্নকেয়ূর, মৃণাল-তুল্য কোমল দীর্ঘ এবং সুগোল বাহুসমূহের দ্বারা শোভিতা, কঞ্চুক (কাঁচুলি) দ্বারা আবৃত পীন ও উন্নত পয়োধর সম্পন্না, মধ্যভাগ ক্ষীণ, পীতবর্ণের বস্ত্র পরিহিতা, ত্রিবলিভূষিতা, দক্ষিণদিকের হস্তে উর্ধ্ব থেকে নিম্নে শূল, বজ্র, বাণ, খড়্গ ও শক্তি, ঐরূপ বামহস্তসমূহে গদা, ঘণ্টা, ধনু, ঢাল ও শঙ্খ ধারণকারিণী, সিংহের উপরে ব্যাঘ্রচর্মে অবস্থিতা কৌশিকী সুর ও অসুরগণের মুগ্ধকর রূপ ধারণ করে আছেন।

এই দেবী কৌশিকী সিংহবাহিনী দশভূজা হলেও মহিষমর্দিনী দুর্গা মূর্তি থেকে পৃথক।

কিন্তু মার্কণ্ডেয়পুরাণে দেখা যায় যে গঙ্গা, সিন্ধু, সরস্বতী, যমুনা ও কৌশিকী প্রভৃতি নদী হিমালয় থেকে বিনির্গতা।[২] মৎস্যপুরাণে হব্যবাহনকারী ষোড়শ সংখ্যক নদীর মধ্যে অন্যতমা কৌশিকী।[৩] বামনপুরাণে সাতটি পুণ্যতোয়া নদীর অন্যতমা কৌশিকী।[৪] কৌশিকী হিমবৎ পাদনিঃসৃতা।[৫] মনে হয় কৌশিকীর

---

১ কাঃ পুঃ—৬১।৭৫-৮২ ২ মার্কপুঃ ৫৮ অঃ ৩ মৎস্যপুঃ—৫১।১৬
৪ বাঃ পুঃ—৩৪।৭ ৫ বাঃ পুঃ—১৩।২২

মত গৌরীও এককালে হিমবৎনির্ঝরস্থা কোন নদী ছিলেন। পুরাণপাঠে মনে হয়, গৌরী ও গঙ্গা—দুই হিমালয় নির্গতা নির্ঝরিণী মিলিত হয়ে এক স্রোতো-ধারায় পরিণত হয়েছিল, নয়ত গৌরী গঙ্গারই এক নাম। গৈরিক বর্ণ পর্বত-দুহিতার নাম গৌরী হলে আশ্চর্য কি? হয়ত বা সরস্বতীর মতই গঙ্গার দুই সত্তা দুই দেবকায়া ধারণ করেছিলেন। জ্যোতীরূপা গৌরী-পার্বতী চণ্ডী-দুর্গার সঙ্গে মিশে গেলেন আর রইলেন তাঁর নদীসত্তা নিয়ে পতিতপাবনীরূপে।

শিব পর্বতবাসী—গিরিশ। হিমালয়ে শিবস্থান হিসাবে কৈলাশ শৃঙ্গ প্রসিদ্ধ। কৈলাশের অদূরে ত্রিশূল শৃঙ্গ শিবের অস্ত্র,—নন্দাদেবী ও গৌরীশৃঙ্গ গৌরীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। অগ্নির বাস পর্বতেও। এইজন্যই কি অগ্নিরূপা দুর্গা-গৌরী পর্বত-নন্দিনী পার্বতী? দেবীর অপরা মূর্তি নন্দাদেবী হিমালয়ে জাগ্রত দেবতা হিসাবে পূজিতা হন। আলমোড়া শহরের উপকণ্ঠে নন্দাদেবীর মন্দির আছে।

পার্বতী ও দক্ষপার্বতি: আর একদিক থেকেও পার্বতী নামটি বিচার্য। শতপথ ব্রাহ্মণে দক্ষের নাম পার্বতি,—কারণ তিনি পর্বত পুত্র। "দক্ষ পার্বতিস্তু ইমেৎপ্যেতর্হি দাক্ষায়ণা রাজ্যমিবৈব প্রাপ্তা রাজ্যমিব হ বৈ প্রাপ্নোতি য এবং বিদ্বানেতেন যজ্ঞেন যজতে..."[১] —পর্বতপুত্র দক্ষ এই যাগের দ্বারা রাজ্যলাভ করেছিলেন। সুতরাং দাক্ষায়ণ যজ্ঞানুষ্ঠানের দ্বারা রাজ্যলাভ হয়। আচার্য সায়ন ভাষ্যে লিখেছেন, "অত্র হি দাক্ষায়ণ যজ্ঞ সম্পদ্ ভূতে দ্বে পৌর্ণমাসে দ্বেঽমাবস্যে যজেতোত।" —সম্পদ-দায়ক দাক্ষায়ণ যজ্ঞ দুটি পূর্ণিমায় ও দুটি অমাবস্যায় অনুষ্ঠান করতে হবে।

"দক্ষ হ বৈ পার্বতেয়েন যজ্ঞেনেষ্ট্বা সর্বান্ কামনাততৎ।"[২]
—পার্বেতেয় যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে দক্ষ সকল কাম্য লাভ করেছিলেন।

দক্ষের নাম পার্বতি। পার্বতি দক্ষের অনুষ্ঠিত যজ্ঞের নাম পার্বতেয়। পার্বতি দক্ষের সঙ্গে পার্বতী দুর্গার সম্পর্ক স্পষ্ট না হলেও অনুমান গ্রাহ্য। সতী (জন্মান্তরে পার্বতী) দক্ষের কন্যা। সুতরাং পার্বতী দুর্গা ও পার্বতি দক্ষের কন্যা। কৃষ্ণ যজুর্বেদের একটি মন্ত্রে আছে—"ধিষণাসি পার্বতেয়ী অতিত্যা পর্বতির্বেত্তু।"

পার্বতেয়ী পার্বতি দক্ষের কন্যারূপে গৃহীত হতে পারে। কিন্তু সায়নাচার্যের মতে পার্বতেয়ী পর্বতসমন্ধিনী দৃষৎ (একপ্রকার জাঁতাসদৃশ পেষণযন্ত্র) অথবা পর্বততুল্য দৃঢ়। কিন্তু পণ্ডিত দুর্গাদাস লাহিড়ীর মতে পার্বতেয়ী শব্দের অর্থ অনন্তশক্তিশালিনী পরা প্রকৃতি অর্থাৎ আদ্যাশক্তি দুর্গা। দুর্গাদাস-কৃত মন্ত্রটির বঙ্গানুবাদ:—"অনন্ত শক্তিশালিনী পরা প্রকৃতি তোমাকে পর্বতের ন্যায় দৃঢ় বলিয়া জানুন।"

দক্ষ পার্বতির কন্যা পার্বতেয়ী দাক্ষায়ণ যজ্ঞের অগ্নি। ঋগ্বেদের ৩।২৮।১০ ঋকে ইলাকে দক্ষের কন্যা বলা হয়েছে। সায়নের মতে, দক্ষের কন্যা ইলা

১ শতপথ—২।৪।১ ২ সাংখ্যায়ণ ব্রাঃ ৪ অঃ

যজ্ঞবেদী বা যজ্ঞভূমি। কিন্তু আমরা পূর্বে দেখেছি, ইলা, ভারতী ও সরস্বতী তিনই যজ্ঞাগ্নি।[১] এই তিন যজ্ঞাগ্নির সম্মিলনে সৃষ্টা দাক্ষায়ণী পার্বতেয়ী বা পার্বতী। তৈত্তিরীয় আরণ্যকের (নারায়ণোপনিষৎ) অগ্নিরূপা দুর্গা আর পার্বতি দক্ষের কন্যা পার্বতেয়ী বা পার্বতী তাই মিশে এক হয়ে এক দেবসত্তায় পরিণত হয়েছে।

গঙ্গা-পার্বতীর মত হিমগিরি দুহিতা সরস্বতীও পার্বতী। পুরাণে তন্ত্রে সরস্বতী ও দুর্গা-পার্বতী অভিন্না। স্কন্দপুরাণে দুর্গাসুরহন্ত্রী বিন্ধ্যবাসিনীই গৌরী সাবিত্রী এবং সরস্বতী—

ত্বং গৌরী ত্বঞ্চ সাবিত্রী ত্বং গায়ত্রী সরস্বতী।[২]

কালিকাপুরাণে দেবীর মূর্ত্যন্তর দশ মহাবিদ্যার অন্যতমা মাতঙ্গীই সরস্বতী—মাতঙ্গী তু সরস্বতী।[৩] দেবীভাগবতে মূল প্রকৃতি আদ্যাশক্তি সৃষ্টিকালে পাঁচভাগে বিভক্ত হন,—এই পঞ্চপ্রকৃতি—

গণেশজননী দুর্গা রাধা লক্ষ্মীঃ সরস্বতী।
সাবিত্রী চ সৃষ্টিবিধৌ প্রকৃতিঃ পঞ্চধা স্মৃতা ॥[৪]

গৌরী-পার্বতীর সঙ্গে অভিন্না যে পার্বতী সরস্বতী তাঁর গুণকর্মের অংশ নিয়ে দেবী চণ্ডীদুর্গার আবির্ভাব, সেই পার্বতী সরস্বতী পার্বতী গৌরীতে রূপান্তরিত হওয়াও অসম্ভব নয়। জ্যোতির্ময়ী দিব্যসরস্বতী, পার্বতী, নদী সরস্বতী, পার্বতী গঙ্গা, দাক্ষায়ণী পার্বতী সম্মিলিতা হয়ে ব্রহ্মবিদ্যা উমা হৈমবতী, দেবতেজোরূপা চণ্ডী, বৈদিক আদিত্য জননী ও পৌরাণিক দেবমাতা অদিতি, বৈদিক রুদ্রভগিনী অথবা রুদ্রপত্নী অম্বিকা এবং বৈদিক ব্রহ্মবাদিনী বাক্ সব একাকার হয়ে হলেন শিবভার্যা দুর্গা-চণ্ডী-পার্বতী। যজুর্বেদে সরস্বতী হিমগিরি নিঃসৃতা,[৫] পুরাণে কৌশিকী হিমবৎ-পাদনিঃসৃতা। পার্বতী কৌশিকীও দুর্গাপার্বতীতে মিশে দেবীর কোষজাতা কোষিকী হলেন।

দেবীর রূপবৈচিত্র্য : দুর্গাচণ্ডীর বৈচিত্র্যময় বহুবিধ মূর্তি তন্ত্র-পুরাণে কল্পিত হয়েছে। কখনও দেবীমূর্তি লক্ষ্মী-সরস্বতীর অনুরূপ,—চতুর্ভুজা অক্ষমালা, কমণ্ডলু, রত্নকলস, পুস্তক প্রভৃতি ধারিণী—

বালার্কসদৃশাকারে পূর্ণচন্দ্র নিভাননে।
চতুর্ভুজে চতুর্বক্ত্রে পীণশ্রোণি পয়োধরে ॥[৬]

চব্বিশ পরগনা জেলার বড়িশায় অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লা অষ্টমী নবমীতে চণ্ডী দেবীর মৃণ্ময়ী প্রতিমার পূজা হয়। এই দেবী চতুর্ভুজা, ত্রিনয়না, রক্তবর্ণা, রক্তবসনা, মুণ্ডমালা ভূষিতা, চন্দ্রশেখরা, পঞ্চমুণ্ডের আসনে উপবিষ্টা, জপমালা, পুস্তক, বর ও অভয়মুদ্রাধারিণী।[৭]

---

১ ইলা, ভারতী ও সরস্বতী প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য ২ স্কন্দঃ, কাশীঃ, উত্তরার্ধ—৭২-৪২
৩ কাঃপুঃ—৬২।৯৯ ৪ দেবীভাগ—৯।১।১ ৫ কৃষ্ণযজুঃ—১১।৮।২২
৬ মহাঃ, বিরাটপর্ব—৬।৮ ৭ পশ্চিমবঙ্গের পূজা পার্বণ ও মেলা, ৩য় খণ্ড—পৃঃ—১২৫

কালিকাপুরাণে ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে ইক্ষুসাগরের মধ্যস্থলে স্বর্ণপর্যঙ্কে প্রস্ফুটিত কাঞ্চন পদ্মে অবস্থিতা দেবী মহামায়া চতুর্ভুজা। মহামায়ার ধ্যানমন্ত্র—

শোনপদ্ম প্রতীকাশাং মুক্তমূর্ধজলম্বিনীম্।
চলৎকাঞ্চনসম্বদ্ধ-কুণ্ডলোজ্জ্বলশালিনীম্॥
স্বর্ণরত্নসম্বদ্ধ-কিরীটদ্বয়ধারিণীম্।
শুক্লকৃষ্ণারুণৈর্নেত্রৈস্ত্রিভিশ্চারু বিভূষিতাম্॥
সন্ধ্যাচন্দ্রসমপ্রখ্যকপোলাং লোললোচনাম্।
বিপক্বদাড়িমীবীজদন্তাং সুভ্রূযুগোজ্জ্বলাম্॥
বন্ধুকদন্তবসনাং শিরীষপ্রভনাসিকম্।
কম্বুগ্রীবাং বিশালাক্ষীং সূর্যকোটিসমপ্রভাম্॥
বন্ধুকদন্তবসনাং শিরীষপ্রভনাসিকম্।
কম্বুগ্রীবাং বিশালাক্ষীং সূর্যকোটিপ্রভাম্।
চতুর্ভুজাং বিবসনাং পীনোন্নতপয়োধরাম্॥
দক্ষিণেনোর্ধ্বেণ নিস্ত্রিংশৎ পরেণ সিদ্ধসূত্রকম্।
বিভ্রতীং বামহস্তাভ্যামভীতি বরদায়িনীম্॥[১]

—শোণ ও পদ্মের মত বর্ণযুক্তা, আলুলায়িত দীর্ঘকুন্তলবিশিষ্টা, কর্ণদ্বয়ে চঞ্চল রত্নখচিত স্বর্ণকুণ্ডলভূষিতা, রত্নখচিত স্বর্ণময় মুকুটদ্বয়ধারিণী, শুক্লকৃষ্ণ রক্তবর্ণ-মিশ্রিত লোচনত্রয়শোভিতা, সন্ধ্যাকালীন চন্দ্রতুল্য গণ্ডদ্বয়যুক্ত, চঞ্চললোচনা, পুষ্টদাড়িমবীজ সদৃশ দন্তবিশিষ্টা, সুন্দর ভ্রূযুগলে উজ্জ্বলা, বন্ধুকপুষ্পসদৃশ দন্তকান্তি-বিশিষ্টা, শিরিশ পুষ্পের ন্যায় নাসিকা, শঙ্খতুল্যগ্রীবা, বিশালাক্ষী, কোটিসূর্যের সদৃশ প্রভাসম্পন্না, চতুর্ভুজা, বিবস্ত্রা, পীন ও উন্নত পয়োধরশোভিতা, দক্ষিণের উর্ধ্বহস্তে খড়্গ, নিম্নহস্তে সিদ্ধসূত্রধারণকারিণী, বামহস্তদ্বয়ে বর ও অভয়-মুদ্রাধারিণী।

কখনও দেবী অষ্টভুজা, কখনও তিনি দ্বিভুজা। মেনার গর্ভে যখন তিনি জন্মগ্রহণ করলেন, তখন তিনি চতুর্বক্ত্রা, জটাধারিণী, প্রভাতসূর্যতুল্যাশোভাময়ী, ত্রিনেত্রা অষ্টভুজা।[২] হিমালয়কে তুষ্ট করতে যখন তিনি বিশ্বরূপ ধারণ করলেন তখন তিনি হলেন তেজোময়ী জ্বালামালাপরিপূর্ণা কালানলসমা। কিন্তু গিরিরাজের অনুরোধে দেবী পরিগ্রহ করলেন মানবীর মূর্তি। তখন তাঁর বর্ণ নীলোৎপলসদৃশ, তিনি দ্বিভুজা ত্রিনয়না।[৩] কূর্মপুরাণেও দেবী যখন বিশ্বরূপ সংহরণ করলেন তখন তিনি—

নীলোৎপলদলপ্রখ্যং নীলোৎপলসুগন্ধি চ।
দ্বিনেত্রং দ্বিভুজং সৌম্যং নীলালকবিভূষিতম্॥[৪]

---

১ কাঃ পুঃ – ৫৩।২৬-৩১ ২ স্কন্দঃ প্রভাসখণ্ডান্তর্গত বস্ত্রাপথক্ষেত্রমাহাত্ম্য – ৯।৪৭
৩ তদেব ৪ কূর্মঃ, পূর্বভাগ – ১২।৯৯

বেত্রাসুরবধের নিমিত্ত দেবী যখন আবির্ভূতা হয়েছিলেন, তখন তিনি শুক্লাম্বরধরা, অষ্টবাহুযুক্তা, চক্রশঙ্খগদাপাশ খড়্গ-ঘণ্টা-ধনুধারিণী ও সিংহবাহিনী।[১] উমা দ্বিভুজা[২], রুদ্রাণীও দ্বিভুজা—

দ্বিভুজাং স্বর্ণগৌরাঙ্গীং পদ্মচামরধারিণীম্।
ব্যাঘ্রচর্মাস্থিতে পদ্মে পদ্মাসনাগতা সদা॥[৩]

অগ্নিপুরাণানুসারে দেবী বিংশতিভুজা, অষ্টাদশভুজা এবং ষোড়শবাহুকা।[৪] কালিকাপুরাণে অষ্টাদশভুজা দুর্গাপূজার বিধি উল্লিখিত হয়েছে।[৫] গরুড়পুরাণে চতুর্ভুজা, দ্বাদশভুজা, অষ্টাদশভুজা ও অষ্টাবিংশতিভুজা দেবীর বিবরণ আছে—

অষ্টাবিংশভুজা ধ্যেয়া অষ্টাদশভুজাথবা।
দ্বাদশভুজা বাপি ধ্যেয়া বাপি চতুর্ভুজা॥[৬]

অষ্টাদশভুজা দুর্গার অষ্টাদশ হস্তে খেটক, দর্পণ, তর্জনীমুদ্রা, ধনু, ধ্বজ, ডমরু, পরশু, পাশ, শক্তি, মুদ্গর, শূল, নরকপাল, বজ্র, অংকুশ, শর, চক্র, ও শলাকা থাকবে।[৭]

স্মর্তব্য যে, মহাসরস্বতী অষ্টভুজা ও মহালক্ষ্মী অষ্টাদশভুজা।

বিন্ধ্যবাসিনী : মহাশক্তি অম্বিকা-দুর্গার আর এক মূর্তি বিন্ধ্যবাসিনী। মার্কণ্ডেয়পুরাণে দেবী চণ্ডী দেবতাদের অভয় দিয়ে বলেছেন যে বৈবস্বত মন্বন্তরে অষ্টাবিংশতি যুগে শুম্ভ নিশুম্ভ পুনরায় জন্মগ্রহণ করলে বিন্ধ্যাচলনিবাসিনী নন্দ-গোপগৃহে জাতা যশোদাগর্ভসম্ভবা হয়ে তিনি দৈত্যদ্বয়কে বধ করবেন।

বৈবস্বতেঽন্তরে প্রাপ্তে অষ্টাবিংশতি মে যুগে॥
শুম্ভ নিশুম্ভশ্চৈবান্যা ব্যুৎপৎস্যেতে মহাসুরৌ॥
নন্দগোপগৃহে জাতা যশোদাগর্ভসম্ভবা।
ততস্তৌ নাশয়িষ্যামি বিন্ধ্যাচলনিবাসিনী॥[৮]

স্কন্দপুরাণে দুর্গাসুরবধ করেছিলেন বিন্ধ্যাচলবাসিনী দুর্গা। দুর্গাসুরবধকালে বিন্ধ্যবাসিনীর বর্ণনা :

মহাভুজ সহস্রাঢ্যাং মহাতেজোঽভিবৃংহিতাম্।
তত্তদ্ঘোর প্রহরণাং রণকৌতুকসাদরাম্॥
প্রোদ্যচ্চন্দ্রসহস্রাংশুনির্মার্জিত শুভাননাম্।
লাবণ্যাব্ধিনির্গচ্ছচ্চঞ্চচ্চন্দ্রৈকচন্দ্রিকাম্॥[৯]

—দেবী বিন্ধ্যবাসিনীর সহস্র মহাবাহু, মহাতেজে পরিপূর্ণা, প্রতিহস্তে ভীষণ অস্ত্র সজ্জিত, সুন্দর মুখমণ্ডল ললাটস্থিত চন্দ্রের কিরণে সমুজ্জ্বল, মনে হয় তাঁর লাবণ্যসাগর থেকে চঞ্চল চন্দ্রকিরণ নির্গত হচ্ছে।

---

১ বরাহ—২৮।২৩-২৫ ২ কাঃ পুঃ - ৬১।৪৩ ৩ কাঃ পুঃ—৬১।৪৫-৪৬
৪ অগ্নিপুঃ—৬০।১৭ ৫ কাঃ পুঃ—৬০।১৭ ৬ গরুড় পূর্ব—৩৮।১২
৭ গরুড় পূর্ব—৩৮।৩-৪ ৮ [illegible]—১১.৪১-৪২
৯ স্কন্দঃ, কাশীঃ, উত্তরার্ধ—৭১।৬২-৬৩

দেবী পুরাণে দেবী মহামেঘের ন্যায় যমের মহিষ সদৃশ দুন্দুভি নামক দৈত্য বধ করেছিলেন।[১] পরে দেবী সিংহারূঢ়া হয়ে বিন্ধ্য পর্বতে সহচরী পরিবৃতা হয়ে ক্রীড়া করেছিলেন,—

যা সা আদ্যা পরাশক্তি যোগনিদ্রা মহাত্মনাম্।
সা তু সিংহং সমারুহ্য বিন্ধ্যে ক্রীড়মতাং যযৌ ॥[২]

বিন্ধ্যবাসিনী দেবী ঘোরাসুর ও তার পুত্র বজ্রাসুরকে বধ করেছিলেন। নারদের পরামর্শে বিন্ধ্য পর্বতে গমন পূর্বক দেবীর সঙ্গে সসৈন্যে যুদ্ধ আরম্ভ করেছিল ঘোরাসুর। দৈত্য সৈন্যগণ নিহত হওয়ার পর ঘোরাসুর দেবীর সঙ্গে যুদ্ধ কালে বর্ষার ঘোর নীল মেঘের মত যমের কোটি কোটি বাহন দ্বারা নির্মিত এক ভয়ংকর মহিষের আকৃতি ধারণ করেছিল।

ঘোরাসুর বধ

প্রাবৃট্‌কালে সমারম্ভী কালনীলালিসপ্রভঃ।
রক্তাক্ষো ভৈরবীকারঃ সুরাসুরভয়ঙ্করঃ।
যম বাহন কোটি নাং স হৈবেকো বিনির্মিতঃ ॥[৩]

দেবী মহিষরূপী ঘোরাসুরকে গ্রীবা ছিন্ন করে ভূপাতিত করেছিলেন।

তং দৃষ্টমাত্রং সহসা তু দেবী
পাশেন সংপাশ্য মুমোচনেন।
শূলেন মূর্ধ্নি সহসা বিভিন্নং
তং মুক্তধারং অপতদ্‌গৃহীতম্ ॥[৪]

—দেবী তাকে দেখামাত্রই সহসা পাশদ্বারা বদ্ধ করে সেই মুক্ত বীরকে ধারণ করে মস্তকে শূল দ্বারা আঘাত করে ভূপাতিত করেছিলেন।

দেবী পুরাণোক্ত বিন্ধ্যবাসিনী কর্তৃক ঘোরাসুর বধের কাহিনী মার্কণ্ডেয় পুরাণ কথিত চণ্ডী কর্তৃক মহিষাসুর বধের উপাখ্যানের সাদৃশ্যে নির্মিত হয়েছে, এ কথা বলাই বাহুল্য। ঘোরাসুরও মহিষরূপ ধারণ করেছিল এবং মাহষাসুর নামেই কথিত হয়েছে। মহামেঘ সদৃশ যমের কোটি বাহন সদৃশ ঘোরাসুর বা মহিষাসুর যে ইন্দ্র কর্তৃক নিহত বৈদিক বৃত্রেরই রূপান্তর, তা বুঝতে কোন অসুবিধা হয় না। যাই হোক, ঘোরাসুর বধ করার পরও দেবী বিন্ধ্যপর্বতে বাস করায় বিন্ধ্যবাসিনী নামে প্রসিদ্ধা হয়েছেন—

বিন্ধ্যেঽবতীর্য দেবার্থং হতো ঘোরো মহাভটঃ।
অদ্যাপি তত্র সাবাসা তেন সা বিন্ধ্যবাসিনী।[৫]

কালিকাপুরাণ মতে কামাখ্যা দেবীর অন্যতমা যোগিনী বিন্ধ্যবাসিনী।[৬] মহাভারতে বিরাটপর্বে দেবী দুর্গাই বিন্ধ্যাচলনিবাসিনী—বিন্ধ্যে চৈব নগশ্রেষ্ঠে তব স্থানং হি শাশ্বতম্।[৭]

---

১ দেবী পুরাণ—৫ অঃ ২ দেবী পুরাণ—৭।২০ ৩ দেবী পুরাণ—২১।২২
৪ দেবী পুরাণ—২১।০৫ ৫ দেবী পুরাণ—৩৭।১১
৬ কাঃ পুঃ—৬২।৯৫ ৭ মহাঃ বিরাটপর্ব—৬।১৬

খিল হরিবংশে দেবীর অন্যতম নাম বিন্ধ্যবাসিনী—বিন্ধ্যবাসিন্যভিশ্রুতা।[১] পুরাণানুসারে কংসবধের উদ্দেশ্যে নন্দগোপের ঔরসে যশোদার গর্ভে যোগমায়া-রূপিণী দেবী আবির্ভূতা হয়েছিলেন এবং বসুদেব কর্তৃক সদ্যোজাত শ্রীকৃষ্ণের পরিবর্তে উক্ত কন্যা মথুরায় নীত হলে কংসের আদেশে দূতকর্তৃক শিলাতটে নিক্ষিপ্ত হওয়ার কালে দেবী আকাশে উড্ডীন হয়ে কংসের নিধনবার্তা ঘোষণা করেন। ইনিই বিন্ধ্যপর্বতে অবস্থান করে বিন্ধ্যবাসিনী নাম প্রাপ্ত হন। এইভাবে বিষ্ণুমায়া ও দুর্গার সমন্বয় সাধিত হয়েছে। বিন্ধ্যপর্বতনির্গতা দুর্গা ও মহাগৌরী নামে দুই নদীর কথাও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। মনে হয় অন্যান্য পীঠস্থ শক্তিদেবতার মত বিন্ধ্যাঞ্চলে বিশ্রুতা দেবী ছিলেন বিন্ধ্যবাসিনী। কালে মহাভারতের দুর্গা স্তুতি রচনাকাল থেকেই দেবী বিষ্ণুমায়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্টা হয়ে মহাশক্তির অন্তর্ভুক্তা হয়ে পড়েছিলেন। বিন্ধ্যস্থিত দুর্গা ও গৌরী নদীর সঙ্গেও দেবীর সংযোগ থাকা সম্ভব। বিন্ধ্যবাসিনী অষ্টভুজা। বিষ্ণুপুরাণে কংস কর্তৃক শিলাপটে নিক্ষিপ্তা যোগমায়া অষ্টভুজযুক্ত মহৎরূপ ধারণ করেছিলেন —অবাপরূপঞ্চ মহৎ সায়ুধাষ্টমহাভুজম্।[২]

বিন্ধ্যবাসিনী মূর্তি বাঙ্গালাদেশে অনেক জায়গাতেই পূজিত হয়। হাওড়া জেলায় আমতার সন্নিকটে রসপুর গ্রামে প্রতিবৎসর শুক্লা সপ্তমী থেকে তিনদিন বিন্ধ্যবাসিনী পূজা হয়। দেবীমূর্তি তপ্তকাঞ্চনবর্ণা, ত্রিনয়না, অষ্টভুজা, যুগল-সিংহোপরি অবস্থিত সিংহাসনে উপবিষ্টা।[৩] বর্ধমান জেলায় কালনা থানার অন্তর্গত উপলতি গ্রামে আষাঢ় মাসে শুক্লাসপ্তমী থেকে তিনদিন সাড়ম্বরে বিন্ধ্যবাসিনীর পূজা হয়। নবদ্বীপে রাসোৎসবে অন্যান্য শক্তিদেবতার সঙ্গে বিন্ধ্যবাসিনীর পূজাও হয়। এখানে দেবী ঘননীলবর্ণা, অষ্টভুজা—সম্মুখের দুই হস্তে ঢাল ও তরবারিধারিণী—যুগল সিংহোপরি দণ্ডায়মানা।

ভদ্রকালী, উগ্রচণ্ডা ও দুর্গা : দেবী চণ্ডীর এক নাম অথবা অপর এক মূর্তি ভদ্রকালী। মার্কণ্ডেয় পুরাণে মহিষাসুরমর্দিনী চণ্ডী ও ভদ্রকালী অভিন্না। মহিষাসুরবধের পর দেবতাদের স্তুতিতে প্রসন্না দেবী দেবতাদের শত্রুনিধনের জন্য পুনরাবির্ভাবের আশ্বাস দিয়ে যখন অন্তর্হিতা হলেন—তখন পুরাণকার বলেছেন 'তথেত্যুক্তা ভদ্রকালী বভুবান্তর্হিতা নৃপ।[৪] মহাভারতেও ভদ্রকালী দুর্গার এক নাম।[৫] স্কন্দপুরাণে ভদ্রকালী শক্তিগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত এক পৃথক দেবতা। কাশীতে ভদ্রবাপীতে স্নান করে ভদ্রনাগের সম্মুখবর্তিনী ভদ্রকালী দর্শন করলে অভদ্র বা অমঙ্গলের মুখ দেখতে হয় না—

ভদ্রকালীং নরো দৃষ্ট্বা নাভদ্রং পশ্যতি কচিৎ।
ভদ্রনাগস্য পুরতো ভদ্রব্যাপাং কৃতোদকঃ॥[৬]

১ হরি বিষ্ণুপর্ব—৩।৮ ২ বিঃ পুঃ—৫।৩।২৬
৩ পশ্চিমবঙ্গের পূজাপার্বণ ও মেলা ২য়—পৃঃ ৪১৭
৪ চণ্ডী—৪।৩৯ ৫ মহা ভীষ্ম পর্ব—২৩।৬ ৬ স্কন্দঃ, কাশী উত্তরার্ধ—৭০।৪৪

মনুসংহিতায় বাস্তু পুরুষের পাদদেশে ভদ্রকালী পূজার বিধান আছে।[১]

কালিকাপুরাণে মহিষাসুরঘাতিনী কাত্যায়নী অষ্টাদশভুজা উগ্রচণ্ডা মূর্তি ধারণ করেছিলেন,—উগ্রচণ্ডা চ যা মূর্তি অষ্টাদশভুজাঽভবৎ[২] কালিকাপুরাণ ও মৎস্যপুরাণোক্ত মহিষাসুরঘাতিনী দুর্গার ধ্যানে উগ্রচণ্ডা দুর্গার অষ্টনায়িকার অন্যতমা। উগ্রচণ্ডা ও ভদ্রকালী দুর্গার দুই মূর্তি। দেবী মহিষাসুরকে বলেছিলেন—

> উগ্রচণ্ডেতি বা মূর্তির্ভদ্রকালী হ্যহংপুনঃ।
> যয়া মূর্ত্যা তাং হনিষ্যে সা দুর্গেতি প্রকীর্তিতা॥
> এতাসু মূর্তিষু সদা পাদলগ্নো নৃণাং ভবান্।
> পূজ্যো ভবিষ্যতি স্বর্গে দেবানামপি রক্ষসাম্॥[৩]

—আমার যে মূর্তি উগ্রচণ্ডা, আমিই আবার ভদ্রকালী, যে মূর্তিতে তোমাকে বধ করবো, সে মূর্তি দুর্গা নামে কীর্তিতা। এই মূর্তিগুলিতে তুমি আমার পাদলগ্ন হয়ে মানুষের, স্বর্গের দেবতাদের এবং রাক্ষসদের পূজ্য হবে।

দেবী পুরাণে দেবীদুর্গা-চণ্ডীর বহু নামের অন্যতম ভদ্রকালী। নামটির ব্যাখ্যা প্রসংগে দেবী পুরাণ বলেছেন,—

> ক্রট্যাদি উচ্যতে কালঃ কালশ্চান্তে বিনাশনে।
> ভদ্রং করোতি সা ধাতা ভদ্রকালী মতা ততঃ॥[৪]

—কাল শব্দে বোঝায় ক্রটি প্রভৃতি সময় পরিমাণ, শেষ এবং মৃত্যু। সকল সময়ে, মৃত্যু কালে এবং শেষে ভদ্র অর্থাৎ মঙ্গল করেন বলে তিনি ভদ্রকালী নামে পরিচিতা।

কালিকাপুরাণ অনুসারে দেবী তিনটি সৃষ্টিতে তিনরূপে তিনবার মহিষাসুর বধ করেছেন। প্রথম সৃষ্টিতে তিনি উগ্রচণ্ডারূপে, দ্বিতীয় সৃষ্টিতে ভদ্রকালীরূপে এবং তৃতীয় সৃষ্টিতে দুর্গারূপে তিনি মহিষাসুরহন্ত্রী।[৫] সুতরাং উগ্রচণ্ডা, ভদ্রকালী ও দুর্গার মধ্যে পার্থক্য কেবল বাহুসংখ্যার তারতম্যে। উগ্রচণ্ডা অষ্টাদশভুজা, ভদ্রকালী ষোড়শভুজা ও দুর্গা দশভুজা। মৎস্যপুরাণে ও কালিকাপুরাণে কথিত এবং মৈথিলী কবি বিদ্যাপতি রচিত দুর্গাভক্তি তরঙ্গিণীতে উদ্ধৃত দুর্গা মহিষ-মর্দিনীর ধ্যানে দেবী জটাজুটমণ্ডিতা, অর্ধচন্দ্রশেখরা, ত্রিনয়না, তপ্তকাঞ্চনবর্ণা, নবযুবতী, দশভুজা। দেবীর দক্ষিণ বাহুসমূহে ঊর্ধ্ব থেকে নিম্নে যথাক্রমে ত্রিশূল, খড়্গ, চক্র, তীক্ষ্ণবাণ এবং শক্তি, বাম বাহুপঞ্চকে উক্তক্রমে খেটক, ধনু, পাশ, অঙ্কুশ, ঘণ্টা, বা পরশু থাকে। দেবীর দক্ষিণ পদ সিংহের উপর এবং বামপদের অঙ্গুষ্ঠ মহিষাসুরের উপর। দেবী বামহস্তে নাগপাশ দ্বারা মহিষাসুরকে বদ্ধ করে শূলের দ্বারা তার বক্ষ বিদ্ধ করেছেন।[৬] দেবীপুরাণে মহিষমর্দিনী দুর্গা মত্ত দিগগ্‌গজের পৃষ্ঠে আসীনা।[৭] এক্ষেত্রে গজলক্ষ্মীর প্রভাব অবশ্যস্বীকার্য।

---

১ মনু—৩।৮৯ ২ কাঃ পুঃ—৬১।১ ৩ কাঃ পুঃ—৬০।১১৬-১৭
৪ দেবী পুরাণ—৩৭।৮০ ৫ কাঃ পুঃ—৬০।১১৮-১০
৬ কাঃ পুঃ—৫৯।১১-২২, মৎস্যপুঃ—২৬০।৫৬-৬৬ ৭ দেবীপুঃ—৫০।৫২

ভদ্রকালীর মূর্তি প্রায় অনুরূপ। কেবল দেবী ষোড়শভুজা। ভদ্রকালীর বর্ণ অতসী পুষ্পের মত, মাথায় জটাজুট ও কলাচন্দ্র, গলায় নাগহার ও স্বর্ণহার। দক্ষিণ হস্তসমূহে থাকে শূল, চক্র, খড়্গ, শঙ্খ, বাণ, শক্তি, বজ্র, দণ্ড; বামহস্তসমূহে শোভা পায় খেটক, ঢাল, ধনু, পাশ, অঙ্কুশ, ঘণ্টা, পরশু ও মুষল। দেবী সিংহের উপর দণ্ডায়মানা হয়ে বামপদে মহিষাসুরকে আক্রমণ করে শূলের দ্বারা বিদ্ধ করেছেন।[১] উগ্রচণ্ডার মূর্তি কিছুটা ভিন্ন প্রকার।

যা মূর্তি ষোড়শভুজা ভদ্রকালীতি বিশ্রুতা।
তথৈব মূর্তিং বাহুভ্যামপরাভ্যাস্তু বিভ্রতী॥
দক্ষিণাধো গদাং বামপাণিনা পানপাত্রকম্।
সুরাপূর্ণঞ্চ শিরসা মুণ্ডমালাং বিলেশয়ম্॥
ভিন্নাঞ্জন-চয়প্রখ্যা প্রচণ্ডা সিংহবাহিনী।
রক্তনেত্রা মহাকায়া যুক্তাষ্টাদশ বাহুভিঃ॥

* * *

ততো যথা পদাক্রম্য নিহতো মহিষাসুরঃ।
তথৈব জগৃহে পাদতলে দেবীদ্বয়স্তু তম্॥
হৃদি শূলেন নির্ভিন্নং মাহিষং বিশিরস্ককম্।[২]

—ষোড়শভুজা যে মূর্তি ভদ্রকালী নামে বিখ্যাত, সেইরূপ অপর দুটি বাহু সংযুক্তা—নিম্ন দক্ষিণহস্তে গদা, বামহস্তে সুরাপূর্ণ পানপাত্র, মস্তকে মুণ্ডমালা বিজড়িতা, দলিত অঞ্জনসদৃশপ্রভাবিশিষ্টা, রক্তনেত্রা, ভীষণা, সিংহবাহিনী, বিশালদেহবিশিষ্টা, অষ্টাদশবাহুসমন্বিতা উগ্রচণ্ডা মূর্তি। পূর্বে যেমন পদ দ্বারা আক্রমণ করে মহিষাসুরকে নিহত করেছিলেন, এখনও তেমনি এই দুই দেবী তাকে পদতলে গ্রহণ করে তার বক্ষ শূলের দ্বারা বিদীর্ণ করে মহিষাসুরের শির ছিন্ন করেছেন।

উগ্রচণ্ডার এই মূর্তিতে দুর্গা ও কালী সমন্বিত হয়েছেন। তন্ত্রসারে ভদ্রকালী অত্যন্ত ভয়ংকরী। এই মূর্তির বিবরণ :

মহামেঘপ্রভাং দেবং কৃষ্ণবস্ত্রপিধায়িনীম্।
ললজ্জিহ্বাং ঘোরদংষ্ট্রাং কোটরাক্ষীং হসন্মুখীম্॥
নাগহারলতোপেতাং চন্দ্রার্ধকৃতশেখরাম্।
হ্যাং লিখন্তী জটামেকাং লেলিহানাং শবংস্বয়ম্॥
নাগযজ্ঞোপবীতাঙ্গীং নাগশয্যানিষেদুষীম্।
পঞ্চাশ মুণ্ডসংযুক্তাং নরমালাং মহোদরীম্॥
সহস্রফণসংযুক্তমনন্তং শিরসোপরি।
চতুর্দিক্ষু নাগফণাবেষ্টিতাং গুহ্যকালিকাম্॥

১ কাঃ পুঃ—৬০।৫৯-৬৫ ২ কাঃ পুঃ—৬০।১২২-২৪, ১২৬-২৭

তক্ষকসর্পরাজেণ বামকঙ্কণভূষণাম্।
অনন্তনাগরাজেন কৃতদক্ষিণকঙ্কণাম্॥
নাগেন রসনাহারকল্পিতাং রত্ননূপুরাম্।
বামে শিবস্বরূপস্তং কল্পিতং বৎসরূপকম্॥
দ্বিভুজাং চিন্তয়েদ্দেবীং নাগযজ্ঞোপবীতিনীম।
নরদেহসমাবদ্ধ কুণ্ডলশ্রুতিমণ্ডিতাম্।
প্রসন্নবদনাং সৌম্যাং নবরত্ন বিভূষিতাম্।
নারদাদ্যৈর্মুনিগণৈঃ সেবিতাং শিবগেহিনীম্॥
অট্টহাসাং মহাভীমাং সাধকাভীষ্টদায়িনীম্।[১]

—মহামেঘতুল্যবর্ণা, কৃষ্ণবস্ত্রপরিহিতা, লোলজিহ্বা, ভয়ংকরদন্তপংক্তি-বিশিষ্টা, কোটরগতচক্ষুবিশিষ্টা, হাস্যমুখী, গলায় সাপের হার, কপালে অর্ধচন্দ্র, গগন-স্পর্শিজটাধারিণী, স্বয়ং শবলেহনে রতা, সর্পশয্যায় উপবিষ্টা, পঞ্চাশটি মুণ্ডবিশিষ্ট নরমুণ্ডমালা পরিহিতা, বিশাল উদরযুক্তা, মাথার উপরে সহস্রফণাযুক্ত অনন্তনাগ শোভিতা, চতুর্দিকে সাপের ফণায় বেষ্টিতা, গুহ্যকালিকা, সর্পরাজ তক্ষক যাঁর বামহস্তের ও নাগরাজ অনন্ত দক্ষিণ হস্তের কঙ্কণ, কটিদেশে তাঁর সর্পমেখলা, পায়ে রত্ননূপুর, বামে বালক শিব, দ্বিভুজা নাগযজ্ঞোপবীতধারিণী, কর্ণদ্বয়ে নরদেহের কুণ্ডলে ভূষিতা, প্রসন্ন বদনা, সৌম্যা, নবরত্ন ভূষিতা, নারদ প্রভৃতি মুনিগণের দ্বারা সেবিতা, শিবপত্নী, অট্টহাস্যকারিণী, মহাভয়ংকরী, সাধকের অভীষ্টদাত্রী দেবীকে ধ্যান করি।

এই ভয়ংকরী মূর্তি কালীমূর্তির রূপান্তর—দুর্গামূর্তির সঙ্গে কোন সাদৃশ্য নেই। এই মূর্তিকে গুহ্যকালী বলা হয়েছে। কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ লিখেছেন যে মন্ত্রে গুহ্যকালী শব্দ উপলক্ষণে ব্যবহৃত[২] অর্থাৎ এই মন্ত্রে গুহ্যকালী ভদ্রকালী প্রভৃতির ধ্যান করা চলবে। এ থেকেই বোঝা যায় যে তন্ত্রশাস্ত্রের ভদ্রকালী ও পুরাণের ভদ্রকালীর মধ্যে আকার প্রকারগত সাদৃশ্য নেই। পুরাণের ভদ্রকালী দুর্গার সগোত্রা, তন্ত্রের ভদ্রকালী কালীর সগোত্রা। পুরাণে ভদ্রকালী দুর্গা বা উমার দেহ থেকে জাতা। কূর্মপুরাণে দক্ষযজ্ঞকালে উমা ক্রোধে স্বশরীর থেকে ভদ্রকালীকে সৃষ্টি করে দক্ষযজ্ঞ ধ্বংসের জন্য গণের সঙ্গে ভদ্রকালীকে প্রেরণ করেছিলেন—

মন্যুনা চোময়া সৃষ্টা ভদ্রকালী মহেশ্বরী।
তয়া চ সার্ধং বৃষভং সমারুহ্য যযৌ গণঃ॥[৩]

শিবপুরাণেও পার্বতী স্বীয় মন্যু থেকে সৃষ্টি করলেন ভদ্রকালীকে দক্ষযজ্ঞ বিনাশ করতে—মন্যুনা চাসৃজদ্ ভদ্রাং ভদ্রকালীং মহেশ্বরীম্।[৪] দেবী বীরভদ্রের সঙ্গে ভদ্রকালীকেও দক্ষযজ্ঞে প্রেরণ করেছিলেন।

১ তন্ত্রসার (বঙ্গবাসী)—পৃঃ ৫০২-৩
২ তন্ত্রসার (বঙ্গবাসী ১৩৩৪)—পৃঃ ৫০৩
৩ কূর্মঃ, পূর্বভাগে—১৪।৪৩
৪ শিবপুঃ, বায়বীয় সং, পূর্বভাগ—১৬।৩৬

সারদা তিলকে ভদ্রকালী চতুর্ভুজা—টংক, নরকপাল, ডমরু, ত্রিশূলধারিণী, পিঙ্গোর্ধ্বকেশী (জটামণ্ডিতা), ভীষণ শুভ্র দন্তবিশিষ্টা।[১] প্রপঞ্চসার তন্ত্রেও ভদ্রকালীর মূর্তি অনুরূপ—হাতে টংকস্থলে পরশু, দেবী ত্রিনয়না, ঘন মেঘের বর্ণ বিশিষ্টা।[২] এই দুই মূর্তিও কালীমূর্তির সদৃশা। তন্ত্রসারে ভদ্রকালীর আরও একটি মূর্তি আছে। দেবী অতি ভীষণা, ক্ষুধায় শীর্ণা কোটরগতচক্ষুবিশিষ্টা, তাঁর মলিন মুখ, তিনি মুক্তকেশী, ক্রন্দনরতা, দুই হস্তে জলন্ত অগ্নিতুল্য পাশ, পক্বজম্বু-ফলের মত কৃষ্ণবর্ণদন্তশোভিতা,—আমি জগৎগ্রাস করবো বলে চীৎকার করছেন—

ক্ষুৎক্ষামা কোটরাক্ষী মসিমলিনমুখী মুক্তকেশী রুদন্তী
নাহং তৃপ্তা বদন্তী জগদখিলমিদং গ্রাসমেকং করোমি।
হস্তাভ্যাং ধারয়ন্তী জ্বলদনলশিখা সন্নিভং পাশমুগ্রম্
দন্তৈর্জম্বুফলাভৈঃ পরিহরতু ভয়ং পাতু পাং ভদ্রকালী॥[৩]

কিন্তু কোথাও কোথাও দুর্গামূর্তিই ভদ্রকালী নামে পূজিতা হন। নবদ্বীপে রাসোৎসবে হনুমানের মাথার উপরে স্থিতা—লক্ষ্মী সরস্বতী ও নীচে কার্তিক গণেশের স্থানে রাম লক্ষ্মণ সহ দশভুজা মহিষাসুরমর্দিনী দুর্গা ভদ্রকালী নামে পূজিতা হন। কৃত্তিবাসী রামায়ণে 'পাতালে মহীরাবণ ও অহিরাবণ বধের পর দেবী মহামায়া হনুমানকে বলেছিলেন—

সাধিয়া রামের কার্য চলিলা সত্বর।
সেবা কে করিবে মম পাতাল ভিতর॥

দেবী মহামায়ার পূজা করতো মহীরাবণ। দেবীর আদেশে হনুমান দেবীকে মাথায় করে পাতাল থেকে উদ্ধার করেছিলেন—

এত শুনি হনুমান করি নমস্কার।
দেবীরে পাতাল হৈতে করিল উদ্ধার॥[৪]

ভদ্রকালী নামে শক্তিদেবতার যে রূপ কল্পিত হয়েছে, তার মধ্যেও তিন প্রকার ভেদ সুস্পষ্ট। ভদ্রকালী কখনও মহিষাসুরমর্দিনী দুর্গা, কখনও দক্ষযজ্ঞ-বিনাশিনী ও ভয়ংকরী চামুণ্ডারূপিণী। আবার সরস্বতীকেও ভদ্রকালী বলা হয়।

গৌরী : মহাদেবী দুর্গা-পার্বতীর এক নাম গৌরী। পুরাণানুসারে হিমালয়-দুহিতা দেবী পার্বতী কৃষ্ণবর্ণ নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তখন তাঁর নাম হয়েছিল কালী। পরে তপস্যার দ্বারা গৌরবর্ণ লাভ করায় তাঁর নাম হয় গৌরী। দেবীপুরাণানুসারে তিনি সূর্য চন্দ্রের জ্যোতি নিয়ে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন বলে গৌরী নামে প্রসিদ্ধা হয়েছিলেন—পূর্ণ সূর্যেন্দু বর্ণাভা অতো গৌরীতি সা স্মৃতা।[৫] এখানে দেবী গৌরাঙ্গী হয়েই জন্মেছিলেন। চণ্ডীর

১ সাঃ তিঃ—১০৫।২২ . ২ প্রপঞ্চসার—৩৪১ ৩ তন্ত্রসার—পৃঃ ৫৬০
৪ কৃত্তিবাসী রামায়ণ, লংকাকাণ্ড, হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাঃ—পৃঃ ৩৭৪-৭৫
৫ দেবীপুরাণ—৩৭।৪৭

উপাখ্যানে মহিষাসুরমর্দিনী চণ্ডী গৌরী—গৌরী ত্বমেব শশিমৌলিকৃতপ্রতিষ্ঠা।[১] আবার শুম্ভ নিশুম্ভ বধ কালেও তিনি গৌরবর্ণা হয়েছিলেন—,

পুনশ্চ গৌরীদেহা সা সমুদ্ভূতা যথাঽভবৎ।
বধায় দুষ্টদৈত্যানাং তথা শুম্ভনিশুম্ভয়োঃ ॥[২]

দুর্গার ধ্যানমন্ত্রে দেবী তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভা অথবা অতসীপুষ্প বর্ণাভা। দেবতাদের তথা সূর্যাগ্নির তেজে যাঁর কায়া গঠিত, তিনি ত গৌরী বা গৌরাঙ্গী হবেনই। দেবীর গাত্রবর্ণেই তাঁর স্বরূপ প্রকাশিত।

কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে, মহাভারতে কয়েকস্থানে গৌরীকে বরুণের পত্নী হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। উদ্‌যোগপর্বে দিবোদাস ও মাধবীর মিলন প্রসঙ্গে অগ্নি ও স্বাহা, শচী ও ইন্দ্র, চন্দ্র ও রোহিনী, নারায়ণ ও লক্ষ্মী, রুদ্র ও রুদ্রাণী প্রভৃতি দেব দম্পতির সঙ্গে গৌরী ও বরুণের উল্লেখ করা হয়েছে—বরুণশ্চ যথা গৌর্য্যাং।[৩] অনুশাসনপর্বে বিভিন্ন পুরুষ দেবতার পত্নীর উল্লেখ প্রসঙ্গে বরুণপত্নী গৌরীর উল্লেখ আছে—বরুণস্য তথা গৌরী সূর্যস্য চ সুবর্চলা।[৪] উক্ত পর্বেই অপর একস্থানে উমাপতি বিরূপাক্ষ ও অন্যান্য দেবপত্নী সহ দেবগণের সঙ্গে বরুণ ও গৌরীর নাম উল্লিখিত—বরুণঃ সহ গৌর্য্যা সহর্দ্ধ্যা চ ধনেশ্বরঃ।[৫] বনপর্বে শিব যখন পার্বতীর সঙ্গে সিংহবাহিত রথে গমন করেছিলেন সেই সময়ে গৌরী, বিদ্যা, গান্ধারী, কেশিনী, সাবিত্রী প্রভৃতি পার্বতীর অনুগমন করেছিলেন।[৬] এই উল্লেখগুলি থেকে প্রতীয়মান হয় যে পার্বতী ও গৌরী আদিতে পৃথক দেবতা ছিলেন, পরে তাঁরা স্বতন্ত্র সত্তা বিসর্জন দিয়ে এক মহাশক্তির মধ্যে বিলীন হয়ে গিয়েছিলেন। স্বরূপতঃ রুদ্র, শিব ও বরুণ অভিন্ন হওয়ায় গৌরী বরুণপত্নী হওয়াতেও বিরোধ হয় না।

শিবদূতী : দেবী চণ্ডীর দেহ থেকে জাতা শিবদূতী চণ্ডীর অপরা মূর্তি। শুম্ভ নিশুম্ভের সঙ্গে যুদ্ধকালে ঈশান (শিব) দেবশক্তির দ্বারা পরিবৃত হয়ে দেবী চণ্ডিকাকে বলেছিলেন, আমার প্রীতির নিমিত্ত শীঘ্র অসুরগণকে বধ কর। সেই সময়ে দেবীর শরীর থেকে শত শিবাতুল্য গর্জনকারিণী ভয়ংকরী শক্তি বিনিষ্ক্রান্ত হয়েছিলেন—

ততো দেবী শরীরাত্তু বিনিষ্ক্রান্তাতিভীষণা।
চণ্ডিকা শক্তিরত্যুগ্রা শিবাশত নিনাদিনী ॥[৭]

সেই শক্তি ধূম্রজটিল ঈশানকে শুম্ভ নিশুম্ভের নিকট দূতরূপে প্রেরণ করে বলেছিলেন, দানবদ্বয়কে বল, তোমরা পাতালে চলে যাও, ইন্দ্র ত্রিলোকের আধিপত্য লাভ করুন, দেবতারা যজ্ঞভাগ ভোজন করুন, আর যদি শক্তির অহংকারে যুদ্ধ করতে ইচ্ছা কর; তবে তোমাদের মাংসে আমার শিবাগণ তৃপ্ত

---

১ চণ্ডী—৪।১১ ২ চণ্ডী—৪।৪১ ৩ মহা উদ্‌যোগ—১১৭।১
৪ মহা অনু—১৪৬।৫ ৫ মহা অনু—১৬৫।১১ ৬ মহা বনপর্ব—১০০।৪৮-৪১
৭ চণ্ডী—৮।২৩

হবে। এইভাবে দেবী স্বয়ং শিবকে দৌত্যে নিয়োগ করেছিলেন বলে তিনি শিবদূতী নামে খ্যাতা হয়েছিলেন—

যতো নিযুক্তো দৌত্যেন তয়া দেব্যা শিবঃ স্বয়ম্।
শিবদূতীতি লোকেঽস্মিংস্ততঃ সা খ্যাতিমাগতা॥[১]

চণ্ডীর দেহ থেকে উৎপন্ন হলেও মার্কণ্ডেয়পুরাণে শিবদূতীর আকারের কোন বিবরণ নেই। শিবদূতী শুম্ভ নিশুম্ভের সঙ্গে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। কালিকাপুরাণে শিবদূতীর বিবরণ আছে। এই বিবরণ কালীমূর্তির আদর্শে পরিকল্পিত। শিবদূতীর বর্ণনা :

চতুর্ভুজং মহাকায়ং সিন্দুরসদৃশদ্যুতি।
রক্তদন্তং মুণ্ডমালা জটাজূটার্ধচন্দ্রধৃক্॥
নাগকুণ্ডলহারাভ্যাং শোভিতং নখরোজ্জ্বলম্।
ব্যাঘ্রচর্মপরিধানং দক্ষিণে শূলখড়্গধৃক্॥
বামে পাশং তথা চর্ম বিভ্রদূর্ধ্বাপরাক্রমাৎ।
স্থূলবক্ত্রঞ্চ পীনোষ্ঠং তুঙ্গমূর্তিং ভয়ংকরম্॥
নিক্ষিপ্য দক্ষিণং পাদং সন্তিষ্ঠৎ কুণকোপরি।
বামপাদং শৃগালস্য পৃষ্ঠে ফেরুশতৈর্বৃতম্।
ঈদৃশীং শিবদূত্যাস্তু মূর্তিং ধ্যায়েদ্ বিভূতয়ে।

—চতুর্ভুজ, বিরাটদেহ, সিন্দুরতুল্য বর্ণ, রক্তবর্ণদন্ত, মুণ্ডমালা শোভিত, উজ্জ্বল নখ সমন্বিত, ব্যাঘ্রচর্ম পরিহিত, দক্ষিণে ঊর্ধ্বে ও নিম্নহস্তে শূল ও খড়্গ, বামে পাশ ও ঢাল ধারণকারী, স্থূল মুখ, স্থূল ওষ্ঠ, দীর্ঘমূর্তি ভয়ংকর, দক্ষিণ পদ শবের উপরে এবং বামপদ শৃগালের পৃষ্ঠে স্থাপন করে দণ্ডায়মান, শতশৃগাল বেষ্টিত—বিভূতি লাভের জন্য শিবদূতীর এইরূপ মূর্তির ধ্যান করবে।

কালিকাপুরাণে শিবদূতী কৌশিকীর হৃদয় থেকে নির্গতা হয়েছেন।[৩]

চণ্ডী কি অনার্য দেবতা? বাঙ্গালাদেশে সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় ও পূজিত মহাশক্তির মহিষাসুরমর্দিনী চণ্ডী দুর্গার মূর্তি। পণ্ডিতগণ বলে থাকেন যে চণ্ডী শব্দটি অনার্য শব্দ। মার্কণ্ডেয়পুরাণে দেবতেজোদ্ভবা মহিষাসুর-ঘাতিনী দেবীর নাম চণ্ডী, কারণ তিনি ক্রোধময়ী (চণ্ডাত্মিকা) এবং চণ্ড নামক দৈত্যহন্ত্রী—"দেবী চণ্ডাত্মিকা চণ্ডী চণ্ডবিগ্রহ-কারিণী।"[৪] মহাভারতেও দেবীর চণ্ডা নামটি পাই। অর্জুন-কৃত দুর্গাস্তবে আছে—"চণ্ডী চণ্ডে নমস্তভ্যং তারিণি-বরবর্ণিনি।[৫] হরিবংশে অনিরুদ্ধকৃত দুর্গাস্তবে চণ্ডী নামের উল্লেখ আছে।[৬] কালিকাপুরাণে চণ্ডিকার ধ্যান আছে।

মহাভারতের দুর্গাস্তব দুটিকে অনেকে প্রক্ষিপ্ত বলে মনে করেন। কিন্তু নিশ্চিত সিদ্ধান্তে আসা ত সম্ভব নয়। আর প্রক্ষেপ হলেও কতকাল আগের

১ চণ্ডী ৮।২৮ ২ কাঃ পুঃ—৬১।১০০-১০৪ ৩ কাঃ পুঃ ৬১।৯৪
৪ চণ্ডী ৫ মহাঃ ভীষ্মপর্ব—২৩।৫ ৬ হরিবংশ—১২০।৪

প্রক্ষেপ তাই বা কে বলবে? আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় বলেছেন, যদি প্রক্ষিপ্ত হয় তবে "দুই সহস্র বৎসরের পুরাতন।"[১] মার্কণ্ডেয়পুরাণটিকে খ্রীষ্টীয় ২য়/৩য় শতাব্দীর রচনা বলে পুরাণ বিশেষজ্ঞ পার্জিটার সিদ্ধান্ত করেছেন। যোগেশচন্দ্র রায়ের মতে "পঞ্চম খ্রীষ্ট শতাব্দে মার্কণ্ডেয়পুরাণের রচনাকাল"। মার্কণ্ডেয়পুরাণ ছাড়া অন্যান্য বহু পুরাণে এবং তন্ত্রে চণ্ডীর নাম আছে।

কোন কোন আদিম জাতি, মধ্যপ্রদেশ, নাগপুরের ওরাওঁ উপজাতির মধ্যে চাণ্ডীনাম্নী দেবীর পূজা প্রচলিত আছে। নাগপুরের ওরাওঁ উপজাতি চাণ্ডী বা চাণ্ডীবোঙ্গার এবং পালামৌ জেলার করোয়া উপজাতির মধ্যে চাণ্ডী দেবীর পূজা প্রচলিত আছে।[৩] চণ্ডী শব্দটি অনার্য দ্রাবিড় বা অস্ট্রিক শব্দ চাণ্ডী থেকে এসেছে।[৪]

যদিও বেদে চণ্ডী শব্দের ব্যবহার দেখা যায় না, তথাপি মহাভরত পুরাণ প্রভৃতিতে চণ্ডী নামের ব্যাপক উল্লেখে চণ্ডীকে অন্ততঃ খ্রীষ্টপূর্বকালের দেবতা বলে গ্রহণ করতে হবে। চণ্ডীর উদ্ভব ও স্বরূপ বিশ্লেষণে চণ্ডী বৈদিক সরস্বতী, উষা, অদিতি প্রভৃতির সঙ্গে অভিন্ন রূপে প্রতিপাদিত হওয়ায় তিনি বৈদিক দেবতামণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েন। গোল হয়েছে স্বরূপ নিয়ে নয়, চণ্ডী শব্দটি নিয়ে। চণ্ডী শব্দের অপভ্রংশ অনার্য চাণ্ডী হতে পারেনা, এমন সিদ্ধান্তই বা অভ্রান্তরূপে গ্রহণ করা যাবে কি ভাবে? বেদে চণ্ডীনাম না পাওয়া গেলেও অথর্ববেদে অপদেবতা চণ্ডকন্যাদের উল্লেখ পাওয়া যায়।[৫] চণ্ড-কন্যা থেকে স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ চণ্ডী আসা অত্যন্ত স্বাভাবিক। চণ্ডী শব্দ যদি অনার্য শব্দই হয়, তবে তা সংস্কৃত ভাষায় এসেছে খ্রীষ্টপূর্ব শতাব্দীতেই অম্বিকা দুর্গা পার্বতীর সমার্থক শব্দ হিসাবে। অথর্ববেদের চণ্ডকন্যার সঙ্গে যদি চণ্ডী শব্দের কোন সংযোগ থাকে, তবে চণ্ডী শব্দকে আর্যেতর জাতির পূজিত দেবীনাম থেকে আগত বলা কতটা সমীচীন তা বিবেচ্য। অন্-আর্য চাণ্ডীর সঙ্গে মহিষমর্দিনী চণ্ডীর সম্পর্ক কি জানি না তবে পুরাণের চণ্ডী-দুর্গা যে বেদ থেকে আগত এবং পুরাণ-তন্ত্র বাহিত হয়ে আধুনিক কাল পর্যন্ত হিন্দুর উপাস্যা হয়ে রয়েছেন, তাতে সন্দেহ নেই। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এ বিষয়ে যথার্থই বলেছেন, "চণ্ডী দেবীর চরম পরিণতিতে যদি বা কোন অনার্য উপাদান মিশ্রিত থাকে, তথাপি মোটের উপর ইহার পৌরাণিক রূপটিই আর্যধর্মের যুগ যুগান্তরব্যাপী সহজ ধারার সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল।[৬]

গোধারূপিণী চণ্ডী ঃ বাঙ্গালা চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে দেবীকে দেখি গোধিকা রূপে। পশুকুলের দুঃখ বিবরণ শুনে তাদের আশ্বাস দিয়ে দেবী গোধিকার রূপ পরিগ্রহ করেছিলেন।

---

১ পূজাপার্বণ পৃঃ ৮১ ২ পূজাপার্বণ – পৃঃ ১৪১
৩ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ১ম—ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—পৃঃ ১২৮
৪ বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, ২য় সং—পৃঃ ২৯১ ৫ অথর্ব—২।১৪।১
৬ সাহিত্য ও সংস্কৃতির তীর্থসংগমে—পৃঃ ৫১

তর্তক্ষণে সুবর্ণ গোধিকারূপ হৈলা।
গোধিকা হইয়া মাতা রহিলা অম্বরে।
* * *
পশুগণে দিয়া বর শঙ্কর গৃহিণী।
সুবর্ণ গোধিকা মাতা হইলা আপনি।[১]
* * *
পশুগণে বর দিয়া জগতের মা।
পন্থেতে রহিল হইয়া স্বর্ণ-গোধিকা।[২]

পরে কালকেতুর গৃহে গোধিকারূপিণী চণ্ডী প্রথমে হলেন ষোড়শী বামা, তারপরে হলেন মহিষমর্দিনী।

মহিষমর্দিনীরূপ ধরিলা চণ্ডিকা।
অষ্ট দিকে শোভা করে সে অষ্টনায়িকা॥
সিংহপৃষ্ঠে আরোপিয়া দক্ষিণ চরণ।
মহিষের পৃষ্ঠে বামপদ আরোপণ॥
বামকরে মহিষের ধরিলেন চুল।
ডানি করে বুকে তার আঘাতিল শূল॥
* * *
বামে শিখিবাহন দক্ষিণে লম্বোদর।
বৃষে আরোহণ শিব মস্তক উপর॥
দক্ষিণে জলধিসুতা বামে সরস্বতী।[৩]

বৃহদ্ধর্মপুরাণে একটি শ্লোকে মঙ্গলচণ্ডীর দুটি মূর্তির এবং বাঙ্গালা চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের দুটি কাহিনীর উল্লেখ রয়েছে :

ত্বং কালকেতুবরদাচ্ছলগোধিকাসি।
যা ত্বং শুভা ভবসি মঙ্গলচণ্ডিকাখ্যা॥
শ্রীশালবাহননৃপাদ্‌বণিজঃ সসূনো।
রক্ষেঽম্বুজে করিচয়ং গ্রসতী বমন্তী॥[৪]

—তুমি কালকেতুকে বরদানের জন্য কপট গোধিকা হয়েছিলে, সেই তুমিই কল্যাণময়ী মঙ্গলচণ্ডী নামে পরিচিতা, শ্রীশালবাহন রাজার হাত থেকে সপুত্র বণিককে (ধনপতি) রক্ষা করতে পদ্মে বসে হস্তিসমূহ গ্রাস ও বমন করেছ।

বৃহদ্ধর্মপুরাণ "চতুর্দশ খ্রীঃ শতাব্দের প্রথম দিকে রচিত হইয়াছিল।"[৫] মণ্ডণ সূত্রধার রচিত রূপমণ্ডণ গ্রন্থে দেবী গোধাসনা এবং হংসবাহনা—'গোধাসনা

১ কবিকঙ্কণ চণ্ডী, অবিনাশ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত—পৃঃ ৬৮
২ দ্বিজমাধবের মঙ্গলচণ্ডীর গীত (কঃ বিঃ)—পৃঃ ৪৯
৩ কবিকঙ্কণ চণ্ডী—পৃঃ ৬৮ ৪ বৃহদ্ধর্ম, উত্তরখণ্ড—১৬।৪৫
৫ পূজাপার্বণ, যোগেশচন্দ্র রায়—পৃঃ ১৫৯

ভবেৎ গৌরী লীলয়া হংস বাহনা।[১] গোধাসনা দুর্গা-চণ্ডীর মূর্তি বহু প্রাচীন। মধ্য প্রদেশে গোয়ালিয়র জেলায় ভিলসার (প্রাচীন বিদিশা) অদূরে উদয়গিরির গুহাগাত্রে অষ্টাদশভুজা দুর্গার মূর্তি উৎকীর্ণ আছে। পণ্ডিতদের মতে এই গুহা-চিত্র সমুদ্রগুপ্তের পুত্র দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সমকালে (খ্রীঃ ৫ম শতাব্দী) ক্ষোদিত। দেবী উপরের দুই হাতে গোধা ধারণ করে আছেন। এইটিই দুর্গার প্রাচীনতম মূর্তি।[২] কলিকাতা যাদুঘরে দ্বাদশ শতাব্দীতে নির্মিত গোধাসনা চণ্ডীমূর্তি রক্ষিত আছে। একাদশ দ্বাদশ শতাব্দীতে উৎকীর্ণ দেবীমূর্তিতে গোধা দেবীর পাদপীঠরূপে অংকিত আছে। অভয়া-দুর্গার মূর্তিতেও পাদপীঠে গোধিকা অংকিত দেখা যায়।[৩] সুতরাং চণ্ডীর প্রতীক বা বাহনরূপে গোধার অবস্থান বেশ প্রাচীন, অন্ততঃ পক্ষে খ্রীঃ পঞ্চম শতাব্দীতে। গোধার অবস্থান খ্রীষ্টীয় ষোড়শ সপ্তদশ শতাব্দীতেও ছিল।

মঙ্গলচণ্ডী : বাঙ্গলাদেশে মেয়েরা জ্যৈষ্ঠমাসের প্রতি মঙ্গলবারে মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত করে থাকে। ঘটে দেবীর পূজা করে ব্রতকথা শোনা এবং চিঁড়ের ফলার আহার করা এই ব্রতের রীতি।

চণ্ডীমঙ্গলে দেবী চণ্ডীর দুই রূপ—(১) প্রথমে গোধারূপিণী ও পরে মহিষ-মর্দিনী (২) কমলে-কামিনী। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে ও দেবী ভাগবতে মঙ্গলচণ্ডী নামের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করা হয়েছে নিম্নরূপে—

মঙ্গলেষু চ যা দক্ষা সা চ মঙ্গলচণ্ডিকা॥
পূজ্যায়াং বিদ্যতে চণ্ডী মঙ্গলোঽপি মহীসুতঃ।
মঙ্গলাভীষ্ট দেবী যা সা বা মঙ্গলচণ্ডিকা॥
মঙ্গলো মনুবংশশ্চ সপ্তদ্বীপাবনীপতিঃ।
তস্য পূজাভীষ্টদেবী তেন মঙ্গলচণ্ডিকা॥
মূর্তিভেদেন সা দুর্গা মূলপ্রকৃতিরীশ্বরী।
কৃপারূপাতিপ্রত্যক্ষা যোষিতামিষ্টদেবতা॥[৪]

—যিনি মঙ্গলে নিপুণা, তিনিই মঙ্গলচণ্ডিকা। ভূমিপুত্র মঙ্গলেরও যিনি পূজ্যা, মঙ্গলরূপ অভীষ্টদাত্রী দেবী বলেই তিনি মঙ্গলচণ্ডিকা। সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরার অধিপতির মনুষ্যজাতির অভীষ্ট দেবী বলেই তিনি মঙ্গলচণ্ডিকা। তিনি মূল-প্রকৃতি ঈশ্বরী, মূর্তিভেদে দুর্গা, কৃপাবশতঃ প্রত্যক্ষা হন,—তিনি নারীগণের ইষ্টদেবতা।

মঙ্গলচণ্ডিকা নারীদের ইষ্টদেবী এবং পূজ্যা মূলপ্রকৃতি—আদ্যাশক্তি দুর্গা। দ্বিজমাধব ও দ্বিজ রামদেবের চণ্ডীমঙ্গল কাব্য সারদাচরিতে দেবী মঙ্গলদৈত্য বধ করে মঙ্গলচণ্ডী হয়েছিলেন—

---

১ Elements of Hindu Iconography—Rao., vol. I
২ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম পূর্বার্ধ—পৃঃ ৪১২
৩ চণ্ডীমঙ্গল, ডাঃ সুকুমার সেন সম্পাদিত—ভূমিকা পৃঃ ১৩
৪ ব্রহ্মবৈ, প্রকৃতিখণ্ড—৪৪।৩-৬ দেবীভাগ—৯।৪৭।৩-৬

জয় জয় জয় দুর্গা সর্ববিঘ্ন খণ্ডি।
মঙ্গল দৈত্য বধি মাতা হইলা মঙ্গলচণ্ডী ॥[১]

*　　*　　*

পূজয়ে মঙ্গলচণ্ডী মঙ্গল বাসরে ॥
যে কারণে কৈলা দৈত্য মঙ্গল নিধন।
মঙ্গলচণ্ডিকা নাম করিয়া প্রকাশ।
স্বসৈন্য সহিতে মাতা গেলেন কৈলাশ ॥[২]

মঙ্গল দৈত্যবধ অবশ্যই মহিষাসুর বধের আদর্শে পরিকল্পিত। এ কাহিনী পরবর্তীকালে উদ্ভাবিত বলে মনে হয়। মুকুন্দরাম এ কাহিনী লেখেন নি।

গোধারূপিণী চণ্ডীর মহিষমর্দিনীরূপ গ্রহণের দ্বারা মঙ্গলচণ্ডী ও পৌরাণিক চণ্ডীর অভিন্নতা প্রতিপাদিত হয়েছে। কিন্তু মঙ্গলচণ্ডীর রূপকল্পনা মহিষমর্দিনী মূর্তি থেকে পৃথক। এই দেবী ষোড়শবর্ষীয়া শরৎকালীন পদ্মতুল্য আনন বিশিষ্টা, শ্বেতচম্পকবর্ণা = বহ্নিশুদ্ধাংশুক পরিহিতা—

শ্বেতচম্পকবর্ণাভাং চন্দ্রকোটিসমপ্রভাম্।
বহ্নিশুদ্ধাংশুকাধানাং রত্নভূষণভূষিতাম্ ॥
বিভ্রতীং কবরীভারং মল্লিকামাল্যভূষিতাম্।
বিম্বোষ্ঠীং সুদতীং শুদ্ধাং শরৎপদ্মনিভাননাম্ ॥
ঈষদ্ধাস্যপ্রসন্নাস্যাং সুনীলোৎপললোচনাম্।
জগদ্ধাত্রীঞ্চ দাত্রীঞ্চ সর্বেভ্যঃ সর্বসম্পদাম্ ॥[৩]

দেবীর এই শুভ্রকান্তি এবং ধনদাতৃত্ব সরস্বতী ও লক্ষ্মীর সংমিশ্রণে কল্পিত। কালিকাপুরাণে মঙ্গল চণ্ডিকা দ্বিভুজা, গৌরবর্ণা, দুই হস্তে বর ও অভয়দাত্রী, রক্তপদ্মাসনা এবং রক্তকৌশেয়বসনা—

যৈষা ললিতকান্তাখ্যা দেবী মঙ্গলচণ্ডিকা।
বরদাভয়হস্তা সা দ্বিভুজা গৌরদেহিকা।
রক্তপদ্মাসনস্থা চ মুকুটোজ্জ্বলমণ্ডিতা।
রক্তকৌশেয়বসনা স্মিতবক্ত্রা শুভাননা ॥
নবযৌবনসম্পন্না চার্বঙ্গী ললিতপ্রভা।[৪]

মঙ্গলচণ্ডীর এই মূর্তি লক্ষ্মীর প্রভাবে পরিকল্পিত। মঙ্গলচণ্ডীরই অপর নাম ললিতকান্তা। যিনি ললিতকান্তা, তিনিই তীক্ষ্ণকান্তা—

পরা ললিতকান্তাখ্যা যা শ্রীমঙ্গলচণ্ডিকা।
তস্যাস্তু সততং রূপং তীক্ষ্ণকান্তাহ্বয়ং নৃপ।

---

১ মঙ্গলচণ্ডীর গীত (ক বি)—পৃঃ ২০
২ অভয়ামঙ্গল, দ্বিজরামদেব (ক. বি)—পৃঃ ২০
৩ ব্রহ্মবৈঃ, প্রকৃতি—৪৪।২০-২৪ দেবীভাগ—৯।৪৭।২০-২৫
৪ কাঃ পুঃ—৮০।৫২-৫৪

কিন্তু তীক্ষ্ণকান্তা বা ললিতকান্তার সঙ্গে মঙ্গলচণ্ডীর মূর্তিদ্বয়ের কোন মিল নেই। তীক্ষ্ণকান্তা কৃষ্ণবর্ণা, লম্বোদরী, একজটা—

কৃষ্ণা লম্বোদরী যা তু সা স্যাদেকজটা শিবা।
তেন রূপেণ তাং দেবীং সততং পরিপূজয়েৎ॥[1]

মদ্য, নরবলি, মোদক, নারিকেল, মাংস, ব্যঞ্জন ও ইক্ষু তীক্ষ্ণকান্তার প্রিয়।[2]

মঙ্গলবারে মঙ্গলচণ্ডীর পূজার বিধান কালিকাপুরাণেই প্রদত্ত হয়েছে— লোহিতাঙ্গস্য দিবসঃ প্রিয়োঽস্যাঃ পরিকীর্তিতঃ॥[3] আসলে মঙ্গলচণ্ডিকা নাম বলেই মঙ্গলরাজা, মঙ্গলদৈত্য, মঙ্গলবার প্রভৃতির সঙ্গে দেবীর সংযোগ। মঙ্গল শব্দের অর্থ কল্যাণ। ভক্তের মঙ্গল করেন বলেই দেবী মঙ্গলচণ্ডিকা। চণ্ডীর দানবদলনী মূর্তি ভক্তের মঙ্গলও বিধান করেন রুদ্রের শিবাত্মিকা দক্ষিণামূর্তির মত—দক্ষিণাকালিকার মত। গৃহস্থের মঙ্গলদাত্রী চণ্ডী বলেই দেবী মঙ্গলচণ্ডী।

মঙ্গলচণ্ডীর স্বরূপ ঃ চণ্ডীমঙ্গলকাব্যে কালকেতুর উপাখ্যানে দেবী চণ্ডী ব্যাধ ও পশুকুলের রক্ষয়িত্রী। ডঃ সুকুমার সেনের মতে ঋগ্বেদের অরণ্যানী নানাবিধ কৃষ্টির সংমিশ্রণে হয়েছেন মঙ্গলচণ্ডী।[4] কিন্তু অরণ্যানীকে অরণ্যের অধিদেবতা ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না। ঋগ্বেদের সূক্তটিতে (১০।১৪৬) অরণ্যানীর কোন প্রকার দৈবী প্রকৃতি বা দৈবী আকৃতি সুস্পষ্ট হয় নি। এই সূক্তে অরণ্যের একটি মনোরম বর্ণনা পাওয়া যায়। বর্ণনাটি সংক্ষেপে এই রকম ঃ অরণ্যানীর সীমা পাওয়া যায় না, অরণ্য মধ্যে জীবজন্তু বিচিত্র শব্দ করে অরণ্যানীর বর্ণনা করে, অরণ্যানী মধ্যে আলো অন্ধকারে কখনও গাভী, কখনও অট্টালিকা, কখনও শকটসমূহ দৃষ্ট হয়, অরণ্যানীর মধ্যে কেউ কাঠ কাটে, এখানে রাত্রিকালে নানা প্রকার শব্দ শোনা যায়, অরণ্যানী কারো হিংসা করে না, সুস্বাদু ফল দান করে, কৃষকহীন অরণ্যে আহার্য আছে, মৃগনাভির সৌরভ আছে। অরণ্যানী মৃগদের জননী।

এই বিবরণে অরণ্যানীর দেবসত্তা প্রকটিত হয় নি। একবার মাত্র অরণ্যানীকে বলা হয়েছে, "মৃগাণাং মাতরম্"[5] – পশুকুলের জননী। চণ্ডীমঙ্গলে চণ্ডী পশুকুলের মাতা অর্থাৎ বরাভয়দাত্রী ঠিকই, কিন্তু তিনি গোধারূপিণী এবং মহিষমর্দিনী। কেবলমাত্র মঙ্গলচণ্ডীতে বৈদিক অরণ্যানীর পশুমাতৃত্ব সংক্রমিত হয়েছে, মনে করা যেতে পারে। অরণ্যানীর সঙ্গে লক্ষ্মী সরস্বতী এবং মহিষাসুরমর্দিনী চণ্ডীর সংমিশ্রণে গঠিত হয়েছেন বাঙ্গালার মঙ্গলচণ্ডী। চণ্ড শব্দ ভীষণতাবাচক। যেমন রুদ্র হলেন শিব, তেমনি ভীষণা রণরঙ্গিণী চণ্ডী অভয়দাত্রী বরদা মঙ্গলচণ্ডী হলেন। দেবতাকে কল্যাণময়ী কল্পনা করাই মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতা। দেবী চণ্ডী চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে যখন কলিঙ্গরাজকে এবং সিংহলরাজকে শাসন করেছেন তখন তিনি রণরঙ্গিণী, আবার কালকেতু, ধনপতি ও শ্রীমন্তকে

---

১ কাঃ পুঃ—৮০।৪০ ২ কাঃ পুঃ—৮০।৫১ ৩ কাঃ পুঃ—৮০।৫৭
৪ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম, পূর্বার্ধ—পৃঃ ৪১১ ৫ ঋগ্বেদ—১০।১৪৬।৬

যখন অনুগ্রহ করেছেন, পশুদের প্রতি কৃপা প্রদর্শন করেছেন, তখন তিনি অভয়া—বরাভয়দাত্রী। রুদ্র-শিবের দ্বৈতরূপ এখানে প্রত্যক্ষগম্য। লক্ষ্মী, সরস্বতী ও দুর্গা মহিষমর্দিনীর মিশ্রিতরূপ মঙ্গলচণ্ডী,—এরূপ সিদ্ধান্ত কোন কোন পণ্ডিত করেছেন,—"মঙ্গলচণ্ডীও দুর্গার ন্যায় মিশ্র মাতৃমূর্তি। শান্তমূর্তি বাগ্দেবীর সহিত উগ্রমূর্তি মহিষমর্দিনী এবং শান্তমূর্তি লক্ষ্মী ও উমার রূপগুণ মিশাইয়া মঙ্গলচণ্ডীর পরিপূর্ণ রূপ প্রস্তুত হইয়াছিল।"[১] লক্ষ্মী, সরস্বতী ও উমা-চণ্ডীর মিশ্রমূর্তির সঙ্গে পশুপতি-শিবের শক্তি ও বৈদিক পশুমাতা অরণ্যানী আপন আপন সত্তা মিশ্রিত করেছেন। আচার্য ডঃ সুকুমার সেনের মতে, "চণ্ডীমঙ্গলের অধিদেবতা দুর্গা বিন্ধ্যবাসিনী, তবে তিনি চণ্ডমুণ্ড, মহিষাসুর বিনাশিনী নহেন, তিনি অভয়া।"[২] ডঃসেন আরও বলেছেন যে, দুর্গার দুই রূপ— এক, পর্বত-দুর্গের অধিষ্ঠাত্রী যোদ্ধ্রী দুর্গা, দুই মরুকান্তার বাসিনী পালয়িত্রী। প্রথমা দুর্গা চণ্ড বিনাসিনী চণ্ডী, দ্বিতীয়া দুর্গা অভয়া ও জীবধাত্রী বলে মঙ্গলচণ্ডী।[৩] তিনিই অন্যত্র অভয়া চণ্ডী, বৈদিক অরণ্যানী ও পুরাণের বিন্ধ্যবাসিনীর অভিন্নতা স্বীকার করেছেন,—"মুকুন্দের কাব্যে বন্দিতা দেবী দশভুজা নহেন, দ্বিভুজা। তিনি 'অভয়া চণ্ডী (দুর্গা)' পদ্মাসনস্থা,—প্রাচীন বৈদিক সাহিত্যে তিনি অরণ্যানী, সংস্কৃত সাহিত্যে বিন্ধ্যবাসিনী দুর্গা। অভয়া দুর্গার মূর্তিতে পাদপীঠে গোধিকা অঙ্কিত দেখা যায়।"[৪] কিন্তু বিন্ধ্যবাসিনী দ্বিভুজা নন, অষ্টভুজা,—গোধাবাহনাও নন। তবে বিন্ধ্যবাসিনী দুর্গা চণ্ডীরই একটি রূপ হওয়ায় মঙ্গলচণ্ডী বিন্ধ্যবাসিনী হতে কোন বাধা নেই। ডঃ সেনের মতে বিন্ধ্য শব্দের অর্থ 'বিজু' বন অর্থাৎ 'যে অরণ্যে পথ-ঘাট নাই, দিশাহারা'।[৫] গহন অরণ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হলে বিন্ধ্যবাসিনী বৈদিক অরণ্যানীর সগোত্রা ও কালকেতু-উপাখ্যানের চণ্ডীর সঙ্গে সম্পর্কান্বিতা। রাঁচি অঞ্চলের ওরাওঁরা মৃগয়াযাত্রার পূর্বে চাণ্ডীর পূজা করে থাকে, এই অঞ্চলের আদিবাসী মুণ্ডারাও মৃগয়ার পূর্বে আখেটিক চাণ্ডীর পূজা করে। প্রসিদ্ধ নৃতত্ত্ববিদ্ হফ্‌মান-এর মতে হিন্দু-পুরাণের চণ্ডীর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে আকুটি চাণ্ডীর সৃষ্টি হয়েছে।[৬] সুতরাং অরণ্যের অধিষ্ঠাত্রী অরণ্যানী, লক্ষ্মী, সরস্বতী ও দুর্গা বিন্ধ্যবাসিনীর সমন্বিত রূপ বাঙ্গালা মঙ্গল চণ্ডী। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে চণ্ডীর দুইরূপকে ডঃ সেন বিষ্ণুমাধবের শক্তি একানংসা দেবী বলেও মন্তব্য করেছেন।[৭] একানংসা দেবীর সম্বন্ধে যথাস্থানে আলোচনা সন্নিবেশিত হয়েছে। বিষ্ণুশক্তি একানংসা বিষ্ণুমায়া চণ্ডীর সঙ্গে অভিন্না। তাই মঙ্গলচণ্ডীরও একানংসার সঙ্গে অভিন্নতায় কোন বাধা নেই।

---

১ মঙ্গলচণ্ডীর গীত, সুধীভূষণ ভট্টাচার্য সম্পাদিত, ভূমিকা—পৃঃ—১।৵০
২ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম, পূর্বার্ধ— পৃঃ ৪৯১
৩ তদেব—পৃঃ ৪৯২-৯৩
৪ কবিকঙ্কণ চণ্ডী, ভূমিকা—পৃ, ১৩
৫ তদেব
৬ মঙ্গলচণ্ডীর গীত, ভূমিকা—পৃঃ ২।/-২॥৵০
৭ কবিকঙ্কণ-চণ্ডী ভূমিকা—পৃঃ ১১

মঙ্গলচণ্ডীর গোধা বাহন : গোধাবাহনা চণ্ডীর প্রাচীন মূর্তির অপ্রতুলতা নেই। বিভিন্ন যাদুঘরে বাঙ্গালাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রাপ্ত গোধাবাহনা চণ্ডীর মূর্তি রক্ষিত আছে। কালকেতুর উপাখ্যানে চণ্ডী স্বর্ণগোধা হয়েছিলেন। জৈন মূর্তি শিল্পে গোধাবাহন গৌরী মূর্তির বিবরণ আছে : গৌরীং দেবীং গোধাবাহনাং চতুর্ভুজাং বরদ-মুষল-যুতদক্ষিণকরাং অক্ষমালাকুবলয়ালঙ্কৃত বামহস্তাম্।"[১]—গৌরীদেবী গোধাবাহনা চতুর্ভুজা দক্ষিণহস্তদ্বয়ে বরদমুদ্রা ও মুষল, বামহস্তদ্বয়ে অক্ষমালা ও পদ্ম।

মণ্ডণ সূত্রধার উল্লিখিত গোধাবাহনা গৌরীর বর্ণনা :

অক্ষসূত্র তথা পদ্মমভয়ং চ বরং তথা।
গোধাসনাশ্রিতা, মূর্তির্গৃহে পূজ্যা শ্রিয়ে তদা॥[২]

—অক্ষসূত্র, পদ্ম, অভয় ও বরহস্তা গোধাসনা দেবীকে শ্রী (সমৃদ্ধি) লাভের জন্য গৃহে পূজা করা উচিত।

এই দুটি বর্ণনাতেই গৌরীর মূর্তি লক্ষ্মী ও সরস্বতীর দ্বারা প্রভাবিত। কালিকাপুরাণে দেবী মহামায়া চণ্ডিকার তুষ্টির জন্য নির্দিষ্ট বিভিন্ন প্রাণীর মধ্যে গোধা অন্যতম।

চণ্ডিকাং বলিদানেন তোষয়েৎ সাধকঃ সদা॥
পক্ষিণঃ কচ্ছপা গ্রাহাস্ছগলাশ্চ বরাহকাঃ।
মহিষো গোধিকাশোষা তথা নববিধা মৃগাঃ॥[৩]

চণ্ডিকাকে সাধক সর্বদা বলিদানের দ্বারা তুষ্ট করবে। পক্ষী, কচ্ছপ, কুমীর, ছাগল, বন্যশূকর, মহিষ, গোধিকা, শশক ও আরও নয় প্রকার প্রাণী বলির জন্য নির্দিষ্ট।

বৌদ্ধ শাস্ত্র মহাবস্তুতে গোধা-জাতক আছে। আচার্য সুকুমার সেন গোধা-জাতকের কাহিনীর সঙ্গে চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কাহিনীর সাদৃশ্য দেখিয়েছেন।[৪] চণ্ডীর সঙ্গে গোধা বা গোসাপের ব্যাপক সংশ্লেষের কারণ সম্পর্কেও পণ্ডিত-বর্গ অভিমত প্রদান করেছেন। ডঃ সেন এক জায়গায় লিখেছেন,—"প্রথমে গোধা-গোধিকা ছিল দেবীর এক অস্ত্র—দুর্গম শিখরে গমন পথের দিশারী অথবা সর্পহন্তা।"[৫] সর্পহন্তা ও দুর্গম পথের দিশারী বলেই কি অরণ্যাধিষ্ঠাত্রী চণ্ডীর বাহন বা প্রতীক হয়েছে গোধা? ডঃ সেন অন্যত্র বলেছেন, চণ্ডীর গোধা বাহনের কারণ 'বোধ করি জলদেবী গঙ্গার মকর বাহনের ও যমুনার কূর্ম বাহনের নজিরে।'[৬] তিনিই আবার বলেছেন, "গোধা বিন্ধ্য ভূভাগের কোন জাতির টোটেম হওয়া অসম্ভব নয়।"[৭] সাধারণতঃ গোধাকে আদিম জাতির প্রতীক

---

১ মঙ্গলচণ্ডীর গীত ভূমিকা—পৃঃ ২॥৵০ ২ মঙ্গলচণ্ডীর গীত, ভূমিকা—পৃঃ ২॥৵০
৩ কাঃ পুঃ—৫৫।২-৩ ৪ কবিকঙ্কণ চণ্ডী, ভূমিকা—পৃঃ ১২-১৩
৫ কবিকঙ্কণ চণ্ডী ভূমিকা—পৃঃ ১৩
৬ বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম, পূর্বার্ধ—পৃঃ ৩৯২ ৭ তদেব

(totem) রূপেই গণ্য করা হয়। রাসেল ও হীরালাল (Tribes and Castes of C.P. গ্রন্থে) বলেছেন যে মধ্য প্রদেশের কোন কোন আদিম জাতি এখনও গোধাকে টোটেম হিসাবে পূজা করে।[১] মহাভারতে ভীষ্মপর্বে গোধাজনপদের উল্লেখ আছে।[২] কিন্তু গোধা বাহনের প্রকৃত তাৎপর্য এখন মানুষ বিস্মৃত হয়েছে। দেবতার প্রিয় পশু দেবতার বাহনরূপে অনেক সময় কল্পিত হয়ে থাকে। এ ধরনের নজিরের অভাব নেই। আবার এক দেবতার সাদৃশ্যে অন্য দেবতার আকার যেমন গঠিত হয়, তেমনি বাহনের সাদৃশ্যে বাহন কল্পনাও হয়ে থাকে। গো শব্দে পৃথিবী এবং সূর্যরশ্মি বোঝায়। সুতরাং গোধা শব্দের অর্থ যিনি পৃথিবী বা কিরণ ধারণ করেন। পৃথিবী বা রশ্মিধারণকারিণী শক্তি সূর্যেরই শক্তি। দেবতেজঃ-সম্ভবা সূর্যাগ্নির তেজোরূপা চণ্ডী দুর্গা উমার বাহন সকল শক্ত্যাধার সৌর শক্তি হওয়াই ত সঙ্গত। সকল কিছুকেই অনার্যকৃষ্টি থেকে আগত বলে প্রতিপন্ন করার প্রবণতা থেকেই গোধাকে আদিম জাতির টোটেম থেকে আগত এবং চণ্ডীকে আদিম জাতির শিকারের দেবতা চাণ্ডী বলে ব্যাখ্যা করা হয়। উত্তর প্রদেশে আলমোড়া শহরের অদূরে কাসার পর্বতশৃঙ্গে শ্বেতপ্রস্তর নির্মিত দ্বিভুজা দেবী (দুর্গার প্রকারভেদ) কাসারদেবী নামে পরিচিতা গাভী-বাহনা। বাগেশ্বর বাগ্‌নাথে সরযূ-গোমতীর সঙ্গমস্থলে এক দেহে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের ত্রিমূর্তি গাভীর উপরে উপবিষ্ট। এই সকল ক্ষেত্রে গাভী অবশ্যই গো বা সূর্যরশ্মির প্রতীক হিসাবে কল্পিত। গোধাও একই রীতিতে দেবীর বাহন হয়েছিল।

কমলে কামিনী : চণ্ডীমঙ্গলকাব্যে চণ্ডীর দ্বিতীয় মূর্তি কমলে কামিনী। ধনপতি সদাগর ও শ্রীমন্ত সদাগর সিংহলের উপকূলে কালিদহে কমলে কামিনী মূর্তি দর্শন করেছিলেন। মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর ভাষায় কমলে কামিনী—

অপরূপ দেখি আর   শুন ভাই কর্ণধার
কামিনী কমলে অবতার।
ধরি রামা বাম করে   সংহারয়ে করিবরে
উগারিয়া করয়ে সংহার।[৩]

ধনপতি কমলে কামিনীর বর্ণনা দিতে গিয়ে বলছেন—

নিবসে পদ্মিনী তথি ধরিয়া কুঞ্জর
হরি হরি নলিনী কেমনে সহে ভর।
হেলায় কামিনী উগারয়ে গজনাথে
পলাইতে চায় গজ ধরে বাম হাতে।
পুনরপি আনি তারে করয়ে গরাস
দেখিয়া আমার হৃদে লাগিল তরাস॥[৪]

---

১ Tribes & Castes of C. P., vol. I., p, 395 ; vol. III, p. 441.

২ মহাঃ, ভীষ্ম—৯।৪২

৩ চণ্ডীমঙ্গল, ডাঃ সুকুমার সেন সম্পাদিত—পৃঃ ২০০   ৪ তদেব—পৃঃ ২০১

দ্বিজ মাধবের বর্ণনা :—

কমলেতে কমলিনী   বসি রামা একাকিনী
গজরাজ ধরে বাম করে।
ক্ষণেকে উঠাইয়া পেলে   ক্ষণে ধরে অবহেলে
ক্ষণেকে আননে নিয়া ভরে ॥[1]

এই মূর্তির উল্লেখ পাওয়া যায় বৃহদ্ধর্মপুরাণে। বলা বাহুল্য, কমলে কামিনী গজলক্ষ্মী মূর্তির আদর্শে পরিকল্পিত। ইনি লক্ষ্মীর মত সমুদ্রজা ও পদ্মাসীনা। সরস্বতীও পদ্মাসনা। গজলক্ষ্মীকে হস্তী স্নান করায়, কমলে কামিনী হস্তী গলাধঃকরণ করেন ও উদ্‌গার করেন। কিন্তু গজলক্ষ্মীর সদৃশ চণ্ডীমূর্তিও দুর্লভ নয়। লক্ষ্মণ সেনের তৃতীয় বর্ষে নির্মিত চণ্ডীমূর্তিতে চণ্ডীর মাথার উপরে দুই হাতী জল ঢালছে। দেবীর পায়ের কাছে একটি সিংহ ক্ষোদিত আছে। এই মূর্তিটি লক্ষ্মী ও চণ্ডীর মিশ্রিত মূর্তি। সারদা তিলক তন্ত্রে চতুর্ভুজা—জপমালা, দুই হস্তে পদ্ম ও পুস্তকধারিণী জগৎস্বামিনী দেবীর বিবরণ আছে। ধনপতি সদাগরের উপাখ্যানে মনসামঙ্গলের চাঁদসদাগরের উপাখ্যানের যেমন প্রভাব আছে তেমনি কমলে কামিনীর আকৃতিতে বিশেষতঃ প্রকৃতিতে পদ্মাবতী-মনসার ছাপ সুমুদ্রিত। আচার্য সুকুমার সেন বলেছেন, "তিনি দেবীর (চণ্ডীর) প্রাচীনতর রূপভেদ কেতকা-মনসা-কমলারই রূপান্তর।"[2] ডঃ সেন মনে করেন, কমলে কামিনী চণ্ডীর হস্তী গেলা ও উদ্‌গার করার ব্যাপারে আদিতে হস্তিনাগের পরিবর্তে দেবীর হাতে সর্পনাগ ছিল। "আসলে এখানে নাগ ছিল এবং সে নাগ হাতি নয়, সাপ। মনসা-কমলার মুখ হইতে সাপ বাহির হওয়া ও পুনরায় মুখের ভিতর চলিয়া যাওয়া অসম্ভব বা অশ্রুত ব্যাপার নয়।"[3] তাঁর মতে গজলক্ষ্মীমূর্তি বণিকদের জাতিবৃত্তির লাঞ্ছন ছিল, পরে বণিকদের উপাস্য দেবতায় পরিণত হন। বণিকদের লাঞ্ছন গজলক্ষ্মীর গজকে বিপরীতভাবে অর্থাৎ দেবীর মুখে প্রবেশ ও নির্গমন প্রদর্শন দ্বারা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে দেবী ধনপতিকে অশুভ ইঙ্গিত দিয়েছিলেন।[3] মোট কথা ডঃ সেনের অভিমত অনুসারে কমলে কামিনী গজলক্ষ্মী ও মনসার মিশ্রিত মূর্তি। আমাদের মতে এই দুই দেবতার সঙ্গে সরস্বতী ও চণ্ডীর মিশ্রণও ঘটেছে। জ্যোতির্ময়ী সরস্বতী থেকে লক্ষ্মী ও চণ্ডীর আবির্ভাব সুস্পষ্টরূপে প্রতিপাদিত। মনসাও সরস্বতীরই একটি অংশ। সুতরাং কমলে কামিনী লক্ষ্মী-সরস্বতী-চণ্ডী-মনসার মিশ্রণ হলেও একই দেবসত্তার রূপান্তর মাত্র।

বৃহদ্ধর্মপুরাণের অনেক পূর্বে অভিনন্দের রামচরিতে (খ্রীঃ ৯ম শতাব্দী) কমলেকামিনীর আভাস পাওয়া যায়। এখানে হনুমান সুরসা দেবীর স্তুতি প্রসঙ্গে বলেছেন,—

---

১ মঙ্গলচণ্ডীর গীত—পৃঃ ২২৮
২ বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম, পূর্বার্ধ—পৃঃ ৪১৩   ৩ তদেব—পৃঃ ৪১৪
৪ চণ্ডীমঙ্গল (সাঃ একা), ভূমিকা—পৃঃ ১০-১৪

জাগ্রসে গজতনুর্দনুসূনু-
র্গাহ´নতবপুষা বপুষা তে
অজকোশমৃদুন মহিষৈঃ প্রাক্
চক্ষুধে চ রণে চরণেন।[১]

—তুমি দেহ নত করে গজ দেহধারী দানবকে গ্রাস করেছিলে। তৎপূর্বে তোমার পদ্মকোশতুল্য চরণের দ্বারা মহিষকে যুদ্ধে দলিত করেছিলে।

এখানে সুরসা দেবী অবশ্যই মহিষাসুরমর্দিনী চণ্ডী। দেবী চণ্ডী কর্তৃক গজাসুর গলাধঃকরণ করার কাহিনী খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীতে অবশ্যই প্রচলিত ছিল। পরে গজলক্ষ্মীর সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে কমলে কামিনী মূর্তি কল্পিত হয়েছে। বৃহদ্ধর্মপুরাণের সাক্ষ্যে জানা যায় যে এই মিশ্রিত দেবীমূর্তি খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীতেই প্রচলিত ছিল।

জয়চণ্ডী : চণ্ডীদেবী বাঙ্গালার গ্রামে গ্রামে বিচিত্র নামে ও প্রতীকে পূজিতা হন। ওলাইচণ্ডী, কুলুইচণ্ডী, ঢেলাইচণ্ডী, জয়চণ্ডী প্রভৃতি দেবীর বিচিত্র নাম। চব্বিশ পরগণা জেলার মজিলপুর গ্রামে দারুময়ী জয়চণ্ডীর বিগ্রহ পূজিত হয়। দেবী দ্বিভুজা, ত্রিনয়না, গৌরবর্ণা বর ও অভয়হস্তা—পদ্মোপরি দণ্ডায়মানা।[২] এই মূর্তি অবশ্যই লক্ষ্মী-সরস্বতী ও দুর্গা-চণ্ডীর সম্মিলিত রূপ। হাওড়া জেলার আমতার নিকটবর্তী রসপুর গ্রামের গ্রাম্য দেবতা গড়চণ্ডী। গড়চণ্ডীর মূর্তি দ্বিভুজা গৌরী মূর্তি।[৩]

দুর্গাপূজা : বাঙ্গালী হিন্দুর বৃহত্তম উৎসব শরৎকালীন দুর্গোৎসব। আশ্বিনের শুক্লা ষষ্ঠী থেকে শুক্লানবমী পর্যন্ত দেবী দশভুজা মহিষমর্দিনীর পূজা হয়। দেবী প্রতিমার সঙ্গে সংযুক্ত হয় লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিকেয় গণেশের মূর্তি। দশমী তিথিতে হয় দেবী প্রতিমার বিসর্জন। এই দশমী তিথি বিজয়াদশমী নামে খ্যাত। এই দিনটি দশেরা উৎসব নামে সারা ভারতে পালিত হয়। এই দিনে উত্তর ভারতের প্রায় সর্বত্র রাবণের পুত্তলিকা দাহ করা হয় ও রামলীলা গান করা হয়। প্রচলিত বিশ্বাস অনুসারে এই দিনে রামচন্দ্র কর্তৃক রাবণ নিহত হয়েছিল। ষষ্ঠীতে দেবীর ষষ্ঠ্যাদিকল্প অর্থাৎ আবাহন, বোধন, আমন্ত্রণ, অধিবাস প্রভৃতির অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। ষষ্ঠীতে সন্ধ্যাকালে দেবীর বোধন হয়। শাস্ত্র মতে দেবীর বোধন হয় বিল্ববৃক্ষে বা বিল্বশাখায়। কোন কোন স্থলে কৃষ্ণানবমীতে কোথাও কোথাও শুক্ল প্রতিপদে দেবীর বোধনের রীতি প্রচলিত। কৃষ্ণা নবমী বা শুক্ল প্রতিপদ থেকে প্রত্যহই ঘটে দেবীর পূজা হয়। সপ্তমী থেকে নবমী পর্যন্ত প্রতিমায় দেবীর অর্চনা করা হয়ে থাকে। সপ্তমীতে অন্যতম অনুষ্ঠান নবপত্রিকা প্রবেশ—কদলী বৃক্ষসহ আটটি উদ্ভিদ এবং জোড়া বেল

---

১ অভিনন্দের রামচরিত—১৬।৬৯
২ পশ্চিমবঙ্গের পূজাপার্বণ ও মেলা, ৩য়—পৃঃ ১৭৭
৩ পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি—বিনয় ঘোষ, ১ম সং পৃঃ ৫১৪

একত্র বেঁধে শাড়ী পরিয়ে একটি বধূর আকৃতি বিশিষ্ট করে দেবীর পাশে স্থাপন করা হয়, এই উদ্ভিদ সমন্বয়কে নবপত্রিকা—প্রচলিত ভাষায় কলাবৌ—বলা হয়ে থাকে। দশমীতে দেবীর বিসর্জনের দিনে অপরাজিতা পূজা, সিদ্ধিপান ও পারস্পরিক প্রীতি সম্ভাষণ, আলিঙ্গন, প্রণাম প্রভৃতি দ্বারা মনোমালিন্য দূর করে সৌহার্দ্য ও আন্তরিকতা প্রতিষ্ঠার রীতি। নূতন বস্ত্র পরিধান পূজার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ষষ্ঠী তিথিতেই সাধারণতঃ অধিকাংশ স্থলে দেবীর বোধন হয়, এর দ্বারা ষষ্ঠী দেবী ও দুর্গার একাত্মতা সুপ্রতিষ্ঠিত। এই দিনকে দুর্গা-ষষ্ঠীও বলা হয়। অষ্টমীতে বিশেষ অনুষ্ঠান—অষ্টমী ও নবমী তিথির সন্ধিতে আটচল্লিশ মিনিটে দেবীর বিশেষ পূজা সন্ধিপূজা। অর্ধরাত্রি পূজাও কোন কোন স্থলে প্রচলিত। সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী তিন দিন কোন কুমারী বালিকাকে অভ্যর্থনা করে এনে পূজা করা হয়। অনেক জায়গাতেই দশমী তিথিতে অশ্লীল বাদ্যগীত শবরোৎসব নামে অনুষ্ঠিত হয়। নবমীতে হোমযাগের দ্বারা পূজার পূর্ণাহুতি দেওয়ার রীতি। তিন দিনই এবং সন্ধি ও অর্ধরাত্রি পূজায় মহিষ, মেষ ও ছাগ বলি দেওয়ার রীতি। আজকাল অনেক জায়গাতেই বৈষ্ণবীয় প্রভাবে বলি রহিত হয়েছে। এই ভাবে বৈদিক, পৌরাণিক, তান্ত্রিক, লৌকিক বিচিত্র রীতি-পদ্ধতি দুর্গাপূজায় সম্মিলিত হয়ে দুর্গা পূজাকে বাঙ্গালীর সার্বজনীন উৎসবে পরিণত করেছে।

অকাল বোধন : শরৎকালে দুর্গাদেবীর বোধন ও পূজাকে অকাল বোধন বলা হয়ে থাকে। প্রসিদ্ধি আছে যে রামচন্দ্র রাবণ বধের নিমিত্ত দেবীর কৃপা-লাভের উদ্দেশ্যে অকালে (শরৎকালে) দেবীর পূজা করেছিলেন। দেবীর বর লাভ করে রামচন্দ্র দশমী তিথিতে রাবণ বধ করে বিজয়ী হয়েছিলেন। তাই দশমী তিথি বিজয়া দশমী। দশেরা উৎসব রামচন্দ্র কর্তৃক রাবণ-বিজয়ের উৎসব। কৃত্তিবাস লিখেছেন,—"অকালে শরতে কৈল চণ্ডীর বোধন।"[১] মহাকবি কৃত্তিবাস রামচন্দ্র কর্তৃক অষ্টোত্তরশত নীলপদ্মদ্বারা দুর্গা পূজার বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন।[২] কালিকাপুরাণে এবং বৃহদ্ধর্মপুরাণে অকাল বোধনের উল্লেখ আছে—

রামস্যানুগ্রহার্থায় রাবণস্য বধায় চ
রাত্রাবেব মহাদেবী ব্রহ্মণা বোধিতা পুরা ॥
ততস্তু ত্যক্তনিদ্রা সা নন্দায়ামাশ্বিনে সিতে
জগাম নগরীং লঙ্কাং যত্রাসীৎ রাঘবঃ পুরা ॥

* * *

নিহতে রাবণে বীরে নবম্যাং সকলৈঃ সুরৈঃ।
বিশেষপূজাং দুর্গায়াশ্চক্রে লোকপিতামহঃ ॥

---

১ কৃত্তিবাসী রামায়ণ, হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত প: ৩৮০

২ তদেব—প: ৩৮২-৩৮৯ ৩ কা: প: ৬০।২৬-২৭,৩২

—পুরাকালে রামের অনুগ্রহের এবং রাবণের বধের নিমিত্ত মহাদেবী রাত্রিতে ব্রহ্মার দ্বারা বোধিতা হয়েছিলেন। তারপর নিদ্রা ত্যাগ করে তিনি আশ্বিনের শুক্লপক্ষে যেখানে পূর্বে রাম ছিলেন, সেই লঙ্কা নগরীতে গমন করেছিলেন। …বীর রাবণ নিহত হলে সকল দেবতার সঙ্গে পিতামহ ব্রহ্মা দুর্গার বিশেষ পূজা করেছিলেন।

এখানে দেবীর পূজা রামচন্দ্র করেন নি, করেছিলেন ব্রহ্মা। বৃহদ্ধর্মপুরাণেও দেবীর বোধন করেছিলেন ব্রহ্মা স্বয়ং। ব্রহ্মা পুরোহিতরূপে প্রার্থনা করেছিলেন—

ঐং রাবণস্য বধার্থায় রামস্যানুগ্রহায় চ।
অকালে তু শিবে বোধস্তব দেব্যাঃ কৃতো ময়া॥
তস্মাদহ্যাদ্রয়াযুক্ত নবম্যামাশ্বিনে শুভে।
রাবণস্য বধং যাবদর্চয়িষ্যামহে বয়ম্॥[১]

—রাবণের বধ এবং রামের অনুগ্রহের নিমিত্ত হে শিবে তোমার বোধ আমি করেছি। সুতরাং শুভ আশ্বিন মাসে আদ্রা নক্ষত্রযুক্ত নবমী তিথিতে রাবণের বধ পর্যন্ত আমরা তোমার অর্চনা করবো।

দেবী বলেছিলেন, আশ্বিন মাসের কৃষ্ণা নবমী থেকে শুক্লাষ্টমী পর্যন্ত বিল্ববৃক্ষে তাঁর পূজা বিধেয় এবং সপ্তমী থেকে নবমী পর্যন্ত তাঁর পূজাকাল।

এবং পঞ্চদশাহনি মম পূজা মহোৎসবঃ।
অথ ত্রয়োদশাহনি বিল্বে মাং পূজয়েৎ কৃতী॥
সপ্তম্যাং গৃহমানীয় পূজয়েন্মাং দিনদ্বয়ম্।[২]

—এইভাবে পনেরো দিন আমার পূজা মহোৎসব। অনন্তর তেরো দিন বিল্ববৃক্ষে কৃতী আমাকে পূজা করবে, সপ্তমীতে গৃহে এনে দু'দিন আমাকে পূজা করবে।

কৃত্তিবাস লিখেছেন,—

সায়াহ্ন কালেতে রাম করিল বোধন।
আমন্ত্রণ অভয়ার বিল্বাধিবাসন॥

কোন প্রাচীন পুরাণে অকাল বোধনের উল্লেখ না থাকলেও অকাল বোধনের স্মৃতি হিসাবেই বাঙ্গালাদেশে দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। বাল্মীকি প্রণীত রামায়ণে অকালবোধনের কোন উল্লেখ নেই। রামচন্দ্র রাবণ বধের পূর্বে দুর্গা পূজা করেন নি, ব্রহ্মাও করেন নি। রামচন্দ্র করেছিলেন আদিত্য হৃদয় স্তব অর্থাৎ সূর্যস্তব পাঠ। বাল্মীকির রামায়ণ রচনাকালে পৃথক দেবসত্তা হিসাবে দুর্গা-চণ্ডীর আবির্ভাব হয়নি। দেবী দুর্গা-চণ্ডী সূর্য ও অগ্নির তেজোরূপা বলেই সম্ভবতঃ সূর্যপূজার স্থলে দুর্গা পূজার রীতি প্রবর্তিত হয়েছে।

---

১ বৃহদ্ধর্ম, পূর্ব খণ্ড—২২।১৪।১৫ ২ তদেব—২২।২৬।২৭

অকালবোধনের তাৎপর্য ঃ শরৎকালে দেবীর বোধনকে অকালবোধন বলা হয় কেন? কালিকা পুরাণানুসারে ব্রহ্মা রাত্রিতে দেবীর বোধন করেছিলেন। দেবতার অর্চনার পক্ষে রাত্রি নিশ্চয় অকাল। প্রচলিত বিশ্বাস এই যে, দেবী পূজার প্রকৃষ্ট সময় বসন্তকাল—চৈত্রমাসের শুক্লা ষষ্ঠী থেকে নবমী পর্যন্ত দেবীর বাসন্তী পূজার রীতি প্রচলিত আছে। আচার্য যোগেশচন্দ্র রায়ের মতে দুর্গা পূজা বৈদিক রুদ্রযজ্ঞের আধুনিক সংস্করণ, রুদ্রযজ্ঞের অগ্নিই দুর্গা।[1] শাস্ত্রানুসারে ছয়মাস উত্তরায়ণ দেবতাদের একদিন ও ছয় মাস দক্ষিণায়ণ দেবতাদের এক রাত্রি। দক্ষিণায়ণ শুরু হলে বিষ্ণু শয়ন করেন; তখন শয়ন একাদশী হয়। দক্ষিণায়ণান্তে বিষ্ণুর উত্থান,—সে সময়ে উত্থান একাদশী হয়। দেবগণ রাত্রিতে নিদ্রিত থাকেন, দিনে অর্থাৎ উত্তরায়ণে জাগ্রত হন। উত্তরায়ণ তাই যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানের প্রকৃষ্ট কাল। বিষ্ণুশক্তি বিষ্ণুমায়া দুর্গাও রাত্রিতে শায়িতা বা নিদ্রিতা থাকেন। তাই দক্ষিণায়ণকালে শরতে দেবীর উদ্বোধন বা বা জাগরণ বা অকালবোধন।

বৈদিক যুগে এক সময়ে শরৎকালে বৎসর আরম্ভ হোত। সেইজন্য বৎসর অর্থে 'শরৎ'শব্দের প্রয়োগ বহুবার পাওয়া যায়।[2] অনুমান হয়, শরৎ প্রবেশে নববর্ষের সূচনায় রুদ্রযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হতো। পূর্বেই দেখেছি, ধ্বংসের দেবতা রুদ্রের ধ্বংস কার্যের সহায়িকা ছিলেন অম্বিকা। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে শরৎকেই অম্বিকা বলা হয়েছে—"শরদ্বাস্যাম্বিকা স্বসা। তয়া বা এষ হিনস্তি। যং হিনস্তি তয়ৈবৈনং সহ শময়তি"।[3] —শরৎ তাঁর (রুদ্রের) ভগিনী অম্বিকা। তাঁর সাহায্যে ইনি (রুদ্র) ধ্বংস করেন। তাঁর সাহায্যে যাঁকে ধ্বংস করেন, (যজ্ঞীয় পুরোডাশাদির দ্বারা) তুষ্টা হয়ে তিনিই তাঁকে (রুদ্রকে) শান্ত করেন।

কৃষ্ণযজুর্বেদের (১।১।৮।৬) ভাষ্যে সায়নাচার্য বলেছেন, "শরৎকালো হি পীন-সজ্বরাদ্যুৎপাদনেন হিংসক ত্বদ্ববদিয়মম্বিকা হিংসিকা। ততঃ শরদিত্যুচ্যতে।এষ রুদ্র স্তয়ৈব সহায়ভূতয়া প্রাণিনং হিনস্তি। অতস্তয়া সহ পুরোডাশ সেবয়া তুষ্টা তয়ৈব সহৈবেনং রুদ্রং শাময়তি হিংসারহিতং করোতি।"

—(অস্যার্থ) শরৎকালে পীনসজ্বর উৎপাদনের দ্বারা হিংসা করে সেইজন্য অম্বিকাও হিংসিকা। সেইজন্য অম্বিকাকে শরৎ বলা হয়। এই রুদ্র তাঁর সাহায্যে প্রাণিগণকে হিংসা করেন। অতঃপর তাঁর সহায়তায় তাঁর সঙ্গে পুরোডাশ সেবায় তুষ্ট হয়ে এই রুদ্রকে প্রশমিত করা হয় অর্থাৎ হিংসারহিত করা হয়।

শুক্লযজুর্বেদের পূর্বোক্ত মন্ত্রটির (৩।৫৩) ব্যাখ্যায় আচার্য মহীধর লিখেছেন, "যোঽয়ং রুদ্রাখ্যো ক্রূরো দেবস্তস্য বিরোধিনং হন্তুমিচ্ছা ভবতি। তদানয়া ভগিন্যা ক্রূরদেবতয়া সাধনভূতয়া তং হিনস্তি সা চাম্বিকা শরদ্রূপং প্রাপ্য জ্বরাদিকমুৎপাদ্য তং বিরোধিনং হন্তি।" —(অস্যার্থ) এই যিনি রুদ্র নামক নিষ্ঠুর দেবতা, তাঁর

১ পূজাপার্বণ - পৃঃ ১৭ ২ ঋগেদ—২।১৭।১০, ১০।১৬১।৪, অথর্ব—১১।৬৭।২-৪
৩ তৈঃ ব্রাঃ—১।১।৬-১০

বিরোধীকে হত্যা করতে ইচ্ছা করেন, তিনি এই রুদ্রা দেবী ভগিনীর সহায়তায় তাঁকে হত্যা করেন। সেই অম্বিকা শরদ্রূপ গ্রহণ করে জ্বর প্রভৃতি উৎপাদন করে বিরোধীকে হত্যা করেন।

শরৎকালে নানা রোগের প্রাদুর্ভাবে দেশে মড়ক দেখা দিত। নববর্ষের সূচনায় নানা রোগের আবির্ভাবে বিব্রত আর্যমানব রুদ্র যজ্ঞের অনুষ্ঠান করতেন সর্বজীবের কল্যাণ কামনায়। তাঁরা বিশ্বাস করতেন, রুদ্রভগিনী-অম্বিকাই শরদ্রূপ ধারণ করে রুদ্রের ধ্বংসকার্যে রোগ সৃষ্টির দ্বারা সাহায্য করে থাকেন। তাই রুদ্রযজ্ঞে সূর্যাগ্নিরূপী রুদ্রের সঙ্গে রুদ্রতেজোরূপা অম্বিকাকেও পশু পুরোডাশ ইত্যাদির দ্বারা প্রসন্ন করার আয়োজন করা হোত। বর্ষগণনা রীতি পরিবর্তিত হয়েছে। কিন্তু রুদ্রযজ্ঞের স্মৃতি রয়ে গেল। শরতে বর্ষারম্ভ না হওয়ায় হয়ে গেল অকাল। রুদ্রযজ্ঞের স্থলাভিষিক্ত হোল রুদ্রশক্তি রুদ্রাণীর পূজার্চনা। যোগেশচন্দ্র রায়ের মতে দুর্গোৎসব প্রকৃতপক্ষে নববর্ষের উৎসব। গৃহসজ্জা, নববস্ত্র পরিধান, উৎকৃষ্ট দ্রব্য ভোজন, আত্মীয়-বন্ধুদের প্রতি প্রীতিসম্ভাষণ, আলিঙ্গন, গুরুজনদের আশীর্বাদ গ্রহণ প্রভৃতি নববর্ষের অঙ্গীভূত।[১]

বৈদিক যুগে আর একপ্রকার বর্ষগণনার রীতি প্রচলিত ছিল। এই বৎসর হিমবৎসর নামে পরিচিত। "ইন্ধানাস্ত্বা শতং হিমা দ্যুমন্তঃ সমিধীমহি।"[২]—হে অগ্নি, আমরা শত হিম বৎসর তোমাকে ইন্ধন দ্বারা প্রজ্বলিত করবো।

হিমবর্ষ গণনা প্রাচীনতর। সম্ভবতঃ বর্ষার অন্তে শরতে যেমন নববর্ষের আরম্ভ, তেমনি হিমান্তে বসন্তের সূচনায় হিমবৎসর শুরু হোত। যোগেশচন্দ্র রায়ের মতে হিমবৎসর উত্তরায়ণ থেকে আরম্ভ হোত। "ঋগ্বেদের ঋষিগণ রবির উত্তরায়ণ হইতে বৎসর আরম্ভ করিতেন। হিম অর্থাৎ শীত ঋতুতে আরম্ভ, এই কারণে তাঁহারা 'হিম' শব্দে বৎসর বুঝিতেন। শত হিম বলিলে শত বৎসর বুঝাইত। ...কতকাল পরে কে জানে, তাঁহারা শরৎ ঋতু হইতেও এক বৎসর গণিতে আরম্ভ করেন। এই বৎসরের নাম শরৎ।"[৩] হিমবর্ষে রুদ্রযজ্ঞানুষ্ঠানও হোত। তারই স্মৃতি বাসন্তী রুদ্রাণীর পূজা। শরতে বর্ষগণনার সূত্রপাত হলে শরতে রুদ্রযজ্ঞের অনুষ্ঠান হতে থাকে। এমনও হতে পারে যে, শরতে বিভিন্ন মারাত্মক রোগজনিত মড়ক নিবারণের উদ্দেশ্যে রুদ্রযজ্ঞের অনুষ্ঠান থেকেই বর্ষগণনার রীতি প্রবর্তিত হয়। যোগেশচন্দ্রও এইরূপ অনুমান করেছেন।[৪] শরতে বর্ষারম্ভ হওয়ার জন্যই রুদ্রযজ্ঞ বা রুদ্রাণী পূজা প্রাধান্য পেয়েছে এবং বাঙ্গালীর প্রধান উৎসব রূপে পরিগণিত হয়েছে। রুদ্রযজ্ঞের অগ্নিই রুদ্রাণী দুর্গা,—ইনিই যজুর্বেদের রুদ্রভগিনী অম্বিকা, পরে রুদ্রপত্নী উমা। "অতএব রুদ্র যজ্ঞাগ্নিকে দুর্গারূপে পূজা করিতে পারি।...মহেশ্বরের যজ্ঞাগ্নি, মহেশ্বরের শক্তি বা মহেশ্বরী। এই অগ্নি রুদ্রের রুদ্রাণী।...অতএব রুদ্রের যে গুণ ও কর্ম রুদ্রাণীরও তাহাই। দেব ও তাঁহার

১ পূজাপার্বণ—পৃঃ ১৮, ১০৭
২ শুক্ল যজুঃ—৩।১৮
৩ পূজাপার্বণ—পৃঃ ১৭
৪ পূজাপার্বণ—১৪

অগ্নিকে পতি-পত্নী কিম্বা ভ্রাতা-ভগিনী, দুইই কল্পনা করা যাইতে পারে।"[১] আমরা জানি একই দেবসত্তা ও দেবশক্তির মধ্যে ভ্রাতা-ভগিনী, পতি-পত্নী, মাতা পুত্র প্রভৃতি বিরুদ্ধ সম্বন্ধ কল্পনা বৈদিক ঋষিকবিদের কাছে নূতন নয়। অকালে অর্থাৎ নির্দিষ্ট সময় ব্যতিরেকে অন্যসময়ে অনুষ্ঠিত রুদ্রযজ্ঞের অগ্নি বা রুদ্রশক্তির আবাহন অকালবোধন নামে অদ্যাপি দুর্গা পূজা অনুষ্ঠানের সঙ্গে বিজড়িত হয়ে আছে।

রামচন্দ্র কর্তৃক অকালে দেবীপূজার কাহিনী সম্পূর্ণ কাল্পনিক। রাম-রাবণের যুদ্ধ কোন্ ঋতুতে হয়েছিল, তা বাল্মীকি উল্লেখ করেন নি। যোগেশচন্দ্রের মতে এই যুদ্ধ শরৎ ঋতুতে হয় নি।[২] সুতরাং অকালবোধন শরতে বৈদিক যজ্ঞের আধুনিক রূপান্তর ছাড়া আর কিছুই নয়।

বিল্ববৃক্ষে বোধনের তাৎপর্য ঃ দেবীর বোধন ও আমন্ত্রণাধিবাস হয় বিল্ব-বৃক্ষে। নবম্যাদি কল্পে এবং প্রতিপদাদি কল্পে কৃষ্ণানবমী থেকে ষষ্ঠী অথবা প্রতিপদ থেকে ষষ্ঠী পর্যন্ত তেরো দিন অথবা ছয় দিন বিল্ববৃক্ষে দেবীর পূজা হয়। দেবীর আমন্ত্রণ কালে বিল্ববৃক্ষ পূজার পরে প্রার্থনা মন্ত্র :

মেরুমন্দার কৈলাশহিমবচ্ছিখরে গিরৌ।
জাতঃ শ্রীফলবৃক্ষস্তমম্বিকায়াঃ সদা প্রিয়ঃ॥
শ্রীশৈলশিখরে জাতঃ শ্রীফলঃ শ্রীনিকেতনঃ।
নেতব্যোঽসি ময়া গচ্ছ পূজ্যো দুর্গা স্বরূপতঃ॥

—মেরু, মন্দার, কৈলাশ এবং হিমালয় শিখরে জাত শ্রী (ফল) বৃক্ষ, তুমি সর্বদাই অম্বিকার প্রিয়। শ্রী পর্বতের শৃঙ্গে জাত, শ্রী ফল বৃক্ষ শ্রী-র (লক্ষ্মীর) আবাসস্থল। তুমি আমার দ্বারা নীত হয়ে দুর্গাস্বরূপে পূজিত হও।

বিল্ববৃক্ষের প্রণাম মন্ত্র :

মহাদেব প্রিয়করো বাসুদেবপ্রিয়ঃ সদা।
উমাপ্রীতিকরো যস্মাদ্বিল্ববৃক্ষ নমোঽস্তুতে॥

বিল্বফল, বিল্ববৃক্ষ, বিল্বপত্র শিব-শিবানীর অতি প্রিয়। বিল্বপত্র ছাড়া শিব-শিবানীর পূজা হয় না। দেবীপূজায় দন্তমার্জন কাষ্ঠরূপে বিল্বশাখা ব্যবহৃত হয়। অষ্টাবিংশতি বা অষ্টোত্তরশত সংখ্যক ঘৃতসিক্ত বিল্বপত্র দ্বারা দেবীর হোমকর্ম বিধেয়। দেবীপূজায় একান্ত প্রয়োজনীয় নবপত্রিকার নয় প্রকার উদ্ভিদের অন্যতম বিল্বশাখা। যুগল বিল্বফল নবপত্রিকার সঙ্গে সংযুক্ত হয়। "বিল্বাধিষ্ঠাত্রৈ শিবায়ৈ নমঃ"—মন্ত্রে নব পত্রিকাস্থিত বিল্বের পূজা করা হয়।

বিল্ব ও শ্রী বিল্ববৃক্ষ শ্রীবৃক্ষ এবং বিল্বফল শ্রীফল নামে প্রসিদ্ধ। শ্রী শব্দের অর্থ লক্ষ্মী। লক্ষ্মীর সঙ্গে বিল্বের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ। তন্ত্র ও পুরাণের বর্ণনায় অনেক স্থলে লক্ষ্মী দেবীর এক হস্তে পদ্ম ও অপর হস্তে শ্রীফল বর্তমান—

---

১ পূজাপার্বণ—১০ ২ পূজাপার্বণ—পৃঃ ১৯

শ্রীফলং দক্ষিণে পাণৌ বামে পদ্মঞ্চ বিভ্রতী।[১]
পদ্মং হস্তে প্রদাতব্যং শ্রীফলং দক্ষিণে ভুজে।[২]
পদ্মশ্রীফলধারিণী চ করিণ্যোঃ কমলান্বিতৈঃ।
স্নাপ্যমানা মহাদেবী সর্বাভরণ ভূষিতা ॥[৩]

ঘৃত ও শ্রীফল দ্বারা হোম করলে আয়ু, আরোগ্য এবং রাজ্যলাভ হয়—ঘৃতশ্রীফলহোমেন আয়ুরারোগ্যরাজ্যদা।[৪]

বিল্বপত্র চয়নের মন্ত্র :

বিল্ববৃক্ষ মহাভাগ মহেশস্য সদা প্রিয়ঃ।
শিবদর্শনকৃজ্জ্যোতিঃ প্রসীদাব্ধিসুতাস্তন ॥[৫]

—হে বিল্ববৃক্ষ, হে মহাভাগ, তুমি সর্বদাই মহাদেবের প্রিয়। শিবদর্শনের জ্যোতি, হে লক্ষ্মীর স্তন, তুমি প্রসন্ন হও।

বিল্বপ্রণামের মন্ত্র :

ওঁ নমো বিল্বতরবে সদা শঙ্কররূপিণে।
সফলানি মমাঙ্গানি কুরুষ শিবহর্ষদ ॥[৬]

—শিবরূপী বিল্ববৃক্ষকে সদাই নমস্কার। হে শিবের আনন্দপ্রদ, আমার অঙ্গসমূহ সফল কর।

পুরাণতন্ত্রাদি মতে লক্ষ্মী দেবী বিল্ববৃক্ষরূপে মহামায়ার আরাধনা করেছিলেন। সেইজন্য লক্ষ্মীরূপী বিল্ববৃক্ষ ব্রহ্মা বিষ্ণু-শিবময়।

কল্পবৃক্ষসমো বিল্বব্রহ্মাবিষ্ণুশিবাত্মকঃ।
মহালক্ষ্মীবিল্ববৃক্ষো জাতঃ শ্রীশৈলপর্বতে ॥[৭]

স্কন্দপুরাণে (আবন্ত্যখণ্ড) বিল্ববৃক্ষ, কল্পবৃক্ষ ও শ্রীবৃক্ষরূপে উল্লিখিত হয়েছে—

কল্পবৃক্ষস্ততো জাতা ব্রহ্মণা ধ্যায়তো পুরা।
তেষাং মধ্যে বিল্ববৃক্ষ শ্রীবৃক্ষ ইতি গীয়তে ॥[৮]

যোগিনীতন্ত্রে (পূর্বখণ্ড ৫ম, পটল) বিল্ববৃক্ষে লক্ষ্মী দেবীর অধিষ্ঠানের হেতু সম্পর্কে একটি উপাখ্যানের অবতারণা আছে। উপাখ্যানটি এই : বিষ্ণুর নিকট সপত্নী সরস্বতী অত্যধিক প্রিয় হওয়ায় লক্ষ্মী দেবী কঠোর তপশ্চরণে প্রবৃত্তা হলেন। তিনি শ্রীশৈল মন্দিরে শিবলিঙ্গের নিকট তপস্যা করে শিবের কৃপালাভে অসমর্থা হওয়ায় বিল্ববৃক্ষরূপে পত্র, পুষ্প এবং ফলের দ্বারা শিবলিঙ্গের অর্চনা করতে লাগলেন। কোটি বর্ষ তপস্যার পরে মহাদেবের কৃপায় লক্ষ্মী বিষ্ণুর প্রিয়তমা হয়ে বিষ্ণুর বক্ষে স্থান লাভ করলেন। এই কারণেই বিল্ববৃক্ষ শিব-শিবানীর আবাসস্থল এবং পরম পবিত্র। শিব বলেছেন পার্বতীকে—

---

১ প্রাণতোষিণীতন্ত্র—৪।৭ ২ মৎস্যপুরাণ—২৬১।৪৪ ৩ দেবীপুরাণ—৫০।১১-১৭
৪ দেবীপুরাণ—৫০।১১০ ৫ বৃহদ্ধর্ম, পূর্বখণ্ড—১১।১২
৬ বৃহদ্ধর্ম, পূর্বখণ্ড—১১।১৪ ৭ যোগিনীতন্ত্র—পূর্বখণ্ড, ৫ম পটল
৮ স্কন্দপুরাণ, আবন্ত্য—৮৩।২৩

অতস্তং বৃক্ষমাশ্রিত্য তিষ্ঠামি চ দিবানিশম্।
সর্বতীর্থময়ো দেবী সর্বদেবময়ঃ সদা।
শ্রীবৃক্ষঃ পরমেশানি অতএব ন সংশয়ঃ॥

—অতএব সেই বৃক্ষকে আশ্রয় করে আমি দিবানিশি অবস্থান করবো। হে দেবী পরমেশানি! শ্রীবৃক্ষ সর্বতীর্থময় ও সর্বদেবময়—এ বিষয়ে সংশয় নেই॥

শিব বিল্ববৃক্ষে দিবারাত্র অধিষ্ঠান করতে স্বীকৃত হলেন। বিল্ব শিব-শিবানীর অধিষ্ঠান ক্ষেত্র, আবার লক্ষ্মীরও বাসস্থান। সেইজন্য বোধনের সময়ে মন্ত্র—"শ্রীবৃক্ষে বোধয়ামি ত্বাং যাবৎ পূজাং করোম্যহম্।"[১] কিন্তু বাসুদেব ও বিষ্ণুরও প্রিয় বিল্ব। বিল্বপত্রের তিনটি দলের ঊর্ধ্বপত্রে শিব, বামপত্রে ব্রহ্মা এবং দক্ষিণপত্রে বিষ্ণু অবস্থান করেন।[২] শিব ও বিষ্ণু অভিন্ন বলেই লক্ষ্মী ও দুর্গা অভিন্না। সেইজন্যই শ্রীবৃক্ষে বা বিল্ববৃক্ষে দেবীর অধিষ্ঠান।

বিল্বযূপ

বিল্ব, লক্ষ্মী, শিব ও দুর্গার বিল্বপ্রিয়তার একটি বিশেষ তাৎপর্য আছে। কৃষ্ণযজুর্বেদে স্পষ্টভাবেই উল্লিখিত আছে যে, বিল্ববৃক্ষ থেকে যূপকাষ্ঠ নির্মিত হোত,—বৈল্বো যূপো ভবত্যসৌ বা আদিত্যো যতোঽজায়ত ততো বিল্ব উদতিষ্ঠৎ।"[৩]—বিল্বকাষ্ঠে যূপ তৈরী হয়, আদিত্য যেখানে জন্মেছেন, সেখান থেকেই বিল্ব উঠেছেন।

যজ্ঞে যূপকাষ্ঠের প্রয়োজনে বিল্ব ব্যবহৃত হওয়ায় দ্যুলোকস্থ অগ্নি আদিত্যের সঙ্গেও বিল্বের সংশ্লেষ। তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণে আছে, খদির, বিল্ব অথবা পার্ণ কাষ্ঠ যজ্ঞে প্রয়োজন হয়—খদিরো বা বৈল্বো বা পার্ণো বাঽন্যেষাং যজ্ঞানাং ভবতি…।"[৪] ভাষ্যকার সায়ন বলেছেন, অশ্বমেধ যজ্ঞে একুশটি যূপের প্রয়োজন হয়, তন্মধ্যে খদির, বিল্ব এবং পলাশ বৃক্ষের বা অন্য কোন বৃক্ষের যূপ নির্মাণ করা কর্তব্য।

বৈদিক যজ্ঞে পশুবলি অপরিহার্য ছিল। বিষ্ণু যজ্ঞরূপী—রুদ্রও যজ্ঞ। ইড়া-ভারতী-সরস্বতী যজ্ঞাগ্নি। ইড়া-ভারতী-সরস্বতী লক্ষ্মী-দুর্গা-সরস্বতীতে পরিণত হয়েছেন। সরস্বতীর যজ্ঞে মেষী বলি দেওয়ার রীতি ছিল। মনুসংহিতায় (৩।৮৯) লক্ষ্মীর নিকটে এবং সাংখ্যায়ন গৃহসূত্রে (২।২৪।১০) শ্রী-র নিকট বলির ব্যবস্থা আছে। দুর্গা ও অন্যান্য শক্তিদেবতার পূজায় ছাগ, মেষ, মহিষ, কুষ্মাণ্ড, ইক্ষু প্রভৃতি বলি দেওয়ার রীতি প্রচলিত। দেবী পূজায় পশুবলি অবশ্যই বৈদিক যজ্ঞের অনুস্মৃতি। যোগেশচন্দ্র রায়ের মতে কুষ্মাণ্ডবলি নরবলির প্রতীক, ইক্ষু সুরার প্রতীক।[৫] যজ্ঞে পশুবলির অপরিহার্যতার জন্যই রুদ্রযজ্ঞাগ্নিরূপা দুর্গার বিল্বযূপে তথা বিল্ববৃক্ষে অধিষ্ঠান। শ্রীসূক্তে লক্ষ্মীর সঙ্গে বিল্বের সম্পর্ক

১ কালিকাপুরাণোক্ত দুর্গাপূজা পদ্ধতি, নৃসিংহচন্দ্র বিদ্যাভূষণ—পৃঃ ২৩
২ বৃহদ্ধর্ম—১১।৭ ৩ তৈত্তিরীয় সংহিতা—২।১।১।৮ ৪ তাণ্ড্য—২১।৪।১৩
৫ পূজাপার্বণ—পৃঃ ৭৯

উল্লিখিত হয়েছে,—"আদিত্যবর্ণে তপসোঽধিজাতো বনস্পতি স্তব বৃক্ষোঽথ বিল্বঃ।"—হে আদিত্যবর্ণা শ্রী, তোমার তপস্যায় জাত বিল্ববৃক্ষ তোমারই।

শ্রী-লক্ষ্মীর সঙ্গেই বিল্বের সংযোগ প্রথমাবধি ছিল। পরে বিল্ববৃক্ষে শিব শিবানীর অধিষ্ঠান হয়েছে। মনে হয় বিল্ববৃক্ষ শ্রী বা সৌভাগ্যের হেতু এরূপ বিশ্বাসও প্রচলিত ছিল। সুস্বাদু ফল ও যজ্ঞীয় কাষ্ঠের জন্যই হয়ত বিল্ব সৌভাগ্যের হেতু বিবেচিত হয়েছিল।

বিল্বের অরণি

যোগেশচন্দ্র রায় লিখেছেন যে বিল্বকাষ্ঠের অরণি-দ্বারা যজ্ঞাগ্নি প্রজ্বলিত করা হোত বলেই যজ্ঞাগ্নিরূপা দুর্গা বিল্বে বাস করেন। সেকালে দিয়াশলাই জ্বেলে আগুন জ্বালার ব্যবস্থা ছিল না। কাঠে কাঠে ঘষে আগুন জ্বালা হোত। যে দু'টি কাষ্ঠ ঘর্ষণ করে অগ্নি প্রজ্বলিত হোত সেই কাষ্ঠখণ্ডকে মন্থন কাষ্ঠ বা অরণি বলা হোত। সাধারণতঃ একটি শমী কাঠ ও একটি অশ্বত্থ কাঠ ঘষে আগুন জ্বালানো হোত। তাই অরণি বলতে ঘর্ষণোপযোগী অশ্বত্থও শমী কাষ্ঠ বোঝায়। কিন্তু আচার্য রায় মনে করেন যে বাঙ্গালা দেশে শমীবৃক্ষ দুষ্প্রাপ্য হওয়ায় শমীকাষ্ঠের পরিবর্তে বিল্বকাষ্ঠের অরণি দ্বারা অগ্নি উৎপাদনের ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। অমরকোষ অভিধানে বিল্বের নাম শাণ্ডিল্য হওয়ায় আচার্য রায়ের অনুমান, শাণ্ডিল্য গোত্রীয় কোন ব্রাহ্মণ বিল্বকাষ্ঠের অরণি প্রবর্তন করেছিলেন।[১] যে অগ্নি কাষ্ঠে সুপ্ত ছিল অরণি মন্থনের (কাষ্ঠ ঘর্ষণের) ফলে সেই অগ্নির জাগরণই দুর্গার বোধন। অরণির দ্বারা অগ্নি উৎপাদনের নাম বোধন। বিল্বকাষ্ঠের অরণি, এই হেতু দেবী বিল্ববাসিনী। দুর্গা অগ্নিস্বরূপা…। কাষ্ঠে যে অগ্নি সুপ্ত থাকে মন্থন দ্বারা তাহার আবির্ভাব হয়, যেন নিদ্রিত অগ্নি জাগ্রত হয়।"[২] জার্মাণ পণ্ডিত ওয়েবার (Weber) দুর্গাকে যজ্ঞাগ্নির সঙ্গে সংযুক্ত মনে করেছেন।[৩] পদ্মপুরাণে পার্বতী যজ্ঞের অরণি—

হিমালয়স্য দুহিতা যা চ দেবী ভবিষ্যতি।
তস্যাঃ সকাশাদ্ যঃ সূনুররণ্যা পাবকো যথা॥[৪]

—হিমালয়ের কন্যা যে দেবী জন্মাবেন, অরণি থেকে অগ্নি জন্মের মত তাঁর পুত্র জন্মাবে।

মৎস্যপুরাণে উমা বিশ্বের অরণি।

পার্বতী-পুত্র কার্তিকেয় অগ্নিপুত্র। যূপকাষ্ঠের প্রয়োজনেই হোক আর অরণির প্রয়োজনেই হোক বিল্ববৃক্ষের যাগযজ্ঞের সম্পর্ক হয়েছিল অচ্ছেদ্য। তাই বিল্বে যজ্ঞ বিষ্ণু ও বিষ্ণুশক্তি শ্রীলক্ষ্মী এবং রুদ্রযজ্ঞ ও রুদ্রশক্তি দুর্গার অধিষ্ঠানক্ষেত্র। বিল্বাধিষ্ঠাত্রী শিবার বোধন তাই বিল্বে। বিল্ব তাই নবপত্রিকার অন্যতম।

---

১ পূজাপার্বণ—১৩০ ২ পূজাপার্বণ—পৃঃ ১২৯ ৩ পঞ্চোপাসনা—পৃঃ ২২৯
৪ পদ্মঃ, সৃষ্টিখণ্ড—৪২।৪৯

প্রভাতে সূর্যোদয়কালে অরণি মন্থনের দ্বারা যজ্ঞাগ্নি প্রজ্বলিত হোত। আচার্য রায় মনে করেন যে সায়ংকালে দেবীর বোধন হয় বলেই অকাল বোধন।[১]

দুর্গা-চণ্ডী-উমা-অম্বিকার একাত্মতা : রুদ্র যজ্ঞাগ্নি দুর্গা আর ব্রহ্মা, বিষ্ণু শিব প্রভৃতি দেববর্গের তেজে গঠিতা চণ্ডী স্বরূপতঃ অভিন্না। সর্বদেবময় সূর্য ও অগ্নির তেজে নির্মিত বিভিন্ন দেবসত্তার সম্মিলনে দেবী চণ্ডীর উদ্ভব। "অগ্নি তেজোময়। দুর্গা যাবতীয় দেবতার সম্মিলিত তেজঃ। ঋষিগণ যজ্ঞীয় অগ্নিতে সম্মিলিত তেজঃ অনুভব করিয়াছিলেন।"[২] যজুর্বেদের অম্বিকা দুর্গা-চণ্ডীর সঙ্গে মিশে গেলেন। অম্বিকা রুদ্রের ধ্বংসকার্যের সহায়িকারূপে প্রথমে অম্বিকা রুদ্রশক্তি রূপে পরিকল্পিতা হয়েছিলেন রুদ্রের ভগিনী হিসাবে। কিন্তু পরে রুদ্রযজ্ঞের অগ্নি আর রুদ্রযজ্ঞ অভিন্ন বিবেচনায় যজ্ঞাগ্নি রুদ্রের শক্তিরূপে কল্পিতা হলেন অম্বিকা,—তিনি হলেন রুদ্রপত্নী—রুদ্রাণী—শিবানী। সূর্য-উষা, ব্রহ্মা-সরস্বতী প্রভৃতি দেবযুগলের মত রুদ্র ও অম্বিকার যে আপাতঃ বিরোধিতা ছিল, তা লুপ্ত হয়ে রুদ্রাণী-অম্বিকা, চণ্ডী, দুর্গা, পার্বতী, উমা-হৈমবতী মিলেমিশে একাকার হয়ে রুদ্র-শিবের গৃহিণীরূপেই সুপ্রতিষ্ঠিতা হলেন। এই মহাশক্তির আরও বহু বিচিত্র মূর্তি বিভিন্নতা সত্ত্বেও এক মহাশক্তিতে আত্মবিসর্জন করেছেন।

ভদ্রকালীর স্বরূপ : দেবীর অন্যতর মূর্তি ভদ্রকালীকেও যোগেশচন্দ্র রায় যজ্ঞাগ্নিরূপেই ব্যাখ্যা করেছেন: "ভদ্রকালী ইন্দ্রযজ্ঞরূপা। ধূম-অগ্নির পতাকা। ঋগ্বেদে আছে, যেখানে ধূম আছে সেখানে অগ্নিও আছে। এই ন্যায়ে ভদ্রকালীর বর্ণ নীল। গাঢ় নীল নয়, আ-নীল, যেমন নীলোৎপলের ফুল, কিম্বা অতসীর ফুল। বস্তুতঃ তিনি যজ্ঞীয় অগ্নি।"[৩] ভদ্রকালী ও দুর্গা একই শক্তি। কাত্যায়নী ও চণ্ডী একই দেবসত্তা। ঠিক তেমনি দেবীর ভিন্ন মূর্তি বিন্ধ্যবাসিনী ও কৌশিকী। ভদ্রকালী, কাত্যায়নী প্রভৃতি পৃথক সত্তা বজায় রেখেছেন। কিন্তু দেবতেজঃসম্ভবা চণ্ডী, রুদ্রের ধ্বংসকার্যের সহায়িকা শরৎরূপিণী অম্বিকা, ব্রহ্মবিদ্যা উমা, পর্বতনন্দিনী গৌরী অথবা পর্বতবাসিনী পার্বতী পৃথক সত্তা হারিয়ে একটি মাত্র সত্তায় পর্যবসিত হলেন। ঘোররূপা বৃত্রঘাতিনী শত্রুনাশিনী দিব্য সরস্বতী তাঁর ভীষণতা—তাঁর শত্রুহননকার্য দিলেন চণ্ডী দুর্গাকে। সরস্বতী ও দুর্গার অভিন্নতার প্রমাণ হিসাবে আরও উল্লেখ্য যে, পাঞ্জাব, মহারাষ্ট্র, ও তামিলনাদে আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষে সপ্তমী থেকে নবমী পর্যন্ত সরস্বতীর পূজা হয়। সরস্বতীর শত্রুঘাতনশক্তি নিয়ে রুদ্রানী হলেন মহিষাসুর-নাশিনী—শুম্ভ নিশুম্ভ, চণ্ড মুণ্ড, রক্তবীজ, বেত্রাসুর, দুর্গমাসুর, ঘোরাসুর (দেবীপুরাণ অনুসারে), মঙ্গল দৈত্য প্রভৃতি অশুভ শক্তির নিহন্ত্রী। দেবীর অসুরবধ কাহিনীগুলি অবশ্যই ইন্দ্র, রুদ্র, বিষ্ণু, সরস্বতী প্রভৃতির বৃত্রাদি দানব বধের আদর্শে কল্পিত। শত্রুঘাতিনী দেবী অরণ্যে কান্তারে নগরে দুর্গে পর্বতে সর্বত্রই নিজের রাজ্যপাট বসিয়ে বিভিন্ন নামে পূজিতা হতে লাগলেন, দেবী

---

১ পূজাপার্বণ—পৃঃ ১০০ ২ পূজাপার্বণ—পৃঃ ৯২ ৩ পূজাপার্বণ—পৃঃ ১১৭

কান্তারে অবস্থান করায় কান্তারবাসিনী,—স্কন্দমাতর্ভগবতি দুর্গে কান্তার বাসিনী।[১] সরস্বতীর কল্যাণাত্মিকা মূর্তি লক্ষ্মীর মধ্য দিয়ে দুর্গা-চণ্ডীতেও ভর করলেন, দেবী হলেন শস্যের দেবী অন্নপূর্ণা—অন্নদা। ভক্ত তাঁর কাছে প্রার্থনা জানালেন—"রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি, দ্বিষো জহি।" রুদ্র রুদ্রত্ব হারিয়ে হলেন শিব,—রুদ্রাণীও ধ্বংসকার্য বিস্মৃত হয়ে হলেন কল্যাণী মাতৃরূপা উমা-পার্বতী—অন্নদাত্রী অন্নপূর্ণা,—মহিলাদের উপাস্যা মঙ্গলচণ্ডী। বাঙ্গালাদেশে উমাই হলেন স্নেহময়ী কন্যা—বৈষ্ণবীয় প্রভাবে বাৎসল্য রসের আধার।

নবপত্রিকা : অনেকে মনে করেন যে দুর্গাদেবী আসলে শস্যদেবী। নবপত্রিকা পূজাই তার প্রমাণ। নবপত্রিকা অর্থে বোঝায় নয়টি গাছের পাতা। নবপত্রিকা নয়টি গাছের পাতা নয়, নয়টি উদ্ভিদ। এই নয়টি উদ্ভিদ—কদলী, কচু, হরিদ্রা, জয়ন্তী, বিল্ব, দাড়িম্ব, অশোক, মান ও ধান। একটি সপত্র কদলী বৃক্ষে বাকী আটটি সমূল সপত্র উদ্ভিদ অথবা সপত্র শাখা একত্র করে একজোড়া বেলসহ শ্বেত অপরাজিতা লতা দ্বারা বেঁধে লালপাড় সাদা শাড়ী জড়িয়ে ঘোমটা দেওয়া বধূর আকার দিয়ে সিঁদুর মাখিয়ে দেবীর দক্ষিণে গণেশের পাশে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়। প্রচলিত ভাষায় নবপত্রিকাকে কলা-বৌ বা গণেশের বধূ বলা হয়। কিন্তু নবপত্রিকা নবদুর্গা নামে পূজিতা হন—উদ্ভিদগুলি দেবীর প্রতিরূপ হিসাবে গণ্য হয়। এই নয় দেবী—রম্ভাধিষ্ঠাত্রী ব্রহ্মাণী, কচ্বধিষ্ঠাত্রী কালিকা, হরিদ্রাধিষ্ঠাত্রী উমা, জয়ন্ত্যাধিষ্ঠাত্রী কার্তিকী, বিল্বাধিষ্ঠাত্রী শিবা, দাড়িম্বাধিষ্ঠাত্রী রক্তদন্তিকা, অশোকাধিষ্ঠাত্রী শোকরহিতা, মানাধিষ্ঠাত্রী চামুণ্ডা ও ধান্যাধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মী। নয়টি উদ্ভিদের একত্র অবস্থান নবপত্রিকা নবদুর্গা নামে "নবপত্রিকাবাসিন্যৈ নবদুর্গায়ৈ নমঃ" মন্ত্রে পূজিতা হয়। নবপত্রিকা সম্পর্কে পণ্ডিতগণ প্রায় সমস্বরে অভিমত প্রকাশ করেছেন যে নবপত্রিকা শস্যদেবীর পূজা। রমাপ্রসাদ চন্দ লিখেছেন—"An important aspect of Durgā-worship called navapatrikā or the worship of the nine plants (lit-leaves) also clearly shows that the goddess was conceived as the personification of the vegetation spirit."[২]

ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত লিখেছেন' "এই শস্যবধূকেই দেবীর প্রতীক গ্রহণ করিয়া প্রথমে পূজা করিতে হয়, তাহার কারণ শারদীয়া পূজা মূলে বোধহয় এই শস্য-দেবীরই পূজা। পরবর্তীকালের বিভিন্ন দুর্গাপূজা বিধিতে এই নবপত্রিকার বিভিন্ন ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে।…বলা বাহুল্য এই সবই হইল পৌরাণিক দুর্গাদেবীর সহিত এই শস্যদেবীকে সর্বাংশে মিলাইয়া লইবার একটা সচেতন চেষ্টা। এই শস্য-দেবী মাতা পৃথিবীরই রূপভেদ, সুতরাং আমাদের

১ মহাভারত, আদি—২৩।১১
২ The Indo-Aryan Races, 1916—page 131

জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে আমাদের দুর্গাপূজার ভিতরে এখনও সেই আদিমাতা পৃথিবীর পূজা অনেকখানি মিশিয়া আছে।"[১]

ডঃ জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, "Another important aspect of the Devi is her concept as the personification of vegetation spirit, which is emphasised by her name Sākambharí already noted. This finds a clear corroboration in the present day Nava-patrikāpraveśa ceremony in the autumnal worship of Durgā in Bengal."[২]

আরও একজন পণ্ডিত অনুরূপ মন্তব্য করেছেন: "The worship of Nabapatirikā, which is an important aspect of Durgā worship clearly shows that the goddess is connected with vegetation."[৩]

মহাকবি কৃত্তিবাস রচিত রামায়ণে নবপত্রিকা পূজার উল্লেখ আছে,—বাঁধিলা পত্রিকা নব বৃক্ষের বিলাস।[৩]

শস্যদেবী শাকম্ভরী: শস্যদেবী বা ভূদেবীর সঙ্গে দুর্গা পূজার সংশ্লেষ অসম্ভব নয়, কিন্তু দুর্গা পূজাকে কোন মতেই শস্যদেবীর পূজা বলা চলে না। দেবীর অপর এক মূর্তি শাকম্ভরীকেও শস্যদেবী বা পৃথিবী দেবী বলে ব্যাখ্যা করা হয়। যে দেবী স্বদেহোদ্ভব শাকের দ্বারা পৃথিবী পূর্ণ করে সকল জীবের প্রাণধারণের আয়োজন করেন তাঁকে শস্যদেবী, পৃথিবীদেবী বা কৃষিদেবী মনে করা চলে। ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্তের মতে, এই শাকম্ভরী দেবী পৃথিবী বা বসুন্ধরা ইনিই পরে হয়েছেন অন্নদা অন্নপূর্ণা। "শাক শব্দে এখানে সর্বপ্রকার শস্যকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে মনে হয়। শস্য দ্বারা সমস্ত জগৎ পরিপালন করিবেন যে দেবী, তিনি কে? তিনি দেবী বসুন্ধরা। এই শাকম্ভরী দেবীই ত আবার দেখা দিয়াছেন 'অন্নদা' বা অন্নপূর্ণারূপে।"[৪] শাকম্ভরীকে শস্যদেবীরূপে স্বীকার করলেও দুর্গা পূজার প্রাথমিক রূপ শস্যদেবী বা পৃথিবীদেবী পূজা, একথা স্বীকার করা চলে না। এদেশে লক্ষ্মী শস্যদেবীরূপে পূজিতা হন। সৌভাগ্যের দেবী লক্ষ্মী শেষপর্যন্ত ধান্যাধিষ্ঠাত্রী দেবীতে পর্যবসিত হয়েছেন। লক্ষ্মীদেবী অবশ্যই দুর্গার সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে গেছেন। নবপত্রিকায় ধানগাছ তথা ধান্যাধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মী নবদুর্গার অন্যতমা রূপে দুর্গার সঙ্গে মিশ্রিত হওয়ার ইতিবৃত্ত বিজ্ঞাপিত করে। বর্ধমান জেলার কালনায় শ্রাবণী পূর্ণিমা থেকে তিনদিন মহিষমর্দিনী পূজা হয় সাড়ম্বরে। শ্রাবণী পূর্ণিমায় মহিষমর্দিনীর পূজা কৃষিদেবীর সঙ্গে দুর্গার সংযোগ ব্যঞ্জিত করে। কিন্তু মহিষাসুরমর্দিনীর পূজা বিশেষতঃ শারদীয়া বা বাসন্তী

১ ভারতীয় শক্তিসাধনা ও শাক্ত সাহিত্য—পৃঃ ২৫-২৬
২ Pauranice and Tantric Religion(C.U)—page 125-126,
৩ Indian mother goddess, N.N. Bhattacharya—page 12
৪ ভারতের শক্তিসাধনা ও শাক্ত সাহিত্য—পৃঃ ২৪

পূজা যে কোন মতেই শস্যদেবীর পূজা নয়, তা পূর্ববর্তী আলোচনায় স্পষ্টীকৃত হয়েছে। হিন্দু দেবতাগোষ্ঠীর মধ্যে শস্যদেবী বা পৃথিবী দেবী তেমন কোন উল্লেখযোগ্য স্থান করে নিতে পারেন নি। তাই বসুধা বা ভূদেবী বিষ্ণুপত্নী হিসাবে লক্ষ্মীতেই বিলীন হয়ে গেছেন। সরস্বতী, লক্ষ্মী ও দুর্গার অভিন্নতা এবং বৈদিক সরস্বতীর গুণকর্মের অংশরূপে লক্ষ্মী ও দুর্গার উদ্ভবতত্ত্ব পূর্বেই প্রতিপাদিত হয়েছে। বিষ্ণুমায়া লক্ষ্মীরূপিণী দুর্গা যে সৌভাগ্য ও শস্যের সঙ্গে সংযুক্ত হবেন, তাতে আর বিস্ময়ের কি আছে? লক্ষ্মী সরস্বতীকে সঙ্গে নিয়েই তাই দুর্গা দেবীর আবির্ভাব। নবপত্রিকা ছাড়াও দুর্গা পূজার সময়ে দুর্গা প্রতিমার পাশে ধান্যলক্ষ্মী(শস্য)পূজাও করা হয়ে থাকে। শস্যদেবী অন্নপূর্ণা হয়েছেন' এ মতই বা গ্রহণ করা চলে কি ভাবে? দেবীর মূর্ত্যন্তর হিসাবে শাকম্ভরীর উল্লেখ ছাড়া তাঁর পূজার প্রচলন দেখা যায় না, শাকম্ভরীর বিশিষ্ট কোন আকার বা মূর্তিরও সন্ধান মেলে না। দুর্গা অন্নপূর্ণা হয়েছেন লক্ষ্মীর প্রভাবেই।

নবপত্রিকায় যে নয়টি উদ্ভিদ থাকে তার সবগুলিকে শস্য বলা চলে না। মান, কচু, বিল্ব ও দাড়িম শস্য হিসাবে উল্লেখযোগ্য নয়। শস্যপূজা হলে ধানের সঙ্গে যব, গোধূম (গম), মাষ (কলাই), ইক্ষু, তিল (তৈলবীজ) প্রভৃতি প্রধান প্রধান শস্য থাকা উচিত ছিল। বিল্বের সঙ্গে দেবীর মত দেবীর অচ্ছেদ্য সম্পর্কের জন্যই নবপত্রিকাতেও বিল্ব স্থান পেয়েছে। হরিদ্রা, মান, কচু প্রভৃতিকে যদি কৃষি সম্পদরূপে গণ্য করাও যায়, তাহলেও জয়ন্তী ও অশোক ত কৃষিসম্পদ নয়। জয়ন্তী দেবী দুর্গার এক নাম। স্মরণীয়, জয়ন্তী মঙ্গলা কালী ভদ্রকালী কপালিনী ইত্যাদি। অগ্নিমন্থের নামও জয়ন্তী।[১] দেবীর জয়ন্তী নামের সঙ্গে অগ্নিমন্থনের সম্পর্ক অচ্ছেদ্য। জয়ন্তী নামক উদ্ভিদ নামসাদৃশ্যে দেবীর জয়ন্তী নামের অথবা অগ্নিমন্থনের প্রতীক হিসাবে কি নবপত্রিকাতে স্থান পেয়েছে? দেবী অশোকা—শোক নাশ করেন। সেই জন্যই কি অশোকে দেবীর অধিষ্ঠান? চৈত্রমাসের শুক্লা ষষ্ঠী অশোকা ষষ্ঠী নামে প্রসিদ্ধ। ঐদিনে অশোকা হওয়ার কামনায় বাঙ্গালী মায়েরা অশোকা ষষ্ঠীর পূজা করেন অশোক ফুল দিয়ে এবং অশোক ফুলের কুঁড়ি ভক্ষণ করেন। অশোকা ষষ্ঠীর সঙ্গে দেবী দুর্গার সম্মিলন ঘটেছে নবদুর্গার অন্যতমা অশোকবৃক্ষাধিষ্ঠাত্রীর সম্মিলনে। মার্কণ্ডেয়পুরাণ অনুসারে দুর্গমাসুর বধকালে দেবীর দন্ত দাড়িম্ব কুসুমের মত রক্তবর্ণ হওয়ায় তিনি রক্তদন্তিকা নামে পরিচিতা হয়েছিলেন। সেইজন্যই কি দাড়িমবৃক্ষ দেবীর প্রতীক হয়েছে? দেবীর বর্ণ হরিদ্রা বলেই কি হরিদ্রা তাঁর প্রতীক? কিন্তু কচু ও মান? এ দুটির তাৎপর্য বোধগম্য হচ্ছে না। দেবীর অপর নাম অপরাজিতা। দশমীতে পূজান্তে অপরাজিতা পূজার বিধি। সেই জন্যই অপরাজিতা লতায় নবপত্রিকা বাঁধা হয়। যোগেশচন্দ্র রায় অনুমান করেছেন, "বোধ হয় কোনও প্রদেশে শবরাদি জাতি নয়টি গাছের পাতা সম্মুখে রাখিয়া নবরাত্রি উৎসব করিত।

১ পূজাপার্বণ—পৃঃ ১০২

তাহাদের নবপত্রী দুর্গা প্রতিমার পার্শ্বে স্থাপিত হইতেছে। মানুষের স্বভাব—যেটা কোথাও হয়, সেটা অন্যত্র প্রচারিত হয়।[1]

নবপত্রিকার সঙ্গে দুর্গার সংযোগের হেতু যাই হোক,—নবপত্রিকার সঙ্গে দুর্গার সংযোগ যে অর্বাচীন কালের তাতে সন্দেহ নেই। মার্কণ্ডেয়পুরাণে বা কালিকাপুরাণে নবপত্রিকার উল্লেখ নেই। দেবীপুরাণে নবদুর্গার উল্লেখ থাকলেও নবপত্রিকা অনুল্লিখিত। উত্তর বঙ্গে দিনাজপুর জেলায় পোর্শা গ্রামে একটি দুর্লভ নবদুর্গার মূর্তি পাওয়া গেছে। নবদুর্গার নয়টি মূর্তি মহিষাসুরমর্দিনী। মধ্যেরটি আকারে বড়—অষ্টাদশভুজা। বাকী আটটি আকারে ছোট—ষোড়শভুজা। ডঃ জিতেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে মধ্যস্থিত মূর্তিটি উগ্রচণ্ডা। বাকী আটটি রুদ্রচণ্ডা, প্রচণ্ডা, চণ্ডোগ্রা, চণ্ডনায়িকা, চণ্ডা, চণ্ডবতী, চণ্ডরূপা ও অতিচণ্ডিকা।[2] কালিকাপুরাণে দেবী দুর্গার ধ্যানে উগ্রচণ্ডা, প্রচণ্ডা প্রভৃতি দেবীর অষ্টনায়িকা।[3] এই নবদুর্গার মূর্তিতে নবপত্রিকার কোন সংযোগ নেই। তাই মনে হয় নবপত্রিকা পূজার রীতি পরবর্তীকালে সংযোজিত। তবে কালিকাপুরাণে সপ্তমী তিথিতে পত্রিকা-পূজার নির্দেশ আছে।[4] যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির মতে "কালিকাপুরাণ অষ্টম হইতে একাদশ খ্রীষ্ট শতাব্দে রচিত হইয়াছিল।"[5]

নবরাত্র ব্রত : দুর্গাপূজাকে নবরাত্র ব্রত বলা হয়। দেবী ভাগবতে রাম কর্তৃক রাবণবধের উপায় জিজ্ঞাসিত হয়ে রাবণ রামকে নবরাত্র ব্রত অনুষ্ঠান করতে বলেছিলেন—

ব্রতং কুরুষ শ্রদ্ধাবানাশ্বিনে মাসি সাম্প্রতম্॥
নবরাত্রোপবাসঞ্চ ভগবত্যাঃ প্রপূজনম্।
সর্বসিদ্ধিকরং রাম জপহোমবিধানতঃ॥
মেধ্যৈশ্চ পশুভির্দেব্যা বলিং দত্ত্বা বিশংসিতৈঃ।
দশাংসং হবনং কৃত্বা সুশক্তস্ত্বং ভবিষ্যসি॥[6]

—শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে এখন আশ্বিন মাসে নবরাত্র ব্রত [illegible] নবরাত্র উপবাস ও ভগবতীর পূজা কর। জপহোম করে বলিযোগ্য পশু দিয়ে রাবণকে আহুতি দিলে তুমি শক্তিমান হবে।

নারদ বলেছিলেন, এই ব্রত পূর্বে বিষ্ণু, মহাদেব ও ব্রহ্মা আচরণ করেছিলেন। পরে ইন্দ্র নবরাত্র ব্রতের অনুষ্ঠান করেন। এরও পরে বিশ্বামিত্র, ভৃগু, বৃহস্পতি প্রভৃতি নবরাত্র ব্রত অনুষ্ঠান করেছিলেন। এই ব্রত অনুষ্ঠানের ফলে ইন্দ্র বৃত্রকে, শিব ত্রিপুরাসুরকে এবং হরি মধুদৈত্যকে বধ করেছিলেন।

---

১ পূজাপার্বণ—পৃঃ ১৩২
২ Pauranic and Tantric Religion—pp, 126-27
৩ কাঃ পুঃ—৫৯।২১-২২ ৪ কাঃ পুঃ—৬০।২০
৫ পূজাপার্বণ—পৃঃ ১৫৪ ৬ দেবীভাগ—৩।৩০।১৮-২০

ইন্দ্রেণ বৃত্রনাশায় কৃতং ব্রতমনুত্তমম্‌।
ত্রিপুরস্য বিনাশায় শিবেনাপি পুরা কৃতম্‌।
হরিনা মধুনাশায় কৃতং মেরৌ মহামতে।

রামকর্তৃক পৃষ্ট হয়ে নারদ বলেছিলেন—

পীঠং কৃত্বা সমে স্থানে সংস্থাপ্য জগদম্বিকাম্‌।
উপবাসান্নবৈব ত্বং কুরু রাম বিধানতঃ॥
আচার্যোঽহং ভবিষ্যামি কর্মণ্যস্মিন্মহীপতে।
দেবকার্যবিধানার্থমুৎসাহং প্রকরোম্যহম্‌॥[২]

—সমতল স্থানে বেদী নির্মাণ করে, জগদম্বিকাকে স্থাপন করে, হে রাম, বিধি অনুসারে নয় দিন উপবাস কর। হে মহীপতে, আমি এই কর্মে আচার্য হব, দেবকার্য সমাপনের জন্য উৎসাহ প্রকাশ করবো।

সুতরাং দেবীভাগবতমতে রামচন্দ্র নারদের পৌরোহিত্যে নবরাত্র ব্রত আচরণ করেছিলেন। নবরাত্র ব্রত নয়দিন উপবাস করে পূজার অনুষ্ঠান। অষ্টমীর মধ্যরাত্রে দেবী তুষ্ট হয়ে আবির্ভূতা হয়ে রামকে বরদান করেছিলেন। এই আখ্যায়িকায় অকালবোধনের বিবরণ নেই। ব্রহ্মা কর্তৃক দুর্গার পূজারও উল্লেখ নেই।

কালিকাপুরাণে বিল্বশাখায় শুক্লা ষষ্ঠীতে, কৃষ্ণাচতুর্দশীতে এবং কৃষ্ণানবমীতে দেবীর বোধন করতে বলা হয়েছে।[৩] দেবতেজ থেকে জাত কাত্যায়নী মহিষাসুরবধের নিমিত্ত আশ্বিনের কৃষ্ণা চতুর্দশীতে বোধিতা হয়ে আবির্ভূতা হন, সপ্তমীতে দেবতেজ সাকার গ্রহণ করেন, অষ্টমীতে অলংকৃতা হন এবং নবমীতে মহিষাসুর বধ করেছিলেন—

যদা স্তুতা মহাদেবী বোধিতা চাশ্বিনস্য চ।
চতুর্দশী কৃষ্ণপক্ষে প্রাদুর্ভূতা জগন্ময়ী॥
দেবানাং তেজসাং মূর্তিঃ শুক্লপক্ষে সুশোভনে।
সপ্তম্যাং সাকরোদ্দবী অষ্টম্যাং তৈরলংকৃতা॥
নবম্যামুপহারৈস্তু পূজিতা মহিষাসুরম্‌।
নিজঘান দশম্যাস্তু বিসৃষ্টান্তর্হিতা শিবা॥[৪]

সুতরাং কালিকাপুরাণ মতে দেবীপূজা কৃষ্ণা চতুর্দশী থেকে শুক্লা দশমী পর্যন্ত মোট এগার দিন। কিন্তু বঙ্গদেশ ছাড়া প্রায় সমগ্র ভারতে আশ্বিনের শুক্ল প্রতিপদ থেকে নবমী পর্যন্ত নবরাত্র ব্রত পালন করা হয়। নবরাত্রের পরে দশমরাত্রি দশেরা নামে খ্যাত। আচার্য যোগেশচন্দ্রের মতে দশেরা নববর্ষের উৎসব। গুজরাট ও কাথিয়াবারের মেয়েরা দশেরাতে ছিদ্রপূর্ণ সাদা হাঁড়ির মধ্যে

---

১ মার্কণ্ডেয়—৩।৩০।২৪-২৬ ২ দেবীভাগ—৩।৩০।৩৯-৪০
৩ কাঃ পুঃ—৬০।৮, ৯৪, ৯৮ ৪ কাঃ পুঃ—৬০।৭৯-৮১

প্রজ্বলিত প্রদীপ রেখে নৃত্যগীত করে। ছিদ্র দিয়ে দীপের রশ্মি নির্গত হয়। এই দীপশিখা নব বৎসরের নব সূর্যোদয়ের প্রতীক।[১]

সন্ধিপূজা : দুর্গাপূজায় অষ্টমী ও নবমী তিথির সন্ধিস্থলে দেবীর বিশেষ পূজা অনুষ্ঠান হয়। এই বিশেষ পূজা সন্ধিপূজা নামে প্রসিদ্ধ। সন্ধিপূজার বিশেষ মাহাত্ম্য জনমনে মুদ্রিত আছে। লৌকিক বিশ্বাস, দেবী এই সময়ে প্রতিমায় আবির্ভূতা হন। সন্ধিপূজার বিশেষ মাহাত্ম্য কীর্তিত হয়েছে বৃহদ্ধর্মপুরাণে। এই পুরাণানুসারে ব্রহ্মা রাবণ বধের নিমিত্ত দেবীর বোধন করেছিলেন আশ্বিনের কৃষ্ণা নবমীতে। দেবী চণ্ডিকা জাগ্রতা হয়ে রাক্ষস নিধনের বর দিয়েছিলেন। তাঁর বরে কৃষ্ণানবমীতে কুম্ভকর্ণ, ত্রয়োদশীতে লক্ষ্মণের অস্ত্রে অতিকায়, অমাবস্যার রাত্রিতে লক্ষ্মণ কর্তৃক ইন্দ্রজিৎ মেঘনাদ, প্রতিপদে মকরাক্ষ ও দ্বিতীয়াতে দেবান্তক প্রভৃতি রাক্ষস নিহত হবে। সপ্তমীতে দেবী শ্রীরামের অস্ত্রে প্রবেশ করবেন, অষ্টমীতে রাম-রাবণের যুদ্ধ প্রবল রূপ ধারণ করবে। অষ্টমী ও নবমীর সন্ধিক্ষণে রাবণের শিরসমূহ ছিন্ন হবে, আর সেই শির পুনর্যোজিত হলে নবমীতে রাবণ নিহত হবে।[২]

দেবীদত্ত বর অনুসারে রামচন্দ্র অষ্টমী ও নবমীর সন্ধিক্ষণে রাবণের দশমুণ্ড ছিন্ন করেছিলেন—

পাতয়ামাস দশ বৈ মস্তকান্ কালসন্ধিকে ॥[৩]

সেইজন্যই দেবী বলেছেন যে অষ্টমী-নবমী সন্ধিক্ষণের পূজার মহিমা খুব বেশী—

অষ্টমীনবমীসন্ধিকালোঽয়ং বৎসরাত্মকঃ।
তত্রৈব নবমীভাগঃ কালঃ কল্পাত্মকো মম ॥[৪]

—অষ্টমী-নবমী সন্ধিক্ষণের পূজা এক বৎসরের পূজার তুল্য,—তার মধ্যে নবমীভাগে পূজা কল্পকাল পূজার তুল্য।

যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির মতে শরৎঋতুর সূচনা লগ্ন ছিল বৈদিক যুগে অষ্টমী নবমীর সন্ধিতে। "হিম বৎসরের আট চান্দ্রমাস গতে অষ্টমী-নবমীর সন্ধিক্ষণে শরৎ ঋতুর আরম্ভ। এই কারণে দুর্গাপূজায় সন্ধিক্ষণের মাহাত্ম্য হইয়াছে।"[৫]

কুমারী পূজা : দুর্গাপূজার আর একটি বৈশিষ্ট্য কুমারী পূজা। সপ্তমী, অষ্টমী এবং নবমী—এই তিনদিনই দেবী পূজার অন্তে কোন কুমারী বালিকাকে নূতন বস্ত্র পরিধান করিয়ে দেবীজ্ঞানে পূজা করার রীতি। কুমারী পূজায় কুমারীর ধ্যানমন্ত্র—

বালরূপাঞ্চ ত্রৈলোক্যসুন্দরীং বরবর্ণিনীম্।
নানালংকার নম্রাঙ্গীং ভদ্রবিদ্যাপ্রকাশিনীম্ ॥

---

১ পূজাপার্বণ—পৃঃ ১৯ ২ বৃহদ্ধর্মপুরাণ—পূর্বখণ্ড ২২।২০-২৫
৩ বৃহদ্ধর্মপুঃ—২২।৪৮ ৪ বৃহদ্ধর্মপুরাণ—২২।২৯ ৫ পূজাপার্বণ—পৃঃ১৪

চারুহাস্যাং মহানন্দহৃদয়াং শুভদাং শুভাম্।
ধ্যায়েৎ কুমারীং জননীং পরমানন্দরূপিণীম্॥[১]

এই মন্ত্রে কুমারীরূপিণী দেবীর পূজা করা হয়, দেবী দুর্গা কুমারী নামে প্রসিদ্ধা। বৃহদ্ধর্মপুরাণে দেবতাদের স্তবে প্রীতা হয়ে দেবী চণ্ডিকা কুমারী কন্যারূপে দেবতাদের সম্মুখে আবির্ভূতা হয়ে বিল্ববৃক্ষে দেবীর বোধন করতে বলেছিলেন।

কন্যারূপেণ দেবানামগ্রতো দর্শনং দদৌ।[২]

দেবীপুরাণ মতে দেবীর পূজার পর উপযুক্ত উপচারে কুমারীদের ভোজনে তৃপ্ত করাতে হবে—'নৈবেদ্যং শালিজং ভক্তং শর্করা কন্যকাস্বপি।'[৩] —শালিচালের ভাত, শর্করা (মিষ্টান্ন) প্রভৃতির নৈবেদ্য দ্বারা কুমারীদের ভোজন করাবে। দুর্গাপূজায় কুমারীপূজা সংযুক্ত হয়েছে নিঃসন্দেহে তান্ত্রিক সাধনা থেকে। তান্ত্রিক মতে কুমারী দেবীর প্রতীক। যে কোন প্রসিদ্ধ শক্তিপীঠে কুমারীপূজার রীতি। কামরূপ কামাখ্যার মন্দিরে কুমারীপূজা করা হয়ে থাকে। কুমারীপূজার প্রাধান্য থেকেই বাঙ্গালা দেশে 'গৌরীদান' প্রথা প্রচলিত হয়েছিল। আগমবাগীশ তন্ত্রসারে জ্ঞানার্ণবতন্ত্রের বচন উদ্ধার করেছেন কুমারীপূজার স্বপক্ষে—

হোমাদিকং হি সকলং কুমারী পূজনং বিনা।
পরিপূর্ণফলং ন স্যাৎ পূজয়া তদ্ ভবেদ্ ধ্রুবম্।
কুমারীপূজয়া দেবী ফলং কোটিগুণং ভবেৎ।
পুষ্পং কুমার্যৈ যদ্দত্তং তন্মেরুসদৃশং ফলম্।
কুমারী ভোজিতা যেন ত্রৈলোক্যং তেন ভোজিতম্।[৪]

—কুমারী পূজা ছাড়া হোম প্রভৃতি সকল কর্ম পরিপূর্ণ ফললাভ করে না। কুমারীপূজায় সেই ফল অবশ্যই লাভ হয়। কুমারীকে পুষ্প দিলে তার ফল হয় মেরুপর্বত সমান, কুমারীকে ভোজন করালে ত্রিলোককে ভোজন করান হয়। দেবী শিবকে বলছেন "কুমারিকা হ্যহং নাথ সদা ত্বং কুমারিকা।"[৫]

—হে নাথ, আমিও কুমারী তুমিও কুমারী অর্থাৎ সকল কুমারীই শিব-পার্বতীর অংশ।

কুমারী সাক্ষাৎ যোগিনী, কুমারী পরদেবতা—"কুমারী যোগিনী সাক্ষাৎকুমারী পরদেবতা।"[৬] মহানবমীতে কুমারী পূজার বিধান তন্ত্রসারেই আছে—মহানবম্যাং দেবেশি কুমারীং চ প্রপূজয়েৎ।[৭] এক বৎসর থেকে ষোল বৎসর পর্যন্ত বালিকারা ঋতুমতী না হওয়া পর্যন্ত কুমারীরূপে পূজিত হওয়ার যোগ্য। এক এক বর্ষীয়া কুমারীদের এক এক নাম আছে। একবৎসরের কন্যার নাম সন্ধ্যা, দ্বিবর্ষা কন্যা সরস্বতী, তিনবৎসরের ত্রিধামূর্তি, চতুর্বর্ষা কালিকা, পঞ্চবর্ষা সুভগা, ষড়্‌বর্ষা উমা,

১ কালিকাপুরাণোক্ত দুর্গাপূজা পদ্ধতি, নৃসিংহচন্দ্র বিদ্যারত্ন—পৃঃ ১২
২ বৃহদ্ধর্ম পুঃ, পূর্বখণ্ড—২১।৬২ ৩ দেবীপুরাণ—৩৩।১১
৪ তন্ত্রসার (বঙ্গবাসী)—পৃঃ ১৭২ ৫ তন্ত্রসার পৃঃ—১৭৩ ৬ তদেব ৭ তদেব

... শিনী, অষ্টবর্ষা কুব্জিকা, নববর্ষীয়া কন্যার নাম কালসন্দর্ভা, দশমবর্ষীয়া ...া, একাদশবর্ষীয়া কন্যা রুদ্রাণী, দ্বাদশবর্ষা ভৈরবী, ত্রয়োদশবর্ষীয়া মহা-... ...তুর্দশবর্ষীয়া পীঠনায়িকা, পঞ্চদশবৎসরের-কন্যার নাম ক্ষেত্রজ্ঞা ও ষোড়শ-বর্ষীয়া কুমারী অম্বিকা।[১]

...বীর কুমারী নাম বহু প্রাচীন। তৈত্তিরীয় আরণ্যকে দেবীকে কন্যা কুমারী ...া হয়েছে—"ক্যাত্যায়নায় বিদ্মহে কন্যাকুমারি ধীমহি। তন্নো দুর্গি প্রচোদয়াৎ।[২] —হে দুর্গে, তুমি কন্যা ও কুমারী, ক্যাত্যায়নকে জানি, তোমাকে ধ্যান করি, তুমি আমাদের প্রেরণ কর।

মহাভারতে দুর্গাস্তোত্রে কুমারী, কৌমার্য-ব্রত ধারিণী—

নমোঽস্তু বরদে কৃষ্ণে কুমারি ব্রহ্মচারিণি।[৩]
কৌমারং ব্রতমাস্থায় ত্রিদিবং পালিতং ত্বয়া।[৪]
কুমারি কালি কাপালি কপিলে কৃষ্ণ পিঙ্গলে।[৫]

দেবী চণ্ডী ও কুমারী—

কৌমারীরূপসংস্থানে নারায়ণি নমোঽস্তু তে।[৬]

দেবী পুরাণ দেবীর কৌমারী নামের ব্যাখ্যা প্রসংগে বলেছেন,—

কুমার-রূপধারী চ কুমার-জননী তথা।
কুমার-রিপুহন্ত্রী চ কৌমারী তেন সা স্মৃতা।[৭]

—কুমার রূপ ধারণ করেন, কুমারের জননী, কুমার রিপুনাশিনী বলেই তিনি কৌমারী না...

উপনিষদে ... কুমার এবং কুমারী দুইই বলা হয়েছে—

ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং কুমার উত বা কুমারী।[৮]

ভারতের দক্ষিণ প্রান্তে কন্যাকুমারী নামক বিখ্যাত পীঠে দেবীর কন্যা কুমারী বিগ্রহ দেবীর কুমারী নামের সার্থকতা প্রতিপাদন করে। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে লিখিত Periplus of the Erythraean Sea গ্রন্থে কুমারিকা অন্তরীপে কন্যা কুমারী দেবীর উল্লেখ পাওয়া যায়: **Beyond this there is another place called comari at which are the cape of the comari and a harbour; hither come those men who wish to consecrate themselves for the rest of their lives, and bathe and dwel in celibacy and women also do the same; for it is told that a goddess once dwelt here and bathed.**[৯]

এখানে শুধু যে কন্যা কুমারী দেবীর ইঙ্গিত পাই তা নয়, দেবীর উপাসক উপাসিকারও উল্লেখ পাওয়া যায়। ছত্রিশগড় অঞ্চলে কুমারী মেয়েরা ভাদ্রের

---

১ তন্ত্রসার—পৃঃ ৯৭২ ২ তৈঃ আঃ—১০।২, নারাঃ, উপঃ—২।১।০৪
৩ মহা, বিরাট পর্ব—৬।৭ ৪ তদেব ৬।১৪ ৫ মহা, ভীষ্ম পর্ব—২১।৪
৬ চণ্ডী—১১।১৫ ৭ দেবী পুরাণ—৩৭।৮৫ ৮ শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ—৪।৩
৯ The Periplus of the Erythraean Sea, Schoff—page 46

কৃষ্ণাষ্টমী থেকে আশ্বিনের শুক্লানবমী পর্যন্ত সতেরো দিন ব্যাপী একবেলা উপবাস করে 'কুমারী ওষা' নামক ব্রত পালন করে। বিজয়চন্দ্র মজুমদারের মতে এই ব্রত অনার্যসংস্কৃতি থেকে আগত।[১]

দেবী মহাশক্তিকে কুমারী বলার একটি বিশেষ তাৎপর্য আছে। যোগেশচন্দ্র লিখেছেন, "দুর্গা কুমারী। তাঁহার পুত্রকন্যা নাই। এই কারণে দুর্গা পূজায় কুমারী-পূজা বিহিত হইয়াছে।"[২] দেবতেজঃসম্ভূতা চণ্ডী অবশ্যই কুমারী। তিনি শিব-ভার্যাও নন, গণেশ কার্তিকেয়ের জননীও নন। পৌরাণিক কাহিনী অনুসারে উমা-পার্বতী শিব-জায়া হলেও তিনি প্রকৃতপক্ষে পুত্রকন্যার জননী নন। কার্তিকেয়ও তাঁর গর্ভজাত পুত্র নন।[৩] তথাপি প্রচলিত অর্থে শিবের বিবাহিতা হিসাবে তাঁকে কুমারী বলা যায় না। বৃহদ্ধর্মপুরাণে দেবগণ সহ ব্রহ্মা পৃথিবীতে আগমন করে এক নির্জন স্থানে বিল্ববৃক্ষের পত্রে একটি তপ্তকাঞ্চনবর্ণা সুন্দরী নগ্না নবজাতা নিদ্রিতা বালিকাকে দেখেছিলেন।

তস্যৈকপত্রে রুচিরে সুচারুবনমালিকাম্।
নিদ্রিতাং তপ্তহেমাভাং বিম্বোষ্ঠীং তনুমধ্যমাম্।
অনাবৃতাঙ্গাং নিশ্চেষ্টাং রুচিরাং নববালিকাম্॥[৪]

দেবগণের স্তবে প্রীতা হয়ে বালিকা জাগ্রতা হন, বাল্যভাব ত্যাগ করে উত্থিতা হয়ে উগ্রচণ্ডা নাম্নী যুবতীতে রূপান্তরিতা হলেন।

এবং স্তোত্রৈঃ সা প্রবুদ্ধা মহেশী
বাল্যং ত্যক্ত্বা সা যুবত্যাস্তে সদ্যঃ।
নিদ্রাং ত্যক্ত্বা চোত্থিতা দৈবতানাং
দৃষ্টিং প্রাপ্তা চোগ্রচণ্ডেতি নাম্না।[৫]

এই কুমারী বালিকাই দেবী চণ্ডিকা। ইনি প্রবুদ্ধা হয়ে সবংশ রাবণ নিধনের বর দিয়েছিলেন। দেবী কুমারী চণ্ডিকার বিল্বশাখায় আবির্ভাবের ইঙ্গিত পাওয়া যায় এখানে। বিল্বকাষ্ঠের অরণিতে জাতা অগ্নিশিখারূপিণী চণ্ডিকার আবির্ভাবের ইঙ্গিত কি এই উপাখ্যানের তাৎপর্য?

বেদে অগ্নি কুমার, যুবা এবং যবিষ্ঠ। প্রভাতে সূর্যোদয়কালে অরণিতে অগ্নির আবির্ভাব হয় বলে অগ্নি কুমার যুবা, যবিষ্ঠ। অগ্নি কুমার বলেই রুদ্র-যজ্ঞাগ্নি বা অগ্নিশিখারূপিণী দুর্গাও কুমারী। অগ্নিপুত্র কার্তিকেয়ের নামও কুমার। সেই জন্যই দুর্গাপূজায় কুমারী পূজা অপরিহার্য অঙ্গরূপে স্বীকৃত হয়েছে। কুমারী পূজার সুস্পষ্ট বিধান দেওয়া হয়েছে দেবীপুরাণে—পূজয়েৎ ব্রাহ্মণাঙ্কক্র কন্যাং বালাং তথৈব চ।[১] বৈদিক, পৌরাণিক ও তান্ত্রিক ধর্মোপাসনার রীতি একত্র সম্মিলিত হয়েছে দুর্গা পূজায়।

---

১ প্রবাসী, আশ্বিন ১৩২৯ ২ পূজাপার্বণ—পৃঃ ১১৫
৩ হিন্দুদের দেবদেবী : ২য় পর্ব—স্কন্দকার্তিকেয় প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য
৪ বৃহদ্ধর্ম, পূর্বখণ্ড—২২।২ ৫ বৃহদ্ধর্ম, পূর্বখণ্ড—২২।১২ ১ দেবীপুঃ—৩২।৪৪

দেবীর প্রিয় তিথি : দেবী পুরাণ (৩৩ অঃ) অনুসারে দেবী দুর্গার প্রিয় তিথি অষ্টমী। সাম্বৎসরিক দুর্গাব্রতের বিবরণ এখানে প্রদত্ত হয়েছে। শ্রাবণ-মাসের শুক্লা অষ্টমীতে উপবাসী থেকে দুর্গাব্রত আরম্ভ করতে হয়। তারপর প্রতি মাসের শুক্লাষ্টমীতে দেবীর পূজা বিধেয়। প্রতি মাসেই এক একটি পৃথক দ্রব্যদ্বারা দেবীকে স্নান করাতে হয় এবং প্রতি মাসেই শুক্লাষ্টমীতে ব্রাহ্মণ ও কুমারী ভোজন করিয়ে দক্ষিণান্ত করে পূজা শেষ করতে হয়। আষাঢ়ে শুক্লাষ্টমীতে ব্রত সমাপ্ত হয়।

অপরাজিতা পূজা : দেবীপুরাণ অনুসারে (৩৩ অঃ) সাম্বৎসরিক দুর্গা-ব্রতে বৈশাখ মাসের শুক্লাষ্টমীতে দুর্গাপূজা, ব্রাহ্মণ ও কুমারী ভোজনের পর অপরাজিতা ভবানীর নিকট কল্যাণ প্রার্থনা করতে হয়—

অপরাজিতাভবানীং স্বস্তিনামেন বাচয়েৎ ॥[1]

দুর্গাপূজাতেও দশমীর দিন পূজা অন্তে ঘট বিসর্জনের পর ঈশানকোণে অষ্ট-দল পদ্ম এঁকে তার উপর অপরাজিতা লতা রেখে অপরাজিতা পূজার রীতি প্রচলিত। এই পূজায় অপরাজিতার ধ্যানমন্ত্র :

নীলোৎপলদলশ্যামাং ভুজগাভরণোজ্জ্বলাং।
বালেন্দুমৌলিনীং দেবীং নয়নত্রিতয়ান্বিতাম্।
শঙ্খচক্রধরাং দেবীং বরদাং ভয়নাশিনীম্।
পীনোত্তুঙ্গস্তনাং শ্যামাং বরপদ্মস্মমালিনীম্ ॥[2]

—নীলপদ্মের পাপড়ির তুল্য শ্যামবর্ণা, সর্পের অলংকারে উজ্জ্বলা, মস্তকে কলাচন্দ্রশোভিতা, ত্রিনয়নসমন্বিতা, শঙ্খচক্রধারিণী বরদা ও অভয়দাত্রী, পীনোন্নতস্তনী, শ্যামা শ্রেষ্ঠপদ্মমালাভূষিতা।

চতুর্ভুজা এই অপরাজিতা বৈষ্ণবী শক্তি বিষ্ণুমায়া লক্ষ্মী ও শিবশক্তি শিবানীর মিশ্রণে কল্পিতা। দুর্গার এক নাম অপরাজিতা। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে দুর্গে নিবেশিতা দেবীর নাম অপরাজিতা। সম্ভবতঃ নামসাদৃশ্যেই অশোক প্রভৃতির মত অপরাজিতা লতা পূজার রীতি প্রচলিত হয়েছে।

দেবীর বাহন : চণ্ডী বা দুর্গার বাহন সিংহ, কোন কোন প্রাচীন মূর্তিতে গোধা বা গোধিকা—প্রচলিত ভাষায় গোসাপ। কালিকাপুরাণ বলেছেন,—

কদাচিৎ সা সিতপ্রেতে কদাচিদ্রক্তপঙ্কজে।
কদাচিৎ কেশরীপৃষ্ঠে রমতে কামরূপিণী ॥[3]

দেবী সিতপ্রেত অর্থাৎ সাদা শব বা শিবের উপরে দণ্ডায়মানা—তখন তিনি কালিকার সদৃশা। যখন তিনি রক্তপদ্মে তখন তিনি লক্ষ্মীর প্রতিরূপা, আর যখন তিনি সিংহপৃষ্ঠে তখন তিনি মহিষাসুরমর্দিনী দুর্গা। পদ্ম ও গোধার তাৎপর্য পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। দেবীর সিংহবাহন সম্পর্কে ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত বিন্ধ্য মন্দর

---

১ দেবীপুঃ—৩৩।১৩ ২ কালিকা পুরাণোক্ত দুর্গাপূজা পদ্ধতি—পৃঃ ১৭
৩ কাঃ পুঃ—৫৮।৫৯

ও কৈলাসপর্বতবাসিনী পার্বতীর সঙ্গে পার্বত্য অরণ্যে বিরাজমান পশুরাজ সিংহের সংযোগের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।[১] মার্কণ্ডেয়-পুরাণে দেবী চণ্ডীকে সিংহবাহন দান করেছিলেন গিরিরাজ হিমালয়। সিংহ দেবীর সঙ্গে অসুর নিধন করেছিল। শিবপুরাণ অনুসারে ব্রহ্মা সিংহকে দেবীর বাহনরূপে প্রদান করেছিলেন শুম্ভ নিশুম্ভ বধের নিমিত্ত।[২] ডঃ দাশগুপ্ত ভারতেতর দেশের সিংহ-সংশ্লিষ্টা মাতৃমূর্তির কথাও উল্লেখ করেছেন। কিন্তু আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে এককালে সিংহ সরস্বতীর বাহন ছিল। সিংহের সঙ্গে লক্ষ্মীরও সংযোগ ছিল। গুপ্তমুদ্রায় সিংহবাহনা দেবী লক্ষ্মী হলে অবশ্যই লক্ষ্মী সরস্বতীর কাছ থেকে সিংহটি অধিকার করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মহিষমর্দিনী দুর্গা সরস্বতী-লক্ষ্মীর কাছ থেকে বাহনটি স্থায়ীভাবে অধিকার করে নিলেন। সংহারের দেবতা রুদ্রের শক্তির বাহন পশুরাজ সিংহ হওয়াই ত সঙ্গত। কিন্তু দেবীর সিংহবাহনকে কেবল বলবান্ হিংস্র পশুরূপে দেখলেই চলবে না। ঋগ্বেদে সূর্য-বিষ্ণুই গিরিচর সিংহ—মৃগো ন ভীমঃ কুচরো গিরিষ্ঠা।[৩] দেবী সিংহবাহিনী দুর্গা ও গিরিচারিণী—গিরিরাজকন্যা। সূর্যাগ্নির তেজোরূপা যে মহাশক্তি তাঁর বাহন সূর্যরূপী সিংহ ত হবেই। সরস্বতী নিজেই সিংহী হয়েছিলেন।[৪] কালী বিলাসতন্ত্রে সিংহকে বলা হয়েছে হরিরূপী বিষ্ণু—

সিংহত্বং হরিরূপোঽসি স্বয়ং বিষ্ণুর্ন সংশয়ঃ।
পার্বত্যা বাহনং ত্বং হি অত ত্বাং পূজয়াম্যহম্‌॥[৫]

বিষ্ণু স্বয়ং নৃসিংহমূর্তি ধারণ করেছিলেন। কালিকাপুরাণে দেবীর তিনটি বাহন ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিব রূপে অবস্থিত—

বিষ্ণুব্রহ্মাশিবৈর্দেবৈর্ধ্রিয়তে সা জগন্ময়ী।
সিতপ্রেতো মহাদেবো ব্রহ্মা লোহিতপঙ্কজম্‌॥
হরির্হরিস্তু বিজ্ঞেয়ো বাহনানি মহৌজসঃ।
স্বমূর্ত্যা বাহনত্বন্তু তেষাং যস্মান্ন যুজ্যতে॥
তস্মান্মূর্ত্যন্তরং কৃত্বা বাহনত্বং গতাস্ত্রয়ঃ।[৬]

—বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও শিব এই তিন দেবের দ্বারা জগন্ময়ীদেবী ধৃতা হন। শুভ্র-শবদেহ মহাদেব, ব্রহ্মা রক্তপঙ্কজ, এবং হরি হরিরূপে (সিংহরূপে) দেবীর মহা-শক্তিশালী বাহন। যেহেতু নিজ নিজ মূর্তিতে বাহন হওয়া উপযুক্ত নয়, সেইজন্য এই তিনদেব ভিন্নমূর্তি গ্রহণ করে দেবীর বাহনত্ব প্রাপ্ত হয়েছেন।

সিংহও হরি, বিষ্ণুও হরি। দেবী যেহেতু দেবতাদের তেজ, দেবীর বাহনও সেইজন্য ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব। দেবীর ও দেবীর বাহনের প্রকৃত তত্ত্ব বিস্মৃত হওয়াতেই নামসাদৃশ্যে দেবীর বাহন হয়েছে সিংহ। সিংহ হরিরূপী স্বয়ং বিষ্ণু বা

---

১ ভারতের শক্তিসাধনা ও শাক্তসাহিত্য, ১ম সং—পৃঃ—৩১
২ শিব, বায়বীয় সংহিতা—২১।১০ ৩ ঋগ্বেদ—১।১৫৪।২
৪ এই গ্রন্থের সরস্বতী প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য ৫ কাঃ বিঃ তন্ত্র—১৮।৩০ ৬ কাঃ পুঃ ৫৮।৬৫-৬৭

সূর্য। সিংহরূপী বিষ্ণু মহামায়ার যথার্থ বাহন। পদ্মপুরাণে দেবীর ক্রোধ থেকে সিংহের জন্ম হয়েছে—

এবমুৎসৃষ্টশাপায়াং গিরিপুত্র্যামনন্তরম্।
নির্জগাম মুখাৎ ক্রোধাৎ সিংহরূপী মহাবলঃ॥[১]

রুদ্র ও রুদ্রশক্তি যেমন অভিন্ন—তেমনি দেবী ও দেবীর বাহনও অভিন্নরূপে এখানে প্রতীয়মান।

দেবী পুরাণানুসারে বিষ্ণু দেবীর বাহন নির্মাণ করেছিলেন, এই বাহনে সর্বদেবের অধিষ্ঠান হয়েছিল। ব্রহ্মা বিষ্ণুকে বলেছিলেন,—

সর্বদেবাঃ সগন্ধর্বাঃ সর্বদেব্যস্তয়া সহ।
সর্বদেবময়ঃ কৃত্বা বাহনো হরিদর্পহা॥
তথা তং কেশবো দেব বয়ং কেশরমূলতঃ।
বিষ্ণুঃ স্থাস্যতি গ্রীবায়াং সর্বলোকশ্চ তদ্বপুঃ॥
শিরোমধ্যে মহাদেবো দ্বিতীয়ঃ কালরূপিণঃ।
ললাটাগ্রে মহাদেবী নাসাবংশে সরস্বতী॥
ষন্মুখো মণিবন্ধেষু নাগাশ্চ পার্শ্বতঃ স্থিতাঃ।
কর্ণয়োরশ্বিনৌ দেবৌ চক্ষুষো শশিভাস্করৌ॥
দন্তেষু বসবঃ সর্বে জিহ্বায়াং বরুণঃ স্থিতঃ।
হুঙ্কারে চর্চিকা দেবী যমযক্ষৌ চ গণ্ডয়োঃ।
সন্ধ্যাদ্বয়ং তথোষ্ঠাভ্যাং গ্রীবায়ামিন্দ্র আশ্রিতঃ॥
গ্রীবাসন্ধিষু ঋক্ষাণি সাধ্যাশ্চোরসি সং স্থিতাঃ।[২]

—গন্ধর্বগণ সহ সকল দেব, তোমার (বিষ্ণুর) সঙ্গে সকল দেব দেবীর বাহনে অধিষ্ঠিত থাকবে, শত্রুদর্পনাশী করে সর্বদেবময় বাহন নির্মিত হবে। কেশব থাকবেন কেশরমূলে, বিষ্ণু গ্রীবায়, দেহে অবস্থান করবেন সর্বলোক। দ্বিতীয় কালরূপী বাহনের মস্তক মধ্যে মহাদেব, ললাটের অগ্রভাগে মহাদেবী, নাসাদণ্ডে সরস্বতী, মণিবন্ধে কার্তিকেয়, দুই পার্শ্বে নাগগণ, কর্ণদ্বয়ে অশ্বিনীকুমারদ্বয়, দুই চক্ষুতে চন্দ্র ও সূর্য, দন্তসমূহে বসুগণ, জিহ্বায় বরুণ, হুংকারে চর্চিকা দেবী, দুই গণ্ডে যম ও যক্ষ, অধরোষ্ঠে দুই সন্ধ্যা, গ্রীবায় ইন্দ্র, গ্রীবাসন্ধিতে ঋক্ষগণ, বক্ষঃস্থলে সাধ্যদেবগণ অবস্থিত।

দেবী চণ্ডী যেমন দেবতেজঃ সম্ভূতা বা সর্বদেবময় তাঁর বাহনও তেমনি সর্ব-দেবময়। এরূপ হওয়াই সঙ্গত এবং দেবীর তত্ত্বের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

স্বামী নির্মলানন্দ দেবীর সিংহবাহনত্বের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন যে, দেবী নিখিল বিশ্বের অধিশ্বরী, সিংহও পশুরাজ, সিংহের অস্ত্র নখদন্ত, দেবী দশপ্রহরণ-ধারিণী, মহিষবধের যোগ্য পশু সিংহ, মহাশক্তির বাহন মহাশক্তিধর সিংহ, সিংহ

১ পদ্মপুরাণ সৃষ্টিখণ্ড—৪৪।৭৮ ২ দেবী পুরাণ—৭।৪৫-৫০

রজোগুণের প্রতীক, সত্ত্বগুণের প্রতীক দেবীর শরণাগত বাহন সিংহ জাতির রক্ষা ও কল্যাণের নিমিত্ত শরণাগতি ও রজোগুণাত্মিকা শক্তি সাধনার প্রয়োজনে কল্পিত।[১] স্বামীজীর এই ব্যাখ্যা পাণ্ডিত্যপূর্ণ ঠিকই, কিন্তু দেবীর স্বরূপের সঙ্গে অন্বিত নয়, দেবীর ও দেবীর বাহনের বিবর্তনের সঙ্গেও সম্পর্কান্বিত নয়।

দুর্গা পূজার প্রাচীনতা ও রূপান্তর : শক্তিপূজা যে কত প্রাচীন তা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। অনেকে মনে করেন যে মোহেন্-জো-দাড়োয় প্রাপ্ত ক্ষুদ্রকায় নগ্ন নারীমূর্তিগুলি এবং উদ্ভিদ-গর্ভা নারীমূর্তিটি মাতৃ-পূজার নিদর্শন। কিন্তু এ অনুমান নিশ্চিত সত্যের পরিচয়বাহী নয়। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে দুর্গমধ্যে অপরাজিতা মূর্তি প্রতিষ্ঠার উল্লেখ থেকে দুর্গাপূজার ইঙ্গিত খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে পাই। কিন্তু অপরাজিতার আকার প্রকারের কোন বিবরণ না পাওয়ায় অপরাজিতা সম্পর্কে কিছুই বলা যায় না কেবলমাত্র অনুমান করা যায় যে খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে শক্তিপূজা প্রচলিত হয়েছিল। কুষাণসম্রাট হুবিষ্কের (খ্রীঃ ১ম শতাব্দী) পাঞ্জাব মিউজিয়ামে রক্ষিত মুদ্রায় নারী ও পুরুষ মূর্তি OESO এবং NANA নামে চিহ্নিত। ডঃ জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে পুরুষমূর্তিটি ভবেশ এবং নারীমূর্তিটি উমা বা পার্বতী।[২] পাঞ্জাব মিউজিয়মমুদ্রা তালিকায় (Coin Catalogue Vol. 1) একটি পদ্ম ও রত্নভাণ্ডহস্তা (Cornu-copia) দেবীমূর্তির নিম্নে খোদিত এবং কানিংহামের মুদ্রা তালিকায় (Numismatic Chronicle, Ser. III vol. XII pl XIII & Coins of the Indo-Scythians and Kushans pl XXIII, fig 1) অনুরূপ মূর্তির নীচে খোদিত এবং Rapson কর্তৃক পঠিত OMMO বা উমা নাম লক্ষ্মীমূর্তির আকারে উমামূর্তি পরিকল্পনার সাক্ষ্য বহন করে এবং খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে উমা-পার্বতীর জনপ্রিয়তার ইঙ্গিত দেয়।[৩] কুষাণমুদ্রায় উমা মূর্তির সাক্ষ্যে জানা যায় যে সিংহবাহিনী দশভুজা দুর্গা হয় তখনও আবির্ভূতা হননি, নয় ত জনপ্রিয়তা লাভ করতে পারেন নি। আরও লক্ষণীয় যে ভারহুত স্তূপে লক্ষ্মী-সরস্বতীর মূর্তি থাকলেও দুর্গার মূর্তি নেই। সিংহবাহিনী দেবমূর্তির পরিকল্পনা কুষাণযুগে খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতেই হয়েছিল। কনিষ্ক এবং হুবিষ্কের কয়েকটি মুদ্রায় দেবী সিংহবাহনা।[৪] গুপ্ত সম্রাট প্রথম চন্দ্রগুপ্তের এবং সমুদ্রগুপ্তের সিংহহন্তা রাজমূর্তি অংকিত (Lion slayer type) স্বর্ণমুদ্রায় সিংহবাহিনী লক্ষ্মীমূর্তি আছেন। এই মূর্তিগুলিকে ডঃ এ, এস, অলতেকর সিংহবাহিনী দুর্গা বলে সিদ্ধান্ত করেছেন।[৫] তিনি মনে করেন গুপ্ত-রাজারা কুষাণ মুদ্রা থেকে দেবীমূর্তিটি গ্রহণ করেছেন, এবং সম্ভবতঃ সিংহবাহিনী দুর্গা লিচ্ছবিদের উপাস্য দেবতা ছিলেন।[৬] কুষাণমুদ্রায় সিংহবাহিনী

১ দেবদেবী ও তাঁদের বাহন—২৩৩-৩৪ ২ কাঃ পৃঃ—৫৮।৬৫-৬৭

৩ Development of Hindu Iconography (1941)—p, 139 ৪ ibid.

৫ Catalogue of the Gupta Gold Coins in Bayana Hoard—Intro.—p,ii

৬ ibid=pp. xlvii-xlvix

OMMO অবশ্যই উমা হবেন। কিন্তু গুপ্তমুদ্রাতেও অনুরূপ মূর্তি যদি উমাই হন, তবে একথা অবশ্যই স্বীকার্য যে গুপ্তরাজত্বের প্রথমভাগেও উমা-দুর্গার মূর্তি লক্ষ্মীর আদর্শেই নির্মিত হয়েছিল।

রুদ্রাণী অম্বিকার ধারণা অনেক পূর্বেই হয়েছে, বৈদিক যুগেই। উমা হৈমবতী এবং দুর্গার আবির্ভাবও হয়েছে বৈদিক যুগের শেষভাগে। বৌধায়নের ধর্মসূত্রে ভব, শর্ব, ঈশান, পশুপতি রুদ্রের পত্নীর উল্লেখ পাই তর্পণের মন্ত্রে—

ভবস্য দেবস্য পত্নীং তর্পয়ামি। শর্বস্য দেবস্য পত্নীং তর্পয়ামি। ঈশানস্য দেবস্য পত্নীং তর্পয়ামি। পশুপতের্দেবস্য পত্নীং তর্পয়ামি। রুদ্রস্য দেবস্য পত্নীং তর্পয়ামি।[১]

মহাভারতে অনুশাসন পর্বে উমা-মহেশ্বর সংবাদে শিবজায়া উমা শৈলসুতা। তিনি তপোনিরত শংকরের নিকট ব্রতচারিণীরূপে গিরিস্থিতা নারীদের সঙ্গে উপস্থিত হয়ে কৌতুকবশে শংকরের চোখ দুটি চেপে ধরেছিলেন, ফলে শিবের তৃতীয় নয়ন আবির্ভূত হয় এবং বহ্নিনির্গত হতে থাকে। এ সময়ে ব্রতচারিণী উমার বর্ণনা—

তমভ্যযচ্ছৈলসুতা ভূতস্ত্রীগণসংবৃতা।
হরতুল্যাম্বরধরা সমানব্রতচারিণী॥
বিভ্রতী কলসং রৌক্সং সর্বতীর্থজলোদ্ভবম্।
গিরিব্রজাভিঃ সর্বাভিঃ পৃষ্ঠতোঽনুগতা শুভা॥[২]

—ভূতস্ত্রীগণের দ্বারা পরিবৃতা হয়ে শৈলসুতা উমা তাঁর (শিবের) নিকট গেলেন। তিনি শিবের মত বস্ত্র পরিহিতা, শিবের মত ব্রতচারিণী সর্বতীর্থের জলপূর্ণ স্বর্ণকলসধারণকারিণী, গিরিব্রজা নারীগণের দ্বারা পশ্চাতে অনুসৃতা।

মহাভারতের কালেও উমা পর্বতনন্দিনী এবং শিবপত্নী রূপে পরিচিতা হলেও দ্বিভুজা মানবীরূপেই তাঁকে দেখা যায়। মহিষমর্দিনী দুর্গার পরিকল্পনা তখনও হয় নি। কুষাণযুগে (খ্রীঃ ১ম শতাব্দী) লক্ষ্মীমূর্তির সাদৃশ্যে চতুর্ভুজা সিংহবাহিনী উমার মূর্তি পরিকল্পিত হয়েছিল। গুপ্তযুগে (খ্রীঃ ৪র্থ-৫ম শতাব্দীতে) মহিষাসুর-মর্দিনী মূর্তির প্রচলন হয়েছিল। মধ্যপ্রদেশে ভিলসার নিকটবর্তী উদয়গিরির অন্যতম গুহা বরাহগুহায় খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর প্রথম অথবা দ্বিতীয় বৎসরে নির্মিত দ্বাদশভুজা দুর্গামূর্তি এ পর্যন্ত প্রাপ্ত মহিষাসুরমর্দিনী মূর্তির মধ্যে প্রাচীনতম। দেবী শূলের দ্বারা মহিষাকৃতি একটি দানবকে বধ করছেন। দেবীর প্রসারিত দুই হস্তে একটি গোধা। গোধাবাহনা চতুর্ভুজা মূর্তি প্রচুর পাওয়া গেছে। আদি-মধ্যযুগের গোধাবাহনা চতুর্ভুজা ব্রোঞ্জের মূর্তি নালন্দা মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে।[৩] মালদহে প্রাপ্ত গোধাসনা দেবীমূর্তি খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীতে নির্মিত।[৪] গৌড়রাজ শশাংকের মুদ্রায় দণ্ডায়মানা অষ্টভুজা মূর্তি অষ্টভুজা দুর্গার মূর্তি বলে মনে হয়।[৫]

---

১ বৌধাঃ ধর্মঃ - ২।৫।২০ ২ মহাঃ অনুশাসন—১৪০।২২-২৩
৩ পঞ্চোপাসনা—পৃঃ ২৪৫ ৪ মঙ্গলচণ্ডীর গীত (ভূমিকা),—পৃঃ ২৸৴০
৫ Catalogue of Gupta gold Coins, Intro,—p. cxvii

মহিষমর্দিনী দুর্গাপূজার সূত্রপাত গুপ্তযুগেই হয়েছিল। দেবীমাহাত্ম্য বা চণ্ডীর উপাখ্যান সহ মার্কণ্ডেয়পুরাণ এই সময়েই রচিত হয়েছিল। যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির মতে মার্কণ্ডেয়পুরাণ রচিত হয়েছিল খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে।[১]

প্রখ্যাত পুরাণবিদ্ এফ. ই. পার্জিটারের মতে মার্কণ্ডেয় পুরাণের দেবী-মাহাত্ম্য রচিত হয়েছিল খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীর পূর্বে, সম্ভবতঃ ৫ম বা ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে।[২]

মুদ্রায় চতুর্ভুজা সিংহবাহিনী মূর্তি দুর্গা হলে দুর্গার দুই প্রকার মূর্তিই এই সময়ে প্রচলিত ছিল। যোগেশচন্দ্র রায়ের মতে চণ্ডী উপাখ্যানে কথিত প্রথম মৃন্ময়ী দুর্গাপূজার প্রবর্তক সুরথ রাজা কোল দেশের রাজা ছিলেন। ছোটনাগপুরে বিন্ধ্যাপর্বতের পূর্বাঞ্চলে মার্কণ্ডেয়পুরাণ রচিত হয়েছিল। জব্বলপুর অঞ্চলে হিন্দীভাষীদের মধ্যে এখনও মৃন্ময়ী দুর্গাপূজার প্রচলন আছে। সুতরাং বিন্ধ্য-অঞ্চলে দুর্গাপূজার প্রবর্তন হয়ে থাকতে পারে।[৩]

কিন্তু দুর্গাপূজার জনপ্রিয়তা অর্জন করতে আরও সময় লেগেছিল। প্রচলিত কিম্বদন্তী এই যে, উত্তরবঙ্গে তাহিরপুরের রাজা কংসনারায়ণ (খ্রীঃ ১৬শ শতাব্দী) সর্বপ্রথম আধুনিক রীতিতে বিরাট জাঁকজমক সহকারে দুর্গোৎসব করেছিলেন। কিন্তু খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীতে বিখ্যাত মৈথিল কবি ও পণ্ডিত বিদ্যাপতি দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী নামক দুর্গাপূজা বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। এই গ্রন্থে লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক ও গণেশ সহ দুর্গাপূজার বিবরণ আছে। জীমূতবাহন (খ্রীঃ ১২ শতাব্দী) ও শূলপাণি (খ্রীঃ ১২শ শতাব্দী) দুর্গাপূজা সম্পর্কিত গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। শূলপাণি দুর্গোৎসববিবেক, বাসন্তীবিবেক এবং দুর্গোৎসব প্রয়োগ তিনখানি দুর্গাপূজা বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। পূর্ববঙ্গের রাজা হরিবর্মা দেবের (খ্রীঃ ১১শ শতাব্দীতে) প্রধানমন্ত্রী ভবদেব ভট্ট দুর্গাপূজা পদ্ধতি রচনা করেছিলেন। শূলপাণি তাঁর পূর্ববর্তী স্মৃতিকার জীকন ও বালক এবং ভবদেব ভট্ট জীকন, বালক ও শ্রীকরের বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন। খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে নব্যস্মৃতিকার রঘুনন্দন ভট্টাচার্য দুর্গোৎসব তত্ত্ব রচনা করেছেন। সুতরাং অন্ততঃ খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দী থেকে বাঙ্গালা দেশে দুর্গাপূজা প্রচলিত হয়েছে। লক্ষ্মী ও সরস্বতী প্রতিমার আদর্শে দুর্গা মূর্তি কল্পিত হয়েছে খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে, হয়ত আরও কিছু পূর্বে এবং আধুনিক রীতির দুর্গাপূজার প্রচলন খুবসম্ভব একাদশ দ্বাদশ শতাব্দীর কাছাকাছি। বৌদ্ধ পাল সম্রাটগণের পরে সেনারাজগণের অভ্যুত্থানে ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠাকালে অন্যান্য দেবদেবীর সঙ্গে দুর্গা পূজাও ব্যাপকতা লাভ করেছিল। পালবংশের রাজত্বের শেষভাগেও বঙ্গদেশে দুর্গোৎসব হোত। রামপালের সভাকবি সন্ধ্যাকর নন্দী রামচরিতে লিখেছেন যে উমা বা দুর্গা পূজা উপলক্ষ্যে বরেন্দ্রভূমিতে বিপুল উৎসব হোত—সদ্রুচিরোমা বলি মহিতাম্...।"[৪]

---

১ পূজাপার্বণ – পৃঃ ১৪৯

২ The Markandeya Purana—Introduction p. xx. পূজাপার্বণ—পৃঃ ১৪৯

৩ পূজাপার্বণ—পৃঃ ১৪০

৪ রামচরিত—৩।২৫

—সেই (বরেন্দ্রী) উমাদেবীর প্রতি দীয়মান অতি মনোজ্ঞ উপহার দ্বারা উৎসবযুক্ত ছিল।[১] বৃহদ্ধর্মপুরাণ, কলিকাপুরাণ এবং কোন কোন তন্ত্রে আশ্বিনে দুর্গা পূজার নির্দেশ আছে—

যদি নো পূজয়েদ্দেবীং শারদীং সিংহবাহিনীম্।
সংবৎসরকৃতা পূজা সর্বা সা বিফলা ভবেৎ।[২]

কালীবিলাসতন্ত্রে জয়া বিজয়া ও কার্তিক-গণেশ সহ দুর্গা পূজার বিধান পাই—

জয়া বামে স্থিতা নিত্যং বিজয়া দক্ষিণে তথা।
বামে চ কার্তিকো দেবো দক্ষে গণপতিস্তথা॥[৩]

কালীবিলাসতন্ত্রেই (২০ পটল) জয়াকে লক্ষ্মী ও বিজয়াকে সরস্বতীরূপে বর্ণনা করা হয়েছে—

যা নিত্যা প্রকৃতির্লক্ষ্মী দুর্গায়া দক্ষিণে স্থিতা।
সারদা সরস্বতী নিত্যা বাম ভাগে সদা স্থিতা।

রামচরিতে উমা পূজার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু বর্তমান আকারে দশভুজা মহিষমর্দিনীর পূজা হোত কিনা বোঝা যায় না। কিন্তু স্মৃতি শাস্ত্র-কারদের গ্রন্থ থেকে দ্বাদশ শতাব্দীতে দুর্গা পূজার প্রচলনের বিষয় জানা যায়। ষোড়শ শতকে দুর্গাপূজা বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল। খ্রীষ্টাব্দের সূচনা থেকে খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যে উমা-পার্বতী রুদ্রাণী-অম্বিকা দুর্গা-চণ্ডীর সঙ্গে মিশে এক দেবসত্তারূপে বঙ্গদেশে সুপ্রতিষ্ঠিতা হলেন এবং আশ্বিনে পূজা পেতে লাগলেন।

এককালে লক্ষ্মী ও সরস্বতী ছিলেন পৃথক দেবতা। আদি মাতা সরস্বতী (বেদের অম্বিতমা)-র পরে এলেন শ্রী-লক্ষ্মী এবং রুদ্রাণী অম্বিকা। সরস্বতীর কোন কোন গুণ আত্মসাৎ করে এঁরা পৃথক্ দেবতারূপে আবির্ভূতা হলেন। ডঃ শশিভূষণ দাসগুপ্তের মতে বেদে কখনও কখনও দক্ষের কন্যারূপে বর্ণিতা অদিতি দক্ষকন্যা সতীতে পরিণত হয়েছেন।[৪] সতীই হলেন উমা। ক্রমে শৈব ও শাক্ত ধর্মের প্রাধান্যের ফলে পার্বতী-দুর্গা-উমা হলেন এক সর্বময়ী সর্বব্যাপী মহাশক্তি—জগন্মাতা। পার্বতীর দুই সখী জয়া বিজয়া সম্ভবতঃ দেবীর দুপাশে স্থান নিয়ে ছিলেন। জয়া বিজয়ার স্থানে এলেন লক্ষ্মী ও সরস্বতী দেবীর কন্যারূপে। শারদীয়া দুর্গাপূজায় শারদোৎসব এসে মিশে গেল। জগজ্জননী মহাশক্তি দুর্গা হলেন বাঙ্গালীর আদরিণী কন্যা—তিনি পুত্রকন্যা লক্ষ্মী, সরস্বতী কার্তিক গণেশকে সঙ্গে নিয়ে পতিগৃহ কৈলাস থেকে আসেন তিন দিনের জন্য পিতৃগৃহ বঙ্গভূমিতে প্রতি শরতে। এইভাবে জগদম্বার অর্চনা হয়ে গেল বাঙ্গালীর প্রাণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। লক্ষ্মী সরস্বতী প্রভৃতি, যাঁরা কেউই দেবীর সন্তান নয়—

---

১ অনুবাদ—রাধাগোবিন্দ বসাক ২ কালীবিলাসতন্ত্র—২০।৩৫-৩৬
৩ তদেব—১৯।৬ ৪ ভারতের শক্তিসাধনা ও শাক্তসাহিত্য—পৃঃ ৪৩

সকলেই পুত্রকন্যারূপে দেবীর সঙ্গে এলেন। লিঙ্গপুরাণ মতে মহাদেব নিজ দেহের অর্ধাংশ থেকে সৃষ্টি করলেন উমাকে, উমা সৃষ্টি করলেন লক্ষ্মী, দুর্গা, সরস্বতী মহামায়া, বৈষ্ণবী কালী প্রভৃতিকে—

অর্ধাংশেন সর্বাত্মা সসর্জাদৌ শিবামুমাম্।
সা চাসৃজত্তদা লক্ষ্মীং দুর্গাং শ্রেষ্ঠাং সরস্বতীম্ ॥[১]

শক্তিপূজায় অনার্য প্রভাব : রুদ্র-শিবের চরিত্রে যেমন বহুতর সংস্কৃতির প্রভাব এসে সম্মিলিত হয়েছে বলে অনুমিত হয়, তেমনি দুর্গা-চণ্ডীর বৈচিত্র্যময় রূপ বিবর্তনেও অনার্যকৃষ্টির প্রভাব পণ্ডিতবর্গ লক্ষ্য করে থাকেন। নানা স্থানে দেবীকে কিরাতিনী, শবরী প্রভৃতি নামে চিহ্নিত হতে দেখা যায়। হরিবংশে দেবীর এক নাম কিরাতী—কিরাতীং চীরবসনাং চৌরসেনানমস্কৃতাম্।[২] দেবী চণ্ডী এখানে চৌরসেনাদের দ্বারা পূজিতা। তিনি বনে উপবনে শবর পুলিন্দ প্রভৃতি আর্যেতর জাতির দ্বারা পূজিত হন—

বাসস্তব মহাদেবি বনেষূপবনেষু চ।
শবরৈর্ববরৈশ্চৈব পুলিন্দৈশ্চ সুপূজিতা ॥[৩]

সারদা তিলকে দেবী পুলিন্দকন্যা—

পত্রাংশুকময়সিতকান্তিমনঙ্গতন্দ্রা-
মাদ্যাং পুলিন্দতরুণীমসকৃৎ স্মরামি ॥[৪]

—পত্র যাঁর বসন, যিনি কৃষ্ণবর্ণা, অনঙ্গপরবশা সেই আদ্যা পুলিন্দকন্যাকে বারংবার স্মরণ করি।

সারদা তিলকে ত্বরিতাদেবী কিরাত-কন্যা কৈরাতী ॥[৫]

নারদ পঞ্চ রাত্রে (১০ অঃ) দেবী কিরাতিনীর বেশ ধারণ করেছিলেন,—

কিরাতবেশমাস্থায় সখিভিঃ পরিবারিতঃ।[৬]

উচ্ছিষ্ট চাণ্ডালিনী : দেবীর আর এক নাম উচ্ছিষ্ট চাণ্ডালিনী। নারদ পঞ্চ রাত্রে (১০ অঃ) উচ্ছিষ্ট চাণ্ডালিনীর উৎপত্তি সম্পর্কে একটি উপাখ্যান আছে। পিতৃগৃহে স্থিতা গৌরীকে শঙ্খকার-বেশে মহাদেব শাঁখা পরিয়ে মূল্য স্বরূপ তাঁকেই কামনা করেছিলেন—

পীড়িতঃ কামবাণেন ত্বয়াসার্ধং বরাননে।
শীঘ্রং বরয় মাং ভদ্রে নান্যৎ পণ্যং ময়েপ্সিতম্ ॥

দেবী শিবকে চিনতে পেরে তাঁর আকাঙ্খা যথাসময়ে পূর্ণ করতে স্বীকৃতা হয়েছিলেন। পরে কোন সময়ে মানস সরোবরের তীরে শিব যখন সন্ধ্যা উপাসনা করছিলেন, তখন সখীদের সঙ্গে কিরাতিনীর বেশে দেবী হাজির হলেন। শিব দেখলেন চণ্ডালীর আশ্চর্য রূপ—

১ লিঙ্গপুরাণ—৪১।৪৪ ২ হরিবংশ—১২০।১৩ ৩ হরিবংশ—৩।৭
৪ সাঃ তিঃ—২৪।১০০ ৫ সাঃ তিঃ—১০।৭ ৬ প্রাণতোষিণী তন্ত্র, ৫।৬—পৃঃ ৩৭৮

দদর্শ তাং সখীভিশ্চ কামবেশোজ্জ্বলাং পরাম্।
রক্তবর্ণাং রক্তবস্ত্রপরিধানাং সুনির্মলাম্।
তন্বীং বিশালনয়নাং পীনোন্নতঘটস্তনীম্॥

শিব চণ্ডালীর রূপে মুগ্ধ হলেন। চণ্ডালী বললেন, তিনি এসেছেন তপশ্চরণ করতে। মহাদেব ত.ন চণ্ডালীকে তপঃফল প্রদানের অঙ্গীকার করে দেবীর সঙ্গে মিলিত হলেন চণ্ডালবেশ ধারণ করে। সতী শিবকে ছলনা করতে অসমর্থা হওয়ায় শিব দেবীকে চণ্ডালিনীর ছদ্মবেশে চিনতে পেরে বরদান করলেন,— তুমি চণ্ডালিনীর বেশে যখন এসেছ তখন তুমি উচ্ছিষ্ট চাণ্ডালী নামে খ্যাতা হবে এবং তোমার মূর্তি পূজিত হবে।

যস্মাচ্চণ্ডালবেশেন মামেবং সমুপাগতা।
তস্মান্মূর্তিরিয়ং ভদ্রে ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ।
উচ্ছিষ্ট চাণ্ডালীতি খ্যাতা সর্বশাস্ত্রেষু গোপিতা॥

উচ্ছিষ্ট চাণ্ডালিনীর একটি ধ্যানমূর্তিও পাওয়া যায়—

শবোপরি সমাসীনাং রক্তাম্বরপরিচ্ছদাম্।
রক্তালংকারসংযুক্তাং গুঞ্জাহারবিভূষিতাম্॥
ষোড়শাব্দাঞ্চ যুবতীং পীনোন্নতপয়োধরাম্।
কপালকর্তৃকাহস্তাং পরংজ্যোতিঃ স্বরূপিণীম্॥
বামদক্ষিণযোগেন ধ্যায়েন্মন্ত্রবিদুত্তমঃ।[১]

—শবের উপরে উপবিষ্টা, রক্তবস্ত্রপরিহিতা, রক্তবর্ণালংকারভূষিতা, গুঞ্জাফলের মালা পরিহিতা, ষোড়শবর্ষীয়া যুবতী, পীন ও উন্নত পয়োধর সম্পন্না নরকপাল ও কর্তৃকা (খড়্গ) ধারিণী, পরমজ্যোতিঃস্বরূপা দেবীকে উত্তম মন্ত্রবিদ্ বাম ও দক্ষিণযোগে ধ্যান করবে।

দেবী যদিও জ্যোতিঃস্বরূপিণী চণ্ডী-দুর্গার সঙ্গে অভিন্না তথাপি তাঁর এই মূর্তি কালীমূর্তির আদর্শে কল্পিতা। দেবীকে কিরাতী, চণ্ডালী, শবরী ইত্যাদি নামে অভিহিত হতে দেখে রুদ্রশিবের মত শিবানী রুদ্রাণীও আর্যেতর জাতিদের দ্বারা স্বীকৃতি লাভ করেছিলেন এবং পূজিতাও হয়েছিলেন বোঝা যায়। দেবীর গলায় গুঞ্জাফলের মালা ও শবরী নাম প্রসঙ্গে মনে পড়ে চর্যাপদে নৈরাত্মারূপিণী শবরীর বর্ণনা :—

উঁচা উঁচা পাবত তহি বসই সবরী বালী।
মোরঙ্গি পিচ্ছ পরহিন সবরী গিবত গুঞ্জরী মালী॥[২]

শবরী বালিকা উচ্চ পর্বতে অবস্থান করছেন, তিনি মাথায় পরেছেন ময়ূরের পালক, গলায় পরেছেন গুঞ্জার মালা।

---

১ তন্ত্রসার (বঙ্গবাসী)—পৃঃ ১৬৪

২ চর্যাপদ, মণীন্দ্র বসু সম্পাদিত, ২৮ সংখ্যক পদ—পৃঃ ৫৫৮

কিন্তু দেবী দুর্গার সঙ্গে ময়ূর পুচ্ছের সংযোগ নতুন নয়। মহাভারতে বিরাট পর্বে যুধিষ্ঠিরকৃত দুর্গাস্তবে দেবী ময়ূরপুচ্ছের বলয় পরিধান করেছেন—ময়ূর পিচ্ছবলয়া। তাঁর ধ্বজে ময়ূরপুচ্ছ শোভা পায়,—ধ্বজেন শিখিপিচ্ছানামুচ্ছ্রিতেন বিরাজসে।[১] ভীষ্ম পর্বে অর্জুন কৃত দুর্গাস্তবেও তিনি ময়ূরপুচ্ছ ধ্বজধারিণী—শিখিপিচ্ছধ্বজধরে নানাভরণ ভূষিতে।[২] হরি বংশে আর্যাস্তবেও দেবী ময়ূরপিচ্ছধ্বজিনী।[৩] ময়ূরপুচ্ছ শোভিত ধ্বজা ও ময়ূরপুচ্ছের বলয় শবর জাতির কাছ থেকে এসেছে বলে মনে করার কোন যুক্তি নেই। বৌদ্ধ সহজ যানের নৈরাত্মা বা মুক্তিরূপিণী শবরীর যেমন ময়ূরপুচ্ছের অলংকার স্বাভাবিক বিন্ধ্যবাসিনী দুর্গারও তেমনি ময়ূরপুচ্ছ ধারণ অস্বাভাবিক নয়। স্মরণীয় এই যে বালক কৃষ্ণের মাথায় ময়ূরপুচ্ছের চূড়া ছিল। এখনও প্রতিমা সজ্জায় দেবতাদের মুকুটে ময়ূরের পালক ব্যবহার করা হয়। ময়ূরের পালক ও গুঞ্জমালায় দেবীর অনার্যত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় না বটে, তবে উচ্ছিষ্ট চাণ্ডালিনী নামে চণ্ডালদের দ্বারা পুজিতা ও তন্ত্র শাস্ত্রে স্বীকৃতা বলে অনুমিত হয়।

বিন্ধ্যবাসিনীতে অনার্য প্রভাব : বিন্ধ্যবাসিনী ও অন্যান্য শক্তি দেবতার পূজাতেও কোন কোন পণ্ডিত অনার্য উপাদান লক্ষ্য করেছেন। খিল হরিবংশে আর্যাস্তবে বিন্ধ্যবাসিনী সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, দেবী পর্বত, নদী, গুহা প্রভৃতিতে বাস করেন এবং বিভিন্ন অনার্য জাতির দ্বারা পূজিতা হন—

পর্বতাগ্রেষু ঘোরেষু নদীষু চ গুহাসু চ।
বাসস্তব মহাদেবি বনেষু পবনেষু চ॥
শবরৈর্বর্বরৈশ্চৈব পুলিন্দৈশ্চ সুপূজিতা।
ময়ূরপিচ্ছধ্বজিনী লোকান্ ক্রমসি সর্বশঃ॥
কুক্কুটৈশ্ছাগলৈর্মেষৈঃ সিংহব্যাঘ্রৈঃ সমাকুলা।
ঘণ্টানিনাদবহুলা বিন্ধ্যবাসিন্যভিশ্রুতা॥[৪]

—ভয়ংকর পর্বতশৃঙ্গে, নদীতে, গুহাতে, বনে ও উপবনে হে মহাদেবি, তোমার বাস, তুমি শবর, পুলিন্দদের দ্বারা পূজিতা, ময়ূরপুচ্ছের ধ্বজযুক্তা, তুমি সকল লোক অতিক্রম কর। কুক্কুট, ছাগল, মেষ, সিংহ, ব্যাঘ্র প্রভৃতির দ্বারা আকীর্ণ ঘণ্টাধ্বনিতে মুখরিত বিন্ধ্যবাসিনী নামে প্রসিদ্ধা।

মহাভারতে যুধিষ্ঠিরকৃত স্তবে দেবী কান্তারে, ভয়ংকর দুর্গম স্থানে এবং ভক্তদের গৃহে বাস কারণ—"কান্তারভয়দুর্গেষু ভক্তানাং চালয়েনু চ।"[৫] মহাশক্তিরূপিণী দেবী ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন রূপে পূজিতা হচ্ছেন—Kali in the Kalanjara mountain, Chandika in the Makaranda and Vindhya vasini in the Vindhya Mountain are mentioned as different manifestation of the Devi."[৬] বিন্ধ্যাচলে মার্কণ্ডেয়পুরাণ-বর্ণিত কৌশিকী

---

১ বিরাট পর্ব—৩৭।১৪ ২ ভীষ্ম পর্ব—২৩।৬ ৩ হরিবংশ, বিষ্ণুপর্ব—৩।৭
৪ হরিবংশ, বিষ্ণুপর্ব—৩।৬-৮ ৫ মহা, ভীষ্মপর্ব – ২৩।১৪
৬ A non-Aryan aspect of the Devi-Sakti Cult & Tara—page 85

বা বিন্ধ্যবাসিনী সম্পর্কে যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি লিখেছেন,—সেখানে (বিন্ধ্যাচল ই. আই. রেল স্টেশন) এক পাহাড়ের গুহায় দেবীমূর্তি আছে। বস্ত্রাবৃত থাকে, কেহ দেখিতে পায় না—সম্ভবতঃ অষ্টভুজা ভদ্রকালী, যিনি যশোদার কন্যা হইয়াছিলেন। মার্কণ্ডেয়পুরাণ ইহাকে বিন্ধ্যাচলবাসিনী লিখিয়াছেন (৯১।৩৮)।"[১] বাণভট্ট রচিত কাদম্বরীতে (খ্রীঃ ৭ম শতাব্দী) শবরদের দ্বারা দেবী পূজায় বলির উল্লেখ আছে—চণ্ডিকারুধিরবলিপ্রদানার্থমসকৃন্নিশিত শস্ত্রোল্লেখবিষমিত শিখরেণ।"[২] বাক্‌পতিরাজ (খ্রীঃ ৮ম শতাব্দী) গৌড়বহো নামক প্রাকৃতকাব্যে লিখেছেন যে, রাজা যশোবর্মণ বিন্ধ্যপর্বতে বিন্ধ্যবাসিনীর পূজা করেছিলেন। বিন্ধ্যপর্বতবাসী শবরগণ এই দেবীর কাছে নিত্য নরবলি দিয়ে পূজা করতো।[৩] সোমদেবের কথাসরিৎসাগরে (খ্রীঃ ১১শ শতাব্দী) একদল শবর জীমূতবাহনকে ধরে শবরদের উপাসিতা দেবী চণ্ডীর কাছে বলি দিতে নিয়ে গিয়েছিল, তখন শবরপতি পুলিন্দ জীমূতবাহনকে রক্ষা করেন।[৪] এই গ্রন্থেই শ্রীদত্ত এবং মৃগাঙ্কবতীর উপাখ্যানে অনুরূপ কাহিনী পরিবেশিত হয়েছে।[৫] কথাসরিৎসাগর থেকে জানা যায় যে বিন্ধ্য অঞ্চলে শবর, পুলিন্দ, ভীল প্রভৃতি আর্যেতর জাতির বাস ছিল; এইসব জাতি বিন্ধ্যবাসিনী, কালী, দুর্গা, চণ্ডিকা প্রভৃতি দেবীর বিচিত্র নাম ও রূপের উপাসক ছিল। রাজতরঙ্গিণীতে বিন্ধ্য অঞ্চলে পূজিতা ভ্রামরী দেবীর উল্লেখ আছে। কল্‌হন (খ্রীঃ ১২শ শতাব্দী) বলেছেন যে কাশ্মীররাজ রণাদিত্য পূর্বজন্মে বিন্ধ্যপর্বতে ভ্রমরবাসিনী দেবীকে দর্শন করতে গিয়েছিলেন।

অবন্ধ্যাদর্শনাং বিন্ধ্যে দেবীং ভ্রমরবাসিনীম্।
দ্রষ্টুং...কাঙ্ক্ষী-নির্ব্যপেক্ষঃ স্বজীবিতে ॥[৬]

ভ্রমরবাসিনী দেবী ও বিন্ধ্যবাসিনী কি একই দেবতা? কল্‌হন প্রদত্ত বিবরণ অনুসারে ভ্রমরবাসিনী হিংস্র ভ্রমর সমূহের দ্বারা বেষ্টিতা থাকতেন। এই বিবরণ কিম্বদন্তীমূলক বলে মনে হয়। চণ্ডীতে দেবী বলেছেন যে, তিনি ভবিষ্যতে ভ্রামরীরূপে অরুণ নামক দানবকে বধ করবেন।[৭]

এই সকল প্রমাণের সাহায্যে এ. কে. ভট্টাচার্য সিদ্ধান্ত করেছেন যে দেবী দুর্গা-চণ্ডিকা-বিন্ধ্যবাসিনী মূলতঃ অনার্য দেবতা আর্য দেবতার পংক্তিতে গৃহীতা এবং পূজিতা হয়েছেন,—"It may be presumed from the data furnished above that some of the forms representing the terrific aspects of the goddess evolved out of the Non-Aryan deity, discussed above. It seems that only after definite modification she became acceptable to all sections of the Indian population.[৮]

১ পূজোপার্বণ পৃঃ ২ কাদম্বরী' কথামুখম্, জীবানন্দ বিদ্যাসাগর সম্পাদিত, ১৮৮৯ পাঃ ১০
৩ গৌড়বহো-২৮৫-৩৩৮ ৪ কথাসরিৎ, ২য়, অঃ ২২ ৫ কথাসরিৎ, ১ম খণ্ড ১০ অঃ
৬ রাজ-৩।৩৯৪ ৭ চণ্ডী-১২।৫৩-৫৪
৮ A non-Aryan aspect of Debi, Sakti Cult & Tara—pp. 59-60

বাঙ্গালা মঙ্গল কাব্যগুলিতে দেবী দুর্গা কোচনী, ডুম্‌নী, বাগ্দিনী প্রভৃতি নিম্নজাতীয়া নারীদের কবল থেকে শিবকে উদ্ধার করার জন্য নিজে কোচ্‌নী-ডুমনী-বাগ্দিনী সেজেছিলেন। মুর্শিদাবাদ জেলায় নওপুকুরিয়া গ্রামে চতুর্ভুজা প্রস্তরময়ী ডুম্‌নী মা (চণ্ডী, মতান্তরে বৌদ্ধ তারা) এখনও পূজিতা হন। বৈশাখ মাসে প্রতি শনি ও মঙ্গলবারে ডুম্‌নী মায়ের বিশেষ পূজা ও বার্ষিক উৎসব হয়।[১] শক্তিকাগমসর্বস্ব তন্ত্রে শিবের অন্যতম শক্তি কোচ বধূ। স্কন্দপুরাণে (মাহেশ্বর—৩৫ অঃ) শিবানীকে শবরী বলা হয়েছে।[২]

ডুম্‌নী

কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন যে উমা শব্দটিও সংস্কৃত শব্দ নয়। এটি সম্ভবতঃ প্রাক্-আর্য কোন উৎস থেকে সংস্কৃতে এসেছে। ব্যাবিলোনীয়, আক্কাদীয়, দ্রাবিড় প্রভৃতি ভাষায় উম্মো বা উম্মি বা উম্মূ শব্দ উমা শব্দের প্রতিরূপ। "The Babylonian word for 'Mother' is ummu or umma, the Accadian ummi, and the Dravidian umma. These words can be connected with each other, and with uma, the mother-goddess."[৩]

উম্মো

কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত উমাকে আদিম জাতির মাতৃদেবী অম্ম বলে সিদ্ধান্ত করেছেন। E. W. Hopkins লিখেছেন, "All these forms of Umā (=A m m a, the great mother-goddess) go back to primitive and universal Cult of the mother-goddess (cf. Aditi), who in popular mythology appears as Kālamma and as Ellamma, that is as destructive or as Kind."[৪]

Oppertও অম্মা থেকে উমা এসেছেন বলে মনে করেন[৫]

বৌদ্ধ মহাযান ধর্মে পর্ণশবরী ও নগ্নশবরী নামে দুই দেবী আছেন। পর্ণশবরী পর্ণভূষণা ও পর্ণবসন পরিহিতা।[৬] সাধনামালায় পর্ণশবরী ত্রিমুখী ষড়ভুজা, বামহস্তত্রয়ে ধনু, পত্রচ্ছটা পাশ ও তর্জনীমুদ্রা, দক্ষিণহস্তত্রয়ে বজ্র, কুঠার ও শর-ধারিণী—"পর্ণশবরীং হরিতাং ত্রিমুখাং ত্রিনেত্রাং ষড়্‌ভুজাং কৃষ্ণশুক্লদক্ষিণবামাননাং বজ্রপরশুশরদক্ষিণকরত্রয়াং কার্মুকপত্রচ্ছটাসপাশ-তর্জনী বামকরত্রয়াং সক্রোধহসিতাননাং নবযৌবনবতীং সপত্রমালাব্যাঘ্রচর্ম নিবসনামীষল্লম্বোদরীং ঊর্ধ্বসংযতকেশীং অধোঽশেষরোগমারীপদাক্রান্তাং অমোঘসিদ্ধিমুকুটীম্...।"[৭] —পর্ণশবরী হরিদ্বর্ণা, ত্রিমুখা, ত্রিনেত্রা, ষড়্‌ভুজা, দক্ষিণ ও বাম মুখের বর্ণ শুভ্র ও কৃষ্ণ, দক্ষিণের তিন হস্তে বজ্র, পরশু ও শর, বামহস্তত্রয়ে ধনু, পত্রচ্ছটা ও পাশ সহিত তর্জনীমুদ্রা, মুখে ক্রোধ এবং হাস্য, নবযৌবনবতী,

পর্ণশবরী

---

১ পশ্চিমবঙ্গের পূজাপার্বণ ও মেলা, ২য়-পৃঃ ১০১
২ বাংলাকাব্যে শিব-পৃঃ ১৪৮
৩ Mother Goddess—S.K. Diksit
৪ Great Epic of India—p. 226
৫ ibid—Foot Note.
৬ বৌদ্ধ দেবদেবী-পৃঃ ৬৬
৭ সাধনমালা—২য়, ভূমিকা—পৃঃ CLXXii

পত্রমালা সহিত ব্যাঘ্রচর্ম-পরিহিতা, ঈষৎ স্থূল উদরবিশিষ্টা, কেশ উর্ধে বদ্ধ, নিম্নে অশেষরোগমারী পদের দ্বারা দলিত, মুকুটে অমোঘ সিদ্ধি।

ব্যাঘ্রচর্ম ও পত্রমাল্য পরিহিতা পত্রধারিণীপর্ণশবরী বসন্তরোগারোগ্যকারিণী দেবতা। তিনি মহামারীকে পদতলে দলিত করছেন। আকৃতির দিক থেকে কোন হিন্দুদেবীর সঙ্গেই পর্ণশবরীর সাদৃশ্য নেই কিন্তু প্রকৃতগত দিক থেকে পর্ণশবরী শীতলার সগোত্রা। পণ্ডিতরা শবরপূজিতা বিন্ধ্যবাসিনীর সঙ্গে পর্ণশবরীর তুলনা করে থাকেন এবং পর্ণশবরীকে মূলতঃ জাঙুলি বা মনসার মত অনার্য দেবতা বলে সিদ্ধান্ত করেন।

"May we regard parṇaśabari as tribal goddess of antiquity who was likewise absorbed into Buddhist fold for her alleged power of destroying all diseases and epidemics ?"[১]

কেবল পর্ণশবরী নন, অনুরূপভাবে সকল মাতৃদেবতাই অনার্যসংস্কৃতি থেকে আগত বলে পণ্ডিতদের সিদ্ধান্ত।

"In this connection Prof. Sirker stressed on the names Gouri (fair-complexioned), Aparnā (without leaf cloth) and Kāli (dark-skinned) applied to Indian Mother-goddess and said that the deities may have been originally worshipped respectfully by Mongoloid Xanthoderms of the Himalayas, the nacked aboroginals like Nagna-Sabaras and the dark complexioned proto-Austroloids."[২]

এঁদের মতে আর্য ও অনার্য রক্তের মিশ্রণের ফলেই শক্তিদেবতার উপাসনা ব্যাপকতা লাভ করেছে—"It is due to the gradual absorption of Non-Aryan ideas and blood by the Aryans that the mother-goddess became more and more important in the Socio-religious life of the composite people of the post-vedic India."[৩]

অপর্ণা

দেবী পার্বতীর এক নাম অপর্ণা। অপর্ণা শব্দের এক অর্থ অপর্ণ-ভোজনকারিণী অর্থাৎ যিনি পর্ণও ভোজন করেন না। কালিদাসের কুমারসম্ভব কাব্যে পঞ্চতপা পার্বতী দেবাদিদেব মহাদেবকে পতিরূপে লাভ করার জন্য কঠোর তপস্যায় নিমগ্না হয়ে প্রথমে গাছ থেকে ঝরে পড়া পাতা মাত্র আহার করে জীবন রক্ষা করতেন, পরে যখন তিনি পর্ণ ভোজনও পরিত্যাগ করলেন তখন অপর্ণা নামে খ্যাতা হয়েছিলেন।

স্বয়ং বিশীর্ণদ্রুমপত্রবৃত্তিতা
পরা হি কাষ্ঠা তপসস্তয়া পুনঃ।

---

১ Iconography of Tara, K. K, Dasgupta, Sakti Cult & Tara—p. 127
২ Sakti Cult & Tara—p. 8
৩ Sakti Cult & Tara—p. 9

তদপ্যপাকীর্ণমতঃ প্রিয়ংবদাং
বদন্ত্যপর্ণেতি চ তাং পুরাবিদঃ ॥[১]

—আপনা হতে ঝরে পড়া বৃক্ষের পত্র জীবনের বৃত্তি করে তিনি তপস্যার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছিলেন, পুনরায় তাও তিনি পরিত্যাগ করলেন। সেই জন্য পুরাবিদ্‌গণ তাঁকে অপর্ণা বলতেন।

কালিকাপুরাণেও এইভাবেই অপর্ণা নামের ব্যাখ্যা করা হয়েছে—

আহারে ত্যক্তপর্ণাভূদ্‌ যস্মাদ্ধিমবতঃ সুতা।
তেন দেবৈরপর্ণেতি কথিতা পৃথিবীতলে ॥[২]

কিন্তু অপর্ণা শব্দকে পর্ণশবরীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করে অপর্ণা অর্থে নগ্না করা হয়। যিনি পাতার কাপড় পরেন লজ্জা নিবারণের জন্য তিনি পর্ণশবরী, আর যিনি পাতার বসনও পরিধান করেন না, তিনি অপর্ণা। ডঃ জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অপর্ণা ও পর্ণশবরীকে একই দেবতা বলে সিদ্ধান্ত করেছেন, "প্রসঙ্গতঃ বলা আবশ্যক যে অন্যত্র তিনি অপর্ণা নামে বিখ্যাত ; অপর্ণার অপর অর্থ যিনি এমন কি পত্রবল্কলাদি পর্যন্ত পরিধেয় বিহীন, অর্থাৎ বিবসনা। তাঁহার অন্যত্র প্রদত্ত নামত্রয়, শবরী, পর্ণশবরী ও নগ্নশবরী তাঁহাকে অনার্য শবর জাতির ইষ্টদেবীরূপে চিহ্নিত করে।"[৩]

ডোম শবর পুলিন্দ প্রভৃতি জাতিদের সংগে সংশ্লেষের জন্য দেশী বিদেশী পণ্ডিতগণ শক্তিদেবতার বিভিন্ন রূপকেই অনার্যকৃষ্টি থেকে আগত বলে সিদ্ধান্ত করেছেন। ডঃ জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাভারতের আর্যাস্তব থেকে উক্তরূপ সিদ্ধান্ত প্রসঙ্গে লিখেছেন, "In the following few couplets (6-10) her association with hills, particularly the Vindhyas, rivers, caves, forests and gardens, her connection with various domestic and wild animals, the fact of her being worshipped with great veneration by non-Aryan tribes like the Śabaras, the Barbaras and Pulindas are highlighted. This non-Aryan aspect of Devi is further emphasised by such names as Aparṇā. Nagna-Sabarī (cf. its Mahāyāna counterpart Parna-Śabari, meaning the leaf-clad Sabara woman), etc. attributed to her in other contexts."[৪]

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ডঃ নীহার রঞ্জন রায় শিব ও বিভিন্ন হিন্দু ও বৌদ্ধ দেবদেবীদের অনার্য গ্রাম্য দেবতা বলে রায় দিয়েছেন,—"শীতলা, মনসা, বনদুর্গা, ষষ্ঠী, নানা প্রকারের চণ্ডী, নরমুণ্ডমালিনী শ্মশানচারী কালী, শ্মশানচারী শিব, পর্ণশবরী, জাঙ্গুলী প্রভৃতি অনার্য গ্রাম্য দেবদেবীরা এইভাবেই ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধধর্মে

১ কুমারসম্ভব—৫।২৮ ২ কাঃ পুঃ—৪৩।৩৮ ৩ পঞ্চোপাসনা—পৃঃ ২৩৬
৪ Pauranic and Tantric Religion—pp. 119-20

স্বীকৃতি লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়, দুই চারি ক্ষেত্রে তাহার কিছু প্রমাণও পাওয়া যায়।"[১]

আবার এক পণ্ডিতের মতে চামুণ্ডা, বাশুলী, তারা, কালী, ক্ষেত্রপাল, ভদ্রকালী, মনসা, ছিন্নমস্তা প্রভৃতি বৌদ্ধ মহাযান সম্প্রদায়ের দেবগোষ্ঠী থেকে আগত।[২]

অনার্যত্ব সমীক্ষা : পৃথিবীর বিভিন্ন দেশেই মাতৃকা দেবী (Mother goddess) শস্যদেবী বা সৌভাগ্যের দেবতার পরিকল্পনা দেখা যায়। এই বিষয়ে লক্ষ্মী প্রসংগে কিছু কিছু আলোচনা করা হয়েছে। মাতৃকা দেবীর সাধারণ পরিকল্পনা থেকে কোন কোন পণ্ডিত ভারতীয় শক্তিদেবীর কল্পনাকে প্রাগার্য এবং বহুতর অতীতের স্মৃতিবাহী বলে সিদ্ধান্ত করে থাকেন। Hogarth লিখেছেন, "In Punic Africa, she is Tanit with her son ; in Egypt Isis with Horus ; in Phonecia Ashtaroth with Tammuj ; in Asia Minor Cybele with Attis ; in Greece (and specially in the Greek Crete itself) Rhea with young Zeus."[৩]

এইরূপ যুগ্ম সৃষ্টিদেবতার পরিকল্পনা পৃথিবীর অনেক দেশেই দেখা যায়। এইরূপ সৃষ্টিদেবতার পরিকল্পনা থেকে এন, এন, ভট্টাচার্য লিখেছেন যে, যে সমাজে পিতার কোন গুরুত্ব ছিল না, মাতাই ছিল সর্বেসর্বা সেই সমাজেরই সৃষ্টি মাতৃদেবতা—"Such tales of virgin mothers are relics of an age when the father had no significance at all and of a society in which a man's contribution to the matter of procreation was hardly recognised."[৪]

এসিয়া মাইনরে সিবিলি অত্যন্ত প্রসিদ্ধ দেবতা। ক্রীটেও সিবিলির অনুরূপ মাতৃদেবতার পূজা প্রচলিত ছিল—ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলেও মাতৃদেবীর পূজা হোত। "...as early as Early Minoan I they (cretans) worshipped the Great Mother, their chief deity of later times. This goddess seems to have been a concept very similar to that of Cybele, worshipped in Asia Minor, and we shall find traces of like beliefs elsewhere in the Mediterranean region. Figures

---

১ বাঙালীর ইতিহাস—আদিপর্ব ১ম সং পৃঃ ৫৭৯

২ On the other hand the Hindus also borrowed Buddhist deties, such as Chāmuṇḍā, Vāśulī, Tārā, Kālī, Kshetrapāla, BhadraKālī and Mañju ghosha......Buddhist goddesses Jānguli, Mahā Chīnatārā and Vajrayoginī were prototypes of those known in the Hindu pantheon as Manasā Tārā and Chhinnamastā respectively."—Historical studies in the Cult of the Goddess Manasā—P. K. Maity,—pp. 75-76.

৩ Encyclopedia of Religion and Ethics, vol. 1—page 147

৪ Saktism and Mother Right, Sakti Cult & Tara—p. 73

of this goddess were not often made, though representations of her occur on Seals."[১]

ক্রীটে ও নিকটবর্তী অঞ্চলে প্রাপ্ত শীল প্রভৃতিতে অংকিত মাতৃদেবতারূপে কথিত নারীমূর্তিগুলি চারশ্রেণীতে বিভক্ত : (১) সর্পমাল্যভূষিতা, হস্তদ্বয়ে সর্পালংকারশোভিতা মুকুটধারিণী দণ্ডায়মানা নারীমূর্তি। (২) ইসোদপেতায় প্রাপ্ত একটি সোনার আংটিতে অংকিত একটি নৃত্যরতা নারীমূর্তি, সম্মুখে একটি পাত্র থেকে দুগ্ধপানরত একটি সর্প (৩) মাইসিনে (Mycene)-এ প্রাপ্ত একটি স্বর্ণাঙ্গুরীয়তে একটি বৃক্ষমূলে উপবিষ্টা নগ্না নারীমূর্তি, পাশে দ্বিমুখী কুঠার ও নগ্না পুষ্পহস্তা পূজারিণীবৃন্দ। (৪) ক্নোসোস্ (Knossos)-এ প্রাপ্ত শীলে আলুলায়িত-কুন্তলা উর্ধ্বাঙ্গ অনাবৃতা পর্বতোপরি উপবিষ্টা দুই পাশে দুই সিংহ দ্বারা রক্ষিতা দেবীমূর্তি পশ্চাতে পতনোন্মুখ একটি মনুষ্যকে শূল দ্বারা আঘাত করছেন।[২]

স্বামী শংকরানন্দ প্রথম মূর্তিটিকে সর্পদেবতা বলেছেন এবং চতুর্থ মূর্তিটি অন্ধকারের দানব বধকারিণী দেবী বলেছেন। তাঁর মতে সিংহ সূর্যের প্রতীক।[৩] সুতরাং প্রথম মূর্তিটি মনসা এবং চতুর্থ মূর্তিটি দুর্গার প্রতিরূপ হতে পারে।

ম্যাকয় সাহেব মোহেন্-জো-দারো এবং হরপ্পায় প্রাপ্ত পোড়ামাটির ক্ষুদ্র নগ্ন নারীমূর্তিগুলিকে আর্যপূর্বযুগের মাতৃমূর্তি বলে গ্রহণ করেছেন এবং মূর্তিগুলি গৃহস্থদের বাড়ীতে পূজা হোত বলে সিদ্ধান্ত করেছেন। কিন্তু ক্ষুদ্র নারী মূর্তিগুলি শক্তিদেবতার মূর্তি, খেলনা পুতুল নয়, বা গৃহসজ্জার উপকরণ নয়, একথা বলার মত কোন প্রমাণ নেই, হিন্দুদের দেব ভাবনায় শক্তিপূজা বৈদিক যুগের নয়; পৌরাণিক যুগের। মোহেন্-জো-দারো হরপ্পায় নগ্ন পুত্তলিকাগুলি মাতৃপূজার নিদর্শন হলে বিশাল বৈদিক সাহিত্যে তার বিকাশ ও প্রতিষ্ঠা অবশ্যম্ভাবী মনে হয়।[৪]

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যে সকল মাতৃদেবতার বা সৌভাগ্য-শস্য-উর্বরতার দেবতার পরিকল্পনা হয়েছিল, সেগুলি স্বাধীন ভাবে উদ্ভূত হওয়া অসম্ভব নয়। ভারতীয় শক্তিদেবতার পরিকল্পনায় অনার্য বা দেশান্তরীয় দেবতার প্রভাব স্বীকার করা যায় না। আকারে ও প্রকারে দেশান্তরীয় মাতৃদেবতার সঙ্গে ভারতীয় শক্তি-দেবতার আকাশ পাতাল তফাৎ। ভারতীয় শক্তিদেবতা কুমারী মাতা (Virgin mother) নন—তিনি শিব-শক্তি, লক্ষ্মী-নারায়ণ, শক্তি-গণেশ প্রভৃতি বিচিত্ররূপে দ্বিধা হয়েও এক অদ্বয়রূপে প্রতিভাত। উপনিষদের ব্রহ্ম যে নিজেকে দ্বিধা

---

১ Priests and Kings, Harold Peake & Herbert John Fleure—pp. 109-10

২ Decipherment of an Ins. on Phaito's Disc of Crete Sankaranada—pp. 13-14

৩ Decipherment of an Inscription on phaito's Disc of Crete—Swami Sankarananda—pp. 13-14

৪ Early Indus Civilisation—E. Makay 2nd Edn. p. 54

করে নারীপুরুষে পরিণত হয়েছিলেন; ভারতীয় শক্তিতত্ত্বের মূলেও সেই তত্ত্ব। সাংখ্যদর্শনের পুরুষ-প্রকৃতিতত্ত্ব উপনিষদের দর্শনের উপরে প্রতিষ্ঠিত; শক্তি-দেবতার পরিকল্পনায় বিশেষতঃ কালীমূর্তির পরিকল্পনায় সাংখ্যের পুরুষ-প্রকৃতিতত্ত্ব প্রভাবিত করতে পারে।

তন্ত্রের প্রধান দেবতা কালী বা শ্যামাকে সাধারণতঃ অনার্যকৃষ্টি থেকে আগতা বলে সিদ্ধান্ত করা হয়। কালীর অনার্যত্ব খণ্ডন করেছেন ডি. এন. বসু এবং হীরালাল হালদার। তাঁদের যুক্তিগুলি নিম্নরূপ: (১) শিবশক্তি উচ্চতর দার্শনিক চিন্তার ফল, (২) কোন আদিম অনার্য জাতির মধ্যে শিব ও কালীপূজার প্রচলন দেখা যায় না, (৩) কোন তান্ত্রিক মতবাদ বা ধর্মাচরণ আদিম জাতিদের মধ্যে প্রচলিত নেই।[১] এই যুক্তিগুলি অগ্রাহ্য করার নয়। কিন্তু উপনিষদ থেকে তন্ত্র পর্যন্ত কালীর যে বিবর্তন পরে আলোচিত হয়েছে, তাতে কালীকে অনার্য দেবতা বলার কোন হেতু পাওয়া যায় না।

শক্তিদেবতার বিচিত্র বিকাশ ও বহুবিচিত্র রূপকল্পনা অন্য কোন দেশে দেখা যায় না। শক্তিতত্ত্বের মূলে যে এক সর্বব্যাপিনী মহাশক্তি জগতে বিচিত্ররূপে বিচিত্রভাবে প্রকাশিত, রূপে-রূপে জড়ে-জীবে স্পন্দমান; তারই সাকার রূপায়ণ মহাশক্তিরূপিণী দুর্গা কালী ইত্যাদি। ভারতে সৃষ্টিস্থিতিলয়কর্তা কোন নারী দেবতা নন—ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর, অথচ এঁদেরই শক্তি ব্রহ্মাণী-শিবানী-বৈষ্ণবীলক্ষ্মী—এঁদের সঙ্গে অভিন্নরূপে কল্পিত। তাই রুদ্রশক্তি শিবানী একাই সৃষ্টিস্থিতিলয়ের কর্ত্রী—

ত্বয়ৈতৎ ধার্য্যতে সর্বং ত্বয়ৈতৎ সৃজ্যতে জগৎ।
ত্বয়ৈতৎ পাল্যতে দেবী ত্বমৎস্যন্তে চ সর্বদা॥
বিসৃষ্টৌ সৃষ্টিরূপা চ স্থিতিরূপা চ পালনে।
তথা সংহৃতিরূপান্তে জগতোহস্য জগন্ময়ে॥[২]

—হে দেবি, তুমি সবকিছুই ধারণ কর, তুমিই জগৎ সৃষ্টি কর, তুমি এই সমস্ত পালন কর, তুমি সর্বদা সব কিছু ভক্ষণ কর। হে জগন্ময়ি! সৃষ্টিকালে তুমি, জগতের সৃষ্টিরূপা, পালনকালে স্থিতিরূপা, তেমনি সংহারকালে সংহৃতিরূপা।

ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব—সৃষ্টি-স্থিতি-লয়—একই বস্তু। সুতরাং ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবাত্মিকা মহাশক্তি অনার্যপূজিতা উর্বরতার প্রতীক মাতৃকা দেবী নন। দেবী শবর পুলিন্দ প্রভৃতি জাতিদের দ্বারা পূজিতা হয়েছেন এবং কিরাতী চণ্ডালী প্রভৃতি সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত বা বিশেষিত হয়েছেন, এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। দেবীর পূজা যে আর্যগোষ্ঠীর বাইরে বহু জাতি উপজাতির দ্বারা গৃহীত এবং স্বীকৃত হয়েছিল, উপর্যুক্ত বিবরণ থেকেই তা প্রমাণিত হয়। স্বামী শংকরানন্দ দেখিয়েছেন যে বৈদিক এবং পরবৈদিক যুগের ভারতীয় বণিকগণ ক্রীট ও ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে

১ Tantras: Their philosophy and occult secrets—p. 72
২ চণ্ডী—১।৬৪-৭১

বাণিজ্য ব্যপদেশে গিয়ে তৎ তদঞ্চলে ভারতীয় সংস্কৃতি ধর্ম ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করেছিল। ব্যাবিলন, সিরিয়া প্যালেস্টাইন, মিশর, লিবিয়া ও ক্রীটে আবিষ্কৃত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলিতে ভারতবর্ষীয় প্রভাব তিনি প্রতিপাদন করেছেন।[১]

পর্ণশবরী ব্যাঘ্রচর্ম পরিহিতা। পৌরাণিক শিবও কৃত্তিবাস। শিব ও শিবানীর ত্রিনয়নের সঙ্গে পর্ণশবরীর তিন মুখের সংযোগ থাকা অসম্ভব নয়। পর্ণশবরী কেবলমাত্র পত্রাবৃতা দেবী নন। সুতরাং নাম ও ব্যাঘ্রচর্মের সঙ্গে পত্রের আবরণ থাকাতেই পর্ণশবরীকে অনার্য দেবতা বলা সম্ভব কি? তবে আকৃতিগত সাদৃশ্য পর্ণশবরীর সঙ্গে কোন ভারতীয় শক্তিদেবতার না থাকলেও প্রকৃতিগত দিক থেকে পর্ণশবরী বসন্তমারীরোগের দেবতা শীতলার সগোত্রা। পার্বতীর অপর্ণা নামের কালিদাস এবং পুরাণকৃত ব্যাখ্যা ত্যাগ করে নগ্না অর্থ করে দেবীকে অনার্য প্রতিপন্ন করার চেষ্টা যে যথার্থ তা কে বলবে? বিদেশীয় উম্ম শব্দের সঙ্গে অথবা আদিম জাতির অম্ম বা অম্মা শব্দের সঙ্গে উমা শব্দের সাদৃশ্য থাকলেই উমাকে বিদেশাগতা বা আর্যেতর দেবতা প্রতিপন্ন করার যৌক্তিকতা কি অনস্বীকার্য? সংস্কৃত শব্দ বা ভারতীয় দেবতা অন্য ভাষায় বা অন্যদেশে গ্রহণ করা কি একান্তই অসম্ভব?

অম্বিকা বা অম্বা শব্দ বৈদিক সংহিতাতেই পাওয়া যায়। উমা দেখা দিয়েছেন উপনিষদে। রামায়ণে উমা শৈলদুহিতা রুদ্রপত্নী। পর্বতরাজ কঠোর তপোনিরতা উমাকে রুদ্রকে দান করেছিলেন,—

যা চান্যা শৈলদুহিতা কন্যাসীদ্রঘুনন্দন।
উগ্রং সুব্রতমাস্থায় তপস্তেপে তপোধনা॥
উগ্রেণ তপসা যুক্তাং দদৌ শৈলবরঃ সুতাম্।
রুদ্রায়াপ্রতিরূপায় উমাং লোকনমস্কৃতাম্॥[২]

মহাভারতেও উমা শিবজায়া। শিবের নামান্তর উমাপতি, উমাকান্ত এবং উমাধব— উমাপতিরুমাকান্তো জাহ্নবীধৃগুমাধবঃ।[৩] রামায়ণে[৪] এবং মহাভারতে[৫] বিবাহের পরে মিলনকালে দেবগণের অনুরোধে শিব ঊর্ধ্বরেতা হয়েছিলেন বলে উমা দেবগণকে নিঃসন্তান হওয়ার অভিশাপ দিয়েছিলেন। অনুশাসন পর্বে (১৪০ অঃ) উমা শৈলসুতা। বনপর্বে চৈত্রমাসে মানস সরোবরে যজ্ঞ করলে সপার্ষদ শিব উমার সঙ্গে দর্শন দিয়ে থাকেন—

সহোময়া চ ভবতি দর্শনং কামরূপিণঃ।
অস্মিন্ সরসি সত্রৈর্বৈ চৈত্রমাসি পিণাকিনম্॥[৬]

---

১ Decipherment of an Inscriptions on Phaisto's Disc of Crete —pp. 18-46

২ বাল্মীকি রামায়ণ—আদি কাণ্ড— ৩৬।১৯-২০

৩ মহাভারত, অনুশাসন পর্ব ১৭।১০৫

৪ রামায়ণ, আদি, ৩৭ সর্গ

৫ মহা, অনুশাসন পর্ব ৮৪ অঃ।

৬ মহা বনপর্ব—১৩০।১৫

শান্তিপর্বে (২৮৩-৮৪ অ:) উমা মহাদেবকে দক্ষযজ্ঞবিনাশে প্ররোচিত করেছিলেন। পুরাণে কাব্যে দেবী দুর্গা-পার্বতীর উমা নাম অত্যন্ত জনপ্রিয়। সুতরাং উমা নামটিকে বিদেশাগত বা অনার্যশব্দ বলা যুক্তিযুক্ত মনে হয় না। উমা শব্দের বিকৃতরূপ হিসাবে অম্ম, অম্মা, উম্মো ইত্যাদি শব্দগুলি আসা কি অসম্ভব?

চণ্ডী শব্দ থেকে চাণ্ডী এসেছে অথবা চাণ্ডী থেকে চণ্ডীশব্দ এসেছে, এ বিতর্কে না গিয়েও বলা যায় দুর্গা-চণ্ডী অনার্য দেবতা নন। বৈদিক দেবভাবনা থেকে ক্রমবিবর্তনের ফলে তাঁর আবির্ভাব ঘটেছে। এমন কি দুর্গার যে দশহাত তাও এসেছে ঋগ্বেদের উষা ও পৃথিবীর কাছ থেকে। ঋগ্বেদের একটি মন্ত্রে পৃথিবী দশভুজা—যদিন্নিন্দ্র পৃথিবী দশভুজিরহানি বিশ্বা ততনন্ত কৃষ্টয়ঃ।[১]

—হে ইন্দ্র যদি পৃথিবী দশভুজা হয়ে দিন দিন সকল কৃষ্টি প্রকাশ করতো।

একটি মন্ত্রে উষাও দশবাহুসমন্বিতা—

চিত্রের প্রত্যদর্শ্যায়ত্যং তর্দশসু বাহুষু।[২]

—উষা দশ বাহু বিস্তার করে (দশ দিকে) বিচিত্ররূপে প্রকাশিত হচ্ছেন।

ভারতের শক্তি-উপাসনা প্রাগৈতিহাসিক অনার্যদের কাছ থেকে এসেছে, এ সিদ্ধান্ত নিতান্তই কাল্পনিক। বেদে পুরুষদেবতার প্রাধান্য স্বীকার করলেও উষা, ঈড়া, ভারতী, সরস্বতী, বাক্, রাত্রি, ইন্দ্রাণী, উর্বশী, শরণ্যু, যমী, অরণ্যানী, পৃথিবী, অদিতি প্রভৃতি নারী-দেবতা একেবারে উপেক্ষণীয় নয়। বিশেষতঃ উষা, সরস্বতী ও অদিতির প্রাধান্য ঋগ্বেদেও অস্বীকার করবার উপায় নেই। এই তিন নারী দেবতাতেই পরবর্তী শক্তিদেবতার সকল গুণকর্মই প্রকটিত। যজুর্বেদে অম্বিকা রুদ্রের ধ্বংসকার্যের সহায়িকারূপে আবির্ভূতা হয়েছেন। অদিতি আদিত্য-গণের মাতা,—পরে সকল দেবতারই মাতা। অথর্ববেদে পৃথ্বী বা পৃথিবীর প্রাধান্য বৃদ্ধি পেয়েছে, পৃথ্বী সৃষ্টিস্থিতিলয়ের কর্ত্রীরূপে বর্ণিতা হয়েছেন। বৈদিক যুগের শেষভাগেই শক্তিদেবতার প্রাধান্য ক্রমবর্ধিত হয়েছে, শ্রী-লক্ষ্মী, উমা-হৈমবতীর আবির্ভাব ঘটেছে। ক্রমে পৌরাণিক যুগে পুরুষ দেবতার সঙ্গে শক্তি দেবতার প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মাতৃতান্ত্রিক অনার্যরক্ত আর্যরক্তের সঙ্গে মিশ্রিত হওয়ার ফলে মাতৃদেবতা বা শক্তিদেবতার প্রাধান্য বর্ধিত হয়েছে, এরূপ মতবাদে কিছু সত্য থাকতেও পারে, তবে শক্তি দেবতার উদ্ভব যে বৈদিক যজ্ঞাগ্নি থেকেই এবং শক্তিতত্ত্বের বিকাশ ও পরিণতি যে বৈদিক দেবসত্তার ক্রমবিবর্তনের ফলে তাতে সন্দেহ নেই। শক্তিদেবতার প্রাধান্যের যুগেও বিষ্ণু, শিব, সূর্য ও গণপতির পূজা এবং উপাসক সম্প্রদায় সমানভাবেই বিরাজ করেছে; শিব ও বিষ্ণুর প্রাধান্য আজও দুর্গা কালীর থেকে কোন অংশে কম নয়। তবে একথাও স্বীকার্য যে বিভিন্ন আর্যেতর জাতি পূজিত স্থানীয় দেবতাও ক্রমে ক্রমে হিন্দুধর্মের আত্মীকরণ শক্তির গুণে হিন্দু দেবতাদের পংক্তিতে আসন করে নিয়েছেন এবং আর্য-অনার্যত্বের ব্যবধান বিলুপ্ত করে দিয়ে এক মহান্ সমীকরণে একাকার হয়ে গেছেন। হিন্দুর

---

১ ঋগ্বেদ—১।৫২।১১ ২ ঋগ্বেদ—৮।১০১।১৩

ধর্মাচরণে ও দেবার্চনায় তাই বিভিন্ন সংস্কৃতির অস্তিত্ব অনুভব করা যায়। শক্তি দেবতার ভয়ংকরত্ব দেখেই অনার্য ছাপ মেরে দেওয়া সমীচীন নয়। বৈদিক রুদ্র ছিলেন ভয়ংকরের দেবতা—ধ্বংসের দেবতা। কিন্তু তিনি যখন ভীষণতা ত্যাগ করে সৌম্যবপু শিব হলেন,[১] তখন রুদ্রের শক্তি রুদ্রাণী হলেন সমস্ত ভীষণতার আধার। শিব এবং রুদ্র যেমন একই দেবতার এপিঠ ওপিঠ, তেমনি রুদ্রাণী শিবানীর মূর্তি কল্পনাতেও সৌম্যভাব ও ভয়ংকরতা সমানভাবে বিরাজ করতে থাকে। সাধকের মানস প্রবণতা অনুসারে মাতৃমূর্তি বিচিত্রতা লাভ করেছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লোকক্ষয়কারী যে ভীষণ মূর্তি বিশ্বরূপ দর্শনকালে অর্জুন দেখেছিলেন, তা কি কালী বা চামুণ্ডার চেয়ে কম ভয়ংকর ? সেই ভয়ংকর রূপের বর্ণনায় অর্জুন বলছেন,—

> বক্ত্রাণি তে ত্বরমানা বিশন্তি
> দংষ্ট্রাকরালানি ভয়ানকানি
> কেচিদ্বিলগ্না দশনান্তরেষু
> সংদৃশ্যন্তে চূর্ণিতৈরুত্তমাঙ্গৈঃ ॥

—দংষ্ট্রাকরাল ভয়ানক তোমার মুখসমূহে তারা দ্রুত প্রবেশ করছে, কেউ বা তোমার দাঁতের ফাঁকে লগ্ন চর্বণের ফলে উর্ধ্বাঙ্গ চূর্ণিত অবস্থায় দেখা যাচ্ছে।

দেবীপূজায় পশুবলি কিম্বা নরবলি বৈদিক যজ্ঞ থেকেই সমাগত—অনার্যদের কাছ থেকে নয়। সুতরাং ভীষণা ভয়ংকরী কালী, তারা, চামুণ্ডা প্রভৃতির মূর্তিকল্পনায় কতটা অনার্যত্ব তা অতি সাবধানে নিরূপণ করা প্রয়োজন। দেবতার মূর্তিকল্পনায় যেমন তেমনি দেবতার উপাসনায় এবং ধর্মাচরণে সমাজের অনেক অলিখিত ইতিহাস আত্মগোপন করে থাকে ঠিকই, কিন্তু যথার্থ সত্য নিরূপণ অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। অঞ্চল বিশেষে দেবদেবীর পূজার্চনায় আর্যেতর রীতি পদ্ধতি প্রচলিত দেখা যায়। অনেক জায়গায় দেবতার কাছে শূকর, মোরগ, পারাবত প্রভৃতি বলি দেওয়ার রীতি প্রচলিত। কোথাও দেবতার কাছে মাছ-ভাত উৎসর্গ করার রীতি, কোথাও ঘোল মাছ, কলাই-এর ডাল না হলে দেবতার ক্ষুন্নিবৃত্তি হয় না। অনেক স্থলে আবার বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাবে দুর্গা কালীপূজায় পশুবলি হয় না। বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুরে এক কায়স্থ জমিদার বাড়িতে বস্ত্রাবৃত নবপত্রিকার উপরে মৃন্ময় নারীমুণ্ড বেঁধে দেওয়া হয়, দেবীকে মাগুর মাছের ঝোল ও ভাত ভোগ দেওয়া হয়। বিষ্ণুপুরের এক ভট্টাচার্য-বাড়িতে পূজার সময় ধাতু নির্মিত দশভুজা মূর্তির উপরে মৃন্ময় নারীমুণ্ড বসিয়ে পূজা করা হয়, বিসর্জনের সময় পান্তা ভাত, পোড়া চেং মাছ, লবণমাখা জামিরের (গোঁড়া লেবু)-ও ভোগ দেওয়া হয়।[২] যে কোন দেবতার মৃন্ময়ী প্রতিমা পূজার পর বিসর্জনের পূর্বে চিঁড়া-দই (দৈ কর্মা)

---

১ হিন্দুদের দেবদেবী ২য় পর্ব, রুদ্র-শিব প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য। গীতা—১১।২৭

২ পূজাপার্বণ, যোগেশচন্দ্র রায়—পৃঃ ৮৩

ভোগ দেওয়ার রীতি। কন্যা পতিগৃহে যাওয়ার পূর্বে দই চিঁড়া মুড়কির ফলার করে যাওয়ার রীতি থেকেই পূজায় এই রীতি প্রবর্তিত হয়েছে। সুতরাং পূজার রীতিতেও কুলাচার লোকাচার ইত্যাদি স্থান করে নিয়েছে। আধুনিক কালে যে কোন দেবতার প্রতিমা নির্মাণের কালে শিল্পীরা শাস্ত্রীয় নিয়ম অনুসরণ না করে শিল্পদক্ষতা প্রদর্শনে উৎসাহী হন। ফলে শিল্পীদের উদ্ভাবনী প্রতিভা প্রতিমা নির্মাণে অভিনবত্ব সৃষ্টি করে। নবদ্বীপে রাসপূর্ণিমায় বহুবিধ প্রতিমা নির্মাণে যে বৈচিত্র্য দেখা যায় তা থেকে নূতন নূতন দেবমূর্তি কল্পনার একটা আভাস পাওয়া যেতে পারে।

কুক্কুটী ব্রত : হিন্দু ললনাদের বহু বারব্রত অনুষ্ঠান করতে হয়। এই সকল ব্রতাচারণে যেমন সাংসারিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্য সৌভাগ্যের কামনা আছে তেমনি দেখা যায় আর্য ও আর্যেতর সংস্কৃতির সংমিশ্রণ। এমনি একটি ব্রত কুক্কুটীব্রত। কুক্কুটীব্রত ভাদ্র মাসের শুক্লা সপ্তমীতে আচরণীয়। এই ব্রতের নামান্তর ললিতা সপ্তমী ব্রত। এই ব্রতে মণ্ডলমধ্যে শিবদুর্গার মূর্তি এঁকে পূজা করার রীতি।[১] দেবী দুর্গার বহু নামের মধ্যে কুক্কুটী নামটি প্রচলিত নয়। শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর জানিয়েছেন যে এই ব্রতটি ছোটনাগপুরের পার্বত্য জাতির। "কুক্কুটী ব্রতটি নামে অহিন্দু এবং বাস্তবিকই ছোটনাগপুরের পার্বত্য জাতির এ ব্রতটি ; কুক্কুটী হলেন তাদের দেবী ; এবং যেমন নানা অহিন্দু দেবতাকে তেমনি কুক্কুটী দেবীকেও এককালে লোকে পূজা দিতে আরম্ভ করেছিল। মৃতবৎসা-দোষ-নিবারণ এবং তেজস্বী বহু সন্তান লাভ কুক্কুটী ব্রতের ফল।"[২]

কুক্কুটী নাম আর্যেতর জাতির দেবতার নাম হওয়াই সম্ভব। কিন্তু শিব দুর্গা পূজা নিশ্চয়ই অনার্য নয়। অনার্য কুক্কুটী দেবী আর আর্য শিব দুর্গা মিলে কুক্কুটী ব্রতের সৃষ্টি হয়েছে।

মহাভারতে ভীষ্মপর্বে অর্জুনকৃত দুর্গা স্তবে দেবীকে 'কোকমুখে' বলে সম্বোধন করা হয়েছে। দেবীর নাম কোকমুখা। কোক শব্দের অর্থ বন্যকুক্কুর।[৩] দেবীর মুখ কুকুরের মত। এরকম মূর্তি দেখা যায় না। সম্ভবতঃ দেবী অরণ্যকান্তার বাসিনী বলেই দেবীর এরূপ নামকরণ। কোকমুখা নামটিও কি আর্যেতর জাতির কাছ থেকে এসেছে ?

রালদুর্গা : বঙ্গললনাদের মধ্যে প্রচলিত আর একটি ব্রতের নাম রালদুর্গা। এই ব্রতের ব্রতকথায় শিবের অভিশাপে কুষ্ঠরোগাক্রান্ত এক ব্রাহ্মণ দেবী দুর্গার নির্দেশে রালদুর্গা ব্রত অনুষ্ঠান করে রোগমুক্ত হয়েছিলেন। ব্রতের ছড়া—

নমঃ নমঃ সদাশিব তুমি প্রাণেশ্বর ॥
ভক্তিবাহনে প্রভু দেব দিবাকর ॥

---

১ ক্রিয়াকাণ্ড বারিধি—পৃঃ ৫৮৭ ২ বাংলার ব্রত (বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ)—পৃঃ ১৭
৩ পূজাপার্বণ—পৃঃ ৮১

হরগৌরীর চরণে করিয়া নমস্কার ॥
যাহার প্রচারে হল দেবীর প্রচার ॥
শুন সবে সর্বলোক হয়ে হরষিত।
বড়ই আশ্চর্য কথা সূর্যের চরিত ॥[১]

ব্রতের ছড়া থেকে বোঝা যায় রালদুর্গা ব্রত অসলে সূর্যপূজা। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন, "এখানে সূর্যও রইলেন দুর্গাও রইলেন সূর্যের প্রাচীন নাম রা বা রাল বোঝালে এটি সূর্যপূজা, কিন্তু রালদুর্গা বোঝালে এটি দুর্গার ব্রত।"[২]

প্রাচীনকালে মিশরে রা বা সূর্যের উপাসনা প্রচলিত ছিল। "Ra (or Re or. phra) was the god personifying the Sun in its strength, his name meaning simply sun. He was early identified with Atum the creator of Heliopolis, his chief cult centre. Thus though sometimes Atum was considered to have created Ra, more often Ra was said to have emerged from Nun by the effort of his own will. It was thought that he rose from the primival waters enclosed within the petals of a lotus blossom, which enfolded him once more when he returned to it each night .."[৩]

এই বিবরণে রা বা সূর্যের পদ্ম প্রতীকটিও ব্যাথাত হয়েছে। অবনীন্দ্রনাথ মনে করেন যে, রালদুর্গা ব্রত আর্য ও অনার্য দেবতার মিশ্রণের ফল—"প্রাচীন দেবতা আর হিন্দুর দেবতায় একটা মিটমাটের চেষ্টা এই রালদুর্গা ব্রতটি।"[৪] রা বা রাল শব্দটি সংস্কৃত শব্দ—অর্থ দান বা গ্রহণ—"রাল দানে গ্রহণে ইতি কবিকল্পদ্রুমঃ।"[৫] পৃথিবীতে রস গ্রহণ করে বলেই সূর্যকিরণের নাম রশ্মি। সূর্য পৃথিবী থেকে রস গ্রহণ করেন এবং মেঘ সৃজনের দ্বারা পৃথিবীকে রস দানও করে থাকেন। সূর্য রস গ্রহণ ও দান করায় রাল শব্দের দ্বারা সূর্যকে বোঝাতে পারে। রাল দুর্গা শব্দে সূর্য ও দুর্গার অভিন্নতা প্রতিপাদিত হয়। সূর্যের তেজোরূপা দুর্গা এই মেয়েলি ব্রতের অন্তর্নিহিত তাৎপর্যরূপে বিরাজিত। কবে কিভাবে মেয়েলি লৌকিক ব্রতে রালদুর্গা স্ব স্বরূপে আবির্ভূত হয়েছেন কে জানে? স্মরণ করা যেতে পারে যে পুরাণে সূর্যের পুত্র বা অপর মূর্তি রেবন্ত। মিশরীয় ভাষায় বা অন্য কোন ভাষায় রা শব্দে সূর্যকে বোঝালেই রালদুর্গায় অনার্য ছাপ বসিয়ে দেওয়া কি সমীচীন?

শবরোৎসব : দুর্গাপূজায় পূজার অন্তে দশমীর দিন শবরোৎসব নামে একটি অনুষ্ঠান বহুকালাবধি বঙ্গদেশে প্রচলিত ছিল। এই অনুষ্ঠান শবরাদি আর্যেতর জাতির অশ্লীল আমোদ প্রমোদ থেকে আগত বলে মনে করা হয়। এই উৎসবে

---

১ বাংলার ব্রত—পৃঃ—১৮ ২ বাংলার ব্রত—পৃঃ—১৮
৩ Egyptian Mythology, Veronica Ions—p. 41
৪ বাংলার ব্রত—পৃঃ ১৮ ৫ শব্দকল্পদ্রুমঃ, ৬ষ্ঠ কাণ্ড—পৃঃ ৩৭৬৭

পথে খৈ, ফুল, ধূলি, কর্দম প্রভৃতি ছুঁড়তে ছুঁড়তে বাদ্যাদি সহকারে অশ্লীল গান ও ক্রীড়া প্রদর্শনের রীতি। প্রতিমা বিসর্জনের পর অশ্লীল নৃত্য-গীতের প্রচলন ছিল। কালিকাপুরাণে শবরোৎসবের নির্দেশ ও বিবরণ আছে :

বিসর্জয়েৎ দশম্যান্তু শ্রবণে শাবরোৎসবৈঃ।
তদা সম্প্রেষণং দেব্যা দশম্যাং কারয়েৎ বুধঃ।।
সুবাসিনীভিঃ কুমারীভিঃ বেশ্যাভির্নর্তকৈস্তথা।
ধ্বজৈর্বস্ত্রৈর্বহুবিধৈর্লাজপুষ্পপ্রকীর্ণকৈঃ।
ধূলিকর্দমবিক্ষেপৈঃ ক্রীড়াকৌতুকমঙ্গলৈঃ।।
ভগলিঙ্গাভিধানৈশ্চ ভগলিঙ্গ প্রগীতকৈঃ।
ভগলিঙ্গাদিশব্দৈশ্চ ক্রীড়য়েয়ুরলং জনাঃ।।
পরৈর্নাক্ষিপ্যতে যস্তু য পরান্নাক্ষিপেদ্ যদি।
ক্রুদ্ধা ভগবতী তস্য শাপং দদ্যাৎ সুদারুণম্।।[১]

—দশমী তিথিতে শ্রবণা নক্ষত্রে শাবরোৎসবের সঙ্গে দেবীকে বিসর্জন করবে, জ্ঞানীব্যক্তি দশমীতে শ্রবণা নক্ষত্রে দেবীকে জলে প্রেরণ করবেন। সুবেশা কুমারী, বেশ্যা ও নর্তকদের সঙ্গে নানাবিধ ধ্বজা ও বস্ত্র উড়িয়ে খৈ ও ফুল ছড়াতে ছড়াতে ধূলি ও কাদা ছড়াতে ছড়াতে ক্রীড়া কৌতুক ও মঙ্গলাচরণের সঙ্গে ভগলিঙ্গ বাচক (গ্রাম্য) শব্দ উচ্চারণ করতে করতে ভগলিঙ্গ শব্দপূর্ণ গানের সঙ্গে এবং ভগলিঙ্গাদি অশ্লীল শব্দ বলতে বলতে জনগণ ক্রীড়া করবে। যে ব্যক্তি পরের দ্বারা অশ্লীল আচরণ পছন্দ না করবে, অথবা যদি পরকে অশ্লীল ব্যবহারের দ্বারা আক্ষিপ্ত না করে, তাহলে ভগবতী ক্রুদ্ধা হয়ে তাকে অভিশাপ প্রদান করেন।

শূলপাণি দুর্গোৎসব বিবেকে কালিকাপুরাণোক্ত শ্লোক উদ্ধার করে শবরোৎসব অনুষ্ঠান করার নির্দেশ দিয়েছেন। স্মৃতিশাস্ত্রকার রঘুনন্দন ভট্টাচার্য দশমীতে শাবরোৎসব অনুষ্ঠানের নির্দেশ দিয়েছেন—"সংপূজ্য প্রেষণং কুর্যাৎ দশম্যাং শাবরোৎসবৈঃ।"[২] শোনা যায় নদীয়ার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র সাড়ম্বরে দুর্গোৎসব সমাপনান্তে আত্মীয়স্বজন নিয়ে শাবরোৎসব করতেন। শাবরোৎসব খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে সেন রাজাদের আমলেও প্রচলিত ছিল। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন, "শারদীয় দুর্গাপূজায় বিজয়াদশমীর দিন শাবরোৎসব নামে এক প্রকার নৃত্যগীতের অনুষ্ঠান হইত। শবর জাতির ন্যায় কেবলমাত্র বৃক্ষপত্র পরিধান করিয়া এবং সারা গায়ে কাদা মাখিয়া ঢাকের বাদ্যের সঙ্গে সঙ্গে লোকেরা অশ্লীল গান গাহিত।"[৩] ডঃ জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মেরুতন্ত্রের একটি শ্লোক উদ্ধৃত করে দেখিয়েছেন যে বামাচারী তন্ত্রসাধনার পাঁচটি শাখার অন্যতম শাবরমার্গ।[৪] বৃহদ্ধর্মপুরাণেরও অশ্লীল সঙ্গীতের দ্বারা শাবরোৎসবের বিধান আছে—

১ কাঃ পুঃ—৬১।১৭-২০ ২ তিথিতত্ত্ব—অষ্টাবিংশতিতত্ত্বম্—বেণীমাধব দে প্রকাঃ—পৃঃ ৪৯
৩ বাঙ্গালা দেশের ইতিহাস (১৩৫৬)—পৃঃ ১৮৯ ৪ পঞ্চোপাসনা—২৮৪

"ভগলিঙ্গাভিধানৈশ্চ শৃঙ্গার বচনৈস্তথা গানং কার্য্যম্।[১] অতএব দুর্গাপূজাতেই হোক আর তন্ত্রসাধনাতেই হোক শবরাদি জাতির রীতিপ্রকরণ কিছুটা সংযুক্ত হয়েছে। আধুনিক কালে এই ধরনের অশ্লীল নৃত্যগীত দুর্গোৎসবের অঙ্গ হিসাবে অপ্রচলিত হয়ে গেছে। যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি শবরোৎসবকে লৌকিক বিশ্বাসজাত এবং বৈদিক যুগ থেকে আগত বলে মন্তব্য করেছেন। তিনি লিখেছেন, "লোকের বিশ্বাস ছিল, নববর্ষের প্রথম দিন চক্ষু কর্ণ কিম্বা দেহ অশুচি করিলে সে বৎসর যমদূত স্পর্শ করিতে পারে না। মহারাষ্ট্রে ব্রাহ্মণাদি উচ্চ বর্ণ অন্ত্যজ স্পর্শ দ্বারা দেহ অশুচি করে, পরে স্নান করে। এই বিশ্বাস অল্পকালের নয়, অন্ততঃ সাড়ে চারি সহস্র বৎসর হইতে আছে। ইহার প্রমাণ আছে। বৈদিক কালে সম্বৎসর ব্যাপী সত্রের পর এইরূপ অশ্লীল ক্রীড়া কৌতুক হইত। আমার বিশ্বাস, বৈদিক কালের সোমরস বর্তমান ভাং (সিদ্ধি)। আমরা বিজয়া দশমীতে সিদ্ধি পান করি।"[২]

যোগেশচন্দ্রের বক্তব্য যথার্থ হলে এ কথা অবশ্যই স্বীকার্য যে অশ্লীল ক্রীড়া কৌতুক যদি শবরাদি অনার্য জাতির কাছ থেকে এসে থাকে, ত তা এসেছে বৈদিক যুগেই। বৈদিক যজ্ঞরূপা দুর্গার অর্চনায় বৈদিক যুগের উৎসব সংযুক্ত হওয়া স্বাভাবিক। হয়ত বা তার সঙ্গে শবর জাতির উৎসবও সংশ্লিষ্ট হয়ে গেছে।

---

১ বৃহদ্ধর্মপুঃ—২২।৩৩ ২ পূজাপার্বণ—পৃঃ ৮

দশমহাবিদ্যা

শক্তিদেবতার বহুবিধ মূর্তির মধ্যে দশমহাবিদ্যা অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। কোন কোন অর্বাচীন পুরাণে ও তন্ত্রে দশমহাবিদ্যার রূপ বর্ণিত হয়েছে। দশমহাবিদ্যার উদ্ভব সম্পর্কে একটি জনপ্রিয় কাহিনীও আছে। দক্ষযজ্ঞে শিব-সতী নিমন্ত্রিত না হওয়া সত্ত্বেও পিতার যজ্ঞে উপস্থিত হওয়ার ঐকান্তিক ইচ্ছায় পতির নিকট বাধা প্রাপ্ত হলে শিবের অনুমতি আদায়ের উদ্দেশ্যে সতী শিবকে দশটি ভয়ংকরী মূর্তি দেখিয়েছিলেন। দেবীর এই দশটি রূপ দশমহাবিদ্যা নামে প্রসিদ্ধ। দশ-মহাবিদ্যার নাম :

কালী তারা মহাবিদ্যা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী।
ভৈরবী ছিন্নমস্তা চ বিদ্যা ধূমাবতী তথা॥
বগলা সিদ্ধবিদ্যা চ মাতঙ্গী কমলাত্মিকা।
এতে দশমহাবিদ্যা সিদ্ধবিদ্যা প্রকীর্তিতা॥[১]

কালী তারা মহাবিদ্যা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী।
ভৈরবী ছিন্নমস্তা চ সুন্দরী বগলামুখী।
ধূমাবতী চ মাতঙ্গী মহাবিদ্যা দশৈব তাঃ॥[২]

বৃহদ্ধর্ম পুরাণানুসারে দক্ষালয়ে গমনের পূর্বে দেবীর তৃতীয় নয়ন থেকে বহ্নি নির্গত হোল। দেবীর রূপ পরিবর্তিত হয়ে হোল কালী বা শ্যামা। এই মূর্তি দেখে ভীত ত্রস্ত মহাদেব পলায়নপর হয়ে দেখলেন দশ দিকে দশটি মূর্তি—দশ-মহাবিদ্যা। দক্ষযজ্ঞে সতীর গমনের প্রাক্কালে দশমহাবিদ্যার মূর্তি পরিগ্রহের কাহিনী অবশ্যই অর্বাচীন কালের—বিষ্ণুর দশাবতার গ্রহণের কাহিনীর আদর্শে কল্পিত। হয়ত ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠীর দেবতা অথবা ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলের দেবতাকে এক শাক্ত গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত করার জন্যই এই কাহিনীর উদ্ভাবনা।

কালী : দশমহাবিদ্যার মধ্যে জনপ্রিয়তার তুঙ্গে অবস্থিতা আছেন কালী বা শ্যামা। বৃহদ্ধর্মপুরাণে শিবের সম্মুখে সতী কর্তৃক কালীমূর্তি গ্রহণের বিবরণ :—

এবং শিবেক্ষ্যমানা সা ত্যক্ত্বা হৈমীং রুচিং সতী।
বভূব তৎক্ষণাদেব ধ্বান্তাঞ্জনচয়প্রভা।
লোমাঞ্চিত সমগ্রাঙ্গী পীনোন্নত পয়োধরা॥

---

১ চামুণ্ডাতন্ত্র থেকে প্রাণতোষিণী তন্ত্রে উদ্ধৃত (৫।৬)—পৃঃ ৩৭৪

২ বৃহদ্ধর্ম (মধ্য)—৬।১২

তীব্র যৌবনমদেনাগণয়ন্তী মহেশ্বরম্ ।
মুক্তকেশা বিবস্ত্রা চ বীরবাহুচতুষ্টয়ী ॥
দেহভারেণ তং শৈলং কম্পয়ন্তীব সর্বতঃ ।
এবং ভূত্বা সতী দেবী শ্যামা কমললোচনা ॥[১]

—এইরূপে তাকাতে তাকাতে সেই শিবা সতী সোনার বর্ণ ত্যাগ করে তখনই অন্ধকার এবং কজ্জলের সদৃশ বর্ণ ধারণ করলেন; তাঁর সমস্ত দেহ হয়েছিল রোমাঞ্চিত। তিনি পীনোন্নত পয়োধরা, তীব্র যৌবনমদে মহেশ্বরকে অগ্রাহ্য করতঃ মুক্তকেশা, বিবস্ত্রা ও বীরত্বব্যঞ্জক বাহুচতুষ্টয়যুক্তা, দেহভারের দ্বারা পর্বতকেই যেন কম্পিত করে সতী দেবী পদ্মলোচনা শ্যামা হয়েছিলেন।

ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর লিখেছেন—

ক্রোধে সতী হৈলা কালী ভয়ংকর বেশ ॥
মুক্তকেশী মেঘবরণা দন্তুরা।
শবারূঢ়া করকাঞ্চী শবকর্ণপূরা ॥
গলিত রুধিরধারা মুণ্ডমালা গলে
গলিত রুধির মুণ্ড বাম করতলে ॥
আর বাম করেতে কৃপাণ খরসান।
দুই ভুজে দক্ষিণে অভয় বরদান ॥
লোলজিহ্বা রক্তধারা মুখের দুপাশে
ত্রিনয়ন অর্ধচন্দ্র ললাটবিলাসে ॥[২]

কালীর আবির্ভাবের বৈচিত্র্যময় কাহিনী পুরাণতন্ত্রে বর্তমান। শিবের বক্ষঃস্থলে দণ্ডায়মানা কালীর যে মূর্তি পূজিতা হতে দেখা যায়, বৃহদ্ধর্মপুরাণের বর্ণনায় অথবা ভারতচন্দ্রের বর্ণনায় তার পূর্ণরূপ পাই না। উক্ত বর্ণনায় কালীর পদতলে শিব বা শব—কিছুরই অস্তিত্ব নেই। মার্কণ্ডেয়পুরাণান্তর্গত চণ্ডী কাহিনীতে যে দুবার কালীর আবির্ভাব বর্ণনা করা হয়েছে, তার কোনটিতেই কালীর সঙ্গে শিবের সম্পর্ক নেই,—শবের ত নয়ই। শুম্ভনিশুম্ভের সেনাপতি চণ্ড-মুণ্ডের সঙ্গে যুদ্ধকালে দেবীর কোপ-কলুষিত ভ্রূকুটিকুটিল মুখ থেকে বিনির্গতা হলেন অতি ভয়ংকরী কালী।

ভ্রূকুটীকুটীলাত্তস্যা ললাটফলকাদ্ দ্রুতম্।
কালীকরালবদনা বিনিষ্ক্রান্তাসিপাশিনী ॥
বিচিত্রখট্বাঙ্গধরা নরমালাবিভূষণা।
দ্বীপিচর্মপরীধানা শুষ্কমাংসাতিভৈরবা ॥
অতিবিস্তারবদনা জিহ্বাললনভীষণা
নিমগ্নারক্তনয়না নাদাপূরিতদিঙ্‌মুখা ॥[৩]

---

১ বৃহদ্ধর্মঃ, মধ্য—৬ ২ অন্নদামঙ্গল ৩ মার্কপুঃ—৮৭।৬-৮

—তাঁর ভ্রূকুটিকুটিল ললাট থেকে দ্রুত নির্গত হলেন করালবদনা, খট্বাঙ্গ ধারিণী (লৌহময় যষ্টিধারিণী), নরমালাভূষিতা—ব্যাঘ্রচর্মপরিহিতা, শুষ্ক যাঁর দেহের মাংস, অতি ভয়ংকরী—বিশাল বিস্তৃত মুখসম্বিতা—লকলকে জিহ্বার দ্বারা ভীষণা, কোটরগতচক্ষুবিশিষ্টা কালী—গর্জনের দ্বারা সমস্ত দিক পূর্ণ করতে করতে আবির্ভূতা হলেন।

এই বর্ণনাতে দেবী কালী নগ্নাও নন, শিব বা শবারূঢ়াও নন। উপরন্তু তিনি নির্মাংসা, কোটরগত চক্ষু। তন্ত্রসারে কালীর যে ধ্যানমন্ত্রগুলি উদ্ধৃত হয়েছে, তন্মধ্যে কালীতন্ত্রোক্ত মন্ত্রটি সর্বাপেক্ষা প্রচলিত। এই মন্ত্রে দেবী চতুর্ভুজা, মুক্তকেশী, করালবদনা, ঘনমেঘতুল্য শ্যামবর্ণা, মুণ্ডমালাভূষিতা, দিগম্বরী, সদ্যছিন্ন মুণ্ড ও খড়্গ দুই বামহস্তে, দুই দক্ষিণ হস্তে অভয় ও বরদমুদ্রা, মুণ্ডমালা নির্গত রক্তে দেহ রঞ্জিত,দুই শব দুই কর্ণের কুণ্ডল, শবদেহের ছিন্ন হস্তদ্বারা নির্মিত কটি দেশের মেখলা, দুই কস দিয়ে ঝরছে রক্ত, মুখে হাসি, প্রভাতসূর্যের মত রক্তবর্ণ তিন চক্ষু, উঁচু দাঁত, শবরূপী মহাদেবের হৃদয়ে দণ্ডায়মানা মহাকালের সঙ্গে বিপরীত বিহারে রতা।[১]

এই দেবীর নাম দক্ষিণাকালী। সাধারণতঃ এই ধ্যানেই দেবীর পূজা হয়। কিন্তু কালীর মূর্তিতে কর্ণে শব কুণ্ডল ও মহাকালের সঙ্গে বিপরীত বিহাররতা দেখা যায় না। নবদ্বীপের শক্তিরাসে কোন কোন স্থানে শবরূপী শায়িত শিবের উপরে উত্তানভাবে শায়িত মহাকালের সঙ্গে কালীকে বিপরীতবিহারে রতা অবস্থায় নির্মাণ করা হয়। স্থানীয় লোকেরা এই মূর্তিকে শবশিবা বলে। স্বতন্ত্রতন্ত্রোক্ত তন্ত্রসারে উদ্ধৃত দ্বিতীয় ধ্যানমন্ত্রে দেবী ঘোরদংষ্ট্রা, শিবের সঙ্গে বিপরীত রতিতে আসক্তা, নাগযজ্ঞোপবীতিনী, অর্ধচন্দ্রশেখরা, মদ্যপানে মত্তা, শ্মশানাগ্নির মধ্যে অবস্থিতা, সূর্য, চন্দ্র, ও অগ্নিময় তিন নেত্র শোভিতা। দেবীর অন্যান্য বিবরণ পূর্ববৎ।[২]

সিদ্ধেশ্বর তন্ত্র থেকে তন্ত্রসারে উদ্ধৃত ধ্যানমন্ত্রটিতে কালী শবারূঢ়া, হাতে নর-কপাল ও কর্তৃকা, অপর দুই হাতে বর ও অভয় মুদ্রা, দেবী মুহুর্মুহু রক্তপানে নিরতা।

শবারূঢ়াং মহীভীমাং ঘোরদংষ্ট্রাং বরপ্রদাম্।
হাস্যযুক্তাং ত্রিনেত্রাঞ্চ কপালকর্তৃকাকরাম্।
মুক্তকেশীং ললজ্জিহবাং পিবন্তীং রুধিরং মুহুঃ।
চতুর্বাহুযুতাং দেবীং বরাভয়করাং স্মরেৎ॥[৩]

তন্ত্রসারে চামুণ্ডাতন্ত্রোক্ত কালী মূর্তির বিবরণে চন্দ্রমণ্ডল থেকে নির্গত খড়্গ দ্বারা নির্গলিত সুধার ধারায় দেবীর সর্বাঙ্গ সিঞ্চিত, তিনি ত্রিনেত্রা, বামহস্তে স্থিত

---

১ তন্ত্রসার (বঙ্গবাসী)—পৃঃ ৪৭৯ ২ তদেব– পৃঃ ৪৮০-৮১
৩ তন্ত্রসার (বঙ্গবাসী) পৃঃ ৪৯০

নরকপাল থেকে নির্গলিত রক্তধারা পানে নিরতা, মুক্তকেশী, দিগম্বরী, কটিতে কাঞ্চী, মস্তকে মণি মুকুট, প্রজ্জ্বলিত জিহ্বাবিশিষ্টা, নীলপদ্মের বর্ণবিশিষ্টা, আলীঢ় পদা। চন্দ্র ও সূর্য তাঁর দুই কর্ণের কুণ্ডল।[১]

বিশ্বসার তন্ত্র থেকে তন্ত্রসারে উদ্ধৃত ধ্যানমন্ত্রে দেবী চতুর্ভুজা, কৃষ্ণবর্ণা, মুণ্ড-মালাভূষিতা। তাঁর দক্ষিণহস্তদ্বয়ে খড়্গ ও নীলপদ্ম, বামহস্তদ্বয়ে কর্তরি ও খর্পর, মাথার একটি জটা গগণ স্পর্শ করছে, মাথায় ও গ্রীবায় মুণ্ডমালা, বক্ষে নাগহার, কটিদেশে ব্যাঘ্র চর্ম যুক্ত কৃষ্ণবস্ত্র, চক্ষু রক্তবর্ণ, বামপদ শিবের উপরে ও দক্ষিণ পদ সিংহের উপরে স্থাপিত, অট্টহাস্য ও ঘোর গর্জনকারিণী। দেবী স্বয়ং শব লেহন করছেন।[২]

অদ্ভুত রামায়ণে সীতাদেবী শতস্কন্ধ রাবণবধকালে কালীমূর্তি ধারণ করে-ছিলেন। শতস্কন্ধ রাবণবধের পরে রামচন্দ্রের দৃষ্টিতে কালীরূপিণী সীতা—

চতুর্ভুজাং লোলজিহ্বাং খড়্গখর্পরধারিণীম্।
শবরূপমহাদেব হৃৎসংস্থাঞ্চ দিগম্বরীম্॥
পিবন্তীং রুধিরং ভীমাং কোটরাক্ষীং সুচতুরাম্।
জগদ্গ্রাসে কৃতোৎসাহাং মুণ্ডমালাতিভূষণাম্॥[৩]

কালী এখানে চতুর্ভুজা, লোলজিহ্বা, শবরূপী মহাদেবের হৃদয়ে দণ্ডায়মানা, নগ্না, রক্তপানে রতা, কোটরে প্রবিষ্ট চক্ষু, মুণ্ডমালাভূষিতা, জগৎগ্রাসে উদ্যতা।

শেষ দুটি বিবরণে মহাকালের সঙ্গে রতিক্রীড়া ও কর্ণে শবের কুণ্ডল অনুল্লিখিত! পরন্তু দেবী রক্তপানে নিরতা। শবারূঢ়া বা শবরূপী শিববক্ষে দণ্ডায়মানা অথবা শিবেরই ভিন্ন নাম বা মূর্তি মহাকালের সঙ্গে বিপরীতবিহারে রতা কালীমূর্তির পরিকল্পনা অবশ্যই পরবর্তী কালের। কালীমূর্তির বৈচিত্র্যও দেখা যায়। নবদ্বীপে পোড়ামাতলায় শিবের বক্ষে উপবিষ্টা কালী ভবতারিণী নামে পরিচিতা।

পার্বতী কালী: কিন্তু অধিকাংশ পুরাণে হিমালয়দুহিতা মেনাগর্ভসম্ভূতা উমা পার্বতীর নামই কালী। দেবী কৃষ্ণবর্ণ নিয়েই জন্মেছিলেন, তাই তাঁর নাম হয়েছিল কালী।

তাস্তু নীলোৎপলদলশ্যামাং হিমবতঃ সুতান্।
কালীতি নাম্না হিমবানাজুহাব কৃতে দিনে॥
বান্ধবৈস্তু সমস্তৈস্তন্নাম্না সা পার্বতী।
কালীতি চ তথা নাম্না কীর্তিতা গিরিনন্দিনী॥[৪]

—জন্মদিনে নীলপদ্মসদৃশ শ্যামবর্ণা কন্যার নাম হিমবান রাখলেন কালী,

১ তন্ত্রসার বঙ্গবাসী—পৃঃ ৪৯২ ২ তন্ত্রসার বঙ্গবাসী—পৃঃ ৪৯৪
৩ অদ্ভুতরামা—২৫।৩০-৩১ ৪ কাঃ পুঃ—৪১।৪৭-৪৮

বান্ধবগণ পার্বতী নামে এবং কালী নামে অভিহিতা করায় গিরিনন্দিনী এই দুই নামেই খ্যাতা হলেন।

কূর্মপুরাণে নীলপদ্মবর্ণা দেবী ভূমিষ্ট হওয়ার পরই হিমালয়কে দেখিয়েছিলেন বিশ্বরূপ। হিমবান বিশ্বরূপ দর্শনে ভীত হলে পিতার অনুরোধে দেবী নিজরূপ ধারণ করলেন। সেই সময়ে দেবীর বর্ণনা—

নীলোৎপলদলপ্রখ্যং নীলোৎপলসুগন্ধি চ।
দ্বিনেত্রং দ্বিভুজং সৌম্যং নীলালকবিভূষিতম্ ॥[১]

—নীলপদ্মের বর্ণ, নীলপদ্মের গন্ধবিশিষ্টা, দ্বিনেত্রা, দ্বিভুজা, সৌম্য দেহ, নীলকেশ শোভিত।

বরাহপুরাণে দক্ষসুতা অগ্নিতে দেহত্যাগ করে জন্মান্তরে গিরিরাজকন্যারূপে উমা এবং কৃষ্ণা নামে পরিচিতা হয়েছিলেন—

স্বশরীরাগ্নিনা দগ্ধা ততঃ শৈলসুতাভবৎ।
উমা নামেতি মহতী কৃষ্ণা চেত্যভিধানতঃ ॥[২]

এখানে অগ্নিদগ্ধ হওয়ার জন্যই দেবীর বর্ণ কাল হয়েছিল এরূপ ইঙ্গিত আছে মনে হয়। কৃষ্ণা ও কালী সমার্থক। সৌরপুরাণে বলা হয়েছে যে দক্ষবালা দেহত্যাগ করে হিমালয়কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করার পর তাঁর নাম হবে কালী—

ত্যক্ত্বা দাক্ষং শরীরঞ্চ বভূবাচলকন্যকা।
নাম্না কালীতি বিখ্যাতা বিশ্বরূপা মহেশ্বরী ॥[৩]

বামনপুরাণে মেনার তিন কন্যার মধ্যে কনিষ্ঠা কালী—নীল অঞ্জনের বর্ণবিশিষ্টা—

নীলাঞ্জনচয়প্রখ্যা নীলেন্দীবরলোচনা।
রূপেণানুপমা কালী জঘন্যা মেনকাসুতা ॥[৪]

কালীবিলাসতন্ত্রে গৌরীদেহ থেকে কৃষ্ণাঙ্গী কালিকার জন্ম হয়েছিল—

গৌরীদেহাৎ সমাসন্না কৃষ্ণাঙ্গী কালিকা পরা।

পর্বতনন্দিনীর কৃষ্ণবর্ণ হওয়া সম্পর্কে পুরাণে একটি মনোজ্ঞ উপাখ্যান আছে : তারকাসুরবধের নিমিত্ত শিববীর্যে দেবসেনাপতি কার্তিকেয়ের জন্ম প্রয়োজন হয়েছিল। শিবতেজ ধারণের একমাত্র ক্ষমতা আছে মহাশক্তির।

কিন্তু কঠোর তপস্যার দ্বারা অমিত শক্তি অর্জন করতে না পারলে মহাশক্তিধর কার্তিকেয়ের জন্মের বীজ গর্ভে ধারণ করা মহাশক্তির পক্ষেও সম্ভব নয়। তাই বিধাতা পূর্ব থেকেই আয়োজন করে রাখলেন। ভবিষ্যতে হরপার্বতী পরিণয়ের পরে মহাশক্তিরূপিণী মহাদেবীর গাত্রবর্ণ নিয়ে কোন সময়ে মহাদেব পরিহাস করবেন। সেই পরিহাসে কুপিতা হয়ে দেবী গাত্রবর্ণ পরিবর্তনের মানসে

---

১ কূর্ম পুঃ পূর্বভাগ—১২।১৯৮ ২ বরাহ—২২।৫
৩ সৌরপুঃ—৫৩।১৫-১৬ ৪ বামন—৫১।৪ ৫ কাঃ বিঃ তঃ—২৩।৬

তপস্যায় নিমগ্ন হবেন। সুতরাং ব্রহ্মা রাত্রিদেবীকে, আদেশ করলেন মেনাগর্ভে পর্বতনন্দিনীর গাত্রবর্ণকে স্বীয় কৃষ্ণবর্ণে রঞ্জিত করতে—

গর্ভস্থমেব তন্মাতুঃ স্বেনরূপেণ রঞ্জণ।[১]

*　　*　　*

গর্ভস্থানেহথ তাং মাতঃ স্বেন রূপেণ রঞ্জয়।
ততো রহসি শর্বস্তাং বিভ্রদানন্দপূর্বকম্।
হাসয়িষ্যতি কালীতি ততঃ সা কুপিতা সতী।
প্রযাস্যসি তপঃ কর্তুং ততঃ সা তপসা যুতা।
জনয়িষ্যতি যং শর্বাদিন্দুবজ্জ্যোতি মণ্ডলম্।
স ভবিষ্যতি হন্তা বৈ সুরারীণাং ন সংশয়ঃ।[২]

—হে মাতঃ রাত্রি, গর্ভস্থিতা পার্বতীকে নিজের বর্ণ দিয়ে রঞ্জিত কর। তারপর মহাদেব তাঁকে নির্জনে পেয়ে আনন্দে কালী বলে উপহাস করবেন। তখন সেই সতী কুপিতা হয়ে তপস্যা করতে যাবেন। তিনি মহাদেবের ঔরসে চন্দ্রতুল্য জ্যোতির্মণ্ডলের জন্ম দেবেন। তিনিই হবেন দানবদের হন্তা, এতে সন্দেহ নেই।

পরে কালী তপস্যা দ্বারা গাত্রবর্ণ পরিবর্তিত করে হলেন গৌরাঙ্গী—গৌরী। এ বিষয়ে বিভিন্ন পুরাণে বৈচিত্র্যময় উপাখ্যান পাওয়া যায়। তবে অধিকাংশ পুরাণেই হরপার্বতী পরিণয়ের পরে কোন সময়ে পত্নীর গাত্রবর্ণের প্রতি ইঙ্গিত করে মহাদেব উপহাস বা ভর্ৎসনা করলে কালী কুপিতা হয়ে গাত্রবর্ণ পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে কঠোর তপস্যায় নিমগ্ন হয়েছিলেন। পদ্মপুরাণে শিব পরিহাস করে বলেছিলেন—

শরীরে মম তন্বঙ্গি সিতে ভাস্যসিতদ্যুতিঃ।
ভুজঙ্গবাসিতা শুভ্রে সংশ্লিষ্টা চন্দনে তরৌ।।[৩]

—হে তন্বী, আমার শুভ্র শরীরে আলিঙ্গিত তোমার কৃষ্ণবর্ণ দেহ শুভ্র চন্দন-বৃক্ষে লগ্না কৃষ্ণসর্পিণীর মত শোভা পাচ্ছে।

দেবী কালী ত শিবের পরিহাসে হলেন ক্রুদ্ধ, তিনি নিমগ্না হলেন কঠোর তপস্যায়। ব্রহ্মা কালীর তপস্যায় তুষ্ট হয়ে বর দিলেন গৌরাঙ্গী হবার, দেবী তাঁর নীলোৎপলতুল্য কৃষ্ণত্বক্ পরিত্যাগ করে হলেন গৌরী,—কৃষ্ণত্বক্ থেকে জন্ম নিলেন একানংশা বা কৌশিকী। ইনি দেবীদত্ত বাহন সিংহকে নিয়ে চলে গেলেন বিন্ধ্যপর্বতে।

স্কন্দপুরাণ মতে কালীর কৃষ্ণরূপের অংশ থেকে জাতা দেবী উমা বা একানংশা নামে পরিচিতা।

রূপাংশেন চ সংযুক্তা ত্বমুমাখ্যা ভবিষ্যসি।
একানংশেতি লোকস্ত্বাং বরদে পূজয়িষ্যতি।।[৪]

---

১ পদ্মপুরাণ, সৃষ্টিখণ্ড—৪।৬২৫　　২ স্কন্দ, আবন্ত্যখণ্ড—১৮।১৮-২০
৩ পদ্ম, সৃষ্টিখণ্ড—৪৪।১　　৪ স্কন্দ, আবন্ত্য—১৮।২৪-২৫

স্কন্দপুরাণের রেবাখণ্ডে (১৮ অঃ) একই কাহিনী পরিবেশিত হয়েছে। কালিকাপুরাণের আখ্যানে শিব কৈলাশে উর্বশী প্রভৃতি অপ্‌সরাগণের সম্মুখে পার্বতী-কালীকে বলেছিলেন, দলিত-অঞ্জনতুল্য শ্যামবর্ণা কালি, তুমি উর্বশী প্রভৃতিদের সঙ্গে আলাপ কর—

কালি ভিন্নাঞ্জনশ্যামে উর্বশ্যাদ্যপ্‌সরগণৈঃ।
ত্বয়েহ স্ত্রীস্বভাবেন সংলাপঃ ক্রিয়তামিতি ॥[১]

এই অপমানজনক কথা শুনে কালী ক্রুদ্ধা হয়ে মহাকৌশী প্রপাত নামক হিমালয়ের সানুদেশে তপস্যায় রতা হলেন। তপস্যায় প্রীত হয়ে মহাদেবই এলেন কালীকে বর দিতে। কালী প্রার্থনা করলেন স্বর্ণতুল্য গৌর বরণ—জাম্বুনদাভগৌরো মে দেহো ভবতু সাম্প্রতম্।[২] মহাদেব কালীকে আকাশ গঙ্গায় স্নান করিয়ে গৌরাঙ্গী করে তুললেন—

এবমুক্তো মহাদেবঃ পার্বত্যা পার্বতীং ততঃ।
আকাশগঙ্গাতোয়ৌঘে মজ্জয়ামাস ভামিনীম্ ॥

* * *

সা নিমজ্য সমুত্তীর্ণা বিদ্যুদ্‌গৌরী ব্যজায়ত।[৩]

পদ্মপুরাণ, বামনপুরাণ ও মৎস্যপুরাণে পার্বতীকে বর দিয়েছিলেন ব্রহ্মা। বামনপুরাণে রমণকালে মহাদেব কালীকে উপহাস করেছিলেন কালী বলে—

রমতঃ সহ পার্বত্যা ধর্মাপেক্ষী জগৎপতিঃ।
ততঃ কদাচিৎ কালীত্যুক্তা ভবেন হি ॥[৪]

তপস্যায় ব্রহ্মাকে তুষ্ট করে ব্রহ্মার বরে কালী হলেন কাঞ্চনবরণী॥ তখন দেবী কৃষ্ণবর্ণ কোষ পরিত্যাগ করলেন। সেই কোষ থেকে জন্ম নিলেন কাত্যায়নী, এই দেবীর নামই কৌশিকী।

কোশং কৃষ্ণং পরিত্যজ্য পদ্মকিঞ্জল্কসন্নিভা।
তস্মাৎ কোশাচ্চ সা জাতা ভূয়ঃ কাত্যায়নী মুনে ॥[৫]

ইন্দ্র কৌশিকীকে বিন্ধ্যপর্বতে বাসের ব্যবস্থা করলেন এবং উপহার দিলেন বাহন সিংহ। এই কৌশিকী দেবীই মহিষাসুরকে বধ করেছিলেন।[৬]

শিবপুরানের (বায়বীয় সংহিতা, পূর্বভাগ) বৃত্তান্ত ঈষৎ ভিন্ন প্রকার। এই উপাখ্যানে শুম্ভ-নিশুম্ভ বধ প্রসংগে কালীর গৌরীত্ব অর্জনের কাহিনী কথিত হয়েছে। শুম্ভ নিশুম্ভ ব্রহ্মার কাছ থেকে বর চেয়ে নিয়েছিল যে ব্রহ্মার অংশ থেকে জাত-অযোনিজা অম্বিকার অংশস্বরূপা পুরুষসংস্পর্শবর্জিতা কন্যার প্রতি

---

১ কাং পুঃ—৪৫।৫৫ ২ কাঃ পুঃ—৪৫।১০৬ ৩ কাঃ পুঃ—৪৫।১০৭-১০৮
৪ বামনপুঃ—৫৪।৬ ৫ বামনপুঃ—৫৪।২৩-২৪ ৬ বামনপুঃ—৫৫ অঃ
৭ শিব বায়ু, পূর্বখণ্ড—২১।৩১

অনুরক্ত হলে তাদের মৃত্যু হবে, নচেৎ নয়। দৈত্যদ্বয়ের অত্যাচারে দেবগণ নির্জিত হলে ব্রহ্মার অনুরোধে দেবাদিদেব ভগবান নীললোহিত পত্নীকে কালী বলে পরিহাস করলেন।

এমনভ্যর্থিতো ধাত্রা ভগবান্ নীললোহিতঃ।
কালীত্যাহ রহস্তস্বাং নিন্দয়ন্নিব সস্মিতঃ॥

দেবী এই পরিহাসে ক্রুদ্ধ হয়ে স্বামীকে বললেন, এই গাত্রবর্ণে যদি তোমার প্রীতি না থাকে, তবে তুমি এতদিন সহ্য করেছো কি করে? যাতে তোমার অরুচি সেই আমাতে তুমি কেমন করে আনন্দ পাচ্ছ? হে জগদীশ্বর! এ ত তোমার পক্ষে উচিত হচ্ছে না ···সুতরাং হয় আমি গৌরবর্ণ অর্জন করবো, নয়ত আমি আর থাকবো না।

ঈদৃশে মম বর্ণেঽস্মিন্ ন রতির্ভবতোঽস্তি চেৎ।
এতাবন্তং চিরং কালং কথমেষা নিয়ম্যতে॥
অরুচ্যা বর্তমানোঽপি কথঞ্চ রমসে ময়া।
ন হ্যশক্যং জগত্যস্মিন্নীশ্বরস্য তব প্রভো॥

*   *   *

তস্মাদ্ বর্ণমিমং ত্যক্ত্বা ত্বয়া রহসি নিন্দিতম্।
বর্ণান্তরং ভজিষ্যে বা ন ভবিষ্যামি বা স্বয়ম্।[১]

শিব তখন স্বয়ং পত্নী কালীকে গৌরবর্ণ দান করতে উদ্যত হলেন। কিন্তু দেবী তপশ্চর্যার দ্বারা ব্রহ্মার কাছ থেকে গৌরীত্ব অর্জনে স্থির সংকল্প নিলেন। ব্রহ্মা দেবীর নিকট প্রকৃত তত্ত্ব জ্ঞাপন করলেন। দেবী তখন ত্বক্‌কোশ পরিত্যাগ করে গৌরী হলেন। কোশ থেকে জন্মগ্রহণ করলেন কৃষ্ণবর্ণা কন্যা—কৌশিকী কালী।

ব্রহ্মণাভ্যর্থিতা চৈবং দেবী গিরিবরাত্মজা॥
ত্বক্‌কোশং সহসোৎসৃজ্য গৌরী সা সমজায়ত।
সা ত্বক্‌কোশাত্মনোৎসৃষ্টা কৌশিকী নাম নামতঃ।
কালী কালাম্বুদপ্রখ্যা কন্যকা সমপদ্যত॥[২]

এই দেবী কৌশিকী অষ্টভুজা—ত্রিশূল, শঙ্খ, চক্র প্রভৃতি অষ্ট আয়ুধধারিণী সৌম্যা এবং ভয়ংকরী, ত্রিনেত্রা ও চন্দ্রশেখরা। এই দেবীই শুম্ভ নিশুম্ভহন্ত্রী। ব্রহ্মা এঁকে প্রদান করলেন বাহন সিংহ, এবং বাসস্থান নির্দেশ করলেন বিন্ধ্যপর্বতে।

শিবপুরাণের ধর্মসংহিতাতেও (১০ম অঃ) কালী তপঃপ্রভাবে গৌরবর্ণ অর্জন করেছিলেন কৃষ্ণত্বক্ পরিত্যাগ করে। বামনপুরাণের উপাখ্যান কতকটা মার্কণ্ডেয়পুরাণের চণ্ডী উপখ্যানের সমধর্মী। ইন্দ্র কর্তৃক নমুচি নিহত হওয়ার পর নমুচির দুই ভ্রাতা শুম্ভ ও নিশুম্ভ ত্রিলোক অধিকার করার পরে শুম্ভ ও নিশুম্ভের সেনানী ধূম্রলোচন ধ্বংস হলে চণ্ড ও মুণ্ডকে যুদ্ধে সমাগত দেখে ক্রুদ্ধা দেবীর ভ্রূকুটিকুটিল বদন থেকে কালীর আবির্ভাব হয়েছিল—

---

১ [illegible]; পূর্বভাগ—২১।৩৩-৩৫, ৩৮ ২ তদেব—২১।৯৫-৯৬

ভ্রূকুটীকুটিলাদ্দেব্যা ললাটফলকাদ্ দ্রুতম্।
কালীকরালবদনা নিঃসৃতা যোগিনী শুভা ॥
খট্বাঙ্গমাদায় করেণ রৌদ্রমসিঞ্চ কালোগ্রমকোশমুগ্রং
সংশুষ্কগাত্রী রুধিরপ্লুতাঙ্গী নরেন্দ্রমূর্ধ্নাংস্রজমুদ্বহন্তী ॥[১]

—তখন ভ্রূকুটিকুটিল দেবীর ললাটফলক থেকে করালবদনা মঙ্গলময়ী যোগিনী কালী নির্গতা হলেন। তাঁর হাতে ভয়ংকর খট্বাঙ্গ, মৃত্যুর মত ভয়ংকর কোশ-মুক্ত অসি, মাংসহীন রক্তমাখা দেহ—নরমুণ্ডমালা ভূষিতা।

বামনপুরাণের মত কালিকাপুরাণেও কালীর আবির্ভাব সম্পর্কে দুই রকমের কাহিনী বিদ্যমান। একপ্রকার কাহিনীতে কালীর গাত্রবর্ণের প্রতি ইঙ্গিত করে শিব উপহাস করার ফলে দেবী গাত্রবর্ণ পরিত্যাগ করে কৌশিকীর আবির্ভাব ঘটিয়েছেন।

আর একটি উপাখ্যানে মাতঙ্গাশ্রমে দেবগণ শুম্ভ-নিশুম্ভবধের উদ্দেশ্যে দেবীর স্তব করতে থাকায় মাতঙ্গীর দেহকোশ থেকে কালিকার আবির্ভাব হোল। কালিকা হিমাচল আশ্রয় করলেন, তাঁরই নাম হোল উগ্রতারা।

বিনিঃসৃতায়াং দেব্যাস্তু মাতঙ্গ্যাঃ কায়কোশতঃ।
ভিন্নাঞ্জননিভা কৃষ্ণা সাভূদ্ গৌরী ক্ষণাদপি ॥
কালিকাখ্যাভবৎ সাপি হিমাচলকৃতাশ্রয়া।
তামুগ্রতারামৃষয়ো বদন্তীহ মনীষিণঃ ॥[২]

কালীবিলাসতন্ত্রে আবার কৃষ্ণমাতা কালিকা গৌরীদেহ থেকেই উৎপন্না হয়েছিলেন—গৌরীদেহাৎ সমাসন্না কৃষ্ণাঙ্গী কালিকাপরা।[৩] সৌরপুরাণে কালী স্বেচ্ছায় শিবকে পতিরূপে লাভ করার জন্য পিতার অনুমতি নিয়ে তপস্যায় নিরতা হয়েছিলেন—

শিবং ভর্তারমিচ্ছন্তী তস্মিন্ গিরিবরোত্তমে।
তপস্তপ্তুং গতা কালী শিবা পিত্রোরনুজ্ঞয়া ॥[৪]

এই কাহিনীগুলিতে দেবতেজঃসম্ভূতা চণ্ডী মহিষমর্দিনী, পর্বতনন্দিনী পার্বতী উমা, কালী ও কৌশিকী-বিন্ধ্যবাসিনীর সমীকরণ হয়েছে। চণ্ডীর কোষজাতা কালী আর পার্বতীর কোষজাতা কৌষিকী পার্বতী চণ্ডীর মত একত্ব প্রাপ্ত হয়েছেন। কালী, পার্বতী, চণ্ডী, উমা প্রভৃতি পৃথক্রূপে জাতা হয়েও এক দেবসত্তায় মিশে গেছেন। একই মহাশক্তির বহুধা প্রকাশ পার্বতী, কালী, চণ্ডী, মাতঙ্গী, গৌরী, কৌষিকী—এই তত্ত্বই বৈচিত্র্যময় কাহিনীগুলির প্রতি-পাদ্য।

কালীর স্বরূপ : কালী ও তেজোরূপা চণ্ডী যে অভিন্না এই সত্য প্রতি-পাদিত হয় মণ্ডুকোপনিষদের একটি মন্ত্রে। অগ্নির সপ্ত জিহ্বার উল্লেখ ঋগ্বেদ

---

১ বামন—৫৫।৫৪-৫৫ ২ কাঃ পুঃ—৬২।৫৭-৫৮ ৩ কাঃ বিঃ তঃ—২৩।৬
৪ সৌর—৫৩।১১

থেকে আরম্ভ করে সর্বত্র পাই। মুণ্ডকোপনিষদে এই সাতটি জিহ্বার নাম উল্লেখ করা হয়েছে, কালী এই সপ্ত জিহ্বার অন্যতমা। অগ্নির সাতটি জিহ্বা—

কালী করালী মনোজবা চ
সুলোহিতা যা চ সুধূম্রবর্ণা।
স্ফুলিঙ্গিনী বিশ্বরুচী চ দেবী
লেলায়মানা ইতি সপ্তজিহ্বাঃ ॥

মহানির্বাণতন্ত্রেও (৯।২৫) অগ্নির সপ্ত জিহ্বার উল্লেখ পাই। কালী, করালী, সুধূম্রবর্ণা ও লেলায়মানা নামগুলি কালীমূর্তিতেই সম্মিলিত হয়েছে। সুধূম্রবর্ণা ধূমাবতীতেও পরিণত হওয়া সম্ভব। গোভীলীয় গৃহ্যসূত্রের পরিশিষ্টে অগ্নির বহু বিচিত্র নামের সঙ্গে উক্ত সপ্তজিহ্বার নামগুলিও লভ্য। সারদা তিলকে অগ্নির সপ্ত মূর্তির অন্যতম সপ্তজিহ্ব।[১] অগ্নির নয়টি শক্তিরও উল্লেখ আছে—

পীতা শ্বেতাঽরুণা কৃষ্ণা ধূম্রা তীব্রা স্ফুলিঙ্গিনী।
রুচিরা জ্বালিনী প্রোক্তা কৃশানোর্ণব শক্তয়ঃ ॥[২]

অগ্নির এই শক্তিগুলিই ত শক্তিদেবতার বিভিন্ন রূপ। কৃষ্ণাই কালী, ধূম্রা ধূমাবতী। অগ্নি সপ্তার্চি অর্থাৎ সপ্ত শিখাবিশিষ্ট। সপ্ত সংখ্যাটি ভারতীয় ঋষিদের অত্যন্ত প্রিয়। সপ্ত সিন্ধু, সপ্তসাগর, সপ্ত-ঋষি, সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরা, সপ্ত ভুবন, সপ্ত পাতাল প্রভৃতি স্মর্তব্য। অগ্নির বহুতর শিখা এবং বহুতর শক্তি সপ্তজিহ্বা নামে পরিচিত হয়েছে। মার্কণ্ডেয়পুরাণে কালী অগ্নিরই জিহ্বা— যা জিহ্বা ভবতঃ কালী কালনিষ্ঠা করী প্রভো।[৩] অগ্নি ও কৃষ্ণবর্ণ পিঙ্গাক্ষ, লোহিত গ্রীব।[৪] এখানে কালী, করালী, সধূম্রবর্ণা, স্ফুলিঙ্গিনী প্রভৃতি অগ্নির সপ্তজিহ্বার কাছে পাপ ও ঐহিক ভয় থেকে রক্ষা প্রার্থনা করা হয়েছে।[৫]

অনেকে মনে করেন যে ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের রাত্রিসূক্ত (১০।১২৭) এবং ব্রাহ্মণ গ্রন্থের কৃষ্ণবর্ণা নির্ঋতির সমন্বয়ে কালীমূর্তি কল্পিত। ঋগ্বেদের রাত্রি সূক্ত রাত্রিরই অভিনব বর্ণনা। বর্ণনাটি নিম্নরূপ : রাত্রিদেবী আগমনপূর্বক চতুর্দিকে বিস্তীর্ণ হইয়াছেন। তিনি নক্ষত্র সমূহের দ্বারা অশেষ প্রকার শোভা সম্পাদন করিয়াছেন।

দেবরূপিণী রাত্রিদেবী দীপ্তিবিস্তার লাভ করিয়াছেন। যাঁহারা নীচে থাকেন, কি যাঁহারা উর্ধ্বে থাকেন, সকলকেই তিনি আচ্ছন্ন করিলেন। তিনি আলোকের দ্বারা অন্ধকারকে নষ্ট করিয়াছেন। রাত্রিদেবী উষাকে আপন ভগিনীর ন্যায় পরিগ্রহ করিলেন, তিনি অন্ধকার দূরীভূত করিলেন। পক্ষীরা যেমন বৃক্ষে বাস গ্রহণ করে, তদ্রূপ যাঁহার আগমনে আমরা শয়ন করিয়াছি, সেই রাত্রি আমাদিগের শুভকরী হউন। হে রাত্রি! বৃকী ও বৃককে আমাদিগের নিকট হইতে দূর হইতে দূরে লইয়া যাও, চৌরকে দূরে লইয়া যাও। আমাদিগের পক্ষে বিশিষ্টরূপে শুভকরী হও। কৃষ্ণবর্ণ অন্ধকার স্পষ্ট লক্ষ্য হইয়া দেখা দিয়াছে,

১ সাঃ তিঃ—২১।৪৭ ২ সাঃ তিঃ—২২।২০২, প্রপঞ্চসার—১৩।৩০
৩ মার্কণ্ডেয় পুঃ—৯৯ অঃ ৪ তত্রৈব ৫ তদেব

আমার নিকট পর্যন্ত আচ্ছন্ন করিয়াছে। হে উষা দেবী! আমার ঋণকে যেমন পরিশোধপূর্বক নষ্ট কর, তদ্রূপ অন্ধকারকে নষ্ট কর। হে অন্ধকারের কন্যা রাত্রি! তুমি যাইতেছ, তোমাকে গাভীর ন্যায় এই সমস্ত স্তব অর্পণ করিলাম, তুমি গ্রহণ কর।[১]

রাত্রি দেবীর এই বর্ণনার সঙ্গে কালীর আকৃতিপ্রকৃতির কোন সাদৃশ্য নেই। তথাপি চণ্ডীপাঠের পূর্বে রাত্রিদেবীর সঙ্গে চণ্ডীর অভিন্নতাবোধে রাত্রিসূক্ত পাঠের রীতি প্রচলিত। ধ্বংসের দেবতা মহাকালী রাত্রির মত কৃষ্ণবর্ণা, কালীর মতই রাত্রিদেবী অশিবনাশিনী। পুরাণানুসারে নিশাদেবী মেনাগর্ভে পার্বতীর গাত্রত্বক্ কৃষ্ণবর্ণে রঞ্জিত করেছিলেন। চণ্ডীতে দেবীকে কালরাত্রি মহারাত্রি মোহরাত্রি বলে স্তুতি করা হয়েছে—কালরাত্রির্মহারাত্রির্মোহরাত্রিশ্চ দারুণা।[২] টীকাকার গোপাল চক্রবর্তীর মতে কালরাত্রির অর্থ মরণরূপা রাত্রি, মহারাত্রির অর্থ ব্রহ্মার রাত্রি, মোহরাত্রির অর্থ বুদ্ধির মোহকারী শক্তি, সেই শক্তি রাত্রিরূপা। সুতরাং রাত্রি শব্দ এখানে ধ্বংসাত্মিকা শক্তির রূপক হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। রাত্রিদেবীই যে কালীতে রূপান্তরিতা হয়েছেন এমন কোন ইঙ্গিত রাত্রিসূক্তে পাওয়া যায় না। রাত্রির সঙ্গে কালীর সংযোগ অবশ্য অস্বীকার্য নয়। কারণ রাত্রিই গৌরীকে কালী করেছিলেন, আবার কালো কোষ ত্যাগ করে কালী গৌরী হয়েছিলেন। দেবতেজঃসম্ভবা চণ্ডী, দিব্য সরস্বতী আর আকাশগঙ্গা একই দেবতা—সূর্যাগ্নির তেজসাত্মিকা মহাশক্তি। মাতৃগর্ভস্থিতা গৌরীকে রাত্রি দেবীর দ্বারা কৃষ্ণবর্ণে রঞ্জিত করা আর গৌরীর কৃষ্ণত্বক পরিত্যাগ করে গৌরবর্ণ লাভ করার কাহিনী অবশ্যই রূপক কাহিনী। নিশাভাগে স্বর্ণাভ সূর্যজ্যোতি নিশাদেবীর প্রভাবে কৃষ্ণবর্ণে রঞ্জিত হয়, আর নিশাবসানে সূর্যের সর্বময় তেজ কৃষ্ণত্বক ত্যাগ করে লাভ করে সোনার মত গাত্রবর্ণ। সারারাত্রির তপস্যার ফলেই ত মহাশক্তির গৌরাঙ্গ অর্জিত হয়। এ বিষয়ে স্কন্দপুরাণের রেবাখণ্ডের কাহিনীটি ইঙ্গিতময়। সূর্যরূপী রুদ্রশিব স্বীয় শক্তিকে আকাশগঙ্গায় অর্থাৎ অনন্ত জ্যোতির স্রোতোধারায় নিমজ্জিত করে সুবর্ণবর্ণ ফিরিয়ে দেন। সুতরাং গৌরীর কৃষ্ণত্বক সূর্যালোকের অভাবজনিত নৈশ তিমির। তাই কালীর সঙ্গে রাত্রির সম্পর্ক গভীর।

উপনিষদে কালী অগ্নিজিহ্বা। অগ্নি ও সূর্য অভিন্ন বলেই দেবতেজোজাতা চণ্ডী ও রুদ্রযজ্ঞাগ্নি দুর্গা যেমন অভিন্নতাপ্রাপ্তা, তেমনি অগ্নিজিহ্বা সূর্যজ্যোতির অদর্শনজনিত কৃষ্ণবর্ণাত্মিকা তেজঃশক্তিও একাত্মিকা। দুর্গা-চণ্ডী তাঁর সংহারাত্মিকা শক্তি বিসর্জন দিয়ে হলেন বাঙ্গালীর জননী জগদম্বিকা অথবা আদরিণী কন্যা উমা। তাই বোধ হয় রুদ্রের ধ্বংসাত্মিকা শক্তি নিয়ে আবির্ভূতা হলেন মহাকাল-রূপী রুদ্র-শক্তি মহাকালী। দুর্গার মত কালীও যজ্ঞাগ্নি। অগ্নিজিহ্বা কালীর লেলায়মান শিখা। কালীর লোলজিহ্বায় অগ্নিজিহ্বার ইঙ্গিত বর্তমান। পুরাণে সরস্বতীও অগ্নিজিহ্বা।[৩] দাক্ষায়ণ যজ্ঞ দর্শ-পৌর্ণমাসী যজ্ঞ অর্থাৎ

---

১ রমেশ দত্ত কৃত রাত্রিসূক্তের অনুবাদ ২ চণ্ডী—১১৭৩ ৩ বামনপুরাণ—৩২।২৩

পূর্ণিমায় ও অমাবস্যায় অনুষ্ঠিত হয়। দাক্ষায়ণী পার্বতীর দেহজাতা কালীপূজা দর্শযাগ ছাড়া আর কিছুই নয়। সধুম যজ্ঞাগ্নি কালী, যজ্ঞাগ্নির উপরিভাগের সধূমাগ্নি ধূমাবতী, আর ধূমহীন স্বর্ণবর্ণ অগ্নিশিখা গৌরী—দুর্গা। ধ্বংসের প্রতীক মহাকালের সঙ্গে অভিন্নতা প্রাপ্ত হলেন ধ্বংসের দেবতা রুদ্র; তাই মহাকালীও হলেন মহাকাল-শক্তি—মহাকালের সঙ্গে বিপরীত রতিতে নিরতা। এইভাবে সৃষ্টি ও ধ্বংস—একই মহাশক্তির এপিঠ ওপিঠ একত্রিত প্রকটিত কালী-মূর্তিতে। সূর্যকিরণের অভাবাত্মিকা অবস্থাই সৃষ্টিধ্বংসের হেতু। অগ্নির ধূমপুঞ্জ মহামেঘ ও সূর্যকিরণের অভাবজাত কালো অন্ধকার মিলে হোল মহাকালীর বর্ণ। যদিও শিবের বুকে পা দেওয়ার বিবরণ পুরাণে সুলভ নয়, তন্ত্রোক্ত ধ্যানমন্ত্রে শবরূপী মহাদেবের বক্ষে দেবীর অবস্থানের কথা উল্লিখিত, তথাপি কালীর পদতলে শিব চিরকালই বুক পেতে রইলেন। ধ্বংসাত্মিকা মহাশক্তির পদতলে শবের অবস্থানই স্বাভাবিক। কিন্তু শব হলেন শিবরূপে বর্ণিত। অশিব ধ্বংসের মধ্য দিয়েই ত শিব বা মঙ্গলের আবির্ভাবের তত্ত্ব শবের শিবরূপতা প্রাপ্তিতে ব্যঞ্জিত। যজ্ঞবেদী মহাদেবরূপে বর্ণিত হয়েছে ব্রাহ্মণে। যজ্ঞবেদীর উপরে ধূম্রময়ী নর্তনশীলা অগ্নিশিখা শিববক্ষে দণ্ডায়মানা মহাকালীর আভাস আনয়ন করে। রুদ্র চিতাগ্নিরূপে শ্মশানচারী, মহাকালীও তাই রুদ্রশক্তিরূপে শ্মশানকালী। খড়্গ ও নরমুণ্ডহস্তা নরমুণ্ডমালিনী নরকরমেখলাধারিণী সৃষ্টিনাশিনী রুদ্রাণী কালী ভক্তের নিকট বরাভয়দাত্রী শিবা; তাই তিনি রক্ষাকালী।

মহাকালীর রূপকল্পনায় দার্শনিক চিন্তা, বিশেষতঃ পুরুষপ্রকৃতিতত্ত্বও কার্যকরী হয়েছে। সাংখ্যদর্শনের পুরুষ চৈতন্যময় হয়েও নিষ্ক্রিয় অথচ প্রকৃতি অচেতনা হয়েও পুরুষের চেতনাসহযোগে সচেতনা হয়ে ক্রিয়াশীলা—চৈতন্যরূপ পুরুষের সংসর্গে সৃষ্টিক্রিয়ায় রতা।

পুরুষস্য দর্শনার্থং কৈবল্যার্থং প্রধানস্য।
পঙ্গ্বন্ধবদুভয়োরপি সংযোগস্তৎকৃতঃ সর্গঃ ॥[১]

—অন্ধের স্কন্ধে পঙ্গু বসলে যেমন দেখা ও চলা দুইই চলে, তেমনি প্রধান বা প্রকৃতি পুরুষ কর্তৃক দৃষ্ট হওয়ার জন্যই উভয়ের মিলনে হয় সৃষ্টি।

মহাকালীও চৈতন্যময় মহাকাল শিবের সংযোগে সৃষ্টিকর্মে নিরতা। বৈদিক দর্শযাগের সধূম অগ্নিশিখা, সূর্যতেজের অভাবরূপিণী তিমিরময়ী নিশা, শিবাণী পার্বতী ও সাংখ্যতত্ত্বের সংমিশ্রণে হয়েছে শিববক্ষোবিহারিণী মহাকালীর রূপ-কল্পনা। কিন্তু কালীর ধ্যানমন্ত্রে তাঁকে শিববক্ষে আরূঢ়া দেখলেও তাঁকে সৃষ্টির দেবতা বলে গণ্য করা হয় নি। তিনি রুদ্রের প্রতিরূপা রুদ্রাণী, ধ্বংসের তাণ্ডবলীলায় মত্তা। তিনি রক্তবীজের রক্ত পান করেছেন—মুখেন কালী জগৃহে

১ সাংখ্যকারিকা—২১

রক্তবীজস্য শোণিতম্।[১] তিনি আরও অশুভশক্তি নাশ করেছেন, গলায় পরেছেন বহুতর অশুভশক্তি নাশের প্রতীক হিসাবে দানবের মুণ্ডমালা,—ছিন্নমুণ্ড ও খড়্গও অশুভ শক্তি নাশের প্রতীক, করালবদন, লোলজিহ্বা ও দুই কষে রক্তধারা বিশ্বনাশিনী ধ্বংসশক্তির ভয়াবহতা প্রকাশক। এই ধ্বংসরূপিণী দেবী পুরাকালে রাবণ বধ করেছিলেন—

যয়া মূর্ত্যা করালাঙ্গং রাবণং নাশিতা পুরা।
বরাভয়করা দেবী খড়্গমুণ্ডধরা তথা।
ললজ্জিহ্বা চোগ্ররূপা কালী সর্বৈঃ সুপূজিতা ॥[২]

মহাকালের সহযোগে ইনিই ব্রহ্মাণ্ড ধ্বংস করেন—লয়ং লয়তি ব্রহ্মাণ্ডং মহাকালেন লালিতা।[৩] স্কন্দপুরাণেয় রেবাখণ্ডে (১৪ অঃ) ভয়াবহ ধ্বংসাত্মিকা মূর্তির বিবরণ ও আবির্ভাবের নূতন কাহিনী আছে। এই কাহিনীতে শিব প্রলয়কালে কালীকে জগৎ সংহার করতে নির্দেশ দিলেন। কিন্তু স্ত্রীজনোচিত স্নেহবশে দেবী সংহারে লিপ্ত না হওয়ায় শিব হুংকারের দ্বারা কালীকে তিরস্কার করেছিলেন। দেবী তখন সংহারলীলায় মত্ত হয়ে মহাকালীর বিধ্বংসী রূপ পরিগ্রহ করলেন। দেবী মহারুদ্ররূপে বজ্র বিদ্যুতের মত বর্ধিত হতে লাগলেন—বজ্রপাতের মত দুর্দর্শনীয়া হয়ে উঠলেন, বিদ্যুতাগ্নিতে অগ্নিময়ী দেবী ভয়ংকর বিদ্যুতের মত জ্বলন্ত চক্ষুসম্পন্না—

ব্যবর্ধত মহারৌদ্রা বিদ্যুৎ সৌদামিনী যথা ॥
বিদ্যুৎ সম্পাতদুষ্প্রেক্ষ্যা বিদ্যুৎ সঙ্ঘাতচঞ্চলা।
বিদ্যুজ্জ্বালাকুলা রৌদ্রা বিদ্যুদগ্নিনিভেক্ষণা ॥[৪]

দেবী এইরূপ বিদ্যুতাগ্নিময়ী কালানলতুল্যা। বিদ্যুতাগ্নি ও সূর্যাগ্নির সমতা বা একাত্মতা হওয়ায় বিদ্যুন্ময়ী দেবী অগ্নিস্বরূপতা প্রাপ্তা। দেবী ব্যাঘ্রচর্ম ও সর্পের যজ্ঞোপবীত পরিধান করলেন,—তাঁর বিশাল আকৃতিতে ত্রিলোক পরিপূর্ণ করলেন, তাঁর সৃক্কিনী (দুই কস) লক্‌লক্ করতে লাগলো, তিনি ভয়ংকর গর্জন করতে লাগলেন, ঝড়ের মত প্রচণ্ড নিঃশ্বাস পড়তে লাগলো, মুখে তাঁর অট্টহাস্য, চক্ষুত্রয় অগ্নিকুণ্ডতুল্য। এই ভয়ংকর মূর্তিতে তিনি সকল জগৎ ধ্বংস করে ফেললেন।

বিদ্যুন্ময় কায়াবিশিষ্টা কালী অবশ্যই সূর্যতেজ ও অগ্নিশিখাময়ী কালী একই দেবসত্তা। অগ্নির ত্রিবিধ রূপেই গঠিত কালীর মূর্তি। দানবদলনী চণ্ডী জননী ও দুহিতারূপে ভক্তহৃদয়ে প্রতিষ্ঠিতা হওয়ায় কালীই হলেন রুদ্রের ধ্বংসাত্মিকা শক্তির যথার্থ প্রতিরূপ। কিন্তু রুদ্র ত শুধু ধ্বংসের দেবতা নন, তিনি শিবও। শিব কল্যাণময়, তাঁর দক্ষিণ হস্তে আরোগ্যের ঔষধ, রুদ্র দক্ষিণ মূর্তিতে ভক্তকে

---

১ মার্কপুঃ—৯০ ২ তারারহস্যম্, ব্রহ্মানন্দ গিরিতীর্থবিধৃত—পৃঃ ৩
৩ তদেব ৪ স্কন্দঃ, রেবাখণ্ড—১৪।৩৩-৩৪

রক্ষা করেন।[১] তাই রুদ্রশক্তি কালী ঘোররূপা হয়েও দক্ষিণা কালী ; এক হস্তে তিনি বর দান করেন, অপর হস্তে তিনি দেন অভয়, তিনি করালবদনা কিন্তু মুখে স্নিগ্ধ হাসি ; এ এক আশ্চর্য রূপকল্পনা।

আর এদিকে উমা-গৌরী স্বর্ণগৌরাঙ্গী দ্বিভুজা বামহস্তে লীলাকমল ও উত্ত চামর, দক্ষিণ হস্তটি শিবের অঙ্গে ন্যস্ত ; অথবা তিনি একাকিনী পদ্মাসনা স্বর্ণ গৌরাঙ্গী পদ্ম ও চামরধারিণী।[২]

চামুণ্ডা : কালীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্টা চামুণ্ডা। মার্কণ্ডেয়পুরাণের চণ্ডী উপাখ্যানে কালী চণ্ড ও মুণ্ড নামক দানবদ্বয়কে বধ করেছিলেন এবং চণ্ড ও মুণ্ডের ছিন্ন মুণ্ড হাতে নিয়ে অট্টহাস্য করেছিলেন। তখন চণ্ডী কালীকে বলেছিলেন—

যস্মাচ্চণ্ডঞ্চ মুণ্ডঞ্চ গৃহীত্বা ত্বমুপাগতা।
চামুণ্ডেতি ততো খ্যাতা দেবি ভবিষ্যসি ॥[৩]

—যেহেতু চণ্ড ও মুণ্ডের মুণ্ড নিয়ে তুমি এসেছ, অতএব হে দেবি, তুমি চামুণ্ডা নামে খ্যাতা হবে।

বামনপুরাণে রুরু দানবের চর্ম (ঢাল) ও মুণ্ড ছেদন করে দেবী চামুণ্ডা নামে পরিচিতা হয়েছিলেন—

রুরোস্তু দানবেন্দ্রস্য চর্মমুণ্ডে ক্ষণাদ্ যতঃ।
অপহৃত্যাহরদ্দেবী চামুণ্ডা তেন সাভবৎ ॥[৪]

কিন্তু প্রচলিত কালীমূর্তির সঙ্গে চামুণ্ডার সাদৃশ্য কম। চামুণ্ডার দেহ মাংসবর্জিত, অস্থিচর্মসার—শুষ্ক মাংসাতিভৈরবা।[৫] অগ্নিপুরাণে চামুণ্ডার মূর্তি—

চামুণ্ডা কোটরাক্ষী স্যান্নির্মাংসা তু ত্রিলোচনা ॥
নির্মাংসা অস্থিসারা বা ঊর্ধ্বকেশা কৃশোদরী।
দ্বীপিচর্মধরা বামে কপালং পট্টিশং করে।
শূলং কর্ত্রী দক্ষিণেঽস্যাঃ শবারূঢাস্থিভূষণা ॥[৬]

—চামুণ্ডার চক্ষু কোটরগত, মাংসহীন মুখ, ত্রিনয়ন, মাংসহীন দেহ অস্থিসার, ঊর্ধ্বকেশ, ক্ষীণ উদর, ব্যাঘ্রচর্মপরিহিতা, বামহস্তদ্বয়ে নরকপাল ও পট্টীশ, দক্ষিণ হস্তদ্বয়ে কর্তরিকা (কাটারি, খাঁড়া) ও শূল, শবারূঢ়া এবং অস্থি-নির্মিত অলংকার পরিহিতা।

স্কন্দপুরাণে চামুণ্ডা—

আরাধয়ামাস তদা চামুণ্ডাং মুণ্ডমণ্ডিতাম্।
শ্মশানবাসিনীং দেবীং বহুভূতসমন্বিতাম্ ॥
যোগিনীং যোগসংসিদ্ধাং বসামাংসাসবপ্রিয়াম্ ॥[৭]

---

১ এই গ্রন্থের ২য় পর্ব ২য় সং, রুদ্র ও শিব পৃঃ ৯-১১ ২ কাঃ পুঃ—৬১।৪৩-৪৬
৩ চণ্ডী—৭।২৭ ৪ বমন—১৭।৩২ ৫ চণ্ডী—৭।৭
৬ অগ্নি পুঃ—৫০।২১-২৩ ৭ স্কন্দঃ, রেবাখণ্ড—১৮৬।১১-১২

—মুণ্ডভূষিতা, শ্মশানবাসিনী, কঙ্কুশ সমন্বিতা, যোগিনী, যোগসিদ্ধা বসা (মেদ), মাংস ও মদ্যপ্রিয়া চামুণ্ডাকে আরাধনা করেছিলেন।

চামুণ্ডার আর একটি ধ্যান—

গর্ভাক্ষী ক্ষামদেহা চ ক্ষামকুক্ষী ভয়ঙ্করী।
ললিতাস্থর রক্তৈশ্চ চামুণ্ডা মুণ্ডমালিনী।[১]

—কোটরগতচক্ষু, ক্ষীণদেহ ও ক্ষীণউদর বিশিষ্টা, ললিতাস্থরের রক্তে ভয়ংকরী মুণ্ডমালিনী চামুণ্ডা।

মহাভারতে দুটি দুর্গাস্তোত্রে দেবীকে মহাকালী, ভদ্রকালী, চণ্ডা, চণ্ডী, কালী ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয়েছে। কিন্তু চামুণ্ডা নামটি এখানে অনুপস্থিত। মহাকবি ভবভূতি (খ্রীঃ ৭ম শতাব্দী) রচিত মালতি-মাধব নাটকের পঞ্চম অংকে পদ্মাবতী নগরে চামুণ্ডার মন্দিরে নরবলিদ্বারা চামুণ্ডাকে প্রীত করার ঘটনা উল্লিখিত হয়েছে। স্থতরাং খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে চামুণ্ডা জনপ্রিয় দেবতা ছিলেন ডঃ স্থকুমার সেনের মতে খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে চর্চা বা চর্চিকা নামে পরিচিতা ছিলেন।[২] মহাযানী বৌদ্ধ ধর্মেও চামুণ্ডা স্থান পেয়েছিলেন। নিষ্পন্ন যোগাবলীতে চামুণ্ডা—"প্রেতোপরি চামুণ্ডা রক্তা চতুর্ভুজা কর্তৃকপালভৃৎ সব্যেতর কৃতাঞ্জলি"। অর্থাৎ চামুণ্ডা প্রেতের উপরে অবস্থিতা রক্তবর্ণা চতুর্ভুজা কর্তৃকাও কপালধারিণী এবং নিম্নের দুই হস্ত অঞ্জলিবদ্ধ।[৩]

নর্মদাতীরবর্তী মান্ধাতা নগরে কালী অধিষ্ঠিতা ছিলেন। এখানে কাল ভৈরব এবং তাঁর শক্তি কালী দেবীকে নরমাংস দ্বারা পূজা করা হোত। হাণ্টারের গেজেটিয়ার অনুসারে ১১৬৫ খ্রীষ্টাব্দে দর্বাও নামে এক গোস্বামী তপস্যার দ্বারা কালীকে একটি গুহায় আবদ্ধ করে তীর্থযাত্রীদের তীর্থ দর্শনের স্থযোগ করে দিয়েছিলেন।[৪] নরমাংসপ্রিয়া কালী অবশ্যই চামুণ্ডা।

চামুণ্ডা সপ্তমাতৃকার অন্যতমা।[৫] রাজস্থানে শক্তিদেবীর রূপভেদ হিসাবে চামুণ্ডা পূজিতা হন।[৬] বীরভূম জেলার শ্রীরামপুর গ্রামে ভৈরব ক্রোড়ে চতুর্ভুজা চামুণ্ডা মূর্তি এখনও পূজা পাচ্ছেন।[৭] বর্ধমান জেলার অন্তর্গত মন্তেশ্বর গ্রামে চামুণ্ডার বিগ্রহ পূজিতা হয়ে থাকেন। বৈশাখ মাসে শুক্লপক্ষের সপ্তমী অষ্টমীতে চামুণ্ডার বিশেষ উৎসব হয়। এই দেবীর ধ্যানমন্ত্রে দেবী মেঘের মত শ্যামবর্ণা, ত্রিনয়না, নগ্না, মুণ্ডমালা ভূষিতা, নতস্তনী, চণ্ডমুণ্ডকে সংহার করে নৃত্য করছেন, পদতলে শব ও মহাকাল। বর্ধমান জেলার অট্টহাসে চামুণ্ডার একটি দন্তুরা

---

১ ক্রিয়াকাণ্ডবারিধি—পৃঃ ৭৬৩ ২ ibid.—page 92 ৩ নিষ্পন্ন—পৃঃ ৬২

৪ Markandeya Purana—F.E. Pargiter (1981) Introduction pp. xii—xiii, ৫ Sakti Cult & Tara—page 28

৬ Towards the end of the first millennium A.D, Chamunda came to be known as Carcā or carcika (skeleton goddess),—The great Goddesses in India tradition—p. 53.

৭ পশ্চিমবঙ্গের পূজাপার্বণ ও মেলা—৪র্থ খণ্ড: ৩১৫

মূর্তি পাওয়া গেছে। বর্ধমান জেলার কাঞ্চন নগরে ও মন্তেশ্বরে চামুণ্ডামূর্তি রুদ্রচর্চিকা, রুদ্রচামুণ্ডা বা সিদ্ধচামুণ্ডার মূর্তি।[১] রুদ্রচর্চিকা বা রুদ্রচামুণ্ডা, সিদ্ধচামুণ্ডা বা সিদ্ধযোগেশ্বরী, রূপবিদ্যা ভৈরবী, ক্ষমা প্রভৃতি চামুণ্ডার বিভিন্ন মূর্তি আছে।

গজচর্মভৃদূর্ধ্বাস্যপাদা স্যাদ্রুদ্রচর্চিকা।
সৈব চাষ্টভুজা দেবী শিরোডমরুকান্বিতা॥
তেন সা রুদ্রচামুণ্ডা নাটেশ্বর্য্যথ নৃত্যতী।
ইয়মেব মহালক্ষ্মীরূপবিষ্টা চতুর্মুখী॥
নৃবাজিমহিষেভাংশ্চ খাদন্তী চ করে স্থিতান্।
দশবাহুস্ত্রিনেত্রা চ শস্ত্রাসিডমরুত্রিকম্॥
বিভ্রতী দক্ষিণে হস্তে বামে ঘণ্টাঞ্চ খেটকম্।
খট্বাঙ্গঞ্চ ত্রিশূলঞ্চ সিদ্ধচামুণ্ডকাহ্বয়া॥
সিদ্ধযোগেশ্বরী দেবী সর্বসিদ্ধিপ্রদায়িকা।
এতদ্রূপা ভবেদন্যা পাশাঙ্কুশযুতারুণা॥
ভৈরবী রূপবিদ্যা তু ভুজৈর্দ্বাদশভির্যুতা।
এতাঃ শ্মশানজা রৌদ্রা অম্বাষ্টকমিদং স্মৃতম্॥
ক্ষমা শিববৃতা বৃদ্ধা দ্বিভুজা বিবৃতাননা।
দন্তুরা ক্ষেমকারী স্যাদ্ভূমৌজানুকরা স্থিতা॥

—রুদ্রচর্চিকা গজচর্মধারিণী, মুখ ও পদ ঊর্ধ্বভাগে। তিনি অষ্টভুজ নরমুণ্ড ও ডমরুহস্তা; সেইজন্যই তিনি নৃত্যেশ্বরী নৃত্যরতা রুদ্রচামুণ্ডা। ইনিই চতুর্মুখী উপবিষ্টা মহালক্ষ্মী—হস্তস্থিতা নর অশ্ব মহিষ ও হস্তীভক্ষণরতা। দশভুজ ত্রিনেত্রা দক্ষিণহস্তে শস্ত্র, অসি ও ডমরু, বাম হস্তে ঘণ্টা, খেটক, খট্বাঙ্গ ও ত্রিশূল, ইনি সিদ্ধচামুণ্ডা নামে সর্বসিদ্ধিদায়িনী দেবী সিদ্ধযোগেশ্বরী। অনুরূপভাবে অরুণবর্ণা পাশ ও অংকুশহস্তা দ্বাদশভুজা অন্যমূর্তি ভৈরবী রূপবিদ্যা। এঁরা শ্মশানজাতা ভয়ংকরী অষ্ট অম্বারূপে পরিচিতা। ক্ষমা শৃগালবেষ্টিতা বৃদ্ধা দ্বিভুজা, বিস্তৃত আনন বিশিষ্টা। দন্তুরা মঙ্গলকারিণী ভূমিতে জানু ও হস্ত স্থাপিত।

চামুণ্ডা এককালে খুবই জনপ্রিয় হয়েছিলেন। বাঙ্গালাদেশে উড়িষ্যায় দক্ষিণ ভারতে চোল ভাস্কর্যে এমন কি নেপাল, তিব্বত, চীন পর্যন্ত চামুণ্ডা নিজ অধিকার ক্ষেত্র বিস্তার করেছিলেন। চীনের রাজধানী পিকিং সহরে চামুণ্ডার মূর্তি পাওয়া গেছে। বজ্রযানী বৌদ্ধদের মধ্যে চর্চিকা-চামুণ্ডা রূপে চামুণ্ডা আসন করে নিয়েছিলেন। চামুণ্ডা ও কালীকে কেউ কেউ অনার্য দেবতা বলে সিদ্ধান্ত করেছেন—"কালী বা চামুণ্ডা কোন কালেই আর্যদেবতা ছিলেন না, পরে তাঁদের যখন হিন্দুদেবতামণ্ডলীর মধ্যে সসম্মানে গ্রহণ করা হয়েছে তখন এই সব

১ পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি, বিনয় ঘোষ, ১ম সং—২৫৭-২৬০

পৌরাণিক কাহিনীর অবতারণা করা হয়েছে।"[১] কিন্তু এ বিষয়ে বেশী বলা নিষ্প্রয়োজন। আমরা দেখেছি, বৈদিক দর্শযাগ অমাবস্যায় কালীপূজায় পরিণত হয়েছে। সূর্যতেজ ও যজ্ঞাগ্নিশিখা কালী পরে বিগ্রহ ধারণ করেছেন সাংখ্যদর্শনের প্রভাবে। কালী ও চামুণ্ডা যদি একই দেবতা হন, তবে চামুণ্ডাতে অনার্যত্ব এল কি ভাবে? দানববধ ত চামুণ্ডা একা করেন নি। চামুণ্ডা পূজার ব্যাপ্তি থেকে অনার্যত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় না। চামুণ্ডা বসা, মাংস ও মদ্য প্রিয়া। বৈদিক যজ্ঞ পশুর বপা (চর্বি), মাংস এবং সোমরস অগ্নিতে অর্পণ করা অত্যাবশ্যকীয় ছিল। সুতরাং দেবীর মদ্যমাংসপ্রিয়ত্ব অনার্যত্ব প্রতিপাদক হতে পারে না। চামুণ্ডা চণ্ডীর অষ্টশক্তির অন্যতমা। চণ্ডীও মদ্যপ্রিয়া। মহিষাসুরবধকালে দেবী চণ্ডী প্রচুর মদ্যপান করে চক্ষু রক্তবর্ণ করেছিলেন।

ততঃ ক্রুদ্ধা জগন্মাতা চণ্ডিকা পানমুত্তমম্।
পপৌ পুনঃপুনশ্চৈব জহাসারুণলোচনা ॥[২]

চামুণ্ডা ও কালী—উভয়েই নৃমুণ্ডমালিনী। কিন্তু স্কন্দপুরাণের উৎকল খণ্ডে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন যে চণ্ডীমূর্তি দর্শন করেছিলেন, সেই চণ্ডীও মুণ্ডমালা ভূষিতা—মার্গস্থাং চণ্ডিকাং প্রাপ চর্চিতাং মুণ্ডমালয়া।[৩] চামুণ্ডার অপরমূর্তি উগ্রচণ্ডাও দেবী চণ্ডীর অষ্টশক্তির অন্যতমা। উগ্রচণ্ডা অষ্টাদশভুজা,—দক্ষিণহস্তে গদা, বামহস্তে সুরাপূর্ণ পাত্র, গলে মুণ্ডমালা।[৪]

চামুণ্ডা ও কালী: যদিও কোন কোন পুরাণে কালী শুষ্কমাংসা কোটর-প্রবিষ্ট চক্ষু, তথাপি কালী প্রতিমায় প্রায় সর্বত্রই দেবী পীনোন্নত পয়োধরা, তিনি যৌবনমত্তা—যৌবনাভরণোজ্জ্বলা।[৫] তিনি একই সঙ্গে সৃষ্টি ও ধ্বংসকার্যে নিরতা। অপরদিকে চামুণ্ডা প্রকৃতই ভয়ংকরী—মাংসবর্জিতদেহা।

পুরাণে তন্ত্রে চামুণ্ডা সর্বত্রই বিকটদর্শনা—অস্থিচর্মসার দেহ ও কোটরগত চক্ষুবিশিষ্টা। মৎস্যপুরাণে প্রতিমালক্ষণ অধ্যায়ে (১৬১ অঃ) যোগেশ্বরী প্রতিমার বর্ণনা আছে। যোগেশ্বরী দীর্ঘ জিহ্বা ঊর্ধ্বকেশী। অস্থিখণ্ড দ্বারা ভূষিতা

| যোগেশ্বরী |

দীর্ঘদন্ত বিশিষ্টা,—করালবদনা, কৃশোদরী, নরকপালমাল্য ও মুণ্ডমালা বিভূষিতা, বামহস্তে মাংস ও শোণিতপূর্ণ নরকপাল ও দক্ষিণহস্তে শক্তিধারিণী। ইনি বায়সস্থা অর্থাৎ গৃধ্র বা গরুড়বাহিনী, নির্মাংসা নিম্নোদরী, ত্রিলোচনা। চামুণ্ডা রূপে ইনি ব্যাঘ্রচর্মপরিহিতা ও ঘণ্টাধারিণী এবং কালিকারূপে ইনি গর্দভ বাহিনী ও দিগ্বসনা।[৬] এই যোগেশ্বরী অবশ্যই চামুণ্ডা। একই দেবতার বাহন ও পরিধেয়র পার্থক্য হেতু ভিন্ন নাম—চামুণ্ডা ব্যাঘ্রচর্মপরিহিতা, কালী নগ্না, চামুণ্ডা গরুড়বাহনা আর কালী রাসভস্থা। সুতরাং কালী ও চামুণ্ডা একই দেবতা, বাহন ও পরিধেয়ের জন্য ভিন্ন নাম। কালিকার রাসভ বাহন পরে শীতলা গ্রহণ করেছেন।

---

১ পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি, ১ম সং—২৫১ ২ চণ্ডী—৩।৩৪ ৩ স্কন্দ, উৎকল—১১।৮৮
৪ কাঃ পুঃ—৬০।১২২-২৩ ৫ বৃহদ্ধর্ম পুঃ—৭।১১ ৬ মাৎস্যপুরাণ—১৬১।৬৬

শ্রীধরদাস সংকলিত 'সদুক্তিকর্ণামৃতে' কালীর বর্ণনা মূলক কয়েকটি শ্লোক আছে। কোন অনামা কবি রচিত ১২৮ সংখ্যক শ্লোকে, কালী 'নির্মাংসা প্রকটাস্থিজালবিকটাং পাতালনিম্নোদরীম্'—মাংসহীনা, প্রকট অস্থিজালের দ্বারা বীভৎসা, উদর যাঁর শীর্ণ চক্ষুকোটরগত, ঊর্ধ্বগজটামণ্ডিতা—এই দেবীকে বলা হয়েছে চণ্ডী। উক্ত সংকলনে উমাপতি ধর রচিত একটি শ্লোক :

তারান্তর্জ্বলদগ্নি লক্ষ নয়নশ্বভ্রান্ত কৃপান্তরাং
ক্রুদ্ধাগস্ত্যনিরস্ত বারিধিপয়ঃ পাতাল নিম্নোদরীম্।
বন্দে তামজিনাবৃতোৎকটশিরাপৃষ্ঠাস্থিসারাকৃতিং
দংষ্ট্রাকটিতটোৎপতিষ্ণু দিতিজাসৃক চর্চিতাং চর্চিকাম্।[১]

—তারার অভ্যন্তরে জ্বলন্ত অগ্নির দ্বারা লক্ষিত গর্তে প্রবিষ্ট উদভ্রান্ত চক্ষুবিশিষ্টা ক্রুদ্ধ অগস্ত্যমুনির দ্বারা বারিহীন সমুদ্রের মত পাতালগত নিম্ন উদরবিশিষ্টা, মৃগচর্ম পরিহিতা উৎকট অস্থিশিরা বিশিষ্ট পৃষ্ঠদেশ সম্পন্না, অস্থিসার আকৃতিবিশিষ্টা দণ্ড থেকে কটিতটে পতিত দৈত্যদের রক্তে শোভিতা চর্চিকাকে বন্দনা করি।

বলা বাহুল্য এই মূর্তি চামুণ্ডার। এখানে চামুণ্ডাই কালী, তাঁর অপর নাম চর্চিকা। উমাপতি ধর খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে লক্ষ্মণসেনের সভাকবি ছিলেন। উদ্ধৃত শ্লোক দুটি থেকে জানা যায় যে খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে নির্মাংসা মৃগচর্মপরিহিতা কোটরগত চক্ষুবিশিষ্টা দৈত্যরক্তপায়িনী চামুণ্ডাই কালী নামে পুজিতা হয়েছেন। চণ্ডীর উপাখ্যানে শুষ্কমাংসাতিভৈরব—চণ্ডমুণ্ডহন্ত্রী ব্যাঘ্রচর্মপরিহিত করালবদনা রক্তবীজের রক্ত পানকারিণী কালীও একই দেবতা। সেখানেও কালীকে চামুণ্ডা বলা হয়েছে। দেবী চণ্ডী তাঁর ললাটজাত কালীকে বলেছিলেন, চামুণ্ডে তুমি বদন বিস্তার কর,—উবাচ কালীং চামুণ্ডে বিস্তরং বদনং কুরু।[২]

ডঃ সুকুমার সেন বলেন যে, চামুণ্ডাই চর্চা বা চর্চিকা নামে পরিচিতা হয়েছিলেন। চর্চিকাই পরে কালী হয়েছিলেন।[৩] বৌদ্ধমহাযান সাধনায়

চর্চিকা

মহাকালের চারদিকে চার দেবী ও চার কোনে চার দেবী। মহাকালের পূর্বদক্ষিণ কোনে থাকেন কালিকা, দক্ষিণ-পশ্চিম কোনে চর্চিকা, পশ্চিমোত্তর কোনে চণ্ডেশ্বরী এবং উত্তরপূর্ব কোনে অবস্থান করেন কুলিশেশ্বরী। কালিকা কৃষ্ণবর্ণা দ্বিভুজা কর্ত্রিকপাল হস্তা প্রত্যালীঢ়পদা এবং শবারূঢ়া, চর্চিকা রক্তবর্ণা, চণ্ডেশ্বরী পীতবর্ণা চণ্ডমৃগহস্তা; কুলিশেশ্বরী শুক্লবর্ণা বজ্রদণ্ডহস্তা। এই চারিদেবীই শবারূঢ়া প্রত্যালীঢ়পদা, নগ্না, বিকটদন্তা, ত্রিলোচনা, মুক্তকেশী। এই চারি দেবী একই দেবসত্তার ঈষৎ ভিন্নরূপ। কেবল তাদের গাত্রবর্ণে এবং হস্তধৃত দ্রব্যে পার্থক্য লক্ষিত হয়। চণ্ডেশ্বরী অবশ্যই চণ্ডী। কালিকা চণ্ডেশ্বরী বা চণ্ডী চর্চিকা বা চর্চা একই দেবসত্তার ভিন্নরূপ হওয়া সত্ত্বেও

১ সদুক্তি কর্ণামৃতম – সম্পা ; সুরেশচন্দ্র ব্যানার্জি (১৯৬৫)—পৃঃ ৬৭
২ চণ্ডী—৮।৫৩
৩ The great goddesses in Indic Tradition p. 53

হয়। সমগ্র ভারতে এবং বহির্ভারতে চামুণ্ডা পূজা পেয়েছেন, এই বিবরণ তা প্রমাণিত করে। চামুণ্ডা চণ্ডী প্রভৃতি শিবের মত কৃত্তিবাসা অর্থাৎ ব্যাঘ্রচর্ম-পরিহিতা। কিন্তু শিব ব্যাঘ্রচর্ম বসন ত্যাগ করে দিগ্বসন—নগ্ন হওয়ায় সম্ভবতঃ শিবেরই প্রভাবে কালীও হলেন দিগম্বরী। চামুণ্ডা-কালী ছিলেন শবাসনা, কিন্তু পরে শব হলেন শিব। সাংখ্যদর্শন এখানে কার্যকরী হয়েছে। শিব-শব অর্থাৎ শবরূপী শিব কালীর পদতলে। এই ব্যাপারের তাৎপর্য সম্ভবতঃ শিব নিষ্ক্রিয় চৈতন্যময় বলেই শবরূপী। কিন্তু শিব ত মঙ্গল। জীবনই মঙ্গল। যতক্ষণ জীবন ততক্ষণই শিব। মহাকালীর তাণ্ডবনৃত্যে জীবন যখন লয় হয়, তখনই আসে মৃত্যু আসে ধ্বংস, তখনই শিব হয় শব,—জগৎ শবময়। এই ধরনের একটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন Alain Danielon—

কালী মূর্তির ব্যাখ্যা

"Kali is represented as the Supreme night, which swallows all that exist, She therefore stands upon Non-existence upon the corpse of the ruined universe. So long as the power that gives life to the universe remains predominant, it is favourable (Śiva), but when it is without strength, it becomes a corpse (Śava)...Her dread appearance is symbol of her boundless power of destruction."[১]

প্রখ্যাত গীতাভিনয় রচয়িতা যাত্রাকার মতিলাল রায় শিব-শবের কালীর পদতলে অবস্থানের অপূর্ব ব্যাখ্যা দিয়েছেন—"শিব শব্দে মঙ্গল, তাই তোমার চরণে পতিত, ও পদ ব্যতীত মঙ্গল আর কোথায় থাকবে? শিব শবাকারে আছেন, তার তাৎপর্য জীবিতকালে চঞ্চল হবার সম্ভাবনা। শব অচল তাই শিবকে শবাকারে দেখছি···।"[২]

কালীর চতুর্বাহু তাঁর চতুর্দিক ব্যাপ্ত করার ইঙ্গিত বহন করে, হস্তে ছিন্নমুণ্ড ও গলে মুণ্ডমালা ধ্বংসযজ্ঞের প্রতীক—"The severed head in the hand of the goddess reminds all livings that there is no escape from Omnipotence of Time (Kali).[৩] চতুর্বাহু অবশ্য লক্ষ্মী সরস্বতী, উমা-পার্বতী, বিষ্ণু, শিব, গণেশ প্রভৃতি অনেক দেবতারই আছে।

আর এক রকমের ব্যাখ্যা দিয়েছেন ডি. এন্. বসু এবং হীরালাল হালদার। তাঁদের ব্যাখ্যা অনুসারে কালী সৃষ্টি স্থিতিলয়ের প্রতিরূপ ব্রহ্মস্বরূপা। তাঁর কৃষ্ণবর্ণ অনন্তত্বজ্ঞাপক। আদি অন্তহীন আকাশ কালো, অনাদি অনন্ত ব্রহ্ম ও কৃষ্ণবর্ণ। তাঁর আলুলায়িত ঘন কুণ্ডল শিবজটার মত আকাশের ঘন কালো মেঘ। দেবীর গলদেশে নরমুণ্ডমালা মৃত্যু, ধ্বংস ও প্রলয়ের প্রতীক। তাঁর হস্তের

১ Hindu Polytheism—p, 271
২ গ্রন্থকারের যাত্রাগানে মতিলাল রায় ও তাঁহার সম্প্রদায়—পৃঃ ৩০৯
৩ Hindu Polytheism—p. 271

বরাভয়মুদ্রা জীবকুলকে ভয় ও বিপদ থেকে রক্ষার আশ্বাস এবং আশীর্বাদ প্রদানের জন্য কল্পিত। পদতলে মহাকাল শিব অনন্ত কাল প্রবাহ। ব্রহ্ম ছাড়া কালের কোন অস্তিত্ব নেই। স্থান ও কাল (Time and Space) ব্রহ্মেই লীন হয়। তাই কালীর পদতলে মহাকাল। দেবীর ললাটস্থিত তৃতীয় নয়ন জ্ঞানের প্রতীক। জ্ঞান অজ্ঞতা এবং সংশয় দূর করে। অজ্ঞতা ও সংশয় দূর হলে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়।[১]

কালীরই আর এক মূর্তি ভদ্রকালী। ভদ্রকালীর মূর্তি চামুণ্ডার অনুরূপ। তন্ত্রসারে গুহ্যকালী নামে আর এক কালীমূর্তির বিবরণ আছে।[২] গুহ্যকালী ও ভদ্রকালী একই। তবে গুহ্যকালী কালী চামুণ্ডার মিশ্রিত রূপ। মাঘ মাসের কৃষ্ণাচতুর্দশীতে (রটন্তী চতুর্দশী) রটন্তী কালীর পূজা হয়। ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত মনে করেন যে, আদিতে কালী ও চামুণ্ডা দুই পৃথক দেবতা ছিলেন, কালক্রমে আকারসাদৃশ্যে এবং সাধর্ম্যে এঁরা মিলে এক হয়ে গেছেন।[৩]

কালীপূজার প্রাচীনতাঃ দুর্গাপূজার ইতিহাস কালীপূজার অনেক পূর্ববর্তী। পৃথক্ আকারে কালীর প্রতিমা নির্মাণ করে পূজার ব্যবস্থা হয়েছে অনেক পরে। যদিও ঋগ্বেদের রাত্রিসূক্ত এবং অগ্নিজিহ্বা কালী সাংখ্যদর্শনের সঙ্গে অন্বিত হয়ে কালীমূর্তির আবির্ভাব তথাপি কালীপূজার প্রবর্তন ও জনপ্রিয়তা অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে।

কেউ কেউ মনে করেন যে বৈদিক নির্ঋতি দেবীর সঙ্গে ও কালীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। শতপথ ব্রাহ্মণে নির্ঋতি দেবী কৃষ্ণবর্ণা এবং ঘোরা।[৪] ঐতরেয় ব্রাহ্মণে নির্ঋতি পাশহস্তা।[৫] কিন্তু নির্ঋতির কোন অস্তিত্ব পরবৈদিক শাস্ত্রে ও সাহিত্যে পাওয়া যায় না। নির্ঋতির সঙ্গে কালীর সংযোগেরও কোন সূত্র পাওয়া যায় না। মহাভারতে সৌপ্তিকপর্বে ভয়ংকরী কালীর উল্লেখ থাকলেও কালীর রূপকল্পনা দীর্ঘবিলম্বিত হয়েছে। পুরাণাদিতে কালী হয় উমা-পার্বতী নয়ত চণ্ডীর সঙ্গে অভিন্না। কিম্বদন্তী এই যে নবদ্বীপের প্রথিতযশা তান্ত্রিক তন্ত্রসার প্রণেতা কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ সর্বপ্রথম কালীমূর্তির পরিকল্পনা করেন এবং কালীর মৃন্ময়ী মূর্তি গড়ে পূজা করেন। তৎপূর্বে তাম্রটাটে ইষ্টদেবীর যন্ত্র এঁকে বা খোদাই করে পূজা করা হোত। কৃষ্ণনগরের মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র কালীপূজাকে ব্যাপক ও জনপ্রিয় করে তোলেন। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন যে কৃষ্ণচন্দ্রের পূর্বে কালীপূজা ব্যাপকতা ও জনপ্রিয়তা অর্জন করে নি। তিনি লিখেছেন, "কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ স্বয়ং কালীমূর্তি গড়িয়া স্বয়ং পূজা করিতেন। আগমবাগীশের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া বাঙ্গালার সাধক সমাজ অনেকদিন চলেন নাই; লোকে 'আগমবাগিশী' কাণ্ড বলিয়া তাঁহার পদ্ধতিকে উপেক্ষা করিত।

১ Tantras ; Their Philosophy and occult Secrets, pp. 92-96
২ তন্ত্রসার (বঙ্গবাসী)—পৃঃ ৫৬৩ ৩ ভারতের শক্তিসাধনা ও শাক্তসাহিত্য—পৃঃ ৬৬
৪ শতপথ—৭।২।৭, ৭।২।১১ ৫ ঐতরেয়—৪।১৭

…মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের আমলের পর হইতে বাঙ্গালায় কালীপূজা সাধারণভাবে অবলম্বিত হয়।"[১] কিন্তু আগমবাগীশের সময় সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদ প্রচলিত থাকায় আগমবাগীশ পরিকল্পিত কালীর উদ্ভবের সময় নিরূপণ করা কঠিন। অনেকের মতে বৃন্দাবন দাস কথিত গঙ্গাদাস পণ্ডিতের চতুষ্পাঠীতে পাঠরত শ্রীগৌরাঙ্গের সহপাঠী কৃষ্ণানন্দই কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ। অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্যের মতে কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের জন্ম ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে।[২] কিন্তু ডাঃ কৃষ্ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের মতে কৃষ্ণানন্দের জন্মসাল ১৭১৬ খ্রীষ্টাব্দ।[৩] এখনও অনেকে বিশ্বাস করেন যে আগমবাগীশ খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের গুরু ছিলেন। আগমবাগীশ ষোড়শ শতাব্দীর লোক হলে কালীর মূর্তি গঠন ও পূজা প্রবর্তন এই সময়েই হয়েছিল।

দীপান্বিতা অমাবস্যা কালীপূজার তিথি হিসাবে নির্দিষ্ট। স্মার্তশিরোমণি রঘুনন্দন ভট্টাচার্য তিথিতত্ত্বে অমাবস্যায় শ্রাদ্ধাদির ব্যবস্থা বিস্তৃতভাবে দিয়েছেন। অমাবস্যার রাত্রিতে ষষ্ঠীপূজার বিধানও তিনি দিয়েছেন। কৃত্যতত্ত্বে তিনি দীপান্বিতা অমাবস্যার রাত্রিতেও লক্ষ্মী ও কুবেরের পূজা নির্দিষ্ট করেছেন—

অমাবস্যা যদা রাত্রৌ দিবাভাগে চতুর্দশী।
পূজনীয়া তদা লক্ষ্মী বিজ্ঞেয়া সুখরাত্রিকা ॥[৪]

—দিনে যদি চতুর্দশী থাকে, অমাবস্যা হয় রাত্রিতে তবে সেই রাত্রিকে বলে সুখরাত্রি, সেই সুখরাত্রিতে লক্ষ্মীপূজা কর্তব্য।

নবদ্বীপের স্মার্ত পণ্ডিত নব্যস্মৃতির স্রষ্টা রঘুনন্দন দীপান্বিতা অমাবস্যায় লক্ষ্মী পূজার বিধান দিলেন, অথচ কালীপূজার উল্লেখ করলেন না, সেকালে কালীপূজা প্রচলিত থাকলে নিশ্চয়ই তা সম্ভব হোত না। নিশ্চয়ই সে সময় অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে দীপান্বিতা অমাবস্যায় কালীপূজা হোত না। সম্ভবতঃ সেকালে কালীপূজা প্রচলিত ছিল না, অথবা জনপ্রিয় ছিল না। দীপান্বিতা অমাবস্যায় কালীপূজার বিধান পাওয়া যায় ১৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দে রচিত কাশীনাথের কালী সপর্যাসবিধি গ্রন্থে। ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত লিখেছেন, "কাশীনাথ এই গ্রন্থে কালীপূজার পক্ষে যে ভাবে যুক্তিতর্কের অবতারণা করিয়াছেন, তাহা দেখিলেই মনে হয়, কালীপূজা তখন পর্যন্ত বাঙলা দেশে সুগৃহীত ছিল না।"[৫] আগমবাগীশ কৃষ্ণচন্দ্রের গুরু হলে কাশীনাথ আগমবাগীশের সমসাময়িক। কৃষ্ণানন্দ প্রবর্তিত কালীপূজাকে তিনিও সম্ভবতঃ জনপ্রিয় করে তুলতে সচেষ্ট হয়েছিলেন।

কিন্তু খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে কালীপূজা প্রচলিত ছিল, এরূপ কিছু নিদর্শন

১ শ্রীশ্রীকালীপূজা, বাঙ্গালীর পূজাপার্বণ, ক. বি.—পৃঃ ৫৭
২ F. K. Gode Commemoration Volume—32
৩ নদীয়ার মহাজীবন—পৃঃ, ৩৮
৪ কৃত্যতত্ত্বম—অষ্টাবিংশতিতত্ত্বম্—বেনীমাধব দে প্রকাশিত পৃঃ ৬২৩
৫ ভারতের শক্তি সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য-১ম সং পৃঃ ৭৫

পাওয়া যায়। মৈমনসিংহনিবাসী মনসামঙ্গল রচয়িতা দ্বিজ বংশীদাসকে যখন দস্যুদল আক্রমণ করেছিল, তখন তারা কালী নামে জয়ধ্বনি করেছিল—

দূরেতে উঠিল ধ্বনি 'জয়কালী' নাম।
সম্মুখে দাঁড়াইল আসি দস্যু কেনারাম ॥[১]

বংশীদাসের কাব্যে কালী চামুণ্ডাকালীও হতে পারেন। চামুণ্ডাচর্চিকা-কালীর পূজা বহু প্রাচীন। বর্তমান আকারে কালীপূজা আধুনিক কালের। মনে হয়, অষ্টাদশ শতাব্দীতে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের আমলে ও প্রেরণায় কালীপূজা ব্যাপকতা লাভ করে। এই সময়েই ভক্ত রামপ্রসাদ আগমবাগীশের পদ্ধতি অনুসারে নিজেই কালীপূজা করতেন।[২] শক্তিসাধকের নিকট কালীর প্রতিষ্ঠা যত ব্যাপক, শক্তি দেবতার অন্যকোন রূপ তেমন নয়। যদিও একালে কালীপূজা সার্বজনীন উৎসবের অঙ্গ হিসাবে অনুষ্ঠিত হয়, তথাপি শারদোৎসব হিসাবে দুর্গাপূজায় যে সার্বজনীন আনন্দোৎসব, আর কোন দেবতার উৎসব এত স্বতঃস্ফূর্ত প্রাণের আবেগে স্পন্দিত নয়।

তারা ঃ কালীর রূপান্তর তারা। তারা দশমহাবিদ্যার দ্বিতীয়া বিদ্যা—

তারারূপ ধরি সতী হইলা সম্মুখ ॥
নীলবরণা লোলজিহ্বা করালবদনা।
সর্পবান্ধা উর্ধ্ব একজটাবিভূষণা ॥
অর্ধচন্দ্র পাঁচখানি শোভিত কপাল।
ত্রিনয়ন লম্বোদর পরা বাঘছাল ॥
নীলপদ্ম খড়্গ কাতি সমুণ্ডখর্পর।
চারিহাতে শোভে আরোহণ শিবোপর ॥[৩]

তন্ত্রশাস্ত্রে তারার রূপ—

প্রত্যালীঢ়পদাং ঘোরাং মুণ্ডমালাবিভূষিতাং
খর্বাং লম্বোদরীং ভীমাং ব্যাঘ্রচর্মাবৃতাং কটৌ।
নবযৌবনসম্পন্নাং পঞ্চমুদ্রাবিভূষিতাং
চতুর্ভুজাং ললজ্জিহ্বাং মহাভীমাং বরপ্রদাম্ ॥
খড়্গ কর্তৃসমাযুক্তসব্যেতরভুজদ্বয়াং
কপালোৎপলসংযুক্ত সব্যপাণিযুগান্বিতাম্।
পিঙ্গোগ্রৈকজটাং ধ্যায়েন্মৌলাবক্ষোভ্যভূষিতাং
বালার্কমণ্ডলাকারলোচনত্রয়ভূষিতাং।
বিশ্বব্যাপকতোয়ান্তঃ শ্বেতপদ্মোপরিস্থিতাম্ ॥[৪]

১ দস্যু কেনারামের পালা-মৈমনসিংহগীতিকা
২ শ্রীশ্রীকালীপূজা, বাঙ্গালীর পূজাপার্বণ-পৃঃ ৫৭ ৩ ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল
৪ দশমহাবিদ্যা, মহেশচন্দ্র পাল সংকলিত—পৃঃ ৩৪

—তারা প্রত্যালীঢ়পদা অর্থাৎ শববক্ষে দক্ষিণপদ স্থাপিতা। ভয়ংকরী, মুণ্ডমালাভূষিতা, খর্বা, লম্বোদরী, ভীষণা, কটিতে ব্যাঘ্রচর্মাবৃতা, নবযৌবনা, পঞ্চমুদ্রা শোভিতা, চতুর্ভুজা, লোলজিহ্বা, মহাভীমা, বরদা, খড়্গ কাতরি দক্ষিণহস্তে ধৃতা, বামহস্তদ্বয়ে কপাল ও নীলপদ্ম, পিঙ্গলবর্ণ একজটাধারিণী, ললাটে অক্ষোভ্য প্রভাতসূর্যের মত গোলাকার তিন নয়নশোভা, প্রজ্জ্বলিত চিতামধ্যে অবস্থিতা ভীষণদন্তা, করালবদনা, নিজের আবেশে হাস্যমুখী, বিশ্বব্যাপ্ত জলের মধ্যে শ্বেতপদ্মের উপরে অবস্থিতা।

তন্ত্রসারে তারাই মহানীল সরস্বতী। মহানীল সরস্বতী বা তারার ধ্যান-মন্ত্ররূপে উক্ত মন্ত্রটি তন্ত্রসারেও উদ্ধৃত হয়েছে।[১] তন্ত্রসারে তারার আর একটি ধ্যানমন্ত্র—

শ্যামবর্ণাং ত্রিনয়নাং দ্বিভুজাং বরপঙ্কজে।
দধানাং বহুবর্ণাভির্বহুরূপাভিরাবৃতাম্॥
শক্তিভিঃ স্মেরবদনাং স্মেরমৌক্তিক ভূষণাম্।
রত্ন পাদুকয়োর্ণ্যস্তপাদাম্বুজযুগাং স্মরেৎ॥[২]

—শ্যামবর্ণা ত্রিনয়না দ্বিভুজা, বরমুদ্রা ও পদ্মধারিণী, চতুর্দিকে বহুবর্ণা ও বহুরূপা শক্তির দ্বারা বেষ্টিতা, হাস্যমুখী মুক্তাভূষিতা, রত্নপাদুকায় পাদদ্বয় স্থাপন-কারিণী তারাকে ধ্যান করবে।

বৃহদ্ধর্মপুরাণে তারাকে কেবলমাত্র শ্যামবর্ণা বলা হয়েছে—যান্তরীক্ষে শ্যামবর্ণা সা তারা কালরূপিণী।[৩] বীরভূম জেলায় তারাপীঠে ব্রহ্মশিলায় ক্ষোদিত তারা মূর্তি দ্বিভুজা সর্পযজ্ঞোপবীতে ভূষিতা—তাঁর বামক্রোড়ে পুত্ররূপী শিব।[৪]

উগ্রতারা : তারার ঈষৎ পরিবর্তিত মূর্তি উগ্রতারা। তন্ত্রসারে উদ্ধৃত উগ্রতারার ধ্যান—

প্রত্যালীঢ় পদার্পিতাঙ্ঘ্রি শবহৃদ্ ঘোরাট্টহাসাপরা
খড়্গেন্দীবরকর্তৃখর্পরভুজা হুঙ্কারবীজোদ্ভবা।
খর্বা বিশাল পিঙ্গল জটাজূটৈকনাগৈর্যুতা
জাড্যং ন্যস্য কপালকে ত্রিজগতাং হন্ত্যুগ্রতারা স্বয়ম্॥[৫]

—যিনি শবরূপী শিবের হৃদয়ে দক্ষিণপদ প্রসারণপূর্বক তাঁহার পদদ্বয়োপরি বামপদ আকুঞ্চিতভাবে রাখিয়া দণ্ডায়মান আছেন এবং অতি ভয়ংকরভাবে উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিতেছেন; যাঁহার দক্ষিণদিকের ঊর্ধ্বহস্তে খড়্গ, বামদিকের ঊর্ধ্বহস্তে নীলোৎপল, দক্ষিণ দিকের অধোহস্তে কর্তৃকা ও বামদিকের অধোহস্তে খর্পর রহিয়াছে; হুঙ্কার বীজের উপরে যিনি আবির্ভূতা হইয়াছেন, যিনি খর্বাকৃতি; যাঁহার মস্তকে পিঙ্গলবর্ণ বিশাল একটি জটা ও উগ্রনাস রহিয়াছে, যিনি নীলবর্ণা; সেই উগ্রতারা দেবী ত্রিজগতের জড়তা বিনাশ করেন।[৬]

---

১ তন্ত্রসার পৃঃ—৫১৪-১৫ ২ তন্ত্রসার—পৃঃ ৫০৫-০৬
৩ বৃহদ্ধর্ম, মধ্য—৬।১২৮ ৪ পশ্চিমবঙ্গের পূজাপার্বণ ও মেলা, ৪র্থ—পৃঃ ৩২৭
৫ তন্ত্রসার—পৃঃ ৫২৬ ৬ অনুবাদ—পঞ্চানন তর্করত্ন

উগ্রতারার আর একটি ধ্যানমন্ত্র :—

শবোপরি মহাদেবীং শবেশহাস্যসংযুতাম্।
বিপরীতরতাশক্তাং উগ্রতারাং পরাৎপরাম্॥
কর্তৃকাং খড়্গসংযুক্তাং দক্ষিণে তারিণীং পরাম্।
বামভাগে নীলপদ্মং চসকং দধতঃ স্মৃতম্॥
মুণ্ডমালাবলীরম্যাং রক্তধারাবিভূষিতাম্।
ঘোরহাস্যাং ত্রিনেত্রাঞ্চ সর্বদা জ্ঞানদায়িনীম্॥
একবেণীং মহাবেণীং ফণিরাজবিভূষিতাম্।
সুবর্ণমুকুটৈঃ শোভাং রাজতে দন্তকুন্দকাম্॥[১]

উগ্রতারা শবের উপরে দণ্ডায়মানা, দক্ষিণ হস্তদ্বয়ে কাতরি ও খড়্গ, বাম-হস্তদ্বয়ে নীলপদ্ম ও চসক(পানপাত্র) বিপরীত রতিতে আসক্তা, মুণ্ডমালা শোভিতা, রক্তধারায় ভূষিতা, ভয়ংকরহাস্যমুখী ত্রিনেত্রা, সর্বদা জ্ঞানদাত্রী, একবেণী ও মহা-বেণী-ধারিণী, সর্পরাজভূষিতা মস্তকে সুবর্ণমুকুটধারিণী, কুন্দপুষ্পসদৃশ দন্তবিশিষ্টা।

নীল সরস্বতী

উগ্রতারার আর একটি বর্ণনায় উগ্রতারা শবের উপরে পদদ্বয় স্থাপিত করে দণ্ডায়মানা এবং ঘোরহাস্যময়ী—চারহাতে খড়্গ, কাতরি, পদ্ম ও খর্পর, খর্বকায়া, নীলবিশাল পিঙ্গল জটাজুটমণ্ডিতা, জটায় সর্প।[২] রূপকল্পনায় পার্থক্য কিছু থাকলেও তন্ত্রশাস্ত্রে তারা ও উগ্রতারা অভিন্না। যিনি তারা, তিনিই উগ্রতারা, আবার তিনিই নীল সরস্বতী।

নীলয়া বাক্‌প্রদা চেতি তেন নীল সরস্বতী।
তারকত্বাৎ সদা তারা সুখমোক্ষপ্রদায়িনী।
উগ্রাপত্তারিণী যস্মাদুগ্রতারা প্রকীর্তিতা॥[৩]

—অবলীলাক্রমে বাক্ প্রদান করেন বলে দেবী নীল সরস্বতী, রক্ষা করেন সর্বদা বলে তিনি তারা, সুখমোক্ষদায়িনী, উগ্র অর্থাৎ তীব্র দুঃখ থেকে ত্রাণ করেন বলে ইনি উগ্রতারা নামে কীর্তিত হন।

নীলরূপিণী সারদার ধ্যানমন্ত্রও আছে, ইনি তারা বা উগ্রতারার অনুরূপা—

প্রত্যালীঢ়পদাং দেবীং ব্যাঘ্রচর্মাবৃতাং কটৌ।
হাস্যবক্ত্রাং মহাঘোরাং যজেন্নীলসরস্বতীম্।
বিপরীতরতাসক্তাং বাগীশত্বপ্রদায়িনীম্।[৪]

—শবে স্থাপিত পদ, কটিতে ব্যাঘ্রচর্ম, হাস্যমুখী মহাঘোরা বিপরীতরতিতে আসক্তা বাগীশত্ব দায়িনী দেবী নীল সরস্বতীকে ভজনা করবে।

---

১ তারারহস্যম্, ব্রহ্মানন্দ গিরি—পৃঃ ১২১-২ ২ দশমহাবিদ্যা—পৃঃ ৩৪
৩ তন্ত্রসার—পৃঃ ৫০৪ ৪ তারারহস্যম্—৫৯

কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের তন্ত্রসারে তারা ও মহানীল সরস্বতী একই দেবসত্তা। তারা উগ্রতারা কালী। নীল সরস্বতী বা মহানীল সরস্বতী প্রভৃতি যে সরস্বতীর রূপভেদ তা নীল সরস্বতী বা মহানীল সরস্বতী নাম থেকেই প্রমাণিত হয়।

বৌদ্ধতারা : বৌদ্ধতন্ত্রে তারা একজন প্রধান দেবতা। তিনি আদ্যাশক্তি অবলোকিতেশ্বরের শক্তি শিবশক্তি দুর্গার সমতুল্যা। তারার বহুবিধ মূর্তি। আর্যতারভট্টারিকানামাষ্টোত্তরশতকস্তোত্র নামক স্তোত্র থেকে জানা যায় যে তাহার ১০৮ মূর্তি বা নাম ছিল। অবশ্য হিন্দু দেবতাদের অনেকেরই অষ্টোত্তর শতনাম পাওয়া যায়। একই দেবতার বহুবিধ মূর্তি অথবা বহুবিধ নাম কিম্বা সমার্থক শব্দদ্বারা অষ্টোত্তর শতনামের মালা নির্মাণ করা হয়েছে। ডঃ বিনয়তোষ ভট্টাচার্য তারার চব্বিশটি আকৃতির উল্লেখ করেছেন। সাধারণ মূর্তিতে তারা দ্বিভুজা, বজ্রপর্যঙ্কাসনে বা ললিতাসনে উপবিষ্টা, দক্ষিণহস্তে বরদ মুদ্রা, কখনও অভয়মুদ্রা,—বামহস্তে পদ্ম। মধ্যযুগের তারা মূর্তি দণ্ডায়মানা।[১]

সাধনামালায় তারার একটি স্তবমন্ত্র উদ্ধৃত হয়েছে। মন্ত্রটির অংশবিশেষ উদ্ধৃত করছি—

দেবী ত্বমেব গিরিজা কুশলা ত্বমেব
পদ্মাবতী ত্বমসি তারিণী দেবমাতা।
ব্যাপ্তং ত্বয়া ত্রিভুবনে জগতৈকরূপা
তুভ্যং নমোঽস্তু মনসা বপুষা গিরা নঃ॥[২]

লক্ষণীয় এই যে তারাকে এখানে গিরিজা এবং পদ্মাবতী বলা হয়েছে। পরের শ্লোকেই দেবীকে বলা হয়েছে অমৃতপূর্ণধাত্রী অর্থাৎ অমৃতকলসধারিণী সুতরাং পার্বতী ও লক্ষ্মীর সমন্বয় এখানে সুস্পষ্ট।

তারার আর এক মূর্তি কুরুকুল্লা তারা। কুরুকুল্লা শুভ্রবর্ণা ও দ্বিভুজা।[৩] এই মূর্তিতে সরস্বতীর প্রভাব থাকা সম্ভব। সাধনামালায় ১৭১, ১৭২ ও ১৭৭নং সাধনায় কুরুকুল্লা চতুর্ভুজা, রক্তবর্ণা, রক্তপদ্মে বজ্রপর্যঙ্কাসনে আসীনা, রক্তবস্ত্রদ্বয় পরিহিতা,—দক্ষিণহস্তদ্বয়ে অভয়মুদ্রা ও শর, বামহস্তদ্বয়ে ধনু এবং রক্তপদ্ম।[৪] এখানে দেবী সর্বচিত্রকলাবতী। আর একটি সাধনায় (১৭৩নং) কুরুকুল্লা ষড়ভুজা। এখানেও দেবী রক্তবর্ণা, রক্তবর্ণ অষ্টদল পদ্ম-সূর্যাসনে বজ্রপর্যঙ্কাসনে উপবিষ্টা, উপরের দুই হাতে ত্রৈলোক্যবিজয়মুদ্রা, মধ্যের দুই হাতে অংকুশ ও রক্তপদ্ম, নিম্নের দুই হাতে আকর্ণ সংযোজিত ধনুঃশর, দেবী রক্তবসন পরিহিতা।[৫] আর একটি সাধনায় (১৭৪নং) দেবী অষ্টভুজা, প্রথম

---

১ Iconography of Tara, K. K. Dasgupta ; The Sakti Cult & Tara Ed. D. C. Sirkar, C. U.—p, 125

২ সাধনমালা, ২য়, ৩০১নং সাধন—পৃঃ ৫৯৪

৩ ঐ ১ম, পৃঃ ৫৯৪ ৪ ঐ ১ম ২য় পৃঃ ৪৮, ১৬৫, ৩৪৫

৫ সাধনামালা, ২য়—পৃঃ ২৪৮

করদ্বয়ে ত্রৈলোক্য বিজয়মুদ্রা, অবশিষ্ট দক্ষিণ করে অংকুশ, আকর্ণপূরিত শর ও বরদমুদ্রা, এবং অবশিষ্ট বাম করে পাশ ধনু ও পদ্ম। কুরুকুল্লা তারার বহু

কুরুকুল্লা তারা

বৈচিত্র্য। একটি সাধনায় (১৭৯নং) দেবী ষোড়শ বর্ষীয়া, পিঙ্গলবর্ণা ও জলন্ত ঊর্ধ্বকেশ বিশিষ্টা, মস্তকে পঞ্চ-নরকপাল শবের উপরে অর্ধপর্যঙ্কাসনে উপবিষ্টা উন্নত দন্তবিশিষ্টা করালবদনা মুণ্ডমালা পরিহিতা, লোলজিহ্বা, ব্যাঘ্রচর্ম পরিহিতা, চতুর্ভুজা, চঞ্চল রক্তবর্ণ ত্রিনেত্র-যুক্তা, আকর্ণপুরিত রক্তপদ্ম-কলিকার শর ও রক্ত কুসুমের অংকুশ ও পদ্মধারিণী। চতুর্ভুজা গৌরীতারা নামেও তারার এক রূপ সাধনামালায় বর্ণিত হয়েছে।[১]

খদির বাহিনী তারা নামে তারার আর একটি মূর্তি বৌদ্ধ তন্ত্রে পাওয়া যায়। এঁকে শ্যামাতারাও বলা হয়। এই দেবী শ্যামবর্ণা, দ্বিভুজা, বামহস্তে নীলোৎপল ধারিণী, দক্ষিণ হস্তে বরদ মুদ্রা, কখনও দণ্ডায়মানা, কখনও উপবিষ্টা। তাঁর সঙ্গে আছেন অশোককান্তা, মারীচি ও একজটা। পূর্বভারতে রচিত

খদির বাহিনী তারা

অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা নামক গ্রন্থে (১০১৫ খ্রীঃ) চন্দ্রদ্বীপে ভগবতী তারার উল্লেখ আছে। পূর্ববঙ্গে বাখরগঞ্জ জেলায় বাকলা-চন্দ্রদ্বীপে খদিরবাহিনী তারা অত্যন্ত প্রসিদ্ধ দেবতা ছিলেন। ত্রিকাণ্ড শেষ নামে একটি পাণ্ডুলিপিতে খদিরবাহিনী তারার নামে পাওয়া যায়।[২]

তারার বহুপ্রকার মূর্তির অন্যতম মহাশ্রী তারা। তিনি ধ্যানী বুদ্ধ অমোঘ

মহাশ্রী তারা

সিদ্ধির শক্তি। একজটা, অশোককান্তা, মারীচি, আর্যা-জাঙ্গুলী এবং মহামায়ুরী তাঁর সহচরী। মহাশ্রী তারা শ্যামবর্ণা, দ্বিভুজা, হস্তদ্বয়ে ব্যাখ্যানমুদ্রাধারিণী, একাননা, পার্শ্বদ্বয়ে উৎপল শোভিতা স্বর্ণসিংহাসনে উপবিষ্টা। বহুবিধ অলংকারে ভূষিতা।[৩]

তারার অপর মূর্তি বশ্যতারা। বশ্যতারার অপর নাম আর্যতারা। তিনি

বশ্যতারা

শ্যাম (সবুজ) বর্ণা, অমোঘসিদ্ধি-শোভিত মুকুটধারিণী, তাঁর ডান হাতে বরদমুদ্রা ও বাম হাতে উৎপল, তিনি ভদ্রাসন ভঙ্গীতে (অর্থাৎ দুই পা ঝুলিয়ে) উপবিষ্টা। বশ্যতারার সঙ্গে খাদরবাহিনী তারার সাদৃশ্য গভীর।

তারার রূপবৈচিত্র্যের মধ্যে সিতাতারা অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। সিতাতারার একমুখ। তিনি চতুর্ভুজ শুক্লবর্ণ। সাধনামালায় সিতাতারার ধ্যানমূর্তি: তারাভগবতীং

সিতাতারা

শুক্লাং ত্রিনেত্রাং চতুর্ভুজাং পঞ্চতথাগতমুকুটীং নানালংকারাং ভুজদ্বয়েন উৎপলমুদ্রাং দধানাং দক্ষিণভুজেন চিন্তামণি রত্নসংযুক্ত বরদাং সর্বসত্ত্বানাং আশাং পরিপূরয়ন্তীং বামেনোৎপলমঞ্জরীং বিভ্রাণাং ধ্যায়াৎ।[৪]—শুক্লবর্ণা, চতুর্ভুজা, ত্রিনেত্রা পঞ্চতথাগতশোভিতমুকুটধারিণী।

---

১ সাধনামালা, ২য়, সাধন নং ১৭৪—পৃঃ ৩৫২

২ The Tara of Chandradipa, D. C. Sirkar—Sakti Cult & Tara page—128 ৩ সাধনমালা—পৃ, ২৪৪-৪৫ ৪সাধনমালা—পৃ, ২১৫

নানালংকারভূষিতা। সম্মুখস্থ হস্তদ্বয়ে উৎপলমুদ্রাধারিণী, অপর দক্ষিণহস্তে চিন্তামণিরত্ন সহ বরদমুদ্রা এবং অপর বামহস্তে পদ্মকোরকধারিণী সর্বজীবের আশা-পূরণকারিণী তারা ভগবতীকে ধ্যান করবে।

সিতাতারার আর একরূপ ষড়ভুজা সিতাতারা। এই দেবীর তিন মুখ ছয় হাত। দেবী শুক্লবর্ণা। কিন্তু তাঁর দক্ষিণ দিকের মুখটি হলদে, বাঁ দিকের মুখটি নীল। দেবীর প্রত্যেকটি মুখ ত্রিনয়ন শোভিত। তাঁর দক্ষিণের তিনটি হাতে বরদমুদ্রা, জপমালা ও তীর, বামের তিনটি হাতে উৎপল পদ্ম ও ধনু। দেবী ষোড়শবর্ষীয়া, অর্ধপর্যঙ্কভঙ্গীতে উপবিষ্টা অমোঘসিদ্ধিশোভিত. অর্ধচন্দ্রাঙ্কিত জটামুকুটধারিণী। তাঁর মস্তকে পাঁচটি ছিন্ন-মুণ্ডের অলংকার।[১]

ষড়ভুজ সিতাতারা

সিতাতারার সঙ্গে সরস্বতীর সাদৃশ্য সুস্পষ্ট। প্রকৃত পক্ষে সরস্বতীর প্রভাবেই সিতাতারার কল্পনা। সরস্বতীর দ্বারা প্রভাবিত অপর বৌদ্ধ তারা ধনদতারা। এই দেবী কোন জন্তুর উপরে উপবিষ্টা, সবুজ গাত্রবর্ণ (হরিত শ্যামা) বিশিষ্টা একাননা, দ্বিনেত্রা চতুর্ভুজা জপমালা বরদমুদ্রা উৎপল ও পুস্তকধারিণী।[২] চীন ও তিব্বতে সিতাতারা ও ধনদতারার মূর্তি পাওয়া গেছে।[৩]

সর্পবিষনাশিনী জাঙ্গুলীতারা, প্রজ্ঞাপারমিতা, মহাচীন তারা প্রভৃতি বৌদ্ধ বজ্রযানী সম্প্রদায়ের দেবতা তারার বহু বিচিত্র রূপ বর্ণিত আছে। অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র ভটাচার্য তারার আর একটি অভিনব মূর্তির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এই মূর্তিটির নাম মহামায়া বিজয়বাহিনী। নেপালে প্রাপ্ত কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটিতে রক্ষিত ধারণী সংগ্রহ এবং নারায়ণ পরিপৃচ্ছা নামক দুটি তান্ত্রিক বৌদ্ধ গ্রন্থের পাণ্ডু-লিপিতে এই দেবীর বিবরণ আছে। ধারণী সংগ্রহের বিবরণ—

মহামায়া বিজয়-বাহিনী তারা

সহস্রমুখি সহস্রশিরে সহস্রভুজে জ্বলিতনেত্রে সর্বতথাগতহৃদয়গর্ভে অসিধনু পরশু-পশু পাশতোমলকনয়শক্তিমুসরমুদ্গলচক্রহস্তে এহ্যেহি ভগবতি সর্বতথা-গতসত্যেন দেবর্ষিসত্যেন মহামায়াবিজয়বাহিনী···।[৪] এই দেবীর সহস্র ভুজ, সহস্রমুখ, সহস্র শির, প্রজ্বালিত নেত্র। এলিস গেটি জানিয়েছেন যে তিব্বতীয় মন্দিরে অঙ্কিত চিত্রে সহস্রভুজা ও সহস্রশিরা তারার প্রতিকৃতি আছে।[৫] গর্ডন সাহেব তিব্বতে সহস্র মস্তক ও বাহু বিশিষ্টা দণ্ডায়মানা উষ্ণীষ সিতাতপত্রপরাজিতা নামে এক তারামূর্তির বিবরণ দিয়েছেন।[৬] দীনেশচন্দ্র

১ সাধনমালা—পৃ: ২১৬ ২ সাধনমালা—পৃঃ ২১৯

৩ The Indian Buddhist Igonography—pp. 227, 231-32

৪ An unknown form of Tara_D. U. Bhattachrya, Sakti Cult & Tara_page 135

৫ Gods of Northern Buddhism (1962)_page 121

৬ Tibetan Religious Art.—A. K. Gordon—page 62

ভট্টাচার্যের মতে সহস্রশিরোভুজা তারার মূর্তি নেপাল থেকে তিব্বতে গিয়েছিল। তারার উপাসনা মঙ্গোলিয়া ও জাপানেও প্রসারিত হয়েছিল। জাপানে এক ধরণের তারা মূর্তি পাওয়া গেছে,—এই মূর্তি দ্বিভুজা, বরদমুদ্রা ও পদ্মধারিণী। তিব্বতী ভাষায় তারার নাম স্‌গ্রোল্‌মা বা দোল্‌মা (Sgrolma or Dolma)—অর্থ মুক্তিদাত্রী রক্ষাকর্ত্রী, মঙ্গোলীয় ভাষায় দর একে (Dara-eke) অর্থাৎ তারা মা।[১]

তারা উপাসনার প্রাচীনতা : কালী অপেক্ষা তারার উপাসনা এবং মূর্তি কল্পনা প্রাচীনতর। তারার ইতিহাস বহু প্রাচীন। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সিদ্ধান্ত করেছিলেন যে তিব্বত ও চীনে তারার উদ্ভব। নেপালের মধ্য দিয়ে তারা ভারতে প্রবেশ করে হিন্দুদেবগোষ্ঠীর মধ্যে আসন করে নিয়েছেন। ডঃ সুকুমার সেনও তারাকে বৌদ্ধ দেবী এবং বৌদ্ধদেবগোষ্ঠী থেকে হিন্দুদের দেবতাদের সারিতে প্রবিষ্টা বলে মন্তব্য করেছেন, "The great goddess in Tantric Buddhism as Tara. Several centuries later the name and the goddess was adopted in Brahmamism as another identity of kali"[২] খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্ববর্তীকালে কোন বৌদ্ধ তারামূর্তি পাওয়া যায় নি। ইলোরার গুহাচিত্রে (খ্রীঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দী) কয়েকটি তারামূর্তি ক্ষোদিত দেখা যায়। তিব্বতে তারা উপাসনা খ্রীষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে প্রচলিত ছিল বলে কে. কে. দাশগুপ্ত সিদ্ধান্ত করেছেন।[৩] খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে হিউয়েন সাঙ্ মগধের তিলঢাকায় বৌদ্ধ বিহারে তো-লো বোধিসত্ত্ব অর্থাৎ বোধিসত্ত্বের তারারূপের উল্লেখ করেছেন। চৈনিক পরিব্রাজক এদেশে তারা উপাসনার ব্যাপকতা লক্ষ্য করেছেন। সুতরাং হিউয়েন সাঙের পূর্বে অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় ৫ম/৬ষ্ঠ শতাব্দীতে এদেশে তারা উপাসনার প্রচলন হয়েছিল, এমন সিদ্ধান্ত করা যায়। নাগার্জ্জুনিকুণ্ডের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে একটি তারামূর্তি পাওয়া গেছে। নাগার্জুনিকুণ্ড খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর। সুতরাং তারার উপাসনা খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতেও প্রচলিত ছিল। ডাঃ কে. কে. দাশগুপ্তের মতে বৌদ্ধগণ হিন্দুদেবী তারাকে গ্রহণ করেছেন খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীতে। ডঃ দাশগুপ্তের মতে তারা ভারতেই উদ্ভূতা।[৪] ডঃ দীনেশচন্দ্র সরকারের মতে তারাবাদের উদ্ভব পূর্ব-ভারতে।[৫] রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় গোবিন্দের নেস্‌রি তাম্রশাসন থেকে জানা যায় যে বঙ্গদেশের পাল সম্রাট ধর্মপাল (আঃ ৭৬৯-৮০১ খ্রীঃ) তাঁর পতাকায় অথবা দণ্ডে তারামূর্তি অঙ্কিত করিতেন।

ডঃ সুকুমার সেনের মতে বৌদ্ধ তারা কয়েক শতাব্দী পরে কালীতে

---

১ Iconography of Tara=K. K. Dasgupta, Sakti Cult & Tara—p. 124
২ The Godess in Indic Tradition—p. 43
৩ Sakti Cult and Tara—p. 123
৪ Sakti Cult & Tara—page 108 ৫ Ibid—page 109

রূপান্তরিত হয়েছেন। তারা আদিতে বৌদ্ধ দেবী ছিলেন অথবা হিন্দুদেবী ছিলেন এই বিতর্কের মীমাংসা সহজসাধ্য নয়। তারা তারিণী দুর্গা সমার্থক শব্দ। তারার পৃথক দেবসত্তারূপে আবির্ভাব অন্তত: খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতকের পূর্বে। রুদ্রাণী অম্বিকা উমার আবির্ভাব অনেক পূর্বে হলেও মহিষাসুরমর্দিনী চণ্ডীর আবির্ভাব অনেক পরে সম্ভবত: খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে মহাভরতে দুর্গাকে যেমন বলা হয়েছে তারিণী[১] তেমনি বলা হয়েছে চণ্ডী, মহিষাসুরসৃক্ প্রিয়া[২]। সুতরাং মহিষাসুরমর্দিনী চণ্ডী ও তারার মূল মহাভারতেই আছে। কিন্তু তাঁদের পৃথক মূর্তি কল্পনা হয়েছে পরে। চর্চিকা চামুণ্ডা ও তারার মিশ্রণেই কালীর রূপকল্পনা হয়েছে আরও পরে সম্ভবত: খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে কলিকাতায় ভারতীয় যাদুঘরে একটি প্রাচীন তারামূর্তি আছে। দেবীর পদতলে একটি সিংহ আছে। তারা যে মহিষাসুরমর্দিনী চণ্ডীর প্রভাবে কল্পিত এই মূর্তিটি তা প্রতিপাদান করে।

হিন্দুদের দেবভাবনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য মহাশক্তির কল্পনা। একই মহাশক্তি যুগে যুগে সাধকের ভাবনায় নব নব রূপে প্রত্যক্ষীভূতা হয়েছেন। সাধারণতঃ ধারণা করা হয় যে তান্ত্রিকতার প্রভাব মহাযানী বৌদ্ধ সম্প্রদায়ে প্রবিষ্ট হয় খ্রীষ্টীয় ৪র্থ/৫ম শতাব্দীতে এবং হিন্দুদের শিব-শক্তি উপাসনা থেকে মহাযান সম্প্রদায়ে পুরুষদেবতার সঙ্গে শক্তিদেবতার উপাসনা অনুপ্রবিষ্ট হয়। হিন্দুদের শক্তির উপাসনার রীতি প্রবর্তিত হয় তার অনেক আগে বৈদিক যুগেরই শেষভাগে। তারা অন্তত: খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে আবির্ভূতা হয়েছেন।

তারা ও দুর্গা : কিন্তু তারা যে চণ্ডী-দুর্গা-কালীরই রূপভেদ, এ সত্য অস্বীকার করার উপায় নেই। ডঃ কে. কে. দাশগুপ্ত বলেছেন, "Thus on the basis of late evidence Sastri and Bhattacharya seem to have made a wrong approach to the question of the Origin of the cult Tara and further did lose sight of the fact that the essential concept underlying the Buddhist Tara is almost exactly similar to that of Brahmanical Durga, hoary antiquity of which is now an established fact."[৩]

অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য দেখিয়েছেন যে তারা হিন্দুদেবী দুর্গা বা চণ্ডীরই রূপান্তর মাত্র। মার্কণ্ডেয় পুরাণের চণ্ডীমাহাত্ম্যে দেবী চণ্ডীর তিন রূপ—মধুকৈটভবধের দেবতা মহাকালী, মহিষাসুর উপাখ্যানের দেবতা মহালক্ষ্মী এবং শুম্ভ নিশুম্ভবধের দেবতা মহাসরস্বতী। অধ্যাপক ভট্টাচার্য বলেছেন যে চণ্ডীর মতই তারারও তিন রূপ—উগ্রতারা বা মহাচীনতারা, বসুধারা ও প্রজ্ঞাপারমিতা চণ্ডীর তিনটি রূপের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট—"Buddhist goddess Tara has also

---

১ মহা-ভীষ্মপর্ব ২০।৫ ২ মহা-ভীষ্ম পর্ব ২০।৮

৩ Iconography of Tara, Ibid—page 119

three principal aspects known generally as Ugratara or Mahachinatara, Vasudhara and Prajnaparamita respectively, Ugratara or Mahachinatara corresponds to the Mahakali aspect, Vasudhara to the Mahalaksmi aspect and Prajnaparamita to the Maha Sarasvati aspect।"[১]

মহাবিজয়বাহিনী চণ্ডীর মতই রণোন্মাদিনী। মার্কণ্ডেয় পুরাণে দেবী-মাহাত্ম্যে দেবীর সহস্রভুজের উল্লেখ আছে। মহিষাসুর দেবীকে দেখেছিল বিরাট বিশ্বব্যাপী।

স দদর্শ ততো দেবীং ব্যাপ্তলোকত্রয়াং ত্বিষা।
পাদাক্রান্ত্যা নতভুবং কিরীটোল্লিখিতাম্বরাম্॥
ক্ষোভিতাশেষপাতালাং ধনুর্জ্যা নিঃস্বনেন তাম্।
দ্বিষোভুজ সহস্রেন সমন্তাদ্ ব্যাপ্য সংস্থিতাম্॥[২]

—তখন সে দেবীকে জ্যোতিদ্বারা ত্রিভুবন ব্যাপ্ত করে, পাদদ্বয়ের চাপে ভূপৃষ্ঠ নত করে, মুকুটের দ্বারা আকাশ স্পর্শ করে অবস্থান করতে দেখেছিল। ধনুর্জ্যার শব্দের দ্বারা তিনি সমস্ত পাতাল বিক্ষুব্ধ করে তুলেছেন। বাহু সহস্রের দ্বারা শত্রুগণের চতুর্দিক ব্যাপ্ত করে বিরাজ করছেন।

দেবী-গীতায় দেবীর বিরাট মূর্তির বিবরণ আছে। এখানেও মহাশক্তি সহস্র-শীর্ষ সহস্র নয়ন ও সহস্র পদবিশিষ্টা—

সহস্রশীর্ষনয়নং সহস্রচরণং তথা।
কোটিসূর্যপ্রতীকাশং বিদ্যুৎকোটি সমপ্রভম্॥[৩]

দেবী ভাগবতেও দেবীর অনুরূপ মূর্তির বর্ণনা পাওয়া যায়—

সহস্রনয়না বামা সহস্রকরসংযুতা।
সহস্রবদনা রম্যা ভাতি দূরাদসংশয়ম্॥[৪]

স্কন্দপুরাণে বিন্ধ্যবাসিনী সহস্রভুজান্বিতা—
মহাসহস্রভুজাঢ্যাং মহাতেজোঽভিবৃংহিতাম্।[৫]

এই প্রসঙ্গে ঋগ্বেদের সহস্রশীর্ষা সহস্রাক্ষ সহস্রপাৎ বিশ্বব্যাপী বিরাট পুরুষের কথাও স্মর্তব্য—

সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
সভূমিং বিশ্বতো বৃত্বাত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্॥[৬]

---

১ An unknown from of Tara, Sakti Cult & Tara—page 135
২ চণ্ডী—২।৩।৩৮।৩৯
৩ পঞ্চবিংশতি গীতা, উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত (বসুমতী)—প্‌, ৫১২
৪ দেবীভাগ—৩।৩।৪৮
৫ স্কন্দ, কাশী, উত্তরার্ধ—৭১।৬২ ৬ ঋগ্বেদ—১০।৯০।১

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ বর্ণনেও অনুরূপ বিরাট মূর্তির সাক্ষাৎ পাই। অর্জুন বিশ্বরূপ দর্শন করতে করতে বলেছেন—

রূপং মহৎ তে বহুবক্ত্রনেত্রং
মহাবাহো বহুবাহূরুপাদম্।
বহূদরং বহুদংষ্ট্রাকরালং
দৃষ্ট্বা লোকাঃ প্রব্যথিতাস্তথাহম্॥

—বহু মুখ, বহু নেত্র, বহু বাহু উরু ও পাদসমন্বিত বহু উদর বহু দন্তের দ্বারা ভয়ংকর তোমার বিরাট রূপ দেখে সমস্ত লোক এবং আমি ব্যথিত হয়েছি। সহস্রশীর্ষ সহস্র বাহু ও পদ বিশিষ্ট বিরাট মূর্তির কল্পনা ঋগ্বেদ থেকেই চলে আসছে। সুতরাং চণ্ডীর বিরাটরূপ থেকেই মহাবিজয় বাহিনীর মূর্তি পরিকল্পিত হওয়া সম্ভব। দেবী দুর্গা দশভুজা, অষ্টাদশভুজা প্রভৃতি ভিন্নভিন্ন রূপে পূজিত হন। অনুরূপভাবে শিব সরস্বতী প্রভৃতি বিভিন্ন দেবতার ও রূপ বৈচিত্র্য দেখা যায়। চণ্ডীর বৈকৃতিকরহস্য গ্রন্থে দেবী সহস্রবাহু হওয়া সত্ত্বেও তাঁর অষ্টাদশভুজা মূর্তি পূজার নির্দেশ আছে—অষ্টাদশভুজা পূজ্যা সা সহস্রভুজা সতী।[২]

দুর্গা ও তারা শব্দ দুটি সমার্থক। দুর্গা শব্দের অন্যতম অর্থ—যে দেবী সমস্ত দুর্গ অর্থাৎ দুঃখ দুর্গতি থেকে রক্ষা করেন।[৩]

তারা শব্দের অর্থ প্রসঙ্গে কে. কে. দাশগুপ্ত লিখেছেন,—

"Derived from the root tar (tr+nic) Tara is the goddess who makes others, i. e., the devotees cross the sea or ocean, Figuratively, she helps her devotees to cross the sea of trouble or broadly speaking, the very ocean of existence".[৪]

মহাভারতে ভীষ্মপর্বে (২৩ অঃ) অর্জুনকৃত দুর্গাস্তবে দেবীকে তারিণী অর্থাৎ তারা বলা হয়েছে। বিরাট পর্বে (৬অঃ) যুধিষ্ঠিরকৃত দুর্গাস্তবে দেবী পঙ্কমগ্না গাভীর মত পাপমগ্ন মানুষকে পাপ থেকে ভববন্ধন থেকে মুক্ত করেন—

ভবতারণে পুণ্যে যে স্মরন্তি সদাশিবাম্।
তান্ বৈ তারয়সে পাপাৎ পঙ্কে গামিব দুর্বলাম্॥[৫]

সুতরাং তারা দুর্গারই প্রকারভেদ এবং দুর্গা সরস্বতী লক্ষ্মীর রূপকল্পনার প্রভাবে তারার বিচিত্র রূপের উদ্ভব হয়েছে, এ সিদ্ধান্ত অমূলক নয়। কে. কে. দাশগুপ্ত যথার্থই বলেছেন—

"The concept of the Brahmanical Devi Durga or Durgatara as we may call her, being earlier than the concept of the

১ গীতা—১১।২৩ ২ বৈকৃতিক রহস্য—১৭, সুবোধ মজুমদার সম্পাদিত, পৃ. ২৩৫
৩ এই গ্রন্থের পূর্ববর্তী অধ্যায়ের 'দুর্গা' অংশ দ্রষ্টব্য
৪ Iconography of Tara, Sakti Cult & Tara—p. 115
৫ মহাঃ, বিরাট—৬।৪

Buddhist deity, it appears to our mind that, for the concept of their mother-goddess the Buddhists were indebted to their Hindu Brithren."[১]

পরে কালীমূর্তি কল্পনায় দুর্গা-তারা মার্কণ্ডেয় পুরাণের কালী একত্র মিশ্রিত হয়েছেন, এবং তন্ত্রের বা বৌদ্ধতন্ত্রের তারা কালীর সত্তায় আত্মসত্তা বিসর্জন দিয়েছেন।

ত্রৈলোক্য বিজয়া : ত্রৈলোক্যবিজয়া শক্তি দেবতার রূপভেদ হলেও হিন্দু বা বৌদ্ধদের মধ্যে তেমন প্রসারলাভ করতে পারেন নি। ডঃ দীনেশ চন্দ্র সরকার ত্রৈলোক্যবিজয়ার নামটি পেয়েছেন চান্দিল প্রস্তরলিপিতে। অগ্নিপুরাণে ত্রৈলোক্য-বিজয়ার বর্ণনা পাওয়া যায়। দেবী অত্যন্ত ভয়ংকরী। ভয়ংকর তার মুখ, করাল-দংষ্ট্রা, রক্তনেত্রা, মুণ্ডমালাধারিণী, নির্মাংসা, বিদ্যুজ্জিহ্বা, মুখে ভ্রূকুটি, বসামাংস-লিপ্তা, অসি ও বজ্রধারিণী, ক্রোধরূপিণী। তিনি বিংশতিভুজা ত্রিনয়না মেঘবর্ণা।[২] কালী ও চামুণ্ডারই মূর্ত্যন্তর ত্রৈলোক্যবিজয়া। সাধনামালায় ত্রৈলোক্যবিজয় সাধনা বর্ণিত হয়েছে।

ত্রৈলোক্যবিজয় চতুর্মুখ, অষ্টভুজ,—ঘণ্টা বজ্র খট্টাঙ্গ, অঙ্কুশ বাণ চাপ পাশ ও বজ্র তাঁর হাতে—বামপদে শিবের মস্তক ও দক্ষিণ পদের দ্বারা গৌরীর স্তনযুগল দলিত করছেন।[৩] ত্রৈলোক্যবিজয় বৌদ্ধধর্মে গৃহীত ত্রৈলোক্যবিজয়ার পুরুষ-রূপ। হিন্দুধর্ম থেকে ত্রৈলোক্যবিজয়া বৌদ্ধ মহাযানধর্মে পুরুষরূপে উপস্থিত হয়েছেন। সেইজন্য আদি পিতামাতা পার্বতী পরমেশ্বরের মস্তকে ও বক্ষে পা দিয়ে দলিত করছেন ত্রৈলোক্যবিজয়।

মাতঙ্গী : দশমহাবিদ্যার অন্যতমা মাতঙ্গী। তন্ত্রশাস্ত্রে মাতঙ্গী বা মাতঙ্গিনী বিদ্যাদেবী সরস্বতীরূপা।

স্তুত্যানয়া শংকরধর্মপত্নীং
মাতঙ্গিনীং বাগধিদেবতাম্॥[৪]

মাতঙ্গিনীর উপাসনায় বাক্‌সিদ্ধি ঘটে।[৫] মাতঙ্গী বিদ্যা সর্বপাপহারিণী মহাবিদ্যা।[৬] তন্ত্ররাজতন্ত্রে মাতঙ্গেশ্বরী বা মাতঙ্গিনী বিদ্যা বীণাবাদনরতা—বাদয়ন্তীং মহাবীণাং স্বসমাঙ্গনাজনৈঃ।[৭] কালিকাপুরাণে মাতঙ্গীই সরস্বতী—মাতঙ্গী তু সরস্বতী।[৮]

শ্যামাঙ্গীং শশিশেখরাং ত্রিনয়নাং রত্নসিংহাসনস্থিতাম্।
বেদৈর্বাহুদণ্ডৈরসিখেটকপাশাংকুশধরাম্॥[৯]

---

১ Sakti Cult & Tara—page 118
২ অগ্নি—১৩৪ অঃ ৩ সাধনামালা,—পৃঃ ৫১১
৪ সাঃ তিঃ—১৬৬ ৫ তন্ত্রসার—পৃঃ ৫৫৫ ৬ তন্ত্রসার—পৃঃ ৫৫৭
৭ তন্ত্ররাজতন্ত্র—৩৪।৬৫ ৮ কাঃ, পুঃ - ৬২।৯৯ ৯ তন্ত্রসার—পৃঃ ৫৫৫

—শ্যামবর্ণা, চন্দ্রশেখরা, ত্রিনয়না, রত্নসিংহাসনে উপবিষ্টা বেদরূপী বাহুদণ্ডের দ্বারা অসি খেটক পাশ ও অংকুশধারিণী।

মাতঙ্গীর ধ্যানমূর্তি

মাতঙ্গীর চতুর্বাহু চতুর্বেদ। বিদ্যাদেবী সরস্বতীই অন্যতমা মহাবিদ্যা মাতঙ্গীতে পরিণত হয়েছেন। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল কাব্যে মাতঙ্গীর বর্ণনা—

রক্তপদ্মাসনা শ্যামা রক্তবস্ত্র পরি।
চতুর্ভুজা খড়্গচর্মপাশাংকুশ ধরি॥
ত্রিলোচনা অর্ধচন্দ্রকপালফলকে।

কালিকাপুরাণে মাতঙ্গী উমার অষ্টযোগিনীর অন্যতমা।[১] শুম্ভনিশুম্ভবধের নিমিত্ত দেবগণ হিমালয়ে মহামায়ার স্তব করলে দেবী মহামায়া মাতঙ্গমুনির পত্নী-রূপে দেবতাদের নিকট আবির্ভূতা হয়ে দেবতাদের নিকট প্রশ্ন করেছিলেন—মাতঙ্গবর্ণিতামূর্তির্ভূত্বা দেবানপৃচ্ছৎ।[২] মাতঙ্গমুনির পত্নীর বেশ আকার ধারণ করায় তিনি মাতঙ্গী নামে পরিচিতা। স্বতন্ত্রতন্ত্রে মাতঙ্গিনীর উৎপত্তি সম্পর্কিত উপাখ্যানে মাতঙ্গমুনি শতসহস্র (এক লক্ষ) বৎসর তপস্যা করলে তাঁর তেজোরাশি মাতঙ্গিনীরূপ ধারণ করে।[৩] দেবতেজোরূপা চণ্ডী, ক্যাতায়ন ঋষির তেজে পরিবর্ধিতা ক্যাতায়নী, মাতঙ্গমুনির তেজোজাতা মাতঙ্গী এবং দিব্য সরস্বতী একতা প্রাপ্ত হলেন মাতঙ্গী মহাবিদ্যায়। মাতঙ্গী দেবী ও উচ্ছিষ্ট চাণ্ডালিনী অভিন্না।[৪] সিংহবাহিনী মহিষাসুরমর্দিনী, শিবারূঢ়া কালী ও রক্তপঙ্কজস্থা মাতঙ্গী একই মহাশক্তির ভিন্ন ভিন্ন রূপ, একই দেবসত্তা—

শিবোপরি স্থিতা দেবী সিংহপৃষ্ঠে কদাচন।
মহিষেষু তথাপুত্র কদাচিদ্রক্তপঙ্কজে॥[৫]

উচ্ছিষ্ট চণ্ডালিনীর মত দশমহাবিদ্যার অন্যতমা মাতঙ্গীর মূর্ত্যন্তর উচ্ছিষ্ট মাতঙ্গিনীর বিবরণ আছে কুলার্ণবতন্ত্রে। তন্ত্রোক্ত বর্ণনা—

বীণাবাদ্যবিনোদগীতনিরতাং নীলাংশুকোদ্ভাসিনীং
বিম্বোষ্ঠীং নবযাবকার্দ্রচরণামাকীর্ণকেশাননাম্।
মৃদ্বঙ্গীং সিতশঙ্খকুণ্ডলধরাং মাণিক্যভূষোজ্জ্বলাং
মাতঙ্গীং প্রণতোঽস্মি সুস্মিতমুখীং দেবীং শুকশ্যামলাম্॥[৬]

—বীণাবাদ্য ও বিনোদগীতনিরতা নীলবস্ত্রে সমুজ্জ্বলা, বিম্বোষ্ঠী, নবযাবকের দ্বারা আর্দ্র যাঁর চরণ, যাঁর আলুলায়িত কেশ মুখের উপর আকীর্ণ, যিনি কোমলাঙ্গী, শুভ্র শঙ্খনির্মিত কুণ্ডলধারিণী, রত্নালংকারে উজ্জ্বলা, শুকপক্ষীর মত শ্যামলবর্ণা, হাস্যমুখী মাতঙ্গীকে আমি প্রণাম করি।

বীণাবাদ্যগীতনিরতা উচ্ছিষ্ট মাতঙ্গী সরস্বতীর রূপান্তর ছাড়া আর কি?

---

১ কাঃ, পুঃ—৬১।৪৭ ২ কাঃ, পুঃ—৬১।৫৪
৩ প্রাণতোষিণী তন্ত্র (বসুমতী)—পৃঃ ৩৮২ ৪ তন্ত্রসার—পৃঃ ৫৫৭
৫ কালীবিলাসতন্ত্র—২৮।২৭-২৮ ৬ কুলার্ণব—৭।৬১

ধূমাবতী: ধূমাবতী দশমহাবিদ্যার অন্যতমা। আকৃতির দিক থেকে ধূমাবতীর সঙ্গে চামুণ্ডার সাদৃশ্য আছে। ধূমাবতী অতিকৃশা বৃদ্ধা সূর্পহস্তা। ধূমাবতীর বিবরণ—

অতিবৃদ্ধা বিধবা বাতাসে দোলে স্তন।
কাকধ্বজ রথারূঢ় ধূম্রের বরণ॥
বিস্তার বদনা কৃশা ক্ষুধায় আকুলা॥
এক হস্ত কম্পমান আর হস্তে কুলা॥[১]

* * *

বিবর্ণা চঞ্চলা রুষ্টা দীর্ঘা চ মলিনাম্বরা।
বিবর্ণকুন্তলা রুক্ষা বিধবা বিরলদ্বিজা।
কাকধ্বজরথারূঢ়া বিলম্বিত পয়োধরা
শূর্পহস্তাতিরুক্ষাক্ষী ধৃতহস্তা বরান্বিতা॥[২]

—বিবর্ণা চঞ্চলা ক্রুদ্ধা মলিনবসনা, বিবর্ণকেশা, রুক্ষা, বিধবা, বিরলদন্তা, কাকধ্বজ চিহ্নিত রথে আরূঢ়া লম্বিতস্তনী, হাতে কুলা, অতিরুক্ষ চক্ষু, এক হস্ত কম্পমান ও অন্যহস্তে বরদমুদ্রা।

নারদ পঞ্চরাত্রে (১৩ অঃ) ধূমাবতীর উৎপত্তি সম্পর্কিত একটি উপাখ্যান দৃষ্ট হয়। এই উপাখ্যানে কৈলাশে পার্বতী একদিন ক্ষুধায় কাতরা হয়ে শিবের কাছে বারংবার খাদ্য প্রার্থনা করতে থাকেন। শিব খাদ্য দিতে বিলম্ব করায় দেবী স্বামীকে মুখে ফেলে গলাধঃকরণ করেন। শিবকে মুখে পুরে ফেলার সঙ্গে সঙ্গে দেবীর দেহ ধূমময় হয়ে যায়। শিব নিজ মায়ায় শরীর পরিগ্রহ করেন। এই কারণেই দেবী হলেন বিধবা। শিব বললেন, তুমি বিধবা হয়েছ, শাঁখা সিঁদুর ত্যাগ কর। তোমার এই মূর্তি বগলামুখী নামে খ্যাতা হবে এবং শরীর ধূমব্যাপ্ত হওয়ায় তোমার নাম হবে ধূমাবতী।

এষা মূর্তিস্তব পরা বিখ্যাতা বগলামুখী।
ধূমব্যাপ্ত শরীরত্বাৎ তু ততো ধূমাবতী স্মৃতা॥

স্বতন্ত্রতন্ত্রের কাহিনী অনুযায়ী দক্ষযজ্ঞে দেবী দেহ নিপাতিত করায় প্রচুর ধূমের উদ্‌গম হয়েছিল। সেই ধূম থেকে ধূমাবতী জন্মালেন। ইনিই কালী কালবক্ত্রা। অক্ষয় তৃতীয়ায় ধূমাবতী শিখা জন্মেছিলেন—প্রাপ্তেঽক্ষয়তৃতীয়ায়াং জাতা ধূমাবতী শিখা।[৩] সায়ং সন্ধ্যার বৃদ্ধা গলিতযৌবনা গায়ত্রী বা সরস্বতীর সঙ্গে ধূমাবতীর তুলনা করা চলে।

ধূমাবতী যে সধূম যজ্ঞাগ্নি এই উপাখ্যানযুগল থেকে তা সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়। রুদ্রযজ্ঞে যে বিপুল ধূমপুঞ্জ যজ্ঞাগ্নিকে আবৃত করেছিল সেই সধূম শিখাই ত ধূমাবতী। রুদ্রযজ্ঞাগ্নিকে আবৃত বা গলাধঃকরণ করেই তাই ধূমাবতীর

---

১ অন্নদামঙ্গল ২ তন্ত্রসার—পৃঃ ৫৬০
৩ প্রাণতোষিণী তন্ত্র—৫।৬, পৃ. ৩৮১-৮২

উৎপত্তি। ধূমাবতী তাই বিধবা। Alain Danielou বলেন যে, ধূমাবতী ধ্বংসের প্রতীক। জগৎ ধ্বংস হলে থাকে ধূম—তাই ধ্বংসাত্মিকা শক্তি ধূমাবতী। বৃদ্ধ শিবের প্রতিরূপ হিসাবেই ধূমাবতী বৃদ্ধা। শূর্প বা কুলার বাতাস অশুভ বা অমঙ্গল দূর করে। তাই ধূমাবতীর হস্তে কুলা। শিবশক্তি ধূমাবতী ভয়ংকরী হয়েও অমঙ্গলনাশিনী। ধূমাবতীতে চামুণ্ডার প্রভাব উপেক্ষনীয় নয়। ধূমাবতীর হাতের কুলা কি শীতলার মাথায় চেপেছে ?

বগলামুখী : নারদ পঞ্চরাত্রের বিবরণে ধূমাবতী ও বগলামুখী অভিন্ন। কিন্তু দশমহাবিদ্যার অন্যতমা বগলামুখীর ভিন্ন মূর্তি তন্ত্রে-পুরাণে কল্পিত হয়েছে। বগলা এক হাতে অসুরের জিব টেনে ধরে অন্য হাতে মুদ্গর ধারণ করে আছেন।

রত্নগৃহে রত্নসিংহাসনমধ্যস্থিতা।
পীতবর্ণা পীতবস্ত্রাভরণভূষিতা।
এক হস্তে অসুরের জিহ্বা ধরি।
আর হস্তে মুদ্গর ধরিয়া ঊর্ধ্ব করি॥
চন্দ্র সূর্য অনল উজ্জ্বল ত্রিনয়ন।
ললাটমণ্ডলে চন্দ্রখণ্ড সুশোভন॥[১]
গম্ভীরাঞ্চ মদোন্মত্তাং স্বর্ণকান্তিসমপ্রভাম্।
চতুর্ভুজাং ত্রিনয়নাং কমলাসনসংস্থিতাম্॥
মুদ্গরং দক্ষিণে পাশং বামে জিহ্বাঞ্চ বজ্রকম্।
পীতাম্বরধরাং দেবীং দৃঢ়পীনপয়োধরাম্।
হেমকুণ্ডলভূষাঞ্চ স্বর্ণসিংহাসনস্থিতাম্॥[২]

এই বর্ণনায় দেবী স্বর্ণসিংহাসনে পদ্মাসনে উপবিষ্টা স্বর্ণবর্ণা চতুর্ভুজা পাশ মুদ্গর অসুরের জিহ্বা এবং বজ্র ধারিণী। ভারতচন্দ্রের বিবরণে দেবী দ্বিভুজা। তন্ত্রের আর একটি মন্ত্রেও দেবী দ্বিভুজা। অন্যান্য বর্ণনা প্রায় অনুরূপ।[৩] বগলা ভয়ংকরী —শত্রুঘাতিনী বা দানবঘাতিনী চণ্ডীর আর একটি রূপ।

ভুবনেশ্বরী : দশমহাবিদ্যার অন্যতমা ভুবনেশ্বরী ও ষোড়শী। ভুবনেশ্বরী জবা ও দাড়িম্বতুল্য রক্তবর্ণা। চন্দ্রশেখরা, জটাজুটমণ্ডিতা, ত্রিনেত্রা—পাশ, অংকুশ বর ও অভয়মুদ্রা ধারিণী।[৪]

ভারতচন্দ্রের বর্ণনায় ভুবনেশ্বরী—

রক্তবর্ণা সুভূষণা আসন অম্বুজ।
পাশাংকুশ-বরাভয়ে শোভে চারিভুজ॥
ত্রিনয়ন অর্ধচন্দ্র ললাটে উজ্জ্বল।
মণিময় নানা অলংকার ঝলমল॥[৫]

---

১ অন্নদামঙ্গল ২ তন্ত্রসার—পৃঃ ৫৭৮ ৩ তন্ত্রসার—পৃঃ ৫৭৫
৪ তন্ত্রসার—পৃঃ ৩৫৯ ৫ সতীর দক্ষালয়ে গমনোদ্যোগ—অন্নদামঙ্গল

ভৈরবী ঃ ভৈরবী চতুর্ভুজা পদ্মাসনা—মুণ্ডমালিনী। ভারতচন্দ্রের বর্ণনায় ভৈরবী —

রক্তবর্ণা চতুর্ভুজা কমল আসনা।
মুণ্ডমালী গলে নানা ভূষণাভূষণা ॥
অক্ষমালা পুথি বরাভয় চারি কর।
ত্রিনয়ন অর্ধচন্দ্র ললাট উপর।[১]

লক্ষ্মী সরস্বতী কালী ও ব্রহ্মাণীর মিশ্রিত রূপ ভৈরবী। সরস্বতীর প্রভাবই পড়েছে বেশী। ভৈরবীর চার হাতে অক্ষমালা পুঁথি বর ও অভয় মুদ্রা। তন্ত্রসার অনুসারে ভৈরবীর আরাধনায় সাধক লক্ষ্মীর আধার হয়, পলাশকুসুম দ্বারা ভৈরবীর হোম করলে সাধক বাক্‌সিদ্ধিলাভ করেন, চন্দনাক্ত বকুল ও মালতীফুল দিয়ে ভৈরবীর হোম করলে সাধক এক বৎসরের মধ্যে কবিত্ব শক্তি লাভ করেন ঘৃতাক্ত অন্ন দ্বারা হোম করলে অন্নলাভ হয়। দেখা যাচ্ছে ভৈরবীর উপাসনায় বিদ্যা ও ধন সম্পদ লাভ হয়।[২]

ষোড়শী ঃ ষোড়শীর নামান্তর রাজরাজেশ্বরী। রাজরাজেশ্বরী রক্তবর্ণা, ত্রিনয়না চন্দ্রশেখরা চতুর্ভুজা পাশাংকুশ ধনুঃশরধারিণী। তাঁর আসন ধারণ করে আছেন বিধি, বিষ্ণু, ঈশ্বর, মহেশ ও রুদ্র। ষোড়শী বা রাজরাজেশ্বরী মহাদেবের নাভিপদ্মে উপবিষ্টা, প্রভাতসূর্য জবাকুসুম দাড়িমফুলের বর্ণবিশিষ্টা, রক্তবস্ত্র পরিহিতা, সর্বাভরণভূষিতা, সর্বসৌভাগ্যসুন্দরী সর্বলক্ষ্মীময়ী।[৩] ভারতচন্দ্রের বর্ণনায় ষোড়শী—

রক্তবর্ণা ত্রিনয়না ভালে সুধাকর।
চারিহাতে শোভে পাশাংকুশ ধনুঃশর।
বিধি বিষ্ণু ঈশ্বর মহেশ রুদ্র পঞ্চ
পঞ্চপ্রেত নিবসিত বসিবার মঞ্চ ॥[৪]

ষোড়শীর রূপ কল্পনায় ব্রহ্মাশক্তি ব্রাহ্মী ও লক্ষ্মীর প্রভাব আছে। ত্রিনয়ন ও ললাটস্থিত চন্দ্র অবশ্যই শিবের সম্পত্তি। কিন্তু ষোড়শীর গাত্রবর্ণ প্রভাতসূর্য তথা ব্রহ্মার কাছ থেকে গৃহীত। দেবীর হস্তস্থিত পাশ ও অংকুশ লক্ষ্মীর হাতের শোভা বর্ধন করে। শিবের নাভিপদ্মে দেবীর অবস্থান অবশ্যই বিষ্ণুর নাভিপদ্মে ব্রহ্মার অবস্থানের অনুসরণে কল্পিত। তন্ত্রসারে ষোড়শী বিদ্যা এবং মহাষোড়শী বিদ্যা শ্রীবিদ্যার অন্তর্গত—শ্রীবিদ্যা ষোড়শী পরা।[৫] শ্রীবিদ্যারও ধ্যানমূর্তি আছে—সেই মূর্তি ষোড়শীর সমতুল্য—

বালার্কমণ্ডলাভাসাং চতুর্বাহাং ত্রিলোচনাম্।
পাশাঙ্কুশশরাংশ্চাপং ধারয়ন্তীং শিবাং শ্রয়ে ॥[৬]

---

১ সতীর দক্ষালয়ে গমনোদ্যোগ—অন্নদামঙ্গল ২ তন্ত্রসার—পৃঃ ৯১৩
৩ দশমহাবিদ্যা—মহেশচন্দ্র পাল সংকলিত—পৃঃ ৬৯-৭০ ৪ অন্নদামঙ্গল
৫ তন্ত্রসার—পৃঃ ৩৭৭ ৬ তন্ত্রসার—পৃঃ ৪০৬

—প্রভাতসূর্যমণ্ডলের বর্ণবিশিষ্টা চতুর্বাহুযুক্তা ত্রিনয়না পাশ, অংকুশ, শর ও ধনুর্ধারিণী শিবাকে আশ্রয় করি।

তন্ত্রসারে ষোড়শীর সুদীর্ঘ ধ্যানমন্ত্রে ষোড়শীর মূর্তি পূর্বোক্ত বর্ণনারই অনুরূপ।[১] ষোড়শী বা রাজরাজেশ্বরী যেমন প্রভাত সূর্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্টা তেমনি ব্রহ্মাণী সরস্বতী ও লক্ষ্মীর সম্মিলনে পরিকল্পিতা। Alain Danielou মনে করেন যে ষোড়শীর সঙ্গে ষোড়শ দিনের চন্দ্রকলার পরিণত রূপ পূর্ণিমা-চন্দ্রের সংযোগ আছে।[২] পক্ষকালব্যাপী অনুষ্ঠেয় যজ্ঞের সঙ্গেই ষোড়শীর সংযোগ থাকা সম্ভব।

ছিন্নমস্তা : দশমহাবিদ্যার সর্বাপেক্ষা ভয়ংকরী মূর্তি ছিন্নমস্তা। দেবী স্বয়ং নিজমুণ্ড ছিন্ন করে ছিন্ন মুণ্ডে নিজ রুধির পান করছেন। ছিন্নমস্তার বিবরণ—

মধ্যে তু তাং মহাদেবীং সূর্যকোটিসমপ্রভাং
ছিন্নমস্তাং করে বামে ধারয়ন্তীং স্বমস্তকম্॥
প্রসারিতমুখীং ভীমাং লেলিহানাগ্রজিহ্বিকাম্।
পিবন্তীং রৌধিরীং ধারাং নিজকণ্ঠবিনির্গতাম্॥
বিকীর্ণকেশপাশাঞ্চ নানা পুষ্পসমন্বিতাম্।
দক্ষিণে চ করে কর্ত্রীং মুণ্ডমালাবিভূষিতাম্॥
দিগম্বরীং মহাঘোরাং প্রত্যালীঢ়পদস্থিতাম্।
অস্থিমালাধরাং দেবীং নাগযজ্ঞোপবীতিনীম্॥
রতিকামোপবিষ্টাঞ্চ সদা ধ্যায়ন্তি মন্ত্রিণঃ।
সদা ষোড়শবর্ষীয়াং পীনোন্নতপয়োধরাম্॥
বিপরীতরতাশক্তৌ ধ্যায়েদ্রতিমনোভবৌ।
ডাকিনী বর্ণিনীযুক্তাং বামদক্ষিণযোগতঃ।
দেবীগলোচ্ছলদ্রক্তধারাপানং প্রকুর্বতীম্॥[৩]

—কোটিসূর্যপ্রভাতুল্যা, বামহাতে নিজের মস্তক ধারণ করে লোল জিহ্বা সহ মুখব্যাদান করে নিজের কণ্ঠনির্গত রক্তধারা পানে রতা, কেশপাশ চতুর্দিকে বিকীর্ণ, নানা পুষ্পশোভিতা, ডানহাতে কাতরি, মুণ্ডমালাভূষিতা, নগ্না, মহাঘোরা, বামপদ অগ্রে ও দক্ষিণ পদ পশ্চাতে স্থাপন করে দণ্ডায়মানা, অস্থিমালাধারিণী, সর্পের যজ্ঞোপবীত পরিহিতা, রতি আকাঙ্ক্ষায় স্থিতা, সদা ষোড়শবর্ষীয়া পীনোন্নত স্তনী, বিপরীত রতিতে আসক্তা, বামে ডাকিনী ও দক্ষিণে বর্ণিনী দেবীর গল-দেশ নির্গত রক্তপানে রতা।

তন্ত্রসার এবং ছিন্নমস্তাকল্পতে এই বিবরণ আছে।

---

১ তন্ত্রসার—পৃঃ ৪০৬-৩৭ ২ Hindu Polytheism—p. 278
৩ দশমহাবিদ্যা—পৃঃ ১০৯

ভারতচন্দ্র প্রদত্ত ছিন্নমস্তার বর্ণনা—

বিপরীত রতে রত রতিকামোপরি।
কোকনদবরণা দ্বিভুজা দিগম্বরী॥
নাগযজ্ঞোপবীত মুণ্ডাস্থিমালা গলে।
খড়্গে কাটি নিজমুণ্ড ধরি করতলে॥
কণ্ঠ হৈতে রুধির উঠিছে তিন ধার।
একধারা নিজমুখে করেন আহার॥
দুই দিকে দুই সখী ডাকিনী বর্ণিনী।
দুইধারা পিয়ে তারা শব-আরোহিণী॥[১]

বিপরীতরতাতুরা শবারূঢ়া দিগম্বরী ছিন্নমস্তা কালীরই রূপান্তর। ছিন্নমস্তা মূর্তি কল্পনার একটি তাৎপর্য আছে। দুর্গা বা কালী ত যজ্ঞরূপা। ছিন্নমস্তাও তাই। দক্ষযজ্ঞে রুদ্রানুচর বীরভদ্র যজ্ঞের মুণ্ড ছিন্ন করেছিলেন। সুতরাং অসম্পূর্ণ রুদ্রযজ্ঞই ছিন্নমস্তা। বিশ্বস্রষ্টা স্বয়ং যখন রুদ্ররূপে সৃষ্টিনাশ করছেন, তখন রুদ্রশক্তি ছিন্নমস্তাই হয়ে থাকেন।

ছিন্নমস্তার উৎপত্তি সম্পর্কে নারদ পঞ্চরাত্রের উপাখ্যান এই : কোন সময়ে পার্বতী স্নানার্থে মন্দাকিনীর জলে সহচরীদের সঙ্গে অবগাহন কালে কামার্তা হওয়ায় কৃষ্ণবর্ণা হয়েছিলেন। সেই সময়ে দেবীর সহচরীবৃন্দ ক্ষুধার্তা হয়ে বারংবার খাদ্য প্রার্থনা করলে দেবী বামহস্তের নখাগ্রে স্বীয় মস্তক ছিন্ন করলেন। ছিন্ন শির তাঁর বাম হস্তে পতিত হোল।[২]

ছিন্নমস্তার বিবরণের সঙ্গে বৌদ্ধদেবী বজ্রযোগিনীর আশ্চর্য সাদৃশ্য দেখা যায়। সাধনামালায় বজ্রযোগিনীর ধ্যান মন্ত্র : পীতবর্ণাং স্বয়মেব স্বকর্ত্রিকর্তিত স্বমস্তকবামহস্তস্থিতাং দক্ষিণহস্তকর্ত্রিসহিতাং ঊর্ধ্ববিস্তৃতবামবাহুং অধোনমিত দক্ষিণবাহুং বাসঃশূন্যাং প্রসারিতদক্ষিণপাদাং সংকুচিত বামপাদাং ভাবয়েৎ। কবন্ধান্নিঃসৃত্যাসৃগ্‌ধারা স্বমুখে প্রবিশতি ইতি ভাবয়েৎ। বামদক্ষিণপার্শ্বয়োঃ শ্যামবর্ণ বজ্রবর্ণনী পীতবর্ণ বজ্র বৈরোচন্যো বামদক্ষিণহস্ত কর্ত্রিসহিতে দক্ষিণ বামহস্ত কর্পরসহিতে প্রসারিত বামপাদ প্রসারিত দক্ষিণপাদে সংকুচিতেতরপাদে মুক্তকেশ্যৌ ভাবয়েৎ। উভয়োঃ পার্শ্বয়োরুভয়োর্যোগিনোর্মধ্যে অন্তরীক্ষে অতিভয়াকুলং শ্মশানং ভাবয়েৎ।[৩]—(অস্যার্থঃ) দেবী পীতবর্ণা, স্বয়ং নিজহস্তস্থিত খড়্গ দ্বারা স্বমস্তক ছিন্ন করে বাম হস্তে ধারণ করেছেন, দক্ষিণ হস্তে খড়্গ ধারণ করেছেন, বামবাহু ঊর্ধ্বে উত্তোলিত, দক্ষিণবাহু নিম্নে অবনমিত, নগ্না, দক্ষিণপদ সম্মুখে প্রসারিত, বামপদ পশ্চাতে সংকুচিত এইরূপ চিন্তা করবে। চিন্তা করবে, কবন্ধ থেকে রক্তধারা নির্গত হয়ে দেবীর মুখে প্রবেশ করছে। তাঁর বাম পাশে শ্যামবর্ণা বজ্রবর্ণনী এবং দক্ষিণ পাশে পীতবর্ণ বজ্রবৈরোচনী। এঁরা

১ অন্নদামঙ্গল   ২ প্রাণতোষিণী তন্ত্র—৫।৬, পৃঃ ৩৭৮
৩ সাধনামালা, ২য়, সাধন সংখ্যা ২৩২, পৃঃ ৪৫২-৫৩

বামহস্তে কর্ত্রি ও দক্ষিণহস্তে নরকপাল ধারণ করেন। বজ্রবর্ণনী বামপদ প্রসারিত ও অপরপদ সংকুচিত এবং বজ্রবৈরোচনী দক্ষিণ পদ প্রসারিত ও বামপদ সংকুচিত করে দণ্ডায়মান। উভয়েই মুক্তকেশী। উভয়ের পার্শ্বে এবং উভয় যোগিনীর মধ্যে ভয়ংকর শ্মশান চিন্তা করবে।

হিন্দুতন্ত্রে ছিন্নমস্তা ও বৌদ্ধ বজ্রযানী সাধনায় বজ্রযোগিনীর মধ্যে সাদৃশ্য এত প্রবল যে একজন অপরের কাছে ঋণী, একথা স্বীকার করতেই হয়। তন্ত্রসার প্রণেতা কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতকের পূর্ববর্তী হতে পারেন না। কিন্তু সাধনামালা রচিত হয়েছে খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর পূর্বে। সাধনামালায় ২৩৫ সংখ্যক বজ্রযোগিনী সাধনার শেষে বলা হয়েছে,—এবং নন্দ্যাবর্তেন সিদ্ধ শবর পাদীয়মত বজ্রযোগিন্যারাধন বিধিঃ।[১] অর্থাৎ সিদ্ধ শবরপাদের মতানুযায়ী বজ্রযোগিনীর আরাধনার এই নিয়ম। সুতরাং বজ্র যোগিনীর এই আরাধনার রীতি প্রবর্তন করেছিলেন সাধক সিদ্ধ শবরপাদ। ডঃ বিনয়তোষ ভট্টাচার্যের মতে সিদ্ধ শবরপাদের আবির্ভাবকাল আঃ ৬৫৭ খ্রীষ্টাব্দ।[২] বজ্রযোগিনীদেবীর কল্পনা আরও পূর্ববর্তীকালের হওয়াই সম্ভব। তন্ত্রে দেবীর দুই পাশে ডাকিনী ও বর্নিনী। বৌদ্ধ সাধনায় প্রধানা দেবী ডাকিনী ও দুপাশে বজ্রবর্ণিনী ও বজ্রবৈরোচনী। ডঃ ভট্টাচার্য সুস্পষ্টভাবে রায় না দিলেও হিন্দুতন্ত্রে বৌদ্ধদেবীকে স্থান দেওয়া হয়েছে, এমন একটি তাঁর বক্তব্য থেকে পাওয়া যায়।[৩] বাস্তবিক ছিন্নমস্তা কল্পনার প্রাচীন কোন সূত্র পাওয়া না গেলে দেবীকে বৌদ্ধ তন্ত্র থেকে আগত বলে গ্রহণ না করে উপায় নেই।

কমলা ঃ দেবীর আর এক মূর্তি কমলা। কমলারই অপর নাম মহালক্ষ্মী। কমলার ধ্যানে গজলক্ষ্মীর বর্ণনা পাই। ভারতচন্দ্রও গজলক্ষ্মীর বর্ণনা দিয়েছেন—

সুবর্ণবর্ণ আসন অম্বুজ।
দুই পদ্ম বরাভয়ে শোভে চারিভুজ॥
চতুর্দন্ত চারিশ্বেতবারণ হরিষে।
রত্নঘটে অভিষেকে অমৃত বরিষে॥[৪]

কমলা যিনি তিনিই গজলক্ষ্মী বা কমলে কামিনী লক্ষ্মী। সরস্বতী ও শিবশক্তি শিবানীর অভিন্নতা দশমহাবিদ্যা নামে মাতঙ্গী, ষোড়শী, কমলা এবং তারার মূর্ত্যন্তর নীল সরস্বতীর কল্পনাতেই প্রতিভাত। শিবশক্তি, বিষ্ণুশক্তি ও ব্রহ্ম-শক্তির মিলন ঘটেছে দশমহাবিদ্যায়। কমলা শিবশক্তি ও বিষ্ণুশক্তির সমন্বয়—"The lotus girl (Kamalā) is the consort of the ever-lasting Siva (Sadāsiva) who protects the world and can be identified with an aspect of Viṣṇu. She is the embodiment of all that

---

১ সাধনামালা - ২য়, পৃঃ ৪৫২-৫৩, সাধন সংখ্যা—২৩২ ২ তদেব পৃঃ ৪৫৬
৩ তদেব ভূমিকা পৃঃ—lvi ৪ তদেব পৃঃ C—I. iv—C lv ৫ অন্নদামঙ্গল

is desirable, the exact counterpart of the smokey one (Dhumavatī)"[১]

উগ্রতারা-সন্ধ্যায় ব্রাহ্মী বৈষ্ণবী ও শিবা ত্রিমূর্তির ধ্যানের বিধান আছে। প্রাতঃকালীন ধ্যানে ব্রাহ্মী প্রাতঃসূর্যের বর্ণসমন্বিতা কৃষ্ণাজিনধারিণী পুস্তক ধারিণী, মধ্যাহ্নকালীন ধ্যানে দেবী শ্যামবর্ণা চতুর্ভুজা শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারিণী সূর্যাসনে অধিষ্ঠিতা, সায়াহ্নে দেবী শুক্লবর্ণা শুক্লবস্ত্র পরিহিতা বৃষারূঢ়া ও ত্রিনেত্রা পাশ শূলবরমুদ্রা ও নরকপালধারিণী।[২] নীলসরস্বতীর সন্ধ্যাতেও ত্রিমূর্তির ধ্যান বিধেয়।[৩] তারা বা উগ্রতারা অথবা নীলসরস্বতীর সন্ধ্যাবন্দনার মন্ত্রে দেবীকে সূর্যজ্যোতিরূপে প্রতিষ্ঠিত করে দেবতেজঃসম্ভবা চণ্ডী ও যজ্ঞাগ্নি দুর্গা কালীর সঙ্গে একাত্মতা প্রতিপাদন করেছে।

১ Hindu Polytheism ২ তারারহস্যম্—পৃঃ ২২-২৩ ৩ তারারহস্যম্—পৃঃ ২৪-২৫

অন্যান্য শক্তি দেবতা

ত্রিপুরা ঃ দশমহাবিদ্যা ছাড়াও শক্তিদেবতার আরও অসংখ্য রূপ রয়েছে। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে শক্তি দেবতার বৈচিত্র্যময় রূপের আলোচনা হয়েছে। মহাশক্তির শক্তি, গণ, যোগিনী প্রভৃতি নামে বহুবিধ রূপের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। তন্ত্র-পুরাণোক্ত শক্তিদেবতার অনেক মূর্তি একালে কেবলমাত্র পুঁথিতেই নিবদ্ধ। কিছু কিছু মূর্তি একালেও পূজিতা হন। আবার গ্রামে জনপদে পর্বতে তীর্থক্ষেত্রে কত শক্তিদেবতার মূর্তি রয়েছে, যাঁরা পুরাণে উল্লিখিত মহাশক্তির সঙ্গে অভিন্নরূপে পূজিতা হন, অথচ পুরাণে-তন্ত্রে এঁদের স্থান হয় নি। এঁরা স্থানীয় দেবতারূপেই পূজিতা। দুর্গা কালী প্রভৃতি থেকে পৃথক ত্রিপুরা নামে এক দেবীমূর্তির বিবরণ রয়েছে কালিকাপুরাণে। ত্রিপুরা দেবী সিঁদুরের মত রক্তবর্ণ, তিনি ত্রিনেত্রা, চতুর্ভুজা, উপরের বামহস্তে পুষ্পধনু ও নিম্নের বামহস্তে পুস্তক, দক্ষিণের উর্ধ্বহস্তে পাঁচটি বাণ এবং নিম্নে অক্ষমালা ধারণ করেন, দেবীর মাথায় জটাজুট ও অর্ধচন্দ্র, তিনি নগ্না এবং ধন বিতরণ করেন। তিনি কুণকের উপরে সমপাদে দণ্ডায়মানা।[১] আর একটি ধ্যান মন্ত্রে ত্রিপুরা বন্ধুকপুষ্পের বর্ণবিশিষ্টা, জটাজুট ও চন্দ্রভূষিতা, প্রাতঃসূর্যতুল্য রক্তবসন পরিহিতা পদ্মপর্যঙ্ক আসনে উপবিষ্টা। নবযৌবনা, চতুর্ভুজা, উর্ধ্ব বামহস্তে পুস্তক ও উর্ধ্ব দক্ষিণ হস্তে অক্ষমালা, অধো বামে অভয় মুদ্রা ও অধো দক্ষিণ হস্তে মুদ্রা ধারণ-কারিণী, আপাদ মুণ্ডমালা ভূষিতা।[২] ত্রিপুরার তৃতীয় মূর্তিটিতে দেবীর বর্ণ জবাকুসুমসদৃশ, দেবী নগ্না মুক্তকেশী, প্রেততুল্য সদাশিবের হৃদয়ে অর্ধপদ্মাসনে উপবিষ্টা, পা পর্যন্ত রক্তপদ্ম মিশ্রিত মুণ্ডমালাশোভিতা, চতুর্ভুজা, দক্ষিণ হস্তদ্বয়ে অক্ষমালা ও বর মুদ্রা বামে উর্ধ্বহস্তে বর ও অধোহস্তে অভয়-মুদ্রা।[৩] তন্ত্রসারে উদ্ধৃত মন্ত্রে দেবী রক্তবর্ণা চতুর্ভুজা, পাশ ও অংকুশ ধারিণী, রক্তবসনা, ললাটে অর্ধচন্দ্র শোভিতা।[৪] ত্রিপুরা দেবীর এই বিবরণগুলিতে যে ব্রহ্মাণী সরস্বতী ও কালীর মিশ্রণ ঘটেছে, তা বলাই বাহুল্য। তন্ত্রশাস্ত্রে ত্রিপুরা ভৈরবী ও মহাবিদ্যা—অথ বক্ষ্যে মহাবিদ্যাং ত্রিপুরামতিগোপিতাম্।[৫] ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিবের শক্তি অর্থাৎ সৃষ্টি স্থিতিলয়াত্মিকা বলেই ত্রিপুরার তিনমূর্তি এবং তাঁর নাম ত্রিপুরা—যা সৃষ্টিপালনলয়ং কুরুতে ত্রিমূর্তা।[৬] ত্রিমূর্তিতে সৃষ্টি স্থিতি লয় করেন, তিন বেদরূপা এবং প্রলয়ে ত্রিলোক পূরণ করেন বলে দেবীর নাম ত্রিপুরা।[৭] যাই হোক দেবতেজোজাতা চণ্ডী ও ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবের শক্তিরূপা ত্রিপুরা একই দেবতায় পরিণত হয়েছেন। তন্ত্রসাধনায় ত্রিপুরা দেবীর স্থান

---

১ কাঃ পুঃ—৬৩।৮৫-৮৯ ২ কাঃ পুঃ—৬৩-১৫৬-৬২ ৩ কাঃ পুঃ—৬৩।১৬৪-৬৮
৪ তন্ত্রসার—পৃঃ ৪৩৬-৩৭ ৫ তন্ত্রসার—পৃঃ ৩৩৭
৬ তন্ত্রসার—পৃঃ ৩৩৬ ৭ তন্ত্রসার—৩৩৭

অতি উচ্চে। এমন কি কামাখ্যা দেবীও ত্রিপুরা নামে পরিচিতা—ত্রিপুরেতি ততঃ খ্যাতা কামাখ্যা কামরূপিণী।[১]

কামেশ্বরী : কলিকাপুরাণে কামেশ্বরী দেবীর মূর্তির কয়েকটি বিবরণ পাই। কামেশ্বরী দেবী ত্রিনেত্রা, চতুর্ভুজা, বরাভয় মুদ্রা ও অক্ষসূত্রধারিণী রক্তপদ্মে উপবিষ্টা, নবযুবতী, মুক্তকেশী, শবের হৃদয়ে উপবিষ্টা, অর্ধচন্দ্রভূষিতা। দেবীর বর্ণ রক্ত ও ঈষৎ পীত।[২] কামেশ্বরীর অপর একটি বিবরণে দেবীর বর্ণ দলিত অঞ্জন সদৃশ, ছয় মুখ, বারো হাত, প্রতি মস্তকেই অর্ধচন্দ্র, দক্ষিণ হস্তে তিনি পুস্তক সিদ্ধসূত্র, পঞ্চবাণ, খড়্গ, শক্তি ও শূল ধারণ করেন, বাম হস্ত সমূহে তিনি ধারণ করেন অক্ষমালা, মহাপদ্ম, ধনু, অভয় চর্ম (ঢাল) এবং পিণাক। তাঁর ছ'টিমুখ যথাক্রমে সাদা, লাল, পীত, হরিত, কালো এবং বিচিত্র বর্ণের। সিংহের উপরে সাদা প্রেত, তার ওপরে রক্তপদ্ম, তার উপরে কামেশ্বরী উপবিষ্টা। দেবী ব্যাঘ্রচর্ম পরিহিতা।[৩] দেবী কামেশ্বরী যিনি তিনিই কামাখ্যা। কামাখ্যাপীঠ কামেশ্বরী স্থান নামে কালিকাপুরাণে উল্লিখিত। সতীর যোনিমণ্ডল কামরূপ কামাখ্যায় পতিত হয়েছিল।

সত্যাস্তু পতিতং তত্র বিশীর্ণং যোনিমণ্ডলম্।
শিলাত্বমগমচ্ছৈলে কামাখ্যা তত্র সংস্থিতা॥[৪]

—পর্বতে সতীর বিশীর্ণ যোনিমণ্ডল পতিত হয়ে প্রস্তরত্ব প্রাপ্ত হয়েছে, যেখানে কামাখ্যা অবস্থান করেন।

সেই যোনি শিলাতেই কামেশ্বরী অবস্থান করেন—তস্যাঃ শিলায়াঃ মাহাত্ম্যং যত্র কামেশ্বরী স্থিতা।[৫]

ভীমা দেবী : ভীমা দেবী চণ্ডীর এক নাম। দেবী চণ্ডী বলেছেন,

পুনশ্চাহং যদা ভীমং রূপং কৃত্বা হিমাচলে।
রক্ষাংসি ক্ষয়য়িষ্যামি মুনীনাং ত্রাণকারণাৎ॥
তদা মাং মুনয়ঃ সর্বে স্তোষ্যন্ত্যানম্রমূর্তয়ঃ।
ভীমা দেবীতি বিখ্যাতং তন্মে নাম ভবিষ্যতি॥[৬]

—পুনরায় আমি হিমালয়ে ভয়ংকর রূপ ধারণ করে মুনিদের রক্ষার জন্য রাক্ষস ধ্বংস করবো। তখন মুনিগণ সকলে মিলে নত হয়ে আমার স্তব করবেন। তখন আমার ভীমা দেবী নাম বিখ্যাত হবে।

মহাভারতে পঞ্চনদের পরে ভীমাদেবীর স্থান। সেখানে যোনিতীর্থে স্নান করলে মানুষ রত্নকুণ্ডল ধারণ করে দেবীর পুত্ররূপে শোভা পাবে, এবং শতসহস্র গোদানের ফললাভ করবে।

---

১ কাঃ পুঃ—৬৩।৫০ ২ কাঃ পুঃ—৬২।১৪৩-৪৫ ৩ কাঃ পুঃ—৬৪।১৮-২৭
৪ ঐ—৬২।৭৬ ৫ কাঃ পুঃ—৬২।৭৮ ৬ চণ্ডী—১১।৫১-৫২

ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র ভীমায়াঃ স্থানমুত্তমম্।
তত্র স্নাত্বা তু যোন্যাং বৈ নরো ভরতসত্তম।
দেব্যাঃ পুত্রো ভবেদ্রাজন্ রত্ন কুণ্ডলবিগ্রহঃ॥
গবাংশতসহস্রস্য ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ॥[১]

বিভিন্ন গ্রন্থাদি থেকে জানা যায় গান্ধার দেশের মধ্যস্থলে (বর্তমান পেশোয়ার) সিন্ধুনদের পশ্চিম তীরে ভীমা-দেবীর অবস্থান ছিল। হিউয়েন সাঙ্ এর বিবরণে পাওয়া যায় যে গান্ধার রাজ্যের কেন্দ্রে একটি উচ্চ পর্বতশৃঙ্গের নাম ছিল ভীমা দেবী পর্বত। এখানে কালো কষ্টিপাথরে নির্মিত ভীমা-দেবীর মূর্তি ছিল।[২] পর্বতের পাদদেশে ছিল মহেশ্বর দেবের মন্দির।

মনে হয় ভীমা-দেবী ছিলেন স্থানীয় দেবতা। তিনি ক্রমে মহাশক্তির বহু বিচিত্র মূর্তির অন্যতমারূপে দুর্গা চণ্ডীর সঙ্গে একাত্মতা প্রাপ্ত হয়েছেন।

জগদ্ধাত্রী : মহিষাসুরমর্দিনী দুর্গার একটি প্রসিদ্ধ মূর্ত্যন্তর জগদ্ধাত্রী। কিম্বদন্তী অনুসারে নদীয়ার মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় জগদ্ধাত্রী পূজার প্রবর্তন করেছিলেন। বাঙ্গালার নবাব আলিবর্দি খাঁর কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে যখন মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র নৌকা যোগে মুর্শিদাবাদ থেকে নদীয়ায় প্রত্যাবর্তন করছিলেন, সেই সময় দুর্গা-পূজার কাল উত্তীর্ণ। নৌকা থেকেই ঢাকের বাদ্য শুনে মহারাজ জানতে পারেন যে সেদিন বিজয়া দশমী। সেই বৎসর দুর্গাপূজার অনুষ্ঠান করতে না পারায় মহারাজ দুঃখে কাতর হওয়ায় দেবী দুর্গা তাঁকে জগদ্ধাত্রী মূর্তিতে দেখা দিয়ে একমাস পরে কার্তিক মাসের শুক্লপক্ষের নবমী তিথিতে জগদ্ধাত্রী পূজার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তদনুসারে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র স্বপ্নদৃষ্ট দেবীপ্রতিমা নির্মাণ করিয়ে ধুমধাম সহকারে কার্তিকের শুক্লা নবমীতে পূজা করেছিলেন। এই কিম্বদন্তী সত্য হলে অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি জগদ্ধাত্রী পূজার সূচনা হয়েছিল। কিন্তু যদিও রঘুনন্দন অষ্টাবিংশতিতত্ত্বে জগদ্ধাত্রী পূজার উল্লেখ করেন নি, তথাপি রঘুনন্দনের আনুমানিক দুইশত বৎসর পূর্বে শূলপাণি কালবিবেক গ্রন্থে কার্তিকমাসে জগদ্ধাত্রী পূজার উল্লেখ করেছেন—

কার্তিকেঽমলপক্ষস্য ত্রেতাদৌ নবমেঽহনি।
পূজয়েত্তাং জগদ্ধাত্রীং সিংহপৃষ্ঠে নিষেদুষীম্॥

শূলপাণির পূর্ববর্তীকালে রচিত স্মৃতিসাগরে কার্তিক মাসে উমা পূজার উল্লেখ আছে—কার্তিকস্য যুগাদ্যায়ামৃদ্ধিকামোঽর্চয়েদুমাম্। মহামহোপাধ্যায় পঞ্চানন তর্করত্ন মনে করেন যে জগদ্ধাত্রীপূজা শূলপাণিরও পূর্ববর্তী—কেনোপানষদের উমা হৈমবতীই জগদ্ধাত্রী।[৩] প্রমাণ স্বরূপ তিনি কাত্যায়নী তন্ত্রের বিবরণ উদ্ধৃত

১ মহাবনপর্ব—৮২।৮৪-৮৫
২ Watters, on yuan chowany's Travel in India—vol. I—pp. 221-22
৩ শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রী পূজা প্রবন্ধ, বাঙ্গালীর পূজাপার্বণ (ক, বি)—পৃ, ৬৭

করেছেন। কাত্যায়নী তন্ত্রের ৭৭ পটলে কেনোপনিষদের উমা হৈমবতী সম্পর্কে লিখিত আছে—অথ দুর্গা জগন্মাতা নিত্যা চৈতন্যরূপিণী।…করিষ্যামীতি নিশ্চিত্য জ্যোতীরূপং দধাত্যলম্।…তেষামাবিরভূদ্দুর্গা জগদ্ধাত্রী জগন্ময়ী। কোটি সূর্য প্রতীকাশং চন্দ্রাযুতসমপ্রভম্। জলন্তং পর্বতমিব সর্বলোকভয়ংকরম্ তদ্দৃষ্ট্বা সুরাঃসর্বে ভয়মাপুর্মহৌজসঃ।—অনন্তর জগন্মাতা নিত্যা চৈতন্যরূপিণী দুর্গা… করবো বলে স্থির করে জ্যোতীরূপ ধারণ করলেন।……তাঁদের কাছে জগদ্ধাত্রী জগন্ময়ী দুর্গা আবির্ভূত হলেন। কোটি সূর্যের তেজসদৃশ অযুত চন্দ্রতুল্য প্রভাবিশিষ্ট প্রজ্বলিত পর্বতের মত ভয়ংকর সেই তেজ মহাতেজাঃ দেবগণ দেখে ভয় পেয়েছিলেন।

কেনোপনিষদের উমা জগদ্ধাত্রী মূর্তি নন। ক্যাতায়নীতন্ত্রের এই বর্ণনাতেও জগদ্ধাত্রী মূর্তির আভাস নেই। এখানে দেবতেজঃসম্ভবা চণ্ডীর অনুরূপ সূর্যাগ্নির তেজোরূপা জগন্ময়ী জগদ্ধাত্রী দুর্গার আবির্ভাবের কথা বলা হয়েছে। এই বিবরণটি যে মার্কণ্ডেয়পুরাণের চণ্ডীর আবির্ভাবের অনুসরণে রচিত তাতে সন্দেহ করার কোন কারণ নেই। স্মৃতিসাগরে কার্তিক মাসে উমাপূজার নির্দেশেও জগদ্ধাত্রীপূজার সুস্পষ্ট প্রমাণ বা ইঙ্গিত নেই। শূলপাণি কার্তিকমাসের শুক্লপক্ষে নবমী তিথিতে সিংহবাহনা জগদ্ধাত্রী পূজার উল্লেখ করায় অন্ততঃ পঞ্চদশ শতাব্দীতে জগদ্ধাত্রী পূজার নিদর্শন মেলে। কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ তন্ত্রসারে জগদ্ধাত্রীর ধ্যান মূর্তির বিবরণ দিয়েছেন—

সিংহস্কন্ধাধিরূঢ়াং নানালংকারভূষিতাম্।
চতুর্ভুজাং মহাদেবীং নাগযজ্ঞোপবীতিনীম্॥
শঙ্খশার্ঙ্গ সমাযুক্ত বামপাণিদ্বয়ান্বিতাম্।
চক্রঞ্চ পঞ্চবাণাংশ্চ ধারয়ন্তীঞ্চ দক্ষিণে॥
রক্তবস্ত্রপরিধানাং বালার্কসদৃশীতনুম্।
নারদাদ্যৈর্মুনিগণৈঃ সেবিতাং ভবসুন্দরীম্॥
ত্রিবলীবলয়োপেত নাভিনাল মৃণালিনীম্।
রত্নদীপময়দ্বীপে সিংহাসনসমন্বিতে।
প্রফুল্লকমলারূঢ়াং ধ্যায়েত্তাং ভবগেহিনীম্॥[১]

—সিংহপৃষ্ঠে আসীনা নানালংকারভূষিতা, চতুর্ভুজা মহাদেবী, নাগযজ্ঞোপবীতধারিণী, দুই বাম হস্তে শঙ্খ ও শার্ঙ্গ (ধনু) ও দক্ষিণহস্তদ্বয়ে চক্র ও পঞ্চবাণ ধারিণী, রক্তবস্ত্রপরিহিতা প্রভাতসূর্যসদৃশরক্তবর্ণা, নারদ প্রভৃতি মুনিগণের দ্বারা পূজিতা, নাভিপদ্মের নালরূপ মৃণাল যাঁর ত্রিবলীবলয়যুক্ত হয়ে শোভা পায়, যিনি রত্নদীপময় দ্বীপে সিংহ আসনে প্রস্ফুটিত পদ্মে আসীনা সেই শিব-গৃহিণীকে ধ্যান করবে।

কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ যদি খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর লোক হন, তাহলে খ্রীষ্টীয়

---

১ তন্ত্রসার—পৃঃ ৪০৯-১০

ষোড়শ এবং আরও পূর্বে শূলপাণির আমলে জগদ্ধাত্রীপূজার নিদর্শন মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের অনেক পূর্ব থেকেই প্রচলিত থাকার প্রমাণ উপস্থাপিত করে। আগমবাগীশ কৃষ্ণচন্দ্রের সমসাময়িক হলে শূলপাণির উল্লেখ বিভ্রান্তির সৃষ্টি করবে নিশ্চয়ই। কারণ রঘুনন্দনের অনুল্লেখ ষোড়শ শতাব্দীতে জগদ্ধাত্রী পূজার অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দেহ জাগ্রত করে। পুরাণে মহিষাসুরমর্দিনী দুর্গার নাম জগদ্ধাত্রী। শূলপাণি কি কার্তিকমাসের শুক্লানবমীতে সিংহবাহিনী দুর্গা পূজার কথা বলেছেন? চণ্ডীর উপাখ্যানে বিষ্ণুর যোগনিদ্রারূপিণী বিষ্ণুমায়া চণ্ডীই জগদ্ধাত্রী—

বিশ্বেশ্বরীং জগদ্ধাত্রীং স্থিতিসংহার কারিণীম্
নিদ্রাং ভগবতীং বিষ্ণোরতুলাং তেজসঃ প্রভুঃ ॥[১]

মহিষাসুর বধের পর শক্রাদি দেবগণ চণ্ডীর স্তব করেছিলেন এবং দিব্য কুসুমের দ্বারা অর্চনা করেছিলেন, সে সময়ে দেবী জগতের ধাত্রী—অর্চিতা জগতাং ধাত্রী তথা গন্ধানুলেপনৈঃ।[২]

জগদ্ধাত্রীর প্রণাম মন্ত্রেও তিনি দুর্গতিনাশিনী দুর্গা—

দয়ারূপে দয়াদৃষ্টি দয়ার্দ্রে দুঃখমোচনি।
সর্বাপত্তারিকে দুর্গে জগদ্ধাত্রী নমোঽস্তু তে॥
জয়দে জগদানন্দে জগদেক প্রপূজিতে।
জয় সর্বগতে দুর্গে জগদ্ধাত্রি নমোঽস্তু তে॥

জগদ্ধাত্রী দুর্গায় নমঃ মন্ত্রে জগদ্ধাত্রী পূজা করা হয়। কার্তিকমাসে শুক্লা নবমী জগদ্ধাত্রী পূজার তিথি। ঐ তিথি দুর্গা নবমী তিথি নামে পরিচিত—

কার্তিকে শুক্লপক্ষে চ যা দুর্গা নবমী তিথিঃ।
সা প্রশস্তা মহাদেব মহাদুর্গা প্রপূজনে॥[৩]

জগদ্ধাত্রী পূজা দুর্গাপূজারই সংক্ষিপ্ত রূপ। দেবীমূর্তি দুর্গা প্রতিমার আদর্শে নির্মিত, পার্থক্য কেবল দেবীর দশ বাহুর স্থলে চতুর্বাহু মহিষাসুরের অন্তর্ধান, দেবী উপবিষ্টা, লক্ষ্মী সরস্বতীর স্থলে জয়া ও বিজয়া—কার্তিক গণেশের অনুপস্থিতি। পূজার রীতি দুর্গাপূজার মতই, কেবল ষষ্ঠ্যাদিকল্প, নবপত্রিকাস্থাপন ও বোধন হয় না। নবমী তিথিতে একই দিনে দুর্গাপূজার রীতি অনুসারে সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী পূজা অনুষ্ঠিত হয়। পুরাণাদিতে জগদ্ধাত্রীর পৃথক সত্তার অনুল্লেখ জগদ্ধাত্রীপূজার অর্বাচীনতা প্রমাণ করে। দেবীর বাহন সিংহের পদতলে একটি হস্তিমুণ্ড থাকে। প্রচলিত বিশ্বাস এই যে দেবী করীন্দ্রাসুরকে বধ করেছিলেন।

করীন্দ্রাসুরবধের লোক প্রচলিত কাহিনী মহিষাসুরবধের কাহিনী থেকেই উদ্ভূত। স্বামী নির্মলানন্দ করীন্দ্রাসুর ও মহিষাসুরকে অভিন্ন বলে ইঙ্গিত দিয়েছেন। চণ্ডীর উপাখ্যানে দেবীর সঙ্গে যুদ্ধকালে মহিষাসুর মহাগজের

১ চণ্ডী—১।৬৩ ২ চণ্ডী—৪।২৯
৩ দেবদেবী ও তাঁদের বাহন—পৃঃ ৩০৩

আকার ধারণ করেছিল। গজরূপী মহিলাসুর শুঁড় দিয়ে দেবীর বাহন সিংহকে আকর্ষণ করতে করতে গর্জন করতে থাকে। দেবী খড়্গের দ্বারা গজের শুঁড় ছিন্ন করেছিলেন।[১]

জগদ্ধাত্রী পূজার প্রচলন পূর্বেই হোক বা না হোক মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র সাড়ম্বরে জগদ্ধাত্রী পূজা করে এই দেবীর অর্চনাকে জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন। তাঁকে অনুসরণ করে কৃষ্ণচন্দ্রের সুহৃদ্ চন্দননগরের ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী চন্দননগরে জাঁকজমক সহকারে জগদ্ধাত্রী পুজা করেছিলেন—এরূপ প্রসিদ্ধি আছে। এখনও কৃষ্ণনগরে এবং চন্দননগরে সাড়ম্বরে সার্বজনীন জগদ্ধাত্রী পূজা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। বর্ধমান জেলার কালনা থানার অন্তর্গত বৈদ্যপুর-মীরহাট গ্রামেও প্রায় দু'শ বৎসর ধরে বারোয়ারী জগদ্ধাত্রী পূজা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। মুর্শিদাবাদ জেলার ভরতপুর থানার অন্তর্গত কোগ্রামে ধূমধামের সঙ্গে প্রতি বৎসর জগদ্ধাত্রী পূজা হয়। এই সার্বজনীন উৎসবটি প্রায় দেড়শত বৎসরের প্রাচীন।[২] সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র জগদ্ধাত্রী, কালী ও দুর্গামূর্তিকে স্বদেশ জননীর তিনটি অবস্থা বলে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর বর্ণনায় জগদ্ধাত্রী প্রাচীন ভারতবর্ষের মূর্তি —দুর্গা শত্রুদলনকারিণী ভবিষ্যৎকালের ভারতমাতা—আর কালী ইংরেজ শাসনে সর্বরিক্তা ভারতমাতা।[৩]

গন্ধেশ্বরী ঃ দেবী দুর্গা চণ্ডীর আর এক মূর্তি গন্ধেশ্বরী। গন্ধেশ্বরী গন্ধবণিকদের উপাস্যা। বৈশাখী পূর্ণিমায় গন্ধেশ্বরীর পূজা হয়। গন্ধবণিকদের ধনসম্পদদাত্রী এবং বিপদে রক্ষয়িত্রী হিসাবে গন্ধেশ্বরী পূজিতা হয়ে থাকেন। গন্ধেশ্বরী সিংহবাহিনী চতুর্ভুজা দুর্গা। দেবীর ধ্যানমন্ত্র ঃ

সিংহস্থা শশিশেখরা মরকত প্রেক্ষা চতুর্ভির্ভুজৈঃ।
শঙ্খং চক্রধনুঃশরাংশ্চ দধতী নেত্রৈস্ত্রিভিঃ শোভিতা॥
আমুক্তাঙ্গদহার-কঙ্কণরণৎকাঞ্চী-কণন্নূপুরা।
দুর্গা দুর্গতিহারিনী ভবতু নো রত্নোল্লসৎ কুণ্ডলা॥

—সিংহস্থিতা, চন্দ্রশেখরা, মরকততুল্য প্রভাযুক্তা, চারি হস্তে শঙ্খ, চক্র, ধনু ও শর ধারিণী, ত্রিনেত্রশোভিতা, মুক্তাখচিত অঙ্গদ, হার, কঙ্কণ, শব্দায়মান মেখলা ও ঝংকৃত নূপুর ভূষিতা, রত্নোজ্জ্বল কুণ্ডল শোভিতা দুর্গা আমাদের দুর্গতিহারিণী হোন।

এই বর্ণনা দুর্গা-চণ্ডী ও লক্ষ্মীর মিশ্রিত রূপ। বণিকদের নিকট দুর্গতিনাশিনী দুর্গা এবং ধনদাত্রী লক্ষ্মী উভয়েরই প্রয়োজন। তাই দুই দেবীর মিশ্রিত রূপ বণিকদের উপাস্যা গন্ধেশ্বরী।

---

১ দেবদেবী ও তাঁদের বাহন পৃঃ ৩০৩
২ পশ্চিমবঙ্গের পূজাপার্বন ও মেলা, ২য়—পৃঃ ২১১
৩ আনন্দমঠ—১ম খণ্ড, ১১ পরিচ্ছেদ

অন্নপূর্ণা : মহাশক্তি শিবানীর আর এক রূপ অন্নপূর্ণা অন্নদা। "এই মূর্তি দ্বিভুজা, বামহস্তে স্বর্ণময় অন্নপাত্র, দক্ষিণ হস্তে দর্বী অর্থাৎ হাতা, মহাদেবকে অন্ন পরিবেশন করিতেছেন। দক্ষিণামূর্তি সংহিতায় অন্নপূর্ণা চতুর্ভুজা। ঐ চারিহস্তে পদ্ম অভয় অংকুশ ও দান। কাশীতে ঐ মূর্তি প্রতিষ্ঠিত।"[১]

তন্ত্রসারে অন্নপূর্ণার ধ্যান :

রক্তাং বিচিত্রবসনাং নবচন্দ্রচূড়ামন্নপ্রদাননিরতাং স্তনভারনম্রাম্।
নৃত্যন্তমিন্দুশকলাভরণং বিলোক্য হৃষ্টাং ভজে ভগবতীং ভবদুঃখহন্ত্রীম্॥[২]

—রক্তবর্ণা, বিচিত্র বস্ত্রপরিহিতা, মস্তকে অর্ধচন্দ্রভূষিতা, অন্নপ্রদানরতা স্তনভারনম্রা, নৃত্যকারী চন্দ্রশেখরকে (শিব) দেখে আনন্দিতা দুঃখনাশিনী ভগবতীকে ভজনা করি।

ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের অন্নদামঙ্গল কাব্যে অন্নদা অন্নপূর্ণার আবির্ভাব সম্পর্কিত উপাখ্যান বিবৃত হয়েছে : ভিখারী শিবের গৃহে গিরিরাজদুহিতা পার্বতীর কষ্টের সীমা নেই। তিনি ক্ষোভে দুঃখে পিতৃসমীপে হিমালয়ে উপস্থিত হলেন। সখী জয়া দেবীকে পরামর্শ দিলেন অন্নপূর্ণা মূর্তি ধরে ক্ষুধার্ত ভিক্ষুক শিবকে অন্নদান করতে।

যা বলি তা কর নিজ মূর্তি ধর
ব'স অন্নপূর্ণা হয়ে।
কৈলাস শিখর অন্নে পূর্ণ কর
জগতের অন্ন লয়ে।[৩]

দেবী পার্বতী অন্নপূর্ণা মূর্তি পরিগ্রহ করলেন। তিনি বিশ্বের সকল অন্ন হরণ করলেন। এদিকে মহাদেব কোথাও ভিক্ষা না পেয়ে ক্ষুধায় কাতর হওয়ায় লক্ষ্মীদেবী উপদেশ দিলেন কৈলাসে অন্নপূর্ণার কাছে যেতে—

গৌরী অন্নপূর্ণা হয়ে জগতের অন্ন লয়ে
কৈলাসে পাতিয়াছে খেলা।
যতেক ব্রহ্মাণ্ড আছে সকলি তাঁহার কাছে
তাঁরে কেন করিয়াছ হেলা।
আমার যুকতি ধর কৈলাসে গমন কর
আমি আদি সকলে সেখানে।[৪]

লক্ষ্মীদেবীর পরামর্শ শুনে মহাদেব কৈলাসে এলেন ভিক্ষাপাত্র হাতে। মহানন্দে অন্নপূর্ণা পতি দেবাদিদেবকে দিলেন অন্ন। মহাদেব তৃপ্ত হয়ে শিবধাম কাশীধামে অন্নপূর্ণাকে প্রতিষ্ঠিত করতে প্রয়াসী হলেন। তাঁর আদেশে বিশ্বকর্মা নির্মাণ করলেন অন্নপূর্ণার মন্দির ও বিগ্রহ। বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার দিনে দেবগণ উপস্থিত

---

১ সচিত্র প্রকৃতিবাদ অভিধান, ১ম—পৃঃ ১১ ২ তন্ত্রসার—পৃঃ ১৭০
৩ হরগৌরীর কোন্দল—অন্নদামঙ্গল ৪ শিবের প্রতি লক্ষ্মীর উপদেশ—অন্নদামঙ্গল

হলেন কাশীতে। শিব করলেন অন্নপূর্ণার স্তব, দেবগণ করলেন আরাধনা। চৈত্রমাসে শুক্লাষ্টমীতে অন্নপূর্ণা অধিষ্ঠিতা হলেন কাশীতে।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র যখন মুর্শিদাবাদের কারাগারে সেই সময়ে অন্নপূর্ণা স্বপ্নে দর্শন দিয়ে তাঁর মূর্তি পূজা করতে উপদেশ দিয়েছিলেন।

অন্নপূর্ণা ভগবতী মূরতি ধরিয়া।
স্বপন কহিল মাতা শিয়রে বসিয়া॥
শুন রাজা কৃষ্ণচন্দ্র না করিহ ভয়।
এই মূর্তি পূজা কর দুঃখ হবে ক্ষয়।

* * *

চৈত্রমাসে শুক্লপক্ষে অষ্টমী নিশায়।
করিহ আমার পূজা বিধিব্যবস্থায়॥[১]

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র স্বপ্নাদেশ অনুসারে অন্নপূর্ণা পূজা ক'রে বঙ্গদেশে অন্নপূর্ণা পূজার সূত্রপাত করলেন—

সেই আজ্ঞামত রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়।
অন্নপূর্ণা পূজা করি তরিলা সে দায়।[২]

আগমবাগীশের তন্ত্রসারে অন্নপূর্ণা ভৈরবী বিদ্যা, বিংশতি অক্ষরে অন্নপূর্ণা ভৈরবী মন্ত্র জপে ধনধান্যসমৃদ্ধি লাভ হয়।[৩] অন্নপূর্ণা ভৈরবীর ধ্যানমন্ত্র—

তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভাং বালেন্দুকৃতশেখরাম্।
নবরত্নপ্রভাদীপ্তমুকুটাং কুঙ্কুমারুণাম্।
চিত্রবস্ত্রপরিধানাং সফরাক্ষীং ত্রিলোচনাম্।
সুবর্ণকলসাকারপীনোন্নত পয়োধরাম্।

* * *

অন্নদানরতাং নিত্যাং ভূমি শ্রীভ্যামলংকৃতাম্॥[৪]

—তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভা চন্দ্রকলাশোভিতমস্তকা, নানা রত্নের প্রভায় উজ্জ্বল মুকুটধারিণী কুঙ্কুমের মত অরুণবর্ণাভা, বিচিত্র বর্ণের বস্ত্র পরিহিতা, পুঁটি মাছের মত তিন চক্ষুবিশিষ্টা, সুবর্ণকলসাকৃতি পীন ও উন্নতস্তনী···অন্নদানে নিযুক্তা, নিত্যা, ভূমি ও শ্রীর দ্বারা দুইপার্শ্বে অলংকৃতা।

অন্নপূর্ণা ভৈরবী ও অন্নপূর্ণা একই দেবতা। সন্দেহ নেই যে দুর্গা ও লক্ষ্মীর সমন্বয়ে অন্নপূর্ণা মূর্তি কল্পিত হয়েছে। ভূমি এবং শ্রী অন্নপূর্ণার দুই পাশে বিরাজ করায় ভূমি বা পৃথিবী দেবীও অন্নপূর্ণার কল্পনায় মিশ্রিত হয়েছেন বলে মনে হয়। তবে অন্নপূর্ণার যে মূর্তি পূজিতা হয়, তাতে শিবকে অন্নদানরতা অন্নপূর্ণার পাশে দেবতাদের কোষাধ্যক্ষ ধনপতি কুবেরও করযোড়ে দণ্ডায়মান থাকেন—লক্ষ্মী বা ভূমিদেবী থাকেন না।

---

১ গ্রন্থসূচনা—অন্নদামঙ্গল ২ তদেব ৩ তন্ত্রসার—পৃঃ ৩৬৫
৪ তন্ত্রসার—পৃঃ ৩৬৭

ডঃ সুকুমার সেনের মতে অন্নপূর্ণা গ্রীক ও রোমান দেবী অন্নোনার রূপান্তর। তিনি লিখেছেন, "The name Annapurṇā is strongly reminscent of Annona the name of roman goddess. The latin name perhaps sounded in Indian ears like Annaunnā which could be readily rendered into sanskrit as Annapurṇā.[১] অন্নোনা অন্নপূর্ণা হয়েছে এই কথাটা মেনে নিতে রীতিমত কষ্টবোধ হয়। অন্ন এবং পূর্ণ সংস্কৃত শব্দ দুটি ত নেহাৎ

অন্নোনা

অর্বাচীন কালের নয়। অন্নপূর্ণার মূর্তি কল্পনাও খুব প্রাচীন নয়। রোমীয় অন্নোনা প্রকৃত পক্ষে লক্ষ্মী দেবী। রোম সম্রাট টিটাসের (Titus)-এর রাজত্বকালের (৭৯-৮১ খ্রীঃ) একটি মুদ্রায় অন্নোনার চিত্র অংকিত আছে। এই চিত্রে দেবী দণ্ডায়মানা, তাঁর বামহস্তে আছে প্রাচুর্যের শিঙা (cornu Copia) এবং দক্ষিণ হস্তে আছে তুলাদণ্ড। দেবী যে সমভাবে শস্য বিতরণ করছেন তুলাদণ্ড তারই প্রতীক। দেবীর সম্মুখে একটি শস্যপূর্ণ ঝুড়ি এবং তাঁর পশ্চাতে বাহন ময়ূর।[২] বলা বাহুল্য এই মূর্তি লক্ষ্মীর। কুষাণমুদ্রায় প্রাচুর্যের শিঙা হাতে Ardoxo বা লক্ষ্মীর কথা স্মরণীয়।

একানংশা ঃ একানংশা দেবী দুর্গার আর একটি রূপ। একানংশা দেবীর পরিকল্পনায় শাক্ত ও বৈষ্ণবের মিলনসেতু রচিত হয়েছে। জগন্নাথ বিগ্রহে জগন্নাথ ও বলরামের মধ্যবর্তিনী সাধারণতঃ কৃষ্ণভগিনী সুভদ্রা নামে পরিচিতা দেবীই একানংশা নামে অভিহিতা—"attempt has been made to identify Ekānaṃśā with Subhadrā as a manifestation of Durgā."[৩]

হরিবংশ অনুসারে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম সময়ে নন্দ গোপ ও যশোদার যে সদ্যোজাতা কন্যাকে বসুদেব কংসকারাগারে নিয়ে এসেছিলেন কৃষ্ণকে যশোদার কাছে রেখে সেই কন্যাই একানংশা। কংস সদ্যোজাতা শিশুকন্যাকে শিলাপৃষ্ঠে নিক্ষেপ করলে কন্যা আকাশে উঠে পূর্ণাবয়বা দেবীমূর্তি পরিগ্রহ করেছিলেন।

সাবধূতা শিলাপৃষ্ঠেহনিষ্পিষ্টা দিবমুপত্যাৎ ॥
হিত্বা গর্ভতনুং সা তু সহসা মুক্তমূর্ধজা।
জগাম কংসমাদিশ্য দিব্যস্রগনুলেপনা ॥
হারশোভিতসর্বাঙ্গী মুকুটোজ্জ্বলভূষিতা।
কন্যৈব সাভবন্নিত্যং দিব্যা দেবৈরভিষ্টুতা ॥
নীলপীতাম্বরধরা গজকুম্ভোপমস্তনী।
রথবিস্তীর্ণ জঘনা চন্দ্রবক্ত্রা চতুর্ভুজা ॥
বিদ্যুদ্বিস্পষ্টবর্ণাভা বালার্ক সদৃশেক্ষণা।[৪]

---

১ The great goddess in India Tradition—p. 30

২ Roman Mythology S. Perewne. P. 37

৩ Evolution of Sakti Cult of Jaipur, Bhubaneswer and Puri S'aktialt Cult and Tara—p 84

৪ খিল হরিবংশ, বিষ্ণুপর্ব—৪।৩৬-৪০

—তিনি শিলাপৃষ্ঠে নিক্ষিপ্তা হয়ে ও পিষ্ট না হয়ে আকাশে উঠলেন, গর্ভস্থিত দেহ ত্যাগ করে সহসা আলুলায়িত কুন্তলা দিব্যমাল্য গন্ধলিপ্তা, সর্বাঙ্গ হার-শোভিত উজ্জ্বল মুকুটে ভূষিতা সেই দেবী দেবতাদের দ্বারা স্তুতা হয়ে, নীলপীত বস্ত্র পরিহিতা, হাতীর কুঁজের মত স্তনদ্বয়, রথের মত বিশাল বক্ষ, চন্দ্রতুল্য বদন, চতুর্ভূজা, বিদ্যুতোজ্জ্বল গাত্রবর্ণের আভাযুক্তা, প্রাতঃ সূর্যের মত চক্ষুবিশিষ্টা।

দেবী আকাশে স্বরূপ বিস্তার করে কংসকে বলেছিলেন,—

বিদ্ধি চৈনামথোৎ পন্নামংশাদ্দেবীং প্রজাপতেঃ।
একানংশাং যোগকন্যাং রক্ষার্থং কেশবস্য তু॥[১]

—প্রজাপতির অংশ থেকে এই দেবীকে কৃষ্ণের রক্ষার জন্য উৎপন্না যোগকন্যা একানংশা বলে জানবে।

এই দেবীই শুম্ভ নিশুম্ভ ঘাতিনী বিন্ধ্যবাসিনী—
সা তু কন্যা যশোদায়া বিন্ধ্যে পর্বতসত্তমে।
হত্বা শুম্ভ নিশুম্ভৌ দ্বৌ দানবৌ নগচারিনৌ॥

*   *   *   *   *   *

স্থানং তস্যা নগে বিন্ধ্যে নির্মিতং স্বেন তেজসা।
রিপূণাং ত্রাসজননী নিত্যং তত্র মনোরমে॥[২]

—যশোদার সেই কন্যা পর্বত বিহারী শুম্ভ নিশুম্ভ নামে দানবদ্বয়কে বধ করে পর্বত শ্রেষ্ঠ বিন্ধ্যে বাস করেছিলেন।·········শত্রুদের ভীতি উৎপাদনকারিণী দেবী সেই মনোরম বিন্ধ্যপর্বতে নিজের তেজের দ্বারা নিজের নিত্যবাসের স্থান করে নিয়েছিলেন।

দেবী পুরাণে একানংশা নামের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে:

এতে অসতে চ লোকা ন একা ন চ সা স্মৃতা।
একা চ নাংশতো লোকা একানংশা চ সা স্মৃতা॥[৩]

—তিনি এই সমুদয় লোক ব্যাপ্ত করে আছেন একা নয়, অংশরূপেও নয়,—পূর্ণরূপে এইজন্য তাঁর নাম একানংশা।

ডঃ সুকুমার সেনের মতে একানংশা শব্দটির প্রকৃত বানান হওয়া উচিত একানংসা। শব্দটির অর্থ অবিবাহিতা কুমারী দেবী। তিনি বলেন যে, একানংশা নাম বিলুপ্ত হয়ে দেবীর বিশেষণ ভদ্রা বা সুভদ্রা প্রচলিত হয়েছে।[৪] অন্যত্র তিনি বলেছেন যে উমা-হৈমবতী ও একানংশা বৈদিক উষা ও অদিতির সঙ্গে সংশ্লিষ্টা।[৫] দুর্গা-চণ্ডী ও উষা অদিতির সঙ্গে সংশ্লিষ্টা। যিনি বিন্ধ্যবাসিনী, তিনিই একানংশা,

১ হরিবংশ, বিষ্ণুপর্ব ৪।৪৭ ২ তদেব ২২।৫৮ ৩ দেবীপুরাণ ৩৭।৪৯

৪ The name as it is means Single (ekā) and unshared (an-aṁśā, ie, un-married), The Correct reading of the name seems to be Ekanamsa (Lone. and virgin goddess),...The archaic name Ekānamsā, Ekanamśa, disappeared from the Purana texts, being replaced by better known adjectives Bhadrā or Subhadrā"—The Great goddess in Indie tradition, P. 30.

৫ ibid—p 57

তিনিই সুভদ্রা। দেবী দুর্গারও এক নাম কুমারী। আরও স্মরণীয় এই যে বলদেব ও জগন্নাথের মধ্যবর্তিনী সুভদ্রা লক্ষ্মীরূপে পরিচিতা। বিন্ধ্যবাসিনী একানংশা দুর্গা পার্বতী লক্ষ্মী একই দেবসত্তা, সর্বময়ী মহাশক্তি হিসাবে অভিন্না, এই তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা ছাড়া দেবলোকের এই জটিল সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়।

মহাভারতে বিরাটপর্বে যুধিষ্ঠিরকৃত দুর্গাস্তবে স্পষ্টভাবেই এই সামঞ্জস্য বিধান করা হয়েছে। স্তবে বলা হয়েছে,—

যশোদা গর্ভ সম্ভূতাং নারায়ণবরপ্রিয়াম্।
নন্দগোপকুলে জাতাং মঙ্গল্যাং কুলবর্ধিনীম্॥
কংস বিদ্রাবণ করীমসুরাণাং ক্ষয়ংকরীং।
বাসুদেবস্য ভগিনীং দিব্যমাল্য বিভূষিতাম্॥
দিব্যাম্বরধরাং দেবীং খড়্গ খেটকধারিণীম্॥[১]

—যশোদার গর্ভে জাতা, নারায়ণের প্রিয়তমা, নন্দগোপের কুলে জাতা, মঙ্গলকারিণী, কুলবর্ধনকারিণী, কংসের ধ্বংসকারিণী, অসুরদের ক্ষয়কারিণী, বাসুদেবের ভগিনী, দিব্যমাল্যে ভূষিতা, দিব্য বস্ত্রপরিহিতা, খড়্গ ও খেটকধারিণী দেবীকে স্তব করেছিলেন।

এখানে দুর্গা নন্দগোপের বংশে যশোদার গর্ভে জাতা নারায়ণী। দেবী চণ্ডীও বিষ্ণুমায়া নারায়ণী। আরও আশ্চর্য এই যে দেবী নারায়ণের প্রিয়তমা এবং বাসুদেবের ভগিনী। স্বরূপতঃ শিব ও বিষ্ণু এবং শিবশক্তি দুর্গা ও বিষ্ণুশক্তি নারায়ণী বা লক্ষ্মী এক ও অভিন্ন। তাই এইরূপ বিরুদ্ধ সম্পর্ক কল্পিত হয়েছে। বেদের সূর্য ও উষা বিরুদ্ধ সম্পর্কে সংযুক্ত হয়েছে মাতা-পুত্র, পতি-পত্নী, প্রেমিক-প্রেমিকা, ভ্রাতা-ভগিনী ইত্যাদি রূপে। অলৌকিক দেবসত্তার সম্পর্কে বাস্তবিক কোন বিরোধ নেই। অংশরহিতা সর্বব্যাপিনী মহাশক্তি একানংশা বিষ্ণুর পত্নী, বাসুদেবের ভগিনী, শিবপত্নী সবই হতে পারেন।

উড়িষ্যায় এককালে শাক্ত প্রভাব ছিল ব্যাপক। সুভদ্রা বৈষ্ণবী শক্তি লক্ষ্মীরূপে বর্ণিত হলেও তাঁকে দুর্গার মূর্ত্যন্তর একানংশা বলেই গ্রহণ করা হয়ে থাকে। বি. সি. রায় চৌধুরী লিখেছেন,—"In the conception of Subhadrā, in her ritual as well as hymns, there is an distinct note of Śaktism. It is therefore suggested that the cult of Subhadrā was superimposed on that of Durgā."[২]

বরাহমিহির বৃহৎসংহিতায় একানংশার যে বিবরণ দিয়েছেন তাতে দেবীর দ্বিভুজা, চতুর্ভুজা এবং অষ্টভুজা মূর্তির বর্ণনা আছে।

একানংশা কার্য্যা দেবী বলদেবকৃষ্ণয়োর্মধ্যে।
কটিসংস্থিতবামকরা সরোজমিতরেণ চোদ্বহতী॥

১ মহাভারত-বিরাট ৬।২-৪
২ Links between Vaisnavism & Saktism; Sakti Cult & Tara—page 31

কার্য্যা চতুর্ভুজা যা বামকরাভ্যাং সপুস্তকং কমলম্ ।
দ্বাভ্যাং দক্ষিণপার্শ্বে বরমর্থিষ্বক্ষসূত্রঞ্চ ॥
বামেঽষ্টভুজায়াঃ কমণ্ডলুশ্চাপমম্বুজং শাস্ত্রম্ ।
বরশরদর্পণযুক্তাঃ সব্যভুজাঃ সাক্ষসূত্রাশ্চ ॥[১]

—কৃষ্ণ ও বলরামের মধ্যস্থলে একানংশা দেবীকে নির্মাণ করবে। তাঁর বাম হাত থাকবে কটীতে, ডান হাতে বহন করবেন পদ্ম। তাঁর চতুর্ভুজা মূর্তি নির্মাণ করলে বামহস্তদ্বয়ে পুস্তক ও পদ্ম এবং দক্ষিণ হস্তদ্বয়ে প্রার্থীকে বরদান (বরদমুদ্রা) এবং অক্ষসূত্র থাকবে। অষ্টভুজা মূর্তির বামে কমণ্ডলু, ধনু, পদ্ম ও শাস্ত্র গ্রন্থ এবং দক্ষিণ হস্তগুলিতে বরদমুদ্রা, বাণ, দর্পণ ও অক্ষসূত্র থাকে।

একানংশার হাতে পদ্ম অবশ্যই থাকবে, তাছাড়া থাকে পুস্তক, অক্ষসূত্র, কমণ্ডলু, দর্পণ, ধনুর্বাণ ও বরদমুদ্রা। পুস্তক, অক্ষসূত্র ও কমণ্ডলু ব্রহ্মাণী সরস্বতীর সম্পত্তি, পদ্ম লক্ষ্মী ও সরস্বতী উভয়েরই। তাই মনে হয় ব্রহ্মাণী, সরস্বতী ও লক্ষ্মীর সংমিশ্রণে একানংশার কল্পনা সম্ভব হয়েছে। সেইজন্য একানংশা যথার্থই বৈষ্ণবী শক্তি।

স্কন্দপুরাণের আবন্ত্যখণ্ডে (১৮ অঃ) একানংশা কালী, তাঁর উৎপত্তি কালী-পার্বতীর অংশরূপে। এই বিবরণে পিতামহ ব্রহ্মা নিশা দেবীকে আহ্বান করে মেনার গর্ভস্থিতা কন্যা পার্বতীর গাত্রবর্ণ কৃষ্ণবর্ণে রঞ্জিত করতে আদেশ দিলেন। তারপর ব্রহ্মা ভবিষ্যদ্বাণী করলেন, পার্বতী যখন তপঃপ্রভাবে গৌরী হবেন, তখন তিনি নিশাদেবীর সারূপ্য প্রদান করবেন, তখন নিশার সহজাতা সেই দেবী একানংশা হবেন। রূপাংশের দ্বারা সংযুক্তা তুমি (নিশা) হবে উমা, আর লোকে তোমাকে (নিশাকে) একানংশা বলে পূজা করবে।

রূপাংশেন চ সংযুক্তা ত্বমুমাখ্যা ভবিষ্যসি।
একানংশেতি লোকস্ত্বাং বরদে পূজয়িষ্যতি।[২]

কালী-পার্বতীর অংশভূতা একানংশা সুরা ও মদ্যপ্রিয়া।

সুরামাংসোপহারৈশ্চ ভক্ষ্যভোজ্যৈশ্চ পূজিতা।
সর্বান্ কামান্নৃণাং দেবী তুষ্টা দদ্যাচ্চ সর্বদা ॥
মহানবম্যাং যো দেবীং মহিষেণ প্রপূজয়েৎ।
মেষেণ বা যথালাভং সর্বান্ কামানবাপ্নুয়াৎ ॥[৩]

—মদ্য ও মাংস উপহারের দ্বারা, ভক্ষ্য ভোজ্যের দ্বারা পূজিতা দেবী তুষ্টা হয়ে মানুষের সকল কামনা সর্বদা দান করে থাকেন। মহানবমীতে দেবীকে মহিষ বা মেষ বলিদান দিয়ে যথাসম্ভব সকল কাম্যবস্তু প্রাপ্ত হন।

মহানবমীতে সুরা ও মাংসের দ্বারা পূজিতা একানংশা দেবী দুর্গা-পার্বতী বা কালী ছাড়া আর কেউ নন। কালী-পার্বতীর কৃষ্ণবর্ণ কোশ বা ত্বক থেকে জাতা

---

১ বৃহৎ সং—৫৮।৩৭-৩৯ ২ স্কন্দ আবন্ত্য—১৮।২৪-২৫
৩ স্কন্দ আবন্ত্য—১৮।৩-৪

কৌশিকী ও একানংশা অভিন্না। কিন্তু একানংশা নামে কোন দেবীর পূজা প্রচলিত দেখা যায় না। মহানবমীতে কালীপূজারও রীতি নেই। একমাত্র কৃষ্ণ বলরামের মধ্যবর্তী একানংশা সুভদ্রারূপে পূজিতা হন এখনও। কিন্তু পুরাণের একানংশা ও বরাহমিহিরের একানংশার মধ্যে কোন সাদৃশ্য নেই। আবার বরাহমিহির কথিত দ্বিভুজা, চতুর্ভুজা বা অষ্টভুজা একানংশার বিগ্রহ অপূর্ণাঙ্গ হস্তপদহীন সুভদ্রার মধ্যে অনুপস্থিত। তাত্ত্বিক দিক্ থেকে বৈষ্ণবী শক্তি একানংশা ও পার্বতী-কালীর অংশভূতা একানংশা অভিন্ন হলেও, আকৃতিগত দিক্ থেকে দুই একানংশার সামঞ্জস্য বিধান করা দুঃসাধ্য। আরও লক্ষণীয় এই যে পদ্মপুরাণের সৃষ্টিখণ্ডে (৪৪ অঃ) পার্বতী কালীর কৃষ্ণত্বক্‌জাতা একানংশা ব্রহ্মার আদেশে বিন্ধ্যাচলে বাস করে বিন্ধ্যবাসিনী নামে খ্যাতা হয়েছিলেন। সুতরাং কৌশিকী কালী ও বিন্ধ্যবাসিনী একই দেবতা। শাক্তবৈষ্ণবের সম্মিলনের ফলে শক্তিদেবী একানংশা কৃষ্ণ ও বলরামের মধ্যবর্তী বিষ্ণু শক্তি লক্ষ্মীরূপে প্রতিষ্ঠিতা হয়েছেন।

নিশুম্ভ-নিসূদিনী : দেবী চণ্ডী শুম্ভ ও নিশুম্ভ দৈত্য ভ্রাতৃদ্বয়কে বধ করেছিলেন। সেইজন্য তিনি শুম্ভাসুর নিসূদিনী বা নিশুম্ভ নিসূদিনী। এই দেবীর বিশিষ্ট কোন মূর্তি বা আকৃতির বিবরণ পাওয়া যায় না। মার্কণ্ডেয়পুরাণে ইনিই মহিষাসুরঘাতিনী চণ্ডী। কিন্তু দক্ষিণ ভারতে চোলবংশীয় রাজেন্দ্র চোল তিরুবলঙ্গড়ু অনুশাসনে (Tiruvalangadu Plates) বলেছেন যে বিজয়ালয় (৪৫০-৪৭০ খ্রীঃ) তাঞ্জোরে নিশুম্ভ নিসূদিনীর মন্দির তৈরী করে দিয়েছিলেন। এই মূর্তিটি এখনও বর্তমান। এই দেবী চতুর্ভুজা—ঊর্ধ্ব দক্ষিণ হস্তস্থিত ত্রিশূল দ্বারা নিম্নে অসুরকে বিদ্ধ করেছেন,—দেবীর মাথায় জটাভার, তিনি যজ্ঞোপবীতের মত মুণ্ডমালা পরিহিতা এবং সর্পের কুচবন্ধ বা কাঁচুলি। চোল রাজত্বে এই মূর্তি খুব জনপ্রিয় হয়েছিল এবং বিভিন্ন মন্দির গাত্রে তাঞ্জোর জেলায় এই দেবীর মূর্তি অংকিত দেখা যায়।[১]

সিদ্ধেশ্বরী ও কামতারা : কালীর আর একটি সুপ্রসিদ্ধ মূর্তি সিদ্ধেশ্বরী। সিদ্ধেশ্বরী সিন্দুরবর্ণা, পীনোন্নত পয়োধরা, মাথায় জটা, রক্তপদ্মোপরিস্থিতা, চতুর্ভুজা, বামহস্তদ্বয়ে কর্ত্রী ও খর্পর, দক্ষিণহস্তদ্বয়ে বর ও অভয় মুদ্রাধারিণী।[২] কিন্তু বাঙ্গালাদেশে বহুস্থানেই কালীমূর্তি সিদ্ধেশ্বরী নামে পূজিতা হন। কালনায় সিদ্ধেশ্বরী ভীষণা কালীমূর্তি—এতদঞ্চলে জাগ্রত দেবী হিসাবে সুপ্রসিদ্ধা। তারার আর এক মূর্তি কামতারা। কামতারা ঘোরহাসিনী, চতুর্ভুজা,—চসক, পদ্ম, খড়্গ ও বরমুদ্রাধারিণী, ব্যাঘ্রচর্মপরিহিতা ও নাগহারশোভিতা।[৩]

---

১ The Cult of Sakti in Tamilnad, T. V. Mahalingam, Sakti Cult & Tara—pp. 25-26

২ কাঃ পুঃ—৭৮।২৭-২৮ ৩ তারা রহস্যম্—পৃঃ ১২

কমলাচণ্ডী : উত্তরবঙ্গে রায়গঞ্জ থানার কমলাচণ্ডী গ্রামে প্রতিবৎসর আশ্বিন মাসে কমলাচণ্ডীর মৃন্ময়ী মূর্তির পূজা হয়। প্রায় দুইশতাধিক বৎসরের প্রাচীন এই পূজায় পাঁঠা হাঁস পায়রা প্রভৃতি বলি দেওয়া হয়। কমলাচণ্ডীর নামে লক্ষ্মী ও চণ্ডীর একাত্মতা প্রতিষ্ঠিত।[১]

রাজবল্লভী : রাজবল্লভী নামে এক শক্তিদেবী বঙ্গদেশের কোন কোন গ্রামে প্রতিষ্ঠিতা আছেন এবং পূজিতা হন। হুগলী জেলার জাঙ্গিপাড়া গ্রামে ছয়ফুট উচ্চ রাজবল্লভী দেবীর মৃন্ময়ী মূর্তির পূজা হয়। দেবীর "বামহস্তে রুধিরপাত্র, দক্ষিণ হস্তে অসি এবং কণ্ঠে মুণ্ডমালা দেখিতে পাওয়া যায়। বস্ত্র পরিহিতা দেবী মহাকাল ভৈরবের বক্ষে দক্ষিণপদ এবং বিরূপাক্ষ শিবের মস্তকে বামপদ স্থাপন করিয়া দণ্ডায়মানা। শরৎকালের জোৎস্না প্রভার ন্যায় দেবীর বর্ণ।"[২] অনুরূপ রাজবল্লভী মূর্তির পূজা হয় হুগলী জেলার রাজবল্লভ হাট গ্রামে। এখানেও দেবী দীর্ঘাঙ্গী ও বলিষ্ঠ আকৃতির। দেবীর একটি বর্ণনা :—

মুণ্ডমালা বিভূষিতা ডান হস্তে ছুরি ধৃতা।
বাম করে সুপাত্রের শোভা—
পদ দৈত্য শিরে, শিব বক্ষে…।[৩]

"আঞ্চলিক বিশ্বাস, রাজবল্লভী হলেন দেবী দুর্গার বা শাস্ত্রীয় চণ্ডীর আকৃতি ভেদ বা শ্বেত কালী।" জাঙ্গিপাড়ার শারদীয়া সপ্তমী থেকে নবমী পর্যন্ত দেবীর বার্ষিক পূজা ও উৎসব হয়। নবমীতে ছাগ ও মহিষ বলি হয়। আদি দেব বিশ্বেশ্বরের বল্লভা রাজরাজেশ্বরীর মতই রাজবল্লভী দুর্গা কালী সরস্বতীর মিশ্রিত মূর্তি। রাজবলহাটে দেবীকে কুচো চিংড়ির ভোগ দেওয়া হয়, আরও বিচিত্র অনুষ্ঠান আছে। গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু অনুমান করেন, "এই দেবী আদিতে লৌকিক বা আর্যেতর জাতির উপাস্যা ছিলেন; পরে স্থানীয় ভূরিশ্রেষ্ঠের রাজা এঁকে স্বীকার করলে আর্য অনার্য মিশ্রিত কৃষ্টির এক অভিনব দেবী হয়ে যান—নাম হয় রাজবল্লভী।"[৪] তিনি এই দেবীকে আদিবাসীদের চণ্ডী (চাণ্ডী), এবং বৌদ্ধ পর্ণশবরী ও প্রজ্ঞাপারমিতার দ্বারা প্রভাবিতা বলে অনুমান করেছেন।[৫] কিন্তু এ বিষয়ে সতর্ক অনুসন্ধান ছাড়া সিদ্ধান্তে আসা সমীচীন বোধ হয় না।

মহুলা : মুর্শিদাবাদ জেলার গোলহাট গ্রামে মহুলাদেবীর শিলামূর্তি বর্তমান। দেবীর পূজার ধ্যান মন্ত্র—

সিংহস্থা শশিশেখরা মরকতপ্রেক্ষা চতুর্ভুজৈঃ।
শঙ্খং চক্রং ধনুঃ শরাংশ্চ দধতি নেত্রৈঃ ত্রিভিঃ শোভিতা ॥[৬]

---

১ পশ্চিমবঙ্গের পূজাপার্বণ ও মেলা, ১ম—পৃঃ ১০৩ ২ ঐ ২য়—পৃঃ ৬৩৮
৩ বাংলার লৌকিক দেবতা – গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু—পৃঃ ৭৮
৪ তদেব—পৃঃ ৭৭ ৫ বাংলার লৌকিক দেবতা—পৃঃ ৭৮-৭৯
৬ পশ্চিমবঙ্গের পূজাপার্বণ ও মেলা, ২য়—পৃঃ ১৮৮

সিংহবাহিনী চতুর্ভুজা শঙ্খচক্রধারিণী মহুলা দেবী বৈষ্ণবী শক্তি লক্ষ্মী ও দুর্গার মিশ্রিত মূর্তি।

যুগাদ্যা : বর্ধমান জেলার নানা স্থানে যুগাদ্যার পূজা করা হয়। কাটোয়ার নিকটবর্তী ক্ষীরগ্রামের যুগাদ্যা বা যোগাদ্যা অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। ক্ষীরগ্রামের পরই থাপুরের যোগাদ্যার প্রসিদ্ধি আছে। "এখানে দেবীর শিলা প্রতীক পূজা হয়, শিলাখণ্ডটি বেশ বড়, কতকটা গোলাকার তবে একটা দিক একটু চ্যাপ্টা। উন্মুক্ত স্থানে বিরাট গাছের তলায়, বাঁধানো উঁচু বেদীতে দেবী বিরাজ করেন। এই থাপুর ও এর নিকটস্থ দু'একটি পল্লীতে প্রাচীন গাছের তলায় যোগাদ্যার এই রকম শিলা প্রতীকের পূজা হয়। এক মাইলের মধ্যে অন্তত দশটি যোগাদ্যার পূজার স্থান এই অঞ্চলে দেখা যায়। কোন কোন স্থানে শিলাখণ্ড প্রতীকটিকে মুণ্ডাকৃতি করা হয়েছে এমনও দেখা যায়।"[১] ক্ষীর গ্রামের যোগাদ্যা কোষ্টিপাথরে নির্মিত একটি ক্ষুদ্র দশভুজা মহিষমর্দিনী মূর্তি। কিম্বদন্তী অনুসারে মহীরাবণের পূজিতা ভদ্রকালীকে মহীরাবণ বধের পর হনুমান মাথায় করে এনে ক্ষীরগ্রামে স্থাপন করেছিলেন।[২] ক্ষীরগ্রামের যোগাদ্যা ক্ষীর দীঘি নামে একটি পুষ্করিণীতে বারোমাস নিমজ্জিতা থাকেন। জ্যৈষ্ঠ সংক্রান্তিতে মহাপূজা হয়। ঐ দিন ছাড়াও ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ অভিষেকের সময়, আষাঢ়ী শুক্লা নবমীর রাত্রিতে, বিজয়া দশমীর রাত্রিতে, ১৫ই পৌষ রাত্রিতে এবং মাকরী সপ্তমীর রাত্রিতে গভীর রাত্রে দেবীমূর্তি ক্ষীরদীঘির জল থেকে তুলে বিশেষ বিশেষ উপচারে পূজা করা হয়।[৩] যুগাদ্যার বিশেষ পূজায় (৩০ শে বৈশাখ থেকে ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ পর্যন্ত) বহুতর আর্যেতর প্রক্রিয়া আচার অনুষ্ঠান পালিত হয়।[৪] গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু বলেন, "এই দেবী আদিতে আর্যেতর সমাজের কোন উপাস্যা ছিলেন পরে আর্যীকৃত হয়েছেন বা ব্রাহ্মণ সমাজে আর্য অনার্য সমন্বয়ের ফলে প্রবেশ করেছেন। এই যোগাদ্যার উপর বৌদ্ধ প্রভাবও দেখা যায়।"[৫] অধ্যাপক সত্যনারায়ণ মুখোপাধ্যায়ও যোগাদ্যার উৎসবের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করতে দ্রাবিড় জাতির অন্তর্গত খন্দ্ জাতির ধর্মার্চনার সঙ্গে সাদৃশ্য দেখিয়েছেন। যোগাদ্যার পূজায় ও উৎসবে আর্য এবং অনার্য সংস্কৃতির সংমিশ্রণের প্রতি তিনিও অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন।[৬] যোগাদ্যার উৎপত্তির ইতিহাস যাই থাক, তিনি ব্রাহ্মণ্যধর্মের অন্যতম প্রধান দেবতা মহাশক্তি মহিষমর্দিনী দুর্গারূপেই পূজিতা হচ্ছেন।

ভাণ্ডালী বা বনদুর্গা : ভাণ্ডালী বা বনদুর্গা উত্তরবঙ্গের আঞ্চলিক দেবতা। কুচবিহার জেলার সিতাই থানার অন্তর্গত পাটছাড়া গোপালপুর গ্রামে, জলপাই-

---

১ বাংলার লৌকিক দেবতা, গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু—পৃঃ ৬৬
২ বর্ধমান পরিচিতি, অনুকূলচন্দ্র সেন ও নারায়ণ চৌধুরী—পৃঃ ৩০৩
৩ শ্রী যোগাদ্যা বাণীপীঠ পত্রিকা, ক্ষীরগ্রামের প্রাচীন ঐতিহ্য প্রবন্ধ, ৭ম সংখ্যা দ্রষ্টব্য
৪ তদেব, ২য়—৫ম বর্ষ দ্রষ্টব্য ৫ বাংলার লৌকিক দেবতা—পৃঃ ৬৮
৬ শ্রী যোগাদ্যা বাণীপীঠ পত্রিকা ৪র্থ বর্ষ—৪র্থ সং দ্রষ্টব্য

গুড়ি জেলার ময়নাগুড়ি থানার অন্তর্গত পদমতী গ্রামে, ধূপগুড়ি থানার ভাণ্ডালী গ্রামে ভাণ্ডালী পূজা হয়। ভাণ্ডালী পূজা হয় বিজয়াদশমীর পর দিন অর্থাৎ একাদশীর দিন। দেবী ব্যাঘ্রোপরি আসীনা, ত্রিলোচনা, চতুর্ভুজা, চার হাতে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম, দেবীর দুপাশে লক্ষ্মী, সরস্বতী, গণেশ ও কার্তিক স্ব স্ব বাহনসহ উপস্থিত থাকেন। ভাণ্ডালীর ধ্যানমন্ত্র—

দেবীং দানবমাতরং নিজসদাঘূর্ণন্মহালোচনাম্।
দংষ্ট্রাভীমমুখী জটাত্রিবিলসন্মৌলীং কপালস্রজম্।
বন্দে লোকভয়ংকরীং ঘনরুচিং নাগেন্দ্রহারোজ্জ্বলাম্।
সর্পাবদ্ধনিতম্ববিম্ববিপুলাং বাণান্ধমুকিপ্রতীম্॥

ভয়ংকরদন্তযুক্তমুখ, মাথায় জটা, নরমুণ্ডের মালা পরিহিতা, মেঘের বর্ণবিশিষ্ট, ভয়ংকরী, সাপের হার, সাপের কোমরবন্ধ ব্যাঘ্রবাহিনী, শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারিণী ভাণ্ডালী বা বনদুর্গা দুর্গাকালীও বৈষ্ণবী শক্তির সম্মিলিত রূপ। কুচবিহার ও জলপাইগুড়ি জেলার গ্রামে গ্রামে ভাণ্ডালীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। কারো কারো মতে ভাণ্ডালী বা বনদুর্গা জলপাইগুড়ি ও কুচবিহার জেলার বনানী অঞ্চলের আদিবাসীদের উপাস্যা দেবী।[১] আদিবাসীদের দেবতা যদি হন ভাণ্ডালী তথাপি তিনি দুর্গা ও বৈষ্ণবীর মিলিত বিগ্রহ হিসাবে আদিবাসীদের দ্বারা গৃহীত ও পূজিত হচ্ছেন। কিম্বদন্তী এই যে, রাজা নহুষ ভাণ্ডালী পূজার প্রবর্তন করেছিলেন। কালিকা পুরাণ অনুসারে রুদ্রাণী দ্বিভুজা স্বর্ণগৌরাঙ্গী পদ্মচামরধারিণী ব্যাঘ্রচর্মাবৃতা পদ্মে উপবিষ্টা।[২]

জয়দুর্গা : দেবী দুর্গার আর এক রূপ জয়দুর্গা। তন্ত্রসারে জয়দুর্গা দশাক্ষরী বিদ্যা। জয়দুর্গার ধ্যান—

কালাভ্রাভাং কটাক্ষৈররিকুলভয়দাং মৌলিবদ্ধেন্দুরেখাং
শঙ্খংচক্রং কৃপাণং ত্রিশিখমপি করৈরুদ্বহন্তীং ত্রিনেত্রাম্।
সিংহস্কন্ধাধিরূঢ়াং ত্রিভুবনমখিলং তেজসা পূরয়ন্তীং
ধ্যায়েদ্দুর্গাং জয়াখ্যাং ত্রিদশপরিবৃতাং সেবিতাং সিদ্ধিকামৈঃ॥[৩]

—প্রলয়কালীন মেঘের মত বর্ণ, কটাক্ষের দ্বারা শত্রুকুলের ভীতি উৎপাদনকারিণী, মস্তকে চন্দ্রকলাভূষিতা, হস্তে শঙ্খচক্র খড়্গ ত্রিশূলধারিণী ত্রিনয়না, সিংহস্কন্ধে আসীনা, দেবগণপরিবেষ্টিতা, সিদ্ধিকামী ব্যক্তিদের দ্বারা সেবিতা জয়দুর্গার ধ্যান করবে।

জয়দুর্গার গাত্রবর্ণ ঘনমেঘের মত, দেবী চতুর্ভুজা, ত্রিনয়না ও সিংহারূঢ়া। সিংহবাহিনী দুর্গা ও মহামেঘপ্রভা শ্যামা কালীর সংমিশ্রণে জয়দুর্গার মূর্তি কল্পিত হয়েছে।

১ পশ্চিমবঙ্গের পূজাপার্বন ও মেলা, ১ম—পৃঃ ১৯২, ২২১, ২২৪, ২২৮
২ কাঃ পুঃ – ৬১।৪৫-৪৬ ৩ তন্ত্রসার—পৃঃ ১৯২

ওলা দেবী : সর্পবিষের দেবী মনসা, বসন্ত রোগের দেবী শীতলার সাদৃশ্যে ওলাউঠা বা কলেরার দেবী হিসাবে ওলা দেবীর পরিকল্পনা। ওলা দেবীকে ওলাই চণ্ডীও বলা হয়। মুসলমান সংস্কৃতির প্রভাবে তিনি হয়েছেন ওলা বিবি, গ্রাম্য নাম বিবি মা। স্থান বিশেষে ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণ নারী পুরুষ এমন কি মুসলমান ফকিররাও ওলা দেবী বা ওলা বিবির পূজা করে থাকেন। ওলা দেবীকে সাধারণতঃ লৌকিক দেবী হিসাবে গ্রহণ করা হয়। দক্ষিণ ভারতের মারাম্মা, আনকাম্মা ও উড়িষ্যার যোগিনী দেবী (কলেরা দেবী) হিসাবে পূজিতা হন। এঁদের পূজা পদ্ধতি ও ওলা দেবীর পূজা পদ্ধতির সাদৃশ্য আছে। বাঙ্গলার পল্লীতেবৃক্ষতলে ছয় ভগিনীর সঙ্গে ওলা বিবির অবস্থান। এই সাত ভগিনীকে একত্রে সাতবিবি বলা হয়। এই সাতবিবির নাম ওলা বিবি, আসান বিবি, ঝোলা বিবি, আজগৈ বিবি, চাঁদ বিবি, বাহড় বিবি ও ঝেটুনে বিবি।[১] যেহেতু কলেরা রোগের প্রকোপ থেকে বাঁচার জন্য লৌকিক বিশ্বাস থেকে জন্ম সেইজন্য ওলা দেবী অবশ্যই লৌকিক দেবী। ওলা দেবীর কোথাও মূর্তি পূজা হয়, কোথাও প্রস্তরখণ্ড তাঁর প্রতীকরূপে পূজিত হয়। কলিকাতার বেলগাছিয়ায় প্রসিদ্ধ ওলাই চণ্ডীর মন্দিরে দেবী প্রস্তরখণ্ডের প্রতীকে পূজিতা হন।[২] চব্বিশ পরগণার কাকদ্বীপের নিকটবর্তী করগুলি গ্রামে খড়ের চালাঘরে সাতটি ছোট ছোট মাটির ঢিবির (সমাধি চিহ্ন) সামনে তিনটি মাতৃমূর্তি, রঙিন পুতুল ওলাদেবীরূপে পূজিতা হন।[৩] কিন্তু ওলাদেবীর পূর্ণাবয়ব মূর্তিও পূজিত হয়। ওলাই চণ্ডীর মূর্তি লক্ষ্মী সরস্বতীর আদর্শে নির্মিত—ঘন হলুদের রঙ, টানা টানা চোখ, কখনও কখনও তিন চোখ, নানা অলংকারে ভূষিতা, মাথায় মুকুট, কখনও কখনও আলুলায়িত কুন্তলা, কখনও দণ্ডায়মানা কখনও শিশু ক্রোড়ে উপবিষ্টা। মুসলমান অঞ্চলে ওলা দেবী মুসলমান কিশোরীর আকৃতি বিশিষ্টা—মুসলমানী পোষাক পরিহিতা।[৪] নবদ্বীপে প্রসিদ্ধ ওলাদেবীতলায় ওলাদেবীরূপে পূজিতা হন দক্ষিণাকালী।

ওলাদেবী লৌকিক বিশ্বাস থেকে জাতা লৌকিক দেবতা হলেও এঁকে অনার্য দেবতা বলা কতটা সঙ্গত তা বিচার্য। প্রস্তর প্রতীকে পূজা করলেই অনার্য দেবতা বলা চলে না, ওলাদেবীর পরিকল্পনায় যে চণ্ডী-মনসা-শীতলার প্রভাব আছে তা অস্বীকার করা যায় না। ওলাই চণ্ডী নামেই চণ্ডীর সঙ্গে এঁর অভিন্নতা প্রতিপাদিত। দেবীর গাত্রবর্ণ চণ্ডী-দুর্গাও লক্ষ্মীর সদৃশ। চণ্ডীর সঙ্গে কালীর অভিন্নতা হেতুই কালী ওলাদেবী নামে পূজিতা। অনেকের মতে সপ্তভগিনীর পরিকল্পনা পুরাণের সপ্তমাতৃকার রূপান্তর। চণ্ডীর উপাখ্যানে শুম্ভাসুরের সঙ্গে যুদ্ধকালে ব্রহ্মা শিব কার্তিকের বিষ্ণু ও ইন্দ্রের শক্তি দেবী

---

১ বাংলার লৌকিক দেবতা—গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু. ১ম সং পৃঃ ১৮৫-১৮৬

২ তদেব পৃ. ১৮৭

৩ পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি—বিনয় ঘোষ. ১ম সং পৃঃ ৬৩৫

৪ বাংলার লৌকিক দেবতা – পৃঃ ২৫

চণ্ডীকে সহায়তা করেছিলেন। ব্রহ্মার শক্তি ব্রহ্মাণী, শিব-শক্তি মাহেশ্বরী, কুমার কার্তিকের শক্তি কৌমারী, বিষ্ণুর শক্তি বৈষ্ণবী, বারাহী ও নারসিংহী এবং ইন্দ্রের শক্তি ঐন্দ্রী চণ্ডীকে সহায়তা করতে অগ্রসর হয়েছিলেন।[১] দেবগণের শক্তিগণ সপ্তমাতৃকা নামে প্রসিদ্ধা। যদিও কোন কোন পণ্ডিতের মতে সাত বনবিবি[২] হলেও ওলাদেবী ও ছয় ভগিনী সপ্তমাতৃকার রূপান্তর কি অসম্ভব? ওলাদেবীর উপবিষ্ট মূর্তির কোলে শিশু গণেশজননী পার্বতী, শিশু ক্রোড়া ষষ্ঠী ও মনসার প্রভাব নিশ্চয়ই।

গণেশ জননী ঃ গণেশজননী পার্বতীর মূর্তি গড়ে পূজাও কোথাও কোথাও দেখা যায়। নদীয়া জেলার চাকদহে প্রতি বৎসর মাঘীপূর্ণিমায় গণেশ জননীর সার্বজনীন পূজা অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় দুই শত বৎসর এই পূজা প্রচলিত রয়েছে। দেবী গৌরবর্ণা, ত্রিনয়না এবং ত্রিভুজা। ডান হাতে কার্তিক, কোলে গণেশ, বামে সরস্বতী, দক্ষিণে লক্ষ্মী। দেবীর বাহন একজোড়া সিংহ।[২] নবদ্বীপে রাসের সময়ে গণেশ জননীর পূজা হয়। এখানে বৃষপৃষ্ঠে শিব ও সিংহপৃষ্ঠে পার্বতী উপবিষ্টা থাকেন। দেবীর কোলে গণেশ থাকেন, অথবা গণেশ মাতৃক্রোড়ে আরোহণোদ্যত অবস্থায় নির্মিত।

দেবী গোষ্ঠ ঃ নবদ্বীপে রাসের সময় দেবী গোষ্ঠ দুটি মাত্র নির্মিত ও পূজিত হয়। দশভুজা দুর্গা অথবা কালী কৃষ্ণকে কোলে নিয়ে স্বয়ং গোচারণ করছেন। সঙ্গে থাকেন ব্রজের গোপ বালকগণ ও ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণ। কৃষ্ণের গোচারণ-লীলার অনুকরণে শাক্ত ও বৈষ্ণবের মিলনসেতুরূপে প্রতিমাটি নির্মিত হয়।

দেবীর আরও বিচিত্ররূপ ঃ শক্তিদেবতার আরও কত বৈচিত্র্যময় মূর্তি কল্পিত ও পূজিত হয়ে থাকে তার যথার্থ হিসাব দেওয়া দুঃসাধ্য। শূলিনী দুর্গা, বিশ্বজননী, সমস্তজননী, নবদুর্গা প্রভৃতি দুর্গারই কত রূপভেদ! বিশ্বজননী ও সমস্তজননী সরস্বতী ও শিবানীর মিলিত মূর্তি। বিশ্বজননী ত্রিনয়না চতুর্ভুজা জপমালা পাশ অংকুশ ও অক্ষমালা ধরিণী।[৩] আর সমস্তজননী স্ফটিকের অক্ষমালা, ধনু, স্মরের পঞ্চবাণ ও বিদ্যাহস্তা চতুর্ভুজা।[৪] গৌরী প্রভাতসূর্যের বর্ণময়ী দ্বিভুজা, দ্বিনেত্রা, পদ্মহস্তা, অথবা পার্শ, অংকুশ, অভয় ও বরমুদ্রা-ধারিণী চতুর্ভুজা। তন্ত্রে দেবীর আরও বহুবিচিত্র মূর্তি আছে। ত্বরিতা, ত্রিকণ্টকী, বজ্রপ্রস্তারিণী, ত্রিপুটী, অশ্বারূঢ়া, পদ্মাবতী, যামবতী, আনন্দভৈরবী প্রভৃতি কত কত রূপবৈচিত্র্য! তন্ত্রশাস্ত্রে ষোড়শ নিত্যবিদ্যা আছেন—কামেশ্বরী, নিত্যক্লিন্না বহ্নিবাসিনী, মেরুদণ্ডা, ত্বরিতা, কুলসুন্দরী অচিন্ত্যবৈভবা, নিত্যানিত্যা, নীলপতাকা, বিজয়া, ভগমালিনী, ললিতা, সর্বমঙ্গলা, জ্বালামালিনী, চিত্রা ও তারা[৫] আরও আছেন ষড়্‌বিদ্যার অন্তর্গত অমৃতেশ্বরী, ত্রিপুটবিদ্যা, মাতঙ্গেশ্বরী

---

১ চণ্ডী—৮।১২·২১ ২ বাংলার লৌকিক দেবতা প, ১৮৬
৩ সাঃ তিঃ—৪।৪৯ ৪ সাঃ তিঃ—৬।৫৭ ৫ তন্ত্ররাজতন্ত্র

প্রভৃতি।[১] বাহুল্যভয়ে এই সব মূর্তির বিবরণ দিলাম না। এই সব শক্তি দেবী লক্ষ্মী-সরস্বতী ও দুর্গা-কালীর মিশ্রিত রূপ। বগলা ও কালিকার স্তোত্রে এই মিশ্রণের আভাস সুস্পষ্ট। বগলার শতনাম স্তোত্রে বগলা বাগ্‌বাদিনী, বিদ্যা, বেদরূপা, বেদজ্ঞ, বেদমাতা।[২] কালিকার শতনাম স্তোত্রে কালিকা মহাবিদ্যা মন্ত্রবিদ্যা, উপবিদ্যা স্বরূপিণী।[৩] ভৈরবীর শতনাম স্তোত্রে ভৈরবী বেদান্তরূপিণী বিদ্যা বেদরূপা।[৪] তারার নাম কৃষ্ণানীল সরস্বতী।[৫] তারার স্তোত্রপাঠে বিদ্যার্থী বিদ্যা লাভ করে—বিদ্যার্থী লভতে বিদ্যাং তর্কব্যাকরণাদিকাম্।[৬] দেবীর দুই সখী জয়া ও বিজয়া দেবীর অংশভূতা—এঁদেরও রূপ কল্পনা একই পদ্ধতিতে। জয়া তপ্তকাঞ্চনবর্ণা দ্বিভূজা, বিজয়া দলিতাঞ্জনবর্ণা দ্বিভুজা, গানযন্ত্রধারিণী। একজন গৌরীর সগোত্রা, আর একজন কালীর সগোত্রা।

আরও কত শক্তি দেবতা রয়েছেন বিচিত্রভাবে, বিচিত্র রূপে! মহাশক্তির অষ্টযোগিনী, চতুঃষষ্টিযোগিনী এবং কোটিযোগিনীর উল্লেখ ও নাম পুরাণে তন্ত্রে পাওয়া যায়। তাছাড়া আছেন পীঠস্থানের অধিষ্ঠাত্রী শক্তি দেবতা। অর্বাচীন পৌরাণিক কাহিনী অনুসারে দক্ষযজ্ঞে দেহত্যাগের পরে সতীদেহ বিষ্ণুচক্রে খণ্ড খণ্ড হয়ে বহুসংখ্যক শক্তিপীঠের সৃষ্টি হয়েছিল।

শক্তিপীঠের উদ্ভব

সতীদেহং মহাদেবশিরঃস্থং ভীতভীতবৎ।
সুদর্শনেন চক্রেণ চিচ্ছেদ খণ্ডশঃশনৈঃ॥
যদা নিক্ষিপ্যতে পাদং ধরণৌ স মহেশ্বরঃ।
তস্যৈব যৌগপদ্যেন ক্ষিপ্রংশ্চক্রংচর্কত সঃ॥
চক্রেণ বিষ্ণুনা ছিন্না দেব্যা অবয়বাস্তুতে।
নিপেতুর্ধরণৌ বিপ্র সা পুণ্যতরা ক্ষিতিঃ॥
ক্বচিৎ পাদৌ ক্বচিজ্জঙ্ঘে ক্বচিজ্জিহ্বা ক্বচিন্মুখম্।
ক্বচিৎ স্তনৌ ক্বচিদ্বক্ষঃ ক্বচিদ্বাহু ক্বচিৎ করৌ।
ক্বচিৎ পার্শ্বে ক্বচিদ্ যোনিঃ পপাত শিবমস্তকাৎ॥
যত্র যত্র সতীদেহভাগাঃ পেতুঃ সুদর্শনাৎ।
তে তু দেশা ধরাভাগা মহাভাগাঃ কিলাভবন্॥
তে তু পুণ্যতমা দেশা নিত্যং দেব্যা হ্যধিষ্ঠিতাঃ।
সিদ্ধপীঠাঃ সমাখ্যাতা দেবানামপি দুর্লভাঃ॥
মহাতীর্থানি তান্যাসন্ মুক্তিক্ষেত্রাণি ভূতলে।[৭]

---

১ তন্ত্ররাজতন্ত্র ২০-২১ পটল ২ কালীবিলাস তন্ত্র—১৬ পটল
৩ কালীবিলাস তন্ত্র—৫ম পটল ৪ কালীবিলাস তন্ত্র—১৩ পটল
৫ প্রাণতোষিণীতন্ত্র (বসুমতী) ৭।৩—পৃঃ ৫২২-২৩
৬ প্রাণতোষিণী তন্ত্র (বসুমতী)—পৃ. ৫২৩ ৭ বৃহদ্ধর্মপুঃ, মধ্য—১০।২৯-৩৪

—বিষ্ণু কিঞ্চিৎ ভীত হয়ে মহাদেবের মস্তকস্থিত সতীদেহ ধীরে ধীরে খণ্ড খণ্ড করে ছিন্ন করলেন। যখন মহেশ্বর ভূমিতে পাদনিক্ষেপ করতে লাগলেন, বিষ্ণুও তৎক্ষণাৎ চক্র নিক্ষেপ করে ছেদন করতে লাগলেন। বিষ্ণুর চক্রের দ্বারা ছিন্ন দেবীর অঙ্গ সমূহ ধরণীতে পতিত হতে লাগলো। হে বিপ্র, সেই স্থান পুণ্যতর হয়েছিল। কোথাও পদদ্বয়, কোথাও জঙ্ঘাদ্বয়, কোথাও জিহ্বা, কোথাও মুখ, কোথাও স্তনদ্বয়, কোথাও বক্ষ, কোথাও বাহুদ্বয়, কোথাও করদ্বয়, কোথাও যোনি শিবমস্তক থেকে পতিত হয়েছে। যেখানে যেখানে সতীর দেহের অংশ সুদর্শন চক্র থেকে পতিত হয়েছিল, পৃথিবীর সেই সেই স্থান মহাপুণ্যস্থান হয়েছিল। সেই সেই পুণ্যতম স্থানে দেবী নিত্য অধিষ্ঠিত থাকেন, সেই সেই স্থানে দেবতাদেরও দুর্লভ সিদ্ধপীঠ নামে খ্যাত হয়ে পৃথিবীতে মুক্তিক্ষেত্ররূপে মহাতীর্থ হয়েছিল।

কালিকাপুরাণে দেবীর অঙ্গ ছিন্ন হয়েছিল বিষ্ণুচক্রে নয়, যোগমায়ার প্রভাবে। মহাদেব বলছেন—

তস্যাস্বঙ্গানি পর্য্যায়াৎ পতিতানি যতো যতঃ।
তত্তৎ পুণ্যতমং জাতং যোগনিদ্রাপ্রভাবতঃ॥[১]

—তাঁর অঙ্গসমূহ পর্যায়ক্রমে যোগমায়ার প্রভাবে যেখানে যেখানে পতিত হয়েছিল সেই সেই স্থান পুণ্যতম হয়েছিল।

কালিকাপুরাণ রচনার সময়েও বিষ্ণুচক্রে সতীদেহ ছিন্ন হওয়ার কাহিনীর উদ্ভব হয়নি। যাই হোক সারা ভারতবর্ষে বিভিন্ন স্থানে বহুসংখ্যক শক্তিপীঠ রয়েছে। কতকগুলি মহাপীঠ কতকগুলি উপপীঠ নামে পরিচিত। প্রতিটি পীঠের অধিষ্ঠাত্রী এক একজন শক্তিদেবী রয়েছেন। কোথাও কোথাও বিভিন্ন আকারের প্রস্তরখণ্ড, কোথাও প্রস্তরময়ী বিগ্রহ পীঠাধিষ্ঠাত্রী দেবতা হিসাবে পূজিতা হন। পশ্চিমবঙ্গেই অনেকগুলি পীঠস্থান অবস্থিত। বীরভূম জেলার লাভপুরে (দেবীর অধরোষ্ঠ পতন স্থান) কচ্ছপাকৃতি সিন্দুরলিপ্ত বৃহৎ শিলাখণ্ড-রূপে বিরাজ করছেন দেবী ফুল্লরা বা অট্টহাস।[২] বীরভূমেই তারাপীঠে দ্বিভুজা সর্পযজ্ঞোপবীতিনী পুত্ররূপী শিবকে ক্রোড়ে নিয়ে দণ্ডায়মানা তারা,[৩] নলহাটিতে সম্পূর্ণ সিন্দুরলিপ্ত অর্ধচন্দ্রাকৃতি একটি বৃহৎ প্রস্তরখণ্ডে নাসিকা সহ তিনটি স্বর্ণ-নির্মিত চক্ষু সংযোজিতা ললাটেশ্বরী অবস্থান করেন।[৪] হাওড়া জেলার আমতায় দেবীর পায়ের মালাই চাকি (হাঁটুর উপরের অংশ) পতনস্থানে স্বর্ণনির্মিত মুখ-মণ্ডল মালাইচণ্ডী নামে খ্যাতা।[৫] মুর্শিদাবাদ জেলার নবগ্রাম থানার অন্তর্গত দেবীর কিরীটের পতনস্থান কিরীটেশ্বরী মহাপীঠে একটি উচ্চ বেদীর উপর আর একটি ক্ষুদ্র বেদী কিরীটেশ্বরী রূপে পূজিতা হন।[৬] বাঁকুড়া জেলার উত্তর বাড় গ্রামে শিলায় ক্ষোদিত দশভুজা মূর্তি ঝগড়াভঞ্জিনী দেবী নামে পূজিতা হন।[৭]

---

১ কাঃ পু—৬২।৫৬ ২ পশ্চিমবঙ্গের পূজাপার্বণ ও মেলা, ৪র্থ—পৃঃ ২৯৬
৩ পশ্চিমবঙ্গের পূজাপার্বণ ও মেলা, ৪র্থ—পৃঃ ৩২৭ ৪ তদেব, ৪র্থ—পৃঃ ৩০২
৫ তদেব, ২য়—পৃঃ ৪৯৫ ৬ পশ্চিমবঙ্গের পূজাপার্বণ ও মেলা; ২য়—পৃঃ ৮৭
৭ তদেব, ৪র্থ—পৃঃ ১৮৭

কলিকাতায় মহাপীঠ কালিঘাটে মহাকালী, কামরূপে যোনিপীঠে প্রস্তরখণ্ডরূপিণী কামাখ্যা দেবী, বেলুচিস্তানে হিঙ্গুলাপীঠে হিঙ্গুলা, হিমাচল প্রদেশে দেবীর জিহ্বা পতনস্থানে অগ্নিময়ী জ্বালামুখী, উত্তরপ্রদেশে নৈনিতালে দেবীর নয়ন পতনস্থানে নয়না দেবী প্রভৃতি আজও মহাশক্তির প্রকাশ হিসাবে ভক্ততীর্থযাত্রীর ভক্তি শ্রদ্ধা আকর্ষণ করছেন। বাঁকুড়া বিষ্ণুপুরের রাজবাড়ীতে মহামারীর অধিষ্ঠাত্রী, দেবী খচ্চরবাহিনী নামে দুর্গার মৃন্ময়ী মূর্তি অধিষ্ঠিতা, শারদীয়া মহানবমীতে এঁর বিশেষ পূজা হয়।[১] হিমালয়ের দুর্গম প্রদেশে সিহাই দেবী, নন্দা দেবী, কাসার দেবী, কাশ্মীরে ক্ষীরভবানী, সারদা দেবী, জম্মুর বৈষ্ণো দেবী থেকে সুরু করে কন্যাকুমারী পর্যন্ত বিচিত্র নামে শক্তিদেবতার প্রতীক শিলা বা বৈচিত্র্যময় বিগ্রহ সারা ভারতবর্ষে পূজিতা হচ্ছেন যুগ যুগ ধরে। এই সকল দেবীর কোন কোনটি সম্ভবতঃ স্থানীয় গ্রাম্য দেবতা শক্তিদেবতার মহাসাগরে সম্মিলিতা, নয়ত পৌরাণিক দুর্গাকালীর রূপভেদ হিসাবে স্থানীয় ভাবুক সাধক শিল্পীর দ্বারা পরিকল্পিতা হয়ে একই মহাশক্তির সঙ্গে একীভূতা হয়ে পৌরাণিক দেবতার মর্যাদা লাভ করেছেন। কোন কোন দেবতা হয়ত আর্যেতর কৃষ্টির অন্তর্গত ছিলেন, কেউ হয়ত বা জৈন বা বৌদ্ধ দেবতা গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, কিন্তু আজ আর এদের আদিম অবস্থা নির্ণয় করা সহজসাধ্য নয়। জৈনধর্মে অজ্জা এবং কোট্টকিরিয়া নামে দুই শক্তি দেবী আছেন। এঁদের দেবী দুর্গার ভিন্নমূর্তি বলা হয়। জৈন আচারাঙ্গ চূর্ণী গ্রন্থে চণ্ডিয়া বা চণ্ডিকার জাগ বা পূজার উল্লেখ আছে।[২]

দেবী ভাগবতে বহু শক্তিপীঠ ও পীঠাধিষ্ঠাত্রী দেবতার উল্লেখ রয়েছে। যেমন বারাণসীতে বিশালাক্ষী, ক্ষেত্রে গৌরীসুখবাসিনী, নৈমিষারণ্যে লিঙ্গধারিণী, প্রয়াগে ললিতা, কান্যকুব্জে গৌরী, মলয়পর্বতে রম্ভা, হিমালয়ে নন্দা, গোকর্ণে ভদ্রকর্ণিকা, স্থানেশ্বরে ভবানী, রুদ্রকোটিতে রুদ্রাণী, গঙ্গাদ্বারে রতিপ্রিয়া, দ্বারাবতীতে রুক্মিণী, বৃন্দাবনে রাধা, বিন্ধ্যে বিন্ধ্যবাসিনী, মথুরায় দেবকী, বৈদ্যনাথে আরোগ্যা, সোমেশ্বরে বরারোহা; প্রভাসে পুষ্করাবতী, জলন্ধরে বিধুমুখী, কাশ্মীর মণ্ডলে মেধা প্রভৃতি। উড়িষ্যায় জগন্নাথ ক্ষেত্রে বিমলা দেবী পীঠদেবী রূপে পূজিত হন। প্রাণতোষিণী তন্ত্রে দেখা যায় যে উৎকলে সতীর নাভিদেশ পতিত হয়েছিল—

উৎকলে নাভিদেশশ্চ বিরাজক্ষেত্রমুচ্যতে।
বিমলা সা মহাদেবী জগন্নাথস্তু ভৈরবঃ॥

মৎস্যপুরাণের ত্রয়োদশ অধ্যায়ে বহু পীঠ পীঠস্থ শক্তিদেবতার উল্লেখ রয়েছে। সমগ্র ভারতে শক্তিদেবতার বৈচিত্র্য ও সংখ্যার অন্ত নেই।

---

১ পশ্চিমবঙ্গের পূজা পার্বণ ও মেলা ৪র্থ—পৃঃ ১৭৮

২ শারদীয়া বর্ধমান, ১৩৮৪—পৃঃ ১০৪, জৈনগণের লৌকিক দেবদেবী প্রবন্ধ, ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল

বাশুলী

বাঙ্গালা দেশে বাশুলী বা বিশালাক্ষী নামে এক প্রসিদ্ধ শক্তি দেবী আছেন। কবি মুকুন্দ মিশ্র প্রণীত বাশুলীমঙ্গল কাব্যে (১৫০৭ অথবা ১৫৭৭ খ্রীষ্টাব্দ) বাশুলী বা বিশাললোচনীর মাহাত্ম্য কীর্তিত হয়েছে।[১] এই কাব্যে বাশুলী বা বিশাললোচনী হিমালয়নন্দিনী উমাপার্বতী এবং মার্কণ্ডেয়পুরাণের দেবতেজঃ-সম্ভূতা চণ্ডীর সঙ্গে অভিন্না। দেবী বাশুলী যখন ধূসদত্তের কাছে স্বরূপ প্রকাশ করেছিলেন তখনকার দেবীর বর্ণনা—

চামুণ্ডা নৃমুণ্ডমালা ধৃত রুধিরাম্বরধরা
সরক্ত কর্পর কাতি হাথে।
শোণিত সিন্ধুর জলে কল্পবৃক্ষের মূলে
নরপ্রেতাসনে ভগবতী।[২]

গুণদত্ত বাশুলীর স্তুতি প্রসংগে বলেছে—

রণমুখী রুচি দুর্গা রুধিরাকাঙ্ক্ষিণী।
শরদিন্দুমুখী জয়া চকোরনয়ানী॥
হরের ডমরু মাঝা মৃগত্রিলোকিনী।
আতঙ্করহিতমনা কঙ্কালমালিনী॥[৩]

রুক্মিণী চণ্ডী বাশুলীর স্তুতি করতে গিয়ে বলেছে—

দ্রুহিণ-গৃহিণী তুমি বচন দেবতা।
কমলানিলয় তুমি হরের বনিতা॥
পর্বতনন্দিনী তুমি হর সহচরী।
কি বলিতে পারি আমি তোমার কিঙ্করী॥[৪]

বাশুলীমঙ্গল কাব্যে কবিচন্দ্র মুকুন্দ মিশ্র মার্কণ্ডেয় পুরাণের চণ্ডীর উপাখ্যান এবং ধনপতি সদাগরের কাহিনীর আদর্শে রচিত ধূসদত্তের লৌকিক কাহিনী একত্র সন্নিবেশিত করেছেন। এই কাব্যে দেবী বাশুলী বা বিশাললোচনা চণ্ডী চামুণ্ডা কালীর সঙ্গে অভিন্না। ইনিই তন্ত্রের বিশালাক্ষী। তন্ত্রসারে বিশালাক্ষীর ধ্যানমন্ত্র—

ধ্যায়েদ্দেবীং বিশালাক্ষীং তপ্তজাম্বূনদপ্রভাম্।
দ্বিভুজামম্বিকাং চণ্ডাং খড়্গখেটকধারিণীম্॥
নানালংকারসুভগাং রক্তাম্বরধরাং শুভাং।
সদাষোড়শবর্ষীয়াং প্রসন্নাস্যাং ত্রিলোচনাম্॥

---

১ বাশুলীমঙ্গল, (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ)—পৃঃ ১৫৮
২ তদেব—পৃঃ ১৫৭ ৩ তদেব—পৃঃ ১০০ ৪ তদেব

মুণ্ডমালাবলী রম্যাং পীনোন্নতপয়োধরাম্ ।
শবোপরি মহাদেবীং জটামুকুটমণ্ডিতাম্ ॥
শত্রুক্ষয়করীং দেবীং সাধকাভীষ্টদায়িকাম্ ।
সর্বসৌভাগ্যজননীং মহাসম্পৎপ্রদাং স্মরেৎ ॥[১]

এই বর্ণনায় বিশালাক্ষী দেবী তপ্তকাঞ্চনবর্ণা, দ্বিভুজা, উগ্রা, খড়্গ ও খেটক-হস্তা রক্তবসনা, ষোড়শবর্ষীয়া, মুণ্ডমালাভূষিতা, জটামুকুটশোভিতা, শবোপরি অবস্থিতা, সর্বসৌভাগ্য ও সম্পদদাত্রী । ধর্মপূজাবিধানে বিশালাক্ষীর তিন রূপ—প্রাতঃকালে কুমারী, মধ্যাহ্নে প্রৌঢ়া এবং সন্ধ্যায় বৃদ্ধা ।[২] সন্ধ্যাবন্দনায় গায়ত্রীর ত্রিপেরক্ন সদৃশ বিশালাক্ষীর তিন রূপ । বিশালাক্ষীর প্রণাম মন্ত্র—

বিশালবদনা দেবী বিশালনয়নোজ্জ্বলে ।
দৈত্যমাংসস্পৃহে দেবী বিশালাক্ষী নমোঽস্তুতে ॥[৩]

কিন্তু ধর্মপূজা বিধানে বাশুলীর পৃথক মন্ত্র উল্লিখিত হয়েছে । এখানে বাশুলী ও বাগেশ্বরী দুইই ধর্ম ঠাকুরের আবরণ দেবতা এবং বাশুলী মঙ্গলচণ্ডীর সঙ্গে অভিন্না । ধর্মপূজাবিধানে বাশুলীর ধ্যান—

আয়াতা স্বর্গলোকাদিহ ভুবনতলে কুণ্ডলে কর্ণপূরে
সিন্দুরাভাব প্রবিকটদশনা মুণ্ডমালা চ কণ্ঠে ।
ক্রীড়ার্থে হাস্যযুক্তা পদযুগকমলে নূপুরং বাদয়ন্তী
কৃত্বা হস্তে চ খড়্গং পিব পিব রুধিরং বাশুলী পাতু সা নঃ ।
আবাহয়ামি তাং দেবীং শুভাং মঙ্গলচণ্ডিকাং
সরিত্তীরে সমুৎপন্নাং সূর্যকোটিসমপ্রভাম্ ॥
রক্তবস্ত্রপরীধানাং নানালংকারভূষিতাম্ ।
অষ্টতণ্ডুলদূর্বাক্তাং অর্চেন্মঙ্গলকারিণীম্ ॥
অসিদ্ধসাধিনীং দেবীং কালীং কিল্বিষনাশিনীম্ ।
আগচ্ছ চণ্ডিকে দেবি সান্নিধ্যমিহ কল্পয় ॥[৪]

—হে দেবী কর্ণদ্বয়ে কুণ্ডলসহ স্বর্গলোক থেকে পৃথিবীতে এস, তোমার গাত্রবর্ণ সিন্দুরতুল্য, বিকটদন্ত, গলায় মুণ্ডমালা, ক্রীড়ার নিমিত্ত হাস্যমুখ, পদদ্বয়ে নূপুর বাদনরতা, হাতে খড়্গ নিয়ে রক্ত পান কর, আমাদের রক্ষা কর । শুভকরী মঙ্গলচণ্ডীকা দেবীকে আহ্বান করি, নদীতীরে জাতা, কোটি সূর্যতুল্য প্রভাযুক্তা, রক্তবস্ত্র পরিহিতা, নানা অলংকারভুষিতা অষ্টতণ্ডুলদূর্বাসহ, অসিদ্ধসাধনকারিণী পাপনাশিনী মঙ্গলকারিণীকে অর্চনা করবে । হে দেবি চণ্ডীকে এস, নিকটে অবস্থান কর ।

---

১ তন্ত্রসার—পৃঃ ৬১২ ২ ধর্মপূজা বিধান (সাঃ পঃ)—পৃঃ ৪৭
৩ ধর্মপূজা বিধান (সাঃ পঃ)—পৃঃ ৯৭ ৪ ধর্মপূজা বিধান (সাঃ পঃ)—পৃঃ ১০২-৩

এই মন্ত্রে কালী, মঙ্গলচণ্ডী ও বাশুলীর একত্ব প্রতিপাদিত। প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব কবি চণ্ডীদাস বাশুলীর উপাসক ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কবি বড়ু চণ্ডীদাস যে বাশুলীপূজক ছিলেন, তা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে বারংবার উল্লেখ থেকে জানা যায়—

গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগতী।[১]
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস।[২]
বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস।[৩]

চণ্ডীদাসের নামে প্রচলিত একটি পদে নান্নুরে বাসলী বা বাশুলী দেবীর উপাসক সহজিয়া সাধক চণ্ডীদাসের পরিচয় মেলে—

নিত্যের আদেশে বাশুলী চলিল
সহজ জানাবার তরে।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে নান্নুর গ্রামেতে
প্রবেশ যাইয়া করে॥
বাশুলী আসিয়া চাপড় মারিয়া
চণ্ডীদাসে কিছু কয়।

কিন্তু বীরভূম জেলার নান্নুরে অবস্থিত চণ্ডীদাসের দ্বারা পূজিত বলে প্রসিদ্ধ বাশুলীর মূর্তি পূর্বোল্লিখিত ধ্যানমূর্তির অনুরূপ নয়। নান্নুরের "বিশালাক্ষী মূর্তিটি কৃষ্ণপ্রস্তরে খোদিত, বাগ্দেবীর মূর্তির অনুরূপ। মূর্তির একহস্তে জপমালা, এক হস্তে গ্রন্থ এবং অপর দুই হস্ত দ্বারা ধৃত বীণা...।"

দেবীর ধ্যান—

ধ্যায়েদ্দেবীং বিশালাক্ষীং শরদিন্দুসুবদনাং
চতুর্বাহুযুক্তাং বীণাং ধারয়ন্তী দ্বিভুজৈঃ॥
একহস্তেনাক্ষমালামেকহস্তেন পুস্তকম্
বামং পদ্মাসনে পশ্যেৎ পাদং দক্ষং ব্রহ্মোপরি।"

আশ্বিনের শুক্লা সপ্তমী থেকে নবমী পর্যন্ত তিন দিন সাড়ম্বরে বিশালাক্ষীর উৎসব হয়।[৪] বীণাপুস্তক জপমালাধারিণী বিশালাক্ষী অবশ্যই সরস্বতী।

বাঁকুড়া জেলার ছাতনা গ্রামে চণ্ডীদাস পূজিত বলে প্রসিদ্ধ বাশুলী মূর্তি সম্পূর্ণ ভিন্ন। এই মূর্তি দ্বিভুজা দক্ষিণ হস্তে খড়্গ ও বামে খর্পর মুখে প্রশান্ত হাসি, কর্ণে কুণ্ডল, গলায় মুণ্ডমালা, নূপুর শোভিত দুই পদের একটি এক শায়িত অসুরের জঙ্ঘায় অপরটি অসুরের মস্তকে স্থাপিত। দুই পাশে দুই সখী।[৫] হুগলী জেলায় চণ্ডীতলা গ্রামে উত্তরবাহিনী বা উত্তরাস্যা বিশালাক্ষীর পাষাণ-মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। শবরূপে শায়িত মহাকালের বক্ষঃস্থলে দক্ষিণ পা এবং পার্শ্বে জোড়হস্তে উপবিষ্ট নীলবর্ণের বটুক ভৈরবের মস্তকে বাম পা স্থাপন

---

১ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, তাম্বুলখণ্ড, বঙ্গীয় সাঃ পঃ সং—পৃঃ ১৪ ২ তদেব—পৃঃ ১১, ১২
৩ তদেব—পৃঃ ৯ ৪ পশ্চিমবঙ্গের পূজাপার্বণ ও মেলা. ৪র্থ—পৃঃ ৩০৬
৫ ছাতনায় চণ্ডীদাস, প্রবাসী, বৈশাখ ১৩৩০ পৃঃ ২১-২২

করিয়া ত্রিনয়না দ্বিভুজা দেবী দণ্ডায়মানা। দেবীর দক্ষিণহস্তে খড়্গ ও বামহস্তে খর্পর এবং দুই পায়ের মধ্যস্থলে শিবের নাভিদেশে একটি বৃহদাকার অসুর মুণ্ড দেখিতে পাওয়া যায়। দেবী হরিদ্রাবর্ণ, এলোকেশী, বস্ত্রপরিহিতা এবং নানালংকার ও মুণ্ডমালায় বিভূষিতা। মূর্তির উচ্চতা প্রায় ছয় ফুট।[১] এই দেবীর পূজা হয় তন্ত্রসারোক্ত ধ্যানমন্ত্রে, ছাতনায় বাশুলীর পূজা হয় ধর্মপূজা বিধানে উল্লিখিত ধ্যানমন্ত্রে। মেদিনীপুর জেলার বরদাপল্লীর বিশালাক্ষী পঞ্চমুণ্ডির আসনের উপর প্রতিষ্ঠিতা—মৃন্ময়ী, পীতবর্ণা, চতুর্ভুজা, ত্রিনেত্রা, গজদন্তশোভিতা, নিম্ন ওষ্ঠ (অধর) দন্ত দ্বারা দংশিত, দেবীর দক্ষিণে গণেশ, বামে কার্তিক, সম্মুখে জয়া বিজয়া, পিছনে যোগিনী। গণেশের পাশে এক দেবী ও কার্তিকেয়ের পাশে মনসা।[২] হুগলী জেলার কলাছড়া পল্লীর বিশালাক্ষী বিশালাকৃতি পীতবর্ণা চতুর্ভুজা ত্রিনেত্রা পদতলে শিব শায়িত, শিবের পাশে নীলবর্ণের মহাকাল বা কালভৈরব উপবিষ্ট, দেবীর পদতলে একটি ব্যাঘ্র।[৩]

বাশুলীদেবীর মূর্তিগুলি বৈচিত্র্যময়—এক এক স্থানে এক এক প্রকার, তিনটির ধ্যানমূর্তিও তিন প্রকার। তথাপি মূর্তি ও ধ্যানমন্ত্রে বাশুলীকে মোটামুটি দুই রূপে প্রত্যক্ষ করি—একদিকে তিনি চণ্ডীকালীর ঈষৎ ভিন্নরূপে প্রকাশিত, অপর দিকে তিনি সরস্বতীর কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত রূপে বিভাসিত। কবিচন্দ্র মুকুন্দ মিশ্রের কাব্যে বাশুলী বা বিশাললোচনা চণ্ডীর এক নাম। রামেশ্বরের শিবায়নে পার্বতীর নামই বিশাললোচনী—ইনিই বাসলী বা বাশুলী।

বসাইল বৃষধ্বজে বিচিত্র আসনে।
বাসুলি বাতাস করে বিচিত্র ব্যজনে॥[৪]

দুর্গা-পার্বতী চণ্ডী-কালীর সঙ্গে বাশুলীর অভিন্নতা সর্বত্র প্রতিপাদিত। তন্ত্রসারের ধ্যানমন্ত্রে বাশুলী সর্বসৌভাগ্যসম্পদদায়িনী। মুকুন্দমিশ্রও বাশুলীকে কমলনিলয় বলেছেন। ধর্মপূজা বিধানে তিনি সরিত্তীরে উৎপন্না। সরিৎ নদী সরস্বতীকেও বোঝাতে পারে সমুদ্রকেও বোঝাতে পারে। সুতরাং বাশুলীকে লক্ষ্মীরূপিণী মনে হয়। বাশুলী শব্দটি বিশালাক্ষী শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ হিসাবেই গৃহীত হয়। আবার অনেকে মনে করেন যে বাসলী বা বাশুলী বাগীশ্বরী শব্দের রূপান্তর—বাগীশ্বরী >বাইসরী >বাসরী >বাসলী।[৫] বাগীশ্বরী সরস্বতী। গয়ার বিষ্ণুপাদ-মন্দির-সংলগ্ন চত্বরের প্রাচীরগাত্রে বীণাপুস্তকহস্তা চতুর্ভুজা সরস্বতীর প্রস্তরময়ী মূর্তি বাসিরী নামে পরিচিতা।[৬] তপগচ্ছীয়-শ্রাবক-প্রতিক্রমণ সূত্রান্তর্গত কল্যাণকন্দ স্তোত্রে বাগীশ্বরীকে বাএগিরীরূপে উল্লেখ করা হয়েছে।

---

১ পশ্চিমবঙ্গের পূজাপার্বণ ও মেলা, ২য়—পৃঃ ৬২৮
২ বাংলার লৌকিক দেবতা—পৃঃ ৬২-৬৩ ৩ বাংলার লৌকিক দেবতা—পৃঃ ৬৩
৪ শিব সংকীর্তন পালা (কঃ বিঃ)—পৃঃ ১০২
৫ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভূমিকা, বসন্তরঞ্জন রায়, (সাঃ পঃ সং)—পৃঃ ১৶০
৬ সরস্বতী, অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ—পৃঃ ৯৯

কুন্দিন্দুগোক্খীরতুষারবণ্ণা সরোজহত্থা কমলে নিসন্না।
বা এ সিরী পুত্থয়বগ্গহত্থা সুহায় সা অম্হসয়া পসন্না ॥

শ্লোকটির সংস্কৃতরূপান্তর—

কুন্দেন্দুগোক্ষীরতুষারবর্ণা সরোজহস্তা কমলে নিষণ্ণা।
বাগীশ্বরী পুস্তকবর্গহস্তা সুখায় সা নঃ সদা প্রপন্না ॥[১]

অভিনব গুপ্তের শিষ্য ক্ষেমরাজধৃত মালিনীবিজয়তন্ত্রে মহাবিদ্যার মধ্যে বাগ্‌-বাদিনী ও বাসলীর নাম উল্লিখিত আছে—

অথ বক্ষ্যাম্যহং যা যা মহাবিদ্যা মহীতলে।
দোষজালৈরসংস্পৃষ্টাস্তাঃ সর্বা হি ফলৈঃ সহ ॥
কালী নীলা মহাদুর্গা ত্বরিতা ছিন্নমস্তকা।
বাগ্‌বাদিনী চান্নপূর্ণা তথা প্রত্যঙ্গিরা পুনঃ
কামাখ্যা বাসলী বালা মাতঙ্গী শৈলবাসিনী।
ইত্যাদ্যাঃ সকলা বিদ্যাঃ কলৌ পূর্ণফলপ্রদাঃ ॥[২]

সুতরাং বাশুলী শুধু চণ্ডী নন,—তিনি সরস্বতীও। প্রকৃতপক্ষে সরস্বতী, পার্বতী-চণ্ডী এবং লক্ষ্মীর মিশ্রণের ফলে বাগীশ্বরী বিশালাক্ষী বাশুলীর উদ্ভব। দেবীর রূপ ও গুণে এই মিশ্রণের সুস্পষ্ট নিদর্শন রয়েছে। তবে অঞ্চল বিশেষে দেবীর পূজা পদ্ধতিতে কিছু কিছু আর্যেতর প্রথা-পদ্ধতির সংমিশ্রণ ঘটেছে। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অধিকাংশ স্ত্রীদেবতার পরিকল্পনায় সরস্বতী-লক্ষ্মী-চণ্ডীর আংশিক মিশ্রণ চোখে পড়ে এবং পড়াটাই স্বাভাবিক। এই মিশ্রণ বা প্রভাব সকল স্ত্রী-দেবতার একত্ব প্রতিপাদক এবং উৎস হিসাবে দিব্য সরস্বতী বা জ্যোতীরূপা চণ্ডীর অর্থাৎ সর্বব্যাপিনী তেজাত্মিকা মহাশক্তির কথাই স্মরণ করায়। কিন্তু অন্যান্য দেবতার মত বাশুলীকেও লৌকিক আখ্যা দিয়ে অনার্য বা বৌদ্ধ দেবতা বলে ব্যাখ্যা করার সহজ প্রবণতা দেখা যায়। ডাঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য লিখেছেন “দাক্ষিণাত্যে মহীশূর ও কর্ণাট অঞ্চলে বিসলময়ী বা বিসলমরী অম্মা নামে এক অতি প্রতাপশালী গ্রাম্য দেবতা আছেন। ...দাক্ষিণাত্যের এই বিসলমরীই যে বাংলার বাশুলী, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।”[৩] বিজয়চন্দ্র মজুমদারের মতেও বিশালাক্ষী দ্রাবিড়দেশাগতা, পৌরাণিক প্রভাবে এঁর আকৃতির ও পূজা পদ্ধতির পরিবর্তন হয়েছে।[৪] হরিদাস পালিতের মতে দক্ষিণ-ভারতে পূজিতা সাত ভগিনীর অন্যতমা গ্রাম্য দেবতা বসু আলী দেবাই (বৃষবাহনা দেবী) বাসলীতে পরিণত হয়েছেন।[৫] আবার কোন কোন পণ্ডিতের মতে ষষ্ঠ ধ্যানীবুদ্ধের শক্তি বজ্রধাতেশ্বরী বা বজ্রেশ্বরী থেকে বাসলী এসেছে—বজ্রেশ্বরী > বজ্জসরী > বার্জসলী > বাসলী বা বাস্থলী।[৬]

---

১ সরস্বতী, অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ—পৃঃ ১০৯ ২ তদেব—পৃঃ ৯৮
৩ বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, ২য় সং—পৃঃ ৩১১-১২
৪ বাংলার লৌকিক দেবতা—পৃঃ ৫৭
৫ দেশ পত্রিকা, ১১শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৪১—পৃঃ ৫৩ ৬ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভূমিকা—পৃঃ ৮/০

কেবল নাম সাদৃশ্যে বিসলমরীর রূপান্তর বাসলী বা বাশুলী—একথা বলা চলে না। বজ্রধাত্বীশ্বরীর সঙ্গে বাসলীর সাদৃশ্যও উল্লেখযোগ্য নয়। রত্নসম্ভবের শক্তি বজ্রধাত্বীশ্বর মস্তকে থাকেন ক্ষুদ্র রত্নসম্ভবের মূর্তি—ইনি পীতবর্ণা—দুই পাশে দুটি পদ্মের উপরে কুলচিহ্নস্বরূপ রত্নচ্ছটা প্রদর্শন করেন।[১] বাসুলী বিশালাক্ষী বাগীশ্বরীরই রূপান্তর—অনার্য বা বৌদ্ধ দেবী নন। তবে এককালে বাশুলীপূজাকে খুব শ্রদ্ধার চোখে দেখা হোত না বলেই মনে হয়। বৃন্দাবন দাস চৈতন্যভাগবতে বাশুলীপূজার উল্লেখ করেছেন—বাশুলী পূজয়ে কেহো নানা উপচারে।[২] বৃন্দাবনের সাক্ষ্য থেকে বাশুলীপূজার ব্যাপকতার কথা জানা যায়। বড়ুচণ্ডীদাসের সময়ে খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতকে বাশুলী পূজা ব্যাপকভাবে হোত। সুতরাং আরও পূর্বে সম্ভবতঃ দ্বাদশ ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বাশুলী পূজা প্রচলিত হয়েছিল।

রংকিণী ঃ কবি মুকুন্দ মিশ্র বাশুলীকে রংকিণী বলে উল্লেখ করেছেন—

শঙ্খিনী শূলিনী রঙ্কিণী রঙ্গিনী
মানবমস্তকমালা।[৩]

অমরেন্দ্রনাথ মজুমদার 'ভৈরব রংকিণী মাহাত্ম্য' কাব্যে লিখেছেন—আদ্যাশক্তি শ্রীরঙ্কিণী দেবী মহামায়া।[৪] ঘাটশিলার রংকিণী জটামণ্ডিতা, দ্বিনেত্রা অষ্টভুজা, উপরের দুই হস্তে হস্তিধারিণী, আর হস্তসমূহে বিবিধ অস্ত্র,—দেবী শববাহনা।[৫] টাটানগরের কাছে গালুড়ি স্টেশনের সন্নিকটে রংকিণী দেবী কালীর মন্ত্রে পূজিতা হন। ঘাটশিলার রংকিণী মূর্তিতে দুর্গা কালী ও গজলক্ষ্মী (কমলে কমিনী)-র সমন্বয় ঘটেছে। হস্তীর উপদ্রব থেকে আত্মরক্ষার জন্য অনার্য দেবী রংকিণীর পরিকল্পনা এরূপ কষ্টকল্পনা নিষ্প্রয়োজন। হুগলী জেলার মহুলা গ্রামের রংকিণী মৃন্ময়ী ত্রিনয়না, মুণ্ডমালিনী, শিবোপরি দণ্ডায়মানা।[৬] এ মূর্তি কালীর মূর্তি। রণরঙ্গিনী চণ্ডী বা কালীর মূর্ত্যন্তর রূপে রণরঙ্গিণীর রঙ্গিণী শব্দের পরিবর্তিত রূপ রংকিণী হওয়াটা আশ্চর্য কি? ঘনরাম চক্রবর্তীর ধর্মমঙ্গল কাব্যে রংকিণীই ভদ্রকালী—

তার রক্তে পূজিব রংকিণী ভদ্রকালী।[৭]

ভদ্রকালী বাশুলী ও রংকিণী একই দেবতা—সুতরাং সরস্বতী-লক্ষ্মী-চণ্ডীর আর এক রূপ।

১ বৌদ্ধদের দেবদেবী—বিনয়তোষ ভট্টাচার্য—পৃঃ ২১ ২ চৈঃ ভাঃ—আদি, ২ অঃ
৩ বাশলী মঙ্গল—পৃঃ ৩ ৪ বাংলার লৌকিক দেবতা—পৃঃ ১১৮
৫ বাংলার লৌকিক দেবতা—পৃঃ ১১৬ ৬ বাংলার লৌকিক দেবতা—পৃঃ ১১৮-১৯
৭ শ্রীধর্মমঙ্গল (কঃ বিঃ)—পৃঃ ৬১৭

ষষ্ঠী দেবী

ষষ্ঠীদেবী সম্পর্কে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হয়েছে এই গ্রন্থের দ্বিতীয় পর্বে স্কন্দ-কার্তিকেয় প্রসঙ্গে।[১] ষষ্ঠীদেবী সন্তান-দায়িনী এবং সন্তান-পালিকা। দেবী ভাগবতে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে রাজা প্রিয়ব্রত ষষ্ঠীদেবীর কৃপায় মৃতপুত্রের জীবন ফিরে পেয়ে মহাসমারোহে ষষ্ঠীপূজা করেছিলেন।[২] তৎপরে প্রতিমাসের শুক্লা ষষ্ঠীতে ষষ্ঠীপূজা হতে থাকে। ধ্যানমন্ত্রে ষষ্ঠীদেবীর বর্ণনা :

ষষ্ঠীং বিম্বাধরোষ্ঠীং সুচিরবসনাং কৃষ্ণমার্জার সংস্থাং
কর্ণান্তাক্রান্তনেত্রাং রুচিরভুজযুগাং ক্রোড়বিন্যস্তপুত্রাম্।
তারুণ্যোদ্‌ভিন্নপীনস্তনঘনযুগলাং চিন্তয়েদিন্দুবক্ত্রাম্॥[৩]

—বিম্বফলের মত অধরোষ্ঠযুক্তা, সুন্দর বসন পরিহিতা কৃষ্ণমার্জারে উপবিষ্টা, কর্ণ পর্যন্ত বিস্তৃতনেত্র সম্পন্না, সুন্দর বাহুযুগল শোভিতা, ক্রোড়ে অবস্থিত পুত্র সমন্বিতা, তরুণী কালে উদ্‌ভিন্ন ঘন স্থূল স্তন শোভিতা, চন্দ্রাননা ষষ্ঠী দেবীকে চিন্তা করবে।

সূতিকা ষষ্ঠীর ধ্যান :

দ্বিভুজাং হেম গৌরাঙ্গীং রত্নালংকার ভূষিতাং
বরদাভয়হস্তাঞ্চ শরচ্চন্দ্র নিভাননাম্।
পট্টবস্ত্রপরীধানাং পীনোন্নতপয়োধরাং
অঙ্কার্পিতসুতামম্বুজস্থাং বিচিন্তয়েৎ॥[৪]

—দ্বিভুজা সুবর্ণতুল্য গৌরাঙ্গী, রত্নালংকারে ভূষিতা, বরদ ও অভয়হস্তসম্পন্না, শরৎকালের চন্দ্রতুল্যমুখ বিশিষ্টা, পট্টবস্ত্রপরিহিতা, পীনোন্নতপয়োধরসম্পন্না, ক্রোড়ে স্থিত পুত্রসহ পদ্মোপরি উপবিষ্টা ষষ্ঠীদেবীকে চিন্তা করবে।

অরণ্যষষ্ঠীর ধ্যান :

দ্বিভুজাং যুবতীং ষষ্ঠীং বরাভয়যুতাং স্মরেৎ।
গৌরবর্ণাং মহাদেবীং নানালংকারভূষিতাম্।
দিব্যবস্ত্র পরিধানাং বামক্রোড়ে সপুত্রিকাম্।
প্রসন্নবদনাং নিত্যাং জগদ্ধাত্রীং সুতপ্রদাম্॥
সর্বলক্ষণ সম্পন্নাং পীনোন্নতপয়োধরাম্॥[৫]

দ্বিভুজা, যুবতী, বর ও অভয়মুদ্রাধারিণী, গৌরবর্ণা, নানা অলংকারে ভূষিতা, দিব্যবস্ত্রপরিহিতা, বামক্রোড়ে স্থিত পুত্রসহিতা, প্রসন্নবদনা, নিত্যা, জগদ্ধাত্রী,

---

১ হিন্দুদের দেবদেবী, ২য় সং, পৃঃ ১৮৮-১৯৬ দ্রষ্টব্য।

২ ব্রহ্মবৈবর্ত প্রকৃতি খণ্ড ৪৩ অ, দেবী ভা. ৯।৪৬ ৩-৫ হিন্দুসর্বস্ব—পৃঃ ২০১

পুত্রদায়িনী, সর্বলক্ষণাযুক্তা, স্থূল ও উন্নত পয়োধর বিশিষ্টা ষষ্ঠীদেবীকে চিন্তা করবে।

নিত্যষষ্ঠীর ধ্যান :

ষষ্ঠাংশাং প্রকৃতেঃ শুদ্ধাং সুপ্রতিষ্ঠাঞ্চ সুব্রতাম্।
সুপুত্রদাঞ্চ শুভদাং দয়ারূপাং জগৎপ্রসূম্॥
শ্বেতচম্পকবর্ণাভাং রত্নভূষণভূষিতাম্।
পবিত্ররূপাং পরমাং দেবসেনাং পরাং ভজে॥[১]

—প্রকৃতির ষষ্ঠ অংশ স্বরূপা, শুদ্ধা, সুপ্রতিষ্ঠা, সুব্রতা, সুপুত্রদায়িনী, মঙ্গল-দায়িনী, দয়ারূপা, জগৎসৃষ্টিকারিণী, শ্বেতচম্পকের তুল্য বর্ণবিশিষ্টা, রত্নালংকারে শোভিতা, পবিত্ররূপা, পরমা, শ্রেষ্ঠা দেবসেনাকে ভজনা করি।

চারটি ধ্যানমন্ত্রের তিনটিতে ষষ্ঠীদেবী গৌরবর্ণা, চতুর্থ ধ্যানমন্ত্রে দেবী শ্বেত-চম্পকের বর্ণবিশিষ্টা। প্রথম তিনটি মন্ত্রে দেবী শিশুক্রোড়া। কেবলমাত্র প্রথম ধ্যানে দেবীর বাহন কৃষ্ণমার্জার। দ্বিতীয় ধ্যানে দেবী পদ্মস্থিতা। তৃতীয় ও চতুর্থ ধ্যানে দেবীর বাহনের উল্লেখ নেই। কেবলমাত্র একটি ধ্যানমন্ত্রে ষষ্ঠীকে দেবসেনা বলা হয়েছে। এই ধ্যানমন্ত্র থেকে অনুমিত হয় যে ষষ্ঠীর রূপ কল্পনা লক্ষ্মী, সরস্বতী ও দুর্গা জগদ্ধাত্রীর দ্বারা প্রভাবিত। মনে হয়, লক্ষ্মী সরস্বতীর মত ষষ্ঠী ও পদ্মাসনা ছিলেন, পরে তাঁর মার্জার বাহন কল্পিত হয়। শ্রী-পঞ্চমীর সঙ্গে দেবসেনাপতি কার্তিকেয় এবং দেবসেনা ষষ্ঠীর সংযোগ[২] ষষ্ঠীর সঙ্গে লক্ষ্মী সরস্বতীর সংযোগ সুস্পষ্ট করে তোলে। স্বামী নির্মলানন্দ বলেছেন যে প্রজনন শক্তির প্রতীক হিসাবে এবং বিড়ালীর দুগ্ধ স্ত্রীরোগ আরোগ্য করার জন্য বিড়াল ষষ্ঠীদেবীর বাহন হয়েছে,[৩] দুর্গা-জগদ্ধাত্রীর বাহন সিংহের ক্ষুদ্র সংস্করণ হিসাবে 'বাঘের মাসী' নামে প্রসিদ্ধ বিড়াল ষষ্ঠীদেবীর বাহন হতে পারে।

ষষ্ঠীদেবীকে লৌকিক দেবী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। কারো মতে ষষ্ঠী অনার্য দেবী, কারো মতে বৌদ্ধ মহাযানীদের হারীতী হিন্দুধর্মে ষষ্ঠীতে রূপান্তরিত। কিন্তু ষষ্ঠী যে অনার্য দেবতা নন, মহাভারতের রুদ্রশিব বা অগ্নিপুত্র স্কন্দ-কার্তিকেয়ের পত্নী দেবসেনা ষষ্ঠী সে তথ্য দ্বিতীয় পর্বে প্রতিপাদিত হয়েছে।[৪]

ষষ্ঠী ও শ্রী

ষষ্ঠী অবশ্যই পৌরাণিক দেবতা। ষষ্ঠীর সঙ্গে শ্রী বা লক্ষ্মীর সংযোগ কেবলমাত্র আকৃতিতে নয়, দেবসেনা-ষষ্ঠীর জন্ম থেকেই। স্কন্দ-কার্তিকেয় জন্মগ্রহণের পরই পদ্মরূপা শ্রী স্বয়ং শরীরিণী হয়ে তাঁকে ভজনা করেছিলেন,—অভজৎ পদ্মরূপা শ্রীঃস্বয়মেব শরীরিণী।[৫] স্কন্দ দেবসেনাপতিরূপে ইন্দ্রের দ্বারা অভিষিক্ত হলে স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা—নির্দিষ্ট কন্যা দেব-সেনাকে ইন্দ্রের কথায় তিনি যথাবিধি পত্নীরূপে গ্রহণ করেছিলেন। দেবসেনা

১ হিন্দু সর্বস্ব পৃঃ ২০২ ২ হিন্দুদের দেবদেবী—২য় পর্ব, ২য় সং, পৃঃ ১৭০
৩ দেবদেবী ও তাঁদের বাহন—৩য় সং, পৃঃ ২৭২-৭৩
৪ হিন্দুদের দেবদেবী—২য় পর্ব পৃঃ ১৮৮-৯২ ৫ মহাভারত বনপর্ব—২২৮।৩

শ্রীরূপে পঞ্চমী তিথিতে স্কন্দকে আশ্রয় করেছিলেন এবং পরদিন ষষ্ঠীতে মহিষাসুর-বধ করে স্কন্দ কৃতার্থ হয়েছিলেন।

এবং স্কন্দস্য মহিষীং দেবসেনাং বিদুর্জনাঃ ॥
ষষ্ঠীং যাং ব্রাহ্মণাঃ প্রাহুর্লক্ষ্মীমাসাং সুখপ্রদাম্।

*　　*　　*

যদা স্কন্দঃ পতির্লব্ধঃ শাশ্বতো দেবসেনয়া।
তদা তমাশ্রয়ল্লক্ষ্মীঃ স্বয়ং দেবী শরীরিণী ॥
শ্রীজুষ্টঃ পঞ্চমী স্কন্দস্তস্মাচ্ছ্রী পঞ্চমী স্মৃতা।
ষষ্ঠ্যাং কৃতার্থোঽভূদ্ যস্মাৎ তস্মাৎ ষষ্ঠী মহাতিথিঃ ॥[১]

—এইরূপে লোকে স্কন্দের মহিষীকে দেবসেনা বলে। তাঁকে ব্রাহ্মণগণ ষষ্ঠী, সকলের সুখপ্রদা লক্ষ্মী বলে থাকেন। দেবসেনা যখন স্কন্দকে শাশ্বত পতি লাভ করলেন, তখন লক্ষ্মী ও শরীরিণী হয়ে তাঁকে আশ্রয় করেছিলেন। শ্রীযুক্ত স্কন্দ পঞ্চমী বলে শ্রীপঞ্চমী বলা হয়, যেহেতু ষষ্ঠীতে স্কন্দ কৃতার্থ হয়েছিলেন, সেইজন্য ষষ্ঠী মহাতিথি।

শ্রী বা লক্ষ্মী এবং দেবসেনা এখানে অভিন্নতা প্রাপ্ত হয়েছেন। স্কন্দকে দেবসেনা বা শ্রী আশ্রয় করায় শ্রীপঞ্চমী এবং পরদিন ষষ্ঠীতে স্কন্দ বিজয় লাভ করায় ষষ্ঠী মহাতিথি। স্মরণীয় এই যে শ্রীপঞ্চমী লক্ষ্মী এবং সরস্বতী পূজার তিথি। ষষ্ঠীর গাত্রবর্ণ এবং পদ্মাসন লক্ষ্মী ও সরস্বতীর কাছ থেকে প্রাপ্ত। অনেকে মনে করেন যে বৌদ্ধ দেবী হারীতী ষষ্ঠীতে রূপান্তরিত হয়েছেন। হারীতী

হারীতী ও ষষ্ঠী

শিশু অপহরণকারিণী, তিনি শিশুমৃত্যুর হেতু, ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য ষষ্ঠী ও হারীতীর পার্থক্য সুস্পষ্ট ভাবেই দেখিয়েছেন। হারীতীর পূজার দ্বারা নবজাত শিশুর প্রাণরক্ষা পায়। "কিন্তু ষষ্ঠী শিশুর রক্ষয়িত্রী, তাঁহার চরিত্রের মধ্যে কল্যাণ-গুণই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে—অতএব বৌদ্ধ হারীতী ও পৌরাণিক ষষ্ঠী দুই স্বতন্ত্র ক্ষেত্র হইতে উদ্ভূত হইয়াছেন।"[২] মহাভারতের বনপর্বে যে ছয় ঋষিপত্নীর বেশ ধরে স্বাহা অগ্নির সঙ্গে মিলিত হওয়ায় স্কন্দের জন্ম হয়েছিল, ঋষিদের পরিত্যক্তা সেই ছয় ঋষিপত্নী স্কন্দমাতা নামে পরিচিতা। স্কন্দ তাঁদের ও স্কন্দের দেহ থেকে জাত স্কন্দগ্রহ নামক কুমারদের গর্ভস্থ সন্তান ভক্ষণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। এঁরা গর্ভস্থ সন্তান ভোজন করে থাকেন। তাঁদের তুষ্ট করলে সন্তান রক্ষা পায়। কিন্তু দেবসেনা ষষ্ঠী শিশুঘাতিনী নন, শিশুপালিকা। হারীতী মহাযক্ষিণী।[৩] ষষ্ঠী যক্ষিণীত নন‌ই, তিনি প্রজাপতির কন্যা, শিশুপালিকা দেবী। সুতরাং হারীতী ও ষষ্ঠী সম্পূর্ণ ভিন্ন দেবী। সাদৃশ্য থেকে বৈসাদৃশ্যই বেশী।

---

১ তদেব—২২৮।৪১-৫২　২ বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস—২য় সং, পৃঃ ৬৭৩-৭৪, ৪০৯
৩ সাধনমালা—পৃঃ ৩৬৭

ষষ্ঠীদেবীর পূজা সাধারণতঃ মেয়েদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ এবং জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে বহু পূর্বে নয়। ষষ্ঠীর পূজা প্রচারের জন্য কৃষ্ণরাম দাস ষষ্ঠী মঙ্গল কাব্য লিখেছেন ১৬০১ শকে অর্থাৎ ১৬৭৯ খ্রীষ্টাব্দে। ষষ্ঠীপূজার প্রচলন অবশ্যই আরো আগে থেকে, ষষ্ঠীদেবীর প্রাচীন মূর্তি বিশেষ পাওয়া যায় নি। শিশু আস্তিকক্রোড়া মনসার মূর্তিকেই ষষ্ঠী বলে বলে অনেক জায়গায় পূজা করা হয়।[১] উড়িষ্যায় বালেশ্বর জেলায় ষষ্ঠীদেবীর একটি মূর্তি পাওয়া গেছে। এই মূর্তিতে দেবী বাম উরুতে একটি শিশুকে বসিয়ে বাঁ হাতে তাঁকে ধরে আছেন।[২] রঘুনন্দন তিথিতত্ত্বে জ্যৈষ্ঠ মাসে অগ্রহায়ণ মাসে ও চৈত্র মাসে শুক্লপক্ষের ষষ্ঠী তিথিতে ষষ্ঠীপূজার বিধান দিয়েছেন। জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লা ষষ্ঠীতে বিন্ধ্যবাসিনী স্কন্দ ষষ্ঠীর পূজা নির্দিষ্ট। এই দিনে নারীরা অরণ্যে পাখা হাতে ভ্রমণ করে ও বিন্ধ্যবাসিনী স্কন্দষষ্ঠীর আরাধনা করে—

ব্যজনৈক করাস্তস্যামটন্তি বিপিনে স্ত্রিয়ঃ।
তাং বিন্ধ্যবাসিনীং স্কন্দষষ্ঠীমারাধয়ন্তি চ॥[৩]

চৈত্রমাসে পঞ্চমীযুক্ত ষষ্ঠী তিথিতে স্কন্দষষ্ঠী পূজনীয়া।[৪] আরণ্য ষষ্ঠীতে বিন্ধ্যবাসিনী ও ষষ্ঠী অভিন্নতা প্রাপ্ত হয়েছেন। কৃত্যতত্ত্বে রঘুনন্দন সন্তান জন্মের ষষ্ঠ দিনে সূতিকা ষষ্ঠীপূজার বিবরণ দিয়েছেন। তিনি এখানে যে দুটি ধ্যানমন্ত্র উদ্ধৃত করেছেন, তার একটিতে দেবী কৃষ্ণমার্জারস্থিতা এবং বটবিটপবিলাসা অর্থাৎ বটবৃক্ষবাসিনী। অপরটিতে দেবী পদ্মস্থিতা। রঘুনন্দন কর্তৃক উল্লিখিত ষষ্ঠীর স্তব ও প্রার্থনা মন্ত্রে আছে: ওঁ ধাত্রী ত্বং কার্তিকেয়স্য ষষ্ঠীষষ্ঠীতি বিশ্রুতা। এই মন্ত্রেই আর এক জায়গায় আছে: নারায়ণস্বরূপেণ মৎপুত্রং রক্ষ সর্বতঃ।[৫] নারায়ণ স্বরূপ বলায় লক্ষ্মীর সঙ্গে ষষ্ঠীর অভিন্নতা প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু ষষ্ঠীকে কার্তিকেয়ের ধাত্রী বলায় অসঙ্গতি সৃষ্টি হয়েছে। সম্ভবতঃ এখানে দুর্গা-চণ্ডী-বিন্ধ্যবাসিনীর সঙ্গে ষষ্ঠীর অভিন্নতা প্রতিপাদিত। অবশ্য বেদে পুরাণে দক্ষ-অদিতি, উষা-সূর্য প্রভৃতির মত বিরুদ্ধ সম্পর্ক অনেক জায়গাতেই আছে। দেবতাদের সত্তা মূলতঃ এক হওয়ায় একই স্থান থেকে তাঁদের উদ্ভব হওয়ায় একই দেবদেবী যুগল সম্পর্কে বিরুদ্ধ সম্পর্কের বিবরণ দোষাবহ নয়।

কৃষ্ণানন্দের তন্ত্রসারে যেমন ষষ্ঠীর ধ্যান আছে, রঘুনন্দনও তেমনি ষষ্ঠী পূজার বিবরণ দিয়েছেন। অতএব খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে ষষ্ঠী পূজার প্রচলন সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ নেই। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ এবং দেবী ভাগবতে ষষ্ঠী পূজা মর্তে প্রচলিত হওয়ার বিবরণ থেকে অনুমিত হয় যে এই সময়েই

---

১ বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস—২য় সং, পৃঃ ৬৭৫
২ কৃষ্ণরাম দাসের গ্রন্থাবলীর ভূমিকা—ডঃ সত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য—পৃঃ ৩৵০
৩-৪ তিথিতত্ত্বম্—অষ্টাবিংশতিতত্ত্বম্—বেণীমাধব দে প্রকাশিত, পৃঃ ১৬
৫ কৃত্যতত্ত্বম্— ঐ বেণীমাধব দে প্রকাশিত, পৃঃ ৬৩২

ষষ্ঠী পূজা প্রচলিত হয়েছে এবং ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে নি। উক্ত পুরাণ দুটি খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে রচিত বলে পণ্ডিতবর্গের অনুমান। সেন রাজাদের আমলে হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবনের কালে পৌরাণিক হিন্দু ধর্মে বহু নূতন নূতন দেবদেবীর মূর্তি নির্মাণ ও পূজা প্রচলিত হতে থাকে। মনসা, শীতলা, ষষ্ঠী প্রভৃতি দেবদেবীরা এই সময়েই পূজা পেতে আরম্ভ করেছিলেন বলে মনে হয়। মহাভারতের দেবসেনা ষষ্ঠী দেবতাদের সৈন্যবাহিনী। তাঁর বিশেষ কোন আকার ছিল না। স্কন্দ কার্তিকেয় দেব সেনাদের পতি অর্থাৎ দেব সেনাপতি। কিন্তু মহাভারতেই কার্তিকেয় শিশু রক্ষক। পরে দেবসেনা ষষ্ঠী হলেন শিশুপালিকা। তিনি বনভূমিতে পূজা পেতে লাগলেন নূতন রূপে খ্রীঃ ১২শ শতাব্দী থেকে।

সুবচনী

বাঙ্গালাদেশের মেয়েরা সুবচনী নামে এক দেবীর পূজা ও ব্রত অনুষ্ঠান করে থাকেন। ব্রতকথা অনুসারে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ বালক রাজার খোঁড়া হাঁস মেরে খেয়ে রাজরোষে কারারুদ্ধ হলে দেবী সুবচনীর কৃপায় মুক্তিলাভ করে এবং রাজ-জামাতায় পরিণত হয়। সুবচনী পূজায় একুশটি হাঁস আঁকা হয় ও তার উপর পান সুপারি ও কলা দেওয়া হয়। পূজার অন্তে কোন এক বালক একটি কলা কেটে খেয়ে খোঁড়া হাঁস খাওয়ার অভিনয় করে।

সুবচনী পূজার সময় "সুবচনী দুর্গায়ৈ নমঃ" মন্ত্রে পূজা করা হয়। সুতরাং মনে হয়, দেবী দুর্গাই লৌকিক মেয়েলী ব্রতে সুবচনীতে রূপায়িত হয়েছেন। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের ধনপতি সওদাগরের উপাখ্যানের সঙ্গে সুবচনীর উপাখ্যানের আংশিক সাদৃশ্য আছে। দেবীর নাম সুবচনী বা শুবুচুনী অথবা শুভবাচনী। সুবচনী বা শুভবাচনী সরস্বতীর রূপান্তর হওয়াই সম্ভব। সুবচনীর সঙ্গে হাঁসের সংশ্রব সরস্বতীর কথাই মনে পড়ায়। সুবচনীর ধ্যানমন্ত্রে দেবীকে ব্রহ্মাণী-সরস্বতী ও দুর্গার মিশ্রিত রূপ বলেই প্রতীয়মান হয়—

রক্তা পদ্মচতুর্মুখী ত্রিনয়না বস্ত্রার্ধকারাঙ্কিতা
পীনোত্তুঙ্গকুচা দুকূলবসনা হংসাধিরূঢ়া পরা।
ব্রহ্মানন্দময়ী কমণ্ডলুকরা যা ভীতিহস্তা শিবা
ধ্যেয়া সা শুভবাচনী ত্রিজগতাং সর্বাপদুদ্ধারিণী॥[১]

—রক্তবর্ণা, পদ্মতুল্য চতুর্মুখবিশিষ্টা, ত্রিনয়না, অর্ধচন্দ্র-শোভিতা, পীনোত্তুঙ্গকুচশোভিতা, দুকূলবাস পরিহিতা, হাঁসের উপরে উপবিষ্টা, ব্রহ্মানন্দ সম্পন্না, কমণ্ডলু ও অভয়হস্তা, শিবা (শিবানী অথবা কল্যাণকারিণী), ত্রিজগতের সকল দুঃখের উদ্ধারকারিণী সেই শুভবাচনীকে ধ্যান করবে।

ব্রহ্মা রক্তবর্ণ, চতুর্মুখ হংসারূঢ় এবং কমণ্ডলু ও অভয়হস্ত। ব্রহ্মার শক্তি ব্রহ্মাণী ব্রহ্মারই স্ত্রীমূর্তিবিশেষ। সরস্বতী ও ব্রাহ্মী শক্তি হংসারূঢ়া। দেবী দুর্গা ত্রিনয়না, অর্ধচন্দ্রাঙ্কিতা শিবা। যদিও তত্ত্বগত দিক থেকে ব্রহ্মাণী সরস্বতী এবং শিবানী একই দেবতা, তথাপি সুবচনী বা শুভবাচনী যে এই তিন দেবতার সংমিশ্রিত রূপ, তাতেও সন্দেহ নেই। সুন্দর বা শুভ কার্যের দেবতা হিসাবেও শুভবাচনী বা সুবচনী সরস্বতী। সুবচনীর কোন মূর্তি গড়া হয় না, ঘটে পূজা হয়। সাধারণত বিবাহের পরে বর-কন্যার মঙ্গল কামনায় সুবচনী পূজা করা হয়।

---

১ ক্রিয়াকাণ্ডবারিধি—পৃঃ ৭৭০

বিপত্তারিণী

সম্প্রতি কয়েক বৎসর বঙ্গললনাদের মধ্যে বিপত্তারিণী ব্রতের ধূম পড়ে গেছে। আষাঢ়ের শুক্ল পক্ষের দ্বিতীয়ার পর অর্থাৎ রথযাত্রার পর দশমীর মধ্যে অর্থাৎ পুনর্যাত্রার মধ্যে শনি ও মঙ্গলবারে বিপত্তারণী ব্রত অনুষ্ঠিত হয়। তেরো রকমের ফল, ফুল ও পূজার উপকরণ দিয়ে বিপত্তারিণী দুর্গার পূজা করা হয় এবং ১৩টি গ্রন্থিযুক্ত রক্তবর্ণ ডোর (সুতা) হাতে বাঁধা হয়, সর্বপ্রকার বিপদ থেকে মুক্তি কামনায়। দেবীর কোন মূর্তি নেই, ঘটে পূজা করা হয়। বিপত্তারিণী দুর্গা রূপেই পূজিতা হন। দুর্গা সকল দুর্গতি নাশ করেন, তারা সকল দুঃখ থেকে ত্রাণ করেন। এই বিশ্বাসেই বিপত্তারিণীর সন্তুষ্টি বিধান।

চব্বিশ পরগণার রাজপুরে বিপত্তারিণী চণ্ডী আছেন। দেবী করালবদনা, সিংহ বাহিনী, বসন পরিহিতা, আলুলায়িত কুন্তলা, কৃষ্ণবর্ণা, চতুর্ভুজা— নীচের বামহাতে ত্রিশূল, উপরের বামহাতে খড়্গ, নীচের ডানহাতে বর এবং উপরের ডানহাতে অভয়মুদ্রা। দেবীর হাতে নরমুণ্ড বা গলায় মুণ্ডমালা থাকে না।[১] এই দেবী কালী ও দুর্গার মিশ্রিতরূপ।

---

১ দৈনিক বসুমতী—২৪শে আষাঢ় ১৩৮৫

সন্তোষীমাতা

সন্তোষীমাতা নামে এক নূতন দেবতার আবির্ভাব ঘটেছে সাম্প্রতিক কালে। এই দেবীর পূজা অকস্মাৎ যত্র তত্র অনুষ্ঠিত হচ্ছে। একটি হিন্দী সিনেমার জনপ্রিয়তা থেকেই পশ্চিমবঙ্গে সন্তোষীমাতার পূজা প্রচলিত হয়েছে, মনে হয়। সন্তোষীমাতার পূজা অনুষ্ঠিত হয় শুক্রবারে, ছোলা গুড় ও ফলমূল পূজারণ উপকরণ,—ছোলা ও গুড় হাতে নিয়ে ব্রতকথা শুনতে হয়। ব্রতের দিন টক ভক্ষ নিষিদ্ধ। শ্রাবণ মাসের পূর্ণিমায় রাখী বন্ধনের দিন গণেশের পুত্রদ্বয়ের হাতে রাখী পরানোর জন্য গণেশের কন্যারূপে গণেশের হাত থেকে সন্তোষী মাতার আবির্ভাবের কাহিনী প্রচলিত আছে। সন্তোষীমাতা গৌরাঙ্গী, চতুর্ভুজা, পীঠোপরি যোগাসনে সমাসন্না, উপরের দক্ষিণ ও বামহস্তে—যথাক্রমে তরবারি ও ত্রিশূল, নিম্নে দক্ষিণ হস্তে অভয়মুদ্রা ও বাম হস্তে খাদ্যদ্রব্যের একটি পাত্র।

স্বর্ণপদ্মে অধিষ্ঠিত হয়ে তুমি রাজ।
সোনার পালঙ্কে তুমি সদাই বিরাজ॥
চার হস্ত তব মাগো অদ্ভুত গঠন।
অতি সুন্দর নিখুঁত তোমার বদন॥
এক হস্তে ত্রিশূল অন্যহস্তে তরবারি।
তোমার মাথায় সোনার মুকুটরাজি॥
এক হস্তে সাহস ভক্তদের দাও।
এক হস্তে খাদ্য দাও তোমারই সন্তানে॥

বলা বাহুল্য সন্তোষী মাতার পরিকল্পনা ধনাধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মী ও মহাশক্তি দুর্গা বা জগদ্ধাত্রীর সংমিশ্রণে। ব্রত কথাতেও সন্তোষী মাতাকে শিবানী মহাশক্তি ও লক্ষ্মীর রূপভেদরূপে বর্ণনা করা হয়েছে।

তুমি অম্বিকা মাগো জগন্মাতা তুমি।
তুমি জগৎ-ঈশ্বরী মা তুমিই ভবানী॥
বিন্ধ্যাচলে তব নাম বিন্ধ্যবাসিনী হয়।
কালীনামে খ্যাত তুমি যে বাঙালীরা কয়॥

বহুস্থানে তব নাম উমারূপে জানে।
ভদ্রকালী নামে বহু ভক্ত তোমা মানে॥
বোম্বাইতে মহালক্ষ্মী নাম ধর তুমি।
মাদুরায় মীনাক্ষী নামে সর্বলোকে জানি॥[1]

---

[1] শ্রীশ্রীসন্তোষীমাতার ব্রতকথা—ভোলানাথ চক্রবর্তী

সন্তোষীমাতার পূজা করা হয় সম্পৎকামনায়—
সন্তোষীমাতার পূজা হয় যে ঘরে।
সম্পদে ভরিয়া ওঠে লক্ষ্মীর বরে ॥[১]

ভারতমাতা

সম্প্রতি নবদ্বীপে শক্তিরাসের উৎসবে ভারত মাতার পূজার জনপ্রিয়তা বাড়ছে। ভারতমাতার মূর্তি নির্মিত হচ্ছে জগদ্ধাত্রী দুর্গার আদর্শে। পশ্চাতে থাকে একটি ভারতবর্ষের মানচিত্র। মানচিত্রের সম্মুখে সিংহের উপরে উপবিষ্টা থাকেন চতুর্ভুজা গৌরাঙ্গী ভারতমাতা। নিম্নের দুই হস্তে একটি তরবারি তিনি কোন ইতিহাস-প্রসিদ্ধ বীর অথবা স্বাধীনতা সংগ্রামী বিপ্লবীকে দান করছেন। ঊর্ধ্ব হস্তে ত্রিবর্ণরঞ্জিত ভারতীয় পতাকা। দেবী দুর্গার ধ্যানমন্ত্রে ভারতমাতার পূজা করা হয়। শক্তিসাধকের দেশে বৈচিত্র্যময় বহুসংখ্যক শক্তিদেবতার পংক্তিতে ভারতমাতা স্থায়ী আসন করে নেবেন কিনা কে জানে?

১ তদেব

দেবীর গণ

মরুদ্‌গণ ও রুদ্রগণের সঙ্গে আমরা ঋগ্বেদেই পরিচিত হয়েছি। রুদ্রের আছেন বিচিত্র অনুচর, তাঁরা রুদ্রগণ নামে খ্যাত। শক্তিরূপিণী মহাদেবী দুর্গা-চণ্ডীরও বহুসংখ্যক গণ আছে। শিবানুচরদের যেমন ভূত প্রেত ইত্যাদি বলা হয়েছে তেমনি দেবীর সাঙ্গোপাঙ্গদের ডাকিনী যোগিনী প্রভৃতি বলা হয়। এরা শক্তিদেহসমুৎপন্না। তন্ত্রশাস্ত্রে এদের বিচিত্র রূপের বিবরণ আছে। ডাকিনী, রাকিনী, লাকিনী, কাকিনী, শাকিনী, হাকিনী প্রভৃতি শক্তিদেবতার সহচরী। ডাকিনীর বর্ণনা—

ডাকিনী সর্পবদনা বিত্তজা জ্বলনপ্রভা।
কমণ্ডলুং কর্তৃকাঞ্চ ধারয়ন্তী বরপ্রদা ॥[১]

—ডাকিনী সর্পবদনা ধনসম্পদ থেকে জাতা, অগ্নিপ্রভাবিশিষ্টা, কমণ্ডলু এবং কর্তৃকা-(কাটারি) ধারিণী বরদাত্রী।

রাকিনীর বর্ণনা :

উলূকবদনা দেবী রাকিনী নীলসন্নিভা।
খড়্গাখেটকসংযুক্তা সর্বালংকারবিভূষিতা ॥[২]

—রাকিনী দেবী পেঁচার মত মুখবিশিষ্টা, নীলবর্ণা, খড়্গ ও খেটকধারিণী, সকল অলংকারে ভূষিতা।

লাকিনীর বিবরণ—

লাকিনী ত্রিকপালাঢ্যা পাশাঙ্কুশধরা সতী।
পাটলীপুষ্পসঙ্কাশা সর্বাভরণভূষিতা ॥[৩]

—সতী লাকিনী উঁচু ললাটবিশিষ্টা, পাশ ও অংকুশধারিণী। পাটলীপুষ্পের বর্ণবিশিষ্টা এবং সকল অলংকারে অলংকৃতা।

কাকিনীর বর্ণনা—

কাকিনী হয়বক্ত্রা চ মাণিক্যসদৃশপ্রভা।
ত্রিমুখী মুণ্ডসংযুক্তা সিদ্ধিদা সর্বশোভনা ॥[৪]

—কাকিনীর মুখ ঘোড়ার মত, তিনি মাণিক্যের মত দ্যুতিসম্পন্না, ত্রিমুখী, মুণ্ডধারিণী, সিদ্ধিদাত্রী এবং সর্বসৌন্দর্যসম্পন্না।

শাকিনী :

শাকিনী ত্বঞ্জনপ্রখ্যা মার্জারাস্যা সুশোভনা।
কুলিশঞ্চ তথা দণ্ডং ধারয়ন্তী শুচিস্মিতা ॥[৫]

---

১ কুলার্ণবতন্ত্র—১০।১৩৮ ২ কুলার্ণবতন্ত্র—১০।১৩৯ ৩ কুলার্ণবতন্ত্র—১০।১৪০
৪ তদেব—১০।১৪১ ৫ কুলার্ণবতন্ত্র—১০।১৪২

—শাকিনীর বর্ণ কাজলের মত, বিড়ালের মত তাঁর মুখ, তিনি সুন্দরাঙ্গী, বজ্র ও দণ্ডধারিণী, শুচিহাস্যময়ী।

হাকিনী ঃ

হাকিনী ঋক্ষবদনা নীলনীরদসন্নিভা।
কপালশূলহস্তা চ খেটকৈরূপশোভিতা।
এক দ্বি ত্রি চতুঃ পঞ্চষণ্মুখী সরভাভয়া॥[১]

—হাকিনী, ভল্লুকমুখী, নীলমেঘের বর্ণবিশিষ্টা, নরকপাল ও শূলহস্তা, খেটকশোভিতা ; এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ বা ছয় মুখবিশিষ্টা ; সরভা (গতির দ্বারা দীপ্তিমতী) এবং অভয়া।

রুদ্রগণ যেমন বিচিত্র আকারের,[২] তেমনি বিচিত্র আকারের দেবীর গণ বা শক্তি। পুরাণে দেবীর অসংখ্য গণের উল্লেখ আছে, বিবরণও আছে। মার্কণ্ডেয়পুরাণে শুম্ভ নিশুম্ভবধ উপাখ্যানে চণ্ডমুণ্ডবধের পর দৈত্যপতি শুম্ভের সৈন্যদলের সঙ্গে যুদ্ধে দেবীকে সাহায্যের জন্য ব্রহ্মাণী, মাহেশ্বরী, কৌমারী, বৈষ্ণবী, বারাহী, নারসিংহী ও ঐন্দ্রী এই সপ্তমাতৃকা বা ব্রহ্মা, মহেশ্বর, কুমার কার্তিকেয়, বিষ্ণুর বরাহাবতার, ও নৃসিংহাবতারের শক্তি দেবীকে সাহায্য করতে অগ্রসর হয়েছিলেন।[৩] শুম্ভ-নিশুম্ভের কাছে দৌত্য করার জন্যে দেবীর দেহ-নিষ্ক্রান্তা শক্তি শিবদূতী নামে প্রসিদ্ধ হয়েছিলেন। স্কন্দপুরাণের কাশীখণ্ডে (উত্তরার্ধ ৭২ অঃ) দেবীর শক্তির বিবরণ আছে। এই বিবরণে দেবীর শরীর-সম্ভূতা ত্রৈলোক্য বিজয়া, তারা, ক্ষমা, ত্রৈলোক্যসুন্দরী, ত্রিপুরা, ভামা, ত্রিপুর-ভৈরবী, কামাখ্যা, গজবক্ত্রা, মহিষঘ্নী, কোটরাক্ষী, বিদ্যুজ্জিহ্বা, শিবারবা, শুকী, মায়া, মহামায়া, ছিন্নমস্তা, শাকম্ভরী, মহোল্কাস্যা, জ্বালামুখী প্রভৃতি নবকোটি শক্তির উল্লেখ আছে—জ্বালামুখী প্রভৃতয়ো নবকোট্যো মহাবলাঃ।[৪] তামিল সাহিত্যে অমরী, কুমারী, গৌরী, শমরী, শূলী, নীলী, আর্যা, শেয্যবল, ক্রোর্রবৈ, নল্লাল, কন্নি, শংকরী প্রভৃতি দেবীর বহু শক্তির উল্লেখ পাই।[৫]

দেবীর নবকোটি শক্তির কল্পনা সূর্যাগ্নির অসংখ্য কিরণরূপী মরুদ্গণ বা রুদ্রগণের অনুসরণে কল্পিত। কতকগুলি নাম একই মহাশক্তির ভিন্ন ভিন্ন নাম রূপ, কতকগুলি হয়ত স্থানীয় দেবতা হয়ত বা অন্য কৃষ্টি থেকে আগত—কিন্তু একই মহাশক্তিগোষ্ঠীর মধ্যে মিলে মিশে সব একাকার হয়ে গেছেন।

যোগিনী ঃ দেবীর এই শক্তিগুলি ছাড়াও আছেন বহুসংখ্যক যোগিনী। যোগিনীরা কোথাও সংখ্যায় আট, কোথাও চৌষট্টি, কোথাও কোটিসংখ্যক।

---

১ কুলার্ণবতন্ত্র—১০।১৪৩
২ হিন্দুদের দেবদেবী, ২য় পর্ব, রুদ্রগণ ও গণেশ—পৃঃ ১১৮-২২ দ্রঃ
৩ চণ্ডী—৮অঃ ৪ স্কন্দঃ, কাশীঃ উত্তর—৭২।১৩
৫ The Cult of Sakti in Tamilnad, T. V. Mahalingam, Sakti Cult & Tara—page 18

উগ্রচণ্ডাদিকাঃ পূজ্যাস্তথাষ্টৌ যোগিনীঃ শুভাঃ।
যোগিন্যশ্চ চতুঃষষ্টিস্তথাবৈ কোটিযোগিনীঃ।[১]

যোগিনীগণ দেবীর সখী সহচরী—

চণ্ডিকায়াস্তু যোগিন্যঃ সখ্যোঽত্র চ প্রকীর্তিতাঃ।[২] দেবীর শক্তি, গণ ও যোগিনী একই বস্তু। দেবী দুর্গার অষ্টশক্তির নাম: উগ্রচণ্ডা, প্রচণ্ডা, চণ্ডোগ্রা, চণ্ডনায়িকা, চণ্ডা, চণ্ডবতী, চামুণ্ডা ও চণ্ডিকা।[৩] কৌশিকীর অষ্টযোগিনী—ব্রহ্মাণী, মাহেশ্বরী, কৌমারী প্রভৃতি।[৪] কালীর অষ্টযোগিনী :

ত্রিপুরা ভীষণা চণ্ডী কর্ত্রী হর্ত্রী বিধায়িনী॥
করালা শূলিনী চেতি অষ্টৌ তাঃ পরিকীর্তিতাঃ।[৫]

শিবদূতীর দ্বাদশ যোগিনীর নাম : ক্ষেমঙ্করী, শান্তা, বেদমাতা, মহোদরী, করালা, কামদা, ভগাস্যা, ভগমালিনী, ভগোদরী, ভগারোহা, ভগজিহ্বা ও ভগা।[৬]

ভদ্রকালীর অষ্টযোগিনী—

কৌশিকী শিবদূতী চ উমা হৈমবতীশ্বরী।
শাকম্ভরী চ দুর্গা চ সপ্তমী চ মহোদরী॥[৭]

উমার অষ্টযোগিনী—জয়া, বিজয়া, মাতঙ্গী, ললিতা, নারায়ণী, সাবিত্রী, স্বধা ও স্বাহা।[৮] উগ্রতারার অষ্টযোগিনীর নাম : মহাকালী, রুদ্রাণী, উগ্রা, ভীমা, ঘোরা, ভ্রামরী, মহারাত্রি ও ভৈরবী।[৯] কামেশ্বরীর যোগিনীদের নাম : গুপ্ত-কামা, শ্রীকামা, বিন্ধ্যবাসিনী, কোটীশ্বরী, পাদচণ্ডিকা, দীর্ঘেশ্বরী, প্রকটা ও ভুবনেশী।[১০] কামেশ্বরী বা কামাখ্যার যোগিনীর সংখ্যা চৌষট্টি। চতুঃষষ্টি যোগিনীর নাম : ব্রহ্মাণী, চণ্ডিকা, রৌদ্রী, গৌরী, ইন্দ্রাণী, কৌমারী, বৈষ্ণবী, দুর্গা, নারসিংহী, কালিকা, চামুণ্ডা, শিবদূতী, বারাহী, কৌশিকী, মাহেশ্বরী, শাঙ্করী, জয়ন্তী, সর্বমঙ্গলা, কালী, কপালিনী, মেধা, শিবা, শাকম্ভরী, ভীমা, শান্তা, ভ্রামরী, রুদ্রাণী, অম্বিকা, ক্ষমা, ধাত্রী, স্বাহা, স্বধা, অপর্ণা, মহোদরী, মহাকালী, ভদ্রকালী, উমা, তারা, বিজয়া, জয়া প্রভৃতি।[১১] ভূতডামরতন্ত্র থেকে কৃষ্ণানন্দের তন্ত্রসারে অষ্টযোগিনী পূজার ও যোগিনী সাধনার বিবরণ দেওয়া হয়েছে। এই অষ্ট-যোগিনী হলেন : সুরসুন্দরী, মনোহরা, কনকাবতী, কামেশ্বরী, রতিসুন্দরী, পদ্মিনী, নটিনী ও মধুমতী।

বিভিন্ন তালিকায় যোগিনীর নামগুলির দিকে লক্ষ্য করলেই বোঝা যায় যে মহাশক্তির সুপরিচিত নাম বা মূর্তিগুলি পরস্পরের যোগিনী বা সখীরূপে উল্লিখিত হয়েছে। তন্ত্রসারে অষ্টযোগিনীর ধ্যানমন্ত্র উদ্ধৃত হয়েছে।[১২] সুরসুন্দরীর ধ্যান—

---

১ কালিকাপুরাণ—৬০।৫২-৫৩ ২ কালিকাপুরাণ—৬১।১১১ ৩
৪ কাঃ পুঃ—৬১।৮৪ ৫ কাঃ পুঃ—৬১।৯২-৯৩ ৬ কাঃ পুঃ—৬১।১০৮-৯
৭ কাঃ পুঃ—৬১।৪১ ৮ কাঃ পুঃ—৬১।৪৭
৯ কাঃ পুঃ ৬১।৬৮ ১০ কাঃ পুঃ—৬৫।৭৮ ১১ কাঃ পুঃ—৬৩।৩৫-৪২
১২ তন্ত্রসার (বঙ্গবাসী)—পুঃ ৬৪০-৪৮

পূর্ণচন্দ্রনিভাং গৌরীং বিচিত্রাম্বরধারিণীম্।
পীনোত্তুঙ্গকুচাং রামাং সর্বেষামভয়প্রদাম্॥

—পূর্ণচন্দ্র সদৃশবদনা, গৌরবর্ণা, বিচিত্রবর্ণের বস্ত্র পরিহিতা, পীন ও উত্তুঙ্গ কুচান্বিতা, সুন্দরী, সকলের অভয়দাত্রী।

মনোহরার ধ্যান—

কুরঙ্গনেত্রাং শরদিন্দুবক্ত্রাং বিম্বাধরাং চন্দনগন্ধলিপ্তাম্।
চীনাংশুকাং পীনকুচাং মনোজ্ঞাং শ্যামাং সদাকামদুঘাং বিচিত্রাম্॥

—যাঁর হরিণের ন্যায় নেত্র, শরচ্চন্দ্রের ন্যায় বদন, বিম্বফলের মত অধর, চন্দন ও গন্ধদ্রব্যবিলিপ্ত দেহ, চীনাংশুক পরিধেয়, স্তনদ্বয় স্থূল, যিনি মনোহারিণী, শ্যামবর্ণা, সদাকামনাপূরণকারিণী, বিচিত্ররূপা।

কনকাবতীর ধ্যান :

প্রচণ্ডবদনাং দেবীং পক্কবিম্বাধরাং প্রিয়াম্।
রক্তাম্বরধরাং বালাং সর্বকামপ্রদাম্॥

—ভয়ংকর যাঁর মুখ, অধর পক্কবিম্বের মত, রক্তাম্বরধারিণী, বালিকা, প্রিয়া, সর্বকামপ্রদা।

কামেশ্বরীর মূর্তি :

কামেশ্বরীং শশাঙ্কাস্যাং খেলৎখঞ্জনলোচনাম্
সদালোলগতিং কান্তাং কুসুমাস্ত্রশিলীমুখাম্॥

—চন্দ্রাননা, খঞ্জনপক্ষীর ন্যায় চঞ্চললোচনা, সদা চঞ্চলগতিবিশিষ্টা, মনোরমা কুসুমের অস্ত্র ও বাণধারিণী কামেশ্বরী।

রতিসুন্দরীর বর্ণনা :

সুবর্ণবর্ণাং গৌরাঙ্গীং সর্বালংকারভূষিতাম্।
নূপুরাঙ্গদহারাঢ্যাং রম্যাঞ্চ পুষ্করেক্ষণাম্॥

—সোনার মত গৌরাঙ্গী, নূপুর অঙ্গদ হার প্রভৃতি সকল অলংকারে ভূষিতা, রম্যা, পদ্মলোচনা।

পদ্মিনীর ধ্যান :

পদ্মাননাং শ্যামবর্ণাং পীনোত্তুঙ্গপয়োধরাম্।
কোমলাঙ্গীং স্মেরমুখীং রক্তোৎপলদলেক্ষণাম্॥

—পদ্মতুলবদনবিশিষ্টা, শ্যামবর্ণা, পীনোত্তুঙ্গস্তনী, কোমলাঙ্গী, হাস্যময় মুখবিশিষ্টা, রক্তপদ্মের পাপড়ির মত চক্ষুযুক্তা।

নটিনীর বিবরণ :

ত্রৈলোক্যমোহিনীং গৌরীং বিচিত্রাম্বর ধারিণীম্।
বিচিত্রালংকৃতাং রম্যাং নর্তকীবেশধারিণীম্॥

—ত্রিলোকের মোহনকারিণী, গৌরবর্ণা, বিচিত্রবস্ত্রপরিহিতা, বিচিত্র অলংকার ভূষিতা, রমণীয়া, নর্তকীবেশধারিণী।

মধুমতীর বর্ণনা :

শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশাং নানারত্নবিভূষিতাম্।
মঞ্জরীহারকেয়ূর রত্নকুণ্ডলমণ্ডিতাম্॥

—বিশুদ্ধ স্ফটিকের মত শুভ্রবর্ণা, নানালংকারে ভূষিতা, নূপুর হার কেয়ূর ও রত্নকুণ্ডলে ভূষিতা।

—কালিকাপুরাণে মহোৎসাহা যোগিনীর পূজা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে দেবী পূজার পূর্বেই :

মহোৎসাহাং যোগিনীস্তু মহামায়াস্বরূপিণীম্।
ধ্যানতো রূপতস্তাস্তু দেব্যা' অগ্রে প্রপূজয়েৎ॥[১]

স্কন্দপুরাণান্তর্গত কাশীখণ্ডে চৌষট্টি যোগিনীদের বিচিত্র নামের তালিকা প্রদত্ত হয়েছে—

গজাননা সিংহগৃধ্রাস্যা কাকতুণ্ডিকা।
হয়গ্রীবা উষ্ট্রগ্রীবা বারাহী শরভাননা॥
উলূকিকা শিবারবা ময়ূরী বিকটাননা।
অষ্টবক্রা কোটরাক্ষী কুব্জা বিকটলোচনা॥
শুষ্কোদরী ললজ্জিহ্বা শ্বদংষ্ট্রা বানরাননা।
ঋক্ষাক্ষী কেকরাক্ষী চ বৃহত্তুণ্ডা সুরাপ্রিয়া॥
কপালহস্তা রক্তাক্ষী শুকী শ্যেনী কপোতিকা।
পাশহস্তা দণ্ডহস্তা প্রচণ্ডা চণ্ডবিক্রমা॥
শিশুঘ্নী পাপহন্ত্রী চ কালী রুধিরপায়িনী।
বসাধয়া গর্ভভক্ষা শবহস্তান্ত্রমালিনী॥
স্থূলকেশী বৃহৎকুক্ষিঃ সর্বাস্যা প্রেতবাহনা।
দন্দশূকরা ক্রৌঞ্চী মৃগশীর্ষা বৃষাননা॥
ব্যাত্তাস্যা ধূমনিঃশ্বাসা ব্যোমৈকচরণোর্ধ্বদৃক্।
তাপিনী শোষণীদৃষ্টিঃ কোটরী স্থূলনাসিকা॥
বিদ্যুৎপ্রভা বলাকাস্যা মার্জারী কটপূতনা।
অট্টহাসা কামাক্ষী মৃগাক্ষী মৃগলোচনা॥[২]

স্কন্দপুরাণের মতে এই যোগিনীদের নাম জপ করলে সব রোগ দূর হয়, সকল বাধা বিদূরিত হয়, শিশুদের রোগারোগ্য হয়, গর্ভিনীর গর্ভবেদনার উপশম হয়, রাজসভা ও বিচারে জয়লাভ হয়। তন্ত্রসাধনায় যোগিনী উপাসনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছে। কালীপূজায় চৌষট্টি যোগিনী এবং কোটি যোগিনী পূজার

১ কাঃ পুঃ—৬৩।১৩৫ ২ স্কন্দঃ, কাশীঃ, পূর্বার্ধ—৪৫।৩৪-৪১

রীতি প্রচলিত আছে। উড়িষ্যার হীরাপুরে চৌষট্টি যোগিনীর মন্দিরে চৌষট্টি যোগিনীর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। যোগিনীদের বাহন হিসাবে পাদপীঠে ষাঁড়, শূকর, মহিষ, কাক, মোরগ, হাঁস, হরিণ, হাতী, মাছ, ব্যাঙ, প্রস্ফুটিতপদ্ম, গরুড়, ঘোড়া, সিংহ, ময়ূর, প্রভৃতি নির্মিত আছে। চৌষট্টি যোগিনীর মধ্যে একটি দশভুজা, উনিশটি চতুর্ভুজা এবং অবশিষ্ট চুয়াল্লিশটি দ্বিভুজা। দশভুজা মূর্তিটি মহামায়া রূপে পুজিতা হয়। কতকগুলি মূর্তির মুখ কুমীর, বানর, সিংহ, সর্প, ভল্লুক, হস্তী প্রভৃতির, কতকগুলি মূর্তি সাপের হার ও মুণ্ডমালা পরিহিতা।[১] এই সকল যোগিনী ও দেবীর শক্তি বৈদিক মরুদ্‌গণ ও রুদ্রগণ, পুরাণের শিবগণের আদর্শে যে কল্পিত হয়েছে তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই।

---

১ Evolution of Sakti Cult at Jaipur, Bhubaneswar & Puri
—S. K. Bhera, Sakti Cult & Tara—page 82

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে শক্তিপূজার ব্যাপকতা

পূর্বোক্ত আলোচনায় ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে শক্তি-উপাসনার ব্যাপকতার প্রচুর নিদর্শন পাওয়া গেছে। বর্তমান অধ্যায়ে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে শক্তি-পূজার আরও কিছু নিদর্শনের উল্লেখ করছি। শক্তি উপাসনা কেবল পূর্ব ভারতেরই সম্পদ নয়, সমগ্র ভারতবর্ষেরই সম্পদ। উত্তর থেকে দক্ষিণ, পূর্ব থেকে পশ্চিম সীমান্ত পর্যন্ত একদা শক্তি উপাসনা প্রসারিত ছিল, এখনও শক্তিপূজার ব্যাপকতা হ্রাস পায় নি। যুগে যুগে শক্তিপূজার ব্যাপকতা যত বৃদ্ধি পেয়েছে শক্তিদেবীর রূপেরও তেমনি অসংখ্য বৈচিত্র্য কল্পিত হয়েছে এবং বৈচিত্র্যময় দেবমূর্তিও নির্মিত হয়েছে। একই নামে কত প্রকারের মূর্তি প্রচলিত আছে বা পূজিত হচ্ছেন, উপরের আলোচনায় তা সুস্পষ্ট হয়েছে।

তামিলদেশে শক্তিদেবতা: প্রাচীন তামিল ব্যাকরণগ্রন্থ তোলক্কাপ্পিয়ম এবং শিলপ্পদিকারম্ অনুসারে কোর্রবৈ দেবী তামিলনাদে পালৈ অঞ্চলে পূজিতা হন। কোর্রবৈ জটাধারিণী সর্পবদ্ধব্যাঘ্রচর্মপরিহিতা, হরিণবাহনা, ললাটে শূকরদন্তনির্মিত কলাচন্দ্র। এই ভয়ংকরী দেবী রণে বিজয়দান করেন। তামিল কোর্রবৈ জন্ম দিয়েছিলেন সেয়নকে। সেয়নকে স্কন্দ-কার্তিকেয়ের প্রতিরূপ বলে মনে করা হয়। তামিলদেশে যুদ্ধ ও বিজয়ের দেবতা হিসাবে প্রসিদ্ধা কোর্রবৈকে দুর্গার সঙ্গে অভিন্ন বলে গ্রহণ করা হয়েছে। খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে রচিত শিলপ্পদিকারম্ নামে মহাকাব্যে কোর্রবৈ ত্রিনয়না, চন্দ্র-লাঞ্ছিতমুকুটভূষিতা, সর্পের কটিবন্ধভূষিতা, ত্রিশূলধারিণী, মহিষাসুরের ছিন্নমুণ্ডের উপরে স্থাপিতচরণা কৃষ্ণবর্ণা।[১] তামিলনাদে কানমরশেল্বি কাডুরৈকডবুল্, কাডমরশেল্বি প্রভৃতি দেবী অরণ্যবাসিনী বনদুর্গার সমতুল্যা—বাঙ্গালার মঙ্গলচণ্ডী ও ঋগ্বেদের অরণ্যানীর সগোত্রা। শিলপ্পদিকারম্ গ্রন্থে দারুকাসুর ও মহিষাসুর-ঘাতিনী দুর্গার বিবরণ পাওয়া যায়। দেবীর নাম বেট্টুববরি। দেবীর বর্ণ কেয়া ফুলের মত ঘননীল, প্রবালের মত রক্তবর্ণ ওষ্ঠাধর, শুভ্রদন্তপংক্তি, ঘনকৃষ্ণগ্রীবা, চক্রশঙ্খ অসি শূল বাসুকি নির্মিত জ্যাবিশিষ্ট ধনু এবং সিংহধ্বজ তিনি হস্তে ধারণ করেন, তিনি ব্যাঘ্রচর্মপরিহিতা, তাঁর কোমরবন্ধ সিংহচর্ম-নির্মিত, মস্তকে সর্পের দ্বারা বদ্ধ জটা, সর্পনির্মিত স্তনবন্ধ এবং হস্তিচর্মের উত্তরীয়। মহিষের ছিন্নমুণ্ডের উপরে দণ্ডায়মানা দুর্গার মূর্তি দক্ষিণভারতে প্রচুর পাওয়া যায়। শিলপ্পদিকারম্ গ্রন্থে অনুরূপ মূর্তির বিবরণ আছে। দেবীকে শিবের অর্ধাঙ্গরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। মহাবলিপুরমে আদিবরাহ গুহামন্দিরে এবং সিঙ্গবরমে রঙ্গনাথ গুহায় অষ্টভুজা দুর্গা ত্রিভঙ্গমূর্তিতে বিরাজমানা। আদি-

---

১ Cultural Heritage of India—Vol. IV, p. 252

বরাহ মন্দিরে দেবীর সম্মুখের দক্ষিণহস্তে একটি পানপাত্র এবং বামহস্তে একটি শুকপক্ষী। কাঞ্চীর পল্লবরাজগণ (খ্রীঃ ৬ষ্ঠ-৮ম শতাব্দী) ব্যাপকভাবে দুর্গার মূর্তি ক্ষোদিত বা নির্মাণ করিয়েছিলেন। কোন কোন ক্ষেত্রে দেবী ছিন্ন মহিষমুণ্ডের উপর, কোথাও পদ্মের উপর দণ্ডায়মানা। পল্লবরাজাদের দুর্গা প্রতিমার বৈশিষ্ট্য এই যে, দেবীর সঙ্গে বিষ্ণুমূর্তি সংশ্লিষ্ট। পল্লবরাজদের পরে চোলরাজ বিজয়ালয় (৮৫০-৮৭০ খ্রীঃ) তাঞ্জোরে নিশুম্ভসূদনী দেবীর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। চোল রাজাদের দুর্গা অষ্টভুজা—ত্রিভঙ্গমূর্তিতে দণ্ডায়মানা। কুম্ভকোনমে নাগেশ্বরস্বামী মন্দিরে দেবী চতুর্ভুজা। মহিষের ছিন্নমুণ্ডের উপরে এঁরা সকলেই দণ্ডায়মানা। দেবীর হাতে চক্র, শঙ্খ, খড়্গ, ধনু ও খেটক থাকে। তামিল প্রদেশে দুর্গার সঙ্গে থাকে একটি হরিণ; কোন কোন ক্ষেত্রে হরিণ ও সিংহ দুইই থাকে। চালুক্য রাজাদের আমলে ব্রহ্মাণী কৌমারী প্রভৃতি সপ্তমাতৃকা পূজাও জনপ্রিয় হয়েছিল। পল্লব রাজাদের মন্দিরে শিব এবং স্কন্দের সঙ্গে পার্বতীর পূজাও প্রচলিত হয়েছিল। বর্তমান কালেও দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে গ্রামে গ্রামে কালী ভদ্রকালী-মহাকালী শেলাণ্ডি-অম্মন, দ্রৌপদী-আম্মন, মারি-আম্মন, পেশিয়াম্মন, অকম্মা, মুথ্যালম্মা; বঙ্গারম্মা, মাতঙ্গী প্রভৃতি বিচিত্র নামে পূজিতা হচ্ছেন। তামিল প্রদেশে শক্তিদেবতার এক রূপ জ্যেষ্ঠা—লক্ষ্মীর ভগিনী অলক্ষ্মী—অত্যন্ত জনপ্রিয় দেবতা। জ্যেষ্ঠাও বিভিন্ন নামে এখানে পূজিতা হন।[১]

রাজস্থানে শক্তিপূজা: বহু প্রাচীন কাল থেকেই রাজস্থানে শক্তিপূজার ব্যাপকতা দেখা যায়। কালী বা কালিকা, দুর্গা, চামুণ্ডা, অষ্টভুজা ও অম্বা—এই কয় প্রকার মূর্তিতে শক্তিদেবতার পূজা রাজস্থানে প্রচলিত। এছাড়াও বিভিন্ন অঞ্চলে আঞ্চলিক নামে শক্তিপূজা হয়। করণিমাতা, মোকলমাতা, পিপ্‌লাদমাতা শচিয়ামাতা, খোরিমাতা, শাকম্ভরী, আশাপূরী দেবী, কিন্‌সরিয়া বা কৈবসমাতা, খিমলমাতা, কৈলাদেবী, সক্রাইমাতা, জিনমাতা, সুসানিমাতা, দধিমাতা, সীল-মাতা, চৌথমাতা প্রভৃতি বিচিত্র নামে শক্তিদেবী পূজিতা হন।[২] রাজস্থানে মহিষমর্দিনী দুর্গা খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম অথবা খ্রীষ্টপর শতাব্দীতে পূজা পেয়েছেন। এই সময়ের মহিষমর্দিনী মূর্তি পাওয়া গেছে। নগরে (Nagar) প্রাপ্ত এবং অম্বর যাদুঘরে রক্ষিত পোড়ামাটির ফলকে (terracotta plaques) অংকিত কয়েকটি দুর্গামূর্তির মধ্যে অন্ততঃ একটিকে এই সময়ের বলে নির্ধারিত করা হয়েছে। রাজ-স্থানের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রস্তর নির্মিত মহিষমর্দিনীর প্রতিমাও প্রচুর পাওয়া গেছে। ছোট সাদ্রির নিকটে ভ্রমর মাতা মন্দিরে উৎকীর্ণ একটি লিপিতে (৪৯১ খ্রীঃ)

---

১ Cult of Sakti in Tamilnad, T, V, Mahalidgam=Sakti Cult & Tara —pp. 19-33

২ Sakti Worship in Rajasth an, P.K. Majumdar, Ibid—pp. 22-93

দেবীর বিবরণে দেবীকে "অসুরদারণতীক্ষ্ণশূলা" এবং "সিংহোগ্রযুক্ত রথমাস্থিত-চণ্ডবেগা" বলে বর্ণনা করা হয়েছে।[১]

পরবর্তী কুষাণ রাজাদের আমলে অথবা প্রাথমিক গুপ্ত রাজাদের কালে নির্মিত গঙ্গানগর জেলায় ভদ্রকালী মন্দিরে প্রাপ্ত পোড়ামাটির ফলকে মহিষাসুরমর্দিনীর মূর্তি (বিকানীর মিউজিয়মে রক্ষিত) প্রমাণ করে খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে রাজস্থানে শক্তি-উপাসনার ব্যাপকতা। গোথ্‌মাঙ্গ্‌লোদে দধিমাতার মন্দিরে উৎকীর্ণ (খ্রীঃ ৬০৮) শক্তিপূজার উল্লেখ, বর্মলাত লিপিতে ক্ষেমঙ্করী মাতার উল্লেখ, দৌলতপুর তাম্রশাসনে নাগভট, ভোজ ও অন্যান্যদের ভগবতীর পূজকরূপে বর্ণনা এবং উক্ত তাম্রশাসনে চতুর্ভুজাদেবী ও পার্শ্বে উপবিষ্ট সিংহের মূর্তি, কিনসুরিয়া-মাতা বা কেবায়মাতা লিপিতে কালী ও কাত্যায়নীর উল্লেখ, বটযক্ষিনী মন্দির লিপিতে বটযক্ষিণী দেবীর উল্লেখ, আবনেরি, পারানগর ও ওসিয়ানে মহিষা-সুরমর্দিনীর, জিনমাতা ও সকরাইমাতার মন্দির, আসিয়ান-এ সচিয়ামাতার মন্দির, উদয়পুর থেকে ৪৫ মাইল দূরে জগতে অম্বিকার মন্দির (খ্রীঃ দশম শতাব্দী) প্রভৃতি রাজস্থানে শক্তিপূজার ব্যাপকতার নিদর্শন। মারবারের জৈনগণও মহিষ-মর্দিনীর পূজা করতেন, তার প্রমাণ এখান থেকে পাওয়া যায়। অম্বিকা মন্দির-গাত্রে বিভিন্ন ভঙ্গীর মহিষমর্দিনী দুর্গার মূর্তি আছে। পূর্বরাজস্থানে চন্দ্রভগ-পতনে বহুসংখ্যক মহিষমর্দিনীর মূর্তি পাওয়া গেছে। এই অঞ্চল শক্তিপূজার কেন্দ্র ছিল। রাজস্থানে প্রাপ্ত মহিষাসুরমর্দিনীর মূর্তিগুলি নিখুঁত ভাস্কর্যে ও বৈচিত্র্যে চিত্ত হরণ করে। দেবী কোথাও অষ্টভুজা (ঘণ্টালি দেবী—বিকানীর মিউজিয়াম্), আবার কোথাও দশভুজা (আবানেরি মন্দির)। অমঝরতে চারটি মূর্তিতে দেবী মহিষাসুরের ঘাড় মুচ্‌ড়ে ধরেছেন।

কেবল মহিষাসুরমর্দিনী দুর্গা নন, কালী এবং অষ্টমাতৃকা মূর্তিও রাজস্থানে পূজিতা হতেন। অমঝর দুনগড়পুরে কয়েকটি নির্মাংসা চামুণ্ডার মূর্তিও পাওয়া গেছে। অজমীর মিউজিয়মে রক্ষিত কালীমূর্তিটি দৃষ্টি আকর্ষণ করার মত। কালো মার্বেল পাথরের মূর্তিটিতে দশটি মাথা ও চুয়াল্লিশটি হাত—প্রধান মুণ্ডটি লোলরসনা করালবদনা,—একটি প্রস্ফুটিত পদ্মের উপরে শায়িত শিবের উপরে দেবী দণ্ডায়মানা,—তাঁর গলায় মুণ্ডমালা। ডানদিকের পাঁচটি মাথা অশ্ব, হস্তী, ভল্লুক ও শূকরের; বামের চারটি মাথা সিংহ, কুকুর, বানর ও শৃগালের। যজ্ঞোপবীত, হার ও সর্প দেবীর গলার ভূষণ। এই মিউজিয়মেই তিনটি কোটরগতচক্ষু ও কপোল-বিশিষ্টা চামুণ্ডা মূর্তি আছে। সমগ্র রাজস্থানেই শতাব্দীর পর শতাব্দী শক্তিপূজা জনপ্রিয় হয়েছিল।[২]

---

১ Sakti Cult in Western India, D. C. Sirkar, Sakti Cult & Tara —pp. 87-88

২ Sakti Worship in Rajasthan, P. K. Majumdar, Sakti Cult & Tara —pp. 92-100

উড়িষ্যায় শক্তিপূজা : উড়িষ্যাতেও শক্তিপূজার ব্যাপকতা কম ছিল না। রাজা তুষ্টিকরের (খ্রীঃ ৫ম/৬ষ্ঠ শতাব্দী) কালাহাণ্ডি তাম্রশাসনে রাজা তুষ্টিকর স্তম্ভেশ্বরী দেবীর উপাসকরূপে বর্ণিত হয়েছেন। ভঞ্জ ও তুঙ্গরাজাদের (খ্রীঃ ৮ম-১১শ শতাব্দী) অনুশাসনে স্তম্ভেশ্বরী দেবীর উল্লেখ বারংবার পাওয়া যায়। শোনপুরে স্তম্ভেশ্বরীর একটি স্তম্ভ এবং গঞ্জামের আসকায় স্তম্ভেশ্বরীর একটি মন্দির আছে। কাঠের থামপূজার রীতি উড়িষ্যার অনেক স্থনে পার্বত্য জাতিদের মধ্যে প্রচলিত। বৈতরণী নদীর তীরে যাজপুরে শক্তিপূজা ও তন্ত্রসাধনার একটি প্রসিদ্ধ কেন্দ্র ছিল। কুব্জিকাতন্ত্র, জ্ঞানার্ণবতন্ত্র, বৃহন্নীলতন্ত্র প্রভৃতিতে বিরজা একটি সিদ্ধপীঠরূপে কীর্তিত হয়েছে। বিরজা একটি প্রসিদ্ধ স্থান এবং দীর্ঘকাল উড়িষ্যার রাজধানী ছিল। যাজপুরে একটি চামুণ্ডা বিগ্রহের প্রতিষ্ঠাত্রী বৎসদেবী সম্ভবতঃ কোন প্রাচীন ভৌমকর রাজার পত্নী। বিরজা যাজপুরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ছিলেন। বিরজা দেবী দ্বিভুজা সিংহবাহিনী—শূলের দ্বারা মহিষাসুর বধ করছেন।[১] পুরাতত্ত্ববিদ্ রমাপ্রসাদ চন্দ এই দ্বিভুজা মহিষাসুরমর্দিনী মূর্তিকে প্রাক্-গুপ্তযুগের দুর্গামূর্তির প্রাচীনতম নিদর্শন বলে উল্লেখ করেছেন।[২] সপ্ত মাতৃকার পূজাও যাজপুরে প্রচলিত ছিল। যাজপুরে ও নিকটবর্তী অঞ্চলে সপ্তমাতৃকা মূর্তি এবং যাজপুরের চামুণ্ডা মূর্তি এবং বৌদ্ধতান্ত্রিক বজ্রযানী সম্প্রদায়ের বিভিন্ন তারামূর্তি, হেরুক, কুরুকুল্লা ও অপরাজিতা যাজপুরের শক্তি-উপাসনার ব্যাপকতার নিদর্শন।

ভুবনেশ্বর বা একাম্রকানন শক্তিপূজার কেন্দ্র ছিল। পরশুরামের মন্দিরে সপ্তমাতৃকার মূর্তি (খৃঃ ৮ম | ৯ম শতাব্দী), বৈতাল মন্দিরে ভয়ংকরী চামুণ্ডা মন্দিরগাত্রে অর্ধনারীশ্বর ও মহিষমর্দিনী মূর্তি এবং বারাহী মূর্তি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বৈতালমন্দিরে চামুণ্ডার পাদপীঠে একটি শৃগাল শব ভক্ষণে রত। মুক্তেশ্বর মন্দিরের জগমোহনে অষ্টাদশ পদ্মে স্থিতা সপ্তমাতৃকার মূর্তিতে মাতৃকাগণ শিশুক্রোড়া। ভুবনেশ্বরে গৌরীমন্দিরে শক্তিমূর্তি অধিষ্ঠিতা; অনন্তবাসুদেব মন্দিরে (খ্রীঃ ১৩শ শতাব্দী) কৃষ্ণবলরামের সঙ্গে আছেন একানংশা, বিন্দুসরোবরের নিকটবর্তী বৈতাল, শিশিরেশ্বর ও মার্কণ্ডেশ্বর মন্দিরে মহিষাসুরমর্দিনী বিগ্রহ বিরাজমানা। একাম্রক্ষেত্রের চার মাইল পূর্বে হীরাপুর গ্রামে যোগিনী উপাসনার কেন্দ্র ছিল। এই গ্রামে চৌষট্ট যোগিনীর মন্দির আছে (খ্রীঃ ৯ম শতাব্দী)। এই মন্দিরের বাহিরের প্রাচীরে ছিন্নমুণ্ডের উপরে দণ্ডায়মানা নয়টি কাত্যায়নীর মূর্তি আছে। বলঙ্গির জেলায় রাণীপুর ঝরিয়ালে আর একটি চৌষট্ট যোগিনীর মন্দির আছে।

---

১ Evolution of Sakti Cult at Jaipur, Bhubaneswar and Puri
K. S. Bhera, Ibid.—pp. 74-77

২ Memoirs of Archaeological Survey of India, No. 44—page 5

পুরীতে জগন্নাথের ভৈরবী রূপে খ্যাতা বিমলা দেবী আছেন। জগন্নাথ ও বলরাম বিগ্রহের মধ্যবর্তী সুভদ্রাকে অনেকে একানংশা দেবী বলে মনে করেন। কোনারক সূর্যমন্দিরে জগন্নাথ, শিব ও দুর্গা পূজিত হতেন। মার্কণ্ডেশ্বর সরোবরের নিকটে সপ্তমাতৃকা পূজিতা হন। বলরাম দাস (খ্রীঃ ১৬ শতাব্দী) বত অবকাশ গ্রন্থে সপ্তমাতৃকা চৌষট্টি যোগিনী, বিমলা ও বিরজাকে জগন্নাথের সেবিকারূপে উল্লেখ করেছেন! এছাড়াও শাকম্ভরী, দুর্গেশ্বরী কালী, রামচণ্ডী, কোঠেশ্বরী, ভগবতী, ব্রহ্মাণী, সাবিত্রী, সরলাচণ্ডী, বাসেলী, অপরাজিতা, পিঙ্গলা, জাগুলি, মঙ্গলা, তারেণি কনকেশ্বরী প্রভৃতি ছিয়াত্তরটি শক্তিদেবতার উল্লেখ করেছেন। আরও অনেক অনেক শক্তিদেবতার মন্দির উড়িষ্যার এখানে ওখানে রয়েছে। অনেকগুলি তন্ত্রগ্রন্থও উড়িষ্যায় রচিত হয়েছে। সুতরাং উড়িষ্যায় শক্তি-উপাসনার প্রাবল্য ভারতের অন্য কোন অঞ্চল অপেক্ষা কম ছিল না![১]

পূর্বভারতে শক্তি-পূজা : বাঙ্গালাদেশে শক্তি-উপাসনার প্রাধান্যের বিষয় ইতঃপূর্বে অল্পবিস্তর আলোচিত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে গ্রামে নগরে শক্তিপূজার ব্যাপকতা একালেও প্রত্যক্ষ করা যায়। কালীমন্দির এদেশে পথে প্রান্তরে সর্বত্র। শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনপীঠ দক্ষিণেশ্বর, বামাক্ষেপার সাধনপীঠ তারাপীঠ ও রামপ্রসাদের সাধনপীঠ হালিসহর বাঙ্গালীর তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। রামপ্রসাদ কমলাকান্তের মত কত শক্তিসাধক ও শাক্ত কবি এখানে আবির্ভূত হয়েছেন তার কোন হিসাব নেই। নবদ্বীপের পোড়া মা, অম্বিকা কালনার সিদ্ধেশ্বরী, হুগলী বাঁশবেড়িয়ায় হংসেশ্বরী, বর্ধমানের সর্বমঙ্গলা, বর্ধমানজেলার কেতুগ্রামে অট্টহাস, তমলুকে বর্গভীমা প্রভৃতি শক্তিদেবতার নাম ও মূর্তির বৈচিত্র্যের অন্ত নেই। তন্ত্রশাস্ত্রের আলোচনা ও তন্ত্রশাস্ত্র রচনা বঙ্গদেশে কম হয়নি। নবদ্বীপ-নিবাসী কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের তন্ত্রসার, রামতোষণ বিদ্যালংকারের প্রাণতোষণী তন্ত্র বিদ্বৎসমাজে সুপরিচিত।

উত্তর বঙ্গে পশ্চিম দিনাজপুর জেলার বাণগড়ে প্রাপ্ত শিলালিপি থেকে খ্রীষ্টীয় দশম-একাদশ শতাব্দীতে চর্চিকা চামুণ্ডা পূজার বিবরণ মেলে।[২] পাল সম্রাট নয় পালের সময়ের (১০৪৩-৭০ খ্রীঃ) একটি বীরভূমের সিয়ান গ্রাম থেকে প্রাপ্ত শিলালিপিতে পাষাণ মন্দিরে নয়টি চণ্ডিকা মূর্তি প্রতিষ্ঠার উল্লেখ আছে।[৩]

কৃষ্ণনগরের মহারাজা শাক্ত ছিলেন। তিনি অন্নপূর্ণার বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, কিম্বদন্তী অনুসারে জগদ্ধাত্রী পূজার প্রচলন করেছিলেন এবং নবদ্বীপে

---

১ Evolution of Sakti Cult at Jaypur, Bhubaneswar & Puri, Sakti Cult & Tara—pp. 74-86

২ শিলালেখ তাম্রশাসনাদির প্রসঙ্গ—ডঃ দীনেশচন্দ্র সরকার পৃঃ ৮৯

৩ ঐ গ্রন্থ পৃঃ ১১১, ১২১

বৈষ্ণবের রাসোৎসবে শক্তিপূজার প্রবর্তন করেছিলেন। যশোরের প্রতাপাদিত্য ছিলেন যশোরেশ্বরী কালীর উপাসক। ভারতচন্দ্র লিখেছেন-

বরপুত্র ভবানীর প্রিয়তম পৃথিবীর
বায়ান্ন হাজার যাঁর ঢালী।
ষোড়শ হাল্কা হাতী অযুত তুরঙ্গ সাথী।
যুদ্ধকালে সেনাপতি কালী।[১]

বিভিন্ন মঙ্গল কাব্য ও শক্তিগীতি জাতিধর্ম নির্বিশেষে বাঙ্গালীর আদরের সামগ্রী।

ত্রিপুরার মহারাজা দ্বিতীয় রত্নমাণিক্য ও দুর্গামাণিক্য কালীভক্ত ছিলেন। ত্রিপুরা রাজাদের মুদ্রায় শিব-দুর্গার প্রতীক হিসাবে ত্রিশূল ও সিংহ অংকিত হয়েছে। আহোম রাজারা শিব শক্তির উপাসক ছিলেন। তাঁরা মুদ্রায় হরগৌরীর সেবক রূপে নিজেদের উল্লেখ করেছেন। কাছাড়ের রাজারাও হরগৌরীর উপাসক ছিলেন, কিন্তু শেষরাজা গোবিন্দচন্দ্র ছিলেন চণ্ডীর উপাসক। ১৭৩৬ শকাব্দের অর্থাৎ ১৮১৪ খৃষ্টাব্দের একটি মুদ্রায় লিখিত আছে—হিড়িম্ব পুরধীশ শ্রীরণচণ্ডী পদাজুষঃ।

উত্তর ভারতে শক্তি পূজা : অন্যান্য অঞ্চলের মত ভারতের উত্তরাঞ্চলেও শক্তিপূজার ব্যাপকতা কম ছিল না। হরিদ্বারে চণ্ডী পাহাড়ে চণ্ডীর মন্দিরে চণ্ডীদেবীর বিগ্রহ—প্রস্তরনির্মিত সিন্দুর লিপ্ত বিগ্রহ বিরাজমানা; মনসা পাহাড়ের চূড়ায় পঞ্চমুখী মনসাদেবীর বিগ্রহ পূজিত হয়। পাঞ্জাবে অমৃতসরে দুর্গামাতার মন্দির সুপ্রসিদ্ধ। হরিদ্বারের নিকট কনখল দক্ষযজ্ঞে সতীর দেহত্যাগ স্থান-রূপে প্রসিদ্ধ। এখানে মন্দিরের ভিতর গাত্রে সতীর জন্ম থেকে দেহত্যাগ পর্যন্ত পৌরাণিক কাহিনী শ্বেত পাথরে ক্ষোদিত আছে। নিকটবর্তী ললিতস্বামী আশ্রমে দশমহাবিদ্যা মূর্তি পূজিতা হন। হরিদ্বারের অদূরে সপ্তঋষি আশ্রমের নিকটবর্তী সরস্বতী মন্দিরে শ্বেতপাথরের সরস্বতী মূর্তি অবস্থিত। সন্নিকটে পরমার্থ মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত আছেন দুর্গাদেবী। হিমাচল প্রদেশে জ্বালামুখী দেবীর জিহ্বাপতনস্থান হিসাবে মহাপীঠ। কাংড়া উপত্যকায় আছেন বজ্রেশ্বরী। কাশ্মীরে ক্ষীরভবানীতে দেবী ভবানীর বিগ্রহ অত্যন্ত জাগ্রত দেবতারূপে পূজিতা হন। শ্রীনগর থেকে সাত মাইল দূরে পর্বতগাত্রে সারদাগ্রামে সারদা মহাপীঠ—একান্ন মহাপীঠের অন্যতম। কাশ্মীররাজ গোপাদিত্যের আমলে খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে সারদা দেবীর মন্দির নির্মিত হয়েছিল। সারদাপীঠ হিন্দুদের শক্তিসাধনার অন্যতম প্রাচীনতম পীঠস্থান।[২]

শক্তি উপাসনা ভারতের কোন অঞ্চল বিশেষে সীমাবদ্ধ ছিল না, এখনও নেই। সমগ্র ভারতেই অসংখ্য বৈচিত্র্যময় নামে এবং রূপে মহাশক্তির উপাসনা

---

১ বিদ্যাসুন্দর কাব্য ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী (বসুমতী)—পৃঃ ৬
২ কাশ্মীর, সত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়—পৃঃ ৪৮

খৃষ্টপূর্ব যুগ থেকেই প্রচলিত। উত্তর-প্রান্তে কাশ্মীরে সারদাপীঠ যেমন খৃষ্টপূর্ব ৪র্থ শতাব্দীতে প্রসিদ্ধ হয়েছে, তেমনি দক্ষিণ-প্রান্তে কন্যাকুমারী টলেমির (Ptolemy) সময়ে খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে সুপ্রসিদ্ধ হয়েছিল। দেবীর নব নব মূর্তিকল্পনা শক্তি উপাসনা জনপ্রিয় হওয়ার ফলে বিশাল ভারতবর্ষের অঞ্চলে অঞ্চলে দুই সহস্রাধিক বৎসর ধরে সাধক ভক্ত শিল্পীর ধ্যানে কল্পনায় রূপ পাচ্ছে। সাম্প্রতিক কালে সন্তোষীমাতার জনপ্রিয়তাই তার প্রমাণ।

চোরের দেবতা মহাশক্তি : এককালে রুদ্র, স্কন্দ-কার্তিকেয় ও গণেশ ছিলেন চোর-ডাকাতের উপাস্য।[১] পরে কোন সময়ে মহাশক্তির ভিন্ন ভিন্ন মূর্তি চোর ডাকাতের উপাস্য হয়েছে। হরিবংশে যশোদাগর্ভসম্ভবা শুম্ভনিশুম্ভহন্ত্রী বিন্ধ্যবাসিনী বিন্ধ্যপর্বতে ভয়ংকর দস্যুদের দ্বারা বলি উপহারে পূজিতা হতেন, অর্থাতে দস্যুভির্ঘোরৈর্মহাবলি পশুপ্রিয়া।[২] শ্রীমদ্ভাগবতে জড়ভরতের উপাখ্যানে এক চৌররাজ পুত্রকামনায় ভদ্রকালীর নিকটে নরবলি দিতে উদ্যত হয়েছিল ; কিন্তু বলির নর পশু পলায়ন করায় চোরেরা জড়ভরতকে বেঁধে নিয়ে আসে ভদ্রকালীর নিকটে বলি দেওয়ার উদ্দেশ্যে। জড়ভরতকে বেঁধে নিয়ে আসে ভদ্রকালীর নিকটে বলি দেওয়ার উদ্দেশ্যে। জড়ভরতকে স্নান করিয়ে নূতন বস্ত্র পরিয়ে যখন ভদ্রকালীর সম্মুখে বলি দেওয়ার জন্য খড়্গ উত্তোলন করেছিল এক চোর চোর-পুরোহিতের নির্দেশে, তখন রুষ্টা ভদ্রকালী প্রতিমা ত্যাগ করে চলে গিয়েছিলেন।[৩] দেবী চণ্ডীও কোন সময়ে স্বমূর্তিতে দস্যুদলের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য ভাগবতে দস্যুদল চণ্ডীর ভক্ত ছিল। বহুমূল্য অলংকারে ভূষিত নিত্যানন্দকে দেখে দস্যুদল চণ্ডীমায়ের কৃপা ভেবে মনে মনে উৎফুল্ল হয়েছিল।

আরে আরে ভাইসভে কেনে দুঃখ পাই।
চণ্ডীমায়ে নিধি মিলাইল এক ঠাই॥
এই অবধূতের অঙ্গেতে অলংকার।
সোনা মুক্তাহীরা কসা বই নাই আর॥
কত লক্ষ টাকার পদার্থ নাহি জানি।
চণ্ডীমায়ে এক ঠাঞি মিলাইলা আনি॥[৪]

প্রথম দিন ডাকাতদলের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হওয়ায় তারা পরামর্শ করে চণ্ডীর পূজা করেছিল সাড়ম্বরে।

যে হইল সে হইল চণ্ডীর ইচ্ছায়।
একদিন গেলে কি সকল দিক যায়॥
বুঝিলাঙ চণ্ডী আসি মোহিলা আপনে।
বিনি চণ্ডীপূজিয়া গেলাঙ যে কারণে॥

---

১ হিন্দুদের দেবদেবী—২য় পর্ব দ্রষ্টব্য ২ হরিবংশ বিষ্ণুপর্ব—২২।৫৩
৩ ভাগবত ৫ম স্কন্দ—৯ম অঃ ৪ চৈঃ ভাঃ অন্ত্য—৫ম অঃ

ভাল করি আজি সভে মদ্যমাংস দিয়া।
চল সবে এক ঠাঞি চণ্ডী পুজি গিয়া॥[১]

করালবদনা লোলরসনা কালীও চোর ডাকাতের উপাস্য হয়েছিলেন। বাঙ্গালাদেশের গ্রামে প্রান্তরে 'ডাকাতে কালী' এখনও বর্তমান আছেন। মনসা-মঙ্গল কাব্য রচয়িতা দ্বিজ বংশীদাসকে (খৃঃ ১৭শ শতাব্দী) যখন দস্যু কেনারাম সদলে আক্রমণ করেছিল তখন তারা কালীনামে জয়ধ্বনি দিয়েছিল।

দূরেতে উঠিল ধ্বনি 'জয়কালী' নাম।
সম্মুখে দাঁড়াইল আসি দস্যু কেনারাম॥[২]

কালী শুধু ডাকাতচোরের উপাস্যা নন, তিনি প্রেমিক চোরেরও উপাস্যা। বিদ্যাসুন্দর উপাখ্যানে বিদ্যার গোপন প্রেমে নিমগ্ন সুন্দর ধরা পড়ে শূলে মৃত্যুদণ্ডা-দেশ অনুসারে বধ্যভূমিতে নীত হলে কালীর স্তব করে মুক্তি লাভ করেন এবং গুপ্ত প্রণয়িণী বিদ্যাকে লাভ করেন পত্নীরূপে। ভারতচন্দ্র লিখেছেন,—

বরপুত্র চোর হৈল কোটাল মশানে লৈল
কালীর অন্তরে হৈল রোষ।
সাজ বলি কৈলা রব ধাইল যোগিনী সব
অট্টহাস ঘর্ঘর নির্ঘোষ॥[৩]

মহাশক্তি বহুরূপে বহুজনের বরদাত্রী হয়েছেন, চোর ডাকাতেরও তিনি বরদাত্রী উপাস্যা হয়েছেন বিভিন্ন মূর্তিতে বিভিন্ন কালে অথবা বিভিন্ন অঞ্চলে।

জৈন ধর্মে শক্তি দেবতা: ব্রাহ্মণ্য ধর্মের দেবদেবীরা জৈন ধর্মেও প্রবেশ করেছিলেন। জৈনরা বিদ্যাদেবীর উপাসনাকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়েছেন। জৈনদের বিদ্যাদেবী ছিলেন ষোল জন। তাঁদের মধ্যে প্রধানা ছিলেন সরস্বতী। অন্যান্য বিদ্যাদেবীদের মধ্যে আছেন কালী, মহাকালী ও গৌরী।[৪] এখানে কালী, মহাকালী, গৌরী প্রভৃতি সরস্বতীরই মূর্ত্যন্তর। জৈনধর্মে অম্বিকা বা অম্বা, বক্রেশ্বরী এবং পদ্মাবতী স্থানলাভ করেছেন। অম্বিকা দুর্গা অভিন্না। কতক গুলি প্রাচীন মন্দিরে বাসুদেবের সঙ্গে অম্বিকাও পূজিতা হন। অম্বিকার মন্দির বা গুহা পর্বতশীর্ষে নির্মিত হয়। তিনি সিংহবাহনা। চক্রেশ্বরী কৃষ্ণবর্ণা—ভয়ংকরী, কালীর প্রতিরূপ। অম্বিকার স্বামী কপর্দী যক্ষ। স্পষ্টতঃই তিনি শিবের প্রতিরূপ। পদ্মাবতী নিম্ন হিমালয়ে পদ্মফুলে জন্মগ্রহণ করেছেন। তাঁর সহচর নাগরাজ বা শেষ নাগ। স্বভাবতঃই তিনি মনসার প্রতিরূপ।[৫]

---

১ চৈঃ ভাঃ অন্ত্য—৫ম অঃ

২ দস্যু কেনারামের পালা—মৈমনসিংহগীতিকা ৩ অন্নদামঙ্গল

৪ The age of Imperial Unity—2nd Edn. p. 430

৫ The great Goddesses in India Tradition

দেশান্তরে চণ্ডী-দুর্গা : জাপানী বৌদ্ধ ধর্মে জুনতেই কয়োন (Juntei kanuon) অপ্রধান দেবতা। তিনি বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বরের রূপান্তর এবং অসংখ্য বুদ্ধের জননী। জুনতেই অষ্টভূজা অথবা অষ্টাদশ-ভূজা,...ত্রিনয়না, পীতবর্ণা, নানা আভরণে অলংকৃতা। জুনতেই কে অনেকে দুর্গার প্রতিরূপ বলে মনে করেন।[১]

জুনতেই কয়োন

মেসোপটেমিয়া ও প্যালেষ্টাইনে প্রাগৈতিহাসিক যুগের গুহাচিত্রে নগ্ন গর্ভবতী নারীমূর্তিগুলিকে মাতৃদেবতা পূজা বলে অনেকে মনে করেন। কিন্তু ব্যাবিলন ও আসেরিয়ায় ইস্‌তার যুদ্ধের দেবী, ক্যাননে তিনি আনত (Anat)। খ্রীষ্টপূর্ব একাদশ শতাব্দীতে অ্যাসোরিয়াতে ইস্‌তার (Ishtar) ছিলেন যুদ্ধের দেবতা হিসাবে অত্যন্ত জনপ্রিয়। তিনি অ্যাসেরিয়ার জাতীয় দেবতা অসুরের সঙ্গে সংশ্লিষ্টা। তিনি আসিরীয় রাজকীয় অনুশাসনে যুদ্ধ দেবী হিসাবে স্তুতা হয়েছেন। তিনি আসিরীয় সৈন্যদের সাহস যোগান—তাদের শত্রুদের বিনাশ করেন, এবং রাজার দুঃস্বপ্ন মোচন করেন। তাঁর প্রতীক পশু সিংহ। মেসাপটেমিয়া এবং (১৯ তম রাজবংশ খ্রীঃ পূঃ ১৩৫০-১২০০ থেকে বিভিন্ন ভাস্কর্যে তিনি সিংহ সহ চিত্রিত হয়েছেন। ইসতার যেমন যুদ্ধের দেবতা, তেমনি তিনি উর্বতার দেবীও।[২]

ইস্‌তার বা আনত

ভারতীয় দুর্গা চণ্ডীর সঙ্গে ইস্‌তার বা আনতের কিছু সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। তবে এই সাদৃশ্য নিতান্তই আকস্মিক। ভারতীয় চণ্ডী-দুর্গা কেবল যুদ্ধ দেবী বা শস্য দেবী নন, তিনি দেবতেজঃসম্ভূতা—মহাশক্তি; বিশ্বের অশুভনাশিনী—দানব হন্ত্রী,—মহাশক্তি রূপে সৃষ্টিস্থিতি লয়কারিণী—সমগ্র জগতের জননী। এমন অপূর্ব ভাবকল্পনা আসিরীয়া ক্যানন কেন, পৃথিবী কোন জাতির কোন দেব-দেবীর মধ্যেই পাওয়া যায় না।

রোমীয় মাতৃদেবী (Great mother) সাইবেল (Cybele) ভারতীয় মহাশক্তি দুর্গা-চণ্ডীর সঙ্গে তুলনীয়া। নেপ্‌ল্‌স-এর জাতীয় যাদুঘরে সাইবেলের যে মূর্তিটি রক্ষিত আছে, তাতে তাঁকে দ্বিভূজা মুকুট পরিহিতা সিংহবাহিনী রূপে দেখা যায়। দেবীর দুই পাশে দুটি সিংহ অবস্থান করছে। এই দেবী এশিয়া থেকে রোমে প্রবেশ করেছিলেন। তিনি আংকারার নিকটবর্তী গালাসিয়ার অন্তর্গত পেশিনাসে (Pessinus) পূজিতা হতেন। রোম সম্রাট হানিবল এই মাতৃ মূর্তিকে রোমে নিয়ে গিয়েছিলেন। দেবী ২০৪ খ্রীঃ পূর্বাব্দে রোমে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন।[৩] খ্রীঃ পূঃ ২য়/৩য় অব্দে মহিষাসুরমর্দিনী চণ্ডী-দুর্গার রূপকল্পনা সম্পূর্ণ হয় নি। লক্ষ্মীমূর্তির আদর্শে সিংহ বাহিনী উমা-পার্বতীর আদর্শে সাইবেলের মূর্তি কল্পিত।

সাইবেল

১ Hindu Divinities in Japanese Buddhist Pauthen—pp.—139-40

২ Near East Mythology—John Gray—pp 22-23

৩ Roman Mythology—Stewart perowne pp. 63-65

মিশরীয় দেবী নেইথের সঙ্গে দুর্গার তুলনা করা চলে। নেইথ (Neith) প্রাচীন মিশরের শিকারের দেবী। তাঁর প্রতীক ঢাল ও বাণ। এ থেকেই তাঁকে যুদ্ধ দেবী বলে সিদ্ধান্ত করা হয়। প্রাচীন কাল থেকেই তিনি মহাদেবী। দেবতাদের মাতা, সূর্যদেব 'রা' এর কন্যারূপে পরিচিতা। তিনি সমগ্র বিশ্বের মাতা এবং দেব-মানবের রক্ষয়িত্রী। জ্ঞানে তিনি গরীয়সী। নেইথের আকৃতি নারীর মত—তিনি মাথায় নিম্ন মিশরের লাল মুকুট পরিহিতা, তাঁর হাতে ধনু ও শর।[১]

নেইথ

নেইথের সঙ্গে আকৃতিতে না হলেও প্রকৃতির দিক থেকে দুর্গা চণ্ডীর কিছু মিল আছে। কিন্তু সৃষ্টিস্থিতি লয় কর্ত্রী বিশ্বজননী অশুভ নাশিনী মহাশক্তি দশভূজা দুর্গার পরিকল্পনার তুলনা নেইথের সঙ্গে হয় না।

---

১ Egyption Mythology—Veronila Jons—pp. 103-105

অপ্রধান দেবতা

মদন

ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে অক্ষ, অরণ্যানী, যক্ষ্মঘ্নং, দুঃস্বপ্নঘ্নং, কেশী, যমী প্রভৃতি কয়েকটি নিতান্ত অপ্রধান দেবতা আছেন; মন্যু, দয়া, জ্ঞান, দান, শ্রদ্ধা প্রভৃতি কয়েকটি ভাবাত্মক দেবতা (abstract deity) ও আছেন। তেমনি পুরাণেও মদন, বসন্ত প্রভৃতি কয়েকজন নিতান্তই অপ্রধান দেবতার অস্তিত্ব পাওয়া যায়। ভাবাত্মক দেবতা এবং গ্রহ দেবতারাও পুরাণে অল্পস্বল্প স্থান অধিকার করেছেন। এই সকল দেবতার সঙ্গে ভারতীয় দেবকল্পনার উৎস সূর্যাগ্নির সম্পর্ক নির্ণয় করা সহজ নয়। সূর্যাগ্নির গুণকর্মভিত্তিক দেবকল্পনার ব্যাপকতায় মানবিক গুণাবলী, প্রকৃতি, মানবীয় প্রবৃত্তি প্রভৃতিও স্থান করে নিয়েছে। এদেশের মানুষ বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সকল বস্তুতেই দেবত্বের আরোপ করে থাকে। তাই এদেশে নদীও দেবতা, হিমালয়-বিন্ধ্যও দেবতা আবার বসন্ত কাম রতিও দেবতা।

ভারতবর্ষের অপ্রধান দৈবতকুলের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য মদন। মদন সম্পূর্ণ পৌরাণিক দেবতা—প্রাণিকুলের সর্বপ্রধান জৈব প্রবৃত্তি কামের দেবতা। নরনারীর মনে তাঁর উদ্ভব তাই তিনি মনোজ মনসিজ। কামপ্রবৃত্তির দ্বারা তিনি নরনারীর চিত্তকে মথিত করেন, তাই তিনি মন্মথ। রতি তাঁর প্রিয়া—প্রিয়তমা পত্নী। বসন্তে কামের প্রভাবে স্ত্রীপুরুষের রতিভাব জাগ্রত হয় বলে বসন্ত মদনের সখা। পুষ্প রতিভাবের উদ্দীপক, সেইজন্য মদন পুষ্পধনু ফুলশর; তাঁর ধনু ফুলের তৈরী, পাঁচটি ফুল তাঁর পাঁচটি বাণ। অরবিন্দ, অশোক, চূত (বা আম্র-মঞ্জরী), নবমল্লিকা ও রক্তোৎপল—মদনের পঞ্চবাণ। মদনকে পঞ্চশর, ফুলশর, ফুলধনু প্রভৃতিও বলা হয়। কালিকা পুরাণে ঋষিগণ বলেছেন যে সকলের চিত্ত মথিত করে কামদেবের জন্ম বলেই তিনি মন্মথ, মনোভব এবং কাম। মদন বা আনন্দ হেতু তাঁর নাম মদন; শম্ভুর দর্পবর্ধক হিসাবে তিনি দর্পক এবং কন্দর্প নামে খ্যাত।

যস্মাৎ প্রমথ্য চেতস্ত্বং জাতোহস্মাকং তথাবিধেঃ ॥
তস্মান্মন্মথ নাম্না ত্বং লোকে খ্যাতো ভবিষ্যসি।
অতস্ত্বং কামনাম্নাপি খ্যাতো ভব মনোভব ॥
মদনান্মদনাখ্যস্ত্বং শম্ভোর্দর্পাচ্চ দর্পকঃ।
তথা কন্দর্পনাম্নাসি লোকে খ্যাতো ভবিষ্যসি।[১]

---

১ কাঃ পুঃ—২৪।৪-৪৬

কন্দর্প বা কামদেব যোগমগ্ন মহাদেবের ধ্যানভঙ্গ করতে গিয়ে হরকোপানলে দগ্ধ হয়েছিলেন। কালিদাস এই ঘটনার অপূর্ব বর্ণনা দিয়েছেন :

মদন ভস্ম

ক্রোধং প্রভো! সংহর সংহরেতি
যাবদ্‌গিরঃ মরুতাং চরন্তি।
তাবৎ স বহ্নির্ভবনেত্রজন্মা
ভস্মাবশেষং মদনং চকার ॥[১]

—হে প্রভু, ক্রোধ সংবরণ করুন, সংবরণ করুন,—এই বাক্য যখন বায়ুতে ভেসে বেড়াচ্ছিল, তখনই শিবের নেত্রজাত অগ্নি মদনকে ভস্মীভূত করেছিল।

ভারতচন্দ্র প্রদত্ত বর্ণনা :—

মদন পলায় পিছে অগ্নি ধায়
ত্রিভুবন পরকাশি।
চৌদিকে বেড়িয়া মদনে পুড়িয়া
করিল ভস্মের রাশি ॥[২]

মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত কৃত মদনভস্মের বর্ণনা :

যথা সিংহ সহসা আক্রমে
গজরাজে, পূরি বন ভীষণ গর্জনে,
গ্রাসিলা দাসেরে আসি রোষে বিভাবসু
বাস যাঁর ভবেশ্বরি ভবেশ্বর ভালে ॥[৩]

স্কন্দ পুরাণে—সতীর দেহত্যাগের পর কামদেব মহাদেবকে বিব্রত করতে থাকায় মহাদেব মদনকে ভস্মীভূত করেছিলেন—

তস্য কোপাভিভূতস্য তৃতীয়ান্নয়নান্নৃপ।
নিশ্চক্রাম মহাজ্বালা যয়াসৌ ভস্মসাৎ কৃতঃ ॥[৪]

শিব পুরাণের বর্ণনা :—

তৃতীয়াত্তস্য নেত্রাদ্বৈ নিঃসসারাগ্নিরুচ্ছিখঃ।
ভস্মসাৎ কৃতবাংস্তেন মদনং তাবদেব হি ॥[৫]

সৌর পুরাণ বলেছেন—

জ্ঞাত্বা বিলোক্য প্রবিকৃষ্টচাপং
নেত্রাগ্নিনাসৌ মদনোঽপি দগ্ধঃ ॥[৬]

মদন ভস্মীভূত হওয়ার পর শিবপার্বতীকে বরদানে উদ্যত হলে পার্বতী মদনের পুনর্জীবন কামনা করেন। মহাদেব তখন বর দিলেন, মদন অঙ্গহীন অবস্থাতেই ত্রিলোক ক্ষুভিত করতে সমর্থ হবেন—

---

১ কুমারসম্ভব—৩।৭২ ২ অন্নদামঙ্গল ৩ মেঘনাদবধ কাব্য—২য় সর্গ
৪ স্কন্দঃ প্রভাসখণ্ডান্তর্গত অর্বুদখণ্ড—৪০।১২ ৫ জ্ঞানসংহিতা—১০।৬
৬ সৌরপুঃ—৫৩।৭৩

ভবত্বনঙ্গো মদনস্তৎপ্রিয়ার্থং সুলোচনে।
তেন রূপেণ লোকস্য ক্ষোভনায় ভবত্বলম্॥[১]

অতঃপর অনঙ্গ মদন বায়ুর মত অপ্রতিহত গতিতে ধনুর্বাণ ধরে সর্বত্র বিচরণ করতে লাগলেন।[২]

মদনের অনঙ্গতা

পদ্মপুরাণেও মদনভস্মের কাহিনী বর্তমান। মদনভস্মের পরে ভর্তৃহীনা রতির বিলাপে দুঃখিত দেবগণ মহাদেবকে তুষ্ট করে মদনের পুনর্জীবনের জন্য বর প্রার্থনা করলেন। মহাদেবও অনঙ্গরূপে মদনের পুনরুজ্জীবনের বর প্রদান করেছিলেন।

তচ্ছ্রুত্বা তু বচঃ প্রাহ জীবয়ামি মনোভবম্।
কায়েনাপি বিহীনোঽয়ং পঞ্চবাণো মনোভবঃ॥
ভবিষ্যতি ন সন্দেহো মাধবস্য সখা পুনঃ।
দিব্যেনাপি শরীরেণ বর্তয়িষ্যতি নান্যথা॥[৩]

—দেবতাদের বাক্য শুনে মহাদেব বললেন, জীবিত করবো। শরীরবিহীন পঞ্চশর মদন পুনরায় মাধবের (বসন্ত) সখা হবেন, দিব্য শরীরে থাকবেন। এর অন্যথা হবে না।

মহাকবি রবীন্দ্রনাথ মদনভস্মের পূর্বের ও মদন ভস্মের পরের অবস্থা দুটি কবিতায় বর্ণনা করেছেন—

একদা তুমি অঙ্গ ধরি ফিরিতে নব ভুবনে
মরি মরি অনঙ্গ দেবতা।
কুসুমরথে মকরকেতু উড়িত মধু পবনে
পথিকবধূ চরণে প্রণতা।[৪]

পঞ্চশরে দগ্ধ করে করেছ একি সন্ন্যাসী,
বিশ্বময় দিয়েছ তারে ছড়ায়ে।
ব্যাকুলতর বেদনা তার বাতাসে উঠে নিশ্বসি
অশ্রু তার আকাশে পড়ে গড়ায়ে॥[৫]

স্কন্দপুরাণে কিন্তু মদন অঙ্গসহ পুনর্জীবন লাভ করেছিলেন। মদনভস্মের পর মদনপত্নী রতি বিলাপ করতে করতে চিতারোহণে উদ্যত হওয়ায় আকাশ-বাণী রতিকে দুঃসাহস থেকে নিবৃত্ত করে। পরে মহাদেবকে তপস্যায় তুষ্ট করে রতি স্বামীর পুনর্জীবন বর লাভ করেন—

এবমুক্তে তয়া বাক্যে তৎক্ষণাৎ সমুপস্থিতঃ।
যথাস্থপ্তো মহারাজ তদ্বদ্রূপঃ স হর্ষিতঃ॥[৬]

---

১ সৌরপুঃ—৫৫।১৮ ২ সৌরপুঃ—৫৫।১৯
৩ পদ্মঃ, ভূমিখণ্ড—৭৭।৬০-৬২ ৪ মদন ভস্মের পূর্বে—কল্পনা
৫ মদন ভস্মের পরে—কল্পনা ৬ স্কন্দ প্রভাসখণ্ডান্তর্গত অর্বুদখণ্ড—৪০।২০

—রতির দ্বারা এইরূপ বাক্য উক্ত হলে, হে মহারাজ, সুপ্ত ব্যক্তি যেমন জাগ্রত হয়, সেইরূপ মদন আনন্দে উত্থিত হলেন।

মাইকেল মধুসূদন দত্তের মেঘনাদবধ কাব্যে কন্দর্প হরকোপানলে ভস্মীভূত হওয়ার পর পুনরায় জীবন লাভ করে মেঘনাদবধের জন্য রুদ্রাস্ত্র লাভের উদ্দেশ্যে পার্বতীর ইচ্ছানুসারে দ্বিতীয়বার শিবের ধ্যান ভাঙ্গাতে গিয়ে সফল হয়েছিলেন।

দেবীর আদেশে
হাঁটু পাড়ি মীনধ্বজ, শিঞ্জিনী টঙ্কারি,
সম্মোহন শরে শূর বিঁধিলা উমেশে।[১]

মদন ও প্রদ্যুম্ন : কিন্তু কোন কোন পুরাণে মদনদেব ভস্মীভূত হওয়ার পরে জন্মান্তরে শম্বরাসুর বধের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের পুত্র প্রদ্যুম্নরূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং মায়ারূপিণী রতির দ্বারা পালিত হয়েছিলেন।

ততঃ কৃষ্ণস্তু রুক্মিণ্যাং কামমুৎপাদয়িষ্যতি।
প্রদ্যুম্নো নাম তস্যৈব ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ॥
জাতমাত্রস্তু তং দেবাঃ শম্বরঃ সংহরিষ্যতি।
হৃত্বা প্রাপ্য সমুদ্রে বৈ নগরং স গমিষ্যতি॥
তাবচ্চ নগরে তস্য রত্যা স্থেয়ং যথাসুখম্।
তত্র কামং মিলিত্বা তু হত্বা শম্বরমাহবে॥
তদীয়ঞ্চৈব যদ্দ্রব্যং নীত্বা স্বনগরং পুনঃ।
গমিষ্যতি স্বয়ং সা বৈ দেবা সত্যং বচো মম॥[২]

—তারপর কৃষ্ণ রুক্মিণীর গর্ভে কামের জন্ম দেবেন। তাঁর নাম হবে প্রদ্যুম্ন। হে দেবগণ, জন্মমাত্রেই শম্বর তাঁকে হরণ করবে, হরণ করে সমুদ্রমধ্যে নিজের নগরে গমন করবে। সেই নগরে অবস্থানরতা রতির সঙ্গে কাম মহাসুখে মিলিত হয়ে যুদ্ধে শম্বরকে হত্যা করে তার সমস্ত দ্রব্য নিয়ে মহাসুখে ফিরে আসবেন। হে দেবগণ, এই আমার সত্যবচন॥

শ্রীমদ্‌ভাগবতে এই প্রসঙ্গ বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়েছে :—

কামস্তু বাসুদেবাংশো দগ্ধ প্রাগরুদ্রমন্যুনা।
দেহোপপত্তয়ে ভূয়স্তমেব প্রতিপদ্যত॥
স এব জাতো বৈদর্ভ্যাং কৃষ্ণবীর্যসমুদ্ভবঃ।
প্রদ্যুম্ন ইতি বিখ্যাতঃ সর্বতোঽনবমঃ পিতুঃ॥
তং শম্বরঃ কামরূপী হৃত্বা তোকমনির্দিশম্।
স বিদিতাত্মনঃ শত্রুং প্রাস্যোদন্বত্যগাদ্ গৃহম্॥
তং নির্জগার বলবান্ মীনঃ সোঽপ্যপরৈঃ সহ।
বৃতো জালেন মহতা গৃহীতো মৎস্যজীবিভিঃ॥

---

১ মেঘনাদবধ কাব্য—২য় সর্গ   ২ শিবপু: জ্ঞানসং—১০।২৫-২৮

তং শম্বরায় কৈবর্তা উপজহ্রুরুপায়নম্।
সূদা মহানসং নীত্বাবদ্যন্ স্বধিতিনাদ্ভুতম্।
দৃষ্ট্বা তদুদরে বালঃ মায়াবত্যৈ ন্যবেদয়ন্।

* * *

সা চ কামস্য বৈ পত্নী রতির্নাম যশস্বিনী।
পত্যুর্নিদগ্ধদেহস্য দেহোৎপত্তিং প্রতীক্ষতী॥
নিরূপিতা শম্বরেণ সা সূদৌদন সাধনে।
কামদেবং শিশুং বুদ্ধা চক্রে স্নেহং তদার্ভকে।[১]

—কাম পূর্বে রুদ্রের ক্রোধে দগ্ধ হয়ে বাসুদেবের অংশরূপে দেহপ্রাপ্তির নিমিত্ত পুনরায় তাঁকেই আশ্রয় করেছিলেন। তিনি কৃষ্ণবীর্যে বৈদর্ভী রুক্মিণীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করে প্রদ্যুম্ন নামে পিতার সমতুল্য হবেন। তারপর মায়াবী শম্বর সেই বালককে নিজের শত্রু জেনে হরণ করে জলে নিক্ষেপ করে গৃহে প্রত্যাগমন করে। কোন বলবান মৎস্য অন্যান্যদের সঙ্গে তাঁকে গিলে ফেলেছিল এবং জেলেদের দ্বারা বিশাল জাল ধৃত হয়েছিল। সেই মৎস্যটিকে কৈবর্তগণ শম্বরকে উপহার দিয়েছিল। পাচক সেই মৎস্যটিকে পাকশালায় নিয়ে গিয়ে অস্ত্রদ্বারা খণ্ডিত করে, তার উদরে অদ্ভুত বালককে দেখে মায়াবতীর কাছে নিবেদন করলো।......... সেই কামপত্নী যশস্বিনী দগ্ধদেহ পতির দেহোৎপত্তি প্রতীক্ষা করছিলেন, শম্বরের দ্বারা নিযুক্তা হয়ে ব্যাপৃতা ছিলেন। শিশু কামদেবকে চিনতে পেরে বালককে তিনি স্নেহে পালন করলেন।

তারপর কৃষ্ণনন্দন যুবক হয়ে শম্বরের তাম্রবর্ণ শ্মশ্রুমণ্ডিত সকুণ্ডল কিরীট-ভূষিত মুণ্ড দেহ থেকে ছিন্ন করেছিলেন।

নিশীতমসিমুদ্যম্য সকিরীটং সকুণ্ডলম্।
শম্বরস্য শিরঃ কায়াৎ তাম্রশ্মশ্রোজসাহরৎ॥[২]

ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর ভাগবত অনুসরণে মদনের পুনর্জন্মের বিবরণ দিয়েছেন : মহাদেব রতিকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন—

দ্বাপরে হবেন হরি কৃষ্ণ অবতার।
কংস বধি করিবেন দ্বারকা বিহার॥
রুক্মিণীরে লইবেন বিবাহ করিয়া।
তাঁর ঘরে এই কাম জনমিবে গিয়া॥
শম্বরদানব বড় হইবে দুর্জন।
মদনের হাতে তার মৃত্যু নিয়োজন॥
দাসী হয়ে তুমি গিয়া থাক তার ধামে।
লুকাইয়া এইরূপ মায়াবতী নামে।
কহিবেন শম্বরে নারদ তপোবন॥

---

১ ভাগবত—১০।৫৫।১-৭ ২ ভাগবত—১০।৫৫।২৪

জন্মিল তোমার শত্রু কৃষ্ণের নন্দন।
শুনিয়া শম্বর বড় মনে পাবে ভয়।
মায়া করি দ্বারকায় যাবে দুরাশয়॥
মোহিনী বিদ্যায় সবে মোহিত করিবে।
হরিয়া লইয়া কামে সমুদ্রে ফেলিবে॥
মৎস্য গিলিবেক তারে আহার বলিয়া।
না মরিবে কাম ভবিতব্যের লাগিয়া॥
সেই মৎস্য জালিয়া ধরিয়া লবে জালে।
ভেট লয়ে দিবেক শম্বর মহীপালে॥
কুটিবারে সেই মৎস্য দিবেক তোমারে।
তাহাতে পাইবে তুমি কৃষ্ণের কুমারে॥

* * *

শম্বরে বাধিয়া কাম দ্বারকায় যাবে।
কহিনু উপায় এইরূপে পতি পাবে।[১]

হরিবংশের কাহিনী প্রায় সমরূপ হলেও উক্ত কাহিনী থেকে কিছুটা পার্থক্য লক্ষিত হয়। হরিবংশে শম্বর রুক্মিণীসুত প্রদ্যুম্নকে অপহরণ করে সমুদ্রে ফেলেনি, বরঞ্চ পত্নী মায়াবতীর হাতে প্রদ্যুম্নকে পালন করার জন্য অর্পণ করেছিল।

তং সপ্ত রাত্রে সম্পূর্ণে নিশীথে সূতিকাগৃহাৎ।
জহার কৃষ্ণস্য সুতং শিশুং বৈ কলিশম্বরঃ॥
বিদিতং তস্য কৃষ্ণস্য দেবমায়ানুবর্তিনঃ।
ততো ন নিগৃহীতঃ স দানবো যুদ্ধদুর্মদঃ॥
স মৃত্যুনাপরীতায়ুর্মায়য়া প্রজহার তম্।
দোর্ভ্যামুৎক্ষিপ্য নগরং স্বং নিনায় মহাসুরঃ॥
অনপত্যা তু তস্যাসীদ্ভার্যা রূপগুণান্বিতা।
নাম্না মায়াবতী নাম মায়েব শুভদর্শনা॥
দদৌ তং বাসুদেবস্য পুত্রং পুত্রমিবাত্মজম্॥[২]

—জন্মের পরে সপ্তরাত্রি সম্পূর্ণ হলে নিশীথকালে সেই কৃষ্ণের শিশুপুত্রকে কালরূপী শম্বর অপহরণ করলো। কৃষ্ণের পুত্র জেনে দেবমায়ার অনুবর্তী হয়েছিল বলেই সেই যুদ্ধদুর্মদ দানব তাঁকে নিগৃহীত করলো না, সে মৃত্যুর দ্বারা আক্রান্ত আয়ু হয়েই মায়ার দ্বারা তাঁকে অপহরণ করলো, বাহুদ্বয় দ্বারা তুলে মহাসুর নিজের নগরে নিয়ে এল। তার রূপগুণবতী মায়ার ন্যায় সুদর্শনা মায়াবতী নাম্নী পুত্রহীনা ভার্যা ছিল। নিজের পুত্রতুল্য বাসুদেবের পুত্রকে তাকে দান করেছিল।

---

১ রতির প্রতি দৈববাণী—অন্নদামঙ্গল ২ হরিবংশ, বিষ্ণুপর্ব—১০৪।৩-৭

মায়াবতী সেই পুত্রকে দেখে আনন্দিত হোল। বারবার দেখতে দেখতে তার মনে পূর্বস্মৃতি জাগ্রত হোল। ইনি আমারই কান্ত, এঁর জন্যই আমি চিন্তাশোকসাগরে নিমগ্না, কখনও আনন্দ পাইনা, মহাদেব পূর্বে এঁকেই ভস্মীভূত করে অনঙ্গ করেছিলেন। আমি তাঁর পত্নী, কিরূপেই বা স্তন্যদান করবো, কি ভাবেই বা পুত্র বলে ডাকবো?—এই ভেবে মায়াবতী ধাত্রীকে দিয়েছিল বালকের পালনের ভার। এই বালক রূপবান যুবকে পরিণত হলে মায়াবতী হাবভাব ও ইঙ্গিতের দ্বারা তাঁকে কামনা করতে থাকে। প্রদ্যুম্ন বিস্মিত হয়ে মায়াবতীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করে। মায়াবতী নিজের এবং প্রদ্যুম্নের পরিচয় ও স্বীয় ভর্তা শম্বর কর্তৃক প্রদ্যুম্নের অপহরণ বৃত্তান্ত বর্ণনা করলে প্রদ্যুম্ন শতপুত্র সহ শম্বরকে বধ করেন। এই সুদারুণ যুদ্ধ দর্শনার্থ সমাগত অপ্সরা ও গন্ধর্বগণকে দেবরাজ ইন্দ্র বলেছিলেন—

কামোঽয়ং পূর্বদেহে তু হরক্রোধাগ্নিনা হতঃ।
রত্যা প্রসাদিতো দেবঃ কামপত্ন্যা ত্রিলোচনঃ।
পরিতুষ্টেন দেবেন বরমস্যাঃ প্রদীয়তে॥
বিষ্ণুর্মানুষদেহস্তু দ্বারকায়াং ভবিষ্যতি॥
তস্য পুত্রত্বমস্যৈব ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ।
অনঙ্গইতি বিখ্যাতস্ত্রৈলোক্যে তু মহাযশাঃ।
তত্রোৎপন্নো মহাতেজা শম্বরং ঘাতয়িষ্যতি।
সপ্তাহে জাতমাত্রে তু রুক্মিণ্যাঃ ক্রোড়সংস্থিতম্।
আস্থায় শম্বরো মায়াং প্রদ্যুম্নমপনেষ্যতি॥
তদ্‌গচ্ছ শম্বরগৃহং ভার্য্যা মায়াবতী ভব।
মায়ারূপ প্রতিচ্ছন্না শম্বরং মোহয়িষ্যসি।
তত্র তম্বাত্মনঃ কান্তং বালরূপং বিবর্ধয়।
প্রাপ্তযৌবনদেহস্তু শম্বরং নিহনিষ্যতি॥[১]

—পূর্বদেহে ইনি কাম, হরকোপাগ্নি দ্বারা নিহত হয়েছিলেন। কামপত্নী রতির দ্বারা প্রসাদিত দেব ত্রিলোচন তাঁকে (রতিকে) বর দিয়েছিলেনঃ মানুষ দেহধারী বিষ্ণু দ্বারকায় জন্মাবেন, ত্রিলোকে মহাযশস্বী মদন তাঁর পুত্রত্ব স্বীকার করে শম্বরকে হত্যা করবেন। জন্মের এক সপ্তাহ পরেই রুক্মিণীর কোলে স্থিত প্রদ্যুম্নকে মায়া আশ্রয় করে শম্বর দূরে সরিয়ে নিয়ে যাবে। সুতরাং শম্বরের গৃহে তার ভার্যা মায়াবতী হও। তুমি মায়ারূপের ছদ্মবেশে শম্বরকে মোহিত করবে। সেখানে তুমি বালকরূপী নিজের কান্তকে বর্ধিত কর। তিনি যৌবনান্বিত দেহ প্রাপ্ত হয়ে শম্বরকে নিহত করবেন।

এই ভাবে পুনর্জাত মদনদেবের দ্বারা শম্বরাসুর নিহত হয়েছিল। মদন রতিকে সঙ্গে নিয়ে দ্বারকায় ফিরে এসেছিলেন। মদন সম্পর্কিত কাহিনী মোটামুটি

১ হরিবংশ, বিষ্ণুপর্ব ১০৪

এই। এ ছাড়াও মদনের অসীম শক্তির ছোটখাট কাহিনী পুরাণান্তরে বিবৃত হয়েছে। কামদেবের অপ্রতিহত প্রভাবে ব্রহ্মা কন্যা সন্ধ্যার প্রতি আসক্ত হয়েছিলেন।[১] বিষ্ণুর মোহিনী রূপ দর্শনে কামশরে মহাদেবও জর্জরিত হয়েছিলেন।[২]

মদন ও সূর্যাগ্নি : মদন বা কামদেব প্রাণিকুলের সর্বপ্রধান জৈব প্রবৃত্তি কামের অধিষ্ঠাতারূপে কল্পিত। তথাপি সূর্যাগ্নির সঙ্গে মদনের সংযোগ বর্তমান। মদন কৃষ্ণ-বিষ্ণুর পুত্র প্রদ্যুম্ন। তাঁর আকৃতি কৃষ্ণসদৃশ জলদতুল্য কৃষ্ণবর্ণ—পীত কৌশেয়বসনধারী। তাঁকে দেখে নারীগণ কৃষ্ণ মনে করে হরণ করেছিল—কৃষ্ণং মত্বা স্ত্রিয়ো হ্রীতা নিলিল্যুস্তত্র তত্র হ।[৩] তিনি বাসুদেবের অংশ।

প্রদ্যুম্ন কৃষ্ণ বিষ্ণুর অপরমূর্তি চতুর্ব্যূহের অন্যতম। কাম বা মদন ব্রহ্মারও সন্তান।

এবং চিন্তয়তস্তস্য ব্রহ্মণো মুনিসত্তম।
মনসঃ পুরুষো বল্গুরাবির্ভূতো বিনিঃসৃতঃ।[৪]

সুতরাং কামদেব ব্রহ্মার মানসপুত্র। ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর মধ্যে স্বরূপতঃ কোন ভেদ না থাকায় সূর্যাগ্নিরূপী ব্রহ্মার পুত্র মদন এবং সূর্যাগ্নির কৃষ্ণ-বিষ্ণুর পুত্র প্রদ্যুম্ন মদনের মূর্ত্যন্তর। এই হিসাবে মদন কামদেব হয়েও ব্রহ্মা-বিষ্ণুর তথা সূর্যাগ্নির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

বেদে শম্বর দৈত্যকে বধ করেছিলেন ইন্দ্র। ইন্দ্রের শম্বর হনন মদনে আরোপিত হয়েছে পুরাণে। এখানেও সূর্যাগ্নিরূপী ইন্দ্রের কর্ম মদনে সংক্রমিত হওয়ায় মদন বৈদিক দেবতাদের পংক্তিতেই স্থান পেয়ে গেলেন। মদনের চরিত্রে ইন্দ্র এসে ভর করলেন।

মদনের বা প্রদ্যুম্নের প্রতীক মীন বা মকর। প্রদ্যুম্নের জন্ম হয়েছিল মৎস্যের উদরে। শতপথ ব্রাহ্মণে প্রজাপতিই মীন। পরে মীন বা মৎস্য বিষ্ণুর প্রথম অবতার। আরও পরে মীনের সঙ্গে মদনেরও সংযোগ হোল ঘনিষ্ঠতর। আকাশে ভাসমান সূর্যকেই ত বিষ্ণুর মৎস্যাবতাররূপে কল্পনা।[৫] এখানেও সূর্যবিষ্ণুর সঙ্গে মদনের সংশ্লেষ।

রুদ্রের সঙ্গেও মদন সংশ্লিষ্ট। রুদ্রের কোপবহ্নিতে মদন হলেন ভস্মীভূত। যৌগীর আদর্শ মহাদেব যেমন কাম ধ্বংস করে হলেন যোগিরাজ, তেমনি সূর্যাগ্নির ধ্বংসাত্মক রূপ রুদ্র মদন অর্থাৎ আনন্দের দেবতা—সূর্যাগ্নির আহ্লাদকর মৃদু আলোককে বিনাশ করলেন। প্রভাত সূর্য হলেন দ্বিপ্রহরের খরতর সূর্য—অথবা গৃহের আহ্লাদকরী মঙ্গল দীপশিখা পরিণত হোল বিধ্বংসী লেলিহান অগ্নিতে, —এরকম ব্যাখ্যাও করা চলে।

---

১ কালিকাপুরাণ—১ অঃ ২ ভাগবত, ৮ স্কন্ধ, ১২ অঃ
৩ ভাগবত—১০।৫৫।২৮ ৪ ব্রহ্ম, পুঃ—১।৪১
৫ এই গ্রন্থের ২য় পর্ব—২য় সং, পৃঃ ২৪৪ -৪৬

মদন পূজা ও মদনের মূর্তি : যদিও মদন ও বসন্তকে পৃথক্ দেবতা রূপে কল্পনা করা হয়েছে, তথাপি মদনপূজা বসন্তোৎসবের অঙ্গ হিসাবে প্রচলিত হয়েছিল। সংস্কৃত নাটকে বসন্তোৎসবে ভগবান মকরকেতুর পূজার বিবরণ যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। এককালে রাজারাজরাও সম্ভ্রান্ত মহলে মদন পূজা বসন্তোৎসবের অঙ্গ হিসাবে স্বীকৃত হয়েছিল। রঘুনন্দন ভট্টাচার্যের কৃত্যতত্ত্বে মদন ত্রয়োদশী ও মদন চতুর্দশীতে মদনপূজার বিধান আছে। রঘুনন্দন লিখেছেন, "চৈত্রশুক্লত্রয়োদশ্যাং দমনকবৃক্ষে শালগ্রামে জলে বা কামদেবং পূজয়েৎ।"[১]—দমনকবৃক্ষে শালগ্রামে বা জলে চৈত্রমাসের শুক্লা ত্রয়োদশীতে মদনের পূজা করবে। চৈত্রমাসের শুক্লা চতুর্দশীতেও মদনপূজা নির্দিষ্ট হয়েছে।[২] বলা বাহুল্য চৈত্রমাসের শুক্লা ত্রয়োদশী বা চতুর্দশীতে মদনপূজা বসন্তোৎসবের সামিল। শালগ্রামে মদনপূজা বিষ্ণুর সঙ্গে মদনের অভিন্নতা সূচিত করে। মদনের একটি প্রচলিত ধ্যানমন্ত্র :—

চাপেষুধৃক্ কামদেবো রূপবান্ বিশ্বমোহনঃ।
ধ্যেয়ো বসন্তসহিতো রত্যালিঙ্গিতবিগ্রহঃ॥[৩]

—ধনুর্বাণধারী রূপবান্ বিশ্বমোহিতকারী রতিদ্বারা আলিঙ্গিত দেহ বসন্ত সহ কামদেবকে ধ্যান করবে।

মৎস্যপুরাণে মদনের মূর্তির বিবরণ থেকে কামদেবের বিগ্রহের সুস্পষ্ট রূপটি পাওয়া যায়।

অথাতঃ সম্প্রবক্ষ্যামি দ্বিভুজং কুসুমায়ুধম্।
পার্শ্বে চাশ্বমুখং তস্য মকরধ্বজসংযুতম্॥
দক্ষিণে পুষ্পবাণঞ্চ বামে পুষ্পময়ং ধনুঃ।
প্রীতিঃ স্যাদ্দক্ষিণে ভোজনোপস্করান্বিতম্॥
রতিশ্চ বামপার্শ্বে তু শয়নং সারসান্বিতম্।
পটশ্চ পটহশ্চ খরঃ কামাতুরস্তথা॥
পার্শ্বতো জলবাপী চ বনং নন্দনমেব চ।
সুশোভনশ্চ কর্তব্যো ভগবান কুসুমায়ুধঃ॥
সংস্থানমীষদ্বক্রং স্যাদ্বিস্ময় স্মিতবক্ত্রকম্।[৪]

—কুসুমায়ুধের রূপ বর্ণনা করছি। তিনি দ্বিভুজ। তাঁর পার্শ্বে মকরধ্বজ সংযুক্ত অশ্বমুখ, দক্ষিণ হস্তে পুষ্পবাণ ও বামহস্তে পুষ্পময় ধনু। তাঁর দক্ষিণে ভোজনের উপকরণ সহ প্রীতি ও বামপার্শ্বে রতি। তাঁর দুই পাশে থাকবে সারস যুক্ত শয্যা, পট, পটহ, খর, জলবাপী ও নন্দন কানন ভগবান কুসামায়ুধের মূর্তিটি সুশোভিত করতে হবে। তাঁর সংস্থান ঈষৎ বক্র ভাবে বিস্ময়ে স্মিতহাস্যময় তাঁর মুখ।

---

১ অষ্টাবিংশতিতত্ত্বম্, বেণীমাধব দে প্রকাশিত (১৩১৪)—পৃঃ ৬২১ ২ তদেব
৩ পুরোহিত দর্পণ, সুরেন্দ্র মোহন ভট্টাচার্য, ২৭ সং—পৃঃ ৩৫০
৪ মৎস্য পুরাণ—২৬১।৫৩-৫৭

প্রপঞ্চসার তন্ত্রে মন্মথর একটি বর্ণনা পাওয়া যায়। এই মন্ত্রে মদনের বসন, মাল্য এবং দেহকান্তি প্রভাত সূর্যের মত,—তাঁহার হাতে অংকুশ, অস্ত্র, ধনু ও বাণ—

তরুণমরুণবাসোমাল্যদামাঙ্গরাগং
স্বকরকলিত সাঙ্কশাস্ত্রেষুচাপম্ ॥[১]

এখানে মদন চতুর্ভুজ। এই মূর্তি সূর্যের সাদৃশ্যে পরিকল্পিত। তন্ত্ররাজ তন্ত্রে পঞ্চকামের বিবরণ আছে। কামরাজ মন্মথ, কন্দর্প, মকরকেতন এবং মনোভব—এই পঞ্চকাম। প্রথম তিনটি মূর্তি পীত, শ্বেত ও অরুণবর্ণ, শেষ দুইজন ধূম্রবর্ণ,—সকলেই দ্বিনেত্র, দ্বিভুজ, হাস্যোদ্ভাসিত মুখ, পুষ্পধনু ও পুষ্পশরধারী।[২]

মদনপূজা একালে যে একেবারে লুপ্ত হয়ে গেছে, তা নয়। উত্তরবঙ্গে কোচবিহার জেলায় উনিশ বিঘা গ্রামে চৈত্র মাসে মদন চতুর্দশী থেকে সাতদিন ধরে কামদেবের পূজা হয়। একটি লম্বা বাঁশ পুঁতে তার গোড়ায় একটি ছোট বাঁশ পুঁতে পূজা করা হয়। ঐ জেলায় শুখানদীঘি গ্রামে মদন ত্রয়োদশী থেকে তিনদিন কামদেবের পূজা উৎসব হয়। একটি লম্বা বাঁশ পুঁতে, সেই বাঁশের মাথায় একটি পিতলের আরসী ও একজোড়া গুয়াপান বেঁধে, বাঁশটিকে লাল শালু জড়িয়ে মদমের প্রতীক হিসাবে পূজা করা হয়।[৩] উক্ত জেলায় কোচবিহার থানার অন্তর্গত বাঁশদহনতি বাড়ী গ্রামে মদন ত্রয়োদশীর দিন অনুরূপভাবে শালু জড়ানো বাঁশে নানা রঙের ফিতে জড়িয়ে মদনকামের পূজা হয়। চতুর্দশীর দিন হোম ও পূর্ণিমায় পূজা শেষ হয়।[৪] মদনের প্রতীক পূজা ইন্দ্রধ্বজ পূজার সাদৃশ্যে কল্পিত।

মদনের শক্তি ও রতি : কামদেবের নয়টি শক্তির উল্লেখ পাই তন্ত্র শাস্ত্রে। এই নয়টি শক্তি :—মোহনী, ক্ষোভনী, ত্রাসী, স্তম্ভনী, আকর্ষণী, দ্রাবিণী, আহ্লাদিনী, ক্লিন্না ও ক্লেদিনী, এছাড়াও মদনের ষোড়শ শক্তির নামও উল্লিখিত হয়েছে। ষোড়শ শক্তির নাম : যুবতী, বিপ্রলব্ধা, জোৎস্না, সুভ্রা, মদদ্রবা, স্মরতা, বারুণী, লোলা, কান্তি, সৌদামিনী, কামচ্ছত্রা, চন্দ্রলেখা, শুকী, মদনাহ্বয়া, যোনি ও মায়াবতী।[৫]

মদনের পত্নীর নাম রতি। রতি দক্ষদুহিতা। দক্ষের ঘর্ম থেকে জাতা রতিকে দক্ষ মদনের হাতে সম্প্রদান করেছিলেন।

ইত্যুক্ত্বা প্রদদৌ দক্ষো দেহস্বেদাম্বুসম্ভবাম্।
কন্দর্পায়াগ্রতঃ কৃত্বা নাম কৃত্বা রতীতি তাম্ ॥[৬]

—এই বলে দক্ষ নিজের দেহের ঘর্ম থেকে জাতা কন্যাকে রতি এই নাম করণ করে কন্দর্পের সম্মুখে তাঁকে দান করেছিলেন।

---

১ প্রপঞ্চ—১৮।৪ ২ তন্ত্ররাজ—৭।৩০-৩৩
৩ পশ্চিমবঙ্গের পূজাপার্বণ ও মেলা, ১ম—পৃঃ ১৯১ ৪ তদেব—পৃঃ ১৫৪
৫ তন্ত্ররাজতন্ত্র—১০।১৯-২০ ৬ কাঃ পুঃ ৩।২১

কন্দর্প ব্রহ্মার পুত্র আর রতি দক্ষের কন্যা। যিনি ব্রহ্মা, তিনিই দক্ষ— উভয়েই সূর্যরূপী। দক্ষকন্যা তাই যথার্থই কন্দর্পশক্তি। কন্দর্পশক্তি রতির একটি বর্ণনা পাই দেবী পুরাণে—

বীণাবাদ্যেন পদ্মস্থা রতিঃ কার্যা সুশোভনা।
শঙ্খপুস্তকহস্তা চ স্রঙ্‌মালাভরণোজ্জ্বলা॥

বীণাবাদ্যসমন্বিতা, পদ্মাসনা, শঙ্খ ও পুস্তকহস্তা রতির এই রূপ কল্পনা অবশ্যই সরস্বতীর দ্বারা প্রভাবিত। মদন সূর্যাগ্নির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বলেই মদন-পত্নী রতিও জ্যোতীরূপা সরস্বতীর সগোত্রা।

বসন্ত

মদনের বন্ধু বসন্তেরও জন্ম হয়েছিল বিধাতা বা ব্রহ্মার নিঃশ্বাস থেকে—

চিন্তাবিষ্টস্য তস্যাথ নিঃশ্বাসো যো বিনিঃসৃতঃ।
তস্মাদ্বসন্তঃ সঞ্জাতঃ পুষ্পবাতবিভূষিতঃ॥[১]

—চিন্তাবিষ্ট ব্রহ্মার যে নিঃশ্বাস নির্গত হোল, তা থেকে পুষ্পমালা বিভূষিত বসন্ত জন্মগ্রহণ করলেন।

বসন্ত প্রিয় মিলনের ঋতু। সুতরাং কামোদ্দীপক বলেই বসন্ত মদনের সখা এবং সহচর। কলিকাপুরাণে বসন্তের আকৃতির একটি বর্ণনা আছে। বর্ণনাটি নিম্নরূপ :

সন্ধ্যোদিতাখণ্ডশশিপ্রতিমাস্যঃ সুনাসিকঃ॥
শঙ্খবচ্ছ্রবণাবর্তঃ শ্যামকুঞ্চিতমূর্ধজঃ।
সন্ধ্যাংশুমালসদৃশ কুণ্ডলদ্বয় মণ্ডিতঃ॥
পীনস্থূলায়তভুজঃ কঠোরকরযুগ্মকঃ।
সুবৃত্তোরুকটিজঙ্ঘঃ কম্বুগ্রীবোন্নতাংসকঃ।
গূঢ়জত্রুঃ পীনবক্ষাঃ সম্পূর্ণসর্বলক্ষণৈঃ॥[২]

সন্ধ্যাকালে উদিত পূর্ণচন্দ্রের মত মুখ, সুন্দর নাসিকা, শাঁখের মত কর্ণবিবর, শ্যামবর্ণ কুঞ্চিত কেশ, সন্ধ্যার কিরণমালা সদৃশ কুণ্ডলদ্বয় শোভিত, পীন, স্থূল ও দীর্ঘ ভুজদ্বয়, কঠোর দুটি হস্ত, সুগোল উরু, কটি ও জঙ্ঘা, উন্নত গ্রীবা এবং স্কন্ধদেশ, গুপ্ত কণ্ঠাস্থি, স্থূল বক্ষ এবং সকল প্রকার লক্ষণের দ্বারা সুগঠিত সকল অঙ্গবিশিষ্ট বসন্তের আকৃতি।

ব্রহ্মা বসন্তকে মদনের সখা হিসাবে নির্দিষ্ট করেছিলেন। বসন্তর সহায়তায় মদন মহাদেবের ধ্যান ভাঙ্গাতে গিয়েছিলেন। কালিকাপুরাণে বসন্ত নাম করণের তাৎপর্য হিসাবে ব্রহ্মা বলেছেন—বসতেরন্তহেতুত্বাদ্ বসন্তাখ্যো ভবত্বয়ম্।[৩]—প্রণয়ীকে তার বাসস্থানের অন্ত বা শেষে উপনীত করে অর্থাৎ দূরস্থিত বা প্রবাসস্থিত ব্যক্তিকে তার বাস উঠিয়ে প্রিয় মিলনের জন্য যাত্রা করায় বলে এর নাম হোক বসন্ত।

১ কাঃ পুঃ ৪।২৫ ২ কাঃ, পুঃ—৪-২৭-৩০ ৩ কাঃ পুঃ ৪।৩৬

ক্ষেত্রপাল

মৎস্য পুরাণে ক্ষেত্রপালের মূর্তির বিবরণ আছে। বর্ণনাটি উদ্ধৃত করছি :—

ক্ষেত্রপালশ্চ কর্তব্যো জটিলো বিকৃতাননঃ।
দিগ্বাসা জটিলাস্তদ্বচ্চ গোমায়ুনিষেবিতঃ॥
কপালং বামহস্তে তু শিরঃ কেশসমাবৃতম্।
দক্ষিণে শক্তিকাং দদ্যাদসুরক্ষয়কারিণী॥[১]

—ক্ষেত্রপালকে জটামণ্ডিত ও বিকৃতানন করে নির্মাণ করবে। ক্ষেত্রপাল দিগম্বর, জটিল, কুকুর ও শৃগাল বেষ্টিত, তাঁর মস্তক কেশসমাবৃত, বাম হস্তে কপাল দক্ষিণ হস্তে অসুরনাশিনী শক্তি প্রদান করবে।

ক্ষেত্রপালের একটি ধ্যানমন্ত্রও পাওয়া যায় :—

ভ্রাজচ্চণ্ডজটাধরং ত্রিনয়নং নীলাঞ্জনাদ্রিপ্রভং
দোর্দণ্ডাত্তগদাকপালমরুণস্রগ্ গন্ধবস্ত্রোজ্জ্বলম্।
ঘণ্টামেখলঘর্ঘরধ্বনিমিলজ ঝংকারভীমং বিভুং
বন্দেঽহং সিতসর্পকুণ্ডলধরং শ্রীক্ষেত্রপালং সদা॥[২]

—উজ্জ্বল ভয়ংকরজটাধারী, ত্রিনয়ন, নীল কজ্জল ও পর্বত সদৃশ প্রভাবিশিষ্ট, হস্তদ্বয়ে গৃহীত গদা ও কপাল, রক্তবর্ণমালা ও গন্ধ ও বস্ত্রে উজ্জ্বল, কটিতে বদ্ধ ঘণ্টার ঘর্ঘরশব্দের ভীষণ ঝংকারে ভয়ংকর, সাদা সর্পের কুণ্ডলধারী ভগবান ক্ষেত্রপালকে আমি বন্দনা করি।

এই দুটি বিবরণ অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করলে ক্ষেত্রপালকে শিবের রূপান্তর বলে ধারণা হওয়া স্বাভাবিক। ক্ষেত্রপাল জটামণ্ডিত, ত্রিনয়ন, দিগম্বর। প্রথম বিবরণে বাম হস্তে কপাল ও দক্ষিণহস্তে শক্তি, দ্বিতীয় বিবরণে তাঁর এক হাতে গদা ও অপর হাতে কপাল। দ্বিতীয় বিবরণে ক্ষেত্রপালের কর্ণে সাদা সাপের কুণ্ডল। এই বর্ণনার সঙ্গে শিবের সাদৃশ্য সহজেই চোখে পড়ে। মৎস্য পুরাণের প্রতিমা বর্ণনায় ক্ষেত্রপাল কুকুর শৃগালের দ্বারা সেবিত। শিবের পশুপতিত্বের ইঙ্গিত এখানে লভ্য। শিবের সঙ্গে এই গভীর সাদৃশ্য ক্ষেত্রপালকে শিবের মূর্তিভেদ বলে বিজ্ঞাপিত করে। চব্বিশ পরগণা জেলার খড়দহে ক্ষেত্রপাল মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত আছেন শিবলিঙ্গ। শিবলিঙ্গের উপরিভাগে সংযুক্ত একটি অংশকে ক্ষেত্রপালের প্রতীক বলা হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ মিউজিয়মে গদাধারী ক্ষেত্রপালের প্রস্তর মূর্তি আছে। ক্ষেত্রপালের গদা বিষ্ণুর কাছ থেকে গৃহীত। কিন্তু কপাল বা পানপাত্র (অথবা ভিক্ষাপাত্র) শিব ও কালীর সম্পত্তি।

---

১ মৎস্য—২৬১।৫১-৫২ ২ হিন্দুসর্বস্ব—পৃঃ ১৬৫

মঙ্গল কাব্যগুলিতে শিব স্বয়ং কৃষিকার্যে নিযুক্ত হয়েছিলেন। যজুর্বেদের শতরুদ্রীয় স্তোত্রে রুদ্রকে ক্ষেত্রপতি বলা হয়েছে। তন্ত্রশাস্ত্রের শিবের একটি নাম ক্ষেত্রপাল বা ক্ষেত্রেশ।[১] সুতরাং ক্ষেত্রপাল যে শিবেরই রূপান্তর তাতে সংশয় নেই। তথাপি কেউ কেউ ক্ষেত্রপালকে অনার্য দেবতা বলে সিদ্ধান্ত করেছেন।[২]

ক্ষেত্রপাল একসময়ে বিশেষ জনপ্রিয় দেবতা হিসাবে সম্ভবতঃ কৃষককুলের দ্বারা পূজিত হতেন। তারকেশ্বর শিবতত্ত্ব নামক গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে দু'শ আড়াই শ বৎসর পূর্বে ক্ষেত্রপালের পূজা প্রচলিত ছিল। সদুক্তিকর্ণামৃত নামক সংস্কৃত কোষগ্রন্থে এবং কোন কোন মঙ্গলকাব্যে ক্ষেত্রপালের উল্লেখ দেখা যায়। কোন কোন স্থানে ধর্মরাজের পূজায় চতুর্দিকের অধিপতি হিসাবে ক্ষেত্রপালের বন্দনা করা হয়।[৩] বৌদ্ধ মহাযানীদের মধ্যেও ক্ষেত্রপালের পূজা প্রচলিত ছিল।[৪] কিন্তু আধুনিক কালে ক্ষেত্রপালের পূজা প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

---

১ হিন্দুদের দেবদেবী—২য় পর্ব, ২য় সং পৃঃ ৬৭-৭০ দ্রষ্টব্য
২ বাংলার লৌকিক দেবতা—পৃঃ ১৮০ ৩ বাংলার লৌকিক দেবতা—পৃঃ ১৭৭-৭৮
৪ পৌরাণিক উপাখ্যান, যোগেশ চন্দ্র রায়—পৃঃ ১১৯

ধন্বন্তরি

চিকিৎসাশাস্ত্রের অধীশ্বর ধন্বন্তরি। ইনি সমুদ্রমন্থন কালে অমৃতভাণ্ড হস্তে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

ধন্বন্তরিস্ততো দেবো বপুষ্মানুদতিষ্ঠত।
শ্বেতং কমণ্ডলুং বিভ্রদমৃতং যত্র তিষ্ঠতি ॥[১]

—তারপর দেহধারী ধন্বন্তরিদেব শ্বেত কমণ্ডলু হস্তে উত্থিত হয়েছিলেন, যে কমণ্ডলুতে অমৃত ছিল।

মথ্যমানে পুনস্তস্মিন্ জলধৌ সমদৃশ্যত।
ধন্বন্তরিঃ স ভগবানায়ুর্বেদঃ প্রজাপতি ॥[২]

—সমুদ্রমথিত হতে থাকলে সমুদ্রে ভগবান্ আয়ুর্বেদ প্রজাপতি ধন্বন্তরি দেখা দিলেন।

ততো ধন্বন্তরির্দেবঃ শ্বেতাম্বরধরঃ স্বয়ম্।
বিভ্রৎ কমণ্ডলুং পূর্ণমমৃতস্য সমুত্থিতঃ ॥[৩]

শ্রীমদ্‌ভাগবতে ধন্বন্তরির আকৃতির বর্ণনা আছে

অথোদধের্মথ্যমানাৎ কাশ্যপৈরমৃতার্থিভিঃ।
উদতিষ্ঠন্মহারাজ পুরুষঃ পরমাদ্ভুতঃ ॥
দীর্ঘপীবরদোর্দণ্ডঃ কম্বুগ্রীবোঽরুণেক্ষণঃ।
শ্যামলস্তরুণঃ স্রগ্বী সর্বাভরণভূষিতঃ ॥
পীতবাসা মহোরস্কঃমণিকুণ্ডলঃ।
স্নিগ্ধকুঞ্চিতকেশান্তসুভগঃ সিংহবিক্রমঃ ॥
অমৃতপূর্ণকলসং বিভ্রদ্বলয়ভূষিতঃ।[৪]

—অমৃতপ্রার্থী দেবতাদের দ্বারা মথ্যমান সমুদ্র থেকে, হে মহারাজ, পরমাদ্ভুত পুরুষ উঠেছিলেন। তাঁর দীর্ঘ স্থূল বাহু, কম্বু গ্রীবা, অরুণবর্ণ লোচন, দেহের বর্ণ শ্যাম, তিনি যুবাপুরুষ, মাল্যভূষিত, সকল অলংকারে ভূষিত, পীত বসন পরিহিত, বিশালবক্ষঃ সম্পন্ন, মণিময় কুণ্ডলধারী, স্নিগ্ধ কুঞ্চিত কেশশোভিত, সৌভাগ্যবান, সিংহতুল্য পরাক্রমশালী বলয়ভূষিত, অমৃতপূর্ণকলসধারী।

ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণানুসারে ধন্বন্তরির নাম ব্যাধিনাশক[৫]। ধন্বন্তরি প্রথমে চিকিৎসাতত্ত্বদর্শন নামক তন্ত্র রচনা করেছিলেন—

চিকিৎসাতত্ত্ববিজ্ঞানং নাম তন্ত্রং মনোহরম্।
ধন্বন্তরিশ্চ ভগবান্ চকার প্রথমে সতি ॥[৬]

---

১ মহাঃ আদি – ১৮।২৯ ২ মৎস্যপুঃ – ২৫১।১ ৩ বিষ্ণু, পুঃ – ১।৯।৯৭
৪ ভাগবত – ৮।৮।৩১-৩৪ ৫ ব্রহ্মবৈবর্ত, ব্রহ্মখণ্ড – ১৬।১০ ৬ তদেব – ১৬।১৪

হরিবংশ অনুসারে ধন্বন্তরি সমুদ্রমন্থনকালে সমুদ্র থেকে আবির্ভূত হয়েছিলেন। পূর্ব থেকেই তিনি সিদ্ধির নিমিত্ত তপশ্চরণ অভ্যাস করছিলেন। বিষ্ণু তাঁকে দেখে বললেন, তুমি অব্জ। সেই জন্য তাঁর নাম হোল অব্জ। ধন্বন্তরি বিষ্ণুকে বললেন, আমি তোমার, সুতরাং আমার স্থান এবং যজ্ঞভাগ নির্দিষ্ট কর। বিষ্ণু বললেন, যজ্ঞার্হ দেবগণ পূর্বে যজ্ঞভাগ নির্দিষ্ট করে নিয়েছেন। তুমি দেবগণের পশ্চাতে জন্মগ্রহণ করেছ, তুমি দেবগণের পুত্র, ঈশ্বর নও। সেই জন্য তোমাকে যজ্ঞভাগ দিতে আমি সক্ষম নয়। তবে দ্বিতীয় জন্মে তুমি খ্যাতি লাভ করবে। গর্ভে অবস্থান কালেই অণিমা প্রভৃতি সিদ্ধি তুমি লাভ করবে, সেই শরীরেই তুমি দেবত্ব লাভ করবে।

তেনৈব শরীরেরণ দেবত্বং প্রাপ্স্যসে প্রভো।
চরুমন্ত্রৈর্ব্রতৈর্জাপৈর্যক্ষ্যন্তি ত্বাং দ্বিজাতয়ঃ।
অষ্টধাত্বং পুনশ্চৈবমায়ুর্বেদং বিধাস্যসি।[১]

—সেই শরীরেই তুমি দেবত্ব লাভ করবে। চরু ব্রত জপমন্ত্রের দ্বারা ব্রাহ্মণগণ তোমার যাগ করবেন, তুমি আয়ুর্বেদকে অষ্টভাগে বিভক্ত করবে।

সুনহোত্রবংশীয় কাশীরাজ পুত্রকামনায় তপস্যা করেছিলেন দীর্ঘকাল। তিনি অব্জদেবকে পুত্ররূপে লাভের জন্য অব্জদেবের আরাধনা করেছিলেন। অব্জদেব তুষ্ট হয়ে বর দিতে উদ্যত হলে কাশীরাজ প্রার্থনা করলেন, তুমি আমার খ্যাতিমান পুত্র হও। ধন্বন্তরি কাশীরাজের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করলেন। তিনি ভরদ্বাজের কাছ থেকে আয়ুর্বেদ শিক্ষা করে তাকে আটভাগে বিভক্ত করে শিষ্যদের প্রদান করেছিলেন।

আয়ুর্বেদং ভরদ্বাজাৎ প্রাপ্যেহ ভিষজাং ক্রিয়াম্।
তমষ্টধা পুনর্বস্য শিষ্যেভ্যঃ প্রত্যপাদয়ৎ॥[২]

ধন্বন্তরির সঙ্গে রুদ্র বিষ্ণু ও অশ্বিদ্বয়ের সংযোগ লক্ষিত হয়। বেদে রুদ্র দেবতাদের ভিষক্ অর্থাৎ বৈদ্য, তাঁর হাতে ঔষধ থাকে।[৩] বেদে এবং পুরাণে অশ্বিদ্বয়ও দেবতাদের বৈদ্য।[৪] রুদ্র ও অশ্বিদ্বয়ের এককালে যজ্ঞভাগ ছিল না, পরে তাঁরা যজ্ঞভাগ আদায় করেছিলেন। ধন্বন্তরিরও যজ্ঞভাগ ছিল না, পরে তিনিও যজ্ঞভাগ লাভ করেছিলেন। ভাগবতে ধন্বন্তরির আকৃতির সঙ্গে বিষ্ণুর সাদৃশ্য আছে। ভাগবত অনুসারে ধন্বন্তরি বিষ্ণুর অংশে জাত।

স বৈ ভগবতঃ সাক্ষাদ্বিষ্ণোরংশাংশসম্ভবঃ।
ধন্বন্তরিরিতি খ্যাত আয়ুর্বেদদৃগিজ্যভাক্॥[৫]

ধন্বন্তরি অব্জ বা জলজাত—বিষ্ণু অনন্ত সাগরে ভাসমান। বিষ্ণুশক্তি লক্ষ্মীও অব্জা। অতএব রুদ্রশিব অশিদ্বয় ও বিষ্ণুর সমন্বয়ে ধন্বন্তরি আয়ুর্বেদের দেবতা

---

১ হরিবংশ, হরিবংশপর্ব—২৯।১৯-২০ ২ হরিবংশ, হরিবংশপর্ব—২৯।২৭
৩ হিন্দুদের দেবদেবী, ২য় পর্ব, ২য় সং—পৃঃ ৯-১০ দ্রষ্টব
৪ হিন্দুদের দেবদেবী, ১ম পর্ব, ২য় সং পৃঃ ৪১২-২০ ৫ ভাগবত—৮।৮।৩৪-৩৫

তথা রোগ নিরাময়ের দেবতা হিসাবে কল্পিত হয়েছেন। মনে হয়, রোগারোগ্যের দেবতা হিসাবে মহাদেব ও অশ্বিদ্বয়ের প্রাধান্য কমে গেলে ধন্বন্তরির পরিকল্পনা হয়েছিল। কিন্তু ধন্বন্তরি কোনদিনই জনপ্রিয়তা অর্জন করেন নি, তাঁর মূর্তিও কখনও পূজিত হয়েছে বলে জানা যায় না।

মহর্ষি চরকের সংহিতা অনুসারে ভরদ্বাজ ঋষি দীর্ঘজীবন কামনায় ইন্দ্রের কাছে আয়ুর্বেদ শিক্ষা করেছিলেন। ব্রহ্মা প্রথমে আয়ুর্বেদ সৃষ্টি করেছিলেন, ব্রহ্মা আয়ুর্বেদ শিক্ষা দিলেন প্রজাপতি দক্ষকে। দক্ষের নিকট থেকে অশ্বিনীকুমারদ্বয় আয়ুর্বেদ শিক্ষা করেন, ইন্দ্র শেখেন অশ্বিদ্বয়ের কাছ থেকে। আবার ইন্দ্রের কাছ থেকে ভরদ্বাজমুনি আয়ুর্বেদের জ্ঞান লাভ করেছিলেন।

দীর্ঘজীবিতমন্বিচ্ছন্ ভরদ্বাজ উপাগমৎ।
ইন্দ্রমুগ্রতপা বুদ্ধা শরণ্যমমরেশ্বরম্॥
ব্রহ্মণা হি যথা প্রোক্তমায়ুর্বেদং প্রজাপতিঃ।
জগ্রাহ নিখিলেনাদাবশ্বিনৌ তু পুনস্ততঃ॥
অশ্বিভ্যাং ভগবান্ শক্রঃ প্রতিপেদে হ কেবলম্।
ঋষিপ্রোক্তো ভরদ্বাজস্তস্মাচ্ছক্রমুপাগমৎ॥[১]

চরকসংহিতায় কিন্তু ধন্বন্তরির উল্লেখ নেই। হরিবংশে ধন্বন্তরি আয়ুর্বেদ শিক্ষা করেছিলেন ভরদ্বাজের কাছ থেকে। সুতরাং ধন্বন্তরির আবির্ভাব যে অশ্বিদ্বয়ের পরে হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু পরে আবির্ভূত হয়েও ধন্বন্তরি জনপ্রিয় হতে পারেন নি। তবে এখনও অনেকে ঔষধগ্রহণের পূর্বে ধন্বন্তরিকে স্মরণ করে থাকেন।

---

১ চরক সংহিতা, সূত্রস্থানম্ - ১।১-২

গ্রহদেবতা

পুরাণে-তন্ত্রে গ্রহগণ দেবতারূপে স্বীকৃত ও পূজিত হন। যে কোন নিত্য-নৈমিত্তিক কর্মে নবগ্রহের অর্চনা করার রীতি আছে। নবগ্রহের পাষাণনির্মিত মূর্তিও প্রচুর পাওয়া গেছে যত্র তত্র। এই নবগ্রহের মধ্যে আছেন সূর্য, সোম বা চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু ও কেতু। পুরাণে নয়টি গ্রহের রূপ কল্পনা করা হয়েছে। মনে হয়, সূর্যেরই রূপকল্পনা অনুসারে গ্রহদেবতাদের রূপ কল্পিত হয়েছিল। রবি বা সূর্য সকল গ্রহের উৎস। সোম সূর্যের আহ্লাদক রশ্মি —চন্দ্রে প্রতিফলিত। হিন্দুজ্যোতিষে সোম চন্দ্ররূপে গ্রহস্থানীয়, পাশ্চাত্য জ্যোতির্বিজ্ঞানে চন্দ্র উপগ্রহ। সকল বৃহৎবস্তুর অধিপতিরূপে বেদে সূর্যই বৃহস্পতি, পরে তিনি গ্রহ। শনৈশ্চর সূর্যপুত্র হিসাবে সূর্যেরই প্রতিরূপ। শনৈশ্চর শব্দের অর্থ যিনি ধীরে চলেন। সূর্য যেমন তীব্রগতিসম্পন্ন, তেমনি আপাতঃদৃষ্টিতে ধীরগতিও। শনৈশ্চরের মূর্তি :—

শনি

ইন্দ্রনীলনিভঃ শূলী বরদো গৃধ্রবাহনঃ।
পাশবাণাসনধরো ধ্যাতব্যোঽর্কসুতঃ ॥[১]

ইন্দ্রনীলমণির মত বর্ণ, শূলধারী ও বরদহস্ত, পাশ ও ধনুর্বাণধারী, শকুনিবাহন সূর্যপুত্র শনৈশ্চরকে ধ্যান করবে।

শনৈশ্চরের প্রণামমন্ত্রঃ—

নীলাঞ্জনচয়প্রখ্যং রবিসূনুং মহাগ্রহম্।
ছায়ায়া গর্ভসম্ভূতং বন্দে ভক্ত্যা শনৈশ্চরম্ ॥[২]

মহানির্বাণতন্ত্রে শনি কানা ও খোঁড়া।[৩]

মহাভারতে কলিযুগের অধীশ্বর মূর্তিমান কলি অমঙ্গল ও অশুভের প্রতিমূর্তি। কলি ও শনি সমন্বিত হয়ে অমঙ্গলকর গ্রহরূপে পরিগণিত হয়েছেন। সাম্প্রতিক কালে শকুনিবাহন নীলবর্ণ শনির পূজা বেশ প্রসারিত। শনির বাহন শকুনি বিষ্ণু-বাহন গরুড়ের আদর্শে পরিকল্পিত। শকুনি অমঙ্গলের প্রতীক হিসাবে শনির বাহন। বেদের সুপর্ণ বা শকুন সূর্য, তিনি হয়েছেন বিষ্ণুবাহন গরুড়।[৪] গরুড়ের রূপান্তর শকুনি। বৌদ্ধ তন্ত্রে শনির বাহন কচ্ছপ। শনি কৃষ্ণবর্ণ দ্বিভুজ ও দণ্ডধারী।[৫] শনির নীলবর্ণ বিষ্ণুর গাত্রবর্ণের সাদৃশ্যে কল্পিত। শনিপূজায় সিন্নির ব্যবস্থা সত্যপীর বা সত্যনারায়ণের পূজার উপকরণ থেকে গৃহীত হয়েছে। পুরাণে সূর্যপুত্র শনি ছায়ার গর্ভজাত—যমের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানে শনি Saturn নামক গ্রহ।

---

১ কাঃ পুঃ—৭৯।১৩০ ২ ধর্মপূজা বিধান—পৃঃ ১১৩ ৩ মহাঃ, নিঃ ত—১৩।৮৮
৪ হিন্দুদের দেবদেবী—২য়, ২য় সং, পৃঃ ৩৫২—৫৮ ৫ বৌদ্ধদের দেবী—পৃঃ ১১৮

মঙ্গল রক্তবসন, মেষবাহন, চতুর্ভুজ,—শূল ও গদাধারী।

মঙ্গল

রক্তাম্বরধরঃ শূলী শক্তিমাংশ্চ গদাধরঃ।
চতুর্ভুজঃ মেষরথো বরদো মঙ্গলো মতঃ।[১]

—রক্তবস্ত্রপরিহিত, ত্রিশূলধারী, শক্তিমান, গদাধর চতুর্ভুজ, মেষবাহিত রথে আসীন, বরদানকারী মঙ্গলকে জানবে।

মঙ্গল ভূমিপুত্র, সুতরাং তাঁর অপর নাম কুজ।

ধরণীগর্ভসম্ভূতং বিদ্যুৎপুঞ্জসমপ্রভং।
কুমারং শক্তিহস্তঞ্চ লোহিতাঙ্গং নমাম্যহম্॥[২]

বৌদ্ধ তন্ত্রে ভূমিপুত্র মঙ্গল দ্বিভুজ, রক্তবর্ণ, ছাগবাহন, দক্ষিণহস্তে মাংসছেদনের কুঠার এবং বামহস্তে ছিন্ন নরমুণ্ড ভক্ষণে উদ্যত, মঙ্গল যুদ্ধবিগ্রহ সৃজনের দ্বারা নরকুল ধ্বংস করেন।[৩] মঙ্গলের রক্তবর্ণ প্রভাত সূর্য ও ব্রহ্মার সদৃশ, তাঁর হস্তস্থিত গদা বিষ্ণুর আয়ুধ। যজ্ঞরূপা সরস্বতীর বাহন ছিল মেষ, অগ্নি ছাগবাহন মঙ্গলের আকৃতি সূর্যাগ্নির সঙ্গে সম্পর্কান্বিত। তন্ত্রশাস্ত্রে মঙ্গল দ্বিভুজ, ঈষ কুব্জদেহ—কুব্জমীষৎ কুব্জতনুং হস্তাভ্যাং দণ্ডধারিণম্।

দেবতাদের গুরু যেমন বৃহস্পতি, অসুরদের গুরু তেমনি শুক্র। পুরাণে শুক্রে বর্ণনা :—

শুক্র

সর্বৈর্দেবগণৈর্নিত্যং তপ্যমানং মনোহরম্।
শুক্লবস্ত্রং শুক্লবর্ণং শঙ্খনাগোপরিস্থিতম্॥
চতুর্ভুজং পাশমালাং পুস্তকঞ্চ বরাভয়ে।
ক্রমাদ্দক্ষিণবামাভ্যাং ধত্তে দৈত্যগুরুঃ সদা॥[৪]

—সকল দেবগণের দ্বারা নিত্যতাপিত, মনোহর, শুভ্রবস্ত্রপরিহিত, শুভ্রব শঙ্খনাগের উপরে অবস্থিত, চতুর্ভুজ, দক্ষিণ ও বামের হস্তচতুষ্টয়ে যথাক্রমে পা ও অক্ষমালা, পুস্তক, বর ও অভয়মুদ্রা ধারণ করে আছেন দৈত্যগুরু।

শুক্রের প্রণামমন্ত্র :—

হিমকুন্দমৃণালাভং দৈত্যানাং পরমং গুরুম্।
সর্বশাস্ত্র প্রবক্তারং ভার্গবং প্রণমাম্যহম্॥[৫]

বৌদ্ধ মহাযান তন্ত্রে শুক্র পদ্মোপরি উপবিষ্ট শুভ্রাঙ্গ দ্বিভুজঅক্ষসূত্র ও কমণ্ডলু-ধারী।[৬] শুক্র বা শুক্রাচার্যের বিগ্রহ কল্পনা ব্রহ্মার মূর্তির দ্বারা প্রভাবিত।

বৃহস্পতি দেবতাদের গুরু। তিনি জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ। বেদে বৃহস্পতি ছিলেন সূর্য, পরে বৃহস্পতি হলেন বৃহত্তম গ্রহ।[৭]

বৃহস্পতির মূর্তি :

বৃহস্পতি

স্বর্ণগৌরঃ পীতবাসা ঃ স্বর্ণপর্যঙ্কসংস্থিতঃ।
মালাং কমণ্ডলুং দণ্ডং বামেন বরদায়কম্॥
চতুর্ভুজঞ্চ সর্বজ্ঞং চিন্তয়েদ্দেবতীর্থকম্।[৮]

---

১ কাঃ পুঃ—৭৯।১২৪ ২ ধর্মপূজা—পৃঃ ১১২ ৩ বৌদ্ধদের দেবদেবী—পৃঃ ১১৭
৪ কাঃ, পুঃ—৭৯।১২৮-২৯ ৫ ধর্মপূজা বিধান—পৃঃ ১১৩ ৬ বৌদ্ধদের দেবদেবী—পৃঃ ১১৮
৭ হিন্দুদের দেবদেবী, ১ম—২য় সং, পৃঃ ৪৯৬—৫০৬ ৮ কাঃ পুঃ—৭৯।১২৬-২৭

—সোনার মত গৌরবর্ণ, পীতবসনধারী, স্বর্ণপালঙ্কে উপবিষ্ট, চার হাতে জপমালা, কমণ্ডলু, দণ্ড ও বরদমুদ্রাধারী, চতুর্ভুজ সর্বজ্ঞ বৃহস্পতিদেবকে ধ্যান করবে।

বৌদ্ধতন্ত্রের বৃহস্পতি ভেক অথবা নরকপালের উপরে উপবিষ্ট গৌরবর্ণ, দ্বিভুজ, অক্ষসূত্র ও কমণ্ডলুধারী।[১]

পুরাণের কাহিনী অনুসারে বৃহস্পতিপত্নী তারার গর্ভে জাত সোমের পুত্র বুধ। বুধ মনুপুত্র ইলার গর্ভে এক পুত্র সৃষ্টি করেন। মনুপুত্র ইল পুন্নামক বনে হরপার্বতীর বিহারস্থলে গমন করায় নারীতে পরিণত হন। বুধ সেই সময় ইলার রূপে মুগ্ধ হন। ইলা ও বুধের পুত্র ইল[২]

বুধের আকৃতি :—

বুধ

বিশিষ্টাকারবন্মুণ্ডী সকমণ্ডলুপুস্তকঃ।
বেণুদণ্ডকৃতাবেশঃ পবিত্রখনিত্রকঃ॥
দ্বিজরূপঃ শিখী ব্রহ্ম নিগদন্ কর্ণকুণ্ডলী।
বটুভিক্ষার্থিভির্যুক্তঃ সমিৎপুষ্পকুশোদকৈঃ॥[৩]

—বিশিষ্ট আকারযুক্ত, মুণ্ডিতমস্তক, কমণ্ডলু-পুস্তকধারী, বেণুদণ্ড আবিষ্ট পবিত্র ও খনিত্রসমন্বিত, ব্রাহ্মণরূপী, শিখাধারী, বেদবক্তা, কর্ণকুণ্ডলধারী, বটু ও প্রার্থিগণের দ্বারা সমিৎ পুষ্প কুশ ও জলদ্বারা অর্চিত।

বুধের আর একটি বর্ণনা :—

পীতাম্বরধরঃ শূলী পীতমাল্যানুলেপনঃ।
খড়্গচর্মগদাপাণিঃ সিংহস্থো বরদো বুধঃ॥[৪]

—পীতবসন পরিহিত, পীতমাল্যধারী ও পীতবর্ণের লেপনের দ্বারা লিপ্ত দেহ, খড়্গ চর্মগদাধারী, সিংহারূঢ় বরদাতা বুধ। বুধ শ্যামবর্ণ চতুর্ভুজ—ব্রাহ্মণবটু সদৃশ। বুধের প্রণাম মন্ত্র,—

প্রিয়ঙ্গুকলিকাশ্যামং রূপেণাপ্রতিমং বুধং
সৌম্যং সর্বগুণোপেতং নমামি শশিনঃ সুতম্॥[৫]

বৃহস্পতির মতই বুধ পণ্ডিত, বেদবক্তা। কমণ্ডলু ও পুস্তক বুধ ব্রহ্মা-বৃহস্পতির নিকট থেকে গ্রহণ করেছেন। বৌদ্ধতন্ত্রে বুধ পদ্মাসীন, পীতবর্ণ, দ্বিভুজ, ধনুঃ-শরধারী।[৬]

রাহু ও কেতু

রাহু ও কেতু নবগ্রহের দুটি গ্রহ। আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানে রাহু ও কেতু নামক কোন গ্রহের অস্তিত্ব নেই। মহাভারতে রাহু একটি অসুর। সে সমুদ্র-মন্থনে উদ্ভূত অমৃত দেবতার ছদ্মবেশে দেবগণের সঙ্গে ভোজন করতে আরম্ভ করেছিল। অমৃত যখন তার কণ্ঠে পৌঁছেছে

---

১ বৌদ্ধদের দেবদেবী—পৃঃ ১১৮ ২ পদ্মপুঃ সৃষ্টি—অঃ।
৩ পদ্মপুঃ সৃষ্টি—৮।৯৫-৯৬ ৪ কাঃ পুঃ—৭৯।১২৫
৫ ধর্মপূজা—পৃঃ ১১৩ ৬ বৌদ্ধদের দেবদেবী—পৃঃ ১১৮

ঠিক সেই সময় সূর্য ও চন্দ্র ছদ্মবেশী দানব রাহুর দিকে দেবগণের দৃষ্টি আক‍ৰ্ষ করলে বিষ্ণু চক্রদ্বারা রাহুর মস্তক দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করলেন। রাহুর ছিন্নমু অমৃত স্পর্শে অমরত্ব লাভ করায় মহা-গর্জনে আকাশ কম্পিত করে আকাে বিচরণ করতে থাকে এবং সুযোগ পেলেই সূর্য ও চন্দ্রকে গ্রাস করে। কিং ধরহীন মুণ্ডের গলদেশ দিয়ে সূর্য ও চন্দ্র নির্গত হয়ে যান।[১] এইভাবে সূর্য ও চন্দ্রের গ্রহণ হয়। প্রসিদ্ধি আছে যে রাহুর মুণ্ডহীন দেহই কেতু। কিন্তু গ্রহণের সময় সূর্যচন্দ্রগ্রাসকারী রাহু ছায়ামাত্র। ঋগ্বেদে এই ছায়ার নাম স্বর্ভানু।[২] অমৃতহারী দানব রাহুর সঙ্গে ছায়ারূপী স্বর্ভানুর একীকরণ হয়েছে। রাহু ও কেতুর স্বরূপ ব্যাখ্যা করেছেন যোগেশ চন্দ্র রায় বিদ্যানিধি। তিনি লিখেছেন, "রবিপথকে চন্দ্রপথ দুই স্থানে ছেদ করিয়াছে। চন্দ্রপথের এক অর্ধাংশ রবিপথের উত্তরে, অপরার্ধ দক্ষিণে। জ্যোতির্গণিতে দুই ছেদবিন্দুর একটির নাম রাহু, অপরটির নাম কেতু।"[৩]

সুতরাং সূর্যের গমনপথের দুটি স্থান রাহু ও কেতু নামে প্রসিদ্ধ। রাহুর দ্বিখণ্ডিত দেহের দুটি অংশ রাহু ও কেতু নামক দুটি গ্রহরূপে পরিগণিত হয়েছে কেন, তা স্পষ্ট ভাবেই বোঝা যায়। এখানে গ্রহ অর্থে ইংরাজী planet নয়। গ্রহ সূর্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। সূর্য চন্দ্রও গ্রহ। পুরাণে রাহু ও কেতুর আকার কল্পনা করা হয়েছে।

রাহুর বর্ণনা :—

বরদাভয়হস্তশ্চ খড়্গচর্মধরস্তথা।
সিংহাসনগতঃ কৃষ্ণো রাহু ধীরঃ প্রচক্ষ্যতে॥[৪]

—বিবেকী ব্যক্তি রাহুকে বরদ, অভয়, খড়্গ ও চর্ম (ঢাল) ধারী কৃষ্ণবর্ণ সিংহাসনে উপবিষ্ট বলে থাকেন।

রাহুর প্রণাম মন্ত্র :—

অর্ধকায়ং মহাঘোরং চন্দ্রাদিত্যপ্রমর্দকং
সিংহিকায়াঃ সুতং রৌদ্রং তং রাহুং প্রণমাম্যহম্॥[৫]

বৌদ্ধ মহাযানধর্মে মৃত্যুদেবতা রাহু রক্তমিশ্রিত কৃষ্ণ বর্ণ, দুই হস্তে সূর্য ও চন্দ্র।[৬]

পুরাণে কেতুর বর্ণনা :—

ধূম্রবর্ণো বিশালাক্ষঃ পুচ্ছরূপী চতুর্ভুজঃ।
খড়্গচর্মগদাবাণপাণিঃ কেতুঃ শবাসনঃ॥[৭]

—কেতুর বর্ণ ধূমের মত, চক্ষুদ্বয় বিশাল, তিনি পুচ্ছরূপী, চতুর্ভুজ, খড়্গ চর্ম গদা ও বাণহস্ত শবাসনে উপবিষ্ট।

---

১ মহাঃ আদি ১৯ অঃ ২ ঋগ্বেদ—৫।৪০ ৩ পৌরাণিক উপাখ্যান—পৃঃ ৬১
৪ ত্রাঃ পুঃ—৫৯।১৩৯ ৫ ধর্মপূজা বিধান—পৃঃ১১০
৬ বৌদ্ধদের দেবদেবী—পৃঃ ১১৮ ৭ [illegible]—৫৯।১৫৩

কেতুর প্রণাম মন্ত্র :—

পলালধূমসংকাশং তারাগ্রহবিমর্দকং
রৌদ্রং রৌদ্রাত্মকং ক্রূরং তং কেতুং প্রণমাম্যহম্।[1]

বৌদ্ধতন্ত্রে কেতু বিভিন্ন প্রকার জ্বরের দেবতা, তিনি কৃষ্ণবর্ণ দ্বিভুজ খড়্গ ও নাগপাশধারী[2] রাহু ও কেতু একই বস্তুর দুটি অংশ—দেহ ও মুণ্ড—রাহুকেতু শিরঃকায়ৌ বিকৃতৌক্রূরচেষ্টিতৌ।[3] রবির একই গমনপথের দুটি অংশ বলেই এরূপ কল্পনা।

---

১ দশকর্মপূজা বিধান—১১৪ ২ বৌদ্ধদের দেবদেবী—পৃঃ ১১৮
৩ মহানির্বাণতন্ত্র—১৩।৮৮

ভাবাত্মক দেবতা

ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের শ্রদ্ধা (১৫১ সূক্ত), মায়া (১৭৭ সূক্ত), সৃষ্টি (১২০ সূক্ত), মন্যু (৮৩ সূক্ত) প্রভৃতি কয়েকটি ভাবাত্মক দেবতা আছেন, আর আছেন যক্ষ্মারোগনাশক শত্রুনাশক প্রভৃতি দেবতা। এই সকল দেবতার বিশেষ কোন আকার প্রকার নেই। মন্যুর কাছে ঋষির প্রার্থনা বৃত্রাদি শত্রুবধ এবং পরিজন সহ নিজেদের রক্ষা বিধান। মন্যুকে ইন্দ্রাদি দেবগণের সঙ্গে অভিন্নরূপে কল্পনা করা হয়েছে—

মন্যুরিন্দ্রো মন্যুরেবাস দেবো মন্যুর্হোতা বরুণো জাতবেদাঃ।
মন্যুংবিশ ঈলতে মানুষীর্যাঃ পাহি নো মন্যো তপসা সজোষাঃ॥
অভীহি মন্যো তবসস্তবীয়াস্তপসা যুজা বি জহি শত্রূন্।
অমিত্রহা বৃত্রহা দস্যুহা চ বিশ্বা বসূন্যা ভরা ত্বং নঃ।[১]

মন্যুই নিজে ইন্দ্র, মন্যুই দেবতা, তিনি হোতা, তিনি বরুণ, তিনি জাতবেদা বহ্নি। মনুষ্যজাতীয় সকল প্রজা মন্যুকে স্তব করে। হে মন্যু! তপস অর্থাৎ আমার পিতার সঙ্গে মিলিত হইয়া আমাদের রক্ষা কর। হে মন্যু! অতি বিপুল মূর্তি ধারণ পূর্বক এস, তপস অর্থাৎ আমার পিতাকে সহায় করে শত্রুদের ধ্বংস কর। তুমি শত্রু সংহারকারী বৃত্রনিধনকারী এবং দস্যু জাতির প্রাণবধকারী। আমাদের জন্য সর্বপ্রকার সম্পত্তি আনিয়া দাও।[২]

শ্রদ্ধাসূক্তটি শ্রদ্ধা নামক মানসিক গুণটির স্তুতি মাত্র। এই সূক্তে বলা হয়েছে-

শ্রদ্ধয়াগ্নিঃ সমিধ্যতে শ্রদ্ধয়া হূয়তে হবিঃ।
শ্রদ্ধাং ভগস্য মূর্ধনি বচসা বেদয়ামসি॥
প্রিয়ং শ্রদ্ধে দদতঃ প্রিয়ং শ্রদ্ধে দিদাসতঃ।
প্রিয়ং ভোজেষু যজ্বস্বিদং ন উদিতং কৃধি॥[৩]

—শ্রদ্ধার গুণে অগ্নি প্রজ্বলিত হন, শ্রদ্ধাপ্রযুক্তই যজ্ঞসামগ্রী আহুতি দেওয়া হয়। শ্রদ্ধা সম্পত্তির মস্তকের উপরে থাকেন, এ আমি স্পষ্ট বাক্য জানাইতেছি। হে শ্রদ্ধা! যে দান করে তুমি তাহার প্রিয় কার্যের অনুষ্ঠান কর, যে দান করিতে ইচ্ছা করিয়াছে, তাহাকেও সন্তুষ্ট কর। যাহারা ভোজন করায়, যজ্ঞ করে তাহারা প্রীতি লাভ করুক। হে শ্রদ্ধা! আমার এ কথাটি রক্ষা কর।[৪]

কিন্তু পদ্মপুরাণে শ্রদ্ধা, ক্ষমা, শান্তি, অহিংসা মেধা, প্রজ্ঞা দয়া প্রভৃতি দেবতাদের আকারের পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রদ্ধার বিবরণ :—

---

১ ঋগ্বেদ—১০।৮৩-৪ ২ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৩ ঋগ্বেদ—১০।১৫১।১০২
৪ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত

তপ্তকাঞ্চনবর্ণাঙ্গী রক্তাম্বরবিলাসিনী।
সুপ্রসন্না সুমন্ত্রা চ যত্র তত্র ন পশ্যতি ॥
জ্ঞানভাব সমাক্রান্তা পুণ্যহস্তা তপস্বিনী।
মুক্তাভরণশোভাঢ্যা নির্মলা চারুহাসিনী ॥
ইয়ংশ্রদ্ধা মহাভাগ পশ্য পশ্য সমাগতা ।[১]

শ্রদ্ধা তপ্তকাঞ্চনবর্ণা, রক্তবসনপরিহিতা মুক্তালংকারভূষিতা তপস্বিনী, হাস্যমুখী। অহিংসা পদ্মাসনা শ্যামবর্ণা—

পদ্মাসনা সুরূপা সা শ্যামবর্ণা যশস্বিনী।
অহিংসেয়ং মহাভাগা ভবন্তং তু সমাগতা ॥[২]

ক্ষমা গৌরবর্ণা হাস্যমুখী পদ্মহস্তা পদ্মনেত্রা সুপদ্মিনী—

অতিধীরা প্রসন্নাঙ্গী গৌরী প্রহসিতাননা।
পদ্মহস্তা ইয়ং ধাত্রী পদ্মনেত্রা সুপদ্মিনী।
দিব্যৈরাভরণৈ যুক্তা ক্ষমা প্রাপ্ত দ্বিজোত্তমা ॥[৩]

প্রজ্ঞা হংস ও চন্দ্রতুল্যশুভ্রা, মুক্তাহারভূষিতা, শ্বেতবস্ত্রশোভিতা, পুস্তক ও অক্ষমালাধারিণী—

হংসচন্দ্রপ্রতিকাশা মুক্তাহারবিলম্বিনী ॥
সর্বাভরণসত্ত্বয়া সুপ্রসন্না মনস্বিনী ॥
শ্বেতবস্ত্রেণ সংবৃতা শতপত্রকরেরুত্তম্ ॥
পুস্তকাক্ষং করে যস্যা রাজমানা সদৈব হি।
এষা প্রজ্ঞা মহাভাগা ভাগ্যবন্তং সমাগতা ॥[৪]

দয়া রক্তবর্ণা, পীতবর্ণের পুষ্পমাল্যভূষিতা, কেয়ূর কঙ্কণ কুণ্ডল প্রভৃতি অলংকারে ভূষিতা পীতবর্ণের বস্ত্রপরিহিতা—

লাক্ষাবর্ণসমাবর্ণা সুপ্রসন্না সদৈব হি।
পীতপুষ্পকৃতিমালা হারকেয়ূরভূষণা ।
মুদ্রিকা কঙ্কণোপেতা রত্নকুণ্ডলমণ্ডিতা।
পীতেন বাসসা দেবী সদৈব পরিরাজতে ॥
ত্রৈলোক্যস্যোপকারায় পোষণায়াদ্বিতীয়কা।
যস্যাঃ শীলং দ্বিজশ্রেষ্ঠ সদৈব পরিকীর্তিতম্ ॥
সেয়ং দয়া সুসম্প্রাপ্তা তব পার্শ্বে দ্বিজোত্তম ।[৫]

মেধা গৌরবর্ণা বহুবুদ্ধিসম্পন্না, মাল্যবস্ত্রভূষিতা। ক্ষমা ও শান্তির যে বর্ণনা আছে, তাতে তাঁদের সুস্পষ্ট আকার প্রতিভাত হয় না। বলা বাহুল্য এই সকল ভাব ও গুণবাচক দেবীদের মূর্তিকল্পনায় লক্ষ্মী ও সরস্বতীর প্রভাব

১ পদ্মপুঃ ভূমিখণ্ড—১২।৮৮-৯০ ২ তদেব—১২।৮৭
৩ তদেব—১২।৮৫-৮৬ ৪ তদেব—১২।৯২-৯৪ ৫ তদেব—১২।৯৫-৯৮

সক্রিয়। এ ছাড়াও ব্রহ্মচর্য, সত্য, তপঃ, দম, নিয়ম শৌচ প্রভৃতি ভাবাত্মক কয়েকটি দেবতারও মূর্তির বিবরণ আছে। ব্রহ্মচর্য দণ্ডহস্তকমণ্ডলুধারী ব্রাহ্মণ-রূপী, কপিলবর্ণ পিঙ্গল চক্ষু; দম জটাধারী, কর্কশ, খড়্গধারী পাপনাশক; শৌচ স্ফটিকতুল্য শুভ্র, কমণ্ডলু ও দণ্ডধারী, অতিদীপ্ত। এই সকল ভাবাত্মক ও গুণবাচক দেবদেবীর পূজা কখনও প্রচলিত হয়েছিল বলে মনে হয় না। এঁরা পুঁথির পাতাতেই রয়ে গেছেন।

উপদেবতা

যক্ষ-গন্ধর্ব-কিন্নর-বিদ্যাধর

হিন্দুপুরাণে স্বর্গবাসী দেবদেবী ছাড়াও কয়েক শ্রেণীর উপদেবতা বা অর্ধদেবতা আছেন। এঁরা নর এবং দেবতাদের মধ্যবর্তী। যক্ষ, গন্ধর্ব, কিন্নর, বিদ্যাধর প্রভৃতি বিচিত্র গণদেবতার অস্তিত্ব পুরাণে পাওয়া যায়। এঁদের নাম একত্রে উচ্চারিত হয়ে থাকে—

গন্ধর্বাপ্সরসো যক্ষা রক্ষোভূতগণোরগাঃ।
পশবঃ পিতরঃ সিদ্ধা বিদ্যাধ্রাশ্চারণা দ্রুমা॥[১]
সিদ্ধাচারগন্ধর্বান্ বিদ্যাধ্রাসুরগুহ্যকান্
কিন্নরাপ্সরসো নাগান্ সর্পান্ কিম্পুরুষনরান্॥[২]

ওই তালিকায় সিদ্ধগণ, ভূতগণ, সর্পগণ, নাগগণ, পিতৃগণ প্রভৃতিও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। অসুর এবং রক্ষোগণও এই তালিকার অন্তর্ভুক্ত। ভগবদ্‌গীতায় সাধ্যগণও তালিকায় স্থান পেয়েছে—

গন্ধর্বযক্ষাসুরসিদ্ধসঙ্ঘা বীক্ষন্তে ত্বাং বিস্মিতাশ্চৈব সাধ্যাঃ।[৩]

গুহ্যক ও যক্ষ একই দেবসত্তা। ভাগবতে এঁদের উপদেবতা আখ্যা দেওয়া হয়েছে—

ততো নিষ্ক্রম্য বলিন উপদেবমহাভটাঃ।[৪]

যক্ষনারীরাও উপদেবী—

যেনোদ্বিগ্নদৃশঃ ক্ষত্তরুপদেব্যোঽত্রসন্।[৫]

ঋগ্বেদে একটি সূক্তে আমমাংসভোজীম মনুষ্যকুলের ক্ষতিকারী আকাশ ও পৃথিবীতে বিচরণকারী যাতুধান বা রাক্ষসদের বধ করার জন্য প্রার্থনা জানানো হয়েছে। এই সূক্তেই (২য় মন্ত্র) রাক্ষসদের মূরদেব অর্থাৎ মূঢ়দেব বা অপদেবতা আখ্যা দেওয়া হয়েছে।[৬] আর একটি সূক্তে রাক্ষসগণ গর্ভস্থ সন্তান নষ্ট করে। রাক্ষসগণ আমমাসাংসভোজী, জীবজন্তুর মাংস খায়, গাভীর দুগ্ধ হরণ করে।[৭]

হিমালয়ের উপত্যকায় যক্ষগণের পুরী

গন্ধোদীচীং দিশং রাজা রুদ্রানুচরসেবিতাম্।
দদর্শ হিমবদ্দ্রোণ্যাং পুরীং গুহ্যকসঙ্কুলাম্॥[৮]

---

১ শ্রীমদ্ ভাগবত—২।৬।১৪ ২ শ্রীমদ্ ভাগবত—২।১০।৩৭-৩৮ ৩ গীতা—১১।২২
৪ ভাগবত—৪।১০।৭ ৫ ভাগবত—৪।১০।৬ ৬ ঋগ্বেদ—১০।৮৭
৭ ঋগ্বেদ—১০।৮৭ ৮ ভাগবত—৪।১০।৫

কৈলাস পর্বতে কুবেরের পুরে গন্ধর্ব, বিদ্যাধর, কিন্নর যক্ষ প্রভৃতিরা বাস করতো—

কিন্নরা মদনেনার্তা রক্তা মধুরকণ্ঠিনঃ।
সমং সংপ্রজগুর্যত্র মনস্তুষ্টিবিবর্ধনম্।
বিদ্যাধরা মদক্ষীবা মদরক্তান্তলোচনাঃ।
যোষিদ্ভিঃ সহ সংক্রান্তাশ্চিক্রীড়ুর্জহৃষুশ্চবৈ॥
ঘণ্টানামিব সন্নাদঃ শুশ্রুবে মধুরস্বনঃ।
অপ্সরোগণ সঙ্ঘানাং গায়তাং ধনদালয়ে॥[১]

—কামার্ত রক্তবর্ণ (অনুরক্ত) মধুরকণ্ঠ কিন্নরগণ মনস্তুষ্টিকারী কিন্নরীগণ সহ যেখানে গান করতো, মদমত্ত মদ্যপানে আরক্তলোচন বিদ্যাধরগণ স্ত্রীগণের সঙ্গে ক্রীড়া করতো এবং আনন্দ উপভোগ করতো, সেই কুবেরের গৃহে অপসরোগণ সমূহের গান হতে থাকলে ঘণ্টাধ্বনি সদৃশ মধুর শব্দ শ্রুত হয়েছিল।

মহাকবি কালিদাসের মেঘদূত কাব্য অনুসারে মানস সরোবরের নিকটে কৈলাস পর্বতে যক্ষগণের বাসভূমি কুবেরের রাজধানী অলকাপুরী অবস্থিত। কালিদাস যক্ষগণকে গগনচারী বলেছেন।[২] যক্ষগণ বীরযোদ্ধা। শ্রীমদ্ ভাগবতের চতুর্থ স্কন্ধের দশম অধ্যায়ে উত্তানপাদনন্দন হরিভক্ত ধ্রুবের সঙ্গে যক্ষগণের যুদ্ধের বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে। এখানে যক্ষগণ খলস্বভাব, মায়াবী এবং মরণশীল। রাক্ষসগণ যক্ষগণের বান্ধব ও সহযোগী। ধ্রুবের সঙ্গে যুদ্ধে বহু যক্ষ ও রাক্ষস নিহত হয়। মহাভারতে যক্ষ গন্ধর্ব ও রাক্ষসগণ সমপর্যায়ভুক্ত এবং কামচারী—

বিহিতং কামচারাণাং যক্ষ গন্ধর্বরক্ষসাম্।[৩]

এদের বিচরণকাল সন্ধ্যার পূর্ব থেকে সমগ্র রজনীভাগ। মহাভারতের আদিপর্বে (১৭০ অঃ) গন্ধর্বপতি অঙ্গারপর্ণ বা চিত্ররথের সঙ্গে অর্জুনের যুদ্ধ, চিত্ররথের পরাজয় ও পরে পাণ্ডবগণের সঙ্গে গন্ধর্বরাজের সখিত্ব বর্ণিত হয়েছে। গন্ধর্বপতি চিত্ররথ অর্জুনকে চাক্ষুষী বিদ্যা প্রদান করেছিলেন। চিত্ররথের পত্নীর নাম কুম্ভনসী। বনপর্বে (২৪০ অঃ) গন্ধর্বরাজের নাম চিত্রসেন। গন্ধর্বরাজ চিত্রসেন দ্বৈতবনে সরোবরে গন্ধর্বগণ অপ্সরাগণ সহ বিহার করছিলেন। ঘোষযাত্রায় দুর্যোধন সসৈন্যে পাণ্ডবদের অনিষ্টকামনায় ঐ স্থানে আগমন করলে গন্ধর্বরাজ চিত্রসেন মায়া অস্ত্রে কৌরবদের পরাজিত ও দুর্যোধনকে বন্দী করে অপহরণ করেছিলেন এবং অর্জুনের অনুরোধে মুক্ত করেছিলেন। গন্ধর্বগণের সংখ্যা সহস্র সহস্র—সর্ব এব তু গন্ধর্বাঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ।[৪] এরা আকাশচারী—খেচরাঃ সর্বে।[৫]

গন্ধর্বগণের সঙ্গীত বিদ্যায় পারদর্শিতা সুপ্রসিদ্ধ। সঙ্গীতবিদ্যাকে গন্ধর্ববেদ বলা হয়—গন্ধর্ববেদ সামবেদের উপবেদ।[৬] হাহা হুহু, চিত্ররথ, হংস, বিশ্বাবসু,

---

১ রামায়ণ, উত্তরকাণ্ড—৩।১৭-৯ ২ মেঘদূত, পূর্বমেঘ—৪৬ শ্লোক
৩ মহাঃ, আদি—১৭০।৯ ৪ মহাঃ, বনপর্ব—২৪০।২৮ ৫ তদেব ৬ শব্দকল্প দ্রুমঃ

গোমায়ু, তুম্বুরু, নন্দি ও মাঙ্গ প্রসিদ্ধ গন্ধর্ব। দেবর্ষি নারদের মত তুম্বুরুর সঙ্গীত পুরাণাদিতে প্রসিদ্ধ। গন্ধর্বগণের একাদশ গণ অগ্নিপুরাণে গণভেদ নামক অধ্যায়ে উল্লিখিত আছে :

অভ্রাজোঽঙ্ঘারিবম্ভারী সূর্যবর্চাস্তথা কৃধুঃ।
হস্তঃ সুহস্ত স্বাশ্চৈব মূর্ধন্বাংশ্চ মহামনাঃ॥
বিশ্বাবসুঃ কৃশানুশ্চ গন্ধর্বৈকাদশো গণাঃ [৩]

গন্ধর্বলোকের অবস্থান গুহ্যক লোকের উপরে ও বিদ্যাধর লোকের নিম্নে।[৪] অমরকোষ অভিধানে বিদ্যাধর দেবযোনি বিশেষ। "বিদ্যাং মন্ত্রাদিকং ধরতি পচাদিত্বাদচঃ। পুষ্পদন্তাদি কামরূপী খেচরঃ ইতি ভরতঃ।"[২]—বিদ্যা অর্থাৎ মন্ত্র প্রভৃতি ধারণ করে এই অর্থে অচ্ প্রত্যয় ; পুষ্পদন্ত প্রভৃতি বিদ্যাধর কামরূপী ও আকাশচারী। অগ্নিপুরাণে (কাশ্যপীয় বংশ) গন্ধর্বগণ এবং ও অপ্‌সরাগণের মিলনে উৎপন্ন, বিদ্যাধরগণ গন্ধর্বগণের দ্বারা সৃষ্ট।

নৈকৈর্যক্ষগণৈর্ব্যাপ্তং ত্রৈলেক্যমপ্‌সরোগণৈঃ।
তেষামুৎপাদিতাস্ত্যোন্তং মহাগন্ধর্বনায়কাঃ॥
উৎপাদিতাঃপুনস্তৈর্বৈ বিক্রান্তা যুদ্ধদুর্মদাঃ।
বিদ্যাধরেশ্বরাস্তে তু ঘোরাঃ কামচারিণঃ॥
হিরণ্যরোমা কপিলঃ সুলোমা মাধবস্তথা!
ইন্দ্রকেতুশ্চ পিঙ্গাক্ষো নাদশ্চৈব মহাবলঃ॥
গণ ইত্যেবমাদিস্তু দ্বে চান্যে বৈ সুলোচনে।
শিবা চ সুমনাশ্চৈব তাভ্যামপি চ বিশ্রবাঃ॥
পুনশ্চোৎপাদয়ামাস বিদ্যা সৌমনসংগণম্
এতৈর্ব্যাপ্তো হ্যয়ং লোকো বিদ্যাধরগণৈস্ত্রিভিঃ॥
এভ্যোঽনেকানি জাতানি হ্যবরান্তরচারিণাম্।
লোকেঽস্মিন্ গণশস্তানি মন্ত্রবিদ্যাবিচারিণাম্।
বিদ্যাধরাস্তথান্যেঽপি বিদ্যাবলসমন্বিতাঃ॥

—কেবলমাত্র যক্ষগণের দ্বারা নয়, অপ্‌সরাগণের দ্বারা জগৎ ব্যাপ্ত হয়েছিল। তাঁরা পরস্পর মহাগন্ধর্বনায়কদের উৎপন্ন করেছিলেন। পুনরায় তাঁরা যাদের উৎপন্ন করলেন তাঁরা পরাক্রান্ত যুদ্ধ দুর্মদ ঘোররূপী কামচারী বিদ্যাধরেশ্বর। হিরণ্যরোম, কপিল, সুলোমা, মাধব, ইন্দ্রকেতু, পিঙ্গাক্ষ, নাদ এবং মহাবল প্রভৃতি গণ, হে সুলোচনে, অন্যান্য যাঁরা তাঁরা শিবা ও সুমনা, তাঁদের দ্বারা উৎপাদিত হয়েছিলেন বিশ্রবা, বিদ্যা ও সৌমনস গণ। এঁদের দ্বারা এবং তিন বিদ্যাধর গণের দ্বারা এই লোক পরিব্যাপ্ত হয়েছিল। এঁদের মধ্যে অনেক বাহির ও অন্তশ্চারী জাত হয়েছিলেন। এই লোকে মন্ত্রবিদ্যাবিচরণকারীদের অনেক গণ রয়েছেন, রয়েছেন মহাবলযুক্ত অপর বিদ্যাধরগণ।

---

১ স্কন্দপুঃ কাশীখণ্ড ২ শব্দকল্পদ্রুমঃ

বিদ্যাধর কিন্নর যক্ষ প্রভৃতিদের মধ্যে গন্ধর্বগণ প্রধান। "More important are the Gandharvas, spirits who are half man and half-bird, and usually friendly towards men."[১]

কিন্নরগণ ও বিদ্যাধর, গন্ধর্ব, যক্ষ প্রভৃতির মত অর্ধদেবতা ও গণদেবতা। কিং নর অর্থাৎ কুৎসিৎ নর—এই অর্থে কিন্নর। কিন্নরগণ অশ্বমুখবিশিষ্ট। সেই জন্যই এদের কুৎসিৎ নর বলা হয়েছে—স তু অশ্বমুখত্বাৎ কুৎসিতনরঃ স্বর্গনায়কঃ তুম্বুরু প্রভৃতিঃ। তৎপর্যায়ঃ কিম্পুরুষঃ তুরঙ্গবদনঃ।[২] "কিন্নর কুৎসিৎ নর অশ্বমুখ নরশরীর বা নরমুখ অশ্বশরীর। দেবযোনি বিশেষ। এদের রাজা কুবের। এরা স্বর্গের গায়ক। ব্রহ্মার ছায়া হতে এরা উৎপন্ন হয়েছে। কৈলাসে এরা বিচরণ করে।"[৩]

"The Kinnaras also dwell in Kubera's heaven, where they are dancers, musicians and charioteers. They have human bodies with horse's heads and are said to have been born at the same time as the Yakshas."[৪]

মহাভারতের শান্তিপর্বে রুদ্রগণ, বিশ্বদেবগণ, সাধ্যগণ ও মরুদ্‌গণ দক্ষ-কন্যাগণের গর্ভে জাত ধর্মের সন্তান। কশ্যপের অপর পত্নীগণ গন্ধর্ব, তুরগ, পশু, পক্ষী, কিম্পুরুষ, মৎস্য উদ্ভিজ্জ এবং বনস্পতি সমুদয় প্রসব করেছিলেন।[৫] আবার গন্ধর্বগণ ও ব্রহ্মার কান্তি থেকে উদ্ভূত এরূপ প্রসিদ্ধিও বর্তমান।[৬] গন্ধর্বাধিপতি অঙ্গারপর্ণ বা চিত্ররথ যক্ষাধিপতি বা কিন্নরাধিপতি কুবেরের প্রিয়সখা।[৭]

প্রকৃত পক্ষে যক্ষ গন্ধর্ব কিন্নর রক্ষ প্রভৃতি একই বস্তু এবং বৈদিক রুদ্রগণ বা মরুদ্‌গণের রূপান্তর। এরা সকলেই কশ্যপের ঔরসে জাত অর্থাৎ ভ্রাতৃবৃন্দ।

রুদ্রাণাঞ্চ গণং তদ্বদ্‌গোমহিষ্যো বরাঙ্গনা।
সুরাভির্জনয়ামাস কশ্যপাৎ সংযতব্রতা॥
মুনির্মুনীনাঞ্চ গণং গণমপ্‌সরসাং তথা।
তথা কিন্নরগন্ধর্বানরিষ্টাজনয়দ্বহূন্॥
তৃণবৃক্ষলতাগুল্মমিরা সর্বমজীজনৎ।
বিশ্বা তু যক্ষ রক্ষাংসি জনয়ামাস কোটিশঃ॥[৮]

—সংযতব্রতা বরাঙ্গনা সুরভি কশ্যপের ঔরসে রুদ্রগণ গো, মহিষদের জন্ম দিয়েছিলেন। মুনি জন্ম দিয়েছিলেন মুনিগণ ও অপ্‌সরাগণকে। অনুরূপ ভাবে অরিষ্টা জন্ম দিয়েছিলেন বহুসংখ্যক কিন্নর ও গন্ধর্বগণকে। ইরা এইরূপে

---

১ Indian Mythology, Veronica Ions—p.117 ২ শব্দকল্পদ্রুমঃ
৩ পৌরাণিক অভিধান, সুধীর সরকার—পৃঃ ৮১-৮২
৪ Iadian Mythology, Veronica Ions—P 117 ৫ মহাঃ, শান্তি—২০৭ অঃ
৬ সরল বাঙ্গালা অভিধান—সুবল মিত্র ৭ মহাঃ, আদি—১৭০।১৩
৮ মৎস্য পুঃ—৭।৪৪-৪৬

তৃণ বৃক্ষলতা গুল্ম সকলকে জন্ম দিয়েছিলেন। বিশ্বা কোটি কোটি যক্ষ ও রক্ষোগণের জন্ম দিয়েছিলেন।

এরা সকলেই কশ্যপের সন্তান সহোদর বা বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। কোন কোন পুরাণের মতে যক্ষ ও রক্ষ ক্ষুধার্ত ব্রহ্মার দ্বারা সৃষ্ট হয়েছে। প্রজাপতি ব্রহ্মা সৃষ্টিকালে পুরাতন দেহ পরিত্যাগ করে রজোমাত্রাত্মিকা তনু পরিগ্রহ করায় ক্ষুধার্ত ও কুপিত হয়েছিলেন। ব্রহ্মা অন্ধকারে ক্ষুৎক্ষামদের সৃষ্টি করেন। এরা বিরূপ এবং শ্মশ্রুযুক্ত। ক্ষুধার্ত হয়ে এদের মধ্যে একদল ব্রহ্মাকে ভক্ষণ করতে উদ্যত হয়, আর একদল তাদের নিবৃত্ত করে ব্রহ্মাকে রক্ষা করতে চেষ্টা করে। যারা বলেছিল ব্রহ্মাকে ভক্ষণ কর তারা হোল যক্ষ, আর যারা বলেছিল রক্ষা কর, তারা রক্ষঃ বা রাক্ষস নামে পরিচিত হয়।

ক্ষুৎক্ষামান্ধকারেঽথ সোঽসৃজদ্ ভগবাংস্ততঃ।
বিরূপাঃ শ্মশ্রুলা জাতাস্তেঽভ্যধাবংস্ততঃ প্রভুম্॥
মৈবংভো রক্ষ্যতামেষ যৈরুক্তং রাক্ষসাস্তুতে।
উচুঃ খাদাম ইত্যন্যে যে তে যক্ষাস্তু যক্ষনাৎ॥[১]

তারপর ব্রহ্মার শরীর থেকে গন্ধর্বগণের উৎপত্তি হয়। এরা গান করতে করতে জন্ম গ্রহণ করায় গন্ধর্ব নামে পরিচিত হয়।

ধয়ন্তো গাং সমুৎপন্না গন্ধর্বাস্তস্য তৎক্ষণাৎ।
পিবন্তো জজ্ঞিরে বাচং গন্ধর্বাস্তেন তে দ্বিজ॥[২]

—এঁরা গো (বাক্য বা গীত) ধয়ন (উচ্চারণ বা গান) করতে করতে জন্মগ্রহণ করায় গন্ধর্ব নামে অভিহিত হয়।

এই ধরণের কাহিনী ভাগবতেও রয়েছে। ভাগবতের বিবরণ:—

বিসসর্জাত্মনঃ কায়ং নাভিনন্দংস্তমোময়ং।
জগৃহুর্যক্ষরক্ষাংসি রাত্রিং ক্ষুত্তৃট্‌সমুদ্ভবাম্॥
ক্ষুত্তৃড়্‌ভ্যামুপসৃষ্টা স্তে তং জগ্ধুমভিদুদ্রুবুঃ।
মা রক্ষতৈমং জক্ষধ্বমিত্যুচুঃ ক্ষুত্তৃড়ার্দিতাঃ॥
দেবস্তানাহ সংবিগ্নো মা মা জক্ষত রক্ষত।
অহো মে যক্ষরক্ষাংসি প্রজা যূয়ং বভূবিথ॥[৩]

—ব্রহ্মা নিজের তমোময় দেহ পছন্দ করলেন না, নিজের দেহ বিসর্জন করলেন। ঐ দেহ হোল রাত্রি। ক্ষুধা তৃষ্ণা জাত রাত্রিকে যক্ষ ও রাক্ষসগণ গ্রহণ করে। ক্ষুধা তৃষ্ণার দ্বারা সৃষ্ট হয়ে তারা ব্রহ্মাকেই ভক্ষণ করতে ধাবিত হয়, ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর হয়ে তারা এঁকে রক্ষা কোরো না, ভক্ষণ কর, এই কথা বলেছিল। দেব ব্রহ্মা উদ্বিগ্ন হয়ে তাদের বললেন ভক্ষণ কোরো না, রক্ষা কর। অহো, তোমরা যক্ষ এবং রক্ষ নামে আমার প্রজা হবে।

এই ভাবেই ব্রহ্মার দেহ থেকে গন্ধর্ব, অপ্‌সরা, বিদ্যাধর, কিম্পুরুষ প্রভৃতি

---

১ বিষ্ণুপুঃ—১।৩।৪০।৪১ ২ বিষ্ণুপুঃ—১।৩।৪৪-৪৫ ৩ ভাগবত—৩।২০।১৯-২১

আবির্ভূত হয়। কামময় দেহ পরিত্যাগ [illegible] সন্ধ্যাকে সৃষ্টি করলেন এবং অসুরগণ সন্ধ্যাকে গ্রহণ করলে ব্রহ্মা স্বীয় [illegible] থেকে গন্ধর্ব এবং অপ্সরাগণকে সৃষ্টি করেছিলেন এবং সেই দেহত্যাগ করলে [illegible] দেহ জ্যোৎস্না হয় এবং সেই জ্যোৎস্নাকে তিনি বিশ্বাবসু প্রভৃতি গন্ধর্বগণকে দান করেন।

কান্ত্যা সসর্জ ভগবান্ গন্ধর্বাপ্সরসাং গণান্।
বিসসর্জ তনুং তাং বৈ জ্যোৎস্নাং কান্তিমতীং প্রিয়াম্।
ত এব চাদদুঃ প্রীত্যা বিশ্বাবসুপুরোগমাঃ ॥[১]

অতঃপর ব্রহ্মা অসুর প্রভৃতি সৃষ্টি করার পরে নিজ অদৃশ্য দেহদ্বারা সাধ্যগণ, পিতৃগণ প্রভৃতি সৃষ্টি করে তিরোধান শক্তিদ্বারা সিদ্ধ ও বিদ্যাধর গণকে সৃষ্টি করেন —সিদ্ধান্ বিদ্যাধরাংশ্চৈব তিরোধানেন সোঽসৃজৎ।[২] তারপর নিজের প্রতিবিম্ব দ্বারা কিন্নর কিম্পুরুষদের সৃষ্টি [illegible] কিন্নরান্ কিম্পুরুষান্ প্রত্যাত্ম্যেনাসৃজৎ প্রভুঃ।[৩]

অনুরূপ কাহিনী রামায়ণে উত্তরকাণ্ডে বর্তমান। এখানেও প্রজাপতি স্বদেহ থেকে যক্ষ এবং রক্ষোগণকে সৃষ্টি করেছিলেন।

প্রজাপতিঃ পুরা সৃষ্ট্বা অপঃ সলিলসম্ভবঃ।
তাসাং সত্ত্বাঃ গোপায়নে সত্ত্বানসৃজৎপদ্মসম্ভবঃ ॥
তে সত্ত্বাঃ সত্ত্বকর্তারং বিনীতবদুপস্থিতাঃ।
কিং কুর্ম ইতি ভাষন্তঃ ক্ষুৎপিপাসাভয়ার্দিতাঃ ॥
প্রজাপতিস্তু তান্ সর্বান্ প্রত্যাহ প্রহসন্নিব।
আভাষ্য বাচা যত্নেন রক্ষধ্বমিতি মানদাঃ ॥
রক্ষাম ইতি তত্রান্যৈর্যক্ষাম ইতি চাপরৈঃ।
ভুক্ষিতাভুক্ষিতৈরুক্তস্ততস্তানাহ ভূতকৃৎ ॥[৪]

—পুরাকালে প্রজাপতি জল সৃষ্টি করে জল থেকে উদ্ভূত হলেন। পদ্মযোনি জলসমূহের রক্ষার নিমিত্ত প্রাণিবর্গের সৃষ্টি করলেন। সেই প্রাণিগণ বিনীত হয়ে প্রাণিস্রষ্টার কাছে ক্ষুৎপিপাসা ও ভয়ে কাতর হয়ে জিজ্ঞাসা করে, আমরা কি করবো? প্রজাপতি হাসতে হাসতে তাদের সকলকে সম্বোধন করে বললেন, হে মানবগণ, যত্নসহকারে জলসমূহ রক্ষা কর। ক্ষুধিত ও পিপাসার্ত প্রাণিবর্গ বললে, রক্ষা করবো, অপর প্রাণিবর্গ বললে পূজা করবো (যক্ষম) প্রাণিস্রষ্টা প্রজাপতি তখন তাদের বললেন, যারা রক্ষা করবো বলেছ, তারা রাক্ষস হও এবং যারা পূজা করবো (যক্ষাম) বলেছ তাহা যক্ষ হও।

বায়ু পুরাণে (৯ অঃ) অসুরের জন্ম প্রজাপতির জঘন থেকে, দেবগণের জন্ম প্রজাপতির মুখ থেকে এবং সৃষ্টিকালে তমোময় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ক্ষুধার্ত ব্রহ্মার সৃষ্টি রাক্ষস ও যক্ষগণ।

---

১ ভাগবত—৩।২০।৩৮-৩৯ ২ ভাগবত—৩।২০।৪৪ ৩ ভাগবত —৩।২০।৪৫
৪ রামায়ণ, উত্তর—২১৯-১৩

গন্ধর্ব এবং অপ্সরা এই দুই অপ্রধান দেবতা বা উপদেবতার সাক্ষাৎ পাই। সেখানে গন্ধর্বশব্দের দ্বারা সূর্যকেই বোঝানো হয়েছে।[১] গন্ধর্বদের সম্পর্কে Veronica Ions লিখেছেন, The first Gandharva, who may have symabolised the fire of the Sun, had a great knowledge of divine truths and prepared and looked after Soma Juice. His descendents also have amrita in their charge and are learned in medicine. They are said to have splendid cities of their own, but they are usually found in Indra's heaven, where to-gether with the Apsaras, they sing and play their instruments for they are skilled musicians."[২]

অগ্নিপুরাণে গন্ধর্বদের একটি গানের নাম সূর্যবর্চাঃ অর্থাৎ সূর্যকিরণ। বিদ্যাধর গণের একটি গণ হিরণ্যরোমা অর্থাৎ সোনার মত রোম যাদের : এখানেও সূর্যকিরণের ইঙ্গিত স্পষ্ট। কিন্নরগণ অশ্বমুখ। সূর্যও অশ্বরূপ ধারণ করেছিলেন। বিষ্ণু ও হয়গ্রীব অবতার হয়েছিলেন। সুতরাং রুদ্রগণের মত যক্ষগণ, গন্ধর্বগণ প্রভৃতিও সহস্রাংশুর সর্বব্যাপী অনন্ত কিরণমালারই বিচিত্র রূপায়ণ।

গন্ধর্ব কিন্নর প্রভৃতি পুরাণাদিতেই অবস্থান করেছেন। কিন্তু যক্ষগণ পুরাণের পাতা থেকে নেমে এসেছিলেন মানুষের পূজার নৈবেদ্য গ্রহণ করতে। বৌদ্ধ জৈন এবং হিন্দুদের ধর্মাচরণে যক্ষ যক্ষিণীরা স্থান করে নিয়েছিলেন। যক্ষ-যক্ষিণীর প্রস্তর মূর্তি প্রচুর পাওয়া গেছে। বৌদ্ধ জাতকে যক্ষরা মায়াবী, কাঁচা মাংস ভোজী। অপন্নক জাতকে যক্ষরাজ অন্যান্য যক্ষদের সাহায্যে এক নির্বোধ বণিককে প্রতারণা করে তাকে জলকষ্টে ফেলে সমস্ত মানুষ ও গরু ভক্ষণ করেছিলেন। এমন কি, বোধিসত্ত্বকেও প্রতারণা করার চেষ্টা করেছিলেন।[৩]

বজ্রযানী সাধনায় গন্ধর্ব যক্ষ কিন্নর প্রভৃতিদের কথা বারংবার উল্লেখ করা হয়েছে এবং পূজা ও বলিদ্বারা এঁদের সন্তুষ্টিবিধানের ব্যবস্থা বিহিত হয়েছে। জ্বালামুখীসাধনে ত্রৈলোক্যত্রাসিনী বিদ্যাদ্বারা যক্ষ গন্ধর্বাদিকে বশীভূত করা হয়ে থাকে—"যয়া বিজ্ঞাতমাত্রয়া বিদ্যয়া সাধকেশ্বরঃ সদেবগন্ধর্বগণান্ সযক্ষাসুরমানুষান্ বিদ্যাধর পিশাচাংশ্চ রাক্ষসোরগকিন্নরান্ বশমানয়তি ভূতানি জলস্থলজানি চ।"[৪] —যে বিদ্যা জানামাত্রই সাধকশ্রেষ্ঠ দেবতা সহ গন্ধর্বগণ, যক্ষ, অসুর, মানুষ, বিদ্যাধর, পিশাচ, রাক্ষস, উরগ, কিন্নর, ভূত, জলজ ও স্থলজগণকে বশীভূত করতে পারেন।

মহাকাল সাধনে বলা হয়েছে—হুঁ সর্বযক্ষপিশাচাশ্চ রাক্ষসকিন্নরাশ্চ সর্বশান্তিং কুরু কুরু স্বাহা।[৫] —সকল যক্ষ পিশাচ রাক্ষস কিন্নরগণ সকল শান্তি বিধান

১ ঐ ১ম পর্ব অপ্সরা প্রসঙ্গ দ্রঃ
২ Indian Mythology – P. 117
৩ জাতক, ১ম—ঈশান চন্দ্র ঘোষ
৪ সাধনমালা, ২য়— ২২১ নং সাধন
৫ সাধনমালা ২য় - ৩১২ নং সাধন

করুন। সপ্তাক্ষর সাধনে আছে—ওঁ খ খ খাহি খাহি সর্বযক্ষরাক্ষস ভূতপ্রেত পিশাচোন্মাদাম্মারডাকিন্যাদয় ইমং বলিং গৃহ্ণন্তু সর্বসিদ্ধিং মে প্রযচ্ছতু...।[১]—সকল যক্ষ. রাক্ষস, ভূত প্রেত, পিশাচ, উন্মাদ, ডাকিনী প্রভৃতি এই বলি গ্রহণ করুন সকল সিদ্ধি প্রদান করুন।

নিষ্পন্নযোগাবলীতে আটজন যক্ষরাজের নাম পাওয়া যায়; যথা—পূর্ণচন্দ্র, মণিভদ্র, ধনদ, বৈশ্রবর্ণ, বিচিকুণ্ডলী, কেলিমালী, সুখেন্দ্র ও বলেন্দ্র। এঁদের বর্ণ যথাক্রমে কৃষ্ণ, পীত, লাল, হরিৎ পীন ও পীত। "সকলেই দেখিতে এক প্রকারের। সকলেরই দুইটি হাত, এবং সকলেরই এক হাতে বীজপূরক ফল ও অন্যহাতে একটি নকুল বা বেজী থাকে। ইহাদের বর্ণে কিছু প্রভেদ আছে।[২] বিনয়তোষ ভট্টাচার্যের মতে বৌদ্ধদেবতা "জম্ভলকে যক্ষরূপে গ্রহণ করাই উচিত।"[৩] বৌদ্ধতন্ত্রে "কিন্নররাজ রক্তমিশ্রিত গৌরবর্ণ এবং দুইটি হাতে বীণা বাদনে তৎপর থাকেন।"[৪] বৌদ্ধতন্ত্রে গন্ধর্বদের রাজার নাম পঞ্চশিখ। ইনি পীতবর্ণ এবং দুহাতে বীণাবাদনরত। বিদ্যাধরদের রাজার নাম সর্বার্থ-সিদ্ধ। ইনি গৌরবর্ণ এবং দুই হাতে কুসুমমালা ধারণ করেন।[৫]

জৈনধর্মে যক্ষগণ একটি বড় স্থান অধিকার করে আছেন। জক্‌খেরবাসস্থানকে পালিভাষায় চেতিয়, অর্ধমাগধীতে চৈয় অথবা জৈনসূত্রে আয়তন বলা হয়। জক্‌খগণ ভক্তদের নানা ভাবে উপকার করে থাকেন। তাঁরা আসন্নপ্রসবা গর্ভিণীর রক্ষক এবং সন্তানহীনার সন্তানদাতা। বিভাগসূয় গ্রন্থে সন্তানহীনা অম্বরদত্ত জক্‌খের মন্দিরে গিয়ে পূজা করেছিলেন। সুভদ্রা সুরম্বর জক্‌খের নিকট সন্তান কামনায় একশত মহিষ বলি দিয়েছিলেন। জক্‌খগণ তুষ্ট হলে রোগমুক্তি ঘটে। পিণ্ডনিরুক্তি গ্রন্থে সামিল্যনগরের বহির্ভাগে একটি বাগানে অবস্থিত মনিভদ্র জক্‌খের মন্দিরে প্রার্থনা করে পানি বসন্ত রোগ থেকে মুক্ত হয়েছিল। পুণ্যভদ্র এবং মণিভদ্র জক্‌খদ্বয় সর্বাপেক্ষা লোকপ্রিয় ছিলেন। ন্যায়াধম্মকহা গ্রন্থে সেলগ নামে উপকারী যক্ষ চতুর্দশী অষ্টমী অমাবস্যা ও পূর্ণিমাতে লোকের উপকার করতেন; তিনি দুজন বণিককে এক নিষ্ঠুর দেবীর কবল থেকে বাঁচিয়ে পিঠে করে বয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন চম্পায়। জৈনগ্রন্থে জক্‌খগণ কেবল যে মানুষের উপকার করতেন তা নয়, তাঁরা অনেককে যন্ত্রণা দিতেন এবং হত্যাও করতেন। কথিত আছে যে মন্দিরটি মৃতদেহের হাড়ের উপরে নির্মিত হয়েছিল। সুরপ্রিয় নামে এক জক্‌খ প্রতি বৎসর তাঁর বিগ্রহে যে রঙ করতো, তাকে হত্যা করতেন। জক্‌খগণ বালিকাদের সঙ্গে সঙ্গমসুখ উপভোগ করতেন। মানুষের উপরে জক্‌খদের ভর ও আবেশ হোত। মানাকর অর্জুন জক্‌খগ্রস্ত হয়ে ছ'জন গুণ্ডাকে ও নিজের স্ত্রীকে হত্যা করেছিলেন। জৈন

---

১ সাধনমালা ২য়—২৫১ নং সাধন ২ বৌদ্ধদের দেবদেবী—পৃঃ ১২৪
৩ বৌদ্ধদের দেবদেবী—পৃঃ ১২৫ ৪ তদের—পৃঃ—১২৫
৫ বৌদ্ধদের দেবদেবী—পৃঃ ১২৫

কুবের

কুবের যক্ষ ও কিন্নরদের অধীশ্বর। তিনি রাক্ষসদেরও অধিপতি। গীতায় কুবেরকে যক্ষ ও রাক্ষসদের অধিপতি বলা হয়েছে—বিত্তেশো যক্ষরক্ষসাম্।[১] কুবের ধনাধিপতি—দেবতাদের ধনাগারের রক্ষক। তাঁকে ধনদও বলা হয়ে থাকে। কুবের পুরাণ প্রসিদ্ধ দেবতা। পরবর্তী পুরাণের যুগেও কুবের অপ্রধান দেবতা, তাঁর পূজা ও সচরাচর দেখা যায় না, তথাপি বাঙ্গালাদেশে অন্নপূর্ণা পূজায় অন্নপূর্ণার সঙ্গে কুবেরের মূর্তিও পূজিত হয়ে থাকে। লক্ষ্মীপূজার সময়েও লক্ষ্মীর সঙ্গে ধনাধিপতি কুবেরের পূজা হয়। কুবের উত্তর দিকের অধিপতি—দশদিকপালের অন্যতম। হিন্দুর নিত্য-নৈমিত্তিক কর্মে দশদিকপালের অন্যতম হিসাবে কুবেরও পূজা পেয়ে থাকেন। কিন্তু স্বতন্ত্রভাবে ধনাধিষ্ঠাতা হিসাবে কুবেরের পূজা প্রচলিত নেই।

বাল্মীকির রামায়ণ অনুসারে কুবের ব্রহ্মানন্দনের পুলস্ত্য ঋষির পুত্র বিশ্রবা ও ভরদ্বাজ ঋষির কন্যা দেববর্ণিনীর পুত্র।

স তস্যাং বীর্যসম্পন্নমপত্যং পরমাদ্ভুতম্।
জনয়ামাস ধর্মজ্ঞঃ সর্বৈর্ব্রহ্মগুণৈর্বৃতম্ ॥
তস্মিন্ জাতে তু সংহৃষ্টঃ সংবভূব পিতামহঃ।
দৃষ্ট্বা শ্রেয়স্করীং বুদ্ধিং ধনাধ্যক্ষো ভবিষ্যতি ॥
নাম চাস্যাকরোৎ প্রীতঃ সার্ধং দেবর্ষিভিস্তদা।
যস্মাদ্বিশ্রবসোঽপত্যং সাদৃশ্যাদ্বিশ্রবা ইব ॥
তস্মাদ্বৈশ্রবণো নাম ভবিষ্যত্যেষ বিশ্রুতঃ ॥ [২]

—বিশ্রবা মুনি সেই দেববর্ণিনীর গর্ভে অত্যদ্ভুত ধর্মজ্ঞ সকল ব্রহ্মোচিত গুণে ভূষিত পুত্রকে জন্ম দিয়েছিলেন। তাঁর জন্ম হলে ব্রহ্মা আনন্দিত হয়ে এবং শ্রেয়স্করী বুদ্ধি দেখে বলেছিলেন যে তিনি হবেন ধনাধিপতি, এবং দেবর্ষিগণের সহিত মিলিত হয়ে তাঁর নামকরণ করেছিলেন। যেহেতু বিশ্রবার পুত্র অথবা বিশ্রবার মত আকৃতি, সেইজন্য তিনি বৈশ্রবণ নামে বিখ্যাত হবেন।

পরে তাঁকে তপঃ প্রভাবে পরিতুষ্ট করে বৈশ্রবণ ব্রহ্মার কাছ থেকে বর চেয়ে নিলেন লোকপালত্ব ও ধনাধিপত্য—

অথাব্রবীদ্বৈশ্রবণঃ পিতামহমুপস্থিতম্।
ভগবল্লোকপালত্বমিচ্ছেয়ং বিত্তরক্ষণম্ ।[৩]

ব্রহ্মা বৈশ্রবণকে লোকপালত্ব এবং ধনাধিপত্য প্রদান করলেন, দিলেন পুষ্পক রথ এবং বিশ্বকর্মা নির্মিত লংকাপুরীর আধিপত্য। পরে কুবেরের

১ গীতা ১০।২৩ ২ রামাঃ, উত্তরকাণ্ড—৩।৫-৮ ৩ রামাঃ, উত্তরকাণ্ড—৩।৫-৮

বৈমাত্রেয় ভ্রাতা রাবণ কুবেরকে লংকা থেকে বিতাড়িত করেছিল এবং পুষ্পক রথটিও কেড়ে নিয়েছিল। রামায়ণে বৈশ্রবণের কুবের নাম পাওয়া যায় না। কিন্তু পুরাণে তিনি বিশ্রবার পুত্র কুবের—

পুলস্ত্যোঽজনয়ৎ পত্ন্যামগস্ত্যঞ্চ হবির্ভুবি।
সোঽন্যজন্মনি দত্তাগ্নির্বিশ্রবাশ্চ মহাতপাঃ॥
তস্য যক্ষপতির্দেবঃ কুবেরস্ত্বিলবিলসুতঃ।
রাবণঃ কুম্ভকর্ণশ্চ তথান্যস্যাং বিভীষণঃ॥[১]

—পুলস্ত্য হবির্ভুনাম্নী পত্নীর গর্ভে অগস্ত্যের জন্ম দিয়েছিলেন, তিনি অন্য-জন্মে দত্তাগ্নি এবং মহাতপা বিশ্রবার জন্মদাতা। ইলবিলার গর্ভে তাঁরই পুত্র যক্ষপতি কুবের। তাঁর অন্য পত্নীর (কেশিনী) গর্ভে রাবণ, কুম্ভকর্ণ এবং বিভীষণ জন্মগ্রহণ করে।

ভাগবতে কুবেরের জননী ইলবিলা। যক্ষাধিপতি কুবের অলকাপুরীর অধীশ্বর। ভাগবতের চতুর্থ স্কন্ধে ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে অলকাপুরীর মনোরম বর্ণনা আছে। মহাকবি কালিদাস মেঘদূত কাব্যের উত্তরমেঘ অংশে যক্ষপুরী অলকার যে বর্ণনা দিয়েছেন, তাতে অলকা বিশ্বসৌন্দর্যের সারভূতরূপে প্রতীত হয়েছে।

পদ্মপুরাণে কুবেরের মায়ের নাম মন্দাকিনী, পিতার নাম পুলস্ত্যনন্দন বিশ্রবা।

রাজসৃষ্টিকরো ব্রহ্মা পুলস্ত্যস্তৎসুতোঽভবৎ।
ততস্তু বিশ্রবা যজ্ঞে বেদবিদ্যাবিশারদঃ॥
তস্য পত্নীদ্বয়ং জাতং পাতিব্রত্য চরিত্রভৃৎ।
একা মন্দাকিনী নাম্নী দ্বিতীয়া কৈকষী স্মৃতা॥
পূর্বস্যাং ধনদো যজ্ঞে লোকপাল বিলাসধৃক্।
যোঽসৌ শিবপ্রসাদেন লংকাবাসমচীকরৎ॥[২]

—রাজসৃষ্টিকারী ব্রহ্মা, তাঁর পুত্র পুলস্ত্য, তাঁর পুত্র বেদবিদ্যা বিদ্যানিপুণ বিশ্রবা, বিশ্রবার মন্দাকিনী ও কৈকসী নামে দুই পাতিব্রত্য ও চারিত্রিক গুণ-সম্পন্না পত্নী। মন্দাকিনীর গর্ভে লোকপাল ধনদ জন্মগ্রহণ করেন,—তিনি শিবের কৃপায় লংকায় বাস করেছিলেন।

স্কন্দ পুরাণের মতে পুলস্ত্য ত্রেতাযুগে বিশ্রবাকে পুত্ররূপে লাভ করেছিলেন। বিশ্রবার পুত্র ধনদ কুবের।

ত্রেতাযুগে ব্রহ্মসমঃ পৌলস্ত্যো নাম বিশ্রবাঃ।
তপঃকৃত্বা সুবিপুলং পদ্মজাত সুতোদ্ভবঃ॥

* * *

ধনদং জনয়ামাস সর্বলক্ষণ লক্ষিতম্।[৩]

---

১ ভাগবত—৪।১।৩৫-৩৬ ২ পদ্মপুঃ পাতাল খণ্ড—৪।১৭-১৯
৩ স্কন্দপুঃ, রেবাখণ্ড - ৪১।৫-৬

কুবেরের পত্নীর নাম ঈশ্বরী,—তিনি যক্ষগণের অধিপতি, তাঁর পুত্রের নাম কুণ্ড।

তস্য ভার্যা মহারাজ ঈশ্বরীতি চ বিশ্রুতা।
যক্ষো যক্ষাধিপঃ শ্রেষ্ঠস্তস্য কুণ্ডোঽভবৎ সুতঃ॥[১]

কুবের সম্পূর্ণ পৌরাণিক দেবতা হলেও অথর্ববেদে অন্ধকারের দানবদের অধীশ্বররূপে কুবেরের নামটি পাওয়া যায়।

"His name first appears in the Atharva Veda (8. 10. 28) where he is the chief of the spirits of darkness."[২]

কুবেরের আকৃতি অত্যন্ত কুৎসিৎ—দানবের মতই। তিনি একচক্ষু' অষ্টদন্ত, ত্রিপাদ—

কুবেরের আকৃতি

ত্রিপাদং সুমহাকায়ং স্থূলশীর্ষং মহাতনুং।
অষ্টদংষ্ট্রং হরিৎশ্মশ্রুং শঙ্কুকর্ণং বিলোহিতম্॥
হ্রস্ব বাহুং প্রবাহুঞ্চ পিঙ্গলং সুবিভীষণং
বৈবর্তজ্ঞান সম্পন্নং সমৃদ্ধং জ্ঞানসম্পদা॥[৩]

—তিন পাদবিশিষ্ট, বিরাট আকার, স্থূলমস্তক, বিশাল দেহ, আটটি দাঁত সমন্বিত, তামাটে দাড়ি, ছুচালো কান, ঈষৎ রক্তাভ, একটি বাহু হ্রস্ব ও একটি বাহু বিশাল, পিঙ্গলবর্ণ, ভয়ংকর, বৈবর্তজ্ঞানসম্পন্ন, জ্ঞান সম্পদে সমৃদ্ধ।

কুৎসিৎ আকৃতি বলেই বিশ্রবানন্দনের নাম কুবের—

কুৎসায়াং ক্বিতি শব্দোঽয়ং শরীরং বেরমুচ্যতে।
কুবের কুশরীরত্বান্নাম্না তেন চ সোঽঙ্কিতঃ॥[৪]

—নিন্দার্থক কুশব্দ, বের শব্দের অর্থ শরীর, কুৎসিৎ শরীর বলেই তিনি কুবের নামে পরিচিত।

কুৎসিত আকৃতি বলে কুবেরের এক শ্রেণীর অনুচরের নাম হয়েছে কিন্নর, কুৎসিত শরীর বলেই ধনাধিপতির নাম কুবের। কুৎসিৎ বীর অর্থাৎ কুবীর থেকেও কুবের শব্দ আসা সম্ভব। কুবেরের বীরত্বের তেমন খ্যাতি নেই। তিনি রাবণের কাছে পরাজিত হয়েছেন।

কিন্তু মহানির্বাণতন্ত্রে কুবের এরকম কদাকার নন। এখানে তিনি সুবর্ণবর্ণ রত্নসিংহাসনে উপবিষ্ট, পাশাংকুশধারী, দ্বিভুজ—

কুবেরং কনকাকারং রত্নসিংহাসনস্থিতম্।
স্তুতং যক্ষ্যগণৈঃ সর্বৈঃ পাশাংকুশকরাম্বুজম্॥[৫]

---

১ তদেব - ৪১।৭ ২ Hindu Polytheism, Alain Danielou—p. 135
৩ বায়ুপুরাণ—২।১।৩৬-৩৭ ৪ বায়ুপুরাণ – ২।১।৩৯
৫ মহাঃ, নি তন্ত্র—১০১৪

"Vasudhārā, Goddess of Abundance, is the Śakti of Kubera, god of wealth. She is always represented as having one head, but may have from two to six arms, and wears all the Bodhisattva ornaments. When she has but two arms, the left hand holds a spike of grain, while the right holds a vase out of which pours a quantity of jewels."[১]

কুবেরের পত্নী

বৌদ্ধতন্ত্রে বসুধারা জম্ভলের শক্তি। জম্ভল যক্ষরাজ, সুতরাং কুবেরের সঙ্গে অভিন্ন। বসুধারা শস্য, সম্পদ ও ধনরত্নের দেবী। এঁর ডান হাতে বরদমুদ্রা ও বামহাতে ধানের শীষ থাকে।[২]

বসুধারা বা বসুন্ধরা হিন্দু দেবগোষ্ঠীতে বিষ্ণুর পত্নী—ইনি লক্ষ্মীর সঙ্গে অভিন্নতা প্রাপ্ত হয়ে লক্ষ্মীর সঙ্গে মিশে গেছেন। বসুধারা বা লক্ষ্মীর পতি হিসাবেও কুবের সূর্যবিষ্ণুর সঙ্গে একাত্মতা লাভ হয়। বৈদিক ধনদাতা অগ্নির স্থলে পুরাণে ধনের দেবতা কুবেরের কল্পনা হয়। কিন্তু ধনদাত্রী হিসাবে প্রাধান্য এবং জনপ্রিয়তা বর্ধিত হওয়ায় কুবের কেবলমাত্র ধনভাণ্ডারের রক্ষক হয়েই রইলেন, ধনাধিষ্ঠাতা হিসাবে সর্বব্যাপী পূজার অধিকারী হতে পারলেন না।

---

১ Gods of Northern Buddhism, Alice Getty,—p. 115

২ বৌদ্ধদের দেবদেবী—পৃঃ ৬৯

ধর্মরাজ

পশ্চিমবঙ্গে বিশেষতঃ রাঢ় অঞ্চলে অত্যন্ত জনপ্রিয় গ্রাম্য দেবতা ধর্মরাজ। ধর্মরাজের মহিমা অবলম্বনে পশ্চিমবঙ্গে বিশেষতঃ রাঢ় অঞ্চলে প্রচুর ধর্মমঙ্গল কাব্য রচিত হয়েছে। ধর্মরাজের প্রস্তর প্রতীক গ্রামে গ্রামে পূজিত হয়ে থাকে। "কোন কোন স্থানে এই প্রস্তর খণ্ডের গায়ে টুকরা টুকরা কাঁচ বা পিতলের পেরেক পরাইয়া দেওয়া হয়—তাহাই ধর্মঠাকুরের চক্ষু।"[১] অনেক জায়গাতেই ধর্মঠাকুরের প্রতীক শিলা কচ্ছপাকৃতি বিশিষ্ট। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেন যে হিন্দুধর্মের প্রভাবের ফলেই ধর্মের শিলামূর্তি কচ্ছপাকৃতি অর্থাৎ বিষ্ণুর কূর্মাবতারের আদর্শে নির্মিত হয়।[২] ডিম্বাকার, চতুষ্কোণ অথবা কচ্ছপাকৃতি প্রস্তরখণ্ড ধর্মরাজরূপে পূজিত হয়। কদাচিৎ জামা জুতা মোজা পরা ধর্মঠাকুরের মূর্তি দৃষ্ট হয়। যাত্রা রায়, যাত্রাসিদ্ধি রায়, বাঁকুড়া রায়, গরীব রায়, ক্ষুদি রায়, কৌতুক রায়, কালু রায়, বৃদ্ধ রায়, জগৎ রায়, মদন রায় প্রভৃতি স্থান বিশেষে ধর্মশিলার নাম আছে।

ধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম: ধর্মঠাকুরের স্বরূপ আলোচনায় নানা পণ্ডিত নানাবিধ অভিমত প্রকাশ করেছেন। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সর্বপ্রথম ধর্মঠাকুরের স্বরূপ আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়ে ধর্মঠাকুরকে বুদ্ধদেবের প্রতিভূরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় ১৩০৪ সালে ধর্মমঙ্গল প্রবন্ধে। পরেও তিনি তাঁর মত ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেছেন, "বৌদ্ধদের তিনটি রত্ন ছিল, তিনটিই উপাসনার বস্তু—বুদ্ধ, ধর্ম, সঙ্ঘ। বুদ্ধ বলিতে উপাসনা বুঝাইত, ধর্ম বলিতে গ্রন্থাবলী বুঝাইত। কোন কোন সম্প্রদায় বুদ্ধকে প্রথম স্থান না দিয়া ধর্মকেই প্রথম স্থান দিতেন। তাঁহাদিগের মতে ত্রিরত্ন হইত ধর্ম, বুদ্ধ ও সঙ্ঘ। ক্রমে ধর্ম বলিতে স্তূপ বুঝাইত। মহাযান মতে শাক্যসিংহ কেবলমাত্র লেখক হইয়া দাঁড়াইয়াছেন—ত্রিরত্নের মধ্যে তাঁহার স্থান নাই। সেখানে ধ্যানী বুদ্ধেরা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। ঐ সকল ধ্যানী বুদ্ধ অনাদি ও অনন্ত। ধ্যানী বুদ্ধগণের মন্দির ক্রমে স্তূপের গায়েই আসিয়া উপস্থিত হইল। অর্থাৎ ধর্ম ও তথাগত এক হইয়া গেল। স্তূপের গায়ে কুলুঙ্গি কাটা হইতে লাগিল। পূর্বের কুলুঙ্গিতে অক্ষোভ্য বসিলেন, পশ্চিমে অমিতাভ, দক্ষিণে রত্ন সম্ভব এবং উত্তরে অমোঘসিদ্ধি প্রথমে ধ্যানী বুদ্ধ যে বৈরোচন, তিনি স্তূপের ঠিক মধ্যস্থলে থাকিতেন। এইরূপে চারিটি কুলুঙ্গিওয়ালা স্তূপই অধিক দেখিতে পাওয়া যায়; কিছুকাল পরে প্রধান ধ্যানী বুদ্ধকে এইরূপ লুকাইয়া রাখা লোকে পছন্দ করিল না। দক্ষিণ-পূর্বকোণে আর একটি কুলুঙ্গি করিয়া সেইখানে তাঁহার স্থান করিয়া

---

১ বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, ২য় সং—পৃঃ [illegible] ২ তদেব

দিল। পাঁচটি কুলুঙ্গিওয়ালা স্তূপ দেখিতে ঠিক কচ্ছপের মত হইল। আমাদের ধর্মঠাকুর কচ্ছপাকৃতি। সুতরাং তিনি এই শেষকালের স্তূপেরই অনুকরণ। স্তূপ আবার ধর্মের্বই প্রতিকৃতি, সুতরাং স্তূপ, ধর্ম এবং কচ্ছপাকৃতি তিনই এক হইয়া গেল। ইহাতেই মনে হয় কচ্ছপাকৃতি ধর্মঠাকুর পঞ্চ ধ্যানী বুদ্ধের সহিত ধর্মমূর্তির—আর কেহ নহে।"[১]

শাস্ত্রী মহাশয়ের এই অভিমত আরও অনেক পণ্ডিত স্বীকার করে নিলেন। এঁদের মধ্যে ডঃ মহম্মদ শহীদুল্লা, ডঃ দীনেশ চন্দ্র সেন, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় Sir Charles Eliot প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ডঃ শহীদুল্লা লিখলেন, "এই নিরঞ্জনের কল্পনায় বৌদ্ধদের শূন্যবাদ ও আদি বুদ্ধ মতের ভাব স্পষ্ট দেখা যায়। নিরঞ্জন 'শূন্যমূর্তি' 'নির্বাণ শূন্য' 'শূন্যরূপ।"[২] Sir Charles Eliot লিখলেন, "The Dharma or Niranjana of the Sunya Purana seems to be equivalent to Adibuddha."[৩]

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বৌদ্ধ শূন্যবাদ বিস্তৃতভাবে আলোচনা করে শূন্যমূর্তি নিরঞ্জন ধর্মঠাকুর যে বুদ্ধই এই তত্ত্ব প্রতিপাদন করেছেন। তাঁর সিদ্ধান্ত—"এই শূন্য প্রভুরই অপর নাম ধর্ম। এই ধর্ম স্বয়ং বুদ্ধ।"[৪] তিনি আরও বলেছেন, "বৌদ্ধ ত্রিরত্নের মধ্যে ধর্ম অনেক সময়ে স্তূপের আকারে পূজা পাইতেন। স্তূপের পাঁচ দিকে পাঁচটি কুলুঙ্গি থাকে। তাহাতে স্তূপটি দেখিতে কচ্ছপের মত হয়। এইজন্য ধর্মঠাকুর কচ্ছপাকৃতি ও তাঁহার বাহন কচ্ছপ। গজ ও কচ্ছপ ধর্ম শরীর হইতে উৎপন্ন বলিয়া ধর্মঠাকুরের পূজকেরা ধর্মের পূজা করেন।"[৫]

ডঃ দীনেশ চন্দ্র সেন বলেন, "কালক্রমে হিন্দুস্থানে বৌদ্ধশব্দ অর্থদুষ্ট হইয়া পড়ে। বৌদ্ধ এবং নাস্তিক এই দেশে একার্থ হইয়াছিল। এইজন্যই কিম্বা অন্য কোন কারণে এ দেশের বৌদ্ধ সম্প্রদায় আপনাদিগকে ত্রিরত্নের দ্বিতীয় অর্থাৎ ধর্ম শব্দের রূপান্তর দ্বারা পরিচিত করিতেন।"[৬]

ধর্মঠাকুর বুদ্ধের প্রতীক এই মতবাদ যাঁরা পোষণ করেন তাঁদের যুক্তিগুলি সংক্ষেপে একত্র সন্নিবেশ করছি :

(১) শূন্যমূর্তি ধর্মঠাকুর এবং শূন্যাকার ধর্মশিলা শূন্যবাদী বৌদ্ধদের প্রভাব জাত।

(২) ধর্মের কচ্ছপাকৃতি শিলা প্রতীক বৌদ্ধ স্তূপের এবং বৌদ্ধ ত্রিরত্নের অন্যতম ধর্মের প্রতিরূপ।

(৩) শূন্যপুরাণ এবং ধর্মমঙ্গল কাব্যের সৃষ্টিতত্ত্ব শূন্যবাদী বৌদ্ধদের সৃষ্টিতত্ত্বের অনুরূপ।

---

১ বৌদ্ধধর্ম এখনও একটু আছে—নারায়ণ. মাং. ১৩২২, প্রবাসী ফাল্গুন ১৩২২—পৃঃ ৫০৪
২ শূন্যপুরাণ—সাঃ পঃ, ভূমিকা পৃঃ ২১
৩ Hinduism & Buddhism, Vol. II, P. 32 Foot note
৪ শূন্যপুরাণ, ভূমিকা—পৃঃ ১০৫ ৫ তদেব—পৃঃ ১১০
৬ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ৮ম সং পঃ ১২

(৪) ধর্মরাজের উৎসব অধিকাংশ স্থলেই বৈশাখী পুর্ণিমা বা বুদ্ধপূর্ণিমায় অনুষ্ঠিত হয়।

(৫) ধর্মরাজের পুরোহিত ডোম পণ্ডিতেরা একসময়ে বৌদ্ধ ছিলেন।

(৭) বৌদ্ধরা নিজেদের সদ্ধর্মী বলতেন।[1]

(৮) শঙ্খ ধর্মপূজার অঙ্গ। বৌদ্ধ শঙ্খ থেকে ধর্মপূজায় শঙ্খ এসেছে।

এই যুক্তিগুলি যে অভ্রান্ত নয় তা একপ্রকার নিশ্চয়তার সঙ্গেই বলা যায়।

ধর্মসাহিত্যের সৃষ্টিতত্ত্ব

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ধর্মঠাকুরের বুদ্ধত্ব প্রতিপাদনে অনেক জল্পনা কল্পনার আশ্রয় নিয়েছেন। ধর্ম সাহিত্যের সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কে বলা যায় যে বৌদ্ধদের সৃষ্টিতত্ত্ব নূতন কিছু নয়। এই তত্ত্বের মূল আছে ঋ... বলছেন—

আসদাসীন্নো সদাসীত্তদানীং নাসীদ্রজো ন ব্যোমো পরো যৎ
কি মাবরীবঃ কুহ কস্য শর্ম্মন্নংভঃ কিমাসীদ্ গহনং গভীরম্ ॥
ন মৃত্যুরাসীদমৃতং ন তর্হিন রাত্র্যা অহ্ন আসীৎ প্রকেতঃ।
আসীদবাতং স্বধয়া তদেকং তস্মাদ্ধান্যন্নপরঃ কিং চনাস ॥
তম আসীত্তমসা গূঢ়মগ্রেঽপ্রকেতং সলিলং সর্বমা ইদম্।
তুচ্ছ্যেনাভ্বপিহিতং যদসীত্তপসস্তন্মহিনা জায়তৈকম্ ॥
কামস্তদগ্রে সমবর্ততাধি মনসো রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ।[3]

—তৎকালে যাহা নাই তাহাও ছিল না, যাহা আছে তাহাও ছিল না। পৃথিবীও ছিল না, অতি বিস্তার আকাশও ছিল না। আবরণ করে এমন কি ছিল? কোথায় কাহার স্থান ছিল? দুর্গম ও গম্ভীর জল কি তখন ছিল?

তখন মৃত্যুও ছিল না, অমরত্বও ছিল না, রাত্রি ও দিনের প্রভেদ ছিল না। কেবল সেই একমাত্র বস্তু বায়ুর সহকারিতা ব্যতিরেকে আত্মা মাত্র অবলম্বনে নিঃশ্বাস প্রশ্বাস যুক্ত হইয়া জীবিত ছিলেন। তিনি ব্যতীত আর কিছুই ছিল না।

সর্বপ্রথমে অন্ধকারের দ্বারা অন্ধকার আবৃত ছিল। সমস্তই চিহ্নবর্জিত ও চতুর্দিক জলময় ছিল। অবিদ্যমান বস্তু দ্বারা সেই সর্বব্যাপী আচ্ছন্ন ছিলেন। তপস্যার প্রভাবে সেই এক বস্তু জন্মিলেন।

সর্বপ্রথম মনের উপর কামের আবির্ভাব হইল, তাহা হইতে সর্বপ্রথম উৎপত্তি কারণ নির্গত হইল।[4]

শূন্যপুরাণে সৃষ্টিপত্তন বর্ণনা :

নহি রেক নহি রূপ নহি ছিল বন্ন চিন্।
রবি সসী নহি ছিল নহি রাতি দিন ॥

---

১ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ৮ম—পৃঃ ৩২ ২ বাংলা কাব্যে শিব—পৃঃ ১২৭
৩ ঋগ্বেদ—১০।১২৯।১-৫ ৪ অনুবাদ—রমেশ চন্দ্র দত্ত

নহি ছিল জল থল নহি ছিল আকাশ।
মেরু মন্দার ন ছিল ন ছিল কৈলাস॥
নহি ছিল ছিষ্টি আর ন ছিল চলাচল।
দেহারা দেউল নহি পর্বত সকল।
দেবতা দেহারা ন ছিল পূজিবাক দেহ।
মহাস্থন্য মধ্যে পরভুর আর আছে কেহ॥[১]

ডঃ শহীদুল্লাহ্ দেখিয়েছেন যে হিন্দুপুরাণের সৃষ্টিতত্ত্বের সঙ্গেও শূন্যপুরাণের মিল আছে। ঋগ্বেদের ১০।৮১ সূক্তে সূক্তে বিশ্বকর্মা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টারূপে নির্ধারিত এবং হিরণ্যগর্ভ সূক্তে (২০।১২১) অসদাত্মক জগতে একমাত্র সদ্‌বস্তু এবং বিশ্বস্রষ্টারূপে বিরাজমান ছিলেন। শূন্যপুরাণের এই সৃষ্টিতত্ত্বে ঋগ্বেদের সৃষ্টিতত্ত্ব নিঃসন্দেহে অনুসৃত হয়েছে। উপনিষদেও সৃষ্টির পূর্বে নিরাকার অবস্থার বর্ণনা আছে। চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, 'অশব্দম্ অস্পর্শম্ অরূপম্ অব্যয়ম্' বলিয়া যে ব্রহ্মের নির্দেশ করা হইয়াছে, তাঁহার সহিত শূন্য-পুরাণের নিরঞ্জনের কোন পার্থক্য দেখা যায় না। বেদে 'নিরঞ্জন' সংজ্ঞাটিও পাওয়া যায়'।[২]

বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় সাংখ্য ও বেদান্তের সর্বশক্তিমান ঈশ্বরকেই ধর্ম ঠাকুর বলেছেন, "এই ইচ্ছাশক্তিমান ঈশ্বরই ধর্মঠাকুর। তিনি শূন্যরূপ।"[৩] সাংখ্য-দর্শনের পুরুষপ্রকৃতিতত্ত্বও এক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

শূন্যমূর্তিধর্ম :—ধর্মপূজাবিধানে ধর্মঠাকুরের যে ধ্যানমূর্তি আছে, তাতে তাঁকে শূন্যমূর্তি বলা হলেও, তাঁকে উপনিষদের সর্বশক্তিমান অনাদি অনন্ত নিরাকার ব্রহ্মরূপে সহজেই চেনা যায়।
ধ্যানমন্ত্রটি এই :

যস্যান্তং নাদিমধ্যং ন চ করচরণং নাস্তি কায়ো নিনাদং
নাকারং নাদিরূপং ন চ ভয়মরণং নাস্তি জন্মৈব যস্য।
যোগীন্দ্রধ্যানগম্যং সকলদলগতং সর্বসংকল্পহীনং
তত্রৈকাপি নিরঞ্জনোঽমরবরঃ পাতু মাং শূন্যমূর্তিঃ॥[৪]

—যাঁর আদি নেই, মধ্য নেই, অন্ত নেই, হস্ত নেই, পদ নেই, দেহ নেই, শব্দ নেই, আকার নেই, রূপ নেই, ভয় নেই, মরণ নেই, জন্ম নেই, যোগীন্দ্রের ধ্যানে উপলব্ধ, সর্বব্যাপী, সকল সংকল্পহীন, সেই এক অমরশ্রেষ্ঠ শূন্যমূর্তি নিরঞ্জন আমাকে রক্ষা করুণ।

উপনিষদের ব্রহ্ম ও ধর্মঠাকুরের মত অনাদি অনন্ত, অব্যয়, নির্গুণ, নিরাকার সর্বব্যাপী। নির্গুণ নিরাকার আদি অন্তহীন ত শূন্যই। ধর্ম পূজাবিধানে ধর্ম

১ শূন্যপুঃ, সাঃ পঃ সং—পৃঃ ১-২ ২ শূণ্যপুঃ, সাঃ পঃ সং—পৃঃ ১২
৩ শূণ্যপুঃ, ভূমিকা—পৃঃ ১২ ৪ ধর্মপূজা বিধান, সাঃ পঃ সং—পৃঃ ৭০

"ব্রহ্মরূপ নিরঞ্জন।"[১] ডঃ সুকুমার সেনের মতে "এখানে নিরঞ্জন ও শূন্য শব্দের অর্থ নিষ্কলংক নির্লেপ। ধর্ম ঠাকুর ধবলমূর্তি, তাই তিনি নিষ্কলংক নির্লেপ।"[২]

"এই শূন্য মহাযান মতের শূন্য নয়, এখানে শূন্য মানে নিষ্কলংক শুভ্র। ধর্ম-দেবতা নিষ্কলঙ্ক সর্বশ্বেত, তাঁর বাহন উলুক বা উল্লুক হচ্ছে সাদা পেঁচা বা সাদা কাক, রূপকচ্ছলে ধর্ম ঠাকুরকে সাদা হাঁস কল্পনা করা হয়েছে। সিপাহী মূর্তিতে তাঁর বাহন শ্বেত অশ্ব।"[৩] প্রকৃতই ধর্মরাজ নির্লেপ শূন্যমূর্তি—শূন্যাকারং নির্লেপং[৪]—শূন্যাকার নিষ্কলংক।

বৈশাখী পূর্ণিমায় ধর্মরাজের উৎসব হয় বলেই ধর্ম ঠাকুরকে বুদ্ধ বলা চলে না। হিন্দু বাঙ্গালীর বৎসরের প্রথম মাস বৈশাখ,—বৈশাখ মাস পুণ্যমাস,—বৈশাখ মাসে পুণ্যকর্ম, ব্রতানুষ্ঠান বিধেয়। বৈশাখী পূর্ণিমা পুণ্যতিথি এই দিন গঙ্গাস্নানে বিশেষ পুণ্যলাভ হয় বলে বিশ্বাস। বৈশাখী পূর্ণিমায় শ্রীকৃষ্ণের ফুলদোল উৎসব হয়। সুতরাং বৈশাখী পূর্ণিমা কেবলমাত্র বুদ্ধপূর্ণিমা বলেই পুণ্যতিথি নয়। বৈশাখী পূর্ণিমায় ধর্মরাজের উৎসব অনেক জায়গাতেই হয় বটে, কিন্তু ধর্মরাজের উৎসব অন্য সময়েও অনুষ্ঠিত হয়। বাঁকুড়া জেলায় ময়নাপুর গ্রামে ভাদ্রমাসের মাঝামাঝি সময় যাত্রাসিদ্ধি ধর্মরাজ স্থাপন করে পূজা ও সয়লা উৎসব পালন করা হয়। এখানে অক্ষয়তৃতীয়ার পূর্বদিন ধর্মরাজের অধিবাস হয় এবং পরের দিন গাজন মণ্ডপে যাত্রাসিদ্ধি বাঁকুড়া রায় ও ক্ষুদিরায়ের শিলা স্থাপন করে গাজন উৎসব হয়।[৫] মেদিনীপুর জেলায় ভাদ্রমাসে ধর্মপূজার উৎসব ও মেলা হয়।[৬] মুর্শিদাবাদ জেলার কড়েয়া গ্রামে আষাঢ় মাসের পূর্ণিমায় ধর্মরাজের উৎসব হয়। হুগলী জেলার বেঙ্গাই গ্রামে শ্যামরায় ধর্মঠাকুরের রথযাত্রা উৎসব পালিত হয়, ছাগ বলিও হয়।[৭] মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দীতে জ্যৈষ্ঠমাসের পূর্ণিমায় ধর্মরাজের বার্ষিক পূজা হয়।[৮] অতএব ধর্মঠাকুরের উৎসবের সঙ্গে বুদ্ধ পূর্ণিমার সংযোগ অবিচ্ছেদ্য, এমন কথা বলা যায় না।

ধর্মরাজের সেবাইত সকল সময়েই ডোম পণ্ডিত নয়, অনেক সময়ে ব্রাহ্মণরাও পূজা করে থাকেন, ডোম ভিন্ন অন্যান্য ব্রাহ্মণেতর জাতিরাও ধর্মরাজের পূজা করছেন। মুর্শিদাবাদ জেলার বৈদ্যপুর গ্রামে ধর্মরাজের সেবায়েত জাতিতে কুম্ভকার। কুম্ভকারদের মধ্যে যিনি বয়োজ্যেষ্ঠ তিনি দেয়াসী হন।[৯] মুর্শিদাবাদ জেলার বালীগ্রামে ধর্মরাজের সেবায়েত বাগ্দী সম্প্রদায়ভুক্ত।[১০] তবে এক সময়ে ধর্মঠাকুর সুউচ্চসম্প্রদায়ে স্থান

ধর্মরাজের পুরোহিত

---

১ ধর্মপূজাবিধান—পৃঃ ৯ ২ রূপরামের ধর্মমঙ্গল, ১ম, ১ম সং ভূমিকা—পৃঃ ॥৵০

৩ প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী, ডঃ সুকুমার সেন—পৃঃ ৪০ ৪ ধর্মপূজাবিধান—পৃঃ ৮৯

৫ পশ্চিমবঙ্গের পূজাপার্বণ ও মেলা, ৪র্থ—পৃঃ ২২৯, ২৩০-৩১

৬ তদেব ৩য়,—পৃঃ ৪১৭ ৭ ঐ ৩য় খণ্ড—পৃঃ ৬৫৩

৮ বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস—২য় সং—পৃঃ ৪৮৫

৯ পশ্চিমবঙ্গের পূজাপার্বণ ও মেলা ২য় খণ্ড—পৃঃ ২১১ ১০ তদেব—পৃঃ ১১০

পান নি, একথা ঠিক। ধর্মরাজের মঙ্গল গান করলে সমাজে নিন্দনীয় বলে গণ্য হোত। মানিক রাম গাঙ্গুলী লিখেছেন যে তাঁকে যখন ধর্মঠাকুর ধর্মমঙ্গল রচনা করে গান করতে অনুরোধ করলেন তখন কবি ভীত হয়েছিলেন। তিনি লিখেছেন—

এতেক শুনিয়া মোর উড়িল পরাণ।
জাতি যায় তবে প্রভু যদি করে গান॥
অচিরাৎ অখ্যাতি হবেক দেশে দেশে।
স্বপক্ষের সন্তোষে বিপক্ষ পাছে হাসে॥

ধর্মমঙ্গল গান নিষিদ্ধ ছিল কেন জানি না। সম্ভবতঃ ডোম জাতীয় রামাই পণ্ডিত ধর্মপূজার আদি প্রবর্তকরূপে প্রসিদ্ধ হওয়ার জন্য ধর্মরাজ ডোমদের ঠাকুররূপে পরিচিত হওয়ায় কোন সময়ে ধর্মমঙ্গল গান নিন্দিত হয়েছিল। অথবা ধর্মরাজ নামক অপৌরাণিক দেবতার নূতন আবির্ভাব হয়ত উচ্চবর্ণের মানুষ প্রাথমিক যুগে মেনে নিতে পারে নি। কিন্তু ক্রমে ধর্মরাজ সকল হিন্দুর নিকটেই পূজা পেয়েছেন। রূপরাম চক্রবর্তী, ঘনরাম চক্রবর্তী, খেলারাম চক্রবর্তী, মানিকরাম গাঙ্গুলী, প্রভুরাম মুখুজ্যে, রামচন্দ্র বাঁড়ুজ্যে প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ এবং কায়স্থ জাতীয় নরসিংহ বসু, রামকান্ত রায় প্রভৃতি কবিগণ ধর্মমঙ্গলকাব্য ও ধর্মপুরাণ রচনা করায় ধর্মমহিমা রচনা বা গান উচ্চবর্ণের কাছে নিষিদ্ধ ছিল না, এক কথা নিশ্চয় বলা যায়।

সদ্ধর্মী

ধর্মপূজকদের কোথাও কোথাও সদ্ধর্মী বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ডঃ সুকুমার সেনের মতে নিরঞ্জনের রুষ্মা নামক ছড়ায় ও অন্য একটি ছড়ায় সদ্ধর্মী পাঠ কল্পিত এবং 'সিংহলে' ধর্মদেবতার 'বহুত সনমান' বাক্যে 'সিংহলে' পাঠ ভ্রান্ত।[১]

বৌদ্ধচৈত্য ও ধর্মশিলা

ধর্মশিলা যদিও সর্বত্র কূর্মাকৃতি নয়, তথাপি এই শিলাকে বৌদ্ধচৈত্য বলে অনেকেই স্বীকার করেন না। ধর্মপূজাবিধানে কূর্ম ধর্মের বাহনরূপে কল্পিত—

উলূকবাহনং ধর্মং তেজোময়াত্মকম্।
ইদানীং কূর্মপৃষ্ঠে তু দিব্যরূপে নমোঽস্তুতে॥[২]

ধর্মপূজাবিধানে আর একস্থানে আছে—

কামবৃত্তান্তকং কচ্ছপবাহনং দেবং মহাতপোগুণেশ্বরম্।[৩]

কূর্ম ধর্মঠাকুরের বাহনরূপে কল্পিত হওয়ায় অনেকস্থলে ধর্মশিলার পৃষ্ঠে ধর্মরাজের চরণচিহ্ন অংকিত থাকে। কূর্মাকৃতি শিলা বৌদ্ধচৈত্য,—এ নিতান্তই কল্পনা। শিবের বৃষ, বিষ্ণুর গরুড়, ব্রহ্মা ও সরস্বতীর হাঁস প্রভৃতি বাহনগুলি যেমন দেবতার প্রতীক হিসাবে ব্যবহৃত হয়, তেমনি কূর্ম ও ধর্মরাজের প্রতীক হিসাবে স্বীকৃত। ধর্ম কচ্ছপের আকৃতি ধারণ করেছিলেন—কচ্ছপরূপধরং মহিং

---

১ রূপরামের ধর্মমঙ্গল, ১ম খণ্ড, ১ম সং, ভূমিকা—পৃঃ ॥৶০
২ ধর্মপূজা বিধান—পৃঃ ৮৮ ৩ ধর্মপূজা বিধান—পৃ, ৮৯

মনোহরং নির্লেপং নিরঞ্জনং শ্রীধর্মায় নমঃ।[১] স্মরণ করা যেতে পারে যে ব্রহ্মা হংসরূপ ও বিষ্ণু বরাহরূপ ধারণ করেছিলেন।[২] ধর্মঠাকুরের বাহন বা প্রতীক সর্বত্রই কূর্মরূপে উল্লিখিত। ধর্মঠাকুরকে বুদ্ধ বা বৌদ্ধচৈত্যরূপে গ্রহণ করার মত কোন উল্লেখ বা ইঙ্গিত কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। ডঃ সুকুমার সেন লিখেছেন, "ধর্মঠাকুরের প্রতীক বৌদ্ধচৈত্য নহে, কূর্ম মূর্তি। কূর্মের উদ্গত চারি পা ও মুখকে শাস্ত্রী মহাশয় চৈত্যস্থিত পঞ্চধ্যানী বুদ্ধের মূর্তি মনে করিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছেন।" শুধু ধর্মরাজ নন, বিষ্ণু, ষষ্ঠী শীতলা প্রভৃতি দেবতা ও প্রস্তর প্রতীকে পূজিত হন। এমন কি গোলাকার কালো পাথরও চণ্ডীরূপে পূজিত হয়ে থাকে।"[৩]

ধর্মপূজায় পশুবলি

ধর্মরাজকে বুদ্ধাবতাররূপে প্রতিষ্ঠিত করার সব থেকে বড় বাধা ধর্মপূজায় পশুবলির রীতি। ধর্মরাজের পূজায় ছাগ, মেষ, মোরগ, কপোত, শূকর প্রভৃতি জীব-বলি অনেক জায়গাতেই হয়ে থাকে। অহিংসার পূজারী বুদ্ধদেবের পূজায় প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বা ধর্মান্তরিত বৌদ্ধরা বৌদ্ধ সংস্কার বিসর্জন দিয়ে কেন যে জীবহিংসায় মেতে উঠলেন, তা বলা কঠিন।

কৃচ্ছ্রসাধন

ধর্মপূজায় কৃচ্ছ্রসাধন (শালে ভর, ফোঁড় ইত্যাদি) বৌদ্ধধর্মের নীতির পরিপন্থী। কেউ কেউ অবশ্য হিন্দুধর্মে ও ধর্মপূজায় কঠোর কৃচ্ছ্রতা বুদ্ধদেবের সন্ন্যাস জীবনের প্রথম ভাগে কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনের আদর্শ থেকে আগত বলে মনে করেন।[৪] কিন্তু বুদ্ধদেব কৃচ্ছ্রসাধনা দ্বারা বোধিলাভে সমর্থ না হয়ে সুজাতা প্রদত্ত পায়স ভক্ষণ করার পরে বোধি অর্জন করেছিলেন এবং কৃচ্ছ্রসাধনের ধর্মকে স্বীকার করেননি—এও সর্বজন বিদিত। বরঞ্চ জৈনধর্ম থেকে কৃচ্ছ্রসাধনের রীতি আসা অসম্ভব নয়।

ধর্মঠাকুরে অনার্য প্রভাব : কোন কোন পণ্ডিতের মতে ধর্মঠাকুর কোন অনার্য পূজিত দেবতা। ছোটনাগপুরের ওঁরাও জাতি ধর্ম নামে সূর্যদেবতার পূজা করে। এই দেবতার রঙ সাদা, সাদা পাঁঠা, কিংবা মোরগ দেবতার বলি। দুষ্টকে তিনি দৃষ্টিহীনতা ও কুষ্ঠরোগ দিয়ে থাকেন।[৫]

মিশরের ওসাইরিসের পূজার সঙ্গে ধর্ম ঠাকুরের পূজার মিল পেয়েছেন কোন কোন পণ্ডিত। কারো মতে মিশরের "ডো—আহোম—রা" বাঙ্গালায় এসে হয়েছেন ধর্মরাজ। আবার আদিম জাতির সমাজের Rain Charm এবং Sun-Stone ধর্মশিলায় রূপান্তরিত বলেও মনে করা হয়।[৬] ডঃ নীহার রঞ্জন

১ ধর্মপূজা বিধান—পৃঃ ১০ ২ হিন্দুদের দেবদেবী, ২য়, ২য় সং—পৃঃ ১৩
৩ রূপরামের ধর্মমঙ্গল, ভূমিকা—পৃঃ ||৵০
৪ শূন্যপুরাণের ভূমিকা, বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়—পৃঃ ৭০।৭১
৫ বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস, ২য় সং—পৃঃ ৪১৩
৬ রাঢ়ের সংস্কৃতি ও ধর্মঠাকুর, ডঃ অমলেন্দু মিত্র—পৃঃ ৫৯-৬০

রায়ের মতে "ধর্মঠাকুর মূলতঃ ছিলেন প্রাক্-আর্য আদিবাসী কোমের দেবতা"।[১] ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের অনুমান, ধর্ম শব্দ কোন অষ্ট্রিক শব্দের সংস্কৃত রূপান্তর।[২] এই সব অনুমান কল্পনার বাইরে ধর্মঠাকুরের স্বরূপ আলোচনায় পণ্ডিতগণ বৈদিক পৌরাণিক অনেক দেবতার সঙ্গে আকারে প্রকারে ধর্মঠাকুরের সাদৃশ্য দেখেছেন।

ধর্মরাজ ও শিব ঃ প্রথমেই মনে পড়ে শিবের সঙ্গে ধর্মরাজের সংযোগের কথা। ধর্মের গাজন ও শিবের গাজন প্রায় অভিন্ন। ধর্মশিলার সঙ্গে শিবলিঙ্গ ও বিষ্ণুর প্রতীক শালগ্রাম শিলার সাদৃশ্য দুর্লক্ষ্য নয়। অনেক স্থলে লিঙ্গ প্রতীকের পরিবর্তে শিলাখণ্ড শিবরূপে পূজিত হন। অনেক জায়গায় শিবলিঙ্গই ধর্মরাজ-রূপে পূজিত হচ্ছেন। মুর্শিদাবাদ জেলায় দলুয়া গ্রামে শিবলিঙ্গ ধর্মরাজরূপে পূজিত হন এবং বৈশাখের শুক্লা একাদশী থেকে পূর্ণিমা পর্যন্ত সাড়ম্বরে ধর্মরাজের উৎসব হয়।[৩] এই জেলারই বালী গ্রামে সিঁদুরলিপ্ত প্রস্তরখণ্ড ধর্মরাজরূপে পূজিত হন এবং ধর্মরাজতলায় শিবলিঙ্গ পূজা ক'রে উৎসব করা হয়।[৪] বর্ধমান জেলায় পূর্বস্থলীর নিকটবর্তী জামালপুরের বুড়োরাজ (ধর্মরাজ) শিবলিঙ্গ। প্রসিদ্ধি আছে যে, ইনি অনাদি লিঙ্গ শিবরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। বিনয় ঘোষ লিখেছেন জামালপুরের বুড়োরাজ সম্পর্কে, "বুড়োশিবের বুড়ো আর ধর্মরাজের রাজা দুয়ে মিলিয়ে বুড়োরাজা"[৫] শিবের মত ধর্মরাজের বর্ণ শুভ্র। শিবের সঙ্গে মনসা কন্যারূপে সংশ্লিষ্টা, মনসা ধর্মরাজের আবরণ দেবতা বা কামিনী হিসাবে ধর্মরাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্টা। ধর্মপূজা বিধানে ধর্মঠাকুরকে কৈলাশ থেকে আগমন করতে আহ্বান জানানো হয়।

কৈলাস ছাড়িয়া গোঁসাঞি করহ গমন।[৬]

ধর্মরাজের মত শিবও শূন্য নিরঞ্জন—

শূন্য নিরঞ্জন উর্ধ্ব মুখং
প্রণমামি সদাশিবং পাপহরম্।[৭]
নিরঞ্জনং নিরাকারং মহাদেবং মহেশ্বরম্।
শরণং পাপখণ্ডন ধর্মরাজ নমোঽস্তুতে॥[৮]

এই মন্ত্র দুটিতে শিব ও ধর্মরাজ অভিন্ন হয়ে গেছেন।

ধর্মরাজ ও যম ঃ পুরাণে যমের এক নাম ধর্মরাজ। স্কন্দ পুরাণের কাশীখণ্ডে যম তপস্যার দ্বারা শিবকে তুষ্ট করে ধর্মরাজ আখ্যা পেয়েছিলেন।

বরান্ দদৌ সপ্ততুরঙ্গসূনবে ত্বং ধর্মরাজো ভব নামতোঽপি।

---

১ বাঙ্গালীর ইতিহাস, ডঃ নীহার রঞ্জন রায়—পৃঃ ৫৮৫ ২ তদেব
৩ পশ্চিমবঙ্গের পূজাপার্বণ ও মেলা, ২য় খণ্ড—পৃঃ ১৩০ ৪ তদেব—পৃঃ ১১০
৫ পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি—পৃঃ ২৪১ ৬ ধর্ম পূজা বিধান—পৃঃ ২৩৮
৭ ধর্মপূজা বিধান—পৃঃ ৫৯ ৮ তদেব—পৃঃ ৬১

ত্বমেব ধর্মাধিকৃতো সমস্ত শরীরিণাং স্থাবরজঙ্গমানাম্।
ময়া নিযুক্তোঽদ্য দিনাদ্বিকৃত্যঃ প্রসাধি সর্বান্ মম শাসনেন ॥[১]

—তুমি নামেও ধর্মরাজ হও, আজ আমি তোমাকে স্থাবর জঙ্গমাত্মক সমস্ত শরীরী প্রাণীর ধর্মাধিকারে নিযুক্ত করলাম। আজকের দিন থেকেই তুমি আমার আদেশে সকলকে শাসন কর।

যদিও যম মৃত্যু ও প্রেতলোকের অধীশ্বর, তথাপি তিনি সূর্যপুত্র ও ন্যায় বিচারক ধর্মরাজরূপে প্রসিদ্ধ। শূন্য পুরাণে 'যম রাজ সংবাদ' বর্ণনা করা হয়েছে। যমরাজ শুভ্র সিংহাসনে উপবিষ্ট থাকেন—যমরাজ বসে আছে ধবল সিংহাসনে।[২] ধর্মের ধবলত্ব যমের ধবল সিংহাসনে মিলে গেছে। ধর্মরাজের নামটি যমের কাছ থেকেই এসেছে। বৌদ্ধ ধর্ম ও অনার্য শব্দ থেকে ধর্ম কথাটির আগমন কল্পনা অনাবশ্যক। ডঃ সুকুমার সেন লিখেছেন, "যমের সঙ্গে ধর্মের যোগ নিগূঢ়। যমের ধর্মরাজ নাম প্রায় আয় আড়াই হাজার বছর আগেই প্রসিদ্ধ হয়েছিল। সুতরাং ধর্মের নামের উৎপত্তি আর্যভাষার বাইরে খোঁজবার আবশ্যক নেই।[৩]

ধর্মরাজ ও বরুণ: ডঃ সুকুমার সেনের মতে "জন্মসূত্রে ধর্ম হইলেন বৈদিক দেবতা বরুণ। তবে তাহার সঙ্গে আদিত্য (বৈবস্বত যম সমেত) সোম প্রভৃতি অপর বৈদিক দেবতাও মিশিয়া গিয়াছেন।"[৪] ঐতরেয় ব্রাহ্মণের বরুণ দেবতা সম্পর্কিত হরিশ্চন্দ্র রোহিত ও শুনঃশেফের কাহিনী ধর্মমঙ্গল কাব্যে হরিশ্চন্দ্র রাজার উপাখ্যানে পরিণত হয়েছে। ডঃ সেনের মতে ধর্মের গাজন রাজসূয় ও আনুষঙ্গিক বৈদিক যজ্ঞকাণ্ডের পরিণতি। সদা ডোমের কাহিনীতে একাদশীর দিনে ধর্মঠাকুরের মাংস পারণা বৈদিক একাদশিনী ইষ্টি থেকে আগত।[৫] ধর্মপূজায় ছাগবলিদানের পূর্বে যূপকাষ্ঠ পূজার পর বরুণ পাশের পূজা হয়, পাশ পূজার মন্ত্র—

ওঁ পাশ ত্বং বরুণাজ্জাতঃ সদা বরুণ দৈবতঃ।
অতস্ত্বাং পূজয়ামীহ শুভশান্তিপ্রদোভব ॥[৬]

বরুণ ও ধর্মের সাদৃশ্য আলোচনা করেছেন ডঃ সেন। তাঁর বক্তব্য "বরুণের মত ধর্মের ও ঘর। দু দেবতাই ধৃতব্রত এবং তাঁহাদের ব্রত অলঙ্ঘ্য। বরুণ মায়াবী, 'ধর্মের বিষয় কহনে না যায়।[৭] বরুণ পুত্র দান করেন, ধর্ম ও পুত্রদান করেন। ধর্মের সঙ্গে বরুণের এই বাহ্যিক সাদৃশ্য লক্ষণীয় অবশ্যই।

---

১ স্কন্দঃ কাশীখণ্ড উত্তরার্ধ—৭৮।৪৩-৪৪   ২ শূন্যপুরাণ—পৃঃ ৯
৩ ধর্মঠাকুর ও মনসা, পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি—পৃঃ ৭৫০
৪ বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম অপরার্ধ, ২য় সং—পৃঃ ১২৭
৫ তদেব—পৃঃ১২৮   ৬ ধর্মপূজা বিধান—পৃঃ১৭০
৭ রূপরামের ধর্মমঙ্গল ১ম সং ভূমিকা—পৃঃ ৭৪

ধর্মরাজ ও বিষ্ণু : ধর্ম ও বিষ্ণুর সংযোগ সর্বাপেক্ষা গভীর। ধর্মশিলাও শালগ্রাম শিলার সাদৃশ্যও নিকটতর। ধর্মশিলা কচ্ছপাকৃতি। কূর্ম বা কচ্ছপ বিষ্ণুর অবতার। ধর্মরাজকে ধর্মমঙ্গল কাব্যে বারংবার বিষ্ণুরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। ঘনরাম চক্রবর্তী লিখেছেন যে ধর্মরাজই জগন্নাথ—উত্তরিলা যেখানে সন্ন্যাসী জগন্নাথ।[১]

ধর্মরাজ বৈকুণ্ঠপতি।[২] শালে ভর দিয়ে মৃত্যুর পর রঞ্জাবতী ধর্মরাজের দর্শন পেয়েছিলেন। ধর্মঠাকুর তখন বৈকুণ্ঠপতি চতুর্ভুজ শঙ্খচক্রধারিরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন—

দেখি যদি চতুর্ভুজে তবে প্রভু পদাম্বুজে
মজে চিত্ত মেগে লব বর।
শুনি স্নেহে মায়াধারী হল ভক্ত মনোহারী
শঙ্খচক্রগদাপদ্মধর॥
বৈকুণ্ঠনিবাসী বেশ হল ব্রহ্মা ত্রিলোকেশ
দেবতা সকলে করি স্তুতি।[৩]

পশ্চিম উদয় আরম্ভ পালায় লাউসেন ধর্মরাজকে কৃষ্ণ অবতাররূপে বর্ণনা করেছেন—

পিতামাতা দুঃখ পায় গৌড় কারাগারে।
ও দুঃখ আপনি জান কৃষ্ণ অবতারে॥
মায়ায় মায়ার গর্ভে জন্মিলা যখন।
তোমা লাগি দুষ্ট কংস দারুন বন্ধন॥
বসুদেব দেবকী দেবীর দিল পায়।
খণ্ডাইলে ইঙ্গিতে আপনি যদুরায়॥[৪]

পশ্চিমে সূর্যোদয়ের পরে লাউসেনকে পুনর্জীবন দানের কালে ধর্মরাজ বিষ্ণুরূপেই আবির্ভূত হয়েছিলেন—

চতুর্ভুজ শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী।
আঁখির নিমিষে হলো সেই ব্রহ্মচারী॥

* * *

পীতাম্বর পরিধান পঙ্কজলোচন।
শ্রবণে কুণ্ডল বুকে কৌস্তুভ বসন॥[৫]

লাউসেনের অনুরোধে ধর্মঠাকুর দেখা দিয়েছিলেন বিষ্ণুমূর্তিতে—

বৈকুণ্ঠ নিবাসী বিষ্ণু চতুর্ভুজ দেহে।
দেখা দিল দীনবন্ধু ভকতের স্নেহে॥[৬]

---

১ শ্রীধর্মমঙ্গল (ক, বি,) হরিশচন্দ্র পালা—পৃঃ ৭৪
২ ঐ ৩ শ্রীধর্মমঙ্গল (ক, বি,) সালেভর পালা—পৃঃ ১০৩
৪ ঐ পশ্চিমউদয়পালা—পৃঃ ৫৭৯ ৫ ঐ পশ্চিম উদয়পালা—পৃঃ ৬৭৮
৬ শ্রীধর্মমঙ্গল (ক, বি) পশ্চিম উদয়পালা—পৃঃ ৬৮১

রূপরাম চক্রবর্তীর ধর্মমঙ্গল কাব্যেও ধর্মরাজ চক্রপাণি বিষ্ণু—

মনে ভাবি নিরঞ্জন   কিসে হবে ত্রিভুবন
নিঃশ্বাস ছাড়িল চক্রপাণি ।[১]

কখনও তিনি বৈকুণ্ঠ নিবাসী   বৈকুণ্ঠে বসিয়া ধর্ম মনের কৌতুকে।[২]
কখনও তিনি অর্জুন-সারথি কৃষ্ণ—হাসিয়া বলেন ধর্ম অর্জুন সারথি।[৩]

সন্ন্যাসী বলেন রাজা আমি মায়াধর ।
অর্জুন-সারথি আমি রাজরাজেশ্বর ॥[৪]

যিনি ধর্মরাজ তিনিই সত্যনারায়ণ, তিনই কৃষ্ণ—তুমি সত্যনারায়ণ কৃষ্ণ অবতার।[৫] বিষ্ণুর অবতার রামচন্দ্ররূপেও ধর্মঠাকুরকে দেখা যায়। ধর্মঠাকুরের বাহন ও সহায় হনুমান বা উলুক। রামচন্দ্রের সঙ্গে অভিন্নতা হেতু তিনি হনুমানকে অনুচর লাভ করেছেন। লাউসেনের জন্মের পরে লাউসেনকে রক্ষা করার জন্য হনুমানকে নির্দেশ দেওয়ার কালে ধর্মঠাকুর নিজেকে রামাবতার বলে বর্ণনা করেছেন।—

কালে কালে করেছ কতেক উপকার ।
যখন জগতে জন্ম রাম অবতার ॥
মায়াবলে মহীরাজা করিয়া চাতুরী ।
শ্রীরাম লক্ষ্মণে যবে করে নিল চুরি ॥
পাতালে রাখিল দুষ্ট দিতে বলিদান ।
সে কথা তোমার মনে পড়ে হনুমান ॥
আপনি পাতালভূমি করিলে প্রবেশ ।
সবংশে বধিলে তারে না রাখিতে শেষ ॥
কান্ধে করি দু'ভায়ে রাখিলে সিন্ধুতটে ।
সীতা উদ্ধারিলে তুলি বিষম সঙ্কটে ॥
শক্তিশেলে লক্ষ্মণে আপনি দিলে প্রাণ ।
তোমার তুলনা কিবা বীর হনুমান ॥[৬]

রঞ্জাবতী যখন শালে ভর দিতে যান, সেই সময় সামুলা তাঁকে রামকৃষ্ণকে স্মরণ করিতে বলেছিল—

রামকৃষ্ণ বলিয়া শালেতে দেহ ভর ।[৭]

ময়ূরভট্টের নামে প্রচলিত ধর্মমঙ্গল কাব্যে ধর্মশিলা বিষ্ণুশিলাই—

---

১ রূপরামের ধর্মমঙ্গল, স্থাপনা পালা, ১ম সং—পৃঃ ২২
২ ঐ সালেভর পালা—পৃঃ ১১   ৩ রূপরামের ধর্মমঙ্গল, স্থাপনা পালা, ১ম সং—পৃঃ ৮৩
৪ ঐ   ঐ   পৃঃ ৮৬   ৫ ঐ   —পৃঃ ১৮
৬ শ্রীধর্মমঙ্গল—ঘনরাম, লাউসেনের পালা (ক. বি.) পৃঃ ১৩০
৭ রূপরামের ধর্মমঙ্গল—পৃঃ ১৮

শিলারূপে রহে বিষ্ণু বল্লুকার তীরে।
ধর্মশিলা নামে তাহা ব্যাপিল ব্রহ্মাণ্ডে ॥[১]

ধর্মঠাকুরের বাহন উলূক, পেচক; বিষ্ণুর বাহন গরুড়ের রূপান্তর বলেই প্রতীত হয়। ধর্মপূজা বিধানে উলূক পক্ষিরাজ গরুড়ের সমতা লাভ করেছে—উলূকো ধর্মদেবস্য বাহনঃ পতগেশ্বরঃ।[২] প্রলয়পয়োধিজলে ভাসমান বিষ্ণুই ধর্ম, তিনিই নৃসিংহ অবতারে হিরণ্যকশিপুহন্তা—

নিরঞ্জনং নিরাকারং ক্ষীরোদজলভাসিতং
সংসারসার নরসিংহ অবতারে
হিরণ্যবিদারে তুমি দেব।[৩]

তিনিই কিরীট কুণ্ডলধারী বিষ্ণু—চতুর্ভুজ মহাধর্ম কিরীটকুণ্ডলোজ্জ্বল।[৪]

ধর্মমঙ্গল কাব্যে ধর্মপূজাবিধানে ধর্মরাজের যে বিবরণ উদ্ধৃত করিলাম, তাতে ধর্মরাজের সঙ্গে বিষ্ণুর অভিন্নতা সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত। বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ধর্মরাজকে বিষ্ণুর সঙ্গে অভিন্নতাবোধে লিখেছেন, "ধর্মঠাকুর আমাদের বিষ্ণুদেবতা। ···বৈশেষিক দর্শনের উলূক ঋষিই সম্ভবতঃ উলূক মুনি হইয়া লক্ষ্মী পক্ষী বা লক্ষ্মীর বাহন পেচকপক্ষীরূপে কল্পিত হইয়াছে।······

"আমরা দেখি ধর্মঠাকুর শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী চতুর্ভুজ পুরুষ। তিনি বৈকুণ্ঠ বা দ্বারকায় বাস করেন। তাঁহার ভক্তগণের মৃত্যুর পর বৈকুণ্ঠে গমন হয়। তিনি স্বরূপ নারায়ণ। তিনি পাণ্ডবগণের পক্ষ। তিনি দ্রৌপদীর লজ্জা নিবারণ করিয়াছিলেন। লক্ষ্মী, সরস্বতী তাঁহারই সেবা করিয়া থাকেন। উলূক বাহন হইলেও বহুস্থলেই তিনি গরুড় বাহন। এই সকল কারণে রামাই পণ্ডিতের প্রতিষ্ঠিত ধর্মঠাকুরকে আমি বিষ্ণু ঠাকুর বলিয়াই মনে করি। কিন্তু তিনি বৈষ্ণব হইলেও ছাগ বলি গ্রহণ করেন।"[৫]

ধর্মপূজায় পশুবলি অনার্য ধর্মবিশ্বাস থেকে আগত নয়। এসেছে বৈদিক যজ্ঞে পশুবলির অপরিহার্যতা থেকে। পরবর্তীকালে অহিংস দেবতায় পরিণত হলেও বৈদিক বিষ্ণু যজ্ঞে পশুবলি প্রচলিত ছিল। অন্যান্য দেবতার যজ্ঞেও পশুবলি হোত। ধর্মরাজ যজ্ঞে পশুবলির নিন্দাকারী তথাগত বুদ্ধ হলে ধর্মপূজায় পশুবলি অবশ্যই সম্ভব ছিল না।

ধর্মরাজ ও সূর্য: ধর্মঠাকুরের সঙ্গে সূর্যের সম্পর্ক সব থেকে বেশী বোধ হয়। সূর্যের আকার শূন্যের মত,—ধর্মরাজ ও শূন্যমূর্তি। ধর্মপূজাবিধানে ধর্মের স্তুতিতে ধর্মরাজ শূন্যমূর্তি দিবাকররূপে স্তুত—

শূন্যমার্গে স্থিতং নিত্যং শূন্যদেব দিবাকরম্।[৬]

---

১ ময়ূরভট্টের ধর্মমঙ্গল, প্রবাসী, অগ্রহায়ণ ১৩৩৪—পৃঃ ২৫১
২ ধর্মপূজাবিধান—পৃঃ ৯৪ ৩ ধর্মপূজা—পৃঃ ৯৩ ৪ ধর্মপূজাবিধান—পৃঃ ৭১
৫ শূন্যপুরাণের ভূমিকা—পৃঃ ৬৩ ৬ ধর্মপূজাবিধান—পৃঃ ৮৯

ধর্মরাজের সন্তোষে পশ্চিমে সূর্যের উদয় হয়েছিল। রঞ্জাবতী পুত্রলাভের জন্য ধর্মরাজের সন্তোষ বিধান করতে শালে ভর দেবার পূর্বে সূর্যের অর্ঘ্য প্রদান করেছিলেন—

সূর্য-অর্ঘ্য দেন রঞ্জাবতী ব্রতদাসী।
অহে সূর্য সহস্রাংশু তেজোময় রাশি।
অনুগ্রহ কর প্রভু শালে দিব ভর।
অর্ঘ্য গ্রহণ কর ঠাকুর দিবাকর॥[১]

ধমরাজ সূর্যসম জ্যোতীরূপী এবং কোটিসূর্যতুল্য প্রভাসম্পন্ন—

জ্যোতীরূপায় মহতে নিরাকারায় তে নমঃ।[২]
রাত্রিদিবা মহাধর্ম কোটিসূর্যসমপ্রভা।[৩]

ধর্মরাজের রোষে কুষ্ঠরোগ হয়, তাঁর সন্তোষে কুষ্ঠরোগমুক্ত হওয়া যায়। মহামদ ধর্মের কোপে কুষ্টরোগাক্রান্ত হয়েছিল এবং, পরে ধর্মের কৃপায় রোগ-মুক্ত হয়েছিল। বেদে সূর্য কুষ্ঠরোগের আরোগ্য বিধায়ক। পুরাণে সূর্য কুষ্ঠরোগ আরোগ্য করে থাকেন। কৃষ্ণপুত্র সাম্ব কৃষ্ণের শাপে কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হয়ে প্রভাসে সূর্যের আরাধনা করে কুষ্ঠরোগমুক্ত হয়েছিলেন সূর্যের কৃপায়। সাম্ব প্রার্থনা করলেন—

কুষ্ঠরোগ আরোগ্যকারী দেবতা

কুষ্ঠান্তং কুরু মে দেব তুষ্টোঽসি মে প্রভো।

সূর্য বললেন, ভূয় এব মহাভাগ নীরোগস্ত্বং ভবিষ্যসি।[৪]

সাম্বের কুষ্ঠরোগমোচন করে সূর্য সর্বরোগহর সাম্বাদিত্য নামে প্রসিদ্ধ হয়েছিলেন—

সাম্বাদিত্যস্তদারভ্য সর্বব্যাধিহরো রবিঃ।
দদাতি সর্বভক্তেভ্যোঽনাময়াঃ সর্বসম্পদঃ॥[৫]

উড়িষ্যায় কোনারকের সূর্যমূর্তি ও সূর্যমন্দির শ্রীকৃষ্ণ-জাম্ববতী-নন্দন সাম্ব কর্তৃক কুষ্ঠরেগোমুক্তির পরে প্রতিষ্ঠিত বলে প্রসিদ্ধি আছে। সাম্ব পুরাণের ৪১ অধ্যায়ে এই কাহিনী বিবৃত হয়েছে।[৬]

ধর্মপূজাবিধান অনুসারে সূর্যের দ্বাদশ নাম পাঠ করলে অন্ধত্ব, কুষ্ঠরোগ এবং দারিদ্র্য দূর হয়—

অন্ধং কুষ্ঠং হরেত্তস্য দারিদ্র্যং হরতে ধ্রুবম্।[৭]

শিব পুরাণ বলেছেন, কার্তিকমাসে রবিবারে তৈল কার্পাস দানে ও সূর্য-পূজায় কুষ্ঠরোগাদি দূর হয়—

---

১ শালে ভর পালা, শ্রীধর্মমঙ্গল (ক. বি.)--পৃঃ ৯৭ ২ ধর্মপূজাবিধান--পৃঃ ৮৬
৩ ধর্মপূজাবিধান--পৃঃ ৭৯ ৪ স্কন্দপুঃ, প্রভাসখন্ড—১০১।৫৩-৫৪
৫ স্কন্দ প্রভাস—১০১।৫৫ ৬ শ্রীক্ষেত্র, সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ—পৃঃ ৪৭০
৭ ধর্মপূজা—পৃঃ ১২৫

কার্তিক্যাদিত্যবারেষু নৃণামাদিত্যপূজনাৎ।
তৈলকার্পাসদানাত্তু ভবেৎ কুষ্ঠাদিসংক্ষয়ঃ ॥[১]

বঙ্গললনাদের রালদুর্গা ব্রতের (আসলে সূর্যপূজা) ব্রতকথায় রালদুর্গা কুষ্ঠরোগারোগ্যকারিণী! ময়ূরভট্ট নামক কবি কুষ্ঠরোগ আরোগ্য কামনায় সূর্যশতক নামে সংস্কৃত ভাষায় শতশ্লোকবিশিষ্ট কাব্য রচনা করেছিলেন। সৌরপুরাণে মনুকৃত সূর্যস্তবে সূর্যই ধর্ম—সূর্যই হংস—নমো ধর্মায় হংসায় জগজ্জননহেতবে ॥[২]

ধর্মমঙ্গলকাব্যেও সূর্যের সঙ্গে ধর্মের সম্পর্ক সুগভীর। কাব্যের নায়ক কশ্যপের পুত্র লাম্বাদিত্য লাউসেন রূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

উলুক বলেন গোসাঞী শুন মন দিয়া।
কশ্যপ নন্দন মহী দেহ পাঠাইয়া ॥
ব্রহ্মার শকতি নাহি পশ্চিম উদয় দিতে।
লাম্বাদিত্য যাবেক অবনী জন্ম নিতে ॥[৩]

লাউ আদিত্য নাম তার পত্তন সুন্দর।
জন্ম নিতে যান সেই রাজার জঠর ॥[৪]

পুরাণে সূর্য কশ্যপতনয়—আদিত্যের একরূপ লাম্বাদিত্যও কশ্যপ-তনয়। সুতরাং লাম্বাদিত্য বা লাউসেন সূর্যই। রঞ্জাবতী শালে ভর দিয়ে মৃত্যু বরণ করলে নারীহত্যার পাপ সূর্যকে গ্রাস করতে উদ্যত হোল—সূর্যের গতি স্তব্ধ হোল ইত্যাদি ধর্মমঙ্গল কাব্যের কাহিনীর[৫] যে অনেকটাই সূর্যলীলা তা প্রমাণিত করে। বিষুব সংক্রান্তিতে (চৈত্র সংক্রান্তিতে) শিবের গাজনে এবং ধর্মরাজের গাজনে চড়কোৎসব এবং চড়কে ঘুরপাক দেওয়া সূর্যের দ্বাদশ রাশির পূর্ণ পরিক্রমণের প্রতীক। ধর্মদেবতার শুভ্রতাও সূর্যের ও সূর্যালোকের শুভ্রতার দ্যোতক। ধর্মঠাকুরের মোজাজুতাপরা বীরমূর্তি শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণদের পূজিত শকদের দ্বারা আনীত মোজা জুতা পায়ে সূর্যমূর্তির কথা স্মরণ করায়—

হাঁসা ঘোড়া থাসা জোড়া পায়ে দিয়া মোজা।
অবশেষে বোলাইলে গৌড়ের রাজা।
হাতে লিলে তির কামঠা পায় দিয়া মোজা।
গৌউড়ে বলান গিয়া ধর্ম-মহারাজা ॥[৬]

---

১ শিব, বিদ্যেশ্বর সং—১৪।৪৯ ২ সৌর—পৃঃ ১।৩১
৩ রূপরামের ধর্মমঙ্গল, ১ম খণ্ড, ১ম সং—পৃঃ ১১০
৪ তদেব—পৃঃ ১২২ ৫ বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, ২য় সং—পৃঃ ৫০৩
৬ ধর্মপূজাবিধান—পৃঃ ২১৫

অনেকে মনে করেন যে মুসলমান আমলে অশ্বারোহী তুর্কী সৈন্যদের প্রভাতে ধর্মরাজের অশ্বারোহী যোদ্ধমূর্তি পরিকল্পিত। 'নিরঞ্জনের রুষ্মা' নামক ছড়ায় ধর্ম যবনরূপ ধারণ করেছিলেন।

ধর্ম হৈল্যা জবনরূপি মাথাএ ত কাল টুপি
হাতে সোভে ত্রিকচ কামান।
চাপিআ উত্তম হয় ত্রিভুবনে লাগে ভয়
খোদায় বলিয়া এক নাম।[১]

ডঃ মহম্মদ শহীদুল্লা লিখেছেন, "ধর্মপূজায় কিছু মুসলমান প্রভাব আছে। এই প্রভাব অবশ্য অনেক পরবর্তীকালের।......ইস্‌লামের প্রভাবে নিরঞ্জন খাঁটি একেশ্বরবাদের ঈশ্বর হইয়া উঠিয়াছেন।"[২] ধর্মঠাকুরের বুটপরা অশ্বারোহী মূর্তি সম্পর্কে আচার্য স্বকুমার সেন লিখেছেন, "এ কল্পনার মধ্যে তিনটি উপাদান আছে। এক ইরাণীয় বুটপরা সূর্যদেবতা—যাঁর বিশেষ উপাসক শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ এবং যিনি দুঃসাধ্য রোগের অপহর্তারূপে উপাসিত হতেন। দুই, বিজয়ী মুসলমান শক্তির সিপাহীরূপ কল্পনা। ইনিই ব্রাহ্মণ্য পুরাণে প্রোক্ত ভবিষ্যৎ কল্কি অবতার।"[৩]

আর একজন পণ্ডিত লিখেছেন, "পশ্চিমবঙ্গের ধর্মঠাকুরের মধ্যেও মুসলমান প্রভাব বেশ স্পষ্ট। ধর্মমঙ্গল-কবিরা ধর্মঠাকুরকে পীরের বেশেও দেখেছিলেন। রূপরাম চক্রবর্তীও নিজেকে 'রূপরাম ফকির' বলেছেন। ফকিরবেশী ধর্ম-ঠাকুরই মনে হয় ক্রমে 'সত্যপীর ও 'সত্যনারায়ণে' বিবর্তিত হয়েছেন।।"[৪]

ধর্মঠাকুরের অশ্বারোহী-যোদ্ধার মূর্তি পরিকল্পনায় যদি তুর্কী সৈন্যের প্রভাব কিছু পড়ে থাকে, তাহলেও ধর্মঠাকুর যে স্বরূপতঃ সূর্য সে বিষয়ে কোন সংশয় নেই। মোজা জুতো-পরা সূর্যমূর্তি ত আছেই, তাছাড়া সূর্যপুত্র অশ্বিনীকুমার-দ্বয় অশ্বারোহী। পুরাণে সূর্যপুত্র বেরন্তও অশ্বারোহী। ডঃ স্বকুমার সেন অন্যত্র লিখেছেন, "ধর্মঠাকুর বৈদিক সূর্যদেবতা। ইনি পক্ষিবাহনও বটেন, ধবল অশ্বযুক্ত রথারূঢ়ও বটেন। বাহন উলুক যমের প্রতীক। যম ও সূর্যের পত্র। কূর্ম সূর্য দেবতার প্রতীক। তাই কূর্ম ধর্মঠাকুরের প্রতীক এবং পাদপীঠ......।"[৫]

ডাঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য মনে করেন যে, ধর্ম অনার্য পূজিত সূর্যদেব। বাঙ্গালী ডোমেরা সূর্যদেবতা অর্থে ধর্ম নাম প্রসারিত করেছে। তাঁর মতে ডোমদের রাজা অর্থাৎ ডোম্ রায় থেকে ধর্ম বা ধর্মরাজ ঠাকুর এসেছেন। কিন্তু ধর্ম থেকে 'ডোরম্' 'দেরাম্মা' প্রভৃতি শব্দ আসা অসম্ভব কেন, তা বোঝা যায় না।

---

১ শূন্যপুরাণ—পৃঃ ২৩৩-৩৪ ২ শূন্যপুরাণ ভূমিকা—পৃঃ ১২-১৩
৩ ধর্ম ঠাকুর ও মনসা প্রবন্ধ, পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি—পৃঃ ৭৫১
৪ পীর ও গাজীসাহেব প্রবন্ধ ঐ পৃঃ ৬৬৮
৫ রূপরামের ধর্মমঙ্গল—পৃঃ ৬৯-৭০

ধর্মপুরাণের সৃষ্টি কাহিনীতে ডঃ সেন বৈদিক বিশ্বস্রষ্টা প্রজাপতির সংযোগের উল্লেখ করেছেন।[১] বৈদিক প্রজাপতিও সূর্য[২] সুতরাং সর্বতোভাবেই ধর্মরাজ সূর্যদেবতার রূপান্তর।

ধর্মরাজ মিশ্রিত দেবতা ঃ ধর্মঠাকুরের স্বরূপভাবনায় এবং পূজা-আচারে বরুণ, শিব, যম, বিষ্ণু, সূর্য প্রভৃতি বিভিন্ন দেবসত্তার সংমিশ্রণ ঘটেছে। বিভিন্ন দেবসত্তার সংমিশ্রণের জন্য বিস্মিত হবার কিছু নেই।

বরুণ, যম, শিব, বিষ্ণু প্রভৃতি সকল দেবতাই ত সূর্যাগ্নির গুণকর্ম অনুসারে পরিকল্পিত। সেইজন্য এক দেবতার গুণকর্ম অন্যে আরোপিত এবং একের সঙ্গে অন্যের সাদৃশ্য থাকা স্বাভাবিক। ভারতীয় দেবভাবনায় সাধারণ বৈশিষ্ট্য সর্বত্রই চোখে পড়ে। ধর্মঠাকুরও মূলতঃ সূর্যাগ্নির রূপভেদ। কূর্ম বা কচ্ছপ সূর্যের প্রতীক,[৩] গরুড় বা উলুকও সূর্যের প্রতীক।[৪] কশ্যপও সূর্য,[৫] কশ্যপের পুত্র লাম্বাদিত্যও তাই সূর্য। কশ্যপই কচ্ছপ। বিষ্ণুর কূর্মাবতার সূর্যই। সুতরাং ধর্মরাজ করচরণহীন, নিষ্কলঙ্ক, নিরঞ্জন নিরালম্ব শূন্যমূর্তি ঠিকই। ডঃ অমলেন্দু মিত্র বলেন যে ধর্মঠাকুর বৃষ্টিপাতের তথা শস্য দেবতা।[৬] তিনি মিশরের শস্যদেবতা ওসাইরিসের এবং তাঁর ভগিনী ও স্ত্রী আইসিন দেবীর উপাখ্যান, পুজাপদ্ধতিও অনুষ্ঠানের সঙ্গে ধর্মঠাকুরের সঙ্গতি দেখেছেন।[৭] কিন্তু ধর্মরাজকে বৃষ্টি ও শস্যদেবতা বলা যায় কি? যদিও সূর্যেরই মূর্ত্যন্তর ইন্দ্র, পর্জন্য ও বরুণ জলের বা বৃষ্টির দেবতা, তথাপি ধর্মঠাকুরকে প্রাগার্য বা আর্যেতর দেবতা প্রমাণ করতে মিশরীয় যুগ্মদেবতাকে টেনে আনার প্রয়োজন কি? ডঃ সুকুমার সেন ধর্মঠাকুরকে গোরূপ দেবতাও বলেছেন। পুরাণে ধর্ম চতুষ্পদ বৃষ।[৮] ধর্মকে বৃষ কল্পনা নিছকই রূপক। এক এক যুগে অর্থাৎ ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিতে একপাদ ধর্ম হানি হওয়ায় বৃষরূপী ধর্ম এক এক পদহীন হয়ে পড়েছেন। কিন্তু গো শব্দে সূর্যরশ্মিও বোঝায়। ডঃ নীহার রঞ্জন রায়ের মতে মূলতঃ অনার্য দেবতা ধর্ম পৌরাণিক প্রভাবে রূপান্তরিত হয়েছেন, এবং "বৈদিক বরুণ, অশ্বরথ বাহিত সূর্য, উদীচ্যবেশী অর্থাৎ বুটপরা ঘোড়াচড়া মিহির বা সূর্য, পৌরাণিক কূর্মাবতার ও কল্কি অবতার" প্রভৃতি মিশে গেছে ধর্মঠাকুরের সঙ্গে।[৯] ধর্মরাজ মিশ্রিত দেবতা ঠিকই, কিন্তু তিনি আদিতে অনার্য ছিলেন এ কথা বলার মত যুক্তি বা প্রমাণ কিছুই নেই।

---

১ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম, অপরার্ধ—পৃঃ ১২৯
২ হিন্দুদের দেবদেবী ১ম, ২য় সং—পৃঃ ২৮৫-৮৬
৩ হিন্দুদের দেবদেবী, ১ম, ২য় সং—পৃঃ ৫১৩-১৪
৪ ঐ ঐ পৃঃ ৫১৪ ৫ ঐ ১ম পৃঃ ৫০৩-৪
৬ রাঢ়ের সংস্কৃতি ও ধর্মঠাকুর—পৃঃ ৯৯ ৭ তদেব—পৃঃ ৭৮
৮ ধর্মঠাকুর ও মনসা, পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি—পৃঃ ৭৫১
৯ বাঙ্গালীর ইতিহাস—পৃঃ ৫৮৫

ঘনরামের ধর্মমঙ্গল কাব্যে লাউসেন কৃত ধর্মস্তুতিতে শিব বিষ্ণু, বরুণ, সাকার নিরাকার সব একাকার হয়ে গেছে—

তুমি বিষ্ণু বামদেব বিধাতা বরু ।
তুমি সে সাকার শূন্য সগুণ নির্গুণ।
প্রকৃতি পুরুষ তুমি পরাৎপর ব্রহ্ম।
অনাদি অনন্ত তুমি জগন্ময় ধর্ম ॥[১]

ডঃ শহীদুল্লাহের মতে ধর্মরাজের নিরাকার নিরঞ্জন মূর্তি ঐশ্লামিক ঈশ্বর ভাবনার দ্বারা প্রভাবিত কারণ ঈশ্বর বাচক নিরঞ্জন শব্দটি মুসলমানরাও গ্রহণ করেছেন।[২] কিন্তু নিরঞ্জন শব্দটি মুসলমানদের দ্বারা গৃহীত হলেই ধর্মঠাকুরকে ইস্লাম প্রভাবিত বলা কি সমীচীন? ভারতীয় সনাতন ধর্মে ঋগ্বেদের সময় থেকে একেশ্বরত্বে বিশ্বাস সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। উপনিষদের নিরাকার ব্রহ্মের উল্লেখ করাই বাহুল্য। অনার্য ধর্মেশ শব্দ ও ঈশ শব্দের সমন্বয়ে এবং ডরম্ বা ডোরম্ ধর্ম শব্দের অপভ্রংশ হওয়াই স্বাভাবিক।

মিশরীয় ওসাইরিস

মিশরীয় ওসাইরিসের সঙ্গে ধর্মরাজের নামগত ও আকৃতি-প্রকৃতিগত কোন সাদৃশ্য নেই। ওসাইরিস মিশরের শস্য দেবতা। ওসাইরিস্ ছিলেন রাজা। তিনি মিসরীয় বর্বর প্রজাদের সভ্যতা, খাদ্যগ্রহণ, শস্য উৎপাদন, দেবপূজা ও নীতি প্রণয়ন সম্পর্কে শিক্ষা দিয়েছিলেন। তিনি গায়ক ও অপ্রধান দেবতাদের সঙ্গে নিয়ে যুক্তিদ্বারা, স্তোত্রগানের দ্বারা প্রজাদের শিখিয়েছিলেন গম যব ও দ্রাক্ষা উৎপাদন করতে এবং নগর নির্মাণ করতে, এবং ইথিওপিয়াতে তিনি শিখিয়েছিলেন বাঁধ ও সেচ খালের দ্বারা নীল নদীর জল নিয়ন্ত্রণ করতে।[৩] ওসাইরিস তাঁর বোন ইসিসকে ভালবেসে বিয়ে করেছিলেন—"It was also said that Osiris and Isis fell in love while still in the womb and there produced Hours the Elder. In any case they were married and Osiris succeeded to the throne of his father Geb."[৪] ওসাইরিস মৃত্যুরও দেবতা। তিনি উর্বরতার দেবতা, কৃষিরও দেবতা। তিনি শস্যের জন্ম, বৃদ্ধি ও মৃত্যুর মাধ্যমে শস্যবৎসরের আবর্তনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। ওসাইরিসের মৃত্যু ও পুনর্জন্মের কাহিনীকে নীল নদের জলের ক্ষীণতা ও বৃদ্ধি অথবা সূর্যের উদয় ও অস্ত বলে ব্যাখ্যা করা হয়।[৫]

ওসাইরিস ও ইসিসের সঙ্গে ধর্ম ও মনসার সংযোগ কল্পনা অবাস্তব। বৈদিক সূর্যের গুণকর্ম অনুসারে কল্পিত বিষ্ণু, যম, বরুণ প্রভৃতি বিভিন্ন দেবতার সম্মিলিত রূপ ধর্মঠাকুর বা ধর্মরাজ, এ বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ নেই।

---

১ পশ্চিম উজয়পালা, শ্রীধর্মমঙ্গল—পৃঃ ৬৮১ ২ শূন্যপুরাণের ভূমিকা—পৃঃ ১৩
৩ Egyption Mythology—Veronica Ions—pp. 50-51 ৪ তদেব
৫ তদেব—পৃঃ ৫৫

তবে কালের বিচিত্র গতিতে অন্যান্য অনেক দেবতার মত ধর্মরাজের আকারে প্রকারে এবং পূজা রীতিতে অনার্যকৃষ্টি, বৌদ্ধ প্রভাব, এমন কি ঐশ্লামিক প্রভাব ও কিয়ৎ পরিমাণে নিজেদের অবদান রেখে যেতে পারে। তবে সে অবদানের পরিমাপ চেষ্টা দুঃসাধ্য সন্দেহ নেই।

ধর্মপূজার প্রাচীনতা ও ব্যাপকতা : ধর্মমঙ্গলকাব্যগুলি খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত। কোন সংস্কৃত পুরাণে বা প্রাচীন কাব্যে ধর্ম-ঠাকুরের উল্লেখ নেই। সুতরাং মনে হয়, খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ অষ্টাদশ শতাব্দীতেই ধর্মপূজা ব্যাপকতা লাভ করেছিল। ডঃ সুকুমার সেন দেখিয়েছেন যে বর্ধমান জেলার মল্লসারুল গ্রামে প্রাপ্ত বিজয়সেনের তাম্রশাসনে ত্রিলোকনাথ ধর্মের বন্দনা আছে।[১] এই ধর্ম যদি ধর্মরাজ হন তাহলে খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে ধর্মপূজার নিদর্শন পাওয়া যাচ্ছে।

ডঃ সেন জানিয়েছেন যে একদা বাংলার বাহিরেও ধর্মপূজা ব্যাপকতা লাভ করেছিল : "একদা ইহা সমগ্র বাংলাদেশে এবং বাহিরেও প্রচলিত ছিল। বিহারে ধর্মপূজার চিহ্নাবশেষ 'ছট্‌পরব'। এককালে যে ধর্মপূজা কাশী-কোশলেও অজ্ঞাত ছিল না, তাহারও প্রমাণ পাইয়াছি। উত্তর ভারতের অনেক জৈনতীর্থের বর্ণনায় যে কমঠাম্বরের উল্লেখ আছে তাহাতে ধর্মাসনস্থ ধর্মদেবতার পরিণাম দেখি। কোথাও কোথাও ধর্মরাজ জৈন সিদ্ধ ধর্মনাথে পরিণত হইয়াছিলেন, কিন্তু নিজের পরিচয় একেবারে গোপন করিতে পারেন নাই।"[২] বিহারীদের ছটপরব সূর্যপূজা,—স্বরূপতঃ ধর্মরাজের পূজার সঙ্গে অভিন্ন।

---

১ রূপরামের ধর্মমঙ্গল—ভূমিকা

২ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, অপরার্ধ—পৃঃ ১২৫

বাস্তুদেবতা

গৃহনির্মাণের আগে বাস্তুদেবতার পূজা করা বিধি। বাস্তু শব্দের অর্থ বাসযোগ্য স্থান অর্থাৎ গৃহ। সুতরাং বাস্তুর অধিষ্ঠাত্রী দেবতাই বাস্তুদেবতা। শ্রাদ্ধাদিকার্যে বাস্তুপুরুষদের তৃপ্তির উদ্দেশ্যে বাস্তুপুরুষগণের অর্চনা করা হয়। বাস্তুপুরুষ অর্থে বোঝায় যে পুরুষগণ উক্ত বাস্তুতে অর্থাৎ বাসগৃহে অধিষ্ঠিত ছিলেন। যাঁরা এককালে উক্ত বাস্তুতে বসবাস করতেন এবং অধুনা যাঁরা লোকান্তরিত তাঁরাই বাস্তুপুরুষ। কিন্তু বাস্তুর অধিষ্ঠাতা বলে যে দেবতার পূজা করা হয় তিনি বাস্তুপুরুষ নন। পণ্ডিতরা বলেন বাস্তুদেবতার পূজা ব্রহ্মার পূজা। গৃহনির্মাণের পূর্বে সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার সন্তুষ্টিবিধান প্রয়োজন।[১] বাস্তুদেবতার কোন মূর্তি নির্মাণ করার রীতি দেখা যায় না সেই জন্য এই দেবতার প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করা সম্ভব হয় না। যে ধ্যানমন্ত্রে বাস্তুদেবতার পূজা করা হয়, তাতেও ঐ দেবতার মূর্তিটি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে না। বাস্তুদেবতার ধ্যান মন্ত্র :—

অরুণিতমণিবর্ণং কুণ্ডলশ্রেষ্ঠকর্ণং
সুসিতসুভগসৌম্যং দণ্ডপাণিং সুবেশম্।
নিখিলজননিবাসং বিশ্ববীজস্বরূপং
নতজনভয়নাশং বাস্তুদেবং ভজামি ॥[২]

—রক্তবর্ণ মণির ন্যায় বর্ণ, কর্ণে শ্রেষ্ঠ কুণ্ডল, সুতীক্ষ্ণ ঐশ্বর্যযুক্ত, সৌম্য, দণ্ডপাণি, সুন্দরবেশধারী, নিখিলজনের নিবাসস্থল, বিশ্বের বীজস্বরূপ বাস্তুদেবকে ভজনা করি।

এই মন্ত্রে বাস্তুদেব রক্তবর্ণ দণ্ডপাণি। রক্তবর্ণ ব্রহ্মার সাদৃশ্য বহন করে, দণ্ডপাণি যমের নাম। অপর মন্ত্রে বাস্তুদেবের মূর্তি আরও অস্পষ্ট—

আকুঞ্চিতকরং বাস্তুমুত্তানমসুরাকৃতিম্।
স্মরেৎ প্রজাসু কুড্যাদি নিবেশে ত্বধরাননম্ ॥[৩]

—অসুরাকৃতিবিশিষ্ট ঈষৎ কুঞ্চিতহস্ত উত্তানভাবে (চিৎ) অবস্থিত বাস্তুদেবকে গৃহনির্মাণকালে পূজায় স্মরণ করবে। এখানে বাস্তুদেব অসুরাকৃতি কিন্তু তাঁর কোন আকার স্পষ্ট নয়। ভবিষ্যপুরাণোক্ত বাস্তুদেব স্তোত্রেও বাস্তুদেবের কোন আকৃতি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। স্তোত্রটি নিম্নরূপ :—

---

১ নবদ্বীপ নিবাসী প্রখ্যাত স্মার্তপণ্ডিত আশুতোষ স্মৃতিতীর্থ সিদ্ধান্ত শাস্ত্রীর নিকটশ্রুত
২ হিন্দু সর্বস্ব—পৃঃ ১৬৮ ৩ ক্রিয়াকাণ্ডবারিধি—পৃঃ ৭৪৬

সব্যাপসব্যেন করেণ নিত্যং বরাভয়ং যোঽবনতায় ধত্তে।
ত্রিলোকসঞ্চিন্তিত পাদপদ্মং তং বাস্তুরাজং সততংভজামি ॥
স্বর্ণোপবীতেন সুশোভমানঃ সমুজ্জ্বলো হেমকিরীটধারী।
ত্রিলোকসঞ্চিন্তিত পাদপদ্মং তং বাস্তুরাজং সততং ভজামি ॥[১]

—দক্ষিণ ও বাম করে যিনি নিত্য বর ও অভয় ধারণ করেন, ত্রিলোক যাঁর পাদপদ্ম চিন্তা করেন, সেই বাস্তুরাজকে সতত ভজনা করি। স্বর্ণ উপবীতের দ্বারা শোভিত সমুজ্জ্বল, স্বর্ণকিরীটধারী, ত্রিলোক যাঁর পাদপদ্ম চিন্তা করে সেই বাস্তুদেবকে ভজনা করি।

এখানে বাস্তুরাজ দ্বিভুজ—বর ও অভয়-হস্ত স্বর্ণ উপবীত ও স্বর্ণমুকুটধারী ও উজ্জ্বলবর্ণ। এখানে বাস্তুদেব দণ্ডধারীও নন, অসুরাকৃতিও নন। উক্ত স্তোত্রপাঠে পিতৃগণ তুষ্ট হয়ে বর দান করেন।

বাস্তুস্তোত্রমিদং যস্তু শ্রাদ্ধকালে পঠেন্নরঃ।
তুষ্টপিতৃগণস্তত্র দদাতি বরমীপ্সিতম্ ॥[২]

বাস্তুপুরুষ পিতৃগণ ও বাস্তুদেবতা এস্থলে একত্র হয়ে গেছেন। ঋগ্বেদে গৃহপতি অগ্নি।[৩] শুক্ল যজুর্বেদে বাস্তুপতি এবং বাস্তুরক্ষক রুদ্র বা শিব। শতরুদ্রীয় স্তুতিতে রুদ্র সম্পর্কে বলা হয়েছে—"নমো বাস্তব্যায় চ বাস্তুপায় চ।"[৪]

আচার্য মহীধর বাস্তব্য শব্দের অর্থে বলেছেন, "বাস্তুনি গৃহভুবি ভব বাস্তব্যঃ তম্।" বাস্তু বা গৃহে উৎপন্ন বা স্থিত। এই অর্থে বাস্তুপুরুষ ও বাস্তব্য হতে পারেন। রুদ্রই গৃহপতি অর্থাৎ রক্ষক এবং গৃহজাত বাস্তুপুরুষ অথবা বাস্তুতে পূজিত। অগ্নি, ব্রহ্মা ও রুদ্র একই দেবসত্তা হওয়ায়[৫] বাস্তুদেবতায় সকলের মিশ্রণ অসঙ্গত নয়।

বাস্তুদেবের রক্তবর্ণ যেমন ব্রহ্মার সদৃশ, তাঁর হেম কিরীট, স্বর্ণ উপবীত এবং সমুজ্জ্বল মূর্তি অগ্নির আভাস আনে। বাস্তুদেবতা কল্পনায় আরও একটি দেবসত্তা সম্মিলিত হয়েছে। ইনি অনন্ত-নাগ সকল জীবের বাস্তু পৃথিবীকে যে অনন্ত-নাগ ধারণ করে আছেন, তিনিই ব্যক্তি বিশেষের বাস্তুকেও ধারণ করেন। বাস্তুদেবের প্রণাম-মন্ত্রে তাই বলা হয়েছে—

সর্বে বাস্তুময়া দেবাঃ সর্বং বাস্তুময়ং জগৎ।
পৃথ্বিধরস্তু বিজ্ঞেয়ো বাস্তুদেব নমোঽস্তুতে ॥[৬]

ধরণীধর শেষনাগ বাস্তুদেবরূপে প্রণাম পেয়েছেন। সেই জন্যই অনেকের ধারণা বাস্তু পূজা সর্পপূজা। গৃহনির্মাণকালে নাগের প্রসন্নতার দিকে লক্ষ্য রেখে গৃহদ্বার নির্মিত হয়। অত্যন্ত বৃদ্ধ খর্বাকৃতি লাঙ্গুলহীন কোন গৃহবাসী সর্পকে বাস্তুসর্প বলে। এই বাস্তুসাপকে কেউ হত্যা করে না,—প্রচলিত বিশ্বাস বাস্তুসর্প কারো ক্ষতি করে না। এইভাবে বাস্তুদেবপূজা বাস্তুসর্পপূজা

১ ক্রিয়াকাণ্ডবারিধি—পৃ. ৬৭৫ 	২ ক্রিয়াকাণ্ড বারিধি 	৩ ১ম পর্ব—৭২ পৃঃ দ্রঃ
৪ শুক্ল যজুঃ—১৬।৩৯ 	৫ ১ম পর্বে অগ্নি ও ২য় পর্বে রুদ্র শিব ও ব্রহ্মা প্রসঙ্গ দ্রঃ
৬ ক্রিয়াকাণ্ড বারিধি—পৃঃ ৭৪৬

এই বিশ্বাস প্রচলিত আছে। ডঃ সুকুমার সেন বাস্তুদেবতার পূজাকে নাগপূজা বলেছেন। তিনি বাস্তুপূজাকে বৈদিকযুগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মনে করেছেন। তাঁর বক্তব্য উদ্ধৃত করছি : "বৈদিক চিন্তার পরিণতিতে বাস্তুদেবতার দুইটি প্রতীক দাঁড়াইয়া, গিয়াছিল। এক, বৃক্ষ অথবা স্থাণু। দুই, নাগ (অর্থাৎ সাপ)। স্থাণুর পরিণতি শিবলিঙ্গ। বৃক্ষপূজার পরিণতি বিচিত্র—বট, অশ্বত্থ, বিল্ব, সিজ অথবা তুলসী। পূর্বভারতে বাস্তুপূজা সিজ ও সাপ লইয়া এবং সেখানে সিজ ও সাপ একত্রিত। তাছাড়া মনসা দেবী······তিনিও এই সঙ্গে যোগ দিয়েছেন। তবে বেমালুম মিলিয়া যান নাই। পশ্চিমবঙ্গের বাস্তুপূজার দেবতা হইল সীজগাছ ও অষ্টনাগ (অথবা অষ্টনাগের প্রতিনিধিস্থানীয় অনন্ত বা বাসুকি যিনি মাথায় পৃথিবী ধারণ করিয়া আছেন)। উত্তরবঙ্গে বাস্তুপূজার দেবতা সিজ গাছ ও মনসা।"[১]

বৈদিক যুগের সঙ্গে বাস্তুপূজার কোন সংযোগ এই বক্তব্যে স্পষ্ট নয়। যজুর্বেদের রুদ্র যেমন বাস্তুর পতি, তেমনি ঋগ্বেদের অগ্নিও গৃহপতি। বৈদিক রুদ্রের প্রতীক শিবলিঙ্গ। ডঃ সেনের বক্তব্য অনুসারে, নাগপূজার প্রতীক সিজবৃক্ষপূজা ও মনসা বাস্তুপূজায় মিলিত হয়েছেন। সিজবৃক্ষকেও মনসার প্রতীক হিসাবে পূজা করা হয়। সম্ভবতঃ বাস্তুগৃহ থেকে সর্পভয় নিবারণের উদ্দেশ্যে সিজপূজা বা মনসা পূজা অথবা নাগরাজ অনন্ত বা শেষের পূজার রীতি।

এইভাবে পিতৃপুরুষগণ, ব্রহ্মা, অগ্নি, রুদ্র-শিব, অনন্তনাগ ও মনসা একত্রে মিশ্রিত হয়ে লৌকিক বিশ্বাসের রসে জারিত হয়ে বাস্তুদেবতা নামে বাস্তু-গৃহের অধিষ্ঠাতা নূতন দেবতার পরিকল্পনা গড়ে উঠেছে। অথচ বাস্তু-দেবতার সুস্পষ্ট কোন আকার পরিকল্পিত হতে পারে নি। অথচ বাস্তুদেবতার পূজা নিতান্ত অর্বাচীন কালের নয়। মহর্ষি মনু গৃহস্থের প্রাত্যহিক কর্তব্য যে পঞ্চ মহাযজ্ঞের কথা বলেছেন তার মধ্যে অন্যতম বৈশ্যদেব বা হোমকর্ম। হোমকর্মের অঙ্গীভূত ব্রহ্মা ও বাস্তুদেবতাকে বলি উৎসর্গ করা,—"ব্রহ্মা বাস্তো-স্পতিভ্যাস্তু বাস্তুমধ্যে বলিং হরেৎ।"[২] এই অনুষ্ঠানে ব্রহ্মা ও বাস্তোস্পতি পৃথক দেবতা। পরে তাঁরা মিশ্রিত হয়ে গেছেন।

---

১ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম পূর্বার্ধ—পৃঃ ২৫৩ ২ মনুসংহিতা-৩।৮৯

ঘণ্টাকর্ণ

পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে মেয়েরা ঘণ্টাকর্ণ বা ঘাঁটু—(স্থানবিশেষে ঘেঁটু নামে পরিচিত) নামক এক দেবতার পূজা করে থাকেন ফাল্গুন মাসের সংক্রান্তিতে। ফাল্গুন সংক্রান্তি ঘেঁটু সংক্রান্তি নামে প্রসিদ্ধ। ঘাঁটু বা ঘেঁটু দেবতার কোন মূর্তি বা প্রতিকৃতি নেই। বাড়ীর দরজার বাইরে একটি ভুষোকালিমাখা মৃৎপাত্র—সাধারণতঃ মুড়িভাজা খোলা বা ভুষোমাখা সড়া মালসা—উপুর করে তার উপরে গোবর ও কড়ি বসিয়ে ভাটফুলের (ঘেঁটুফুল নামে প্রসিদ্ধ) দ্বারা ফাল্গুনমাসের সংক্রান্তিতে মেয়েরা পূজা করে থাকেন। পূজার পর ঐ পাত্রটি কোন বালক লাঠির আঘাতে ভেঙ্গে ফেলে। কোথাও কোথাও জলাশয়ের ধারে বা তেমাথার রাস্তায় ঘেঁটুর পূজা হয়। রাত্রিবেলায় হারিকেন লণ্ঠনে ভাটফুল সাজিয়ে অথবা কলাগাছের খোলার দ্বারা অথবা বাখারি কাগজ ইত্যাদির দ্বারা একটি আধার নির্মাণ করে তন্মধ্যে একটি প্রদীপ বা লম্ফ জ্বালিয়ে ভাটফুল বা ঘেঁটুফুলে সাজিয়ে বাড়ী বাড়ী ছড়া আবৃত্ত করে চাল পয়সা ইত্যাদি আদায় করে। অঞ্চল বিশেষে ছড়ার বিভিন্নতা দেখা যায়। এই ভাবে ছড়া গেয়ে টাকা চাল আদায় করাকে ঘেঁটু গাওয়া বলে। ঘেঁটু গাওয়া বালক-বালিকাদের উৎসব বিশেষ।

প্রচলিত বিশ্বাস, ঘেঁটু দেবতা খোস্ পাঁচড়া ইত্যাদি আরোগ্য করেন। যদি কেউ ঘেঁটুর ছড়া শুনে চাল পয়সা না দেয় তাহলে তার বাড়িতে বা দরজায় ঘেঁটুফুল ফেলে দিলে খোস পাঁচড়া হবে বাড়ীর লোকের। ছেলেরা ছড়ায় বলে—"ঘেঁটু যায় ঘেঁটু যায় খোস পালায়।" চব্বিশ পরগণা জেলায় পুরোহিতগণ

ঘণ্টাকর্ণ মহাবীর সর্বব্যাধি বিনাশন।
বিস্ফোটক ভয়ে প্রাপ্তে রক্ষ রক্ষ মহাবল॥

—মন্ত্র বলে ঘাঁটুর পূজা করে থাকেন।[১] শীতলা বসন্তরোগ আরোগ্য করেন আর ঘাঁটু বা ঘেঁটু খোস পাঁচড়া ইত্যাদি আরোগ্য করেন। ঘাঁটু বা ঘেঁটু সূর্য দেবতা ছাড়া আর কেউ নন। সূর্য এবং সূর্যের রূপান্তর ধর্ম-ঠাকুর কুষ্ঠরোগ দূর করেন। ফাল্গুনী সংক্রান্তি সূর্যের বিষুব সংক্রমণ। ঘেঁটুপূজা সূর্যেরই পূজা। ভুষোকালিমাখা মৃৎপাত্র ভাঙ্গার তাৎপর্য সম্ভবতঃ অন্ধকার বিনাশ করে সূর্যের প্রকাশের প্রতীক। গোপেন্দ্র কৃষ্ণ বসু ঘেঁটু ঠাকুর সম্পর্কে লিখেছেন, "কোন কোন মনীষী মনে করেন, ঘেঁটু হলেন—

---

১ বাংলার লৌকিক দেবতা, গোপেন্দ্র কৃষ্ণ বসু—পৃঃ ১৮৩

চর্মরোগের আরোগ্য দেবতা—সূর্য অথবা ধর্মঠাকুরের লৌকিক সংস্করণ। তাঁদের অভিমতের সমর্থনে বলা যায়, সূর্য ও ধর্মঠাকুর উভয়েই কুষ্ঠ এবং নানারূপ চর্ম-রোগের নিরাময়কারী দেবতা, ঘাঁটুর সঙ্গে উভয়ের প্রকৃতিগত মিলও আছে, অনেক স্থানে ঘাঁটুর প্রতীক শুধু প্রদীপই দেখা যায়, ধর্মশিলা হাঁড়ির মত গোলাকার, তার ওপর ধাতুনির্মিত দুটি চোখ থাকে।"[১]

উক্ত গবেষক ঘেঁটুকে অনার্য দেবতা বলে সিদ্ধান্ত করেছেন। সূর্যপূজার যে বহুবিচিত্র রূপ দেশে বিদেশে অঞ্চলে অঞ্চলে দেখা যায় তারই আর একটি মেয়েলি সংস্করণ ঘেঁটু বা ঘাঁটু। আলোকবর্তিকা নিয়ে ঘরে ঘরে ঘেঁটু গাওয়ার তাৎপর্য বোধহয় সূর্যের উত্তরায়ণ, দক্ষিণায়ণ ও বিষুবে গমনাগমনের লৌকিক উৎসব। ইতুপূজার মত ঘেঁটুপূজাও সহজ সরল গ্রাম্য মানুষের সূর্যপূজার সহজতর উৎসব। এর উদ্ভব কোন সময়ে এর মধ্যে কতটা আছে আর্যেতর সংস্কৃতি তা নিছকই অনুমানের ব্যাপার। স্মরণীয় এই যে স্কন্দ-পুরাণে ঘণ্টাকর্ণ নামে শিবের এক অনুচর আছেন। ইনি কাশীতে ঘণ্টাকর্ণেশ্বর নামে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ইনি শিবের গণোত্তম।[২] নব্যস্মৃতিকার রঘুনন্দন ভট্টাচার্য শিবপুরাণের একটি বচন উদ্ধার করেছেন। এখানেও ঘণ্টা-কর্ণ শিবের গণ—"ঘণ্টাকর্ণো গণঃ শ্রীমান্ শিবস্যাতীব বল্লভঃ।" রঘুনন্দন ঘণ্টাকর্ণ পূজার স্বপক্ষে কৃত্যচিন্তামণি ও গুণিসর্বস্ব থেকে প্রমাণ উদ্ধার করেছেন—

চৈত্রমাসি চ সংপূজ্যো ঘণ্টাকর্ণো ঘটাত্মকং
আরোগ্যায় স্নুহীমূলং সংক্রান্ত্যাং তত্র কারয়েৎ ॥[৩]

—চৈত্রমাসে ঘটরূপী ঘণ্টাকর্ণ পূজনীয়, সংক্রান্তিতে স্নুহীমূল (পাঁচড়া) আরোগ্যের জন্য ঘণ্টাকর্ণ পূজা করা উচিত।

রঘুনন্দন ঘটে ঘণ্টাকর্ণ পূজার বিধান দিয়েছেন। জলপূর্ণঘট সর্বদেবময়। রঘুনন্দন কথিত ঘণ্টাকর্ণ পূজার মন্ত্র :—

ঘণ্টাকর্ণ মহাবীর সর্বব্যাধি বিনাশন।
বিস্ফোটক ভ'য়ে প্রাপ্তে রক্ষ রক্ষ মহাবল ॥[৪]

—হে মহাবীর সর্বরোগারোগ্যকারী ঘণ্টাকর্ণ, বিস্ফোটকের ভয় সমাগত হলে হে মহাবল! রক্ষা কর রক্ষা কর।

রঘুনন্দনের তিথিতত্ত্ব থেকে প্রমাণিত হয় যে খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর পূর্ব থেকেই খোস পাঁচড়া ইত্যাদি রোগের দেবতা হিসাবে শিবের অনুচর ঘণ্টাকর্ণের পূজা প্রচলিত ছিল।

---

১ বাংলার লৌকিক দেবতা, গোপেন্দ্র কৃষ্ণ বসু – পৃঃ ১৮৪-৮৫
২ স্কন্দপুঃ, কাশীখণ্ড—উত্তরার্ধ, ৫৩ অঃ
৩ অষ্টাবিংশতিতত্ত্বম্ – বেনীমাধব দে প্রকাশিত ১৩১৪—পৃঃ ৭২
৪ তদেব—পৃঃ ৭২

ত্রিনাথ

মেয়েলী ব্রতে ত্রিনাথ নামে এক দেবতার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। ত্রিনাথের ব্রত-পাঁচালী মুদ্রিত অবস্থায় সুলভ। ব্রতকথা অনুসারে সুদীন নামক ব্রাহ্মণ ত্রিনাথের পূজা করে বিপুল বৈভব লাভ করেছিলেন। এই দেবতার পূজার উপচার একটু অদ্ভুত রকমের। পান, গাঁজা ও তৈল—পূজার এই তিনটি উপকরণ। ত্রিনাথ সুদীনকে বলেছিলেন—

ত্রিলোকের নাথ আমি জানে সর্বজন।
ত্রিনাথ নামেতে এবে পূজিবে ব্রাহ্মণ ॥
সহজ সরল রীতি জানিও পূজার।
পান তেল গাঁজা মাত্র তিন উপচার ॥
সন্ধ্যাকালে এই তৈলে প্রদীপ জ্বালিবে।
প্রতিবেশিগণে সবে ডাকিয়া আনিবে ॥
গঞ্জিকা সাজিবে বিপ্র তিন কলিকায়।
সাজায়ে রাখিবে পান কলার পাতায় ॥
তিন কলিকায় গাঁজা বণ্টন করিয়া।
করিবে ত্রিনাথ পূজা হরিধ্বনি দিয়া ॥
তারপর কর সবে হরি-সংকীর্তন।
ভক্তিভরে ত্রিনাথের প্রসাদ সেবন ॥[১]

সুদীন ব্রাহ্মণ উপরোক্ত রীতিতেই ত্রিনাথের পূজা করেছিলেন।

প্রদীপ জ্বালিল বিপ্র তৈলটুকু দিয়া।
তিনটি পাতায় পান রাখে সাজাইয়া ॥
তিন কলিকায় গাঁজা সাজিয়া যতনে।
অগ্নি দিয়া নিবেদিল ত্রিনাথ চরণে ॥[২]

পূজার বিবরণ থেকে মনে হয় ত্রিনাথ শিবেরই নামান্তর বা রূপান্তর। ত্রিলোকের ঈশ্বর ত্রিশূলী ত্রিলোচন দেবাদিদেব মহাদেব। কিন্তু ব্রতকথায় ত্রিনাথকে স্পষ্টভাষায় বিষ্ণু বলে অভিহিত করা হয়েছে। বিষ্ণু দেবর্ষি নারদকে বলেছিলেন—

ত্রিলোকের নাথ বলি জানে সর্বজন।
ত্রিনাথ নামেতে এবে করিবে ভজন ॥
এই রূপ এই কান্তি, নবঘনশ্যাম।
বনমালা পীতাম্বর ত্রিভঙ্গিম ঠাম ॥

---

১ ত্রিনাথের পাঁচালী, পণ্ডিত রামরতন সাংখ্যতীর্থ সম্পাদিত—পৃঃ ১ ২ তদেব

এইরূপে দেখা দিব ধরার মানবে।
নূতন পূজার রীতি শিখাইব সবে ॥[১]

ত্রিনাথ বন্দনায় পাঁচালীকার লিখেছেন—

নমো নমঃ বিশ্বভূপ অনন্ত তোমার রূপ
দেব ঋষি বর্ণিতে কে পারে।
কায়মনে করি নতি হে নাথ গোলকপতি
এস প্রভু হৃদয় মাঝারে ॥
পীতাম্বর নীলমণি চরণে নূপুর ধ্বনি
শিখিচূড়া চাঁচর চিকুর।
ত্রিনাথ ত্রিলোকপতি তুমি অগতির গতি
ধরণীর দুঃখ কর দূর ॥[২]

অন্যত্র আছে : সুদীনের স্তবে তুষ্ট হরি ভগবান।
কৃপা করি নব পূজা করিলা বিধান ॥[৩]

ত্রিনাথের পূজার পর হরি সঙ্কীর্তন করার রীতি। সুদীন ব্রাহ্মণ গাঁজা দিয়ে ত্রিনাথ পূজার পর হরিনাম সংকীর্তন আরম্ভ করেছিলেন—

প্রতিবেশীগণে আরম্ভিল সংকীর্তন।
কত খোল করতাল বাজে অনুক্ষণ ॥
সুদীন ব্রাহ্মণ সেথা বৈসে জোড় করে।
ত্রিনাথের রাঙ্গা পদ স্মরে ভক্তিভরে ॥[৪]

ধুস্তর গঞ্জিকাসেবী মঙ্গল কাব্যের শিব ত্রিনাথে পরিণত হয়েছেন বলেই মনে হয়। অথচ পাঁচালীতে ত্রিনাথ বিষ্ণুরই রূপান্তর। কিন্তু বিষ্ণু-কৃষ্ণের সঙ্গে গঞ্জিকার সংস্রব কোথাও দেখা যায় না। সুতরাং ত্রিনাথ নামক দেবতায় শিব ও কৃষ্ণবিষ্ণুর সংমিশ্রণ ঘটেছে, একথা নিঃসংশয়ে বলা যায়। আবার নাথপন্থীদের 'নাথ' ও এসে ত্রিলোকনাথে সংমিশ্রিত হতে পারে। হিমাচল প্রদেশের অন্তর্গত লাহুল উপত্যকায় ত্রিলোকনাথ গ্রামে ত্রিলোকনাথের মন্দির অবস্থিত। মন্দিরের বিগ্রহ শ্বেত পাথরের নৃত্যভঙ্গিমায় চেনরেজী বা অবলোকিতেশ্বর বা লোকেশ্বর মূর্তি। মাথার উপরে ধ্যানী বুদ্ধ অমিতাভর মূর্তি। মন্দির তিনশ' বৎসরের পুরাতন। পূজারীরা ত্রিলোক নাথকে নটরাজ শিব বলে যাত্রীদের কাছে ব্যাখ্যা করেন।[৫] ত্রিলোকনাথ হিন্দু-বৌদ্ধ সকলের দ্বারাই পূজিত হন। নেপালের মুক্তিনাথ শান্তবুদ্ধ মূর্তি—পিছনে গরুড়মূর্তি,—একপাশে লক্ষ্মী, অন্যপাশে পার্বতী—মাথায় অনন্ত নাগ[৬]—হিন্দু ও বৌদ্ধ সংস্কৃতির সম্মিলন,—বুদ্ধ, বিষ্ণু ও শিবের একত্র অবস্থান। ত্রিনাথও কি বুদ্ধ, শিব এবং বিষ্ণুর সম্মিলনে উদ্ভূত এক নূতন দেবতা ?

---

১ ত্রিনাথের পাঁচালী—পৃঃ ৬ ২ ত্রিনাথের পাঁচালী—পৃঃ ৪
৩ ঐ পৃঃ ৯ ৪ ঐ পৃঃ ১৩
৫ শিক্ষা নিকেতন পত্রিকা (কলানব গ্রাম), ১৯৭৭—পৃঃ ৪৬-৪৭ ৬ তদেব

দক্ষিণরায়

বঙ্গদেশের দক্ষিণাঞ্চলে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা, হাওড়া, হুগলী, খুলনা, যশোর প্রভৃতি জেলায় দক্ষিণরায় জনপ্রিয় দেবতা। দক্ষিণ দেশের অর্থাৎ দক্ষিণ বঙ্গের রাজা বলেই দেবতার নাম দক্ষিণ রাজ বা দক্ষিণ রায়। পুরাণাদি কোন শাস্ত্র-গ্রন্থে স্থানাভাবহেতু ইনি বাঙ্গালার আঞ্চলিক এবং লৌকিক দেবতারূপে স্বীকৃত। দক্ষিণরায়ের আকৃতি বীর যোদ্ধার, গায়ের রঙ হলদে, মাথায় বাব্‌রি চুল, চুলের উপর রক্তাভ বিশাল মুকুট, টিকালো নাক, আকর্ণ বিস্তৃত গোঁফ, হাতে তীর-ধনুক বা অসি, পরশু, পিঠে ঢাল ও তূণ। তিনি জানু-পেতে উপবিষ্ট, পাশে ব্যাঘ্র, কোন কোন ক্ষেত্রে দক্ষিণরায় ব্যাঘ্রবাহন বা অশ্ববাহন।[১] অধিকাংশ স্থলে চিত্রিত ঘট বা 'বারা' দক্ষিণরায়ের প্রতীক হিসাবে পূজিত হয়। বারা—দুটি মুণ্ড—একটি পুরুষ ও একটি নারীর মুণ্ড। পুরুষমুণ্ডটি দক্ষিণরায়ের ও নারীমুণ্ডটি দক্ষিণরায়ের মাতা নারায়ণীর।[২] দক্ষিণরায়ের মুণ্ড প্রতীক পূজা সম্পর্কে দু'রকমের উপাখ্যান আছে। একটি উপাখ্যানে দক্ষিণরায়ের সঙ্গে বড় গাজীর সংগ্রামের ফলে দক্ষিণরায়ের মুণ্ড ছিন্ন হয়েছিল।

বাঘের উপরে নাহি দক্ষিণের রায়।
একখানি মুণ্ড মাত্র বারা বলে তায়॥
... ...
তারপর হুড়োহুড়ি মহাযুদ্ধ লাগে॥
দক্ষিণরায়ের বুকে মারে বড় গাজী।
পড়িয়া উঠিয়া রায় বলে মায়া বাজী॥
বড় খাঁ হানিল খাড়া গলায় তাহার।
মায়ামুণ্ড ক্ষিতি পরে এমনি প্রকার॥
... ...
কাটামুণ্ড বারা পূজা সেই হতে করে।
কোনখানে দিব্যমূর্তি ব্যাঘ্রের উপরে॥[৩]

আর একটি কিংবদন্তী অনুসারে, শনির দৃষ্টিতে গণেশের মুণ্ড বিচ্ছিন্ন হয়ে—ছিন্নমুণ্ডটি দক্ষিণরায়রূপে পূজিত হচ্ছেন।

আচম্বিতে উচাটিল গণেশের মাথা।
দক্ষিণে পড়িয়া সেই হইল দেবতা॥[৪]

---

১ বাংলার লৌকিক দেবদেবী—পৃঃ ১৪৫-৪৬ ২ তদেব—পৃঃ ১৪৬
৩ কৃষ্ণরাম দাসের রায় মঙ্গল কাব্য ৪ হরিদেবের রায় মঙ্গলকাব্য

দক্ষিণরায় পূজার একটি ধ্যানমন্ত্র :—

চন্দ্রবদন চন্দ্রকায়।
শার্দুল বাহন দক্ষিণরায় ॥

আর একটি মন্ত্র :—

সাগর সঙ্গম সুন্দরকায়।
ঘোটক বাহন দক্ষিণরায় ॥
ঢাল তলোয়াল টাঙ্গি হস্তে।
দক্ষিণরায় নমহস্তুতে ॥[১]

শীতলা যেমন মারীভয় দূর করেন, মনসার প্রীতিতে সর্পভয় দূর হয়, দক্ষিণরায় তেমনি ব্যাঘ্রভয় দূর করেন। দুরারোগ্য ব্যাধি থেকেও তিনি মুক্ত করেন।

দক্ষিণরায়ের স্বরূপ : দক্ষিণরায়ের স্বরূপ সম্পর্কে পণ্ডিতগণের মতভেদের অন্ত নেই। কারো মতে দক্ষিণরায় আদিম জাতির ব্যাঘ্র উপাসনা (tiger cult) থেকে এসেছেন,[২] কারো মতে দক্ষিণরায় ঐতিহাসিক ব্যক্তি —যশোর জেলার অন্তর্গত ব্রাহ্মণ নগরের রাজা মুকুটরায়ের সেনাপতি দেবত্বে উন্নীত।[৩] কারো মতে দক্ষিণরায় সশস্ত্র ইসলাম ধর্মপ্রচারকদের সঙ্গে যুদ্ধে কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছিলেন।[৪] মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে দক্ষিণরায় একজন বৌদ্ধসিদ্ধাচার্য ছিলেন।[৫] ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে ব্যাঘ্রদেবতা দক্ষিণরায় অস্ট্রিক জাতির ধর্মোপাসনা (Austric Cult) থেকে আগত।[৬] ব্যোমকেশ মুস্তফীর মতে তিনি অপৌরাণিক বনদেবতা, তাঁর পূজার্চনায় দ্রাবিড় ও মোঙ্গলীয় প্রভাব আছে।[৭]

এই সকল মতামতের তারতম্য থেকে দক্ষিণরায়ের স্বরূপ নির্ণয় সহজ ব্যাপার নয়। দক্ষিণরায়ের যে আকার পরিকল্পিত হয়েছে তার সঙ্গে দেবসেনাপতি কার্তিকেয়ের সাদৃশ্য গভীর। ব্যাধিনাশক দেবতা বেদে রুদ্র ও অশ্বিদ্বয়, পুরাণে অশ্বিনীকুমার। গণেশের মুণ্ড-কাহিনী দক্ষিণরায়ের সঙ্গে রুদ্রপুত্র গণেশের সংযোগ ঘটিয়েছে। কোন কোন স্থানে গণেশের ধ্যানমন্ত্রে দক্ষিণ-রায়ের পূজা করা হয়।[৮] দক্ষিণরায়কে ক্ষেত্রপালরূপেও পূজা করা হয়।[৯] স্বামী শংকরানন্দের মতে রুদ্রই ব্যাঘ্রদেবতা দক্ষিণরায়। এদেশে ব্যাঘ্রই পশুপতি বলে রুদ্র হয়েছেন ব্যাঘ্রপতি।[১০] শংকরানন্দের অভিমত প্রণিধান-

---

১ বাংলার লৌকিক দেবতা—পৃঃ ১৪৭-৪৮ ২ বাংলার লৌকিক দেবতা—পৃঃ ১৫১

৩ The Cult of Dakshin Raya in Southern Bengal—
Hindustan Review, 1925, Allabhabad

৪ দক্ষিণরায়ের কাহিনী—হেমচন্দ্র ঘোষ, যুগান্তর ১৪।২।৫৪

৫ সাহিত্য পত্রিকা—জ্যৈষ্ঠ ১৩৭০ সাল

৬ J. R,A, S. B. XVI. 1950—page 210

৭ সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা—কার্তিক, ১৩০৩ ৮ বাংলার লৌকিক দেবতা—পৃঃ ১৪৬

৯ তদেব—পৃঃ ১৪৯ ১০ বঙ্গে মহেঞ্জোদারো সভ্যতার বিস্তার

যোগ্য। লক্ষণীয় এই যে শিব কৃত্তিবাস—ব্যাঘ্রচর্ম পরিহিত। ক্ষেত্রপালও শিব। রুদ্র-শিবের পুত্র গণেশ ও কার্তিকেয় রুদ্রশিবেরই অংশ বা রূপান্তর[1] সুতরাং গণেশের মুণ্ড কার্তিকেয়ের আকৃতি-সাদৃশ্য রুদ্রশিবের সঙ্গে দক্ষিণরায়ের সংযোগ বিজ্ঞাপিত করে। দক্ষিণ দিকের অধীশ্বর যম—সূর্যপুত্র। দক্ষিণ-দেশের রাজা দক্ষিণরায়ের সঙ্গে যমের সংযোগও স্বাভাবিক। দক্ষিণরায়ের ব্যাপক পূজা ও উৎসব হয় পৌষ সংক্রান্তি বা ঠিক তার পরদিন অর্থাৎ ১লা মাঘ।[2] এই দিনটিকে উত্তরায়ণ বলা হয়। সুতরাং সূর্যের সঙ্গে ও দক্ষিণ-রায়ের সংযোগ অস্বীকার করার উপায় নেই। রুদ্র-শিব, গণেশ, কার্তিকেয় প্রভৃতি স্বরূপতঃ সূর্যাগ্নি। তাই দক্ষিণরায়ও স্বরূপতঃ সূর্যরূপী। কৃষিকর্মের অধিদেবতা ক্ষেত্রপালরূপেই হোক এবং ব্যাঘ্রভীতি থেকে পরিত্রাতারূপেই হোক সূর্যরূপী দক্ষিণরায় বিভিন্ন দেবসত্তার সংমিশ্রিত রূপ হিসেবে অঞ্চল-বিশেষে পূজিত হচ্ছেন; মারীভয় বা ব্যাঘ্রভয়বিনাশী দেবতা হিসেবে দেব-সেনাপতি কার্তিকেয়ের আদর্শে পরিকল্পিত হয় তাঁর বিগ্রহ।

দক্ষিণরায়ের আবির্ভাবকাল ঃ দক্ষিণরায় অপেক্ষাকৃত আধুনিককালে আবির্ভূত হয়েছেন। মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গলকাব্যে ব্যাঘ্রদেবতা দক্ষিণরায়ের দেবত্বপ্রাপ্তির পূর্বাভাস পেয়েছেন ডঃ সুকুমার সেন। কালকেতু জঙ্গল কেটে যখন নগর বসাচ্ছিল সেই সময় তাকে বাঘে তাড়া করেছিল। মজুররা বাঘের ভয়ে পলায়ন করায় কালকেতুকে বাঘ বধ করতে হয়েছিল। ডঃ সেন লিখেছেন, "মুকুন্দরামের বর্ণনা হইতে বোঝা যায় যে তখনও দক্ষিণের ক্ষেত্রপাল ব্যাঘ্রদেবতার জন্ম হয় নাই।"[3] সাহিত্যিক বিনয় ঘোষ দেখিয়েছেন যে দক্ষিণরায়ের মূর্তির সঙ্গে মুকুন্দরাম-বর্ণিত কালকেতুর সাদৃশ্য আছে।[4] দক্ষিণরায়ের মহিমাসূচক রায় মঙ্গল কাব্যগুলি খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্ববর্তীকালে রচিত হয়। কৃষ্ণ রামের রায় মঙ্গল রচিত হয় ১৭৮৬—৮৭ খ্রীষ্টাব্দে। ডঃ সেনের মতে রায়মঙ্গলের অন্যতম কবি রুদ্রদেব অষ্টাদশ শতাব্দী ও হরিদেব অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে বা উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে বর্তমান ছিলেন।[5] মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল কাব্য রচিত হয়েছে খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে। সুতরাং দক্ষিণরায় ব্যাঘ্রদেবতা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিলেন খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে, এবং জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন অষ্টাদশ শতাব্দীতে এরূপ অনুমান অমূলক বোধ হয় না।

১ হিন্দুদের দেবদেবী—২য় পর্ব দ্রষ্টব্য   ২ বাংলার লৌকিক দেবতা—পৃঃ ৪৭
৩ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম, অপরার্ধ—পৃঃ ২৯৭-৯৮
৪ দক্ষিণরায়, পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি—পৃঃ ৬৮৯-৯০
৫ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম, অপরার্ধ—পৃঃ ২৯৭, ৩০৮

গ্রন্থপঞ্জী

সংস্কৃত গ্রন্থ

১। ঋগ্বেদ—রমেশচন্দ্র দত্ত সম্পাদিত, ১২৯২।
২। ঋগ্বেদ—দুর্গাদাস লাহিড়ী সম্পাদিত।
৩। শুক্ল যজুর্বেদ— ঐ।
৪। কৃষ্ণ যজুর্বেদ— ঐ।
৫। অথর্ববেদ— ঐ।
৬। শতপথ ব্রাহ্মণ।
৭। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ।
৮। সাংখ্যায়ন ব্রাহ্মণ।
৯। তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণ।
১০। কেনোপনিষৎ।
১১। তৈত্তিরীয় আরণ্যক।
১২। উপনিষৎ গ্রন্থাবলী—বসুমতী সাহিত্যমন্দির, ১৩৬০।
১৩। কাত্যায়ন শ্রৌতসূত্র।
১৪। লাট্যায়ন শ্রৌতসূত্র।
১৫। পারস্কর গৃহ্যসূত্র।
১৬। বৌধায়ন ধর্মসূত্র।
১৭। নিরুক্ত—যাস্ক, ১ম-৪র্থ খণ্ড—অমরেশ্বর ঠাকুর সম্পাদিত ক. বি.।
১৮। বৃহদ্দেবতা—শৌনক।
১৯। বাল্মীকি রামায়ণ—হিতবাদী সং।
২০। বাল্মীকি রামায়ণ—আর্যশাস্ত্র সং।
২১। মহাভারত—পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত, বঙ্গবাসী, ১৮৩০ শকাব্দ।
২২। মহাভারত—অনুশাসন পর্ব, বর্ধমান রাজবাটী সং ১৮০৩ শকাব্দ।
২৩। মনুসংহিতা—আর্যশাস্ত্র সং।
২৪। স্কন্দপুরাণ—ব্রহ্মখণ্ড, পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত।
২৫। স্কন্দপুরাণ—বিষ্ণুখণ্ড, ঐ।
২৬। স্কন্দপুরাণ—কাশীখণ্ড, পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত।
২৭। স্কন্দপুরাণ—রেবাখণ্ড, ঐ।
২৮। স্কন্দপুরাণ—উৎকল খণ্ড, ঐ।
২৯। স্কন্দপুরাণ—প্রভাস খণ্ড, ঐ।

৩০। স্কন্দপুরাণ—আবন্ত্য খণ্ড, পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত।
৩১। পদ্মপুরাণ—সৃষ্টি খণ্ড, ঐ।
৩২। পদ্মপুরাণ—ভূমিখণ্ড, ঐ।
৩৩। পদ্মপুরাণ—ক্রিয়াযোগসার, ঐ।
৩৪। পদ্মপুরাণ—পাতাল খণ্ড, ঐ।
৩৫। অগ্নিপুরাণ।
৩৬। মার্কণ্ডেয়পুরাণ—মহেশ চন্দ্র পাল, সম্পাদিত ১৮১২ শকাব্দ।
৩৭। বামনপুরাণ—পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত, বঙ্গবাসী।
৩৮। মৎস্যপুরাণ, ঐ ঐ।
৩৯। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, ঐ ঐ, ১৩০০।
৪০। বিষ্ণুপুরাণ ঐ ২য় সং ঐ, ১৩৩১।
৪১। শ্রীমদ্ভাগবতম্, ঐ ঐ, ১৩৩৪।
৪২। বৃহদ্ধর্ম পুরাণ, ঐ ঐ, ১৩০০।
৪৩। দেবীপুরাণ, ঐ ২য় সং ঐ, ১৩৩৪।
৪৪। দেবী ভাগবত, ঐ ঐ, ১৮২৪ শকাব্দ
৪৫। খিল হরিবংশ, ঐ ঐ।
৪৬। কালিকাপুরাণ, ঐ নবভারত পাবলিশার্স।
৪৭। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ, ১৩৮৪।
৪৮। লিঙ্গপুরাণ।
৪৯। সৌরপুরাণ।
৫০। বরাহপুরাণ।
৫১। গরুড়পুরাণ।
৫২। বিষ্ণুধর্মোত্তরপুরাণ।
৫৩। স্বয়ম্ভূপুরাণ।
৫৪। ভবিষ্যপুরাণ।
৫৫। শিবপুরাণ—জ্ঞান সংহিতা, পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত।
৫৬। শিবপুরাণ—বায়বীয় সংহিতা "
৫৭। শিবপুরাণ—বিদ্যেশ্বর সংহিতা, "
৫৮। বায়ুপুরাণ।
৫৯। তন্ত্রসার—কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ, বঙ্গবাসী।
৬০। সারদা তিলক—আর্থার এভ্‌লন সম্পাদিত।
৬১। প্রপঞ্চসার তন্ত্র, ঐ
৬২। কালী বিলাস তন্ত্র, ঐ
৬৩। তারোপনিষৎ কৌলোপনিষৎ, ঐ
৬৪। তন্ত্ররাজ তন্ত্র, ঐ
৬৫। মহানির্বাণ তন্ত্র, ঐ

৬৬। কুলচূড়ামণি তন্ত্র—আর্থার এভ্‌লন সম্পাদিত।
৬৭। কুলার্ণবতন্ত্র—উপেন্দ্রনাথ দাস সম্পাদিত, নবভারত পাবলিশার্স, ১৩৮৩।
৬৮। যোগিনীতন্ত্র।
৬৯। প্রাণতোষিণী তন্ত্র—রামতোষণ বিদ্যাভূষণ, বসুমতী সাহিত্য মন্দির।
৭০। সাধনমালা, ১ম—বিনয়তোষ ভট্টাচার্য, গায়কোয়ার ওরিয়েণ্টাল ইন্‌স্টিটিউট্।
৭১। সাধনমালা, ২য়, ঐ ঐ, ১৯২৮।
৭২। তারা রহস্যম্—পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য ব্রহ্মানন্দ গিরি তীর্থাবধূত বিরচিত।
৭৩। দশমহাবিদ্যা—মহেশচন্দ্র পাল সংকলিত ও প্রকাশিত- ৩য় সং, ১৮১৪ শকাব্দ।
৭৪। কথাসরিৎসাগর—সোমদেব।
৭৫। কাব্যমীমাংসা—রাজশেখর, ৩য় সং, ১৯৩৪—সি. ডি. দালাল ও আর. এ. শাস্ত্রী, ওরিয়েণ্টাল ইন্‌স্টিটিউট, বরোদা।
৭৬। চরক সংহিতা, ১ম খণ্ড—কেবলরাম চট্টোপাধ্যায় প্রকাশিত, ১৩০০।
৭৭। অষ্টাবিংশতিতত্ত্বম্—রঘুনন্দন ভট্টাচার্য, বেণীমাধব দে প্রকাশিত।
৭৮। রাজতরঙ্গিণী—এ. ষ্টাইন সম্পাদিত।
৭৯। শংকরাচার্যের গ্রন্থমালা—বসুমতী।
৮০। স্তবকবচমালা, ঐ।
৮১। কাদম্বরী—বাণভট্ট রচিত—জীবানন্দ বিদ্যাসাগর সম্পাদিত, ১৮০৯।
৮২। কালবিবেক—জীমূতবাহন—প্রমথনাথ তর্কভূষণ সম্পাদিত।
৮৩। পঞ্চবিংশতি গীতা—উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত—বসুমতী।
৮৪। ভগবদ্গীতা।
৮৫। রামচরিতম্—সন্ধ্যাকর নন্দী—ডঃ রাধাগোবিন্দ বসাক সম্পাদিত, জেনারেল প্রিণ্টার্স এণ্ড পাবলিশার্স, ১৩৫৩।
৮৬। কুমারসম্ভবম্—কালিদাস—বরদাপ্রসাদ মজুমদার সম্পাদিত, কলিকাতা, ১৯২৬।
৮৭। মেঘদূতম্—ঐ—হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ সম্পাদিত, ২য় সং ১৮৬১ হেমচন্দ্র ব্যাকরণতীর্থ প্রকাশিত।
৮৮। দুর্গোৎসব বিবেক—শূলপাণি।
৮৯। বৈকৃতিক রহস্য—সুবোধ মজুমদার সম্পাদিত।
৯০। সাংখ্যকারিকা—বিহারীলাল সরকার সম্পাদিত, তারক ভবন, পি, ৩৭৭ মনোহর পুকুর রোড থেকে প্রকাশিত।
৯১। শুক্রনীতিসারঃ।
৯২। শব্দকল্পদ্রুমঃ—রাজা রাধাকান্ত দেব—বরদাকান্ত মিত্র প্রভৃতির দ্বারা পুনঃ প্রকাশিত ১৯৩১ সংবৎ।

৯৩। অমরকোষ অভিধানম্—কানাইলাল শীল প্রকাশিত।
৯৪। শ্রীশ্রীচণ্ডী—শ্যামাচরণ কবিরত্ন সম্পাদিত, কানাইলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকাশিত, ১৩৫২।
৯৫। গৌড়বহো—বাকপতিরাজ।
৯৬। হিন্দুসর্বস্ব।
৯৭। ক্রিয়াকাণ্ডবারিধিঃ।
৯৮। কাব্যাদর্শ—দণ্ডী রচিত, প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ সম্পাদিত।
৯৯। কালিকাপুরাণোক্ত দুর্গাপূজা পদ্ধতি—নৃসিংহ চন্দ্র বিদ্যাভূষণ, সংস্কৃত প্রেস ডিপোজিটারি, কলিকাতা।
১০০। নিষ্পন্ন যোগাবলী—অভয়াকর গুপ্ত—বিনয়তোষ ভট্টাচার্য সম্পাদিত।
১০১। রামচরিতম্—অভিনন্দ।

বাঙ্গালা গ্রন্থ

১০২। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস—ডঃ সুকুমার সেন, ১ম খণ্ড পূর্বার্ধ, ৪র্থ সং, ইষ্টার্ণ পাবলিশার্স, ১৯৬৩।
১০৩। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস—১ম খণ্ড, অপরার্ধ, ঐ ২য় সং, ১৯৬৫।
১০৪। বাঙ্গালা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস—ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, ২য় সং, ১৩৫৭, কলিকাতা বুক হাউস্।
১০৫। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য—ডঃ দীনেশ চন্দ্র সেন, ৮ম সং, ১৩৫৬, দাশগুপ্ত এণ্ড কোং।
১০৬। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত—১ম খণ্ড, ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩য় সং, ১৯৭০, মডার্ন বুক্ এজেন্সী।
১০৭। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত—৩য় খণ্ড, ডঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ১ম সং, ১৯৬৩, মডার্ণ বুক্ এজেন্সী।
১০৮। সাহিত্য সংস্কৃতির তীর্থ সংগমে—ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ১ম সং ১৩৬৯, মডার্ণ বুক্ এজেন্সী।
১০৯। পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি—বিনয় ঘোষ, ১ম, সং, ১৯৫৭, পুস্তক প্রকাশক।
১১০। বাঙ্গালীর ইতিহাস—আদিপর্ব, ১ম সং, পুনর্মুদ্রণ, ১৩৫৯, বুক এম্পোরিয়ম্।
১১১। বঙ্গে মোহেন-জো-দারো সভ্যতার বিস্তার—স্বামী শংকরানন্দ।
১১২। ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত, ১ম ও ২য় খণ্ড, কলিকাতা, ১৮৯৫ ও ১২৯৩।

১১৩। বেদের দেবতা ও কৃষ্টিকাল—যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১ম সং, ১৩৬১।
১১৪। পৌরাণিক উপাখ্যান—যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, এম্, সি, সরকার, ১৩৬১।
১১৫। পূজাপার্বণ—যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, বিশ্বভারতী, ১৩৫৮।
১১৬। পঞ্চোপাসনা—ডঃ জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১ম সং, ১৯৬০, ফার্মা কে. এল্. এম্.।
১১৭। বাঙ্গালাদেশের ইতিহাস—ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার, ২য় সং, ১৩৫৬, জেনারেল প্রিণ্টার্স এণ্ড পাবলিশার্স।
১১৮। রাঢ়ের সংস্কৃতি ও ধর্ম ঠাকুর—ডঃ অমলেন্দু মিত্র, ১ম সং, ১৯৭২, ফার্মা. কে. এল্. এম্।
১১৯। বাংলা কাব্যে শিব—ডঃ গুরুদাস ভট্টাচার্য, ১ম সং, ইণ্ডিয়ান্ এসোসিয়েটেড্ পাব্লিশিং কোং।
১২০। বাঙ্গালীর পূজাপার্বণ—অমরেন্দ্রনাথ রায় সম্পাদিত, ক. বি. ১৩৫৬।
১২১। ভারতের শক্তিসাধনা ও শাক্ত সাহিত্য—ডঃ শশিভূষণ দাসগুপ্ত, ১ম সং, ১৩৬৭, সাহিত্য সংসদ।
১২২। বাংলার ব্রত—অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্ববিদ্যা সিরিজ, বিশ্বভারতী, ১৩৫৪।
১২৩। লক্ষ্মী ও গণেশ—অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, পুরোগামী প্রকাশন, ১৯৬৩।
১২৪। সরস্বতী—অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, ইণ্ডিয়ান্ রিসার্চ ইনষ্টিটিউট্।
১২৫। হিন্দুদের দেবদেবী—ডঃ হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য, ২য় সং ১৯৮২ ১ম পর্ব, ফার্মা কে. এল্. এম্. প্রাঃ লিঃ।
১২৬। হিন্দুদের দেবদেবী—২য় পর্ব, ডঃ হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য, ২য় সং ১৯৮২, ফার্মা কে এল্ এম্ প্রাঃ লিঃ।
১২৭। ধর্মপূজাবিধান—রামাই পণ্ডিত, ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৩২৩।
১২৮। বৌদ্ধদের দেবদেবী—বিনয়তোষ ভট্টাচার্য, বিশ্বভারতী, ১৩৬২।
১২৯। বাংলার লৌকিক দেবতা, গোপেন্দ্র কৃষ্ণ বসু. ১ম সং, ১৯৬৬। আনন্দ পাবলিশার্স।
১৩০। পশ্চিমবঙ্গের পূজা পার্বণ ও মেলা, ১ম খণ্ড, সম্পাদক অশোক মিত্র, ভারত সরকার প্রকাশিত।
১৩১। পশ্চিমবঙ্গের পূজাপার্বণ ও মেলা ২য় খণ্ড, ঐ ঐ
১৩২। পশ্চিমবঙ্গের পূজাপার্বণ ও মেলা ৩য় খণ্ড, ঐ ঐ
১৩৩। পশ্চিমবঙ্গের পূজাপার্বণ ও মেলা ৪র্থ খণ্ড, ঐ ঐ
১৩৪। প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী—ডঃ সুকুমার সেন, বিশ্ববিদ্যাসিরিজ, বিশ্বভারতী, ১৩৫৩।

১৩৫। যাত্রাগানে মতিলাল রায় ও তাঁহার সম্প্রদায়—ডঃ হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য, ১ম সং, চলন্তিকা ১৯৬৭।

১৩৬। জাতক—১ম খণ্ড, অনুবাদক ঈশানচন্দ্র ঘোষ, করুণা প্রকাশনী, ১৩৮৪।

১৩৭। বর্ধমান পরিচিতি—অনুকূল চন্দ্র সেন ও নারায়ণ চৌধুরী, ১ম সং, ১৯৭৩, বুক সিণ্ডিকেট প্রাঃ লিঃ

১৩৮। শ্রীক্ষেত্র, সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ, ৩য় সং, ১৯৫১, গৌড়ীয় মঠ, বাগবাজার।

১৩৯। নদীয়ার মহাজীবন—ডাঃ কৃষ্ণ গঙ্গোপাধ্যায়।

১৪০। পৌরাণিক অভিধান—সুধীর সরকার, ১ম সং, ১৩৬৫, এম্. সি. সরকার।

১৪১। সরল বাংলা অভিধান—সুবল চন্দ্র মিত্র ৮ম সং ১৯১১, নিউ বেঙ্গল প্রেস।

১৪২। সরল প্রকৃতিবাদ অভিধান—রামকমল বিদ্যালংকার ১৯১১, দি ব্যানার্জি কোং।

১৪৩। বঙ্কিম রচনা সংগ্রহ—প্রবন্ধ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি।

১৪৪। নবীনচন্দ্র সেনের গ্রন্থাবলী, ১ম খণ্ড, হিতবাদী সং।

১৪৫। রবীন্দ্র রচনাবলী—৪র্থ খণ্ড, জন্মশতবার্ষিক সং, প. বঙ্গ সরকার।

১৪৬। বিভূতি রচনাবলী—১ম খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ।

১৪৭। অন্নদামঙ্গল কাব্য—ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী, বসুমতী।

১৪৮। দ্বিজেন্দ্র রচনাবলী ২য় খণ্ড, সাহিত্য সংসদ।

১৪৯। চর্যাপদ—মণীন্দ্র মোহন বসু সম্পাদিত, কমলা বুক্ ডিপো।

১৫০। পদ্মাপুরাণ—বিজয়গুপ্ত, জয়ন্ত দাশগুপ্ত সম্পাদিত, ১৯৬২, ক. বি.।

১৫১। পদ্মাপুরাণ—নারায়ণ দেব, তমোনাশ দাশগুপ্ত সম্পাদিত, ২য় সং, ১৯৪৭, ক. বি.।

১৫২। মনসা বিজয়—বিপ্রদাস পিপ্পলাই, ডঃ সুকুমার সেন সম্পাদিত, ১৯৫৩, এসিয়াটিক সোসাইটি।

১৫৩। কবিকঙ্কণ চণ্ডী—মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, অবিনাশ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, ১৩৪৪, পূর্ণচন্দ্র শীল প্রকাশিত।

১৫৪। চণ্ডীমঙ্গল কাব্য—ডঃ সুকুমার সেন সম্পাদিত, ১৩৮২, সাহিত্য একাডেমি।

১৫৫। মঙ্গলচণ্ডীর গীত—দ্বিজমাধব, সুধীভূষণ ভট্টাচার্য সম্পাদিত ২য় সং, ক. বি.।

১৫৬। মনসার ভাসান—ক্ষমানন্দ কেতকাদাস, বিহরী লাল সরকার প্রকাশিত, ১২৯২।

১৫৭। রূপরামের ধর্মমঙ্গল ১ম, ডঃ সুকুমার সেন ও ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত, ১ম সং ১৩৫১, বর্ধমান সাহিত্য সভা।
১৫৮। অভয়া মঙ্গল—দ্বিজ রামদেব, ডঃ আশুতোষ দাস সম্পাদিত, ১৯৫৭, ক. বি.।
১৫৯। দুর্গামঙ্গল—কবিচন্দ্র বঙ্গচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
১৬০। শ্রীধর্মমঙ্গল—ঘনরাম চক্রবর্তী, পীযূষকান্তি মহাপাত্র সম্পাদিত, ১৯৬২ ক. বি.।
১৬১। শিব সংকীর্তনের পালা শিবায়ন—রামেশ্বর ভট্টাচার্য, যোগিলাল হালদার সম্পাদিত, ক. বি., ১৯৫৭।
১৬২। বাশুলী মঙ্গল—কবিচন্দ্র মুকুন্দ মিশ্র, সুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত—১ম সং, ১৩৬৪, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ।
১৬৩। রায় মঙ্গল কাব্য—কৃষ্ণরাম দাস।
১৬৪। রায় মঙ্গল কাব্য—হরিদেব।
১৬৫। চৈতন্য ভাগবত—বৃন্দাবন দাস, ৬ষ্ঠ সং, ১৩৫৬, অমৃতবাজার পত্রিকা হাউস, বাগবাজার।
১৬৬। শূণ্যপুরাণ—চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ।
১৬৭। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন—বড়ু চণ্ডীদাস—বসন্ত রঞ্জন রায় সম্পাদিত ২য় সং, ১৩৪২, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ।
১৬৮। ত্রিনাথের পাঁচালী—পণ্ডিত রামরতন সাংখ্যতীর্থ, ১৩৬৪, দেব লাইব্রেরী।
১৬৯। কৃত্তিবাসী রামায়ণ—হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, ১ম সং, ১৩৬৪, শিশুসাহিত্য সংসদ।
১৭০। মৈমনসিংহ গীতিকা—দীনেশ চন্দ্র সেন সংকলিত, ১৯৫২, ক. বি.।
১৭১। মেঘনাদ বধ কাব্য—মাইকেল মধুসূদন দত্ত, ভোলানাথ ঘোষ সম্পাদিত
১৭২। শ্রীশ্রীসন্তোষী মাতার ব্রতকথা—ভোলানাথ চক্রবর্তী।
১৭৩। সোনার তরী—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী।
১৭৪। কাব্য সঞ্চয়ন—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, ৭ম সং, ১৩৫৩, এম্‌. সি. সরকার।
১৭৫। সারদামঙ্গল—বিহারীলাল চক্রবর্তী, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, ১৩৫৬, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ।
১৭৬। মহিলা কাব্য—সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত, ১৩৫৬, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ।
১৭৭। কাব্য মালঞ্চ—যতীন্দ্রমোহন বাগচী, মিত্র ও ঘোষ।
১৭৮। আহরণ—কালিদাস রায়, মিত্র ও ঘোষ।
১৭৯। অনুপূর্বা—যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, মিত্র ও ঘোষ।
১৮০। দেবদেবী ও তাঁদের বাহন—স্বামী নির্মলানন্দ— ৩য় সং, ১৩৯০, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ।

১৮১। শিলালেখ তাম্রশাসনাদির প্রসঙ্গ—ডঃ দীনেশ চন্দ্র সরকার—১৯৮২, সাহিত্যলোক, কলিকাতা।

পত্রপত্রিকা

১৮২। প্রবাসী—ফাল্গুন, ১৩২২

১৮৩। প্রবাসী—আশ্বিন, ১৩২৯।

১৮৪। প্রবাসী—আষাঢ়, ১৩২৯।

১৮৫। প্রবাসী—বৈশাখ, ১৩৩৩।

১৮৬। প্রবাসী—অগ্রহায়ণ, ১৩৩৪।

১৮৭। নারায়ণ—মাঘ, ১৩২২।

১৮৮। দেশ—১৯ শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪১,।

১৮৯। দৈনিক বসুমতী—২৪ শে আষাঢ়, ১৩২৫।

১৯০। শারদীয় বর্ধমান—১৩৮৪।

১৯১। যোগাদ্যা বাণীপীঠ পত্রিকা—১ম সংখ্যা।

১৯২। ঐ ৫ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা।

১৯৩। ঐ ৪র্থ বর্ষ, ২য় সংখ্যা।

১৯৪। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা—১৩০৪

১৯৫। —১৩০৫।

ইংরাজী গ্রন্থ

১৯৬। Geographical Dictionary of Ancient and Mediaeval India—Nandalal Dey, Luzac & Co., London.

১৯৭। Classical Dictionary of Hindu Mythology. Religion. Geogrphy, History and Literature—John Dowson.

১৯৮। Age of Imperial Kanauj—History and Culture of Indian People, vol. IV, 1st. Edn., 1955 —Bharatiya Vidya Rhawan.

১৯৯। Age of Imperial Unity " " " vol. II, 2nd Edn., 1953.

২০০। Ancient and Hindu Mythology—Lieutenant Colonel Vans Kennedy.
২০১। Iconography of the Hindus, Buddhists, and Jainas S. R. Gupte.
২০২। Gods of Northern Buddhism—Alice Getty.
২০৩। Japanese Mythology—Juliet Piggot, Paul Hamlyn, London-New York.
২০৪। Chinese Mythology—Antony Christie, Paul Hamlyn, London-New York.
২০৫। Near Eastern Mythology—John Gray, Paul Hamlyn. London-New York.
২০৬। Greek Myths—Vols. I & II, Robert Graves 1960-67 Penguin.
২০৭। Golden Bough—J, G. Frazer—Abridged Edition, 1963, MacMillan & Co., London,
২০৮। The Indo-Aryan Races—Rama Prasad Chanda, 1976.
২০৯। Indian Mother Goddess—N. N. Bhattacharya.
২১০। Pauranic and Tantric Religion—Dr. J. N. Banerjea, 1st. Edn., 1966—C, U.
২১১। The Periplus of the Erythraean—Schoff.
২১২। Mother Goddess—S. K. Dikshit.
২১৩। Encyclopedia of Religion and Ethics Vol. I—Hogarth.
২১৪। Priests and Kings—Harold Peake and Herbert John Fleure.
২১৫। Hindu Polytheism—Alain Danielou.
২১৬। F. K. Gode Commemoration Volume 32.
২১৭। Tibetan Religious Art, New York—A. K. Gordon.
২১৮। Indian Mythology—Veronica Ions, Paul Hamlyn, London, New York
২১৯। Hinduism and Buddhism, Vol. II—Charles Eliot.
২২০। Decipherment of Inscriptions on Phaistos Disc. of Crete—Swami Sankarnanda, 1st. Edn. 1968, Abhedananda Academy.
২২১। Greek Mythology—John Pinsent, Paul Hamlyn, London, New-York.
২২২। Romon Mythology—Stewart Ferowne ”

২২৩। Celtic Mythology—Proinsius Cana ”
২২৪। Egyptian Mythology—Veronica Ions ”
২২৫। Scandanevian Mythology—H. R. Ellis Davidson ”
২২৬। Persian Mythology—John Rhinnels ”
২২৭। Development of Hindu Iconography—J. N, Banerjee, 1941, C. U.
২২৮। Foreigners in Ancient India and Lakshmi and Sarasvati in Art and Literature—D. C. Sircar, 1st. Edn., 1970, C. U.
২২৯। The Sakti Cult and Tara—Ed. D. C. Sircar, 1st. Edn., 1967—C. U.
২৩০। Mexican and Central American Mythology—Irene Nicholson, Paul Hamlyn, London, New York.
২৩১। Classical Age—History & Culture of Indian people, Vol. III, 1st Edn., 1954, Bharatiya Vidya Bhawan,
২৩২। The History of Bengal, Vol. 1, Ed. R. C. Mazumdar, D. U.
২৩৩। Discovery of living Buddhism in Bengal—MM. H. P. Sastri.
২৩৪। Tribes and Castes of C. P., Vol. I—Rusel and Heralal.
২৩৫। Political History of Ancient India—H. C. Raychaudhuri, 5th Edn., 1950, C. U.
২৩৬। Rigvedic India—Dr. A. C. Das—Vol. I, 1921, C. U.
২৩৭। Inscriptions of Bengal. Vol. III—Ed. N, G. Mazumdar, Varendra Rescarch Society, 1929.
২৩৮। Select Inscriptions—Ed, D. C. Sircar, 1942, C. U.
২৩৯। Sources of Indian History : Coins—E. J. Rapson.
২৪০। A Study of Ancient Indian Numismatics—S. K. Chakravarti 1931, Published by the author.
২৪১। The Gupta [illegible] in Bayana Hoard—A. S. Altekar, 1954, The Numismatic Society, Bombay.
২৪২। Catalogue of the Coins of the Gupta Dynasty and Sasanka, king of Gauda Allan, British Museum 1914.
২৪৩। Epigraphia Indica—Vol. II.

২৪৪। Epigraphia Indica—Vol. VI.

২৪৫। " Vol. XXXV.

২৪৬। " Vol. XVIII.

২৪৭। " Vol. XXVI.

২৪৮। Archeological Survey Report—Vol. IX.

২৪৯। Indian Antiquary—Vol. XII.

২৫০। Journal of Oriental Institure, Vol. XIV, 1965.

২৫১। Allhabad Hindustan Review, 1925.

২৫২। Journal of the Royal, Asiatic Society, Bengal, 1950.

২৫৩। Memoirs of Archeological Survey of India, No. 44.

২৫৪। The Great goddesses in Indic Tradition Dr. Sukumar sen, Papyrus, Calcutta, 1983

২৫৫। Epic Mythology—E. W. Hopkins—Motilal Banarasidas, Delhi-Beneras—1974

২৫৬। On Yuan Chowanga's travel in India—Watters, Vol. I p.p. 221-22.

২৫৭। Cultural of Heritage of India vol.

২৫৮। Tantras : Their Philosophy and occult secrets—

২৫৯। Early Indus civilization E. Makay

২৬০। Cultural Heritage of India—Vol. IV

চিত্র : ১

বৈদিক দিব্য ও মর্ত সরস্বতী : সূর্য জ্যোতি, যজ্ঞাগ্নি ও নদী সরস্বতী

চিত্র : ২

পৌরাণিক সরস্বতী

চিত্র : ৩

আধুনিক সরস্বতী

চিত্র : ৪
জাপানী বেনতেন/সরস্বতী

চিত্র : ৫
গ্রীক দেবী এথেনী

চিত্র : ৬
রোমীয় দেবী মিনার্ভা

চিত্র : ৭
লক্ষ্মী

চিত্র : ৮

গজলক্ষ্মী

চিত্র : ৯

গুপ্ত মুদ্রায় লক্ষ্মী

চিত্র : ১৩

মনসা

চিত্র : ১২

গঙ্গা

চিত্র : ১৪

শীতলা

চিত্র : ১৫

দেবতেজ : সম্ভূতা চণ্ডী

চিত্র : ১৬
মহিষাসুরমর্দিনী/চণ্ডী/দুর্গা

চিত্র : ১৭
চামুণ্ডা : নির্মাংসা কোটরাক্ষী

চিত্র : ১৮
অগ্নিজিহ্বা কালী

চিত্র : ১৯
কালী

চিত্র : ২০
তারা

চিত্র : ২১
নবদ্বীপের শবশিবা

চিত্র : ২২
ভুবনেশ্বরী

চিত্র : ২৩
ষোড়শী—রাজরাজেশ্বরী

চিত্র : ২৪
বগলা

চিত্র : ২৫
ধূমাবতী
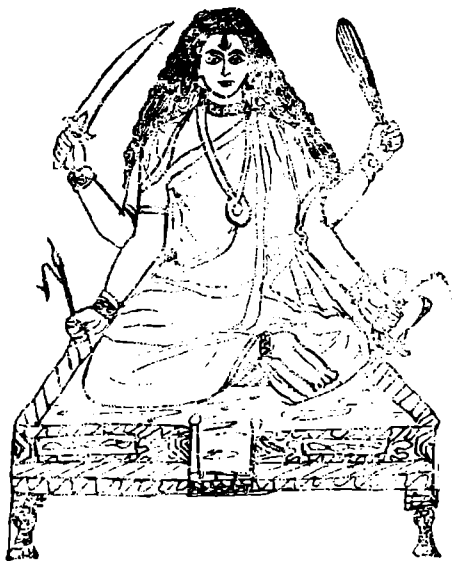
চিত্র : ২৬
মাতঙ্গী

চিত্র : ২৭
ছিন্নমস্তা

চিত্র ঃ ২৮
গোধাবাহনা মঙ্গলচণ্ডী

চিত্র ঃ ২৯
জগদ্ধাত্রী

চিত্র ঃ ৩০
অন্নপূর্ণা

চিত্র ঃ ৩১
কমলেকামিনী

চিত্র ঃ ৩২
রাজবল্লভী

চিত্র ঃ ৩৩
কুবের

৪৩ : ছবি

কতিপয় লাশী রক্ষ্যারোপ

৯৩ : ছবি

ভাইপ